সাহায্য করতে। যারা দুষ্কৃতকারী তাদের পুলিসের কাছে ধ'রে নিয়ে যায়। এই হোল সৎ নাগারিকের কর্ত্তব্য। যদি সে কর্ত্তব্য না করে তাহ'লে সে সৎ নাগরিক ব'লে নাগরিক অধিকার পর্য্যন্ত পেতে পারে না। কাজেই জাষ্টিস অফ পিস তৈরী ক'রে তাকে নূতনভাবে ক্ষমতা দেবে এটা ঠিক নয়। জনসাধারণ তাদের এলাকায় কোন কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলে তাকে ধরবার জন্য বা গুন্ডা দমন করার জন্য পুলিসকে সাহায্য করবে না, গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করবে না, এ কথা হ'তে পারে না। এখন কেন সাহায্য করেন না তার মূল কারণ কোথায়? কারণ এই সরকার যে সমস্ত পুলিসকে রেখেছেন তারা জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করতে পারেন না। পুলিস আজ লোক চক্ষে ঘৃনিত। সরকারের কর্ত্তব্য যাতে জনসাধারণের আস্থাভাজন পুলিসেরা হ'তে পারে, জনসাধারণ যাতে সরকারের সহযোগিতা করবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসতে পারে এমন বিধি ব্যবস্থা করা সরকারের প্রয়োজন। তাহ'লে সরকারের কোন কাজ ব্যাহত হবে না এবং জনসাধারণের সহযোগিতা পাবেন। সরকারের এ করা উচিত নয়, যে কতকগুলি লোককে ক্ষমতা দিয়ে বিরোধী মনোভাবাপন্ন যারা তাদেরকে সব সময় দমিয়ে রাখা বা শেষ করা বা তাদের আইনসংগত আন্দোলন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। যাদের সরকার ক্ষমতা দেবেন তারা কথায় কথায় লোককে এ্যারেষ্ট করবেন। কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যারা দু'দিন আগেও সরকারের বিরোধীতা করেছে আজকে কোন মোহে প'ড়ে, কোন লোভে প'ড়ে তারা আজকে ওদিকে গিয়ে বসে পড়েছে? এই জাষ্টিস অফ পিস নিয়োগ করবেন, তারা হয় ত পরে সেই সরকারমুখী হবে। এইজন্য জনসাধারণের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়ে গেছে। তারপর এই ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া যে—

Power to arrest

এটা হচ্ছে একটা ভেগ টার্ম্ম। এটার মধ্যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু নেই। যখনই তিনি মনে করবেন পাবলিক পিস নষ্ট হয়েছে তখনই তিনি পুলিসকে ডাকতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি যদি কোন অন্যায়ও করেন বা জনসাধারণ তার দোষ যদি ধরাধরি করেন তখনই তিনি তাঁর অন্যায়কে চাপা দেবার জন্য ফোন করে দিলেন পুলিস ফোর্স চলে আসতে। তখনই চলে আসবে পুলিস এবং সেই পুলিস ফোর্স সেখানে গিয়ে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। কাজেই এই অবস্থাতে তাদের এই রকম একটা ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে। এতগুলো ক্ষমতা একটা লোককে দেওয়া এটা অত্যন্ত অন্যায় ব'লে আমরা মনে করি। তারপর এটা সরকার পক্ষ থেকে আমরা নির্দ্দিষ্টভাবে জানতে চাই এই লোকগুলি কারা হবে এবং সেই লোকগুলি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যখন জনসাধারণের কোন ক্ষমতা থাকবে না তখন তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হচ্ছেন না, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হচ্ছেন বা তারা যদি অন্যায় কাজ করেন তাহ'লে তাদের সরাবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জনমত নেওয়া হবে। যদি জনমত তাদের বিরুদ্ধে হয় তাহ'লে তাদের আর রাখা হবে না। যদি তাই হয় তাহ'লে সে কথা বিলে থাকার আপত্তি কি? যেটা ভাল জিনিষ—যেটা এখানে বলতে পারছেন—সেটা এই বিলে থাকা উচিত ছিল।

জনসাধারণকে আজকে তাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যদি এটা সরকারের মনোনয়ন দ্বারা করেন তাহ'লে গণতন্ত্রকে আঘাত করা হয় এবং সেটা সোস্যালিষ্ট পেটার্নে রাষ্ট্র করবার যে পদক্ষেপ তা প্রতিপন্ন করা হয় না। কাজেই জনসাধারণের মতকে একটু সম্মান দেওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি। কাজেই আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলটি সার্কুলেসনে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সে অনুরোধ ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি যা আমদের কাছে রেখে গেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি তিনি কোন যুক্তি দেন নি। আজ পশ্চিম-বাংলার কি কারণে, কোন প্রয়োজনে, কোন অশান্তিতে জনমতের বিরুদ্ধে এই কুখ্যাত বিল তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? আমরা এখানে জনসাধারণের

Vol. XII—No. 1

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twelfth Session

(August-October, 1955)

(From 11th August to 11th October, 1955)

The 11th, 12th, 16th, 18th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and 26th August, 1955.

Superintendent, Government Printing
West Bengal Government Press, Alipore, West Bengal
1956

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Dr. HARENDRA COOMAR MOOKERJEE.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home, Development, Finance, Commerce and Industries and Social Welfare Departments.

The Hon'ble JADABENDRA NATH PANJA, Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Forests and Fisheries Department.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Excise Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Housing and Works and Buildings Departments.

The Hon'ble RADHAGOBINDA ROY, Minister-in-charge of the Department of Tribal Welfare.

The Hon'ble RENUKA RAY, Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department.

*The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of Food, Relief and Supplies and Co-operation Departments.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department.

The Hon'ble PANNALAL BOSE, Minister-in-charge of the Department of Education.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Department of Labour.

The Hon'ble SATYENDRA KUMAR BASU, Minister-in-charge of the Judicial and Legislative and Land and Land Revenue Departments.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Local Self-Government Department.

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble Dr. JIBAN RATAN DHAR, Minister of State in charge of the Jails Branch of the Home Department.

The Hon'ble Dr. AMULYADHAN MUKHARJI, Minister of State in charge of the Medical and Public Health Department.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

DEPUTY MINISTERS

Sj. Satish Chandra Roy Singh, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik, Deputy Minister for the Defence Branch of the Home Department.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta, Deputy Minister for the Publicity and Public Relations Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. Tarun Kanti Ghosh, Deputy Minister for the Local Works Schemes and Townships Branches of the Development Department and for the Relief Branch of the Food, Relief and Supplies Department.

Sj. Sowrindra Mohan Misra, Deputy Minister for the Commerce and Industries Department.

Sj. Tenzing Wangdi, Deputy Minister for the Tribal Welfare Department and for the Excise Department.

Sj. Bijesh Chandra Sen, Deputy Minister for the Rehabilitation Branch of the Refugee Relief and Rehabilitation Department.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay, Deputy Minister for the Food Branch of the Food, Relief and Supplies Department.

Sj. Rajani Kanta Pramanik, Deputy Minister for the Supplies Branch of the Food, Relief and Supplies Department.

Janab Abdus Shokur, Deputy Minister for the Agriculture and Animal Husbandry Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

*Sj. Chittaranjan Roy, Deputy Minister for the Co-operation Department and for the Cottage and Small Scale Industries Department.

Srijukta Purabi Mukhopadhyay, Deputy Minister for the Women's Education Branch of the Education Department and for the Relief Branch of the Refugee Relief and Rehabilitation Department.

Sj. Shiva Kumar Rai, Deputy Minister for the Labour Department.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker .. .. The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE.

Deputy Speaker .. .. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary to the Assembly .. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.

Special Officer .. .. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.

Assistant Secretary .. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.

Registrar .. .. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, B.A.

Legal Assistant .. .. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.Com., B.L.

Editor of Debates .. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Janab Hajee Sk. [Hariharpara—Murshidabad.]
(2) Abdullah, Janab S. M. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Shokur, Janab. [Baruipore—24-Parganas.]
(4) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]
(5) Atawal Gani, Janab, Abul Barkat. [Kaliachak North—Malda.]

B

(6) Baguli, Sj. Haripada, [Sagore—24-Parganas.]
(7) Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath. [Khayrasole—Birbhum.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Chapra—Nadia.]
(9) Bandopadhyay, Sj. Tarapada. [Ketugram—Burdwan.]
(10) Banerjee, Sj. Biren. [Howrah North—Howrah.]
(11) Banerjee, Sj. Profulla. [Basirhat—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Dr. Srikumar. [Rampurhat—Birbhum.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(15) Basu, Sj. Ajit Kumar. [Singur—Hooghly.]
(16) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Jorasanko—Calcutta.]
(17) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(18) Basu, Dr. Jatindra Nath. [Raipur—Bankura.]
(19) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(20) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(21) Basu, Sj. Satyendra Kumar. [Alipore—Calcutta.]
(22) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(23) Beri, Sj. Dayaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(24) Bhagat, Sj. Mangaldas. [Central Duars—Jalpaiguri.]
(25) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtola—24-Parganas.]
(26) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Sagardighi—Murshidabad.]
(27) Bhattacharjya, Sj. Mrigendra. [Daspur—Midnapore.]
(28) Bhattacharya, Dr. Kanailal. [Sankrail—Howrah.]
(29) Bhattacharyya, Sj. Syama. [Panskura South—Midnapore.]
(30) Bhowmick, Sj. Kanai Lal. [Moyna—Midnapore.]
(31) Biswas, Sj. Raghunandan. [Tehatta—Nadia.]
(32) Bose, Dr. Atindra Nath. [Asansol—Burdwan.]
(33) Bose, Dr. Maitreyee. [Bijpur—24-Parganas.]
(34) Bose, Sj. Pannalal. [Sealdah—Calcutta.]
(35) Brahmamandal, Sj. Debendra. [Alipur Duars—Jalpaiguri.]

C

(36) Chakrabarty, Sj. Ambica. [Tollygunge South—Calcutta.]
(37) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Sonamukhi—Bankura.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(38) Chatterjee, Sj. Bejoylal. [Krishnagar—Nadia.]
(39) Chatterjee, Sj. Haripada. [Karimpur—Nadia.]
(40) Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore.]
(41) Chatterjee, Sj. Rakhahari. [Bankura—Bankura.]
(42) Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(43) Chatterjee, Sj. Dhirendra Nath. [Gangajalghati—Bankura.]
(44) Chattopadhya, Sj. Brindaban. [Balagarh—Hooghly.]
(45) Chattopadhyay, Sj. Saroj Ranjan. [Balurghat—West Dinajpur.]
(46) Chattopadhyaya, Sj. Ratan Moni. [Bally—Howrah.]
(47) Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar. [Dantan—Midnapore.]
(48) Choudhury, Sj. Subodh. [Katwa—Burdwan.]
(49) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(50) Dal, Sj. Amulya Charan. [Ghatal—Midnapore.]
(51) Dalui, Sj. Nagendra. [Keshpur—Midnapore.]
(52) Das, Sj. Banamali. [Itahar—West Dinajpur.]
(53) Das, Sj. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(54) Das, Sj. Jogendra Narayan. [Murarai—Birbhum.]
(55) Das, Sj. Kanailal. [Ausgram—Burdwan.]
(56) Das, Sj. Kanai Lal. [Dum Dum—24-Parganas.]
(57) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai South—Midnapore.]
(58) Das, Sj. Radhanath. [Chinsurah—Hooghly.]
(59) Das, Sj. Raipada. [Malda—Malda.]
(60) Das, Sj. Sudhir Chandra. [Contai North—Midnapore.]
(61) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabang—Midnapore.]
(62) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(63) Dass, Sj. Alamohan. [Amta North—Howrah.]
(64) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(65) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(66) Dhar, Dr. Jiban Ratan. [Bongaon—24-Parganas.]
(67) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(68) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah South—Howrah.]
(69) Dutt, Sj. Probodh. [Chhatna—Bankura.]
(70) Dutta Gupta, Sjkta. Mira. [Bhowanipur—Calcutta.]

F

(71) Fazlur Rahman, Janab S. M. [Kaliganj—Nadia.]

G

(72) Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh. [Darjeeling—Darjeeling.]
(73) Garga, Kumar Deba Prasad. [Mahisadal—Midnapore.]
(74) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(75) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Haroa-Sandeshkhali—24-Parganas.]
(76) Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon. [Uluberia—Howrah.]
(77) Ghose, Sj. Jyotish Chandra. [Chinsurah—Hooghly.]
(78) Ghose, Sj. Kshitish Chandra. [Beldanga—Murshidabad.]
(79) Ghosh, Sj. Amulya Ratan. [Khatra—Bankura.]

(80) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampur—Murshidabad.]
(81) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(82) Ghosh, Sj. Jatish. [Ghatal—Midnapore.]
(83) Ghosh, Sj. Narendra Nath. [Goghat—Hooghly.]
(84) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(85) Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra. [Burwan-Khargram—Murshidabad.]
(86) Giasuddin, Janab Md. [Farakka—Murshidabad.]
(87) Golam Hamidur Rahman, Janab. [Raiganj—West Dinajpur.]
(88) Goswamy, Sj. Bijoy Gopal. [Salbani—Midnapore.]
(89) Gupta, Sj. Jogesh Chandra. [Beniapukur-Ballygunge—Calcutta.]
(90) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(91) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(92) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Sagardighi—Murshidabad.]
(93) Haldar, Sj. Nalini Kanta. [Kulpi—24-Parganas.]
(94) Halder, Sj. Jagadish Chandra. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(95) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(96) Hansdah, Sj. Bhusan. [Bolpur—Birbhum.]
(97) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Balurghat—West Dinajpur.]
(98) Hasda, Sj. Loso. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(99) Hazra, Sj. Amrita Lal. [Jagatballavpur—Howrah.]
(100) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(101) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly.]
(102) Hembram, Sj. Kamala Kanta. [Chhatna—Bankura.]

J

(103) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(104) Jana, Sj. Prabir Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(105) Jha, Sj. Pashu Pati. [Manikchak—Malda.]
(106) Joarder, Sj. Jyotish. [Tollygunge—24-Parganas.]

K

(107) Kamar, Sj. Prankrishna. [Kulpi—24-Parganas.]
(108) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(109) Kar, Sj. Dhananjoy. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(110) Kar, Sj. Sasadhar. [Western Duars—Jalpaiguri.]
(111) Karan, Sj. Koustuv Kanti. [Khejri—Midnapore.]
(112) Kazim Ali Meerza, Janab. [Lalgola—Murshidabad.]
(113) Khan, Sj. Madan Mohon. [Jhargram—Midnapore.]
(114) Khatick, Sj. Pulin Behari. [Beniapukur-Ballygunge—Calcutta.]
(115) Kuar, Sj. Gangapada. [Keshpur—Midnapore.]

L

(116) Lahiri, Sj. Jitendra Nath. [Serampore—Hooghly.]
(117) Let, Sj. Panchanon. [Rampurhat—Birbhum.]
(118) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(119) Mahammad Ishaque, Janab. [Sarupnagar—24-Parganas.]
(120) Mahapatra, Sj. Balailal Das. [Ramnagar—Midnapore.]
(121) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(122) Mahbert, Sj. George. [Kurseong-Siliguri—Darjeeling.]
(123) Maiti, Sjkta. Abha. [Khejri—Midnapore.]
(124) Maiti, Sj. Pulin Behari. [Pingla—Midnapore.]
(125) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(126) Majhi, Sj. Nishapati. [Suri—Birbhum.]
(127) Majumdar, Sj. Byomkesh. [Bhadreswar—Hooghly.]
(128) Mal, Sj. Basanta Kumar. [Bishnupur—24-Parganas.]
(129) Maliah, Sj. Pashupatinath. [Raniganj—Burdwan.]
(130) Mallick, Sj. Ashutosh. [Khatra—Bankura.]
(131) Mandal, Sj. Annada Prosad. [Manteswar—Burdwan.]
(132) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(133) Massey, Sj. Reginald Arthur. [Nominated.]
(134) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(135) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Kaliachak South—Malda.]
(136) Mitra, Sj. Keshab Chandra. [Ranaghat—Nadia.]
(137) Mitra, Sj. Nripendra Gopal. [Binpur—Midnapore.]
(138) Mitra, Sj. Sankar Prasad. [Muchipara—Calcutta.]
(139) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(140) Mohammad Hossain, Dr. [Khandaghosh—Burdwan.]
(141) Mohammad Momtaz, Maulana. [Kharagpur—Midnapore.]
(142) Mohammed Israil, Janab. [Nowada—Murshidabad.]
(143) Mojumder, Sj. Jagannath. [Nakashipara—Nadia.]
(144) Mondal, Sj. Baidyanath. [Kulti—Burdwan.]
(145) Mondal, Sj. Bijoy Bhuson. [Uluberia—Howrah.]
(146) Mondal, Sj. Dhajadhari. [Raniganj—Burdwan.]
(147) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(148) Mondal, Sj. Sishuram. [Sonamukhi—Bankura.]
(149) Mondal, Sj. Sudhir. [Burwan-Khargram—Murshidabad.]
(150) Moni, Sj. Dintaran. [Joynagar—24-Parganas.]
(151) Mookerjee, Sj. Naresh Nath. [Entally—Calcutta.]
(152) Mukerji, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(153) Mukharji, Dr. Amulyadhan. [Baraset—24-Parganas.]
(154) Mukherjee, Sj. Ananda Gopal. [Ausgram—Burdwan.]
(155) Mukherjee, Sj. Kali. [Watgunge—Calcutta.]
(156) Mukherjee, Sj. Saila Kumar. [Howrah East—Howrah.]
(157) Mukherjee, Sj. Sambhu Charan. [Bagnan—Howrah.]
(158) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(159) Mukherji, Sj. Bankim. [Budge-Budge—24-Parganas.]
(160) Mukherji, Sj. Pijush Kanti. [Alipur Duars—Jalpaiguri.]
(161) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Taldangra—Bankura.]
(162) Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath. [Barrackpore—24-Parganas.]
(163) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar. [Beliaghata—Calcutta.]
(164) Munda, Sj. Antoni Topno. [Western Duars—Jalpaiguri.]

(165) Murarka, Sj. Basanta Lall. [Nanur—Birbhum.]
(166) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]

N

*(167) Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(168) Naskar, Sj. Gangadhar. [Bhangar—24-Parganas.]
(169) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]

P

(170) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(171) Panda, Sj. Rameswar. [Bhagawanpur—Midnapore.]
(172) Panigrahi, Sj. Basanta Kumar. [Mohanpur—Midnapore.]
(173) Panja, Sj. Jadabendra Nath. [Galsi—Burdwan.]
(174) Paul, Sj. Suresh Chandra. [Naihati—24-Parganas.]
(175) Platel, Mr. R. E. [Nominated.]
(176) Poddar, Sj. Anandi Lal. [Colootola—Calcutta.]
(177) Pramanik, Sj. Mrityunjoy. [Raina—Burdwan.]
(178) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura North—Midnapore.]
(179) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(180) Pramanik, Sj. Surendra Nath. [Narayangarh—Midnapore.]
(181) Pramanik, Sj. Tarapada. [Amta Central—Howrah.]

R

(182) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(183) Rai, Sj. Shiva Kumar. [Jore Bungalow—Darjeeling.]
(184) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(185) Ray, Sj. Jajneswar. [Central Duars—Jalpaiguri.]
(186) Ray, Sj. Jyotish Chandra. [Falta—24-Parganas.]
(187) Ray, Sj. Jyotish Chandra. [Haroa-Sandeshkhali—24-Parganas.]
(188) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(189) Ray, Sjkta. Renuka. [Ratua—Malda.]
(190) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Burtola—Calcutta.]
(191) Roy, Sj. Arabinda. [Amta South—Howrah.]
(192) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Mangalkot—Burdwan.]
(193) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]
(194) Roy, Sj. Bijoyendu Narayan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(195) Roy, Sj. Biren. [Behala—24-Parganas.]
(196) Roy, Sj. Biswanath. [Cossipur—Calcutta.]
(197) Roy, Sj. Hanseswar. [Bolpur—Birbhum.]
(198) Roy, Sj. Nepal Chandra. [Kumartuli—Calcutta.]
(199) Roy, Sj. Prafulla Chandra. [Barjora—Bankura.]
(200) Roy, Sj. Provash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(201) Roy, Sj. Radhagobinda. [Vishnupur—Bankura.]
(202) Roy, Sj. Ramhari. [Harishchandrapur—Malda.]
(203) Roy, Sj. Saroj. [Garbeta—Midnapore.]
(204) Roy, Sj. Surendra Nath. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(205) Roy Singh, Sj. Satish Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]

*Parliamentary Secretary.

S

(206) Saha, Sj. Madan Mohon. [Arambagh—Hooghly.]
(207) Saha, Dr. Saurendra Nath. [Singur—Hooghly.]
(208) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nanur—Birbhum.]
(209) Sahu, Sj. Janardan. [Patashpur—Midnapore.]
(210) Santal, Sj. Baidya Nath. [Kalna—Burdwan.]
(211) Saren, Sj. Mangal Chandra. [Binpur—Midnapore.]
(212) Sarkar, Sj. Bejoy Krishna. [Ranaghat—Nadia.]
(213) Sarkar, Sj. Dharani Dhar. [Gazole—Malda.]
(214) Satpathi, Dr. Krishna Chandra. [Narayangarh—Midnapore.]
(215) Sen, Sj. Bijesh Chandra. [Hasnabad—24-Parganas.]
(216) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(217) Sen, Sj. Narendra Nath. [Fort—Calcutta.]
(218) Sen, Sj. Priya Ranjan. [Tollygunge North—Calcutta.]
(219) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(220) Sen, Sj. Rashbehari. [Kalna—Burdwan.]
(221) Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas. [Suri—Birbhum.]
(222) Shamsul Huq, Janab. [Taltola—Calcutta.]
(223) Sharma, Sj. Joynarayan. [Kulti—Burdwan.]
(224) Shaw, Sj. Kripa Sindhu. [Sankrail—Howrah.]
(225) Shaw, Sj. Mahitosh. [Galshi—Burdwan.]
(226) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(227) Sikder, Sj. Rabindra Nath. [Dhupguri—Jalpaiguri.]
(228) Singh, Sj. Ram Lagan. [Jorabagan.—Calcutta.]
(229) Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(230) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(231) Sinha, Sj. Lalit Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]

T

(232) Tafazzal Hossain, Janab. [Kharba—Malda.]
(233) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(234) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(235) Tripathi, Sj. Hrishikesh. [Sutahata—Midnapore.]
(236) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Kandi—Murshidabad.]

W

(237) Wangdi, Sj. Tenzing. [Kurseong-Siliguri—Darjeeling.]

Y

(238) Yeakub Hossain, Janab Md. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(239) Zainal Abedin, Janab Kazi. [Raninagar—Murshidabad.]
*(240) Zaman, Janab A. M. A. [Jallangi—Murshidabad.]
(241) Ziaul Haque, Janab M. [Gaighata—24-Parganas.]

*Parliamentary Secretary.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 11th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 195 members.

[3—3-10 p.m.]

Obituary References

Mr. Speaker: Gentlemen, before the work of this Session commences I have an unfortunate duty to perform, that is, to make obituary references about certain distinguished gentlemen. You all know that every time we meet after recess it falls upon us to mourn the loss of some amongst us who have died in the meantime. Today it is my duty to record the deaths of three persons who were prominent in their own spheres.

The first was the late **Patiram Roy** who was a member of the Bengal Legislative Assembly and was at the time of his death a member of the House of the People representing one of the constituencies from West Bengal. He was a member of the Scheduled Castes and was naturally keenly interested in the progress and uplift of his community. But more than that he was a true representative of Bengal and combined in him an innate amiability and reasonableness which made him popular with members of all communities. He began his career as a village school teacher and rose to be an M. P. by sheer dint of perseverence and zeal. He died on the 14th July last at a comparatively early age of 55 and is mourned by all.

Next I have to mention the death of **Khwaja Nasarullah** who was for a long time a member of the old Bengal Legislative Assembly and at the time of his death at the very early age of 45, he was Deputy High Commissioner of Pakistan for India in Calcutta.

The other gentleman is the world famous scientist **Albert Einstein.** His name is familiar to you all and his achievements as a scientist have become household words. His theory of relativity has completely changed the whole conception of time and space and has brought about a revolution not only in the field of physics but also that of philosophy. I need not dilate on them. His name will go down to posterity as a man whose contribution to scientific thoughts helped in solving many secrets of the universe and will rank as one of the great men such as Galilio, Copernicus and Newton. But apart from science, he was also a leader of human thought and combined in him the vision and wisdom of a seer. He loved freedom as we all, and the great pity is that he had to remain during his last years of life an exile from his own father land. It is a sad commentary on the world affairs to say that Einstein had to say that if he were to reborn, he would rather be born a pedlar than a philosopher or a scientist for a little bit of freedom which was left to a citizen. The world situation and the destructive use to which scientific knowledge is being put, alarmed him and he without fear sounded notes of warning not only to the scientists but also to the politicians. He was a lover of peace and to the last days of his life fought for establishing the same in the world.

The last document to which he put his signature was an appeal to the Governments of the world to find peaceful means for settling their disputes, in which he declared "In view of the fact that in any future war neuclear weapons will certainly be employed and that such weapons threaten the continued existence of mankind, we urge the Governments of the world to realise and to acknowledge publicly that their purposes cannot be furthered by a world war and we urge them consequently to find peaceful means for settlement of all matters of disputes between them." It behoves each and every one of us to remember these words of Einstein's last testament.

I would now request you, ladies and gentlmen, to rise in your seats and observe silence for one minute as a mark of respect to the memory of the deceased.

[Members then stood for a minute in silence.]

Thank you, gentlemen. The Secretary will do the needful.

Desirability of expressing sympathy for Goa Satyagrahis fallen dead

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, before we proceed to the next item of the agenda, may I request you and through you all members of this House to stand in silence for a minute to pay our respectful homage to the memory of the three martyrs Shri Amir Chand, Shri Thorat, and Shri Nityananda Saha of West Bengal who have laid down their lives for the cause of liberation of Goa?

Mr. Speaker: I quite express my sympathy with the words of the resolution moved by Shri Jyoti Basu, but the only thing that I want to state is that according to procedure officially we do not make any obituary reference except of persons of very world-wide fame and those who had connections with this House. In that view of the matter I think the House would fully express its sympathy with the resolution moved by Shri Jyoti Basu, and we should stop there.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, cannot that sympathy be expressed by the House by standing for one minute?

Mr. Speaker: I do not think that is necessary.

Sj. Jyoti Basu: After all these young people have laid down their lives for liberation of Goa. If they were not eminent in the past, I am sure that history will not forget them as such. It looks very bad—therefore I rang you up this morning and you agreed that we should stand in silence.

Mr. Speaker: I agreed to your mentioning that matter.

Sj. Jyoti Basu: Can we not express this sympathy by standing for one minute for those departed people?

Mr. Speaker: I did not agree to the passing of any resolution. That is I do not want to create a new precedent. Issues arising out of this are entirely matters for the Central Government.

Sj. Jyoti Basu: This is not a resolution. I have not moved any controversial resolution at all. Controversial resolution was in somebody else's name—I think Dr. Chatterjee. I am only mentioning this subject. I am requesting you and the members of the House that we should stand for one minute. I am only mentioning the matter so that we stand for one minute in silence. I do not think that our rules are such that you can rule that out.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Speaker, I quite appreciate your point of view, but as clearly expressed by Shri Jyoti Basu that it is no resolution before the House and when he has suggested that we should pay our homage to the respected memory of the martyrs by observing silence only for one minute, I do not think that you would refuse it. That would not look nice.

Mr. Speaker: It is inappropriate to enter into discussions about this. But since the House through the Speaker have expressed sympathy, should we create a precedent by recording something. Whenever we stand it means passing a condolence resolution. There are many aspects of it. When the Speaker has made his observations and both of you express your sentiments, I think we have done our duty—because there are other aspects of this matter and my request to you is not to create any precedent over this. I think the House will also agree with me so far as expression of sympathy by the Speaker is concerned. Whenever I express sympathy, it is on behalf of the whole House.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Then, Sir, you will please allow the members of this side of the House to observe silence for one minute standing. Let the Congress members sit idle.

[Members of the Opposition rose in their seats and remained standing for one minute.]

Rearrangement of seats

Sj. Narendra Nath Ghosh:

আমি জানতে চাই আমার নাম এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন? এখানে সিটে আমার নাম নেই।

Mr. Speaker: Because you know very well there have been changes in the Constitution of parties. Sixteen members of the Opposition have joined this side. So, rearrangement of seats has got to be made. Under the rules, it is the duty of the Speaker to do this. You can adjust your seats amongst yourselves.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উনি কি কোন চিঠি পেয়েছিলেন?
He is a member of the Forward Bloc, but he has not a seat on this side.

Mr. Speaker: In the list that the Chief Whip furnished to me there was the name of Mr. Narendra Nath Ghosh.

Sj. Narendra Nath Ghosh:

কোন দিন চিঠি লিখে পাঠাই নি।

Mr. Speaker: There may be a genuine mistake. There were sixteen names. This can be rectified at once.

Sj. Subodh Banerjee: There is a point. Last time I pointed out to you that without a letter from the member concerned, you cannot say that a particular member has joined another party or changed his party. I do not know whether Sj. Narendra Nath Ghosh has given a letter to you intimating that he has joined the Congress. If he has done so, then you are right, otherwise on the strength of the letter of the Chief Whip of the Government Party, you cannot allot a seat to a member who originally belonged to the Opposition party on the Congress side. That is my whole point.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If Sj. Narendra Nath Ghosh *has not changed his party, he can remain where he was.*

Mr. Speaker: I have said I got a letter from the Chief Whip of the Government party and sixteen names have been arranged accordingly. If there is a mistake, he can take his seat where he is.

Panel of Chairmen

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 7 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules, I nominate the following members of the Assembly to form a panel of four Chairmen for the current session:—

(1) Sj. Dhirendra Narayan Mukherji,

(2) Sj. Hemanta Kumar Basu,

(3) Sjkta. Manikuntala Sen, and

(4) Janab Tafazzal Hossain.

Unless otherwise arranged, the senior member among them present in the above order will preside over the deliberations of this Assembly in my absence and in the absence of the Deputy Speaker.

May I remind the honourable members that we have 465 questions ready for answer and they are all very old questions and most of them have lost their importance. If members will kindly exercise some restraint in putting supplementaries, we can dispose of more questions and supply the information.

Sj. Bankim Mukherji: The questions were important, but due to delay they have lost their importance.

Mr. Speaker: I have ascertained the facts. The full time of one hour was taken on supplementaries and even answered questions could not be put in during the session. So if members kindly exercise restraint and do not put unnecessary supplementaries, we can dispose of all the questions.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in Jhargram and Midnapore police-stations in 1954

***1. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) how many people of Jhargram and Sadar police-stations under Midnapore district applied for agricultural loan and cattle-purchase loan during the year 1954;

(*b*) what was the total demand for these two categories of loans in those two police-stations of Midnapore district; and

(*c*) how many persons of those two police-stations have received those two kinds of loans and the total amount distributed in each of these police-stations?

Minister-in-charge of the Agriculture Department (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed):

		Jhargram police-station.	Midnapore Sadar police-station.
(a)	Agricultural loan ..	2,520 persons ..	4,140 persons.
	Cattle-purchase loan ..	280 persons ..	120 persons.
(b)	Agricultural loan ..	Rs.1,00,000 ..	Rs. 1,27,000.
	Cattle-purchase loan ..	Rs.40,000 ..	Rs.18,000.
(c)	Agricultural loan ..	Rs.22,000 distributed amongst 600 persons.	Rs.21,525 distributed amongst 1,070 persons.
	Cattle-purchase loan ..	Rs.6,000 distributed amongst 50 persons.	Rs.3,500 distributed amongst 35 persons.

Sj. Saroj Roy:

১৯৫৪ সালে যে কোয়েশ্চেন প্লেস করা হয়, সেটার উত্তর ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে কেন দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইনফরমেশন পাওয়া যায় নি।

Sj. Saroj Roy:

সরকারের এত লোকজন, এত অফিসার থাকা সত্ত্বেও এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর পেতে এত দেরী হয় কেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমি পূর্বেই বলেছি এই সমস্ত ধরুন ২,৫২০ জন লোকের নাম বের করতে হবে এবং কোথায় কোন্ কোন্ ইউনিয়নে আছে সেগুলি খুঁজে বের করতে হবে। কে কত টাকা পেয়েছে তা জানতে সময় লাগে ব'লে দেরী হয়।

Sj. Saroj Roy:

আপনার ডিসট্রিক্ট অফিসে এই ২,৫২০ জন লোকের লিস্ট কি থাকে না?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

লিস্ট আছে, কমপাইল করতে হবে। বড় খাতায় লেখা আছে, সেগুলি কমপাইল ক'রে বের করতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

"বি"তে আছে ১ লক্ষ টাকা, এখানে মাত্র ২২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হ'ল যে, এই সমস্ত ডিম্যান্ড থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হ'ল না, তাদের কি প্রয়োজন ছিল না ব'লে সরকার মনে করেন?

Mr. Speaker:

সেটা এই প্রশ্নে এ্যারাইজ করে না।

Destruction of crops within Sonarpur and Bhangar police-stations by sewer water of the drainage canal of Calcutta Corporation

***2. Sj. Gangadhar Naskar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত সোনারপুর ও ভাঙ্গর থানার বানতলা দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের যে ময়লা জলের খাল গিয়াছে সেই খালের ময়লা জল তুলিয়া জমিদার, জোতদারেরা প্রায় তিন হাজার বিঘা ধানী জমির চাষ আবাদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে;

(খ) অবগত থাকিলে, প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি; এবং

(গ) অবগত না থাকিলে, অবিলম্বে অনুসন্ধান করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

১৯৫৪ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসে খরার সময় এ অঞ্চলের অনেক লোক কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করেন যে, ধানচাষের জমি ও মৎস্যচাষের ভেড়িতে জল যাহাতে পাওয়া যায় সেইজন্য কর্পোরেশন যেন কলিকাতা নগরীর ময়লা জল নিকাশের খালে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি করেন। স্থানীয় দুইটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তৃতীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীও কর্পোরেশনকে এই মর্মে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কর্পোরেশন খালের জলের উচ্চতা ৬ই আগষ্ট হইতে ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচদিন বৃদ্ধি করিয়া রাখেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় অন্য লোকেরা ২৪-পরগণা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই মর্মে দরখাস্ত করেন যে, জমিদার ও লাটদারেরা ময়লা জল ঢুকাইয়া ধানের চাষ নষ্ট করিতেছেন। স্থানীয় অনুসন্ধানের পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ময়লা জল ঢোকান বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং কোন জমিতে ধান বিনষ্ট হইয়া থাকিলে, তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪৩২ ধারা মতে মামলা দায়ের করিতে স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দেন।

ঠিক কত জমিতে ধানের ক্ষতি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায় নাই।

Sj. Gangadhar Naskar:

গতবার যে ৩ হাজার বিঘা জমির ধান নষ্ট ক'রে দিয়েছে এটা কি আপনি জানেন?

Mr. Speaker:

এখানে ত উত্তর দিয়েছেন।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

উত্তর দিয়েছি এখানে।

Sj. Gangadhar Naskar:

এই বৎসর আবার সেই অঞ্চলেতে——

Mr. Speaker:

আবার এই কোয়েশ্চেন করছেন কি ক'রে? এটা ত সেপারেট ম্যাটার।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এখানে উত্তরে বলা হয়েছে যে, "ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন", মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে, এই দণ্ডবিধি আইনের ৪৩২ ধারা মতে মামলা দায়ের করা সত্ত্বেও এর পরে সেখানে জমির চাষ নষ্ট করা হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমাকে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলবো।

[-20—3-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে স্থানীয় পুলিশ জমিদার-জোতদারদের কাছ থেকে কা নিয়ে——

Mr. Speaker. That question does not arise out of this. There is a parate fact.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

চাষীকে ৪৩২ ধারা মতে মামলা করার জন্য যে নির্দেশ পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ । নির্দেশ অমান্য করে, একথা কি ঠিক?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এটা ঠিক নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে পুলিশ এই নির্দেশ অমান্য করেছে; তার ফলে——

Mr. Speaker:

তিনি ত বললেনই যে এটা ঠিক নয়।

ıat is a hypothetical question.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল তাতে এইরকম লেখা ছিল কি না যে পুলিশরা সাহায্য রছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এইরকম কিছু লেখা ছিল না।

Sj. Monoranjan Hazra:

যে দুইজন প্রেসিডেন্ট ও ৪ জন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিয়ে যে কমিটি ক'রে আপনাকে খাস্ত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

না, ব্যবস্থা করবার দরকার নেই।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

৪৩২ ধারায় কতজনের নামে মামলা হয়েছিল?

Mr. Speaker: Let him put his question first.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, এই প্রশ্ন দেবার পর তারপর এই দরখাস্ত——

Mr. Speaker:

একথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। পরের প্রশ্ন করতে গেলে আবার নূতন প্রশ্ন দিতে ।।

Tank improvement in Narayangarh and Keshiari police-stations

***3. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ী থানায় Tank Improvement Department কর্তৃক মোট কতগুলি পুকুরের সংস্কার হইয়াছে;

(খ) ঐসকল এলাকায় চাষীদিগকে প্রতি একর জমির জন্য জলকর বাবদ কি পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হয়;

(গ) এইসকল চাষিগণ পুকুর খননের পর হইতে প্রতিবৎসর এইসকল পুকুর হইতে চাষাবাদের জন্য বা ফসল উৎপন্নের জন্য জল পাইয়া থাকেন কিনা; এবং

(ঘ) যদি প্রতিবৎসর জল পাওয়া না যায়, যে যে বৎসর জল না পাওয়া যায় সেই সেই বৎসর জলকর মকুব করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

(ক) নারায়ণগড় থানায়	...	১০টি
কেশিয়াড়ী থানায়	...	৬টি
মোট	...	১৬টি

(খ) যে-সব জমিতে জল পাইতে পারে তাহার জন্য উন্নয়নের খরচা অনুযায়ী একর-প্রতি বার্ষিক ১৵০ আনা হইতে তিন টাকা পর্যন্ত।

(গ) প্রত্যেকেরই জল নেওয়ার অধিকার আছে, তবে প্রত্যেক জমির জন্য প্রত্যেক বৎসর জল প্রকৃতপক্ষে নেওয়া হয় কিনা, তাহা বলা সম্ভব নহে।

(ঘ) হ্যাঁ।

Sj. Surendra Nath Pramanik:

(ঘ) প্রশ্নে বলা হয়েছিল, যে যে বৎসর জল না পাওয়া যায় সেই সেই বৎসর জলকর মকুব করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কি না; এর উত্তর দিয়েছেন 'হ্যাঁ'। কিন্তু চাষীরা অনেক জায়গায় জল পায় নি তবুও সরকার জোর ক'রে জলকর আদায় করেছে, এ বিষয় মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

যে সব জায়গায় জল পাওয়া যায় না সেই সেই জায়গার স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করলে তার প্রতিকার করা হয়।

Sj. Gangapada Kuar:

গত বৎসর সেচের জন্য চাষীরা জল পেয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সব জায়গার কথা বলতে পারি না, তবে নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ী থানায় জল পেয়েছিল।

Number of Multi-purpose Co-operative Societies in the State

***4. Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে কোন্ জেলায় কতগুলি কো-অপারেটিভ্ মাল্টি-পারপাস্ সোসাইটি আছে;

(খ) বর্ধমান জেলায় এ-প্রকারের কতগুলি সোসাইটি কার্য করিয়া যাইতেছেন; এবং

(গ) বর্ধমান জেলায় উক্ত সোসাইটিগুলি মোট কত টাকার শেয়ার আদায় করিয়াছেন?

Minister-in-charge of the Co-operation, Relief and Supplies Department (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ সমিতির মোট সংখ্যা ১,৫৬৭। নিম্নলিখিত জেলায় অবস্থিত সমিতির হিসাব দেওয়া হইলঃ—

(১) কলিকাতা—৬২।

(২) ২৪-পরগণা—২০৮।

(৩) নদীয়া—৮৭।

(৪) মুর্শিদাবাদ—৮০।

(৫) মালদহ—১১৭।

(৬) পশ্চিম দিনাজপুর—৩১।

(৭) দার্জিলিং—২৫।

(৮) জলপাইগুড়ি—২০।

(৯) কুচবিহার—৬।

(১০) বর্ধমান—১৬১।

(১১) হাওড়া—১১৭।

(১২) হুগলী—১৭৯।

(১৩) বীরভূম—৯৩।

(১৪) বাঁকুড়া—৯০।

(১৫) মেদিনীপুর—২৯১।

(খ) ৪৮টি।

(গ) ২,৭৬,৮৫৫৲ টাকা।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি এই যে কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি হয়েছিল, এইগুলি ব্রিটিশ আমলে সৃষ্টি হয়েছিল কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise.

আপনার প্রশ্ন ছিল ক্রিয়ার কোয়েশ্চেন অব ফিগারস এবং দে হ্যাভ গিভেন ফিগারস।

Sj. Dasarathi Tah:

বর্ধমানে ১৬১টি মালটিপারপাস সোসাইটি ছিল, তার মধ্যে বর্তমানে ৪৮টি কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাহ'লে বাকী যেগুলি সেগুলি কি অচল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বর্তমানে কাজ করছে না তার মানেই অচল।

Collapse of houses and lands within Kulti police-station, Asansol

***5. Sj. Joynarayan Sharma:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, আসানসোল মহকুমার কুলটি থানার অন্তর্গত জনকল্যাবা, রাঁচীধাওয়া ও বড়রা গ্রামের ১০০টি পরিবারের গৃহ ও ধানী জমি ধ্বসিয়া গিয়াছে, এবং উক্ত পরিবারগুলি গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইতেছেন;

(খ) সত্য হইলে, ইহার প্রতিকারের কিরূপ ব্যবস্থা সরকার করিবেন; এবং

(গ) পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) না।

(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Dr. Atindra Nath Bose:

এটা কি সত্য যে, ঐ অঞ্চলের নিকটবর্তী বহু স্থানে গৃহ এবং ধান্যজমি ধ্বসে যাচ্ছে এবং তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এইরকম কোন খবর আমার কাছে নেই যে ধানী জমি ধ্বসে গিয়েছে।

Dr. Atindra Nath Bose:

আজকে ঐ অঞ্চলের এটা একটা বড় সমস্যা হয়েছে যে, বহু জায়গায় গৃহ ও ধানী জমি ধ্বসে যাচ্ছে, এটা জানেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিশ চাই, নইলে বলতে পারবো না।

Test relief work in Malda district in 1954

***6. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় গত ১৯৫৪ সালে টেষ্ট রিলিফ, রিলিফ ও কৃষিঋণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং কত টাকা খরচ করা হইয়াছে;

(খ) গত ১৯৫৪ সালে এ জেলায় টেষ্ট রিলিফের জন্য কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছিল;

(গ) টেষ্ট রিলিফের কাজে দৈনিক মজুরীর হার নগদ টাকায় এবং ধানে বা চালে কত; এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, রিলিফের কাজে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) ও (গ) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) ১৯৫৪-৫৫ সালে টেষ্ট রিলিফ স্কীমে রাস্তায় মাটির কাজ করান হইয়াছে।

(ঘ) হ্যাঁ।

Statement referred to in reply to clause (ক) *of starred question No. 6*

১৯৫৪-৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত টেষ্ট রিলিফ, রিলিফ ও কৃষিঋণের জন্য বরাদ্দ ও খরচের টাকার পরিমাণ

	বরাদ্দ।	খরচ।
	টাকা।	টাকা।
টেষ্ট রিলিফ	... ১২,৯৯,৯৫৬	... ১২,৪৯,০০০
খয়রাতি সাহায্য (ডোল ও বাড়ীতৈরি বাবদ)	... ১,৬৮,৫৯৪	... ১,০৪,৯৫৪
কৃষিঋণ	... ৩১,৮২,৭৮৫	... ৩১,১৫,৪৬০

Statement referred to in reply to clause (গ) *of starred question No. 6*

টেষ্ট রিলিফের কাজে দৈনিক মজুরীর হার নগদে ৷৶৹ আনা ঠিক করা হইয়াছে।

দৈনিক মজুরীর হার ধানে বা চালে নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

মাথাপ্রতি দৈনিক মজুরীর হার—

যখন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই কাজে যোগ দেয়—২২½ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে উক্ত চাউল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

যখন স্ত্রীলোক কাজ করে না—২৭ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে উক্ত চাল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

এতদ্ব্যতীত মজুরদের অকেজো সন্তানদিগের জন্য পৃথক্ ভাতা দেওয়া হয় নিম্নলিখিত হারে ঃ—

১০ বৎসরের উপরে, কিন্তু ১৪ বৎসরের নীচে সন্তানদিগের জন্য—৮ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে এই চাল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

৭ বৎসরের উপরে, কিন্তু ১০ বৎসরের নীচে সন্তানদিগের জন্য—৬ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে এই চাল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

৭ বৎসরের নীচে, কিন্তু ক্রোড়ে নয় এমন সন্তানদিগের জন্য—৪ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে এই চাল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

ক্রোড়ে সন্তানদিগের জন্য—৩ ছটাক চাল বা যে পরিমাণ ধানে এই চাল পাওয়া যায় সেই পরিমাণ ধান।

Suspension of collection of loans in Midnapore district

***7. Sj. Gangapada Kuar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that there has been failure of crops in most of the thanas of Midnapore and Bankura districts due to drought this year;

(*ii*) that there have been a number of cases of (1) certificate procedures, (2) body warrants, and (3) attachment of moveables for realisation of different loans from the people of those areas; and

(*iii*) that coercive measures are being adopted by the loan-collecting agents of Government to realise the arrear loan from the defaulting peasants?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government consider the desirability of suspending the collection of loan forthwith during the year 1954-55; and

(*ii*) if not, the reasons thereof?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*)(*i*) Yes, partially.

(*ii*) Yes, only in cases of recalcitrant loanees who have the means to repay.

(*iii*) No question of coercion. Only steps were taken to realise loans from those who are able to repay.

(*b*) Wholesale suspension of collection of loans is not considered desirable by Government as peasants who are better off are able to repay. Suspension of payment of instalment is, however, granted in all cases of genuine hardship.

Sj. Gangapada Kuar:

মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে, বহু কৃষকের চাষের গরু ক্রোক ক'রে এটা নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন স্পেসিফিক কেস দিলে পর আমি বলতে পারি।

Sj. Dhananjoy Kar:

যেগুলি আদায় হয়ে গিয়েছে সেগুলি জানালে পর ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That question does not arise.

Suspension of realisation of agricultural loans in Midnapore district

***8. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ৯ই, ১২ই ও ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ তারিখে মেদিনীপুর জেলার কৃষক সমিতির মুখপাত্রগণ ১৯৫৪ সালে মেদিনীপুর জেলায় শস্যহানির ফলে কৃষকদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় কৃষকদের নিকট হইতে কৃষিঋণ আদায় বন্ধ রাখার জন্য জেলা-শাসকের নিকট দরবার করিয়াছিলেন;

(২) জেলা-শাসক মহাশয় এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; এবং

(৩) বর্তমানে ঐ জেলার গড়বেতা, কেশপুর, দাঁতন প্রভৃতি এলাকায় কৃষিঋণ আদায়ের জন্য চাষীদের উপর ব্যাপকভাবে সার্টিফিকেট জারি করা হইয়াছে?

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঐসকল এলাকায় বর্তমান বৎসরে কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখার এবং আগামী বৎসরে আরও অধিক কৃষিঋণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) (১), (২) ও (খ) হ্যাঁ।

(৩) না।

Suspension of realisation of loans in Ghatal subdivision of Midnapore district and in Goghat thana of Hooghly district

***9. Sj. Jatish Ghosh (Ghatal):** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state in view of the failure of crops this year, whether Government would consider the desirability of postponing realisation of loans till the next aman crops is harvested in the area of Ghatal subdivision of Midnapore district and Goghat thana in Arambagh subdivision of Hooghly district?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: There has been partial failure of crop in Ghatal subdivision of Midnapore district and suspension of realisation of loan has already been granted in Union No. 5 of Ghatal police-station, Unions Nos. 4, 6 and 7 of Daspur police-station and Union No. 2 of Chandrakona police-station. Cases of individual hardship in other areas are also being considered sympathetically. Collection of agricultural loan has also been suspended in Goghat thana of Arambagh subdivision.

Rise in price of paddy and rice in drought-affected areas

***10. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) অনাবৃষ্টির ফলে যে-সকল অঞ্চলে শস্যহানি হইয়াছে সেইসকল অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের মূল্য গত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা;

(খ) উত্তর হ্যাঁ হইলে, উক্ত বৃদ্ধিমূল্য কমাইবার জন্য সরকার হইতে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে;

(গ) এই বৎসর ধান্য ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য সরকার ধার্য করিয়াছেন কিনা, এবং করিয়া থাকিলে, তাহা কত; এবং

(ঘ) ঘাটতি অঞ্চলে সরকার হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে ধান্য বা চাউল বিক্রয়ের কেন্দ্র খোলা হইবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) সরকার হইতে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে প্রতিসের ৭ আনা হিসাবে প্রয়োজন মাফিক চাউল বিক্রয়ের নির্দেশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণকে দেওয়া আছে।

এতদ্ব্যতীত, দুর্গত অঞ্চলে খয়রাতি হিসাবে অথবা কার্যবিনিময়ে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এখনও মূল্য কোন স্থানেই সরকারী চাউলের মূল্যের ঊর্ধ্বে যায় নাই।

(গ) না।

(ঘ) প্রতি জেলায় ন্যায্য মূল্য দোকানের মারফৎ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই চালু আছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

(খ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন প্রতি সের ।৴· আনা হিসাবে প্রয়োজনমাফিক চাউল বিক্রয়ের নির্দেশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে,—আপনি কি জানেন ঐরকম ।৴· আনা সের বিক্রয় হচ্ছে কোন্ জেলায় বা কোন্ সহরে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখনি আমি বলতে পারি না। নোটিশ দিলে জানাতে পারি। তবে যতদূর মনে আছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি "ঘ" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ন্যায্যমূল্য-দোকানের মারফৎ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা পূর্ব হতেই চালু আছে; এখন চাউলের মূল্য কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই প্রশ্ন যখন দেওয়া হয়েছিল তখন মণপ্রতি সরকার-নির্ধারিত মূল্য ১৭৷৷৹ টাকা ছিল।

[Sj. Sudhir Chandra Das rose to put another supplementary.]

Mr. Speaker: Put relevant questions.

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri: It is a relevant question, Sir.

Mr. Speaker: I have allowed him.

The Hon'ble Prafulla Chandrar Sen: The Government rice are being sold at the retail price of Rs. 17-8 per maund.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এখনো কি সরকারের ১৭৷৷৹ টাকা ঠিক আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন কি ঘটছে এই প্রশ্নের সঙ্গে সে প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নাই।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আমার "গ" প্রশ্নে আমি জিজ্ঞাসা করেছি এই বৎসর ধান্য ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য সরকার ধার্য করেছেন কি না—এর উত্তরে 'না' বলেছেন——

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যেহেতু ধার্য করা হয় নি—এটা তে সোজা বাংলা।

Loss of lives of labourers of Tundoo Tea Estates of Jalpaiguri in the North Bengal Flood of 1954

***11. Dr. Ranendra Nath Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that in the month of August, 1954, northern part of West Bengal was ravaged by devastating floods; and

(*ii*) that a large number of labourers of Tundoo Tea Estates of Jalpaiguri were drowned in the floods?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many workers of the Tundoo Tea Estates perished;

(*ii*) how this accident took place;

(*iii*) whether the workers who took shelter in the garden were ordered to leave the place;

(*iv*) if so, who gave this order for evacuation;

(*v*) whether any help was given to the workers at the time of the incident;

(*vi*) whether Government enquired into this incident;

(*vii*) if so, who are responsible for the incident; and

(*viii*) what action, if any, has been taken by Government against the persons responsible for this incident?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (a), (b)(v) and (vi) Yes.

(b)(i) 106 labourers.

(ii) Due to heavy downpour and sudden rush of flood water.

(iii) No.

(iv) and *(viii)* Do not arise.

(vii) This was a natural calamity.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন 'natural calamity due to heavy downpour and sudden rush of flood water." ক ব্যবস্থা কোম্পানি বা গভর্নমেন্ট থেকে করা হয়েছিল এতগুলি লোককে বাঁচাবার জন্য।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: All necessary steps were taken by he Government and so far as my knowledge goes even the company dealt rith the situation very sympathetically and heroically.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই হঠাৎ ডাউনপোর এবং সাডেন রাস অব ফ্ল্যাড ওয়াটার বলা হয়েছে। এই সম্বন্ধে াগে থেকে কোম্পানি কিম্বা স্থানীয় অফিসিয়ালরা কোনরকম ইঙ্গিত বা খবর পেয়েছিলেন ক না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: If it is sudden how could they have noticed the sudden onrush of water.

Sj. Ambica Chakrabarty:

ভবিষ্যতে যাতে এইরকম ন্যাচারাল ক্যালামিটি না হয় এবং যাতে এত অধিক সংখ্যক লোক মারা না যেতে পারে তার জন্য গভর্নমেন্ট কোন ব্যবস্থা করবেন কি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may tell the House that while the Sikkim Government had so long allowed our people to go to Sikkim in order that they might give us information in time of any flood that may occur in the higher areas but so far as Bhutan Government was concerned until recently they were not allowing any of our observers to go there. Now, this year they have allowed our observers to have a station there and the men have already started work. The point is that the Bhutan rivers are practically vertically facing towards India and once they are in flood they come down in a rush and unless we are able to inform our people down below by wireless it is difficult for us to take precaution earlier but I hope from the next year there will not be any difficulty.

Sj. Jyoti Basu: With respect to answer (3) it is said "no". My supplementary is as to who was responsible for inquiring into this incident and after how long this inquiry was made.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: The Deputy Commissioner of Jalpaiguri.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে ১০৬ জন লোক মারা গেল, এদের জন্য গভর্নমেন্ট কিম্বা কোম্পানি তাদের পরিবারবর্গকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: If necessary due compensation will be paid but up till now nobody has yet claimed any.

Dr. Ranendra Nath Sen:

কথা হ'ল তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না?

Sj. Jyoti Basu: The second part of my question has not been answered —how this inquiry was made and how long after.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I want notice.

Dr. Narayan Chandra Ray:

কোশ্চেন হচ্ছে ক্লেম করলেই দেবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It is a vague question.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in each district

1. Sj. Ajit Kumar Basu: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) how many peasants in each district of West Bengal applied for agricultural loan and cattle-purchase loan in the year 1954;

(*b*) how many peasants in each district have been granted agricultural and cattle-purchase loans during the same period; and

(*c*) the amount granted in each district during the same period?

Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed): (*a*) to (*c*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to unstarred question No. 1

District.	Number of peasants who applied for loan in the year 1954 for—		Number of peasants who were granted loan during the same period—		Amount granted.	
	Agricultural loan.	Cattle-purchase loan.	Agricultural loan.	Cattle-purchase loan.	Agricultural loan.	Cattle-purchase loan.
					Rs.	Rs.
24-Parganas ..	59,684	6,591	51,814	4,230	11,14,365	5,60,000
Nadia ..	20,289	2,648	13,755	1,663	4,87,000	2,86,100
Murshidabad ..	9,363	1,833	8,621	1,328	3,26,820	1,86,930
Malda ..	103,475	1,827	102,975	609	31,21,335	1,30,000
West Dinajpur ..	18,311	4,591	17,621	1,789	3,03,185	99,725
Cooch Behar ..	5,157	4,771	822	471	11,06,450	1,00,000
Jalpaiguri ..	944	2,214	944	1,325	20,000	2,41,550
Darjeeling ..	130	225	95	186	17,660	24,000
Howrah ..	392	856	305	553	19,650	90,000
Hooghly ..	7,263	1,941	4,214	1,383	1,38,400	2,40,000
Burdwan ..	128	3,360	128	2,134	23,075	2,75,000
Bankura ..	No formal applications were received.	1,407	50,550	1,400	6,73,975	2,10,000
Birbhum ..	24,515	5,166	21,390	1,748	5,35,390	2,64,000
Midnapore ..	74,295	5,925	63,184	2,771	12,34,325	2,90,825

Construction of boro bundhs on the Kangsabati and Kanki rivers within Daspur and Chatal police-stations, Midnapore

2. Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কৃষকদের উদ্যোগে গত আগষ্ট (১৯৫৪) মাসে কংসাবতী নদীর কলসী জোলে আড়বাঁধ বাঁধার প্রচেষ্টা হইয়াছিল;

(খ) সত্য হইলে, সরকার উক্ত বাঁধ বাঁধার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা;

(গ) গত সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) ঘাটাল মহকুমা সরকারী বোরো বাঁধ কমিটি এলাকার দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে সরকারী খরচে কংসাবতী ও কাঁকি নদীতে বোরো বাঁধ করার সুপারিশ করিয়াছিলেন কিনা;

(ঘ) সত্য হইলে, উক্ত সুপারিশ কার্যকরী করা হইয়াছে কিনা এবং না করা হইলে কি কারণে করা হয় নাই;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, স্থানীয় জনসাধারণের কমিটি আংশিক খরচ বহন করিতে রাজি হইয়া উক্ত নদীতে বোরো বাঁধের মঞ্জুরীর জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন; এবং

(চ) সত্য হইলে—

(১) কোন্ তারিখে ঐ আবেদন সরকার পাইয়াছেন,

(২) ঐ আবেদন সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা, এবং করিয়া থাকিলে, করে মঞ্জুর করিয়াছেন,

(৩) ঐ বাঁধ বাঁধার জন্য সরকার টেণ্ডার কল করিয়াছিলেন কিনা, এবং

(৪) টেণ্ডার কল করিয়া থাকিলে, কবে কল করিয়াছিলেন এবং টেণ্ডার মঞ্জুর করিয়া থাকিলে কবে মঞ্জুর করিয়াছিলেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

(ক), (গ), (ঙ) ও (চ)(৩) হ্যাঁ।

(খ) উক্তরূপ বাঁধ বাঁধার বিষয় সরকারের সেচ বিভাগের অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর কোন সাহায্যের কথা উঠে না। মেদিনীপুরের জেলা-শাসকের মাধ্যমে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

(ঘ) বোরো বাঁধ ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার অন্তর্গত। বর্তমান নিয়ম অনুসারে উপকৃত ব্যক্তিগণ যদি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার মোট খরচের অর্দ্ধেক দিতে রাজী থাকেন তাহা হইলেই এই সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ সরকারী খরচে বাঁধ নির্মাণ করা উক্ত নিয়ম-বহির্ভূত বলিয়া কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

(চ)(১) ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।

(২) হ্যাঁ, ১৯৫৫ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে।

(৪) ১৯৫৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী টেণ্ডার ডাকা হইয়াছিল এবং উহা ১৯৫৫ সালের ১৬ই মার্চ মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans

৩. Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) what are the conditions for getting agricultural loan and cattle-purchase loan;

(*b*) amount of agricultural and cattle-purchase loans given to each district of West Bengal during 1953 and up to June, 1954;

(*c*) what was the total demand for agricultural loan and cattle-purchase loan in each district during the same period; and

(*d*) total number of peasants covered by these loans in each district during the said period?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: (*a*) to (*d*) Statements are laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 3

AGRICULTURAL LOANS

Agricultural loans are given under the provisions of the Statutory Rules under the Agriculturists' Loans Act, 1884, on the following terms and conditions:—

Agricultural loans are admissible to owners or occupiers of arable lands, in accordance with the rules framed under the Agriculturists' Loans Act. These loans are given either on individual bonds or on joint bond system, the latter course being adopted in times of extensive distress. There is no ceiling in case of loans issued on individual bonds. In such cases, loans are given on hypothecation of immovable property and the amount of loans ordinarily depends on the adequacy of security offered. But when the loans are issued on joint bonds system for relief of distress the amount of loan shall not ordinarily exceed Rs.350 per group which should ordinarily consist of 8 to 20 persons. The interest charged on such loans is 6¼ per cent. per annum and the loans are ordinarily repayable within one or two years, but for special reasons a longer period for repayment is allowed in deserving cases.

CATTLE-PURCHASE LOANS

Cattle-purchase loans are distributed under the provisions of rule 27 of the Statutory Rules under the Agriculturists' Loans Act, 1884, on the following terms and conditions:—

(*a*) That cultivators who cultivate less than three acres of land including lands cultivated under the *barga* system (or on lease) and cultivators with holdings exceeding 10 acres are excluded.

(*b*) That cultivators with holdings, the value of which does not, having regard to the existing encumbrances thereon, adequately secure the loan are excluded, unless additional security for such loan as mentioned in clause (*g*) is furnished.

(*c*) That preliminary enquiries are made and the loans distributed according to such procedure and through such agencies as the Collector/Deputy Commissioner/Additional Collector/Additional Deputy Commissioner may consider suitable.

(*d*) That loans are in no case given to cultivators who are known to have in their possession surplus stocks of paddy or rice.

(*e*) That loans are given on individual bonds in the Form B. It is not necessary to insist on execution of joint bonds; but a clause is inserted in the loan bond to prescribe that the loanee must, within three months of the loan, satisfy the authorities that he has actually utilised the loan for the purchase of bullocks and that on his failure to do so the loan would be immediately repayable in full with interest.

(*f*) While the agreement is in Form B, Government do not consider any hypothecation of immovable property necessary. Clause C of the agreement portion of Form B as given in the Bengal Loans Manual, 1918, is not necessary which will obviate the necessity of the registration of the bond.

(*g*) That when a borrower having no sufficient lands to offer as security wants loans on furnishing additional security in the form of a surety the person who stands surety has to execute a bond in Form C. The Issuing Officer may demand such collateral security in Form C from persons possessing sufficient landed property if he considers this necessary.

(*h*) That no individual borrower is granted a loan of more than Rs.300 (rupees three hundred only) or less than Rs.75 (rupees seventy-five only) by the Collector/Deputy Commissioner/Additional Collector/Additional Deputy Commissioner or the Subdivisional Officers but if the officers granting the loans find that this is not adequate they may make a report to Government suggesting a higher limit. The maximum fixed under the existing instructions are not allowed to exceed without the orders of Government.

(*i*) That the loans are repayable in three years provided that in the case of borrowers with holdings of three to five acres the period may be extended to five years, the instalments being fixed by the Collector/Deputy Commissioner/Additional Collector/Additional Deputy Commissioner or the Subdivisional Officers according to local circumstances.

(*j*) That the cattle-purchase loans are given only for the purchase of cattle and for no other purpose and the interest thereon is charged at the rate of 6¼ per cent. per annum.

Statement referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 3

District.	Agricultural loan—			Cattle-purchase loan—		
	Distributed during 1953.	Distributed up to June, 1954.	Total.	Distributed during 1953.	Distributed up to June, 1954.	Total.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Howrah ..	6,000	2,100	8,100	60,000	66,000	1,26,000
Hooghly ..	4,79,000	..	4,79,000	2,40,000	40,000	2,80,000
Burdwan ..	2,68,000	12,800	2,80,800	2,00,000	1,10,000	3,10,000
Birbhum ..	2,95,700	16,070	3,11,770	1,27,000	83,000	2,10,000
Bankura ..	11,00,000	3,00,000	14,00,000	1,50,000	1,50,000	3,00,000
Midnapore ..	19,07,570	20,050	19,27,620	3,55,332	1,36,900	4,92,232
24-Parganas ..	10,24,000	1,78,000	12,02,400	4,85,000	4,92,590	9,77,590
Nadia ..	6,53,165	3,64,650	10,17,815	1,88,000	2,88,600	4,76,600
West Dinajpur ..	2,10,270	7,500	2,17,770	1,40,825	55,000	1,95,825
Malda ..	1,77,000	..	1,77,000	1,40,000	30,000	1,70,000
Murshidabad ..	4,50,000	1,59,400	6,09,400	1,50,000	1,00,000	2,50,000
(Allotments for fire-affected people and for erosion of the river Padma have not been taken into account.)						
Cooch Behar ..	2,06,635	73,490	2,80,125	87,400	31,025	1,18,425
Jalpaiguri ..	5,000	..	5,000	1,17,600	1,00,675	2,18,275
Darjeeling ..	50,550	8,450	59,000	7,960	25,440	33,400

Statement referred to in reply to clause (c) of unstarred question No. 3

District.	Agricultural loan.			Cattle-purchase loan.		
	Demand during 1953.	Demand up to June, 1954.	Total.	Demand during 1953.	Demand up to June, 1954.	Total.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Howrah ..	30,000	25,000	55,000	90,000	1,20,000	2,10,000
Hooghly ..	5,93,000	2,00,000	7,93,000	3,05,000	50,000	3,55,000
Burdwan ..	2,69,400	12,800	2,82,200	2,80,000	3,50,000	6,30,000
Birbhum ..	2,95,700	16,070	3,11,770	4,74,644	4,65,476	9,40,120
Bankura ..	12,00,000	8,00,000	20,00,000	1,50,000	1,50,000	3,00,000
Midnapore ..	23,05,000	4,85,000	27,90,000	14,50,000	4,05,000	18,55,000
24-Parganas ..	11,00,000	7,10,000	18,10,000	11,00,000	4,45,000	15,45,000
Nadia	7,00,000	4,25,000	11,25,000	2,00,000	1,75,000	3,75,000
Murshidabad ..	5,00,000	2,50,000	7,50,000	1,50,000	1,00,000	2,50,000
Malda ..	4,00,000	2,50,000	6,50,000	3,50,000	2,00,000	5,50,000
West Dinajpur ..	2,10,270	7,500	2,17,770	1,40,825	55,000	1,95,825
Cooch Behar ..	4,03,950	2,39,520	6,43,470	1,62,000	77,240	2,39,240
Jalpaiguri ..	5,000	..	5,000	1,60,000	80,000	2,40,000
Darjeeling ..	98,700	8,450	1,07,150	7,960	25,440	33,400

Statement referred to in reply to clause (d) of unstarred question No. 3

District.	Agricultural loan.			Cattle-purchase loan.		
	Total number of peasants covered during 1953.	Total number of peasants covered up to June, 1954.	Total.	Total number of peasants covered during 1953.	Total number of peasants covered up to June, 1954.	Total.
Howrah ..	237	6	243	530	285	815
Hooghly ..	14,321	..	14,321	1,307	238	1,545
Burdwan ..	9,700	128	9,828	974	550	1,524
Birbhum ..	17,123	69	17,192	943	751	1,694
Bankura ..	73,333	20,060	93,393	1,050	1,000	2,050
Midnapore ..	105,405	1,361	106,766	3,777	1,429	5,206
24-Parganas ..	57,608	8,223	65,831	4,152	4,281	8,433
Nadia ..	20,896	11,680	32,576	1,880	2,886	4,766
Murshidabad ..	18,227	1,063	19,290	6,115	720	6,835
Malda ..	10,760	..	10,760	775	196	971
West Dinajpur ..	8,742	459	9,201	1,040	261	1,301
Cooch Behar ..	1,250	390	1,640	537	223	760
Jalpaiguri ..	21	..	21	717	606	1,323
Darjeeling ..	1,333	55	1,388	28	37	65

Forecast of production of foodgrains in the State in 1954-55

4. Sj. Saroj Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) what is the forecast of production of *aman* and *aus* paddy and other varieties of foodgrains in each district of West Bengal in the year 1954-55;

(*b*) what was the actual production of different varieties of foodgrains in each district of West Bengal during 1953-54;

(*c*) if it is a fact that crop failure is apprehended in some districts of West Bengal in 1954-55;

(*d*) if so, names of the districts and areas where failure is apprehended; and

(*e*) the reasons for this crop failure?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: (*a*) and (*b*) Statements are laid on the Library Table.

(*c*) to (*e*) Crops were damaged by floods in certain areas of North Bengal and affected by continuous drought in parts of other districts. A statement showing the areas is laid on the Library Table.

Failure of crops in Daspur police-station, Midnapore

5. Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) বৃষ্টির অভাবে এ-বৎসর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানার শতকরা ৮০ ভাগ ধানের ক্ষেত অনাবাদী পড়িয়া আছে; এবং

(২) জলের অভাবে উপরোক্ত থানায় সব্জি ও অনান্য রবি ফসল আশানুরূপ হয় নাই এবং যাহা হইয়াছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

(খ) সত্য হইলে, সরকার এ-সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

(ক)(১) না।

(২) রবি ফসল ও অন্যান্য সব্জি জলের অভাবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, তবে রবি ফসলের ফলন কিছুটা কম হইয়াছে।

(খ) প্রতিকারার্থ নিম্নলিখিত বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছেঃ—

(১) রামকৃষ্ণপুর মধ্যকুন্ডুভেরী বাঁধ।

(২) বুড়ীগঙ্গা ও গরাং নদীতে দুইটি বোরো বাঁধ।

(৩) কোশী নদী ও কান্কী নদীতে দুইটি বোরো বাঁধ।

Agricultural indebtedness in the State

6. Sj. Gangapada Kuar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*a*) whether he is aware of the serious indebtedness of the agriculturists in West Bengal;

(*b*) whether Government have taken any measures for relieving the peasants from their debts;

(*c*) if so, what are those measures; and

(*d*) if not, whether Government consider the desirability of relieving the agriculturists from their debts?

Minister-in-charge of the Co-operation and Relief Department (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Not serious, but indebtedness in a small degree may exist.

(*b*) and (*c*) Yes, Government have in recent years distributed in the rural areas fairly large amounts in the shape of agricultural loans, crop loans and cattle-purchase loans every year. In addition, land improvement loans have been given. Land Mortgage Banks have been set up in nearly all districts. Test relief works have provided rural employment in distressed areas and so also other schemes of village welfare. These measures have definitely checked the volume of rural indebtedness.

(*d*) Does not arise.

Suspension of realisation of loans in Chhatna constituency

7. Sj. Probodh Dutt: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state if he is aware of the distress of the people of Chhatna constituency in the district of Bankura due to failure of crops in the present year?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Government consider the desirability of postponing the realisation of agricultural loans and cattle-purchase loans until the next crop is harvested?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) Yes.

(*b*) Wholesale suspension of realisation of agricultural loans is not considered desirable by Government as peasants who are better off are able to repay. Suspension of payment of instalments is, however, granted in all cases of genuine hardship.

Mr. Speaker: No. 8 is held over because the Minister is ill. Questions over.

Notice regarding Adjournment Motion

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা কথা আছে। আমি একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন দিয়েছিলাম তাতে আপনি কনসেন্ট রিফিউজ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই নর্থ বেঙগলে যে ফ্ল্যাড হয়েছে সে সম্বন্ধে ডিসকাশন করবার ইচ্ছা গভর্নমেন্টের আছে কি না? এবং এই ফ্ল্যাড় সম্পর্কে সরকার কোন স্টেটমেন্ট দেবেন কি না? এবং আমরা এ সম্বন্ধে ডিসকাশন করবার কোন সুযোগ পাবো কি না?

Mr. Speaker: The Minister will make a statement.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: Early next week a statement will be made.

Sj. Jyoti Basu: I gave notice of an adjournment motion with regard to the repressive and violent measures adopted by the Government in order to break the tea garden workers' strike at Darjeeling. This is the first occasion—we are meeting today only—to discuss the matter but unfortunately you have refused consent.

Mr. Speaker: With regard to that I may assure you that the Minister is making enquiries. He will give a full statement on all the points raised in your motion.

Sj. Jyoti Basu: It is a good piece of information. Even that is not usually done. I also want to say about the point raised by Dr. Kanailal Bhattacharya.

Mr. Speaker: When the statement will be made that would be the opportune moment to raise all these points.

Point of informations

Sj. Bankim Mukherjee: Mr. Speaker, Sir, I want to draw your attention to several matters. First of all, I like to say that Friday—I mean tomorrow—be fixed as a non-official day. I want that ballots be taken on the resolutions which are with you today so that tomorrow, the next Friday may not be lost. That is one request. The second is this. I already sent notice of a resolution which has been disallowed. I do not know why! It was a resolution for appointing a committee to fix up the procedure rules. Sir, most of the procedure rules were given a go by in the last session. It has been our grievance that to suit the Government party's convenience most of the procedure rules are often relaxed but in the case of Opposition they are strictly adhered to. My resolution has been disallowed. I do not know why. It was a simple resolution. I could have moved a Bill but I think the Constitution requires that after the Constitution comes into force as soon as possible the Assembly should make the rules for it. So, Sir, that is really a task of the Leader of the House or even you, Sir, the Speaker of the House. You have got more control on the Leader of the House than the Opposition has.

[3-40 to 3-50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No one has any control over me except myself.

Sj. Bankim Mukherji: I think only the Prime Minister of India may have some control.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Sj. Bankim Mukherji: That is the highest authority to whom we can appeal.

Anyway, it was his duty and so I have suggested that a committee might be formed with representatives of all the parties. This has already been done in Hyderabad, Madras, Uttar Pradesh and most of the Congress States; they have formed their own procedural rules. Why should West Bengal, which has been leading in many spheres, lag behind in this matter?

Sj. Jyoti Basu had given notice about making privilege rules and that also has been disallowed and I think the arguments are the same.

Then the third question is with regard to these Bills. We have repeatedly asked Government not to send so many Bills in such a hurry and in such

lumps. This time also we find that on one day we get notice of five or six Bills with the Assemly Secretary's note that such and such date at 1 p.m. or 3 p.m. has been fixed as the last date for sending amendments. Often we do not get even three days' notice. (Dr. KANAILAL BHATTACHARYA: Not even twenty-four hours.) Sometimes we do not get even twenty-four hours' notice. Of course we do not claim three weeks' notice, but we have not got Writers' Buildings people at our beck and call; Government have got all the experts and even they take months to prepare Bills; and we poor Opposition members are to send amendments within three days. Sir, we have got to contact people. We have to get their reaction. We have to call party meetings. We have got to discuss these things. No party functions by individual members only sending their amendments. Democratic Government cannot function properly if proper amendments do not come here. Government is also not benefiited if such hasty amndments are sent. Therefore, I would rquest you in consultation with the leaders to see that there be a lag of three or four days; there may be a sort of one week's stay over; so that we can prepare ourselves for these Bills. We need not act in a hurry. That is my suggestion. As each Bill comes along we would point out to you our difficulty and we would request you to ask the Government just to hold it over for a few days if we feel that we would require some time. Let us not hurry these Bills through.

Next, Sir, from the last session we have been promised that we would have two days discussion for Public Accounts Committee. Last session we did not discuss the Report of the Public Accounts Committee and the Leader of the House was pleased to state that he would give us ample opportunity to discuss two years' report. So that also should be taken into consideration when fixing up matters.

Lastly from our party we had sent a request to the Leader of the House and to you, Sir, that we would very much like that on the Second Five-Year Draft Plan that is going from the West Bengal State we should have an opportunity—this House should have an opportunity of discussion later on. The Leader of the House informed our party leader that the thing is that many of the details have not yet been worked out and so it is not possible. But, I think, already a booklet has been issued. Certain principles have been defined and these principles differed in some respects from the Second Five-Year Plan makers. The Leader of the House, the Chief Minister, held a Press conference also. He expressed his opinion. So even on those principles we can have discussion and when the details are fixed up they go to the Second Five-Year Plan makers. I think it is the Planning Commission who would finally fix it up. When that stage is reached what good will it do to us in this House to discuss it. At this formative stage—this House is not going to fix up things—if this House be given an opportunity to discuss we know which of the principles the Leader of the House is advocating—whether that is suitable for Bengal or not. We might discuss that. What scheme should be given priority and things of that sort. The details will have to be worked out by the Government and ultimately it will be fixed up by the Planning Commission, but we should be given an early opoprtunity to discuss some aspects of the Second Five-Year Plan going from the West Bengal State.

Sj. Haripada Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিল সম্বন্ধে মফঃস্বল মেম্বারদের যে কি অসুবিধা হয় আমি বলতে চাই। আমি আজকে আফিসে গিয়ে সমস্ত বিলের কপি পেয়েছি—কবে সার্কুলেট হয়েছে, কবে কি হয়েছে, সে সব কিছু আমি বলব না। আমি শুধু দেখাচ্ছি, আমাদের কাছে

বিলগুলি যাবার আগেই এ্যামেন্ডমেন্টের তারিখ শেষ হয়ে গেছে। এরকম হবার মানে কি? এরকম হ'লে লেজিসলেশানের কোন মানে হয় না। বিল পেলাম না, সেগুলি পড়লাম না, আর এ্যামেন্ডমেন্ট দেবার তারিখ চ'লে গেল!

Mr. Speaker:

তা চ'লে যাবে না।

Sj. Haripada Chatterjee:

এই যদি বরাবর হয়, তাহ'লে ও'রা থাকুন, মন্ত্রীদল থাকুন, আমরা সব বিদায় নিয়ে যাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Speaker, Sir, with regard to some of the points raised by Sj. Bankim Mukherji I may tell you the Government point of view. The Bills that have been put are many in number, but if you look into the Bills you will find they refer to an amendment of a particular section; we thought as it was such a small amendment—and as the rest of the original Act is not before the House—it would not take much time for the members to follow it. In fact, we might call them billets. Even in the course of discussion if it is found that some of the Bills are contentious or there is difficulty with regard to understanding, we might postpone the consideration of the Bill and go on to the next Bill. That is very often done in the Parliament.

The second point that he has suggested is with regard to the alteration of the rules and regulations of the House. I also have felt that on many points the rules are vague and sometimes there is ambiguity and it is not only in the interest of the Opposition but in the interest of the Government also to have a clear outline of the rules.

[3-50—4 p.m.]

The third point that he has raised is with regard to the time for the discussion of the Public Accounts Committee. As far as I remember I suggested that in this Session—I did not say two days—we shall get a day for the discussion of the Public Service Commission's Report as well as the Public Accounts Committee's Report. Discussion of them will be done.

As regards the last point that he has raised with regard to the Second Five-Year Plan, after getting the letter from Shri Jyoti Basu, I referred the matter to the Central Planning Commission and my direction was that at the present moment it would be unwise to place it before the Assembly. I want to make a distinction between the two aspects of it. Every member of the House, whoever he is, may discuss the various aspects of the Second Five-Year Plan. But doing it before the Assembly and discussing it as Shri Jyoti Basu wanted to do for four days means that the Plan must be in a crystallised form for questions to be raised and answers to be given. We are not in that position yet. Not until the Second Five-Year Plan has been discussed by the Planning Commission can I give any opportunity to the members of the House to discuss this. If the Planning Commission agrees, after we have finalised the Plan, we might publish the same in proper form and send it to every member of the Legislatiure. I may tell Mr., Bankim Mukherji that that would not be too late, because after all the Planning Commission would consider the desirability of putting in the various items of the Plan in a general sort of way, but there will be a great deal of latitude left for either the Government or the Legislature, as the case may be, and the matter will come before the Legislature in the usual time and you can make alterations in the Plan.

As regards the principles about which Shri Bankim Mukherji said, principles regarding the Plan, I am afraid those principles are not such

that we can discuss them in the Assembly at this stage. The principles also are more or less on a vague basis. As one of the authors of the Plan, I think I said in one of my public speeches that it is the draft of a draft Plan, and therefore it is too early yet to consider the draft of a draft Plan. There will be plenty of time later on, when the matter has been finally discussed with the Planning Commission, for us to discuss the proposition before the House; and I can assure the House that the House will be able to give its own ideas on the subject when the matters dealt with in the Plan are brought before the House from time to time. As you know, Sir, in this House we give every year during the Budget Session a complete picture of what the Plan has been and of what it is likely to be. Unfortunately no member of this House seems to take any interest in the Development Projects except when it suits him to criticise the Government for what it has not done without mentioning what it has done. ["Question", "question" from Opposition benches.]

Sj. Ganesh Ghosh: The question has not yet been cleared at all, with regard to the time for circulation of the Bill and for submission of amendments. [Interruptions.] Sir, I will speak for one minute. We take objection to what the Chief Minister has said. I do not know with whom it ultimately rests, whether with the Chief Minister or with the Speaker. The Chief Minister says that the Bills are negligible in nature and that if he finds that the time is not enough he can extend it. I do not know whether the Chief Minister can extend the time or the Speaker. Here is a Bill, Sir, a new taxation Bill. New taxes are being proposed——

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may correct my friend. It is not a new tax. The sales tax is already there. It is one other form of tax.

Sj. Ganesh Ghosh: You are imposing new taxes. I shall discuss them later. Here is a Bill which was sent on the 6th. We got it on the 8th and the time limit was given as 3 p.m. on the 11th. It is coming for discussion on the 12th. There is another Bill, the Calcutta Sports Bill. It was sent from your office on the 8th. Those who are in Calcutta got it on the 9th and the time limit given is 3 p.m. on the 11th. It is coming up for discussion on the 12th. Is it possible for us to consider these within this period?

Sj. Jyoti Basu: A number of us from this side of the House moved a resolution with regard to the Satyagrahis who are proceeding from this State to Goa so that they may travel free—so that the West Bengal Government may request the Government of India to afford them this facility. This also for some reason or other, I do not know what, you have considered as out of order. As Shri Bankim Mukherji has stated just now, we want that tomorrow should be a non-official day, the first Friday of this session, and if so, it means that there should be ballotting today. Therefore, I raise this question at the very earliest possible moment. Next time I will not get chance. Unfortunately this time—or I do not know whether fortunately—you have already ruled it out of order—unlike the usual practice when it comes out, then you state that this is out of order or the other one is within order. Now, this time a new procedure has been adopted by you, you have ruled it out of order. Therefore, we shall have no opportunity of raising this question, so I raise it now. I would like to know from you under which rule you ruled it out of order because this is surely a matter on which we can request the Government of India—so many requests are made to the India Government with regard to Bihar, language difficulties, and so on; all sorts of question are referred to them. But here on such a vital matter we want to request the India Government so

that the Satyagrahis who are going from here to Goa can travel free. We are asking the Government to do it. If the resolution is passed, we may pass on our request to the Government of India. If it is rejected, then it stands rejected. But I do not not know why you have ruled it out of order. I can tell you for your information that I have found resolutins which have been ruled out of order in this Assembly have been considered within order in other States like Hyderabad, Uttar Pradesh, Punjab, Andhra, and so on—resolutions with regard to Goa, with regard to international matters such as maintaining peace and banning of the hydrogen bomb, and so. But never have we got an opportunity in this House to discuss these matters. Of course many a time we have found that you, Sir, and others from the Government side together with the Secretary have gone to England, to the headquarters of parliamentary rule, in order to find out as to how we shall conduct our affairs here, and we have also seen statements in papers, after they come back, as to what the duties of an Opposition are. We have found that happening. I do not know how far we have learnt from them, but the point is, let us also set up some traditions in this part of the world because we are not in those old days any longer, those old times are gone. The Bandung Conference has taken place with Asian and African nations. The Asian and African nations are standing on their legs—they were crawling on their bellies previously. Therefore, Sir, I am sure if we learn anything good from them, well and good, but let us not take what is bad and reject what is good. That is my request. Therefore, I would urge upon you to tell us—I do not know what the Chief Minister is saying to you, is he dictating or what? It does not look good, that is not parliamentary practice, never such things take place in England. Once or twice I have seen Parliament, but never have I seen such practice there.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Thank you for your kind sermon.

Mr. Speaker: Five points have been raised by Shri Bankim Mukherji. The Leader of the House has replied and other members have spoken. With regard to the first question I am in entire sympathy with the point raised by Shri Bankim Mukherji. As a matter of fact he has several times raised this question that the rules do require change in the light of our experience in these sessions. The rules of procedure for the business of the House certainly require reconsideration. But I have tried to make it clear that unfortunately it does not lie with the Speaker to take the initiative in this respect. The initiative has to be taken by the House. So that matter goes out. I think there are some technical difficulties in the way you have put your resolution. You better consult the Secretary and have a discussion with the Secretary about the way in which this can be done. A motion can be moved, and it can be effectively done, if you put it in the proper form. As regards whether there should be a committee of all parties, there is a procedure regarding how the rules have to be changed and you have got to follow it, and it is on these technical grounds that it is refused. I am in sympathy with you and I can assure you that if you table a substantive resolution the House may have an opportunity of discussing the broad question of complete review of the procedure rules.

[4—4-10 p.m.]

I also agree with the point of the Opposition because out of altogether 10 Bills circulated I find that only up to 27th of July four Bills were circulated to the members. The rest of the six Bills have started circulation from after the 4th August. Certainly it is inconvenient for the Opposition

members or any member of the House to consider them and give amendments. Let alone 15 days—the usual rule to table amendments—they do not get even four or five days. On previous occasions whenever such requests were made I have always extended the time to enable members to send proper amendments. What I propose to do is this: all Bills which have been circulated before 27th July, viz., the first four Bills, will be considered. With regard to the other Bills which have been circulated from after 3rd August, time is extended till 17th August, next week, for submission of amendments.

With regard to the question of Public Accounts Committee, the Leader of the House has already said he will give an apportunity to discuss these matters in this session.

With regard to the Second Five-Year Plan, he has also made his observations.

Another question is non-official resolution. In the previous session I indicated that on the first Friday it is not possible to fix it because you do not know the business. As a mater of fact I have already got information from the office that the list of non-official business that has come is not sufficient to fix every Friday for discussion of non-official business. So I have asked the Secretary to hold a ballot next week so that the Fridays or at least some portion of the Fridays may be utilised for non-official business.

I think these are the five points covered.

Sj. Bankim Mukherji: I would most respectively draw your attention to the fact that the Government has not much business to do, more so as you have just pointed out that the time for submitting amendments will be extended. So naturally whatever resolutions have come, if some ballot is held, then Friday or part of Friday would be quite sufficient to discuss those resolutions. If more resolutions come to the Secretary they may be taken up.

Mr. Speaker: That cannot be done in tomorrow's business. There are rules of ballotting and notice has to be given to all members saying that ballot would be held at such and such time. It cannot be done tomorrow.

Sj. Bankim Mukherji: Would you please enquire how many resolutions are there in the office now?

Mr. Speaker: About ten.

Sj. Bankim Mukherji: So there is no difficulty in taking a ballot of ten.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is not a question of ballot only. My friend was complaining that he did not get notice of the Bills in time. I have not seen the resolutions. You must give us time to meet in a party meeting. To discuss this also would require time.

Mr. Speaker: It will be done next week, there will be no difficulty.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I have two points to raise. One point is that I sent a resolution of condolence regarding the Goa Martyrs. About the resolutions which have been disallowed they have got the information that the resolutions have been disallowed. A new-comer and an unfortunate fellow as I am, I have not got any intimation that at least my resolution has been disallowed. I do not know as yet whether my resolution has been allowed or disallowed.

Mr. Speaker: Time has not perhaps arrived to send intimation. You will get it in time.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: In my letter with which I sent my resolution I requested you that the resolution might be taken up on the first day.

Mr. Speaker: It cannot be done on the first day.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Then also I should have been informed that it cannot be done on the first day.

Mr. Speaker: You sent it only day before yesterday.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: The second point is, as a new-comer I find that 465 questions are outstanding and not replied as yet from the date 20th June, 1952. Now, if that is the position—and I have been elected only recently—if it takes more than three years for answers to come, I am afraid the question that I put today will be coming in 1958 or 1959 when not only this House will be no more but some of the members posing the questions will be no more and the Ministers who are here, God forbid, may not be here. That is the point.

Mr. Speaker: I hope as a new-comer you will help in answers being promptly given and you will get the answers.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I would also draw your attention to one thing contained here. I find that on page 26 of the Parliamentary Privilege pamphlet that I have received it is said... ..

Mr. Speaker: That is not for discussion.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I am not discussing; I want to have your ruling on the point.

Mr. Speaker: That is not for discussion. You can raise only matters by way of privilege or point of order.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: This is by way of privilege.

Mr. Speaker: Privilege can arise only with regard to debates arising in the House, otherwise you will have to give notice. If 250 members raise anything and everything the business of the House cannot be carried on. You are a new-comer, as you have admitted yourself and you have got to learn Parliamentary practice.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I want your advice.

Mr. Speaker: This is your first day. You will learn your lessons by experience and practice.

Refugee seeking interview with Rehabilitation Minister

Sj. Jyoti Basu:

আর একটা কথা হচ্ছে, সেটা শ্রদ্ধেয়া রেণুকা রায়কে বলছি। এখানে বহু রিফিউজি এসেছে, প্রায় ১০ হাজারের মত হবে শুনছি। তারা ও'র সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, তিনি নাকি অনেক ভাল ভাল কাজ তাদের জন্য করছেন অথচ তাঁর কাছে চিঠি দিলে তার জবাব পাওয়া যায় না—যদিও তিনি ১৬ তারিখে দেখা করবেন বলেছেন। তারা বলছে যে, আমরা সেখানে যাবো এবং তাঁর সঙ্গে দু'-চারটি কথা বলবো। তারা বহুদূর থেকে এসেছে, বিভিন্ন রকমের অভিযোগ নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় তিনি গিয়ে তাদের

সঙ্গে দু'-চারটা কথা বললে ভাল হয়। আমাদের মনে হয় এ কাজে তাঁর অবহেলা করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া, তাঁর এখন এখানে বিশেষ কাজ আছে ব'লে আমরা মনে করি না। তাই আমরা তাঁকে আবার অনুরোধ করছি তিনি যেন গিয়ে এই সমস্ত রিফিউজিদের সঙ্গে দেখা করেন।

The Hon'ble Renuka Ray: Mr. Speaker, the Assembly is no place for me to meet them or outside the Assembly within the Assembly hours. I am prefectly prepared to meet their reprsentativs; if they approach me I shall give a date. I have been meeting many of their representatives on various occasions and I am prepared to meet their representatives. It is unfortunate that they are brought either in the Assembly or on the road. Every refugee or representatives of the refugees who ask for time I always give them time. I am perfectly prepared to do so but not during the Assembly hours when I am in the House.

LAYING OF ORDINANCES

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Ordinance, 1955

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Ordinance, 1955 (West Bengal Ordinance No. IV of 1955), under Article 213(2)(*a*) of the Constitution of India.

The Bengal Tenancy (Amendment) Ordinance, 1955

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to lay before the Assembly the Bengal Tenancy (Amendment) Ordinance, 1955 (West Bengal Ordinance No. V of 1955) under Article 213(2)(*a*) of the Constitution of India.

[4-10—4-20 p.m.]

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Ordinance, 1955

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I beg to lay before the Assembly the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Ordinance, 1955 (West Bengal Ordinance No. VI of 1955), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

Laying of Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly the amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940.

COVERNMENT BILL

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to introduce the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

Tre Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

This is a very simple Bill. Section 78 of the Indian Evidence Act deals with proof of official documents and other public documents.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: Not now. Let him finish. After the Minister finishes, you can raise your point of order.

The Hon'ble Satyenrra Kumar Basu: Sir, sub-section (6) of section 78 of the Evidence Act provides for proof of documents where the documents are in the custody of a foreign Government or of officers in a foreign State. As a result of partition of Bengal, certain districts were divided, and documents relating to such districts which were in the custody of the Government before the partition were also divided. Some of those documents are now in the custody of th Government of East Bengal, and the others are in the custody of the Government of West Bengal. It is necessary to make a special provision in the Evidence Act for the proof of documents which are in the custody of the Government of East Bengal. That was an international question. An agreement between the Governments concerned was arrived at.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: When the Minister is speaking, that is not the proper time to raise a point of order.

Sj. Subodh Banerjee: Whether a Minister is speaking or not, a point order can be raised at any time.

Mr. Speaker: I know that. I have not disallowed him to raise a point of order. I said only that after the Minister finishes his speech he can raise his point of order.

Sj. Subodh Banerjee: How can that be? He can raise a point of order at any time.

Mr. Speaker: The Minister is giving his reasons for bringing in this Bill. After he finishes, the member can raise his point of order.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: With all respect to you, Sir, I want to raise the point of order in relation to introduction, and I want to raise it here and now.

Mr. Speaker: The introduction stage is finished, and the next motion is the consideration motion. Let the Minister say why he has brought in this Bill, and if after that you have got anything to say I will allow every one of you to raise a point of order.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, the general provision contained in the Evidence Act as regards proof of a public document is such that a copy of the document must be certified by the lawful keeper of it; there must also be a further certificate by a notary public or Indian Consul or diplomatic agent and must be sealed with the seal of that officer, and then only such copy becomes available for proof of the document. Under the partition agreement a special agreement was made, to the effect that authenticated copies of the documents in the custody of the Government of East Bengal, would be made out and delivered to the Government of West Bengal and could be used by the latter for administrative purposes. That agreement has been in force, and authenticated copies of such documents have been so prepared and made over from time to time. The arrangement is reciprocal. That is to say, the documents in the custody of West Bengal have been authenticated and sent to East Bengal and used there. The

stipulation applies only to common documents relating to partitioned districts. But such authenticated copies cannot be used in a court of law. Therefore in order to extend the facility to the proof of matters in a court of law it is necessary to amend the Indian Evidence Act.

Mr. Speaker: Dr. Chatterjee, what is your point of order?

Point of order

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, along with the Bill that was circulated, we got a letter from the Secretary. The Secretary's letter forwarding this Bill mentions that the Bill would be introduced by the Hon'ble Satyendra Kumar Basu. For your information, Sir, I may state that the letter is not in form. Here I will read out a directive from the Central Government, dated the 12th May, 1952. It runs like this:

"It has been decided that the use of the honorific appellations 'Excellency' and 'Honourable' should be discontinued except where it is necessary from the point of view of international usage and courtesy and parliamentary practice. In view of the decision, the appellation 'Hon'ble' will not hereafter be used for Ministers, Speaker of the House of People, Chairman of the Council of States, and they will simply be designated as the Minister, the Speaker and the Chairman, etc., in official notes and correspondence. The time-honoured practice of addressing Ministers as Hon'ble Ministers will thus disappear." But this is till going on from June, 1952 up till now. In this connection, Sir, I will read out a note from the Bengal Government, where the Bengal Government says: "The undersigned is directed to enclose for information such and such documents (a copy of his letter referred to in my first portion) and says that this Government have also decided to follow the decision contained therein."

Therefore, Sir, I do state here that hon'ble people have already disappeared from June, 1952, and this has been a direction from the Home Department and by the Deputy Secretary of the Home Department; and it is astonishing that the use of even such designations as "Excellency" and "Hon'ble" is still continuing. But in the letter I have received I find that Ministers are still being designated as Hon'ble. I would state one thing. We hear that the Government is wedded to the socialistic pattern. I do not know whether such a designation is in keeping with the spirit of socialistic pattern to designate one set of persons as Hon'ble and by implication other members as not Hon'ble. That is my point.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, my friend has just now said that honourable people have disappeared. I hope that he is as much honourable as I am. It is always customary to refer to another member of the House as honourable. If he will read the notice carefully he will find that we would not use these words in addressing letters and so on, but in course of a speech we are entitled to say that. I hope we will always remain honourable and we will never be dishonourable. When I say "we" I mean all members of the House as honourable.

Mr. Speaker: Dr. Chatterjee, you forget your old ideas of debate.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, there has been a wrong statement. I never said that.

Mr. Speaker: That is not the way of debate. You are breaking the parliamentary practice.

Sj. Subodh Banerjee: We learn it by breaking it. That is why we are breaking it.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I may just remind you that Dr. Hirendra Kumar Chatterjee is an old parliamentarian of the French Assembly.

Mr. Speaker: I hope he will not follow the French practice of voting by proxy inside the House.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of personal explanation, Sir. I bow down to your decision.

Mr. Speaker: I have not given any decision.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I have learnt parliamentary practice by the French Government. One thing that I want to mention is that with regard to the use of "Hon'ble" in documents and correspondence my respected Leader of the House said that we can certainly address in that way orally and verbally. But what I object to is that after this directive from the Central Government and endorsed by the State Governments, the use of that expression in correspondence and documents cannot occur. That is my submission.

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker: High Court Judges and Legislatures are excluded by the circular referred to by you. The Ministers are generally called honourable in the House. That is the parliamentary practice everywhere.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: But this has been used by the Secretary outside the House.

Mr. Speaker: The Secretary is also the part of the Assembly.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, without entering into controversy I should say that in the notices and papers this practice may be given up. We may only say the Minister-in-charge answering the question or moving a Bill. We would like that the practice is given up. I do not say that there is any inherent objection to using the word "honourable" nor do we say that it is against our rules, but I simply suggest that this practice may be given up.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, in your observation you have said that every person here is an honourable person and we may be called "honourable".

Mr. Speaker: There is no bar.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, if you look at the questions the Ministers are termed "Hon'ble" but other members have not been shown as "Hon'ble".

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is just as you feel.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: We do not feel like that but your observation forces us to feel like that. (A VOICE: Let us all be called "Hon'ble.)

Sj. Ambica Chakravarty: Sir, on a point of privilege.

Mr. Speaker: Not now.

Sj. Ambica Chakravarty: It is a matter of public importance.

Mr. Speaker: Not now, please mention it afterwards.

GOVERNMENT BILLS

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, I do not find that there is any utility of this amending Bill unless the Minister concerned wants to make matters easy, being recklessly careless as to the consequences thereof. Sir, the Evidence Act has stood the test of time and it is not so easy to try to amend it without inflicting serious insult, if I may be permitted to say so, to the existing law. Sir, the people who were responsible for bringing about this Act must have foreseen things—it may be that there is a foreign country near our land today but there were many foreign countries before and the provisions are so clear and so rigid that there could be no room for any relaxation on any plea whatsoever. Sir, in these days of forgeries, duplications and fabrications of Government documents including the revenue challans as we notice from the newspapers, authentication of foreign documents to be used in India must be as rigid as it is possible. Sir, it is not true to say that by the existing law a copy of a Government document cannot be proved in the court here. It can be done under the existing law. Under section 78, sub-section 6 the public documents may be proved by the original or by a copy certified by the legal keeper thereof with a certificate under the seal of a Notary Public or of a British Consul or a diplomatic agent that the copy is duly certified by the officer having local custody of the original. So what is being sought to be done by the present Act is to relax the rules with regard to authentication which in my view should not be allowed to be done. In the present Bill what the Government wants to do is to keep for them the power to authenticate these documents in such manner as may be prescribed from time to time by the State Government by notification in the Official Gazette. Why does not Government come in a straight-forward way and say how they are going to have these documents authenticated. Can there be any better mode than what has been prescribed in the Indian Evidence Act? They are going to introduce abuse in authentication of documents by keeping the powers with them. They have not yet made up their mind as to how these documents would be authenticated and that is why then want to prescribe them in future by rules; if that is not so let the Minister give out his mind as to the line of the proposed authentication so that we can compare the same and find out if there is any lacuna in it. Sir, in my view the old law is sufficient for the purpose and if you give them more power it will be affording them opportunities for corruption, because the people will come forward with documents alleged to be authenticated by somebody somewhere and there would be nothing to verify that authentication and the result would be that the powers that are now taken would be abused. So, Sir, I would request the Judicial Minister to withdraw the Bill which is worth nothing.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Mr. Speaker, Sir, my amendment is to the effect that there should no limit as regards these documents which are kept in East Bengal. There should not be any discrimination. Otherwise there might be difficulty. In one case an original document was in Pakistan and we wrote to them for this document but we could not get it and the document therefore could not be admitted in evidence and ultimately we lost the case. So I suggest to the Hon'ble Minister that these words "concerning any areas within a partitioned district or sub-district" may be given a go-by. I hope my amendment will be accepted by Government.

[4-30—4-40 p.m.]

There is another amendment on clause 3—that the State Government by notification in the Official Gazette be deemed to have taken the place of, and to be considered the original document from which such copies were made, and all references to the original documents shall be construed as including references to such copies. My words are "considered as"—that is, the copies should be considered as original documents. I think it is a harmless document.

My third amendment is that if my first amendment is accepted this Explanation (1) should be given a go-by. I ask the Hon'ble Minister to look to these very carefully.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, I think there is some confusion of ideas in the matter of the drafting of the provisions of the new section 78A. There is some divergence between what is stated in the Statement of Objects and Reasons and the actual wording of the amendment—that is the proposed new section 78A. The Statement of Objects and Reasons gives an idea that in no circumstances can a copy of a public document be used as evidence in a court of law. That is not the thing as Sj. Rai Chaudhuri pointed out. I would ask the Hon'ble Minister to look into section 78 of the Indian Evidence Act and there he would find that so far as public documents of foreign countries are concerned, duly certified copies of those documents can be used in our courts under section 78 of the Evidence Act. Here it has been stated "For administrative purposes, a duly authenticated copy is enough. It is not possible however to use any of these authenticated copies in courts". This is perhaps not a correct statement in view of the provisions of section 78 of the Indian Evidence Act; as I have said, any duly certified or authenticated copy of a public document of a foreign country can be used in evidence in Indian courts under the Evidence Act. Of course, copies of those copies cannot be used as evidence in court. Perhaps in order to make up for that deficiency this amendment has been proposed—section 78A. The wording is not very happy. I would take you through the wording—"78A. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act or in any other law for the time being in force, where any public documents concerning any areas within a partitioned district or sub-district have been kept in East Bengal, then copies"—I would emphasize "copies"—it is not qualified by the words "duly authenticated" or "certified"—"then copies of such public documents shall, on being authenticated in such manner as may be prescribed from time to time by the State Government by notification in the official gazette, be deemed to have taken the place of, and to be, the original documents from which such copies were made and all references to the original document shall be construed as including references to such copies". Sir, it would be a dangerous proposition of law to speak of simple copies—copies made by Ram or Rahim—or Rahim and Ali because in Pakistan there is no Ram—simple copies without there being any guarantee that they are correct copies. My proposal is to provide for duly certified copies of such public documents, and these certified copies have to be authenticated by the State of West Bengal under a procedure that has to be laid down by notification in the official gazette.

I thought at first there was no necessity for such an enactment because if public documents of so many other foreign countries could be proved under the Evidence Act in India, why should there be the necessity for such an enactment for certain public documents which are now in the custody of the East Bengal authorities, and for such a special provision to be made that copies are to be taken in certain circumstances as original and

the copies of those copies will be used in evidence in a court of law under the Evidence Act? I think perhaps that it is not nowadays so easy to have certified copies of public documents that are in the custody of the East Bengal Government as it is to get certified copies of public documents from other foreign countries. I think some such idea prevailed upon the Hon'ble Minister in presenting this amendment—section 78A—before this House. Well and good. I do not grudge this amendment but it should be couched in such language that it would not do any harm to anybody and it would not, as Sj. Rai Chaudhuri pointed out, let loose forgery, treachery, etc., upon honest citizens and litigants. Therefore, before the present West Bengal Government should authenticate a copy of a public document supplied by the East Bengal Government, this Government must be satisfied that that is a duly certified copy or a duly authenticated copy under the existing provisions of the Indian Evidence Act. I would, therefore, submit that the purpose of this amendment can only be served if simply the word "copies" after the word "then" is not used but the words "duly certified copies" are used.

Mr. Speaker: You can speak on it when the Bill is considered clause by clause and when you are speaking on the amendments. This is the first reading.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: I am sorry I have spoken on the amendments at this stage.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I am also sorry because I have spoken as Sj. Tarapada Bandopadhyay has done.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Mr. Speaker, Sir, I again draw the attention of the House to sub-section (6) of section 78 of the Indian Evidence Act. You can prove a foreign document either by production of the original or a certified copy of it—certified in the manner indicated in sub-section (6) of section 78. It is impossible to produce the original of the document from East Bengal in any court in West Bengal. Now, if you have to get a certified copy of a document in East Bengal you have to take out a passport, arrange for remission of the money to East Bengal, send a man there, and apply to the Keeper of the Record for a certified copy and such copy will be prepared in due course. Then you will have to approach a Notary Public or a diplomatic agent or the Indian Consul; have it certified again by him and have it sealed by the seal of the person who so certifies it. In order to save the trouble involved and the expense a special agreement was arrived at in respect of document relating to districts which have been partitioned. As you know, each district had its own record—for instance, Settlement and other records. In order to facilitate the obtaining of authenticated copies and to save trouble and expense, a special agreement was arrived at between the two Governments which was approved of by the Central Government. The effect of that agreement was that authenticated copies of documents in the custody of the Government of East Bengal would be supplied to the Government of West Bengal and the copies will take the place of the originals.

[4-40—4-50 p.m.]

Likewise authenticated copies of the documents in the custody of the Government of West Bengal would be made over to the Government of East Bengal. The authenticated copies will be the substitutes for the original documents so that there will be no difficulty in proving or referring to those documents. So far as the administration is concerned there is no difficulty at all and the Government can make use of the authenticated copies. But

difficulty has been experienced in proving these documents or making use of them in court. The only provision as at present is that contained in sub-section (6) of section 78. That means that a person desiring to prove a public document in East Bengal will have to take all the trouble which I have indicated to get certified copies. In order to facilitate the obtaining of a copy so that it may be available for use in a court of law the Evidence Act is being amended. This is all for the benefit of the people who require to prove these documents.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed new section 78A, lines 5 to 7, the words "concerning any areas within a partitioned district or sub-district" be omitted.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed new section 78A, in line 8, after the word "then" the words "duly certified" be inserted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed new section 78A, in line 12, after the words "and to be" the words "considered as" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 3, item (1) of the Explanation to the proposed new section 78A, be omitted.

Sir, I will not speak on this as I have already spoken.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: As I have already submitted before this House, Sir, my amendment should be accepted by the House and I am confirmed in this opinion even after hearing what the Hon'ble Minister stated in reply to the discussions on the First Reading. The Statement of Objects and Reasons also says that pursuant to a decision taken by the Governments of East Bengal and West Bengal in the matter of division of records copies of common records of the partitioned districts should be properly authenticated by the officers of the Government concerned which has custody of the original and has the legal authority to record such authentication. So, Sir, in the Statement of Objects and Reasons it is understood that the copy that is to be authenticated later on by this Government of West Bengal should already be a copy which has been duly authenticated by the East Pakistan Government. Sir, this idea I think, is not there in the enactment, that is the proposed section 78A itself. I think the word has been missed unfortunately and I think everything will be all right if instead of using "copies" in line 8 of the proposed amendment, we use "duly certified copies"; otherwise, Sir, as I was pointing out, if simply "copy" is used, there would be no guarantee that these copies are authenticated copies by the East Pakistan or East Bengal Government. Any and every copy posing to be a copy of the original document would not suffice for the purpose of

West Bengal as that copy may be authenticated by the West Bengal Government and after that authentication, according to the provisions of 78A would be taken as the original document, so far so that the copies of this document will be practically used in courts of law even contravening the existing provisions of the Indian Evidence Act. Therefore I submit for the consideration of our Hon'ble Minister whether the position would improve or not if he uses "duly certified copies" instead of "copies". "Copy" may mean any and every copy. "Copy" has not been defined anywhere; nor has it been defined in the Indian Evidence Act. "Copy" in its ordinary dictionary meaning is a copy, copied by you, copied by me, copied by Rahim or copied by Ram. Where there is no definition of the word "copy" it must be clarified here.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: The language of the clause is "copies of such public documents shall on being authenticated in the manner as may be prescribed shall take the place of the original documents". Precaution has been taken and will be taken so that the copies are properly authenticated, because the authenticated copies will take the place of the original documents. The Indian Registration Act was amended in 1950 and again in 1951 for the purpose of making provision for copies of books and indexes. The language of the present clause is the same as or similar to the language of the new section, namely, section 55A which was introduced in the Indian Registration Act for the purpose of procuring copies. I will read out to the House section 55A of the Indian Registration Act which is as follows: "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force copies of any of the books mentioned in sub-section (1) of section 51 and of any of the indexes mentioned in section 55 relating to documents registered on or before the 14th day of August, 1947, in registration offices situated in districts or sub-districts which as a result of the award of the Boundary Commission, appointed under section 3 of the Indian Independence Act, 1947, have fallen partly within West Bengal and partly within East Bengal, shall on being authenticated in such manner as may be prescribed by the Inspector-General, be deemed for the purpose of this Act to have taken the place of and to be the original books and indexes from which such copies were made and all the references in this Act to books and indexes shall be construed as including references to such copies". Therefore the present amendment is in the same form as the amendment which was accepted in 1951 as regards the Indian Registration Act.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 3, in the proposed new section 78A, lines 5 to 7, the words "concerning any areas within a partitioned district or sub-district" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in clause 3, in the proposed new section 78A, in line 8, after the word "then" the words "duly certified" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 3, in the proposed new section 78A, in line 12, after the words "and to be" the words "considered as" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 3, item (1) of the Explanation to the proposed new section 78A, be omitted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to introduce the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, a small amendment of the Bengal Tenancy Act is necessary in connection with the implementation of the West Bengal Estates Acquisition Act. As you know, under section 6 of that Act an intermediary is entitled to retain certain class of land up to the prescribed ceiling. He has to file his return as to the interest which he has in the lands and also the different categories of lands which he chooses to retain under that section.

[4-50—5 p.m.]

These returns have to be verified and checked up. Local investigations have to be made in order to find out what the intermediary had and whether he has retained lands which he is lawfully entitled to retain under section 6 of the Act and whether anything in excess of the ceiling prescribed has been retained by him. We have also to refer to the settlement records in order to find out whether the option which he has exercised has been correctly and properly exercised. As regards the character of the different lands and the quantity of the lands retained by the intermediary, you know that settlement operations are proceeding for the purpose of making correct record and we have covered quite a large area. It may be necessary to hold equiries under section 5A of the Estates Acquisition Act as regards transfers which have been effected by the intermediaries since 5th May, 1953. Therefore, you will appreciate that Government will not be able to take possession of the lands which are in excess of the ceiling prescribed by the Act in a lump or at one time. Government would be able to get possession of lands from time to time as these various processes and operations go on. In the meantime, land cannot be allowed to lie fallow or idle. The lands have got to be cultivated in the interest of production. Therefore, the lands have to be settled with *bona fide* cultivators of the village so that they can cultivate for a year—the settlement will be temporary for one year. You are aware that a settled *raiyat* of the village acquires occupancy right in respect of any land held by him as a *raiyat*. Section 116 of the Bengal Tenancy Act provides that in regard to any land acquired by the Government, occupancy right will not accrue. The Estates Acquisition Act is not one of the Acts which is protected by the present section 116 of the Bengal Tenancy Act although lands have vested in the State Government by reason of the provisions of sections 4 and 5 of the Estates Acquisition Act. Several of such rights will stand in the way of equitable distribution of land. So, section 116 has to be amended in order to extend it to those lands which an intermediary is bound to make over to

the State Government for the purpose of redistribution so that the man who cultivates those lands for a year does not acquire any occupancy right. This scheme will operate pending final distribution of lands on the basis of the principles which the House will accept when the Land Reforms Bill will be brought before the House. You know, Sir, that the mode of redistribution is one of the subject-matters of the Land Reforms Bill. The House will have to decide eventually how redistribution is going to take place. When the Land Reforms Bill is passed, the Bengal Tenancy Act will, of course, be repealed and the Land Reforms Act will take the place of the Bengal Tenancy Act. It is, therefore, essential that accrual of any occupancy right should be prevented until we are able to find out finally what quantities of land are available, where they are situated, what are the categories of *bona fide* cultivators of the village, what is the number of each category and what are their holdings and determine how we are going to distribute land amongst the cultivators eventually so that they will become the owners in accordance with such provisions as may be made under the Land Reforms Act.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, when the West Bengal Estates Acquisition Bill came before this House, we opposed it and one of the main points of our opposition was that you should bring both the items of acquisition and distribution together. We said that unless you did that, there would be difficulties in future and we didn't stop there—we imputed motives to the Government that after having acquired the lands in this way, they would distribute the same amongst their camp-followers and this is just what is going to happen. Sir, Government is distributing land. Though that Bill was translated into an Act in 1953, until now, Sir, nothing has been brought before this House for the equitable distribution of land amongst the landless peasants or the tillers of the soil. In the meantime, this Bill has been brought forward with a view to settle lands and with whom? Sir, if we look at the Statement of Objects and Reasons, we find that they would settle the lands to *bona fide* local agriculturists. But, who is going to decide that a particular person to whom the land will be allotted is a *bona fide* local agriculturist? Why have you selected this language? Why have you not introduced this language in the Bill itself as to whom you are going to settle with? You are keeping that power in your hands and indicating that if any such settlement is made, the person to whom such allotment will be made will not have the status of an occupancy *raiyat*, as provided in the Bengal Tenancy Act. Sir, I would ask the Minister to be quite clear as to the persons with whom he is going to settle these lands. It is very vital for us to know that because we know that if it is once settled, it would be very difficult to unsettle—it will be very difficult to get back the land which is once given to a man and even if there may be the provisions refusing him the occupancy status. We want to know from him that he is going to settle these lands with the tillers of the lands who have no lands and not with any others in the guise of *bona fide* local agriculturists. I do not know what meaning he has got in his dictionary about this language. He must clear it, otherwise we will infer that he is going to settle these lands amongst the Congress camp-followers and they will be never taken back, however hypocritic this Bill may be. Sir, after I hear the Law Minister, I shall have an opportunity to reply to him in the Third Reading of the Bill.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, it was not possible, when the Estates Acquisition Act was before the House, to indicate or to decide how the land was going to be redistributed. We had no data, we had no

neans of ascertaining what quantity of land would be eventually available, where are they situated and what is the quality and character of the and which will be so available in excess of what an intermediary is entitled o retain. Therefore, extensive settlement revisional operations have to be ndertaken and the operations are proceeding with speed. As soon as the perations are over—and in the meantime other investigations will be made —we will be in a position to find out the quality of land which will be actually available to the State Government, their situation and the demand for redistribution in the different areas. Redistribution will of course depend on what land is available nearabout a particular village, what are the categories of people among whom land will be settled and so on and so forth. We shall collect these data in the process of the settlement operations and other investigations which are being carried on. Ultimate distribution will depend on the manner in which this House indicates that the land should be redistributed and will be the subject matter of a subsequent legislation.

[5—5-10 p.m.]

At the present moment, you must have noticed from the Bill, that settlement will be for a period of one year, up to the end of Chaitra, 1362, and and will be settled to people who are *bona fide* local cultivators. I do not now how much land will be available in the vicinity of a particular illage. The quantity may be small or big. A person who actually cultiates a certain area—above a certain limit—will not be given further land -no further land will be made available to him. Generally, the limit of he area will be five acres, but I am almost sure that we will not get enough and to give any to the people who have three or four acres of land. It ll depends on the situation of land and the number of cultivators in a articular area. Of course, temporary settlement will be done by the fficers who will implement the land reforms in the State. They will also ontinue to do so and finally distribute the land in accordance with the gislation which may be passed by this House. At the moment no land allotted to any person who cultivates more than five acres, and no land allotted to any person who is not a *bona fide* cultivator residing in the area, preference being given to those who cultivate the land adjoining the land which is available. The land will be in small plots. We will not get land in big blocks. As we will get in small parcels, it is always convenient to allow the neighbouring cultivators to utilise the land and cultivate it for one year.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Mr. Speaker: Mr. Chaudhury, your amendment No. 4 is out of order.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Why, Sir? Because that section 116 s now going to be changed as 116(1), I can also put my amendment. hey are amending that section by making 116(1) in place of 116.

Mr. Speaker: Under the Adaptation of Laws Act, 1950, the word 'Crown" has been changed. Therefore your amendment i...

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: For the information of my friend I might inform him that the word "Government" was substituted for the word "Crown" by paragraph 4(1) of the Adaptation of Laws Act.

Mr. Speaker: That is what I have told him.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, line 3, for the word "the" the word "any" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, in line 5, after the words "intermediary or" the word "such" be inserted.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, in line 6, after the words "under that Act" the words "and where such land has not been settled with an agricultural labourer or with a poor peasant of the locality possessing not more than five acres of land in all", be inserted.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I will point out that this amendment will serve the objects and reasons given for this Amending Bill. I shall do well to read the proposed sub-section (2), so that my later submissions may be followed. It runs thus: "where any land has vested in the State under the provisions of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, and the land has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person is entitled to retain it under that Act, then, as from the date of the vesting of the land in the State, nothing in Chapter V shall confer a right of occupancy in, and nothing in Chapter VI shall apply to, the land or any part thereof". Now certainly we have no quarrel with the intention of the Government that pending the final settlement of the land that will come into the possession of the Government. Under the operation of the Estates Acquisition Act, any temporary settlement should not be deemed to be a permanent settlement which would otherwise be the case according to the existing provisions of the Bengal Tenancy Act. According to Chapter V and Chapter VI of the Bengal Tenancy Act, it is well-known, Sir, a settled *raiyat* of the village whenever he is in possession of any agricultural land as a settled *raiyat*, would have the permanent right of occupancy in that land; in other words "once a tenant always a tenant". Certainly it would not serve our purpose if the existing law is to operate in the case of temporary settlement of the land that will come to the possession of the Government under the operation of the Estates Acquisition Act. So some provision must be made by enacting that those provisions of the Bengal Tenancy Act should not apply in the case of this particular class of land which will come into the possession of Government But certainly it is the intention of Government to make provision as regards all the land that will come into the possession of Government under the operation of the Estates Acquisition Act. But, Mr. Speaker, Sir, if you would peruse carefully the wording of the clause, it will be at once clear to you that this enactment will only apply to the case of those lands which a particular intermediary has the right to hold under the Estates Acquisition Act but still he does not care to retain that land, although otherwise according to the provision of the Estates Acquisition Act he can, if he so chooses, retain that land. It is well-known, Sir, that so far as agricultural lands are concerned, under the Estates Acquisition Act a particular intermediary can keep up to 75 bighas of such land. Over and above that he cannot keep or retain in his possession any additional agricultural land. All these lands over and above the ceiling of 75 bighas would automatically come to the

possession of Government. This is one class of case. But it may also be that a particular intermediary may not care to retain in his possession either wholly or partially even that 75 bighas of land which he can retain otherwise if he so exercises his option under the provisions of the Estates Acquisition Act. I would beg to submit that this provision has been made with regard to that items of land only which an intermediary can retain, but he does not exercise his option to retain that. I am moving my amendment to cover these cases where "any" land and not "the land" is vested in the State under the West Bengal Estates Acquisition Act. "The" land certainly refers to "any" land. In line 3 it is stated "the land has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person is entitled to retain it". So I would beg to submit that this amendment can govern only that part of the retainable land which a particular intermediary, though he can retain under the law, does not so choose to retain; this amendment has left out of its operation all the lands that would come to the possession of the Government under the operation of the Estates Acquisition Act, even after the intermediary concerned has exercised his option to the fullest extent to retain 75 bighas of agricultural land that is possible for him to retain under the Estates Acquisition Act. So "the land has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person is entitled to retain it under that Act"—this does not cover all the lands. Under the Act an intermediary can retain only up to 75 bighas of land, but it may be that he may retain that 75 bighas or he may not retain the entire 75 bighas, he may retain only a portion thereof. Therefore, here there is no provision as regards those lands which must come to the possession of the Government after the intermediary has chosen his option to the fullest extent. Therefore, my amendment, if accepted, would make the meaning clear. My amendment is that instead of the word "the" before 'land' in line 3 of sub-section (2) of section 116 of the Act, the word "any" should be used, and that would bring within the ambit of this amendment both these classes of land, I mean land beyond 75 bighas and land within 75 bighas.

[5-10 - 5-20 p.m.]

I will read the particular provision—"where any land has vested in the State under the provisions of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953 and the land has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person is entitled to retain it under that Act, then, as from the date of the vesting of the land in the State, nothing in Chapter V shall confer a right of occupany in, and nothing in Chapter VI shall apply to, the land or any part thereof." I would draw the pointed attention of the Hon'ble Law Minister to this point and I should request him to see whether the amendment as it has been presented before the Assembly would carry its object. It would leave out of the category or ambit of the Bill all the surplus agricultural lands beyond what a particular intermediary can retain under the Estates Acquisition Act after exercising his option to the fullest possible extent. That surplus land would be out of reach of this amendment.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, my amendment is to make the the thing clear and without any controversy. "Where any land has vested in the State under the provisions of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, and the land has not been retained by any intermediary or person where such intermediary or person is entitled to retain it under that Act". Such intermediary or person may not mean such intermediary or *such* person who is entitled to retain it under that Act.

The word "such" may not apply to the person. In order to make it more clear the word "such" should be put before "person". My amendment will make it more explicit and would prevent any lacuna in the Act.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, পশ্চিম বাংলা সম্পত্তি অধিকার আইন চালু করার পর সরকারের হাতে যখন জমি আসবে সেই জমি পাকাপাকিভাবে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী প্রভৃতি ভূমিহীন চাষী এবং গরীব চাষীর মধ্যে বিলি করা দরকার। সেই জমি সুষ্ঠুভাবে বিলি করা সম্ভব হবে না যদি বর্তমানে অস্থায়ীভাবে চাষীর সংগে যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে সেইগুলি বাতিল করা না হয়--এই হচ্ছে সরকারপক্ষের বক্তব্য। অর্থাৎ সরকারপক্ষ বলছেন, তাঁদের হাতে জমিগুলি আসার পর চাষীদের মধ্যে স্থায়ী জমি বিলি করা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য অধিকৃত জমিগুলির একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা সরকার করেছেন। চাষীদের মধ্যে পরে পাকাপাকিভাবে জমি বিলির জন্য অস্থায়ীভাবে বিলি করা জমিগুলি কেড়ে নেবেন, একথা বলা হচ্ছে এই বিলে। আমি একটা কথা বুঝি না। কাদের মধ্যে জমি

[5-10—5-20 p.m.]

অস্থায়ীভাবে বিলি করা হবে? নিঃসন্দেহে যাদের জমির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাদেরই আগে জমি দেওয়া দরকার। সে দিক থেকে পশ্চিম বাংলায় যে বিরাট সংখ্যক ক্ষেতমজুর, বিরাট সংখ্যক ভূমিহীন চাষী ও গরীব চাষী আছেন তাঁদের জমি সর্বাগ্রে দিতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ হোক কাল হোক, পাকাপাকিভাবে জমি বিলি করা হোক বা না হোক এই কথা ঠিক যে, বাংলাদেশের ভূমিসমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তাহ'লে বাংলাদেশের ক্ষেতমজুরের হাতে, বাংলাদেশের ভূমিহীন চাষীর হাতে, বাংলাদেশের গরীব চাষীর হাতে জমি দিতেই হবে। তাই যদি অবস্থা হয় তাহ'লে যে সব ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে জমি বিলি করা হয়েছে এই সমস্ত ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন চাষী, বা গরীব চাষীর মধ্যে কি প্রয়োজন আছে তাদের কাছ থেকে জমি ফিরিয়ে নেবার? বরং সেখান থেকে ফিরিয়ে নিলে এই বিরাট দুঃস্থ জনসাধারণকে যে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে তা ধারণা করা যায় না। সে দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আমার সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে জমি অস্থায়ীভাবে ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরীব চাষীর মধ্যে বিলি করা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে হ'লেও তাদের কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নেওয়া হবে না, এই হ'ল আমার বক্তব্যের সারমর্ম। অস্থায়ীভাবে জমি বিলিও এদেরই মধ্যে করা হবে, অন্য কাউকে দেওয়া হবে না। সে দিক থেকে আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে ৬নং ক্লজের ষষ্ঠ লাইনে "under the Act".

এই কথাগুলির পরে

"and where such land has not been settled with an agricultural labourer or with a landless or a poor peasant of the locality possessing not more than five acres of land in all"

এই কথাগুলি যোগ করা হোক। সংশোধনী প্রস্তাবের সংগে মূল বিলে ঐ ধারাটি যদি সংযোগ করা যায়, তাহ'লে দাঁড়ায় এই

"Where any land has vested in the State under the provisions of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, and the land has not been retained by any intermediary or by any person who is entitled to retain it under that Act, and where such land has not been settled with an agricultural labourer or with a landless or a poor peasant of the locality possessing not more than 5 acres of land in all then as from the date of vesting of the land in the State nothing in Chapter V shall confer a right of occupancy in and nothing in Chapter VI shall apply to the land or any part thereof."

আমার সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম হ'ল এই ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন চাষী এবং গরীব চাষী, যাদের সংগে অস্থায়ীভাবে জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে কোনক্রমেই জমি ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Under sections 4 and 5 of the Estates Acquisition Act every square inch of land in the State vests in the State Government but section 6 provides that notwithstanding such vesting any intermediary is entitled to retain certain quantities of land under different categories. All that the clause provides is that where land has vested in fact every square inch of land has vested in the State—and where the intermediary is unable to retain any land by reason of the imposition of a ceiling or where he has not retained any land—such lands will be available and taken possession of by the State Government. It is with regard to those lands only that the question of redistribution arises. The clause provides that where the land has vested in and is actually available to the State Government and the State Government takes possession thereof then the State Government may make a temporary settlement. In respect of such settlement if the settlee the person with whom the land is settled happens to be a settled *raiyat* there will be no accrual of occupancy right. Sir, the expression "the" in line 3 of clause 2 refers to "any" land in the first line. I do not think the alteration of the word "the" to the word "any" will improve matters. In fact, it would make the clause clumsy. You will notice that in the fourth and fifth lines the expression used is—"has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person entitled to retain it." This expression "intermediary or person" is repeated in both the places in lines 4 and 5 to avoid confusion.

[5-20—5-30 p.m.]

The word "such" refers to both the intermediary and the person. If you delete the word "intermediary" then the word "such" would refer to "person". Therefore, it is appropriate that the word "intermediary" should occur both in line 4 as well as in line 5 and the word "such" is in an appropriate place as referring to both intermediary and person.

Sir, with regard to the observation of my friend, Sj. Subodh Banerjee, I shall explain why this Bill has become necessary. We are not finally distributing the land available; we are trying to find out how much land is available and then we will have to evolve the method of distribution. Before we do that in order that production may not suffer we desire to settle the land temporarily for one year as has been noted in the Bill up to 31st Chaitra so that the land may not lie fallow. It is only to prevent accrual of a right in the meantime that the Bill has been introduced. The bigger problem of redistribution will be considered later on when we are able to ascertain what we get and what the terms would be as regards redistribution of land.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, line 3, for the word "the" the word "any" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, in line 5, after the words "intermediary or" the word "such" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2, in the proposed sub-section (2) of section 116 of the Act, in line 6, after the words "under that Act" the words "and where such land has not been settled with an agricultural labourer or with a poor peasant of the locality possessing not more than five acres of land in all", be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed.

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত 'নমিন্যাল', অর্থাৎ যে সমস্ত জমি উদ্বৃত্ত আছে ল্যান্ড এ্যাকুইজিসন এ্যাক্টে যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যা নাকি প্ল্যান্ট করতে পারবে না রায়ত সেই জমি যাতে গভর্নমেন্ট সেট্ল্ করতে পারেন সেই সম্বন্ধে এটা প্রভিশন, সেইজন্য এতে সংশোধনী প্রস্তাব আনার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিন্তু শুধু একটা নিবেদন মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে করছি যে, অধিকাংশ জমি, যা তাঁরা পাবেন, তার বেশীর ভাগই ভাগচাষী বা বর্গাদারের হাতে আছে। কেন না, যে সমস্ত জমি প্রজাবিলি হয়ে আছে তারা ত রায়তই হয়ে যাচ্ছে, আর যতগুলি সেইরকমের জমি, যা নাকি ২৫ একরের উপর, বা ২৫ একর রাখতে চান না, এরকম জমি যাদের তারা নিজেরা লোক লাগিয়ে চাষ করে, সে সংখ্যা বাংলাদেশে খুবই অল্প। বেশীর ভাগই তারা ভাগে চাষ করায়। কাজেই আমার আবেদন হচ্ছে গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যান্ড এ্যাকুইজিশনের একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা চালু আছে সেইটেই থাক। অর্থাৎ কিনা ভাগচাষীর হাতে এখন পর্যন্ত যে জমি রয়েছে সে জমি ভাগচাষীর হাতেই রেখে দেবেন, আমি এইটুকু আবেদন করছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: The Law Minister has not answered my question. Possibly, he does not know the answer. I wanted him to tell the House as to how he was going to make this temporary settlement and with whom. Sir, there are two words in the Statement of Objects and Reasons—one is local agriculturist and the other is settled *raiyat* of a village. Now, Sir, it is surprising to hear from him that unless all the lands were acquired and the settlement operations were completed, it was not possible for him to at least indicate certain principles as to how this temporary settlement should be made. He said that it will be done by the local officers. But they must have some instructions from the Ministry. Without instruction from the Ministry I do not think it should be left to the local officers to distribute the lands as they desire and I do not think that is either the intention of the Judicial Minister. Sir, we want from him to know whether he is going to settle the lands with people favourite with him or really to the landless tillers. Why should not the surplus lands be allotted to the local landless tillers? What is the objection in his declaring that before the House? Why should he not say that the surplus lands—he said they were small lands with which I do not agree—should go to the landless tillers in the first instance? That is what I wanted him to say. He did not. He said that it was for a temporary period of only one year but that is not so. One agriculture year at a time till such lands are finally disposed of. It is quite indefinite. It is not known when the Government will bring the Bill and will have the Act passed for the redistribution of land and until that is done, this would be continued from one year to another and so on. It would be a misstatement of fact to say that it was only for one year. I want an assurance from the Minister-in-charge that these surplus lands will be temporarily settled to the landless tillers.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, I followed very closely what the Hon'ble Minister stated in reply to my discussion on my own amendment. But I must say that I have not been convinced and difficulty has remained where it was. I would point out to the Hon'ble Minister that, according to his own admission, he has made provision here only for that land which has not been retained by any intermediary or any person where such intermediary or person is entitled to retain it under that Act. So, on his own showing he has not made any provision here for those lands which the intermediary or the person is not entitled to retain under that Act. That class of land would form the major part of the land that will come to the possession of the Government under the Estates Acquisition Act. So the lacuna still remains there. I would again ask our Hon'ble Minister to think about this and to remove that lacuna while there is time yet.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই বিলের মধ্যে বলেছেন যে, বোনাফাইডি এগ্রিকালচারিস্টদের মধ্যে তিনি জমি বিলি করবেন যে জমি তিনি আপাততঃ ইন্টারমিডিয়ারির হাত থেকে পাচ্ছেন এবং আগামী এক বৎসরের জন্য অস্থায়ীভাবে তাঁরা এটা ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখানে এক বৎসরের জন্য হ'লেও এই বোনাফাইডি এগ্রিকালচারিস্টদের কথাটা আমরা বরাবরই তাঁদের কাছ থেকে শুনে আসছি এবং এটার প্রকৃত অর্থ কি তাঁরা আজ পর্যন্ত ভালভাবে খুলে বলতে চাচ্ছেন না। সেইজন্য আমাদের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, যে জমিটা ইন্টারমিডিয়ারির হাত থেকে পাওয়া যাবে সেই জমিটা এক বৎসরের জন্য হ'লেও এই নীতি গ্রহণ করা উচিত যে, যে সমস্ত মালিকরা মজুর দিয়ে চাষ করান এমন মালিকদের কাছ থেকে যে সব উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে, সেই এলাকার ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সেই জমি বিলি-বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করা উচিত। সেই অঞ্চলের যে সমস্ত মালিকের অধীনে যে ভাগচাষী জমি চাষ করছে এবং সেই মালিকের উদ্বৃত্ত যে জমি পাওয়া যাবে সেখানের ভাগচাষীর মধ্যে সেই জমি বিলিবন্টন করা উচিত। এইরকম সুনির্দিষ্ট কথা এই বিলের মধ্যে না থাকাতে স্বভাবতঃ আমার মনের মধ্যে সরকারের পূর্বের বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে এই কথা মনে হচ্ছে যে, সরকার, যারা ভাগচাষী সেই জমিতে রয়েছে, তাদের জমি এক বৎসরের জন্য হ'লেও, তাদের দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা এই পরিষ্কার কথাটা এর মধ্যে নেই এবং ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সেই উদ্বৃত্ত জমি যারা মালিকদের অধীনস্থ ক্ষেতমজুরের কাজ করছে তাদের দেবেন কি না, সেই কথাটা এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার ক'রে তাঁরা বলেন নি। সেইজন্য আমার অনুরোধ তাঁর কাছে, যদিও তিনি এই কথাটা বলেছেন যে, ল্যান্ড রিফর্ম বিলের মধ্যে জমি কিভাবে বিলিবণ্টন করা হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাজির করবেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই এক বৎসরের জন্য হ'লেও যাতে সেই মালিকের অধীনস্থ উদ্বৃত্ত জমি ভাগচাষী পেতে পারে এবং মালিক যারা মজুর দিয়ে কাজ করান, তাঁর অধীনস্থ সেই মজুরদের মধ্যে সেই উদ্বৃত্ত জমি বিলি ব্যবস্থা ক'রে দেন, তার জন্য যেন তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত আমাদের কাছে জানান, এই আশা তাঁর কাছ থেকে আমরা করছি।

[5-30—5-35 p.m.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা সার্কুলেশন মোশন আছে।

আমার কেবল সামান্য বক্তব্য এইটুকু যে, এই বিলের মধ্যে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করার রয়েছে, সে বিষয়ে আমি ও'কে জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথম কথা--উনি যে জমি নেবেন সে জমি কাকে দেওয়া হবে এবং কোন্ সর্তে দেওয়া হবে। এই দুটো জিনিষের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই বিলের মধ্যে না থাকার দরুণ সাধারণের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, বিলের প্রয়োগক্ষেত্রে যেরকমভাবে অব্যবস্থা চারিদিকে আছে সেইরকম একটা অব্যবস্থা এখানে হ'তে পারে। এই সন্দেহ একটা উদয় হতে পারে। এই সন্দেহটাকে নিরশন করবার জন্য উনি যদি এখানে পরিষ্কারভাবে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন, যদিও সাময়িকভাবে উনি এই ব্যবস্থা করছেন,

তব্ও যাতে ক'রে যাদের একেবারে জমি নেই সেই ভাগচাষী কিম্বা ক্ষেতমজ্রদের দেওয়া হবে এই একটা এবং সেটা কোন্ সর্তে দেওয়া হবে সেই সর্তটা এখানে যদি স্নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ক'রে দেন তাহ'লে আমার মনে হয় সাময়িকভাবে হ'লে পরে আমাদের এ সম্বন্ধে বির্প মন্তব্য করার স্যোগ একট্ কম থাকবে। তা যদি তিনি না করেন এবং গতান্গতিকভাবে তিনি যেমন আইন পাশ করেন—আইন পাশ করার জন্যই আইন পাশ করতে চান এবং যাদের জন্য করছেন, আমরা মনে করি সেই ক্ষেতমজ্র, সেই ভাগচাষী যাদের একেবারেই জমি নেই, তাদের জন্য যদি এট্কু একটা স্স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকে, তাহ'লে এই বিলটা আনার কোন প্রয়োজন নেই। আর উনি যদি মনে করেন তাঁদের আঁর যে সমস্ত লোকজন আছেন তাদের দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেন তাহ'লে তিনি এটা বল্ন যে, এই ধরণের মান্ষকেই দেওয়া হবে। কারণ যখন এস্টেটস্ এ্যাকুইজিশন বিল এসেছে তখন ডাক্তার রায় রায়তদের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীর ইঙ্গিত দিয়েছেন এটাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং কোন্ সর্তে ও কাদের দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে সেই সম্পর্কে এই বিলের মধ্যে একটা স্নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে অন্রোধ করছি।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, Government con now settle only such lands at this stage as are made over by the intermediaries as surplus to the lands which they are permitted to retain under section 6 of the Estate Acquisition Act. If there is any land which an intermediary has worngfully chosen to retain or if the land retained is in excess of the ceiling that matter must be investigated. Government cannot take possession of such lands or settle the same. At present Government can only settle lands which are not disputed and which have been made over and which have been shown by the intermediaries in their return as land in excess of the quantum of land they are entitled to retain. This answers my Hon'ble friend Shri Tarapada Bandopadhyay. Sir, it is common knowledge that with regard to the Land Reforms Bill, the task of the Select Committee is over and the Select Committee has examined the Bill and made recommendations and it will be placed before the House within a very short time and it is for the Hon'ble members of this House to lay down the principles upon which you want the surplus lands to be redistributed. The principle of redistribution will depend upon the shape the Land Reforms Bill takes in this House. I may indicate shortly the principles upon which lands are temporarily settled for this year. No land may be allotted to a person who is not a local *bona fide* cultivator. He must be a resident of the village, or the local area. No available land should be allotted to a *bona fide* cultivator which together with the land in his possession or under his cultivation exceeds 5 acres, so that if a man is actually cultivating 5 acres of land he is not be allotted any land at all. No land is allotted to a cultivator who owns or cultivates 5 acres or more. Preference is given to those who cultivate lands adjoining the lands which are available for redistribution.

Sir, in answer to my Hon'ble friend Shri Bankim Mukherji, I will point out, that this Bill has nothing to do with the bargadars at all. If you make a settlement with a *raiyat* holding land he becomes a tenant or *raiyat* holding the land. Then it becomes a question of his acquiring certain rights under the Bengal Tenancy Act which is still in force and therefore it affects only *raiyats* and it does not affect any *bargadar*. So far as *bargadars* are concerned the answer will depend on how much the owner had and how much he was cultivating under the barga system, and then the rights have to be worked out on the basis of the law.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. Outstanding Bills will be taken up tomorrow and a revised programme will be issued.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 5-38 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 12th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 12th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 197 Members.

[3—3-10 p.m.]

Application for leave of absence.

Mr. Speaker: Before I call upon the business of the House I have got to take the leave of the House to the leave application of Sj. Jyotish Chandra Ghose for his remaining absent from the meetings of the Assmbly on 29th and 30th September, 1954, and from the 8th February to 6th April, 1955. According to the rules leave of the House is necessary. I think the House will have no objection in granting him the leave.

[There was no objection.]

The leave is granted.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Lock-out of Katalguri Tea Estate, Dooars, Jalpaiguri

***13. Sj. Monoranjan Hazra:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact that lock-out has been declared by the management of Katalguri Tea Estate in the district of Jalpaiguri?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons for declaring such lock-out;

(*ii*) how many workers have been affected by this lock-out;

(*iii*) whether Government have mediated in the matter to keep the garden running;

(*iv*) if so, what was the result of Government mediation; and

(*v*) whether Government consider the desirability of taking necessary steps for lifting the lock-out?

Minister-in-charge of the Labour Department (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) and (*b*) (*iii*) Yes.

(*b*) (*i*) A dispute arose in Katalguri Tea Estate, Dooars, over the question of task rates, which was settled by the Labour Officer, Jalpaiguri, on 20th January, 1955, in a joint conference held with the Manager and a representative of the workers.

After the above settlement, the workers were not completing the tasks as agreed on 20th January, 1955. They were indulging in acts of indiscipline and were not obeying the orders of the management. For the above reasons

the management notified the workers that unless the situation improved they would be compelled to declare a lock-out. The attention of Zilla Cha Bagan Workers' Union was also drawn to this affair but this did not result in improvement of the situation in the garden and the management by a notice, dated 1st February, 1955, declared a lock-out of the garden on 8th February, 1955.

(*iii*) About 1,800 workers.

(*iv*) The lock-out of the garden was lifted on 24th February, 1955.

(*v*) Does not arise.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে বলেছেন (বি ওয়ানে) এগুলি গভর্নমেন্ট এনকোয়ারি রিপোর্ট না কোম্পানির রিপোর্ট?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোম্পানির রিপোর্ট নয়, লেবার কমিশনারএর সংগে ইউনিয়নএর পক্ষ থেকে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন, তারই রিপোর্ট।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই রকম মিটিংএ এটা কি প্রমাণিত হয়েছিল যে workers were indulging in acts of indiscipline and were not obeying orders.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কনফারেন্সের কথা আগেই বলেছি। যেখানে টাস্ক ডিটারমিনড এবং ওয়ার্ক লোড ডিটারমিনড হয়েছিল তার কথাই এখানে বলছি।

Sj. Biren Banerjee:

কেয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে স্টেটমেন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে এটা কি গভর্নমেন্ট এনকোয়ারির ফল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

নিশ্চয়ই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

গভর্নমেন্ট রিপোর্টে ওয়ার্কার্স ইনডিসিপ্লিন ছাড়া Management not fulfilling their obligations এমন কোন কথা উঠেছিল কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ম্যানেজমেন্টে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেজন্য একটা নিষ্পত্তি করার জন্য আমাদের লেবার অফিসার গিয়েছিলেন এবং জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল সেটলমেন্টএর ব্যাপারে ওয়ার্ক লোড মানতে রাজী না হওয়ায়।

Sj. Jyoti Basu: Is it a fact that the Assistant Labour Commissioner on the spot made some terms and conditions which the management refused to obey?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is not before me. The work load was determined at a conference in which the Assistant Labour Commissioner participated and it was through his intervention that a settlement was arrived at.

Sj. Jyoti Basu: That is subsequently, just before the lock-out; is it a fact that the Assistant Labour Commissioner gave some terms and conditions both to the workers and the management and the management refused to comply with.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I am not aware of it.

Sj. Jyoti Basu: Has not the report been sent to Government?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I do not remember.

Construction of tenements under Industrial Housing Scheme

*14. **Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many tenements under the Industrial Housing Scheme were planned to be built up by the West Bengal Government during the first Five-Year Plan period;

(*b*) how many tenements have been built up up to 31st December, 1954;

(*c*) names of the places where these tenements have been built up;

(*d*) total amount of money spent for the purpose;

(*e*) average amount spent for each tenement;

(*f*) how much out of the total amount spent has been received from the Centre either as aid or as loan;

(*g*) whether the sum of Rs.4 crores, sanctioned by the Centre on account of housing for West Bengal, has been utilised by the West Bengal Government; and

(*h*) if not, what is the reason therefor?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) No target was fixed.

(*b*) 104.

(*c*) Christopher Road, Entally.

(*d*) Actual audited figure is not yet available.

(*e*) Standard cost of each such tenement is Rs.4,500.

(*f*) 50 per cent. of the standard cost has been granted as subsidy.

(*g*) It is not correct that Government of India sanctioned outright a um of Rs.4 crores. Assistance is granted on approved schemes.

(*h*) Does not arise.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Choudhury:

আপনি আপনার জবাবে (জি)তে বলেছেন যে ভারত সরকার আউটরাইট স্যাংসন দেয় নি। কিন্তু এটা কি সত্য যে ভারত সরকার ৪ কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আপনাদের কোন পযুক্ত স্কীম না থাকায় সে টাকা নেওয়া সম্ভব হয় নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, কোন টাকা তাঁরা মঞ্জুর করেন নি। অনেক স্কীম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে স্কীমগুলি ার্যকরী হয়েছে তার টাকাই শুধু বরাদ্দ হয়েছে।

Sj. Jyoti Basu: Is the Minister aware that in the Parliament last year he Minister-in-charge in replying to an honourable member there stated hat from the West Bengal Government no schemes had been sent to the ndia Government with regard to industrial housing?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I am not aware what transpired on he floor of the Parliament.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা কি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন যে, West Bengal State Government Industrial Housing Scheme-এর জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কোন লোন নিতে রাজী হন নি।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is not a fact. আমাদের প্রত্যেক স্কীম-এর জন্য লোন চেয়েছি, এছাড়াও আরো স্কীম আছে, কিন্তু তাঁরা আগে স্যাংসন করেন নি।

Sj. Ganesh Ghosh:

এ বাড়ীগুলি কত করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বাড়ী ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ১৯ টাকা করে, যতদূর আমি জানি।

Sj. Ganesh Ghosh:

এ বাড়ীগুলি কি শুধু ওয়ার্কার্সদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Workers বলতে ওয়ার্কিং এমপ্লয়ি, ক্লারিকাল এমপ্লয়ি বোঝায়—তাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

১৯ টাকা করে ভাড়া নিয়ে সরকারের কত প্রফিট থাকে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সরকারের প্রফিট কিছু নাই, বরং ঘর থেকে ৫০ পার্শেন্ট সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Biren Banerjee: Christopher Road, Entally, ছাড়া আর কোথাও স্কীম টেক আপ করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আরো অনেক জায়গায় করা হয়েছে। হাওড়ার কদমতলায়, ধাপার কাছে একটা হয়েছে। আরো অনেক স্কীম নেওয়া হচ্ছে।

Sj. Biren Banerjee:

হাওড়া কদমতলায় কি হয়েছে, অবস্থা কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হাওড়া কদমতলায় তেতালা একটা হয়েছে, ৪ তালা হচ্ছে।

Sj. Biren Banerjee:

কবে শেষ হবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি শুনেছি ২-৩ মাসের মধ্যে শেষ হবে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

১০৪টি টেনিমেন্ট-এ কতগুলি পরিবার থাকে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

১০৪টি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

ওয়ার্কার্স এবং এমপ্লয়িজ ছাড়া আর কোন ক্যাটিগরির লোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি যতদূর জানি দেওয়া হয় নি।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এইসব টেনিমেন্ট-এ রুমগুলির লেংথ এন্ড ব্রেডথ কত?

Mr. Speaker: That is not a supplementary question arising out of this question.

Implementation of Employees' State Insurance Scheme in this State

***15. Dr. Ranendra Nath Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Employees' State Insurance Scheme was to be implemented not later than 1st January, 1954; and

(*ii*) that the scheme was not implemented due to West Bengal Government's refusal to abide by the agreement arrived at between the representatives of the Indian Medical Association and the Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the present position in respect of the implementation of the scheme;

(*ii*) whether the composition of the Regional Board is to be enlarged by inclusion of representatives of the Indian Medical Association;

(*iii*) how long the Government of West Bengal will take to introduce the scheme; and

(*iv*) whether Government consider the desirability to set up local offices consisting of representatives from the Local Trade Unions among others?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*)(*i*) Yes, that was the provisional decision of the State Government, but its execution was contingent upon completion of all the arrangements.

(*ii*) No. The West Bengal Government did not enter into any agreement with the representatives of the Indian Medical Association.

(*b*) (*i*) Preliminary arrangements have been completed.

(*ii*) No.

(*iii*) The scheme will be introduced from the 14th August, 1955.

(*iv*) This has not been considered.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray: Will the Minister please tell us what have been the medical arrangements?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Medical arrangements according to the provisions of the Employees' State Insurance Scheme including hospitalisation, the specialised treatment, X'ray arrangement, ambulance, etc.

Dr. Narayan Chandra Ray:

হাসপাতালে তাদের জন্য আলাদা বেড ফিক্সড্ হয়ে গিয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

অর্ডিনারী মেডিসিন ছাড়া, আরও যা মেডিসিন পারমিটেড, তার সম্বন্ধে কোম্পানীস্ স্পেসিফিকেসন করেছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোন কোন ঔষধ স্পেসিফিকেসন হয়েছে তা বলতে পারি না, তবে কন্টাল মেডিসিন দেবার জন্য ৭৪টি স্পেসিয়ালিস্ট ড্রাগিস্ট ঠিক করা আছে, তাদের মারফত পাওয়া যাবে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেখানে কি কোন পার্টিকুলার কোম্পানিকে এই ঔষধ সাপ্লাই করতে হবে বলা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এ রকম কিছু আমার জানা নেই।

Sj. Jyoti Basu: How many beds belonging to the public—already existing beds in hospital—have been requisitioned for purposes of giving facilities to the workers?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: In all 140 beds have been provided for for the insured workers.

Sj. Jyoti Basu: Out of these 140 how many are new, and how many old beds—beds already existing in different hospitals—have been requisitioned?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: So far as I know, the figures are 60 and 80.

Dr. Narayan Chandra Ray: How many old existing beds have you requisitioned from different hospitals and how many new beds you have created?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have already replied to that specific question. Sixty additional beds have been provided for and the other beds are from the existing ones.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি ফ্যাক্টরীতে যে সমস্ত ক্লার্কসরা কাজ করে তারা কি এই স্কীম-এর মধ্যে ইনক্লুডেড হবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, সার্টেন কেটেগোরিজ হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাদের একজেম্সানের জন্য কোন রিপ্রেজেনটেশন এসেছিল কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এসেছিল, এবং সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে; কারণ একজেম্সন তাঁরা করেন, করপোরেশন একজেম্শন করেন। আমরা করি না।

Dr. Kanailal Bhattacharya: On your recommendation?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোন কোন ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু আমাদের রিকমেন্ডেসন টার্নড ডাউন করে দিয়েছেন।

Dr. Narayan Chandra Ray:

হোয়াট ইজ দি প্রসিডিওর যাতে আপনারা হস্‌পিটাল এডমিসন ফ্রম দি স্কীম বন্দোবস্ত করেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

প্যানেল অব ডক্টরস-এর উপর নির্ভর করে; সুপারভাইজার ও ইন্সপেক্টরদের উপর নির্ভর করে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

তাঁরা রেকমেন্ডেসন করলেই পাবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ।

Dr. Narayan Chandra Ray:

উড ইউ টেল আস্‌—এই যে এ-টু-আইতে জবাব দিয়েছেন "Government did not enter into any agreement with the representatives of the Indian Medical Association." Was there any consultation?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Certainly there was.

Dr. Narayan Chandra Ray: What was the result?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: We accepted some of their terms and we could not comply with others.

Dr. Narayan Chandra Ray: Will you be surprised to know——

Mr. Speaker: That is not a supplemantary. You are not concerned with the Minister's surprise.

Sj. Biren Banerjee:

এক্জিস্টিং ফ্যাক্টরীর কোন হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি সমস্ত ডিটেল বলতে পারবো না, নোটিস দিলে পরে বলবো।

Sj. Biren Banerjee:

হাওড়ায় কোন মেটারনিটি হস্‌পিটাল ইনক্লুড করা হয়েছে কি এই স্কীমের মধ্যে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করলে আমাকে নোটিশ দিতে হবে, তারপর বলবো।

Sj. Biren Banerjee:

পাবলিক হাসপাতাল থেকে এই যে ৮০টা বেড নেওয়া হয়েছে, সেই ৮০টা বেড'কবে ছেড়ে দেওয়া হবে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমরা কতকগুলি নূতন হাসপাতাল তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করছি। বর্তমানে যে সিমেন্স হোস্টেল আছে, সেই সিমেন্স হোস্টেলকে কন্‌ভার্ট করে এমারজেন্সি হস্‌পিটাল করা হচ্ছে। এইগুলি কমপ্লিট হলেই, যতশীঘ্র সম্ভব আমরা ছেড়ে দেবো।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ষ্টেটমেন্টে বলেছেন আরও এ্যাডিশনাল বেডের চেষ্টা হচ্ছে। মন্ত্রী-মহাশয় বলবেন কি কতজনের পিছনে একটা করে বেড দেওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ সেখানে মাথাপিছু কত বেড ঠিক করেছেন?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this. This question is not for "per head".

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমি জানতে চাই কতগুলি লোকের জন্য স্কীম করে এস্টিমেট দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: That is not a supplementary; that is a matter of calculation. The Minister has given the figures.

Dr. Jatish Ghosh:

এই যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট অব স্পেসিয়ালিস্ট-এর ব্যাপারে মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সংগে ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন হয়েছে, সেখানে আপনার কোন হাত আছে কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this question.

Sj. Biren Banerjee:

ওয়ার্কার্স ফ্যামিলিকে কতদিনের মধ্যে ইনক্লুড করা হবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এটা ভারত সরকারের বিচারাধীনে আছে, তাঁরা এ বিষয় ডিসিসান নিতে পারেন, আমাদের এখানে কিছু করবার নেই।

Sj. Biren Banerjee:

এ সম্পর্কে এই গভর্নমেন্টের কোন মত আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমাদের মত পাঠিয়েছি।

Sj. Biren Banerjee:

সেটা কি এর ফেভারএ, না এগেইনস্ট-এ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, ফেভার-এ।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে সমস্ত ওয়ার্কাসরা ছুটীতে বাড়ী যায়, তারা সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে পর তাদের জন্য কি ব্যবস্থা হবে?

Mr. Speaker: That is a conditional question depending on certain circumstances.

Sj. Biren Banerjee: What are the rules in the scheme?

Mr. Speaker: That does not arise. You cannot study the whole scheme by supplementary questions; that is not the object of supplementary questions.

Sj. Biren Banerjee:

আমাদের দুর্ভাগ্য সভাপাল মহাশয়, এই স্কীম নিয়ে ওয়ার্কার্সদের ব্যাপারে কি মারামারি হচ্ছে সেটা আপনাকে বোঝাতে পারছি না ; সেখানে সাধারণের মধ্যে একটা অত্যন্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। (মিঃ স্পীকারঃ আচ্ছা, আপনি প্রশ্ন করুন।) আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার্কার্সরা যখন দেশে চলে যায়, সেখানে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাদের জন্য কি প্রভিসন করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোথাও যদি ওয়ার্কার্সরা এক সঙ্গে ৩০-৪০ জন থাকে তাদের জন্য ব্যবস্থা হবে। কিন্তু একজন ওয়ার্কার বেনারসে চেঞ্জে গেল, এবং সেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো তারজন্য গভর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এই স্কীম চালু করবার জন্য আপনি কি মনে করেন না যে এতে লোকাল ট্রেড ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্টেটিভের মত নেওয়া দরকার?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনে যারা আছেন তাদের নিয়ে করা হবে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আপনি বলেছেন—দ্যাট হ্যাজ নট বিন কন্সিডার্ড।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অল ইন্ডিয়া ফেডারেসনে যারা আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে, তবে ট্রেড ইউনিয়ন লিডার্সদের লোকাল ইউনিটের জন্য করা হয় নি।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

ভবিষ্যতে এটা চিন্তা করবার ইচ্ছা আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ভবিষ্যতের কথা পরে দেখা যাবে।

Sj. Monoranjan Hazra:

স্পীকার মহাশয়, আমার একটা প্রশ্ন আছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, বলবেন কি—-

Mr. Speaker:

অনেক সাপ্লিমেন্টারি হয়েছে, আর ওয়েস্ট অব টাইম করে কি হবে।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, ওয়েস্ট অব টাইম কে করছে, এই প্রশ্নের দু বছর আগে জবাব দেন নি কেন, মন্ত্রীমহাশয়রা কি এত ব্যস্ত ছিলেন?

Mr. Speaker:

আমি ত গোড়াতেই বলেছি, আপনাদের অনুরোধ করছি—আমাকে হেল্‌ফ্‌ করুন যে এই সাপ্লিমেন্টারীতে এত বেশী সময় যাচ্ছে। সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন করা এবং তার এ্যানসার দেবার সময় হচ্ছে এক ঘণ্টা সেই সময়ের মধ্যে আপনারা যদি আপনাদের সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেনে একটু রেসট্রেইন্ট প্রয়োগ করেন, তাহলে ২০টার জায়গায় ৪০টা দেওয়া যেতে পারে। আই, ওয়ান্টেড ইউর হেলফ্‌——

Sj. Jyoti Basu:

সে কথা ত আজ দু বছর পরে আপনি বলছেন। আপনি ত বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট দেখে এসেছেন, সেখানে কি কখনও এই রকমভাবে উত্তর দেওয়া হয়? সেখানে দশ দিনের মধ্যে সমস্ত উত্তর দেওয়া হয়।

Mr. Speaker:

সেখানকার প্রসিডিংস্ দেখলে দেখতে পাবেন সেখানে কিরকম সাপ্লিমেন্টারি করা হয়, এবং তার জবাব কিভাবে দেওয়া হয়।

Sj. Jyoti Basu:

সেখানে সাপ্লিমেন্টারির সমস্ত উত্তর দেওয়া হয়।

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: In British Parliament you are not allowed to ask more than two supplementary questions.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি আর বেশী আমাকে শেখাতে আসবেন না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

একটা কথা স্যার! দু বৎসর আগেকার প্রশ্ন আপনার কাছে এসে কতদিন পড়ে আছে?

Mr. Speaker:

আপনি যদি দয়া কোরে পড়েন, সেখানে কত কম্প্লীট সাপ্লিমেন্টারী দেওয়া হয়েছে, সেটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করতে পারব না এ কথার মানে হয় না।

Mr. Speaker:

সাপ্লিমেন্টারি করতে পারবেন না একথা আমি ত বলি নি।

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি বলছেন সাপ্লিমেন্টারি কম করলে তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা গত তিন বৎসরের প্রসিডিংস খুলে দেখাতে পারি যে সাপ্লিমেন্টারিতে ১ ঘন্টা সময় খুব কম দিনই নিয়েছি, ৩ দিন কি ৫ দিনের বেশী নয়। কোয়েশ্চেনের জবাব দেওয়ার ছিল না, সেইজন্য গোড়া থেকেই জবাব দিতে পারেন নি।

Mr. Speaker: I wanted your help and co-operation. If you want to get answers, the answers are ready.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আমি সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা গত তিন বৎসরের মধ্যে আধ ঘণ্টার বেশী সময় নেই নি।

Sj. Monoranjan Hazra:

১৪ই আগষ্ট থেকে ইম্প্লিমেন্টেশন করা হবে বলা হয়েছে, এটা পার্টলি না ফুললি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পার্টলি মানে কি তা জানি না; তবে এটা ১৪ই আগষ্ট ইম্প্লিমেন্টেড্ হবে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টে।

Arrangement for physical training in schools and colleges

***16. Sj. Basanta Kumar Panigrahi:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state what arrangements Government have made for physical training in schools and colleges?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): *A statement is laid on the Table.*

Statement referred to in reply to starred question No. 16

A College for Physical Education had been established in Calcutta in the year 1938 with the object of training the graduates in physical education. Teachers passing out of the College of Physical Education are appointed as Physical Instructors or Games Masters by the different schools and colleges, both Government and non-Government, and they impart physical training in these institutions.

2. District Organisers of Physical Education have also been appointed in each district for supervising physical education in the Secondary, Middle and Primary Schools. They also make demonstrations in the schools.

3. Short training courses for the Physical Instructors of both Government and non-Government Secondary, Middle and Primary Schools are conducted by Government under the supervision of the Chief Instructor of Physical Education and Youth Welfare Officer, West Bengal, and training is imparted to the Physical Instructors in the up-to-date methods and techniques of Physical Education.

4. There is provision for two periods for each class per week during school hours for physical education. Besides, for games, sports and other extra curricular activities there is provision for 2 hours per week per class (minimum) outside school hours. Physical training is compulsory in Government schools and in some non-Government schools also.

5. Physical training in colleges is voluntary. The boys participate in games and sports after college hours under the supervision of the teachers of physical education.

6. Government grants are given to the schools and colleges towards the improvement of playground, construction of gymnasium, excavation of swimming tanks, purchase of apparatus, etc.

7. There is provision for medical inspection of the boys by the Department of Health Services.

8. There is also Inter-School Sports Association, West Bengal, with branches in various districts for organising inter-scholastic competitions. Financial assistance is given by Government for such associations.

9. The University Sports Board, Calcutta, promotes and controls inter-collegiate tournaments.

10. Physical efficiency test is conducted for school boys by the District Organisers of Physical Education under the general direction of the Chief Inspector, Physical Education and Youth Welfare Officer, West Bengal. The test for the college students is conducted by the Calcutta University Sports Board.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

এই যে উনি বলেছেন—

"physical training is compulsory in Government schools and in some non-Government schools also"

সেটা কি চেষ্টা করবেন কমপালসরি করতে ইন অল স্কুলস?

The Hon'ble Pannalal Bose: It is practically compulsory in the sense that almost every school employs a Physical Training Instructor. Boys are required to pass in physical training. Physical training in colleges is voluntary. There is, as you know, a Chief Inspector of Health Education.

Number of Colleges, High Schools and Primary Schools in the State

***17. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) total number of Colleges affiliated to the Calcutta University in West Bengal, district by district;

(*b*) total number of Colleges (1) under Government management, (2) Government aided, and (3) private;

(*c*) total number of students in each category of Colleges;

(*d*) amount of money given as aid to aided Colleges during the year 1952;

(*e*) total number of High Schools affiliated to the Board of Secondary Education in West Bengal, district by district;

(*f*) total number of High Schools (1) under Government management, (2) Government aided, and (3) private;

(*g*) total number of students in each category of Schools;

(*h*) amount of money given as aid to aided High Schools during the year 1952;

(*i*) total number of Primary Schools in West Bengal, district by district;

(*j*) total number of students receiving education at these Primary Schools; and

(*k*) total number of Government aided Primary Schools in West Bengal?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*), (*e*) and (*i*) A statement is laid on the Table.

(*b*) (1) 11, (2) 63, (3) 15.

(*c*) (1) 4,726, (2) 31,801, (3) 21,104.

(*d*) Rs.14,66,951.

(*f*) (1) 35 including 6 Centrally-managed Schools, (2) 820, (3) 468.

(*g*) (1) 12,875, (2) 2,62,070, (3) 2,04,935.

(*h*) Rs.22,27,987.

(*j*) 1,572,756.

(*k*) 14,239 Primary Schools receive assistance from public funds. Of these, 1,554 Primary Schools received Government aid directly through District Inspectors/Inspectresses of Schools, the rest through Local Bodies, *viz.*, District School Boards, Municipalities, etc.

Statement referred to in reply to clauses (a), (e) and (i) of starred question No. 17

FIGURES OF 1952-53: DISTRICT BY DISTRICT

Name of district.	Number of Colleges.	Number of High Schools.	Number of Primary/ Junior Basic Schools.
Burdwan	6	129	1,284
Birbhum	4	37	755
Bankura	3	62	1,083
Midnapore	7	186	3,104
Howrah	6	98	830
Hooghly	6	109	937
24-Parganas	10	256	2,357
Calcutta	26	189	447
Nadia	5	66	862
Murshidabad	5	63	975
West Dinajpur	2	17	550
Malda	1	29	562
Jalpaiguri	3	22	692
Darjeeling	4	22	349
Cooch Behar	1	12	555
Anglo-Indian Schools	..	26	11
Total ..	89	1,323	15,353*

*Includes 1,019 schools sponsored by the Refugee Rehabilitation Department.

Sj. Narendra Nath Ghosh:

এফ(৩)তে উনি যে-নম্বর দিয়েছেন ৪৬৮, তারা গভর্নমেন্ট এড্ পায় না ; তারা চায় না বোলে পায় না, না দেন নাই বোলে পায় না?

Mr. Speaker: That supplementary does not arise. It is only a question about figures.

Irregular payment of salaries of the primary school teachers of Midnapore

*18. **Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় চীফ্ ইন্সপেক্টারের চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এখনও অনেকগুলি বিদ্যালয় ১৯৫৩ সালের বিল পায় নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কতগুলি বিদ্যালয় এখনও বিল পায় নাই,

(২) ঐসকল বিদ্যালয়ের ১৯৫৩ সালের বিল দেওয়া হইবে—ইহা গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ তারিখের তারকাঙ্কিত ২৩৬নং প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের জানান সত্ত্বেও অদ্যাবধি (১১-১২-৫৪) ঐসকল স্কুল বিল পায় নাই—ইহা কি সত্য, এবং

(৩) পাইয়া না থাকিলে, ইহার কারণ কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে চীফ ইন্‌স্‌পেক্টরের চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১-৫২ সালের টাকা এখনও পর্যন্ত কোন কোন স্কুল পায় নি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

১৯৫১-৫২ সালের টাকা দেবার কথা ছিল বোলে আমি জানি না। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড স্যাংশন করেছিল। ১৯৫৩ সালে যারা পায় নি তাদের দেওয়া হয় নি, কেন না ১৯৫৪ সালে লিষ্ট পাবলিশ হয়; তার অর্ডার হ'লে ১৯৫৩ সালের দেওয়া হয়; ১৯৫১-৫২ সালের কথা কিছু নাই।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

সেই স্কুল ছাঁটাই তালিকাভুক্ত যখন ছিল না——

Mr. Speaker:

দ্যাট ইজ হাইপথেটিক্যাল—যদি না থাকলেও হয়।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

১৯৫১ সালে ছাঁটাইভুক্ত ছিল না, এরকম হলেও বন্ধ হল কেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

যদি হয়ে থাকে এরকম কেস আমার সামনে উপস্থিত করবেন, আমি বিবেচনা করব, এরকম কেস হলে তার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব।

Transfer of affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Education, Ajmere

*19. **Dr. Atindra Nath Bose:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether he is aware of any proposal for the transfer of the affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Secondary Education, Ajmere?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps the Government propose to take in the matter to ensure that the educational facilities now enjoyed by the Bengali refugees are not hampered in any way?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Secondary Education Enquiry Commission, West Bengal

***20. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether the Commission set up by the Government of West Bengal to enquire into the conditions of Secondary Education in the State have submitted their report to the Government; and

(*b*) if so, what is that report and whether it will be circulated to the members of the West Bengal State Legislature?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No (as at the date of the question).

(*b*) Does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh: On what date was this answer compiled?

The Hon'ble Pannalal Bose: I can say the report has been submitted and it is being considered.

Sj. Ganesh Ghosh: On what date was this Commission constituted?

The Hon'ble Pannalal Bose: I do not know the exact date. But this much I can say——

Mr. Speaker: That was published in the *Gazette*.

Sj. Ganesh Ghosh: Will the Minister-in-charge say when he is going to furnish the report to the public?

The Hon'ble Pannalal Bose: I may, after a decision is taken.

Sj. Ganesh Ghosh: When the decision is expected to be taken?

The Hon'ble Pannalal Bose: It is very difficult to say. I should say three or four months or may be a little more. It is all raising very difficult questions as you know.

Payment of stipend in lieu of pay to teachers under Midnapore District School Board

***21. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার জেলা স্কুলবোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে মাসিক বেতন না দিয়া মাসিক stipend দেওয়া হইতেছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) শিক্ষকদের বেতন না দিয়া stipend দেওয়ার কারণ কি,

(২) stipend-প্রাপ্ত শিক্ষকদের স্কুলবোর্ড স্থায়ী শিক্ষক বলিয়া গণ্য করেন কিনা, এবং

(৩) stipend-প্রাপ্ত শিক্ষকদের কার্যকালকে তাঁহাদের সামগ্রিক কার্যকালের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ও (খ) (৩) না।

(খ)(১) ও (২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই যে (ক) ও (খ)তে যে 'না' বলেছেন, কিন্তু তিনি কি জানেন যে প্রত্যেক মনি অর্ডার ফর্মের নীচে 'ষ্টাইপেন্ড ফর অমুক মন্থ্' লেখা থাকে।

The Hon'ble Pannalal Bose:

কোন ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হয় না, স্যালারী দেওয়া হয়।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

মনি অর্ডার কুপনে ষ্টাইপেন্ড লেখা থাকে।

The Hon'ble Pannalal Bose:

সে বোধ হয় পুরান ফর্ম, তাই ঐরকম থাকতে পারে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এটা বেতন বোলে লেখা না থাকায় ষ্টাইপেন্ড বোলে গণ্য হবে কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

প্রাইমারী স্কুলের হেড্ টীচারদের বেতন ৬৭ টাকা এবং তাঁরা সেই ৬৭ টাকা পান; সেখানে ষ্টাইপেন্ড বা স্কলারশিপ যাই লেখা থাক তাতে আপত্তি নাই।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

ষ্টাইপেন্ড বোলে লেখা থাকলে অস্থায়ী চাকরী হয়ে যায়। তাঁরা কি স্থায়ী শিক্ষক নয়?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ষ্টাইপেন্ড ব'লে যদি কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেওয়া না হয় তাহলে স্যালারী ইজ দি ওয়ার্ড।

Recruitment of Special Cadre teachers in Murshidabad district

***22. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) how many Special Cadre teachers have been recruited for the entire district of Murshidabad and for the police-station of Nabagram of the same district;

(*b*) how many teachers, if any, have been discharged after being recruited as Special Cadre teachers;

(*c*) whether there has been any retrenchment on political grounds of the Special Cadre teachers after their recruitment; and

(*d*) if so, the number of such retrenched Special Cadre teachers in Murshidabad district?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) 1,111 and 55, respectively.

(*b*) 3.

(*c*) No.

(*d*) Does not arise.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Lalit Kumar Sinha:

তিন জনের চাকরী কি কারণে গেল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

তিন জনের চাকরী কি করে গেল সেটা বলতে গেলে আমায় নোটিশ দিতে হবে।

Primary and Junior Basic Schools under the 24-Parganas District School Board

***23. Sj. Haripada Baguli:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ২৪-পরগণা জেলা শিক্ষা পর্ষতের অধীনে—

(১) কতগুলি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কতগুলি বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল,

(২) বিভিন্ন শ্রেণীতে তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা কত ছিল, এবং

(৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষক কতজন ছিলেন;

(খ) ১৯৫৩-৫৪ সালে উপরোক্ত শিক্ষা পর্ষতের অধীনে—

(১) কোন্ শ্রেণীর শিক্ষকের মাসিক বেতনের হার কি ছিল,

(২) শিক্ষকগণের প্রত্যেক মাসের বেতন পরবর্তী মাসের মধ্যে দেওয়া হইতেছে কিনা,

(৩) না দেওয়া হইয়া থাকিলে, কারণ কি, এবং

(৪) বৎসরান্তে শিক্ষকগণকে কোন্ মাস পর্যন্ত বেতন দেওয়া হইয়াছিল; এবং

(গ) ১৯৫৩-৫৪ সালে উপরোক্ত শিক্ষা পর্ষতের—

(১) কি কি বাবদ কত টাকা আয় হইয়াছে,

(২) কি কি বাবদ কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং

(৩) বৎসরান্তে কত টাকা উদ্বৃত্ত বা দেনা ছিল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) (১) ১,৬২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৭টি বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা—আনুমানিক ২০৯,২৪৬।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা—আনুমানিক ৪,০৫০।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা মোট ৫,২৫৭ জন। তন্মধ্যে—

"ক" শ্রেণী (ম্যাট্রিক ট্রেন্‌ড্‌)—৩৪৬।

"খ" শ্রেণী (ম্যাট্রিক বা ট্রেন্‌ড্‌)—৩,৪৯৮।

"গ" শ্রেণী (নন্‌-ম্যাট্রিক ও আন্‌ট্রেন্‌ড্‌)—১,৪১৩।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা—১৩৮।

(খ)(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়—

"ক" শ্রেণীর প্রধান শিক্ষকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি—৫৭৷৷০ আনা ; এখন হয়েছে ৬২৷৷০ আনা।

"ক" শ্রেণীর সহকারী শিক্ষকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি—৫২৷৷০ আনা ; এখন হয়েছে ৬২৷৷০ আনা।

"খ" শ্রেণীর সহকারী শিক্ষকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি—৪৭৷৷০ আনা ; এখন হয়েছে ৫৭৷৷০ আনা।

"গ" শ্রেণীর সহকারী শিক্ষকের যাকে "সি" ক্যাটিগরি বলি মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি —৩২৷৷০ আনা ; এখন হয়েছে ৪০৷৷০ আনা।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়—

প্রধান শিক্ষকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি—৭৩৸৹ আনা।

সহকারী শিক্ষকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রভৃতি—৫৫৲ টাকা।

(২) প্রত্যেক মাসের বেতন সাধারণতঃ পরবর্তী মাসে মণি অর্ডারযোগে পাঠান হইয়া থাকে।

(৩) এই প্রশ্ন উঠে না।

(৪) ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) আয়ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (গ) of starred question No. 23

Annual Accounts of the 24-Parganas District School Board for the year 1953-54

Receipts.

	Rs.	a.	p.
Opening Balance	Nil		
Education cess	5,55,980	12	7
Education Tax	5,346	11	6
Miscellaneous and other receipts	16,954	0	3
Public contribution for Basic School	6,000	0	0
Contribution from Government—			
(1) Government dearness allowance	5,34,400	0	0
(2) Permanent grant	96,000	0	0
(3) Refugee schools	5,35,280	0	0
(4) Development grant	4,03,700	0	0
(5) Grants for Bongaon	27,500	0	0
(6) Grants for A and B category teachers	1,56,915	0	0
(7) Reconditioning of Free Primary school into Basic in Development Area, Community Development Project.	28,000	0	0
(8) Additional grant	6,00,000	0	0
(9) Construction of Basic School buildings	1,44,480	0	0
(10) Equipment of Basic School	9,000	0	0

Expenditure.

	Rs.	a.	p.
Debit balance of 1953-54	28,244	3	5
Office establishment—			
(a) Pay of clerks	11,832	10	0
(b) Pay of servants	1,185	5	0
Pay of teachers	14,90,383	5	0
Board's dearness allowance	1,30,129	5	0
Government dearness allowance	4,56,021	8	0
Miscellaneous and Contingencies	60,882	5	3
Supplies and Services (jeep car)	5,497	2	0
Maintenance of Refugee Schools	3,95,282	0	0
Maintenance of Basic Schools	77,759	8	0
Construction of Basic School buildings and Teachers' quarters.	1,04,639	3	0
Grant-in-aid	15,742	8	0
Travelling allowance	3,205	9	0
House rent for office buildings	1,500	0	0
Stipend to teachers	28,741	13	0
Equipment of Refugee Schools	1,884	0	0
Works repair	4,725	0	0

	Rs.	a.	p.		Rs.	a.	p.
(11) K. M. grant	7,769	0	0	Equipment of Basic School ..	4,452	0	0
(12) Government share of excess expenditure of D. Chatra Basic School.	1,746	11	6	Pay of teachers on special cadre ..	7,772	13	0
				Provident Fund of clerks ..	1,765	8	0
(13) Maintenance of Basic School	44,586	0	0	Audit charges	78	0	0
(14) Conversion of Free Primary School into Basic in Banipur.	80,000	0	0	Collector's percentage ..	11,844	14	8
				Miscellaneous and unforeseen charges	78	15	0
(15) Equipment of Special Cadre, 1954 ..	1,47,600	0	0	Advance	3,094	0	0
(16)*Salaries of Special Cadre, 1954 ..	45,765	0	0				
(17) Contingency Special Cadre, 1954 ..	2,252	0	0				
(18) Maintenance of Basic School, Community Development Project.	7,375	0	0				
Suspense Account	20	3	10				
				Total ..	28,46,741	7	4
				Closing Balance ..	6,09,929	0	6*
Total ..	34,56,670	7	10		34,56,670	7	10

*Against this closing balance, the Board has a total arrear liability of Rs.7,79,391.

Sj. Lalit Kumar Sinha:

স্টেটমেন্টের এক জায়গায় বলেছেন ক(১) ১৬২৩, প্রাথমিক স্কুল ও ২৭ বুনিয়াদী স্কুল বিদ্যালয় আর গণেশ ঘোষের উত্তরে বলেছেন ২৪ পরগণায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ২৩৫৭, এর কোনটা ঠিক?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ঠিকই আছে, কিছু বেড়ে থাকতে পারে।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এখানে উত্তরে বলেছেন প্রত্যেক মাসের বেতন সাধারণতঃ পরবর্তী মাসে মণি অর্ডারযোগে পাঠান হইয়া থাকে, এর খরচ কি সরকার বহন করেন?

Mr. Speaker: That is not a supplementary.

Uniformity of pay scales of primary school teachers

***24. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

সমযোগ্যতা সম্পন্ন সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণ (মিউনিসিপ্যাল, সরকারী ও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের) যাহাতে একই স্কেলে বেতন ও ভাতা পান তাহার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) সমস্ত অনুমোদিত ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন যাহাতে জেলা স্কুলবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা অপেক্ষা কম না হয়, ইহা সরকার বিবেচনা করিয়া থাকেন।

Appointment of teachers to relieve educated unemployment in the State

***25. Sj. Tarapada Dey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that the Central Government will give to the Government of West Bengal funds to engage 30,000 teachers to relieve educated unemployment in this State?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the financial liabilities undertaken;

(*ii*) whether this scheme is a temporary or a permanent one;

(*iii*) how many schools are to be opened, district by district; and

(*iv*) what will be the average salary of the teachers?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) A statement is laid on the Table.

(*ii*) Temporary. But the progress of the scheme as a whole, will be reviewed at the end of the third year of operation. Persons employed under this scheme may, after a period of three years, be absorbed in a permanent cadre under appropriate authorities provided they have rendered efficient service and their conduct during the service had been satisfactory.

(*iii*) The number depends upon the requirements. Statement showing the number of schools so far opened, district by district, is laid on the Table.

(*iv*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause b(i) of starred question No. 25

	Rs.		Rs.
Amount spent during 1953-54—		Budget Provision for 1954-55—	
Salary of teachers ..	2,64,463	Salary of teachers ..	1,14,28,000
Equipment grant ..	8,60,200	Equipment grant ..	30,00,000
Social welfare works ..	14,110	Social welfare works	10,70,000
		Administration ..	2,00,000
Total	11,38,773	Total ..	1,56,98,000

Statement referred to in reply to clause b(iii) of starred question No. 25

NUMBER OF NEW SCHOOLS OPENED DISTRICT BY DISTRICT IN 1953-54 AND 1954-55

Serial No.	District.	In 1953-54.	In 1954-55 up to 31st October, 1954.	Grand total.	Remarks.
1	Bankura ..	139	156	295	In addition to primary schools in rural areas 70 Social Education Centres have been opened up to this date against the quota of 1,000 Centres in urban areas.
2	Birbhum ..	94	87	181	
3	Burdwan ..	91	109	200	
4	Hooghly ..	92	138	230	
5	Howrah ..	107	111	218	
6	Midnapore ..	256	185	441	
7	Cooch Behar ..	33	8	31	
8	Darjeeling ..	..	..	..	
9	Jalpaiguri ..	30	25	55	
10	Malda ..	27	23	50	
11	Murshidabad ..	89	27	116	
12	Nadia ..	70	93	163	
13	24-Parganas ..	200	142	342	
14	West Dinajpur	59	59	118	
	Total ..	1,287	1,163	2,450	

Statement referred to in reply to clause b(iv) of starred question No. 25

	Pay.	Dearness allowance.		Total.	
	Rs.	Rs.	a.	Rs.	a.
Honours Graduates, M.A. or M.Sc. or Trained Graduates.	100	35	0	135	0
B.A. or B.Sc.	70	35	0	105	0
I.A. or I.Sc.	60	20	0	80	0
Matriculates or School Final Examination Passed	45	12	8	57	8

Sj. Tarapada Dey:
এখানে বলেছেন টেম্পোরারী, অর্থাৎ শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয় টেম্পোরারিভাবে। এই সমস্ত শিক্ষকদের পারমানেন্ট করার কোন পরিকল্পনা কি সরকারের আছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:
উত্তর দিয়েছি, যদি তারা ভাল পড়াশুনা করায়, ভাল কাজ করে, যদি তাদের কনডাক্ট ভাল হয়, তাহলে কন্সিডার করা হবে।

Sj. Tarapada Dey:
কনডাক্ট স্যাটিসফ্যাক্টরী, এটা কিভাবে ঠিক করা হবে, ভাল কি মন্দ কিভাবে ঠিক করা হবে?

The Hon'ble Pannalal Bose:
কনডাক্ট স্যাটিসফ্যাক্টরী এটা বিচার করা হয় স্কুলে না এসে যদি কোন মাষ্টার লেখে প্রেজেন্ট, কোন মাষ্টার ছেলেদের না পড়িয়ে যদি ঘুমায় তাহলে স্যাটিসফ্যাক্টরী বলা যায় না।

Primary teachers appointed under "Special Cadre, 1954", in Howrah district

***26. Dr. Kanailal Bhattacharya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) how many primary teachers have been appointed in the "Special Cadre, 1954", scheme in the Howrah district; and

(*b*) out of the total number, how many persons are Matriculates or of equivalent qualifications?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) 1,095.

(*b*) 841.

Dr. Kanailal Bhattacharya:
আপনি উত্তরে বলেছেন যে ১০৯৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮৪১ জন ম্যাট্রিকুলেট বাদবাকী আন্ডার ম্যাট্রিকুলেট না ওভার?

The Hon'ble Pannalal Bose:
ওভার।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
আন্ডারে ম্যাট্রিক কেউ আছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:
না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
আর একটা প্রশ্ন আছে। যারা এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাদের কি প্রাইমারী ট্রেনিং—পি,টি,—এটা কি একটা কম্পালসরী কোয়ালিফিকেসন ছিল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

না ছিল না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

প্রাইমারী টিচার্স যাদের কোয়ালিফিকেসন ম্যাট্রিকুলেট এইরকম দুই চারজনকে হাওড়ায় নেওয়া হয় নি। সেটা সম্বন্ধে আপনি কোন তদন্ত করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

খবর পাঠাবেন।

Mr. Speaker:

খবর পাঠিয়ে দেবেন।

The Hon'ble Pannalal Bose:

ওটা একটা কমিটি থেকে করা হয়, গভর্নমেন্ট করে না।

Selection of site of primary schools in Midnapore district

*27. **Sj. Sudhir Chandra Das:** Will Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত তালিকা চীফ ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, এবং হইয়া থাকিলে, কোন্ তারিখে হইয়াছে;

(খ) ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিদ্যালয়ের বিল মেদিনীপুর শিক্ষাবোর্ড বন্ধ করিয়াছেন কিনা;

(গ) করিয়া থাকিলে, সেই বিদ্যালয়গুলির—

(১) থানাওয়ারী নাম কি,

(২) বিল বন্ধ করিবার কারণ কি, এবং

(৩) কতদিন বিল বন্ধ রাখা হইয়াছে;

(ঘ) যে বিদ্যালয়গুলির বিল মেদিনীপুর শিক্ষাবোর্ড বন্ধ রাখিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়গুলির বিল সত্বর প্রদানের নির্দেশ দিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা;

(ঙ) জরুরী পরিকল্পনায় আরও নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা;

(চ) হইয়া থাকিলে, মেদিনীপুর জেলায় কতগুলি এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয় হইয়াছে;

(ছ) ঐ পরিকল্পনায় বিদ্যালয়গুলিতে কমপক্ষে কত ছাত্র থাকিলে মঞ্জুরী দেওয়া হয়;

(জ) মেদিনীপুর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্থান নির্বাচনের তালিকা প্রকাশিত হইবার পরও চীফ্ ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় কর্তৃক ঐ তালিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে বিবেচনাধীন সমূহ বিদ্যালয়কে বিল প্রদান করিয়া (status quo) একই অবস্থা রক্ষা করিবার নির্দেশ সরকার দিয়াছিলেন কিনা;

(ঝ) অন্তর্বর্তীকালে বিবেচনাধীন সমূহ বিদ্যালয়কে বিল দেওয়া হইয়াছে কিনা;

(ঞ) উক্ত অন্তর্বর্তীকালে সমূহ বিদ্যালয়কে বিল দেওয়া না হইয়া থাকিলে, কতগুলি বিদ্যালয়কে বিল দেওয়া হয় নাই, তাহার থানাওয়ারী নাম কি;

(ট) অন্[illegible]কালে যে বিদ্যালয়গুলি চালু থাকা সত্ত্বেও বিল পায় নাই, সেই বিদ্যালয়গুলির বিল মিটাইয়া দিবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

(ঠ) না থাকিলে, বিল না পাইবার কারণ কি; এবং

(ড) থাকিলে, কোন্ কর্তৃপক্ষ এই বিলের জন্য দায়ী হইবেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) হ্যাঁ,৪-১-৫৪, ১৬-৯-৫৪ ও ৮-১১-৫৪ তারিখে।

(খ) ও (ঙ) হ্যাঁ।

(গ) (১) ও (ঞ) তালিকা উপস্থাপিত হইল।

(২) বোর্ডের মতে এই বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি দাবি করিতে পারে না।

(৩) ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত।

(ঘ) এই বিদ্যালয়গুলির বিল প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(চ) ৪৪১টি।

(ছ) ন্যূনপক্ষে ৩০ জন।

(জ) যে বিদ্যালয়গুলি ১৯৫২-৫৩ সালে সাহায্য পাইয়াছে এবং সরকার কর্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত হইয়াছে সে বিদ্যালয়গুলিকে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাহায্য দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(ঝ) স্কুলবোর্ডে তাহাদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সকল বিদ্যালয়কে সাহায্যদান করা হয় এবং ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেবলমাত্র বোর্ডের ফ্রী এডুকেশন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদান করা হয়।

(ট) যে-সমস্ত বিদ্যালয় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই বিল মিটাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(ঠ) ও (ড) প্রশ্ন উঠে না।

List referred to in reply to clause (গ) (১) *of starred question No. 27*

Thana.	Name of school.
Tamluk	(1) Sonapetya Sarbajanin.
Moyna	(2) Srikantha.
	(3) Arang Kiarana (Maktab).
Sutahata	(4) Ramchandrapur.
	(5) Sovarampur Maktab.
	(6) Doro Kasberia.
Nandigram	(7) Kandapasra.
	(8) Banasrigouri.
	(9) Saifullachak.
Mahisadal	(10) Sridharpur Maktab.
Panskura	(11) Bhordaha.
Potashpur	(12) Kajichak.
	(13) Batia.
Egra	(14) Naskarpur-Basudebpur Motilal.
Sabang	(15) Uchitpur No. I.
Salboni	(16) Tarinichak.
Mohanpur	(17) Nakudebi Bikpura.
Narayangarh	(18) Hiatchak.
Dantan	(19) Mohonpur Shyamcharan.

List referred to in reply to clause (ক) of starred question No. 27

LIST OF SCHOOLS THE STIPENDS OF WHICH HAVE BEEN STOPPED ON THE GROUND OF NOT BEING INCLUDED IN THE BOARD'S SITE SELECTION SCHEME

Thana.	Union No.	Name of the Primary School.
Panskura ..	XII ..	(1) Raisanda.
	XIV ..	(2) Mahammadpur.
Tamluk ..	VII ..	(3) Nayabasan Astara.
	XI ..	(4) Purbacharandaschak.
Panskura ..	IV ..	(5) Brindabanchak.
	IV ..	(6) Kulhanda.
	IV ..	(7) Danachak Maktab.
	IV ..	(8) Chaipur.
Moyna ..		(9) Purb-Srikantha Maktab.
	III ..	(10) Bishnu Misra Chak.
		(11) Mathurapur.
	V ..	(12) Sridharpur.
	VII ..	(13) Esmalichak.
Mahisadal ..	XII ..	(14) Sahachak Maktab.
Sutahata ..	III ..	(15) Bajitpur.
	VI ..	(16) Rajnagar Maktab.
		(17) Monoharpur Maktab.
	VIII ..	(18) Uttarkrishnagar.
		(19) Basudebpur Gandhi Asram.
	X ..	(20) Jadavchak.
	X ..	(21) Dorokasberia.
Nandigram ..		(22) Dinabandhupur.
	XI ..	(23) Subdi Mangeswari.
		(24) Habibbar.
	XIV ..	(25) Marishdanda.
		(26) Samabad Maktab.
	IX ..	(27) Bikramchak.
	III ..	(28) Kandapasra.
	IX ..	(29) Amatalia Maktab.
Contai ..	II ..	(30) Kumirda Board.
	V ..	(31) Dakshin Amtalia.
		(32) Tentulmuri.
		(33) Durmutrajrajeswari.
		(34) Kaltalia.
	XII ..	(35) Baliapur.
	XIII ..	(36) Sria.
		(37) Petua.
Hamnagar ..	II ..	(38) Nunari.
	VII ..	(39) Lalpur.
	XIII ..	(40) Sonakania.
		(41) Islampur.

Thana.	Union No.	Name of the Primary School.
Khedgree ..	II ..	(42) Udhakali.
		(43) Amjadnagar, I.
	VIII ..	(44) Monapota Maktab.
	VII ..	(45) Arokebari.
	IX ..	(46) Shaebnagar.
	IV ..	(47) Balichak.
Bhagawanpur ..	II ..	(48) Amratalia.
		(49) Satupur.
		(50) Nishkini.
	IX ..	(51) Tajpur.
	VI ..	(52) Jiakhali.
Potashpur ..	VII ..	(53) Bankibheri.
	IX ..	(54) Kulrakhi.
	IX ..	(55) Sadatpur.
Egra ..		(56) Kasbapatua.
	XII ..	(57) Chirulia.
Chandrakona ..		(58) Chaitanyapur Maktal
	V ..	(59) Gangadharberia Makt.
	V ..	(60) Burgram Maktab.
	V ..	(61) Pursuri.
		(62) Gopinathpur.
Daspur ..		(63) Rangorl.
	III ..	(64) Makranipur.
	VI ..	(65) Guchhati.
		(66) Ghanashyambati Maktab.
	VIII ..	(67) Kotalpur Maktab.
	VIII ..	(68) Bharatpur Maktab.
Ghatal ..	V ..	(69) Bhagirathpur Maktab.
Sadar ..		(70) Bankibandh.
Sadar ..		(71) Nandaria.
Sadar ..		(72) Simuldanga.
Khargpur ..		(73) Kazirchak Maktab.
		(74) Vikauchak.
Dantan ..	IX ..	(75) Bamanberia.
		(76) Dhandelia.
		(77) Jotibar.
		(78) Akpura.
		(79) Batia Runpuri.
		(80) Jhalghati.
		(81) Palua.
		(82) Nakubedti Bikpur.
Garbeta ..	XVIII ..	(83) Indkuri.
	V ..	(84) Bella.
	IV ..	(85) Deuli.

Thana.	Union No.	Name of the Primary School.
Pingla	IX	(86) Naratha.
	IX	(87) Maligeria.
Debra	II	(88) Kalikageria.
		(89) Bardamodar.
Pingla	IX	(90) Jalchak Board.
Debra	V	(91) Chaksamsur.
Keshpur		(92) Pitambarchak.
		(93) Belia Maharajpur.
Sabang	VII	(94) Balisita Board.
		(95) Raichak.
	X	(96) Bhemua, II.
	XI	(97) Mohar Barbari.
	XII	(98) Mohar Maktab.
Jhargram		(99) Hatia Suli.
	XIII	(100) Bag Jhapa.
Binpur	I	(101) Binpur.
		(102) Satbati.
		(103) Ranarani.
	XII	(104) Quiladanga.
	IX	(105) Sarasbedia.
	VI	(106) Bholajara.
		(107) Raghunathpur.
		(108) Vekutiasole.
Gopiballavpur		(109) Madansole.
	I	(110) Sangro.
	IV	(111) Tikayetpur Netaji.
	VI	(112) Ekur.
	VI	(113) Charchita (old).
	VI	(114) Dhadhangri.
	VI	(115) Jumasantal.
		(116) Jugdiha.
		(117) Bhanderbilla.
		(118) Betbindi Girls.
Sankrail	I	(119) Bahardandi.
Nayagram		(120) Dumuria.
		(121) Kamalapur.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল, ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিদ্যালয়ের বিল মেদিনীপুর শিক্ষা বোর্ড বন্ধ করিয়াছেন কিনা? তার জবাবে বলেছেন 'হ্যাঁ'। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চীফ ইন্সপেক্টারের চূড়ান্ত তালিকা যা আছে এখানে কোন শিক্ষা বোর্ডের বিল বন্ধ করবার অধিকার আছে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এখানে এ্যাপ্রুভড লিষ্ট অব স্কুলস যা এ্যাক্টে আছে সেই রেজিস্টার অব স্কুলের মধ্যে যদি না উঠে তাহলে যত বড় স্কুলই হোক না কেন তা পাবে না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফাইনাল লিস্ট চীফ ইন্সপেক্টর প্রকাশ করার পর এই বিল বন্ধ করার অধিকার কোন স্কুল বোর্ডের আছে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

চীফ ইন্সপেক্টরের ফাইনাল লিষ্ট বেরুবার পর গভর্নমেন্টের ক্ষমতা থাকে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

স্কুল বোর্ডের ক্ষমতা আছে কিনা?

Mr. Speaker: That is a matter of interpretation of statute.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Statistics of urban unemployment in the State

9. **Sj. Ambica Chakrabarty:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have got any up-to-date statistics of urban unemployment in West Bengal;

(*b*) what is the total number of registration with the employment exchanges in West Bengal, district by district, each year from 1951 to July 31, 1954;

(*c*) what is the occupational distribution of applicants on live registers during the same period;

(*d*) number of applicants placed in employment in West Bengal, district by district, during the same period;

(*e*) number of applicants on the live registers at the end of 31st July, 1954;

(*f*) what are the schemes, if any, of the Government of West Bengal to check the growth of urban unemployment; and

(*g*) how far these schemes have been implemented?

Minister-in-charge of the Labour Department (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee). (*a*) Yes. A statement is laid on the Table.

(*b*) to (*d*) District-wise figures are not available. A statement is laid on the Table.

(*e*) 77,340.

(*f*) and (*g*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 9

EMPLOYMENT SEEKERS OF DIFFERENT AREAS IN WEST BENGAL, 1953

[Figures are in thousands.]

	Class of family.	Area under Calcutta Corporation excluding Tollygunge Munici-pality.	Calcutta Industrial Area (1).	Big towns (2).	Other towns (3).
(1) Number of persons in the age group 16—60 years having no full-time employment but seeking full-time employment.	Middle class	140·1	81·0	29·1	14·7
	Others ..	117·2	113·5	28·9	15·0
	All classes combined.	257·3	194·5	58·0	29·7
(2) Number of persons having no employment, whether full-time or part-time, but seeking full-time employment.	Middle class	126·8	63·2	27·1	15·2
	Others ..	84·0	70·2	20·8	12·1
	All classes combined.	210·8	133·4	47·9	27·3

Note.—Any employment requiring full day's work or engagement is full-time employment. But any person having such full-time employment, the total duration of which does not exceed at least six months, is regarded as a person "not having full-time employment".

(1) Calcutta Industrial Area includes (*a*) Howrah City including Sibpur police-station, (*b*) All police-stations of Barrackpore subdivision, and (*c*) Tollygunge police-station, Behala police-station, Matiabruz police-station, Chinsurah police-station, Bhadreswar police-station, Serampore police-station, Uttarpara police-station, Bally police-station and Chandannagar. Some rural areas are, therefore, included in this category.

(2) Big towns include all towns in which the number of occupied houses is 5,000 or more, excluding those in Calcutta Industrial Area.

(3) Other towns include all other towns excluding those in Calcutta Industrial Area.

Statement referred to in reply to clauses (b) to (d) of unstarred question No. 9

NUMBER OF REGISTRATION IN EMPLOYMENT EXCHANGES IN WEST BENGAL

Year.	Number registered.
1951	180,170
1952	165,789
1953	143,212
1954*	86,183

OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF APPLICANTS ON LIVE REGISTERS OF EMPLOYMENT EXCHANGES IN WEST BENGAL

Year.	Total.	Indus-trial super-visory.	Skilled and semi-skilled.	Clerical.	Educa-tional.	Domes-tics.	Un-skilled.	Others.
1951 ..	55,688	1,001	7,439	14,720	428	598	27,537	3,965
1952 ..	62,321	1,139	8,425	16,593	296	650	31,880	3,338
1953 ..	72,268	969	9,408	21,571	298	907	35,539	3,576
1954* ..	72,268	969	9,408	21,571	298	907	35,539	3,576

*Figure relates to the period from January, 1954 to July, 1954.

NUMBER OF APPLICANTS PLACED IN EMPLOYMENT THROUGH EMPLOYMENT EXCHANGES IN WEST BENGAL

Year.	Number placed in employment.
1951	38,934
1952	35,579
1953	10,215
1954*	5,211

*Figure relates to the period from January, 1954 to July, 1954.

Statement referred to in reply to clauses (f) and (g) of unstarred question No. 9

SCHEMES DRAWN UP FOR INCLUSION IN THE STATE FIVE-YEAR PLAN FOR RELIEVING UNEMPLOYMENT OF THIS STATE

(1) Housing Schemes at Kalyani, Karaya Road, Bowali Mondal Road and Gariahat Road (estimated cost Rs.1½ crores).

(2) Reclamation of the Southern and Northern Salt Lake areas in Calcutta (estimated cost Rs.10·75 crores).

(3) Coke Oven-cum-Gas Grid Project (estimated cost Rs.9 crores).

(4) Calcutta Sewage Gas Production Scheme (estimated capital cost Rs.2 crores and recurring cost Rs. 10 lakhs per year).

(5) Education programme in rural and municipal areas (estimated expenditure Rs.77½ lakhs and Rs.10 lakhs, respectively, for the first year).

(6) Increase in transport facilities (estimated capital cost Rs.30 lakhs).

(7) Schemes for the development of Cottage and Small-scale Industries (estimated expenditure—recurring Rs.9·40 lakhs and non-recurring Rs.7·60 lakhs).

(8) Scheme for the development of Small Engineering Industries in Howrah (estimated cost Rs.53·82 lakhs).

(9) First phase of the Ganga Barrage Project (estimated cost Rs.40 crores).

(10) Expansion of power facilities for increasing employment opportunities (estimated cost Rs.1·63 crores).

The present position in respect of each of the above schemes is briefly stated below:—

Regarding (1)—This scheme has since been approved by the Planning Commission, Government of India. Housing Schemes at Karaya Road and at Kalyani have already been taken up and it is expected that these will be completed by the end of 1955-56.

As regards housing scheme at Bowali Mondal Road, it has been taken up for execution. The Gariahat Scheme has not yet been finalised but steps are being taken to execute this scheme in the next financial year.

Regarding (2)—The investigation portion of the work in respect of this scheme has since been approved by the Government of India. The work has since been entrusted to NEDCO and the report is now under preparation. The original scheme has also been proposed for inclusion in the Second Five-Pear Plan.

Regarding (3)—The investigation work in connection with this project has since been completed and the report is now under examination with the Government of India.

Regarding (4)—The details of this scheme are now under preparation in the Irrigation and Waterways Department of this Government. This scheme has also been proposed for inclusion in the Second Five-Year Plan.

Regarding (5)—The scheme has been approved by the Government of India and is now being sponsored by the Education Department of this Government.

Regarding (6)—This scheme contemplates purchase of 50 additional diesel buses to the existing fleet strength of the State Transport Service. Necessary order for the purchase of these buses has already been placed by the Home (Transport) Department of this Government.

Regarding (7)—There are altogether seven minor schemes under the broad head of this scheme:

(*i*) Lock Industry.

(*ii*) Manufacture of Sports Goods.

(*iii*) Manufacture of Durries and Carpets.

(*iv*) Wood Industry.

(*v*) Pottery.

(*vi*) Cane and bamboo products.

(*vii*) Training of Trade apprentices in various industrial undertakings.

Out of these (*i*) and (*ii*) have since been finalised and the details of the rest are now under reference to the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

Regarding (8)—This scheme is now under examination with the Ministry of Commerce and Industry in the light of the report of the Ford Foundation Team.

Regarding (9)—The details in respect of this scheme are under submission to both the Planning Commission and the Ministry of Irrigation and Power, Government of India, but no intimation according approval of the scheme has been received by this Government. The Irrigation and Waterways Department of this Government has been requested to take up the matter direct with the Ministry of Irrigation and Power for early implementation of this scheme.

Regarding (10)—There are altogether 29 minor schemes under the broad head of this scheme. The schemes have been sanctioned and have been taken up for execution.

2. A statement showing approximate additional employment likely to result from implementing the schemes cited above is enclosed herewith.

Statement referred to in paragraph 2 of the statement in reply to clauses (f) and (g) of unstarred question No. 9

ESTIMATE OF APPROXIMATE ADDITIONAL EMPLOYMENT LIKELY TO RESULT FROM IMPLEMENTING NEW SCHEMES AND ACCELERATION OF OLD SCHEMES PROPOSED

Name of schemes.	Administrative technical (engineers, etc.) and clerical.	Skilled labour.	Unskilled labour.	Total.
(1) Housing Scheme of 1·5 crores ..	790	2,406	3,371	6,567
(2) Schemes for development of Cottage and Small Industries (Cost—Recurring 9·40 lakhs; non-recurring 7·60 lakhs).	..	1,850	..	1,850
(3) Scheme for development of Small Engineering Industries (Cost—53·82 lakhs).	283	3,000	2,000	5,283
(4) Primary Education Scheme ..	10,000	..	..	10,000
(5) Expansion of Power facility for increasing employment opportunities.	390	500 (mixed)	..	890

Calculations for the following schemes are not available and hence not included:—

(1) Reclamation of Salt Lake areas.

(2) Coke Oven-cum-Gas Grid Project.

(3) Calcutta Sewage Gas Scheme.

(4) Ganga Barrage Project.

Sj. Ambica Chakrabarty:

ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটি জেলায় এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্ট্রেসন অফিস আছে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

উত্তরে বলেছি যে জেলায় জেলায় নেই।

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি বলেছেন যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ফিগারস আর নট এ্যাভেইলেবল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রত্যেক জেলায় রেজিস্ট্রেসন অফিস আছে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, নেই।

Sj. Ambica Chakrabarty:

প্রত্যেক জেলায় আনএমপ্লয়মেন্ট রেজিস্ট্রেসন করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কতকগুলি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছিল কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আগে করা হয়েছিল স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর আন্ডার-এ র‍্যান্ডম স্যাম্পল সার্ভে করার জন্য। আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোন অরগেনাইজেসন নেই।

Sj. Ambica Chakrabarty:

আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আপনারা থানায় থানায় কতকগুলি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছিলেন কিনা আনএমপ্লয়মেন্ট রেজিস্ট্রেসন করার জন্য?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বল্‌লাম ত ঐ র‍্যান্ডম স্যাম্পল সার্ভে করার জন্য।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এটা তাদের রিপোর্ট কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেইজন্যই ত দেওয়া হয়েছে তালিকা।

Omnibus Tribunal for Cotton Textile Industry in the State

10. Sj. Monoranjan Hazra: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state how many Omnibus Tribunals have been set up for the Cotton Textile Industry in West Bengal?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: One.

Stipends and scholarships to Scheduled Caste students during 1951 to 1953

11. Sj. Surendra Nath Pramanik: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে রাজ্যের কোন্‌ জেলায় কত তপশীলী ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে; এবং

(খ) মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় উক্ত কয়েক বৎসরে কোন্‌ কোন্‌ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ তপশীলী ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারী সাহায্য পাইয়াছে এবং কি পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছে?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) বিবৃতি এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(খ) বিবৃতি লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত হইল।

Statements referred to in reply to clause "ক" of unstarred question No. 11

NUMBER OF SCHEDULED CASTE STUDENTS WHO WERE AWARDED SPECIAL STIPENDS FROM THE BACKWARD CLASS EDUCATION FUND IN SECONDARY SCHOOLS

Name of district.	1951-52.			1952-53.			1953-54.		
	Male.	Female.	Total.	Male.	Female.	Total.	Male.	Female.	Total.
Burdwan ..	352	1	353	350	5	355	357	4	361
Birbhum ..	176	6	182	177	1	178	175	6	181
Bankura ..	167	6	173	185	11	196	243	7	250
Midnapore ..	218	24	242	175	41	216	169	43	212
Howrah ..	91	7	98	100	15	115	157	18	175
Hooghly ..	151	11	162	159	15	174	305	19	324
24-Parganas ..	402	50	452	417	63	480	495	63	558
Calcutta ..	77	28	105	116	38	154	78	88	166
Nadia ..	38	1	39	42	2	44	54	2	56
Murshidabad ..	57	9	66	92	5	97	87	10	97
West Dinajpur	79	..	79	68	4	72	57	6	63
Malda ..	43	13	56	25	13	38	27	8	35
Jalpaiguri ..	177	30	207	200	32	232	182	30	212
Darjeeling ..	37	13	50	15	9	24	17	9	26
Cooch Behar ..	112	..	112	69	9	78	114	..	114
Total ..	2,177	199	2,376	2,190	263	2,453	2,517	313	2,830

NUMBER OF SPECIAL STIPENDS AWARDED TO SCHEDULED CASTE STUDENTS READING IN COLLEGES, DISTRICT WISE

Name of district.		1951-52.			1952-53.			1953-54.		
		Male.	Female.	Total	Male.	Female.	Total.	Male.	Female.	Total.
Burdwan	..	4	..	4	10	1	11	10	..	10
Birbhum	..	7	..	7	9	..	9	9	..	9
Bankura	..	10	..	10	9	2	11	10	..	10
Midnapore	..	23	2	25	22	1	23	29	..	29
Howrah	..	9	..	9	4	..	4	3	..	3
Hooghly	..	9	1	10	10	..	10	6	..	6
24-Parganas	..	32	..	32	25	..	25	22	..	22
Calcutta	..	207	6	213	204	6	210	153	1	154
Nadia	..	3	..	3	18	..	18	21	..	21
Murshidabad	..	10	..	10	11	..	11	4	..	4
West Dinajpur	..	..	..	..	2	..	2	2	..	2
Malda	..	2	..	2	..	..	..	1	..	1
Jalpaiguri	..	1	..	1	2	..	2	5	..	5
Darjeeling	..	1	..	1	2	..	2	1	1	2
Cooch Behar	..	5	..	5	2	..	2	2	..	2
Total	..	323	9	332	330	10	340	278	2	280

Proposal for conversion of all primary schools of Bankura district into free ones

12. Sj. Probodh Dutt: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the number of primary schools in the district of Bankura;

(*b*) the number of students of those schools;

(*c*) the number of free primary schools and students thereof; and

(*d*) if the Government consider the desirability of making all the primary schools of the district of Bankura to be free ones?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) 1,228.

(*b*) 91,230.

(*c*) 1,182 free primary schools, and 87,882 students.

(*d*) Government have a scheme to provide universal, compulsory and free primary education in the entire rural areas of West Bengal within a period of ten years.

Appointment of teachers under special cadre scheme to relieve educated unemployment

13. Sj. Mrigendra Bhattacharjya: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে কোন্ জেলায় কোন্ category-র কতজন শিক্ষকতার কাজ পাওয়ার জন্য Special Cadre Scheme অনুসারে দরখাস্ত দিয়াছেন;

(খ) ইঁহাদের কতজনকে কাজ দেওয়া হইয়াছে;

(গ) কতজনের দরখাস্ত বিবেচনাধীন রহিয়াছে;

(ঘ) উক্ত scheme অনুসারে চাক্‌রী দেওয়ার পর কাহাকেও ছাঁটাই করা হইয়াছে কিনা, এবং ছাঁটাই করা হইলে তাহার কারণ কি;

(ঙ) এ-সমস্ত শিক্ষকগণ কোন রাজনৈতিক দলের প্রচারকার্য করেন কিনা, কিংবা এরূপ কার্য করার জন্য তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়া হয় কিনা;

(চ) ইহা কি সত্য যে, ঐসকল শিক্ষককে বর্তমানে তিন বৎসরের জন্য নেওয়া হইতেছে; এবং

(ছ) সত্য হইলে, তিন বৎসর পরে ঐ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সরকারের নীতি কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(খ) ১৩,৫০০ জনকে।

(গ) একজনেরও নয়।

(ঘ) ও (ঙ) না।

(চ) অস্থায়ীভাবে নেওয়া হইয়াছে।

(ছ) তাঁহাদের কার্যকালের মধ্যে শিক্ষকগণকে সমাজসেবা বিষয়ে ট্রেনিং লইতে হইবে। তিন বৎসর পরে এই পরিকল্পনার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইবে এবং প্রত্যেক শিক্ষকের কার্যদক্ষতা বিচার করিয়া তাঁহাকে স্থায়ীভাবে বহাল করিবার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইবে।

Statement referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 13

NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED DURING 1953-54

	M.A.	B.A.	I.A.	Matric.	Total.
Bankura	4	43	114	1,321	1,482
Birbhum	5	53	198	1,225	1,481
Burdwan	6	118	312	2,910	3,346
Hooghly	10	134	413	2,114	2,671
Howrah	16	125	423	2,164	2,728
Midnapore	5	116	382	2,746	3,249
Cooch Behar	3	16	49	470	538
Darjeeling	3	5	20	118	146
Jalpaiguri	4	28	83	424	539
Malda	2	18	78	397	495
Murshidabad	6	97	243	1,814	2,160
Nadia	4	117	268	1,689	2,078
24-Parganas	15	269	765	4,026	5,075
West Dinajpur	2	23	94	483	602
Total ..	85	1,162	3,442	21,901	26,590

NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED DURING 1954-55

	M.A.	B.A.	I.A.	Matric.	Total.
Bankura	2	9	79	899	989
Birbhum	1	29	98	969	1,097
Burdwan	1	21	54	487	563
Hooghly	6	88	319	1,793	2,206
Howrah	19	136	573	2,524	3,252
Midnapore	3	70	244	2,102	2,419
Cooch Behar	..	12	36	502	550
Darjeeling	..	3	..	..	3
Jalpaiguri	..	8	29	282	319
Malda	1	19	62	449	531
Murshidabad	2	39	129	1,060	1,230
Nadia	1	46	157	517	721
24-Parganas	28	289	812	4,030	5,159
West Dinajpur	..	13	64	404	481
Total ..	64	782	2,656	16,018	19,520

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এই যে স্পেসাল কেডারে যাদের অস্থায়িভাবে নেওয়া হয়েছে তা কতদিনে কন্‌ফার্ম করবেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

অস্থায়িভাবে নেওয়া হয়েছে স্পেসাল কেডার-এ এবং আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে তারা থাকবে তবে কনফার্ম করা হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

কোন ইয়ার-এ শেষ হবে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

তা বলা যায় না।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

(ছ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, 'তাঁহাদের কার্য্যকালের মধ্যে শিক্ষকগণকে সমাজসেবা বিষয়ে ট্রেনিং লইতে হইবে। এখানে এই ট্রেনিংএর কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেটা সন্তুষ্টজনক নয়। সেইজন্য আমরা একটা ভাল ব্যবস্থা করছি।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

কি ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

নিউ স্কীমে তাদের মাঠে নিয়ে গিয়ে নানা রকম এক্সারসাইজ করান হচ্ছে তার সঙ্গে আরো কিছু কিছু দেওয়া হবে ফর ট্রেনিং।

Sj. Sasabindu Bera: Your answer does not cover his question.

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এদের যে তিন বৎসরের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন সেটা কি আগামী ভোটে কংগ্রেসের——

Mr. Speaker: That is not a supplementary question.

Sj. Gangapada Kuar:

এই যেসব শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের এ্যাপয়েন্টিং অথোরিটি কে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

জেলায় জেলায় একটি করে কমিটি আছে, সেই কমিটির কাছে তারা দরখাস্ত করে এবং সেই কমিটি তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে সিলেক্ট করে।

Sj. Gangapada Kuar:

তারাই কি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়?

The Hon'ble Pannalal Bose:

নামগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের কোন আপত্তি না থাকলে সেই নাম গ্রহণ করা হয়।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এটাকে স্পেশাল কেডার নাম না দিয়ে ভোট ক্যাচিং কেডার নাম দিতে ক্ষতি কি?

Mr. Speaker: That is not a supplementary question.

Enquiry about questions

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি কয়েকটি কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম তার উত্তর পাই নি।

Mr. Speaker:

কাইন্ডলি আমার ঘরে আসবেন। ইট ইজ নট এ ম্যাটার ফর ডিসকাসন ইন দিস হাউস।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই হাউসের ম্যাটার না হলেও এটা রেফার করা দরকার।

Mr. Speaker: What I want to say is that enquiry regarding questions cannot be a matter of discussion in this House. It is not in the list of business.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি অন এ পয়েন্ট অব প্রিভিলেজে বলছি আমি একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম সেটা ডিসএলাও করা হয়েছে। কোয়েশ্চেনটা ছিল কোয়েশ্চেন অব ল্যান্ড এ্যালিয়েনেসন সম্বন্ধে।

Mr. Speaker: I should repeat that this is not a matter for discussion in this House. You can come to me and discuss it.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমাদের বহু কোয়েশ্চেন দেখে এবং না দেখেই ডিসএলাউ করা হচ্ছে। এটা ভবিষ্যতে একটু কেয়ারফুলী করবেন।

Mr. Speaker: Please come and see me in my chamber. I shall consider this question carefully and coolly.

GOVERNMENT BILLS

The Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to introduce the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the short title of the Bill.)

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, by the West Bengal Act LXIII of 1950 which was known as Cooch Behar (Assimilation of State Laws) Act all laws relating to matters in the State List, namely, List II of the Seventh Schedule to the Constitution were extended to Cooch Behar to the exclusion of the Cooch Behar Acts relating to those matters excepting that certain Cooch Behar Acts specified in Schedule I are still to continue subject to certain adaptations. Sir, there are the old Cooch Behar Act, namely, Cooch Behar Cess Act V of 1893 and Cooch Behar Revenue Sales Act V of 1897 and many other old Acts which are in Schedule I and they have been allowed to continue. The adaptations were these: the words "Naib Ahilkar" or "Naib Ahilkar of the subdivision" occurring in these Acts were adapted to "Deputy Collector" or "Deputy Collector in charge of a subdivision". There is paucity of the class of officers and sometimes Sub-Deputy Collectors or Sub-Collectors are appointed to act as Subdivisional Officers. The adaptation has therefore got to be changed and we propose to delete from the

Act the words "Naib Ahilkar" which was substituted by Deputy Collector and to substitute Deputy Collector, Sub-Deputy Collector or Sub-Collector. It is a very simple Bill.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, this amending Bill seeks to substitute the officers of the categories of Deputy Collectors by Sub-Collectors and Sub-Deputy Collectors, and the reasons stated by the Minister is paucity of officers and no other principle is involved. Sir, in 1950 this Act was passed, the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) Act, 1950, and the adaptations were made in the Schedules. What was done at that time was that "Naib Ahilkar" was then termed as Deputy Collector. It must have been so done taking into consideration the responsibility of the office which these officers held and they must have been equivalent to those of the Deputy Collectors here. After all, Sir, if a particular responsibility could be discharged only by an officer of the cadre of the Deputy Collector, I cannot follow how the Minister-in-charge could get these works done by either a Sub-Collector or a Sub-Deputy Collector. If that is possible then why don't you do away with all the Deputy Collectors and thus reduce the expenses of the Government? A particular job which should be held by a Deputy Collector should in our view be held by a Deputy Collector and by nobody else. If you want to substitute a Deputy Collector by a Sub-Collector, I do not think you can get that quality of work—that amount of responsibility as is expected of a Deputy Collector. If there was some other principle involved I would have understood it, but merely because of paucity of officers the Deputy Collectors should be substituted by Sub-Collectors, I do not think this is an argument worth the name from the Minister-in-charge of the Judicial Department. It is an absolutely silly legislation.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: The powers were to be exercised according to these adaptations by the Subdivisional Magistrates. Owing to paucity of officers, at present, sometimes a Sub-Deputy Collector or a Sub-Collector is appointed to function as Subdivisional Officer. The duty is very simple. It consists of collection and realisation of cesses and revenues. We do not want a high-powered officer for that purpose. A Sub-Collector or Sub-Deputy Collector may conveniently do it. So this amendment has been proposed. After all he has not to discharge heavy duties.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Mr. Speaker: Mr. Jnanendra Kumar Chaudhury, your amendments Nos. 1, 2, 4 and 6 are out of order. You may move 3, 5, 7 and 8.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 2(a)(i), in line 8, after he words "to have been" the word "so" be inserted.

I also move that in clause 2(a) (ii), in line 11, after the words "to have been" the word "so" be inserted

I also move that in clause 2(b)(i), in line 9, after the words "to have been" the word "so" be inserted.

I also move that in clause 2(b)(ii), in line 3, after the words "to have been" the word "so" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট এ্যান্ড রিজনস-এ বলা হয়েছে যে এটা পর্সিটি অব অফিসারস-এর জন্য এই চেষ্টা করা হয়েছে। এক জায়গায় নায়েব আহিলকার নামে ডেপুটি কালেক্টর করা হবে। আবার আর এক জায়গায় ডেপুটি কালেক্টর, সাব কালেক্টর, সাব-ডেপুটি কালেক্টর করার জন্য বলা হয়েছে। এর কারণ কিছু খুঁজে পাই না। একটা শুধু "অর" দ্বারাই বুঝা যায়। এইরকম তো হতে আমি কখনো দেখিনি ; একটা নামের তিনটা মানে থাকে কেন? এটা বড় সারপ্রাইজিং একটা নাম হলেই তো বেশ বুঝা যায়। আমার যে সংশোধনী ছিল ক্লজ ২(এ)(১) তার কথা হচ্ছে

"for the words 'Deputy Collector', 'Sub-Collector' and 'Sub-Deputy Collector' as the case may be".

একটা নাম সাবস্টিটিউট করলেই সব বুঝা যায়। সেজন্য এখানে যে সো-টা আছে, সেটা দেওয়া ভাল। তা না হলে এখানে ইন টার্মস অব ল একটা ফ্যালাসি রয়ে যায়। এবং এটা ইনসার্ট করলেই মানেটা পারফেক্ট হয়। সেজন্যই আমি এ্যাড করতে চাচ্ছি। যাতে মানেটা আরও এক্সপ্লিসিট হয়, তারজন্য আমি এই 'সো' রাখছি। ঐ একই কারণে সব জায়গায় সো দিচ্ছি মানেটা এক্সপ্লিসিট করবার জন্য। না দিলে মানেটা এক্সপ্লিসিট হবে না। তা হলে পর আর কোন লিগ্যাল ডিফিকাল্টি হবে না।

[4—4-10 p.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: With regard to the second suggestion made by my friend he says that some of the words in the Bill are redundant and may be omitted. The language of the clause is that for the words "A" the words "B" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted. That is perfectly clear. What my friend says is that the word "so" should be inserted between the words "to have been" and the word "substituted". That would be redundant. I think the language is clear enough.

My friend's first point is that there should be no repetition with regard to the substitution of the expression "for Naib Ahilkar"—substitute Deputy Collector, Sub-Deputy Collector or Sub-Collector as the case may be for the words "Naib Ahiilkar"—he says there should be no repetition. Sir, the substitution is to be made wherever the original expression appears and the change has to be made. It has to be repeated wherever the expression which is intended to be deleted appears in the text of the Bill.

My friend has misread the amendment which is proposed by the Bill. The amendment proposed is that the whole of the expression in the Assimilation of State Laws Act, viz., for "Naib Ahilkar" substitute Deputy Collector,—the whole of it has got to be deleted and its place must be taken by these words "For 'Naib Ahilkar' substitute 'Deputy Collector, Sub-Collector or Sub-Deputy Collector as the case may be' ", so that those words in the Act should be altogether deleted and substituted by the words "For 'Naib Ahilkar' subtsiitute 'Deputy Collector, Sub-Collector or Sub-Deputy Collector as the case may be' ".

I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2(a)(i), in line 8, after the words "to have been" the word "so" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2(a)(ii), in line 11, after words "to have been" the word "so" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2(b)(i), line 9, after the words "to have been" the word "so" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2(b)(ii), in line 3, after the words "to have been" the word "so" be inserted, was then put and lost.

The questiion that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that preamble do stand part of the Bill was then put and and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I beg to introduce the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955.

(Secretary then read the short title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I beg to move that the Sadar and Subdivisional Hospitals Biil, 1955, be taken into consideratiion.

Sir, in the year 1943 just in the wake of the last notorious Bengal Famine the hospitals which were run by the local bodies could not be managed properly due to paucity of funds. The Government, either by an executive order or with the consent of these local bodies, took over charge of the management of these hospitals. Since then these hospitals are under the management of the Government. Now the Government want to make it regular by taking recourse to legislative measures. That is why I have brought this Bill before this House. Since the time of taking over, these hospitals were being run by Government out of their funds. There are certain trust funds which were made for specific purposes for the management of some of these hospitals. Those trust funds are lying idle. Because of the conditions of the trust no proceeds of those funds could be utilised. Therefore, with effect from the *de jure* taking over by the Government, after the enactment is assented to the Official Trustee is being proposed to take charge of all the trusts. The corpus will remain the same but the proceeds will be made over to the Government so that the funds can be utilised for the specific purposes for which the grants were made.

With these words, Sir, I commend the Bill for the acceptance of the House.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1955.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th August, 1955.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, the name of the Bill is pleasing and high-sounding too. The common man would expect from the name that he would find his paradise here in this Bill moved by the Hon'ble Shri Amulyadhan Mukherji, the Minister-in-charge. But the

contents of the Bill would sorely belie his expectations and hopes. This is a Bill simply for the purpose of regularising an administrative act or an executive act that took place so far back as perhaps more than twelve years ago. Of course, it is not the case of the Government that they have met with any difficulty for not regularising this taking over of the hospitals so far back as the year 1943, nor is it their case that this regularisation should be expedited and should be made as soon as possible. Now, as has been said and as we all know, these hospitals, subdivisional and sadar, were being run by some local bodies before they were actually taken over by the Government under the circumstances stated in the Statement of Objects and Reasons so far back as 1943. A pertinent question may be asked here: how have these hospitals improved because of their being taken over by the Government. We can understand that they were not faring well during the regime of the local bodies because those bodies suffered from paucity of funds and also from bad management, but things should have improved when these hospitals were taken over by the Government. Would the Minister-in-charge categorise the improvements, if any, that have taken place so far as these hospitals are concerned during the time that they have been under the management of the Government?

[4-10—4-20 p.m.]

I think, Sir, there has been no improvement. Sir, as you know very well, there is a vast number of ailing population in Bengal and this population is ever on the increase because of various factors, the most important among the reasons and circumstances for that being that the people have to go or pass through a state of chronic under-nourishment due to poverty, due to semi-starvation conditions, due to perpetual unemployment, so on and so forth. Sir, the ailments are on the increase, the patients are on the increase, and there are so many suspected cases of T.B., cancer and many other fell diseases. Sir, there is no method to detect beforehand the diseases of the suspected patients. Therefore, the contagion is being spread. The people are very poor and they cannot afford the heavy expenditure that would necessarily be incurred for the detection of their diseases and for timely medical aid. So, individually they cannot do anything. Now, the Government should come forward and the Government should have proper arrangement in the hospitals so that proper hospital facilities, proper facilities for treatment, could be accorded to all those patients. There should be segregation camps and there should be other arrangements in order to check the spread of the diseases, in order to cure the patients of their diseases. I would beg to submit, Sir, that nothing like this has been proposed in this Bill. I should say that these are things which should have been proposed in this particular Bill, the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill. As you know, Sir,, so far as the subdivisional hospitals are concerned, there is no chest clinic, there is no X-Ray installation. If a boy breaks his leg or hand, he has to run to Calcutta or to the Sadar hospital where there is X-ray installation to get his fracture examined or to get it plastered. So, Sir, you can easily imagine the difficulties to which all these local people, the villagers and the men inhabiting the mofussil towns as also sadar towns are put to because of the shortcomings of the hospitals that are functioning there. Therefore, I should say that we should have normally expected that there should have been some provision for the improvement of the hospitals themselves. We should not have come here only for regularising a process that took place long ago. The hospitals have been functioning perhaps for more than twelve years. There cannot be and there need not be any hurry about their regularisation. All the hurry is regarding the improvement of the hospitals themselves. But there is no such improvement provided for within the four corners of the proposed Bill. You

know, Sir, there is paucity of doctors even in the villages, and that is also due to the policy of the Government inasmuch as they have abolished the Medical schools and they have not been able to accord corresponding facilities in the existing Medical colleges, nor are they going to start fresh Medical colleges. You also know, Sir, when some local people would be coming forward for starting fresh hospitals or fresh Medical colleges, as was done in Bankura, the Government would always stand in their way and their argument would be: "Well, already the existing doctors are in a condition of unemployment. Therefore, if we start fresh Medical colleges, then the output of doctors will increase to a great extent and those new doctors also would be unemployed." So, they are looking the whole thing from the point of view of the interest of the doctors themselves. They are not looking at the whole point from the point of view of the ailing population. I would, therefore, beg to submit before this august Assembly that this Bill need not be passed in a hurry, because this is a truncated, a motheaten, almost a useless Bill, a Bill for regularising a process that has been there in the field for the last twelve years. So I would say that the Government should think over the matter and they should bring forward a consolidated Bill making provisions for the all-round improvement of the sadar and subdivisional hospitals so that these hospitals may be brought in line with those hospitals that are existing now-a-days in other civilised countries. We have been very backward in many respects and I should submit, Sir, we have been most backward in the matter of hospital facilities, hospital treatment, and so on and so forth. This is my submission. Therefore, I should say that this Bill should not be taken up now but should be circulated for eliciting public opinion as to how they want to improve the hospitals.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এই মোসন দেবার উদ্দেশ্য মন্ত্রীমহাশয়ের বিলটীকে বিলম্বিত বা ব্যাহত করবার জন্য নয়। কিন্তু এটা যেভাবে করা উচিত ছিল সেই প্রসঙ্গটা বিশ্লেষণের জন্যই আমার মোসন। সদর এবং সাবডিভিসনাল হাসপাতাল গভর্নমেন্ট নিয়েছেন, একথা আগেই বলেছেন, তবে এখনো তা বৈধকরণ করা হয় নাই, সেইজন্যই আইনটা এনেছেন, কিন্তু এতে কোন উপকার হবে না। তার কারণ যে পর্যন্ত বাংলার প্রত্যেকটি হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারী সেটা সরকারের দ্বারা প্রভাবিতই হোক, বা ব্যক্তিগত ট্রাস্ট বা সমষ্টিগত ট্রাণ্ট দ্বারা গঠিত হোক তার সমস্ত দায়িত্বভার গভর্নমেন্ট গ্রহণ না করবেন সে পর্যন্ত কিছুই হবে না।

আমাদের সরকার পুনঃপুনঃ বলে থাকেন—"এটা ওয়েলফেয়ার স্টেট"। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এক্ষেত্রে তার পরিচয় আমরা বিশেষ কিছু পাচ্ছি না, ইতিমধ্যে যে হাসপাতাল কয়টি তাঁরা নিয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল হাসপাতাল, যার বেড সংখ্যা ১৫০, তার স্থলে বাঁকুড়ায় যে সদর হাসপাতাল রয়েছে সেটাকে গোশালা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The *goshalas* were constructed not by the Government, but by local bodies.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে হাজার হাজার গোশালা না চালিয়ে তারচেয়ে বেশী উপকার হয় যদি বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিকাল স্কুলটা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়, এবং যে বিল এনেছেন এই আইনের আওতার মধ্যে সেই হাসপাতালকে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা করা হয় নাই। সে হাসপাতালের অবস্থা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বহুবার দেখে এসেছেন, বাঁকুড়ার লোকের পক্ষ থেকে বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু এই দু'বছর পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তার এখন এমন সাংঘাতিক অবস্থা যে আজকে দেড়শো বেডের হাসপাতাল বেড সংখ্যা কমে ২৫-৩০এ পর্যন্ত নেমেছে। আজ সেখানে জনতার কাছে ভিক্ষা করে কাজ

চলছে। আর সেখানে পয়সার অপব্যয় হচ্ছে—সদর হাসপাতালে ; যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা একজন, নার্স নাই বল্লেই হয়, ফোন করলে এ্যাটেন্ড করবার লোক নাই সরকার সেইটাকে নিয়ে ইমপ্রুভ করবার ব্যবস্থা করছেন! আর যেটা রয়েছে সরকার সেটাকে অর্থসাহায্য করলে, কিংবা গভর্নমেন্ট সেটাকে নিয়ে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলে সত্যই দেশের উপকার হতে পারে ; কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের সরকার নীরব। এরচেয়ে দুঃখের কথা আর হতে পারে না।

সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে আইনটাকে সংশোধন করে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলিকে, যেগুলি জনসাধারণের দ্বারা বা লোকাল বোর্ডের দ্বারা গঠন করা হয়েছে, সে সমস্তগুলিই সরকার গ্রহণ করুন তাহলে বুঝতে পারব. সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে। একটা অল রাউন্ড উপকার যাতে হয়, তা যদি করেন, তাহলেই বুঝব দেশের অত্যন্ত উপকার করা হচ্ছে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, this Bill very clearly reveals how the administration of the Health Department of the Government is being conducted. Sir, it has been admitted in the Statement of Objects and Reasons that since 1943 the hospitals are being run by the Government as State-managed hospitals the entire cost being met by the State Exchequer still it took the Government long 12 years to bring in this Bill to regularize the acquisition of these hospitals. Dr. Mukharji may not be responsible entirely for the present state of affairs, but he has to answer what he did since he assumed office to take up these institutions particularly when he was managing these institutions at the cost of the Government.

[4-20—4-30 p.m.]

Another thing. It will appear from this Bill that to these hospitals were attached endowments and trust funds and, Sir, for all these years nothing was collected from the endowments and trust funds causing heavy losses to the State. These hospitals were being run admittedly at the entire cost of the Government and nothing was being realised. He wakes up after long 12 years and suggests that the Official Trustee should be appointed as trustee of all these properties to realise all these endowments and funds. But who is responsible for the losses already incurred? There must be some income from these endowments and trust funds, otherwise why should he propose that these should be taken up by the Official Trustee. That being the fact, Sir, it is a criminal negligence on the part of the Minister-in-charge to have allowed such a waste of public money. He should have taken caution and care to have the Trustee appointed long before so that these monies could not have been left out.

Then, Sir, we are acquiring these hospitals with debts and liabilities. We must be told what are the debts and liabilities. When you have been managing them for the last 12 years with the Government money, there can be, in our opinion, no occasion for any debts and liabilities. It is the responsibility of the Government to disclose to this House what are those debts and liabilities and what are the amounts of the same.

Sir, this is an incomplete legislation altogether. Further provision should have been made, as mentioned by previous speakers, as to how these should be managed, how these sohuld be improved. Nothing of the sort. But so far as acquisition is concerned I want to know from the Minister-in-charge what would be the amount of loss for his not taking up these trust funds and endowments earlier, why he wasted 12 years of time and how this money would be realised.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, যে বিল আনা হয়েছে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটে এই বিলকে আমাদের অভিবাদন করা উচিত ছিল। কিন্তু খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা—যে ওয়েল-

ফেয়ার স্টেট এইগুলির বন্দোবস্ত করতে পারে না সেই গভর্নমেন্টের টেঁকা উচিত নয়। যে বিল আনা হয়েছে সেখানে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই বিলে বলা হয়েছে "সার্টেন সদর এ্যান্ড সাব-ডিভিসনাল হসপিটালস"। এই রাষ্ট্রের হাসপাতালগুলির মধ্যে কেন আবার পিক এ্যান্ড চুজ করা হ'ল তা জানি না। আমাদের প্রদেশ বা স্টেটের মধ্যে যেসকল হাঁসপাতাল আছে, তার মধ্যে সরকারী ছাড়া অনেক বেসরকারী হাঁসপাতালও আছে। কলকাতা সহরে এবং সদর ও সাবডিভিসনেও আছে। এর মধ্যে কেন বাছাবাছি করা হ'ল তার উদ্দেশ্য উনি বলেন নি। বড় বড় হাঁসপাতাল কলিকাতায় আছে, বেসরকারী হাঁসপাতালেও এনডাউমেন্ট আছে, ট্রাস্ট আছে, সবই আছে এবং একথা স্বীকার করা হয়েছে গভর্নমেন্টের বহু কম্যুনিকেতে যে কলিকাতায় এত রোগী আছে যে হাঁসপাতালগুলি অত রোগী দেখে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে সরকার জানান যে এত রোগী যেন কলকাতায় না আসে; এটা কাগজেও আমরা পড়েছি। কিন্তু রোগীরা কেন এখানে আসে, সে কারণ তিনি বলেন নি। সেই কারণ আমরা জানি। যে গভর্নমেন্ট এখানে আছে তা কংগ্রেসী গভর্নমেন্ট এবং আবাদী কংগ্রেসে রেজোলিউসান হয়েছিল সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্ন প্রবর্তন করার জন্য। যদিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বাইরে জনসভায় বলে ফেলেছেন যে, সোসালিস্ট প্যাটার্ন তিনি বোঝেন না, কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে বাধ্য, কারণ রেজোলিউসান হয়ে গেছে সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্ন করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি হাঁসপাতালগুলির চিকিৎসার ব্যাপারে ক্যাপিটালিস্টিক টাইপ চলছে। কেন হচ্ছে তাই জানাচ্ছি। সদর এবং সাবডিভিসনে হাঁসপাতাল আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয় জানেন, তিনি একজন এ্যানাটমির টিচার ছিলেন, আমিও এ্যানাটমির টিচার, তিনি আমার কো-একজামিনার ছিলেন। তিনি জানেন স্টম্যাকের ক্যাপাসিটি কি? মেডিকেল কলেজে রোগীরা পার ক্যাপিটা ডায়েট পায় ২৷৷০ টাকা। পটলডাঙ্গা হসপিটালে ২৷৷০ টাকা পায় আর উল্টোডাঙ্গায় ১৩ আনার বেশী পায় না। তাহ'লে আমরা কি ধরে নেব যে, পটলডাঙ্গার রোগীদের ২৷৷০ টাকা খাবার পাকস্থলী আছে আর উল্টাডাঙ্গার হাঁসপাতালের রোগীরা ১৩ আনার বেশী খেলে মরে যাবে। এই যে ব্যবস্থা, এখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, মেডিকেল কলেজের জন্য এ্যামেনিটিজ দরকার তা আমরা জানি, যদি ইউনিফরমিটিজ অব এ্যামেনিটিজ হ'ত তাহ'লে সারা বাংলাদেশে সেটা সংগত হ'ত। আমাদের সদর সাভডিভিসনাল হাঁসপাতালগুলির কথা জানি, সেখানে ৫ আনা ৬ আনা যদি খেতে পায় তাহ'লে তাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। যদি শুধু মন্ত্রীমহাশয় সার্টেন সদর এবং সাব-ডিভিসনাল হসপিটালস না বলতেন তাহ'লে এই বিলকে আমরা অভিবাদন করতাম। আমরা এই বিলকে অভিবাদন করতাম যদি মন্ত্রীমহাশয় সমস্ত বেসরকারী হাঁসপাতাল যাহা পশ্চিম বাংলায় আছে তাদের সমস্ত ব্যয়ভার তাঁরা তুলে নিতেন এবং একই রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। আমি আপনার কাছে জানাচ্ছি কি রকম হয়। সদর সাবডিভিসন হাঁসপাতাল চন্দননগরে একটি আছে, সেখানে ডাক্তার আছে। আগে যখন চন্দননগর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ছিল তখন সেখানে লোকাল এ্যাডমিনিস্টেসানের চোখের সামনে ছিল এবং তারা যে কোন সময়ে ইন্সপেকসান করতে যেতে পারতো এই সম্ভাবনার দরুণ হাঁসপাতালের স্টাফের একটা ভয় ছিল। কিন্তু এখন তাদের প্রভুরা থাকেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। অতএব তাঁরা সেখানকার লোককে কেয়ার করেন না। রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তৃপক্ষকে যদি কোন রকমে সন্তুষ্ট করা যায় তাহ'লে তাদের চাকরী থাকবে। এফিসিয়েন্সি থাক আর নাই থাক তার জন্য কিছু যায় আসে না। আপনারা জানেন বেঙ্গল টেলিফোন আগে কি ছিল আর এখন সরকারের হাতে এসে কি হয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় সবই জানেন কিন্তু তাদের এফিসিয়েন্সি বার ঠিকই থাকে। আমাদের ওখানের একটা হাঁসপাতালের কথা বলছি। ৬ই মার্চ একটা পেসেন্ট ভর্তি হয়, ২৬ দিন হাঁসপাতালে থাকে এবং তারপর ডিসচার্জ করা হয়। ডিসচার্জ কার্ডে ডায়াগনসিস ছিল জ্বর, ফিভার। এখানে আমার মেডিসিনের শিক্ষক আছেন, যিনি আমাদের মেডিসিন পড়িয়েছিলেন—ডাক্তার বন্ধুরাও আছেন। তাঁরা জানেন

fever is not a diagnosis, it is a sign or a symptom.

একথা আমার শিক্ষকমহাশয়ই শিখিয়েছেন, আমরাও শিখেছি। ৬ বছরের মেয়েটির জ্বর এবং কাসি ছিল। চন্দননগরের হাঁসপাতালে এক্স-রে ইনস্টলেসান আছে, রেডিওলজিস্ট আছে, তা

সত্ত্বেও ডায়াগনসিস হ'ল ফিভার! তাকে পাঠানো হ'ল আউটডোরে। সেখানে চীফ মেডিকেল অফিসার তাকে এক্স-রে করবার জন্য হুগলী ইমামবাড়া হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা রিপোর্ট দিলেন

"Extensive bilateral infiltration in both lungs."

তারপরে তাকে শ্রীরামপুরে টি, বি, ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারা বললেন, কেসটা বহু এ্যাডভান্সড হয়ে গেছে, অনেক দেরী হয়ে গেছে। আপনারাই ভেবে দেখুন হস্পিটালের এটা কি রকম স্ট্যানডার্ড অব এফিসিয়েন্সি। শুধু এখানে এনডাউমেন্ট ট্রাস্ট ফান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতে দিয়ে দিলেই প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হবে না। তাহ'লে বলতে হবে যে ফান্ড কার হাতে গেল কি না গেল সেটাই বড় কথা নয়, এই ফান্ডগুলিকে রেগুলারাইজ করা দরকার। তাই যদি ইমপ্রুভমেন্ট করতে হয়, উন্নতি করতে হয়, তাহ'লে দু'টো জিনিষ দেখতে হবে। সুধীরবাবু এখানে আইনের কথা বলে গেছেন, আমি আইনের কথা জানি না, সেইজন্য আইনের কথা তুলবো না। কিন্তু আমি জানাতে চাই, হাঁসপাতালে চিকিৎসার যদি উন্নতি করতে হয়, যদি ওয়েলফেয়ার স্টেটের পত্তন করতে হয়, যদি সোসালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটী করতে হয়, তাহ'লে এ পথে হবে না—এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি এবং প্রফেসনাল এফিসিয়েন্সি এই দুই দিকেই দেখতে হবে। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি আনতে গেলে ভিজিল্যান্স এবং ইন্সপেকসান চাই। রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে এ্যাডমিনিস্ট্রেসান চালালে জলপাইগুড়ির হস্পিটাল কেয়ার করবেন না। জলপাইগুড়ির লোক মরলো কি বাঁচলো, কেন মরলো সেটা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বিচার করা যাবে না। সরকারের অনেক ডেপুটী ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেস আছে, কিন্তু আমি জানি না তাঁরা বৎসরে কতবার মফঃস্বলের হাঁসপাতালগুলি ইন্সপেক্ট করেন। তাদের এফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে কি করছেন? আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন কি পদ্ধতিতে ডাক্তারী করা হয়। কিছুদিন পূর্বে হুগলীতে একজন সিভিল সার্জেন্ট ছিলেন। তিনি চক্ষু চিকিৎষায় পারদর্শী।

[4-30—4-40 p.m.]

সেই যে চক্ষু চিকিৎসা বিশারদ চোখের যদি ছানি পড়ে তাহ'লে তা দ্বারা উপকার হয়। একথা ঠিক কিন্তু সেখানে যদি একটি ইমার্জেন্সি কেস, একটা এ্যাকিউট এ্যাপেন্ডিসাইটিস বা ডিফিকাল্ট লেবার আসে তাহ'লে পর উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করা হয় না, সেটা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিতে হয়। চন্দননগরের হাঁসপাতালেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেখানে একজন এফ, আর, সি, এস, সিভিল সার্জন, চীফ মেডিক্যাল অফিসার। তিনি একাধিক সিম্পল ফ্র্যাকচার কেসের চিকিৎসা না ক'রে আর,জি,কর হস্পিটালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধরুন, রিটেনসান অব ইউরিন, যার জন্য সুপ্রাপিউটিক অপারেশন প্রয়োজন, এই সমস্ত কেস যে কোন ভাল ডাক্তার এমন কি লাইসেনসিয়েট ডাক্তারেরও এ জিনিষ চিকিৎসা করা উচিত। কিন্তু তা না ক'রে রিলিফ করার জন্য যদি কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে কলকাতার হাঁসপাতালে ভীড় হবে না কেন? এই পলিসির জন্য কে দায়ী? যদি প্রত্যেক জেলায়, সদর হাঁসপাতালে এফিসিয়েন্ট ডাক্তার দেওয়া হ'ত তাহ'লে এ জিনিষ হ'ত না। ব্যবস্থা এমনভাবে করা হ'ক, এমনভাবে এ্যারেঞ্জ করা উচিত যাতে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল এ্যান্ড গায়নোকোলজিক্যাল, যে কোন রকম ইমার্জেন্সি কেস যেন ট্যাকল করা যায়। অবশ্য এসকল ছাড়াও এমন অনেক কেস আছে যা কলকাতায় আসবে।

তারপর নর্থ বেঙ্গলে জলপাইগুড়িতে, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় যে মেডিকেল স্কুলগুলি ছিল তা উঠিয়ে দিয়ে চারটি মেডিক্যাল কলেজ করা হয়েছে এবং সব কয়টিই এই কলকাতায় সেন্ট্রালাইজ করা হয়েছে। কিন্তু এরকম কোন্ স্টেটে আছে? মাদ্রাজে যতগুলি মেডিক্যাল কলেজ আছে সে সবগুলি কি মাদ্রাজ সহরে? বোম্বেতে যে মেডিক্যাল কলেজ আছে সে সবগুলি কি বোম্বাই সহরে? এমন কি বিহারে যে দু'টি মেডিক্যাল কলেজ আছে তার একটি দ্বারভাঙ্গায় ও অন্যটি পাটনায়। কিন্তু বাংলাদেশে সবে ৪টি মেডিক্যাল কলেজ তার সব কটিই কলকাতার বুকে। তাতে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যদি কলকাতায় আসে তাহ'লে কি লোকের দোষ? একথাই জিজ্ঞাসা করছি।

আজকে আপনারা জানেন—পাকিস্থান হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে ট্রেনে বা নৌকা ক'রে মন্ত্রীমহাশয় যদি একবার ঘুরে আসেন তাহ'লে আমরা জানি কলকাতায় ফিরে এসে তাদের গা টেপাতে হবে। এই তো অবস্থা। এখন উত্তরবঙ্গের কোন কমপ্লিকেটেড কেস, গ্যাসপিং পেসেন্ট যদি আজ কলকাতার পথে গাড়ীতে মারা যায় তাহ'লে তার জন্য দায়ী হবে কে? আজ শুধু কলকাতায় না ক'রে জলপাইগুড়িতেও যদি একটা আলাদা মেডিকেল কলেজ করা হ'ত এবং সেখানে ফার্স্ট গ্রেড ডক্টর রাখা হ'ত, ফিজিসিয়ান, গায়নোকোলজিক্যাল অবসটেরিক্স সার্জন ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'ত তাহ'লে একদিকে স্থানীয় লোকেরা যেমন চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকৃত হ'ত অন্যদিকে স্থানীয় ডাক্তাররাও কনসাল্টেসানের সাহায্য পেত। তাহ'লে কলকাতায়ও ভীড় কমিত। মফঃস্বলে রোগীদের খাদ্যের যে অবস্থা সে আপনারা হয়ত জানেন—কলকাতার হাঁসপাতালে ২৷৷৹ টাকার ডায়েট আর মফঃস্বলে ৷৴১০ আনার ডায়েট—এই তো অবস্থা। যদি এফিসিয়েন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেসান হ'ত তাহ'লে আজ ৷৴৹ আনার "সিন্নী" খেয়ে মফঃস্বলে রোগীদের পড়ে থাকতে হ'ত না। এই যে অবস্থা, এই যদি পলিসি হয় তাহ'লে আমি বুঝতে পারি না ওয়েলফেয়ার স্টেট বলবার মানে কি। এরা সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটী করছেন কিন্তু জলপাইগুড়িতে রোগী ৷৴১০ আনা খাবে আর কলকাতায় রোগী ২ টাকা খাবে—

is it in keeping with the socialistic pattern or spirit?

আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি। এ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগস মেডিক্যাল কলেজে দেওয়া হয় কিন্তু সদর এ্যান্ড সাবডিভিসনাল হসপিটালে কি এ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ দেওয়া হয়? সেখানে চরণামৃত দেওয়া হয়ত হয় না কিন্তু মিকশ্চার বলে যে পদার্থ ওখানে দেওয়া হয় তার যে কি স্ট্যানডার্ড তা কি আপনারা জানেন না, না মন্ত্রীমহাশয় জানেন না? আমি আমার নিজের হাঁসপাতালের কথাই বলি। ওয়ার টাইমে যে কুইনাইন ৫ গ্রেণ ক'রে দেওয়া হ'ত, অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেল তাতে ৫ গ্রেণ ক'রে থাকে না—অথচ যেখানে ৫ গ্রেণ ক'রে ঔষধ দেওয়া দরকার সেই ম্যালেরিয়াতে যদি তার কম দেওয়া হয় তাহ'লে রোগ সারবে কি ক'রে? চায়ের চিনি কমবেশী হ'লে চেখে হয়ত বুঝা যায় কিন্তু কুইনাইন তেতো, তাতে পাঁচ গ্রেণ আছে কি কম আছে তা চেখে বুঝা যায় না—এই যে অবস্থা তাতে মফঃস্বলের রোগী যদি কলকাতায় এসে ভীড় জমায় তাহ'লে এটা কি তাদের দোষ?। মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যে, এই বিল আনবেন না। তিনি এনডাউমেন্ট ও ট্রাস্ট ফান্ড রেগুলারাইজেসানের কথা বলেছেন। ১২ বছরে যদি রেগুলারাইজড না হয়ে থাকে তাহ'লে আরও দু'বছর অপেক্ষা করলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। ১৪ বৎসর রামচন্দ্রের বনবাস হয়েছিল কিন্তু বিলের বনবাস হবে না। তাই বলছি এমন বিল নিয়ে আসুন যে বিলের মধ্যে সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্ন রিয়ালি দেখতে পাব, যে বিল এনে একটা গভর্নমেন্ট ওয়েলফেয়ার স্টেট বলে গর্ব করতে পারবেন। তারপর বর্তমানে যে সমস্ত হাঁসপাতাল আছে তাতে, আপনারা জানেন, মন্ত্রীমহাশয়ও জানেন, এই রকম কমপ্লেন্ট হয় যে, ডাক্তাররা সময়মত যেতে পারেন না, তাতে রোগীদের কষ্ট হয় কিন্তু অনারারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট—তারাও তো পেটে খাবে—ঠিক সময়ে যেতে যদি না পারে তাহ'লে দোষই বা কাকে দেব? মন্ত্রীমহাশয় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট যখন ছিলেন তখন অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন—ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনে নেতা হিসাবে তার যে স্পিরিট ছিল, আদর্শ ছিল আশা করি এখানেও সেই আদর্শ, সেই স্পিরিট দেখতে পাব; তা না হয়ে যে বিল হচ্ছে সার্টেন হসপিটালস পিক এ্যান্ড চুজ কেন করা হ'ল তা বুঝতে পাচ্ছি না। এখানে রাখহরিবাবু বল্লেন, বাঁকুড়া মিশনারী হাঁসপাতাল, বাঁকুড়া সম্মিলনী হাঁসপাতালকে কেন ত্যাজ্যপুত্র করা হ'ল? মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন না যে, বাঁকুড়া সম্মিলনী, বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজ করবার চেষ্টা করেছিল? ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেট ইউন্যানিমাসলি এ্যাপ্রুভাল দিয়েছে, শুধু চ্যান্সেলরের এ্যাপ্রুভাল বাকী ছিল। জানি না কোন্ কারণে এই এ্যাপ্রুভাল বাকী রয়েছে! ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্সপেক্টর গিয়েছিলেন ইন্সপেক্ট করতে। ইন্সপেক-সানের পর বল্লেন, কতকগুলি গলদ আছে। শ্রীকুমারবাবু এখানে ব'সে আছেন, তিনিও সেই সময় সিন্ডিকেটে ছিলেন, তিনিও জানেন কি গলদ আছে, কেন তাকে এ্যাফিলিয়েসান দেওয়া হ'ল না? এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করবার জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে উন্নয়ন করবার জন্য সম্মিলনী ২ লক্ষ ২৷৷৹ লক্ষ টাকা খরচ করল এবং সিনেট এ্যাফিলিয়েসান দিল, কিন্তু কার

অসন্তুষ্টির জন্য কোনখানে হোচট্ খেল যার জন্য ফর্মাল্ এ্যাপ্রুভাল দেওয়া হ'ল না? আশা করি গভর্নমেন্ট এবং মন্ত্রীমহাশয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন। তারপর ভোর কমিটির রিপোর্ট কি ছিল? তাতে ছিল বেশী কলেজ করা হ'ক, সদর এ্যান্ড সাবডিভিসনাল হসপিটাল করা হ'ক, সেটা ডিসস্ট্রিক্টওয়াইজ না হ'ক অন্ততঃ বাইরে করা হ'ক, কিন্তু সে জিনিষ এখানে দেখতে পাচ্ছি না। মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় সেই রিপোর্টের একজন সাক্ষরকারী ছিলেন কিন্তু সেই রিপোর্টে যা রেকমেন্ডেসানস ছিল এখানে তা কার্যে পরিণত করার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আজকে সদর ও সাবডিভিসনাল হাঁসপাতালের কতকগুলির এনডাউমেন্ট ও ট্রাস্ট ফান্ড সম্বন্ধে ব্যবস্থা করাটাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এনডাউমেন্ট ও ট্রাস্ট ফান্ড যা ছিল সেগুলি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতে দেওয়া তাহ'লে তাতেই কি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে যাবে? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের টাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখলেই কি দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়ে যাবে? কোন্ ইউনিফরমিটির কথা মন্ত্রীমহাশয় বলছেন সেটা আমরা জানতে চাই। হাঁসপাতালে কি দেখতে পাই?

Uniformity in administrative, efficiency, uniformity as regards amenities, diet, medicine, etc.

এই সমস্ত ইউনিফরমিটির ব্যবস্থা হচ্ছে কি? কোথাও কিছু দেখতে পাই না। তারপর বলা হয়েছে এনডাউমেন্ট কন্ডিসান প্রাইভেট হসপিটালে যা আছে তা বজায় রেখে দেব। প্রাইভেট হসপিটালে এনডাউমেন্ট কন্ডিসান কিছু কিছু এমন আছে যাতে কম্যুনাল বা ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট হতে পারে। সে সব সর্ত ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউসানের বিরোধী হবে। যেমন, মাড়োয়ারী হাঁসপাতালে মাড়োয়ারী ছাড়া ভর্তি হতে পাবে না, ইসলামিয়া হসপিটালে মুসলমান ছাড়া ভর্তি হতে পাবে না। তারা হয়ত বলবেন, না, এমন কিছু কন্ডিসান তাতে নাই। সেকুলার স্টেট আমাদের, তাই কম্যুনাল কোন কন্ডিসান রাখতে পারে না, তবে এমনিভাবে কন্ডিসানগুলো রাখা হয়েছে যেন মাড়োয়ারী হাঁসপাতালে মাড়োয়ারী এবং ইসলামিয়াতে মুসলমান ছাড়া ভর্তি হতে না পারে। এনডাউমেন্ট ট্রাস্টে সে রকম যদি থাকে তাহ'লে আইন ক'রে তার বিহিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এফিসিয়েন্সি ইন এ্যাডমিনিস্ট্রেসান যদি করতে হয় তাহ'লে হাঁসপাতালে যারা যায় সেইসব লোকের মতামত তাদের দৃষ্টি এড়াবার যাতে কোন উপায় না থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তা না ক'রে সাইড ট্র্যাক করার ব্যবস্থা করেন তাহ'লে এফিসিয়েন্সি ইন এ্যাডমিনিস্ট্রেসান কোন দিন হবে না।

আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো কোন্ পার্টি কি বলছে সেদিকে না ঝুঁকে বিলটাকে আরও বৃহত্তর করুন এবং এমন বিল নিয়ে আসুন যাতে শুধু মন্ত্রীমহাশয় এবং বাংলা গভর্নমেন্টের নয়, সারা বাংলাদেশের গৌরব হবে এবং জনসাধারণ সত্যই মনে করবে যে সত্যই এটা একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট; তা যদি না হয় তাহ'লে দেশের যে অবস্থা তাতে সব রোগ বেড়েই যাবে।

[4-40—4-50 p.m.]

কেন এত রোগ হচ্ছে? কি কি কারণে এত রোগ হচ্ছে তা ভাবা উচিত। এইসব দিক ভেবে, বিবেচনা ক'রে এইসব সদর হাঁসপাতাল করা উচিত। আমি মেডিক্যাল কলেজে সম্প্রতি গিয়েছি। সেটা টিচিং হসপিটাল। সেখানে বেডের পাশে ছেলেরা দাঁড়াতেই পারে না। সেখানে ক্লিনিকস দেওয়া হবে কেমন ক'রে? আপনারা অনুগ্রহ ক'রে গিয়ে দেখে আসবেন ছেলেরা দাঁড়াতে পারে কি না। এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় যে, মেডিক্যাল কলেজে এমন একটা অবস্থা হতে পারে যে, ছেলেরা দাঁড়াতে পারে না। টিচাররা বেডের পাশে ছাত্রদের নিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। কত রকম ইনফেকসান নিয়ে রোগী আসে। হয়ত একজন টাইফয়েড রোগী সাসপেক্টেড টিউবারকুলার রোগীর পাশে সিট পেল। তার টাইফয়েড সেরে গেল, কিন্তু টিউবারকুলার রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায় বাড়ী যাওয়ার সময় ড্রপলেট ইনফেকসান নিয়ে বাড়ী গেল। এই তো হয়েছে আমাদের দেশের সায়েন্টিফিক হসপিটালের অবস্থা। অনুগ্রহ ক'রে আপনারা যান, দেখে আসুন আজ মেডিক্যাল কলেজে কি অবস্থা হয়েছে। একটা টিচিং হসপিটালের অবস্থা এরকম হতে পারে তা দেখে না এলে বিশ্বাস হবে না। মফঃস্বলের হাঁসপাতালগুলির যদি উন্নতি করতে চান তবে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ

এফিসিয়েন্সি ও প্রফেসানাল এফিসিয়েন্সি দুদিকেই নজর দিতে হবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে ডেপুটী ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেসের নাম্বার বাড়ালেই হবে না। স্থানীয় লোক আছেন, মিউনিসিপ্যালিটি আছে, ইলেক্টেড বডি আছে, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসান আছে, আপনাদেরও বিশিষ্ট লোক আছেন, তাঁদের নিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসানের সহযোগিতায় এমন হাঁসপাতাল তৈরী করুন যাতে লোকে হাঁসপাতালের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বে লোকে হাঁসপাতালে যাবার নাম করলেই আতঙ্কিত হ'ত এবং মনে করত হাঁসপাতালে ভর্তি হওয়া মানেই মৃত্যু। এখন মফঃস্বলে এই অবস্থাই চলছে। সেখানে লোকে হাঁসপাতালের চেয়ে মাদুলীর উপর বেশী বিশ্বাস রাখে কেন? কারণ হাঁসপাতালের ব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা নেই। তারা মনে করে হাঁসপাতালে যাওয়া মানে স্থির মৃত্যু।

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, your time is over.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আচ্ছা, তাহলে আমি বসছি। পরে বিশেষ করে বলব।

Mr. Speaker: I did not like to interrupt because it was your maiden speech and the Parliamentary convention is that if a member speaks for the first time he should not be interrupted. I ought to tell you that the debate should always be relevent. It is a circulation motion but you have practically covered the whole medical administration. Henceforth you should try to confine yourself to the subject matter of the debate.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I have listened to the friends opposite. Sir, you have rightly pointed out the irrelevancy of the points raised by my friend Dr. Chatterjee. So far as the other points raised by Mr. Banerjee I would say that since Government have taken over charge of these sadar and subdivisional hospitals funds, as far as could be made available, have been utilised for improving the conditions of those hospitals. The hospitals at Jalpaiguri, Burdwan, Darjeeling, Berhampore, Balurghat, Suri and Malda are district hospitals and have been upgraded. It cost us at the rate of about 8/10 lakhs to bring each of them up to the modern standard. Regarding subdivisional hospitals—Siliguri, Raiganj, Vishnupur, Rampurhat, Jhargram and Bongaon have been taken up for improvement. Some of them have already been improved and works are in progress in others. My object in bringing forward this Bill before this House is to get your assent so that Government can go on spending money over these institutions which have become to all intents and purposes State institutions. When the amendments will be moved it will be seen that some more hospitals have been sought to be brought in. But I would say that only those hospitals which have been taken over by the Government are intended to be brought under the provisions of this Bill. We are alive to the difficulties of non-official institutions existing all over the State and whenever appeals were made to us we have tried our utmost to make financial aid available to these non-official hospitals to the best of our ability. Sj. Rakhahari Chatterjee has mentioned about the Bankura Sammilani Hospital. Probably many do not know that during the last four years Government have made available 1 lakh 97 thousand rupees to this hospital. I had been to Bankura Sammilani Hospital and to my amazement I found no improvement made in the hospital by proper utilisation of this sum of money. The money was perhaps diverted in trying to improve the school to make it fit one for University affiliation as a Medical College but that is not the point before us. So far as the point raised by Sj. Sudhir Ray Chaudhuri, an astute lawyer, I can assure him through you Sir, that Government have not suffered even the loss of a penny by this belated Bill. The money is lying with the trustees—either the District Magistrate or the Chairman of the Municipality

or the Chairman of the District Board or the trustees of the donors. Only money could not be made available to us for utilisation for the purpose for which these funds were endowed. That is why we want to regularise the whole thing by bringing it under one agency. We have suggested to make the Official Trustee as the truste of all the trusts so that we can utilise thereby the money that are lying in trust. He can rest assured that no money will be lost to the Government and there is no question of limitation so far as these trusts are concerned. This is not a property transaction. This is utilisation of a sacred trust and I do not think there will be any loss on that account. Dr. Chatterjee has waxed eloquence about the welfare State. I am one of those who believe no less than him that the patients' care should be the concern of the State. In this State we are devoting each year enhanced expenditure so that positive health can be achieved in this State of ours. If statistics can have any value the death rate has decreased considerably in this State of ours. How can that be possible unless the Government is managing the hospitals in a more efficient manner? I wish we could take over all the hospitials but the private sector should also have some scope for work and non-official institutions have played their part admirably well in the past. I do not think by merely taking them over by Government there will be brought an atmosphere of reliability. Much has been said about the sadar and subdivisional hospitals, as so many death-traps where people come in not to be relieved of their suffering but to be relieved of their human existence. But even then I can tell the House that the number of patients seeking succour in these institutions have increased not only because disease and death have increased but because of the economic conditions prevailing in the country and the apprehension which people had in the past about scientific medicines has gradually disappeared and people have commenced to appreciate the beneficial measures which are made available in these hospitals.

[4-50—5-15 p.m.]

Dr. Chatterjee has mentioned about the Chandernagore Hospital. We from this State of ours have not changed the personnel of this hospital. The personnel remain the same although the hospital has vested in us, the Government of West Bengal, on the 2nd of October last year. If the defect is there in the personnel's behaviour towards the patients, seen ("Question" from the Opposition benches) it is not the responsibiiity of the Government because this Government in course of these few months have not done some such thing so that the very behavioiur, the character and the mental outlook of the medical personnel attached to the Chandernagore Hospital can get so bad as that.

Regarding inspection and other factors our agencies are there. They are doing their utmost to see that the staff in these hospitals do perform their duty which is their legitimate obligation and the people do get the best from them. I do not think, Sir, by agreeing to the motion for circulation of the Bill we will gain anything. On the contrary, I think the delaying tactics will be followed and it will be difficult for the Government to proceed ahead with the upgrading programme of these hospitals in course of time.

The other hospitals which need special consideration, if they agree and if we find funds enough and resources enough to take them over certainly we will do so with the greatest amount of pleasure. But I am now confining the consideration to the 36 hospitals whose names have been included in the schedule.

Sir, I think, although belated, nothing is to late in the day. Let us do what is possible to take them over on a permanent and legal basis and do our

utmost to improve these hospitals. That is the aim behind the objective of this Bill. With these words, Sir, I oppose the circulation motion.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1955, was then put and lost.

Mr. Speaker: The other amendment No. 2 of Sj. Rakhahari Chatterjee falls through.

The motion of the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukherji that the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 1(*1*), lines 1 and 2, for the words "Sadar and Subdivisional Hospitals" the words "State Hospitals" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 1(*2*), in line 3, after the word "appoint" the words "which shall not be later than 1st April, 1956" be inserted.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা ইন কিপিং উইথ দি প্রব্লেম—যেটা ডাঃ হীরেণ চ্যাটার্জী আমাদের সামনে রেখেছেন। আমি চেয়েছি এই এ্যামেন্ডমেন্টে যে সদর এ্যান্ড সাবডিভিসনাল হসপিটালের বদলে স্টেট হসপিটাল কথাটা সাবস্টিটিউট করা হ'ক। তার মানে এর মধ্যে বিরোধিতার কোন ভাব নাই। আমি যেটা চাচ্ছি, উনি যেটা চাচ্ছেন, সেটা আরও একটু বৃহত্তর ক'রে স্টেট হসপিটাল ক'রে কলিকাতা পর্যন্ত সমস্ত হাঁসপাতালগুলি নিয়ে নেন। কেন? আপনি জানেন ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্ বা অন্য কোন প্ল্যানের মধ্যে চিকিৎসাকে যদি কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলা হয়, তাহ'লে আমি বিশ্বাস করি চিকিৎসা বিকেন্দ্রীকরণ করতে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণ না করলে চলবে না। উনি বলেছেন পাবলিক সেক্টর রাখতে চাই। ওটা শুধু একটা কথার কথা নিয়েছেন। সেখানে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ও ইকনমিক্সের কথা আনা হয়েছে—পাবলিক সেক্টর ইন মেডিসিন। যেখানে পাবলিকের ট্যাঁকে পয়সা নাই, যেখানে সাধারণ মানুষ চাচ্ছে হাঁসপাতালগুলি সব এক জায়গায় আসুক সেখানে ইকনমিক্সের বড় বড় কথা হচ্ছে। উনি পাবলিক সেক্টর ইন মেডিসিন রাখতে চান। কিন্তু ইকনমিক্সের কন্ট্রোভার্সি এখন ইকনমিক্সে থাক। আমি অনুরোধ করছি আগে হাঁসপাতালগুলি সেন্ট্রালাইজড করুন; পরে যা আছে তা পরে দেখা যাবে।

Sj. Jnanendra Kumar Choudhury:

আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা হচ্ছে, উনি এর একটা ডেট ফিক্স করেন নাই সেই ডেট তিনি ফিক্স করুন। স্টেট ম্যানেজড করছেন যখন, তখন সেটা ফুল-ফ্লেজেড স্টেট হসপিটাল হয়ে যাবে, সেটা কবে থেকে হবে, তার কোন ডেট এখানে না থাকায় আমি একটা ডেট মেনসান করতে বলছি। এর আগে এস্টেটস্ এ্যাকুইজিসান এ্যাক্টের যেমন ডেট মেনসান করা ছিল, ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ। তাই আমি বলছি

"It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint, but not later than the 1st April, 1956".

এইটা করা হ'ক। কেন না, সরকারের অনেক বিষয়ে দেখা যায় ফুল-ফ্লেজেড গভর্নমেন্ট হসপিটাল হয়ে গেলে কতকগুলি এ্যাডভান্টেজ আছে। সেখানে যারা টেম্পোরারীভাবে সার্ভ করছে, তাদের সুবিধা আছে। অবশ্য এতে লজ্জিত হবার কারণ নাই। যাঁরা চাকরী করছেন স্টেট হসপিটাল হ'লে পর পার্মানেন্ট হতে পারবে। তাতে ক'রে তাঁরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন। তাই একটা টাইম ফিক্স করা হ'লে ভাল হয় যে এই সময়ের মধ্যে এটা নিয়ে নেবেন।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, as I have explained earlier, we are concerned with those hospitals which are already in our possession. By making the term wide we will bring in complication the results of which it will be very difficult to assess at this stage. I want to make it clear further that if the authorities of any institution cannot run it properly and want to make it over to the Government, we will certainly look into it with the utmost amount of sympathy and concern.

With regard to the amendment of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury to fix date as 1st April, 1956, I think, Sir, we will be able to give effect to the provisions of the Bill, if it is enacted, much earlier than 1st April, 1956. Therefore, there will hardly be any room for any difficulty which he visualizes. None will be adversely affected if the Bill is passed and I can assure you, Sir, and the members through you that no delay will occur from our side to give effect to the provisions of the Bill.

Therefore, I am unable to accept either of the amendments.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 1(*1*), lines 1 and 2, for the words "Sadar and Subdivisional Hospitals" the words "State Hospitals" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 1(*2*), in line 3, after the word "appoint" the words "which shall not be later than 1st April, 1956" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that clause 2(*b*) be omitted.

এতে বলবার কিছু নাই। এটা প্রথম এমেন্ডমেন্টটার কোরোলারী এর আরগ্যুমেন্টও ঐ একই।

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that clause 2(*b*) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned till 5-15 p.m.]

[*After adjournment*].

[5-15—5-25 p.m.]

Clause 3

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 3(*1*)(*a*), in line 6, after the word "Government" the words "and be State property" be inserted.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 3(*1*)(*c*), line 3, for the words "as from that day" the words "as from the date of their appointment" be substituted.

Sj. Subodh Banerjee; Sir, I beg to move that in clause 3(*1*)(*c*), lines 6 to 8, for the words beginning with "may be determined by" and ending with "before that day" the words "are applicable to Government employees but in no case shall the special amenities or benefits, if any, existing before that day be withdrawn" be substituted.

Mr. Speaker: Amendments Nos. 10 and 11 are out of order.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

আমার এমেন্ডমেন্টটা কিছুই নয়। আমার এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে—

(1)(a) "that the said hospitals together with all lands, buildings, erections, fixtures, furniture, equipments, stores, drugs, monies, contracts,debts and all other assets and liabilities thereof shall, subject to sub-section (*2*), stand transferred to the State Government and be State property."

যদি কোন লিগ্যাল ডিফেক্ট থাকে বা যদি কোন রকম গলদ থাকে সেইজন্য স্টেট প্রপার্টি করা হউক। এই এমেন্ডমেন্ট থাকলে কোন কালে কোন কোয়েশ্চেন উঠতে পারবে না। এই আমার এমেন্ডমেন্ট।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই ক্লজ (৩)(১)(সি) সেকসানের এ্যামেন্ডমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সব 'পার্সনস এমপ্লয়েড' আছে তাদের সার্ভিস রেগুলারাইজ করা হবে কি না। কিন্তু 'অবজেক্টস্ এ্যান্ড রিজনস্'এ এমন কতকগুলি ভেগ কথা রয়েছে যেটা ক্ল্যারিফাই না করলে গরীব কর্মচারীদের পক্ষে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে রাইটার্স বিল্ডিংসে দরখাস্ত পেশ করা এবং সুবিচারের আশা করা মুস্কিল। এখানে লেখা আছে—

"Existing employees of the hospital who are already treated as temporary Government servants shall be deemed to be full-fledged Government servants from the aforesaid date".

এই 'এ্যাফোরসেড ডেট' সম্বন্ধে একটা ক্ল্যারিফিকেসান এবং মডিফিকেসান চাইছি। এই কথা অনুসারে লীগ্যালি টেকন ওভার হ'লে পর তারা যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিসে টেম্পোরারী হিসাবে দুর্ভিক্ষের সময় থেকে ৪৩তে আসে আর আজ এই ৫৫তে ল ইন অপারেসান হবার পর সে কথা মানে কি তারা পার্মানেন্ট সার্ভেন্ট ফ্রম দ্যাট ডেট হবে? সে সম্বন্ধে ক্ল্যারিফিকেসান নাই, এ্যাক্ট হয়ে আছে। এ্যাজ ফ্রম দি ডেট অব হিজ এ্যাপয়েন্টমেন্ট হ'লে যখনই সে হাঁসপাতালে ঢুকছে তা সেটা প্রাইভেটলি ম্যানেজড থাক আর যাই থাক—যেমন কারখানায় যারা কাজ করে, বা সম্পত্তি হস্তান্তর হ'লেও যে মনিবেরই কাজ হবে তার কাজ সেইদিন থেকেই কাউন্টেড হবে এই নিয়ে বাহিরে চারিধারে গণ্ডগোল মিট করা হয়। কিন্তু সরকার যেখানে নিচ্ছেন সেখানে সাধারণ মানুষের চেয়ে সরকারের কাছে লোক বেশী সুবিধার আশা করে। সুতরাং এখানে ক্ল্যারিফিকেসান থাকা উচিত যে যেদিন আইন পাশ করেছেন সেইদিন থেকে না যেদিন টেক ওভার করেছেন সেইদিন থেকে? আর একটা কথা হচ্ছে, তারা সেই হাঁসপাতালে যখন কাজ করত তখন তারা পার্মানেন্ট ছিল, তারা পার্মানেন্ট সার্ভেন্টস অব দি হসপিটাল ছিল। কিন্তু সরকার নিচ্ছেন ব'লে সে কি টেম্পোরারী অফিসার অব দি গভর্নমেন্ট হয়ে থাকবে। সরকার যে দিন নিচ্ছেন ১৫ বছর পরে সে বেঁচে কাজ করবে মাত্র দু'বছর। টেম্পোরারির জায়গায় পার্মানেন্ট সার্ভিস ফর টু ইয়ার্স এটা করায় লাভ হবে কি? যদি এতটুকু উদারতা থাকে এটা দয়া ক'রে গ্রহণ করলে সব সমাধান হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

মীঃ স্পীকার, স্যার! আমার সংশোধন প্রস্তাব যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী হাঁসপাতালে কাজ করছে তাদের সম্বন্ধে। এখানে এই বিলে একটা কথা বলা হয়েছে যে, তাদের চাকরীর সর্ত কি হবে তা সরকার পরে ঠিক করবেন। এ যে কোন্ ধরণের কথা তা বুঝি না। যে মুহূর্তে সরকার হাঁসপাতালগুলোকে গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন সেই মুহূর্ত হতেই এই সমস্ত কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়। কেবলমাত্র আইনসম্মত করার জন্য যেদিন থেকে হাঁসপাতালগুলো এই বিলের জোরে নেওয়া হবে সেই দিন হতে তাদের সরকারী কর্মচারী ধরলে হবে না; যবে থেকে কার্যতঃ সরকার এই হাঁসপাতালগুলো গ্রহণ করছেন তবে থেকে তাদের সরকারী কর্মচারী ব'লে বিবেচনা করা উচিত এবং সরকারী কর্মচারীর চাকুরী সম্পর্কে যে সমস্ত সর্ত, যে টার্মস এ্যান্ড কন্ডিসান্স, সেগুলি সেদিন থেকে তাদের প্রতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। একথা সরকার কোন জায়গায় বলেন নি। যবে থেকে আইনত গ্রহণ করেছেন এই বিলের মারফৎ তবে থেকে এই আইনগুলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে এই

কম মনে হচ্ছে। তাও আবার ভবিষ্যতে সরকার কি আইন করবেন তা আমরা জানি না। আমি মনে করি যে, সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর টার্মস এ্যান্ড কন্ডিসান্স যা আছে সেগুলো এদের প্রতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলা উচিত যে, বর্তমানে বিশেষ সুখসুবিধা তাদের যদি কিছু থেকে থাকে তাহ'লে সেগুলি কেড়ে নেওয়া হবে না। আজকালকার দিনে শ্রমবিরোধ মেটাবার জন্য যে সমস্ত ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হচ্ছে তার সর্বত্রই এই নীতি স্বীকার করা হয়। ট্রাইবিউন্যাল যে এ্যাওয়ার্ড দেন সেখানে পরিষ্কার ক'রে ব'লে দেওয়া হয়—বর্তমানে যে সমস্ত সুখসুবিধা আছে তা কোনক্রমে কেড়ে নেওয়া হবে না। সেই সমস্ত দিকে লক্ষ্য না রেখে সরকার বিলে বলেছেন এ্যাজ মে বি ডিটারমিন্ড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট। এই ভাষা অস্পষ্ট ও ভবিষ্যতে কি হবে তা এ থেকে জানা যায় না। তাই সে জায়গায় আমার বক্তব্য—

as are applicable to Government employees but in no case shall the special amenities or benefits, if any, existing before that day be withdrawn.

মোট কথা, এই সমস্ত হাঁসপাতালের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবহার করতে এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি চাকরীর সর্ত যা যা প্রযোজ্য সেই সমস্ত কর্মচারীদের প্রতি সেই সেই সর্ত প্রয়োগ করতে এবং যদি কোন বিশেষ সুখসুবিধা এই সমস্ত কর্মচারী পেয়ে থাকেন তাহ'লে তা অব্যাহত রাখতে হবে—এই আমার সংশোধনের বক্তব্য।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I have listened to the argument put forward by Shri Jnanendra Kumar Chaudhury. I do not find that it will be necessary to accept his amendment. That the property shall be transferred to the State Government is implicit enough, also that this would be run as a Government institution.

So far as Dr. Ray's amendment is concerned he wants to clarify, rather he wants to get an assurance from the Government—whatever earthly assurance is possible I have provided in the Objects and Reasons as well as in the Bill itself. I may inform you, Sir, when the institutions were taken over by the Government the employees themselves chose to be treated as temporary Government servants with the rights and privileges which they were then enjoying, namely, contributiion to the Provident Fund and utilisation of admissible leave rules, etc.

[5-25—5-35 p.m.]

Those things are now in observance. After the Bill is passed, they will be treated not as temporay Government servants but as permanent Government employees with all the privileges attached to the permanent employees of the State and I do not think any of the employees of any category will stand to lose in any way. On the contrary, I am positive that they will gain financially as well as from the status point of view. Therefore, I do not see any point in accepting any of the amendments. I, therefore, oppose all the amendmetns.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 3(*1*)(*a*), in line 6 after the word "Government" the words "and be State Property" be inserted was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 3(*1*)(*c*), line 3, for the words "as from that day" the words "as from the date of their appointment" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3(*1*)(*c*), lines 6 to 8, for the words beginning with "may be determined by" and ending with "before that day" the words "are applicable to Government employees but in no case shall the special amenities or benefits, if any, existing before that day be withdrawn" be substituted was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New Clause 4A.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that after clause 4 the following new clause be inserted, namely:—

> "4A. In order to ensure efficiency in the administration of the said hospitals and to create confidence in public mind, the State Government shall appoint one hospital Committee for each hospital consisting of 50 per cent. of the members from local municipal bodies, 25 per cent. of the members from local members of the Indian Medical Association to be nominated by the local Indian Medical Association and the balance 25 per cent. of the members being nominated by the State Government of which the local M.L.A. shall be one."

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, যে এ্যামেন্ডমেন্ট আমি দিয়েছি সেই এ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে গোড়াপত্তনের সময় আমি আমার বক্তব্য পূর্বেই বলেছি। আমি একথা জানাতে চাই যে, হাঁসপাতালে রোগী যাওয়ার কথা আমার বন্ধু এবং মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, যে সেখানে বেশী লোক যাচ্ছে এবং সেইজন্য রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর সংখ্যা দু'রকমে বাড়ে—এক হাঁসপাতালের উপর আস্থা থাকলে পরে কিম্বা শাসনপদ্ধতি ভাল হ'লে পরে।

Mr. Speaker: You can speak on those things in the third reading, but now confine yourself to your amendment.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I am speaking on my amendment. সেই কথাই বলছি, রোগী বেশী হচ্ছে সেইজন্য আরো বেশী প্রয়োজন হয়েছে এই এ্যামেন্ডমেন্টের। কারণ সকলেই জানেন, সংবাদপত্রে কলকাতার হাঁসপাতালগুলির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কী বেরিয়েছে এবং সেটা যে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাগজে বেরিয়েছে তা নয়, যে কাগজকে সরকার খাতির করেন এমন কাগজে বেরিয়েছে। সেইজন্য এই এ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন হয়েছে। যে হাঁসপাতালে রোগী আসবে সেখানে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য লোক থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এই এ্যামেন্ডমেন্টটা মন্ত্রীমহাশয়ের নিজেরই গ্রহণ করা উচিত। এবং যাঁরা আমাদের ওদিকে বসে আছেন তাঁরা যেখান থেকে এসেছেন, সদর বা সাবডিভিসন, সেখানকার হাঁসপাতালে কি কি কাজকর্ম চলছে সেটা স্থানীয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেদের হাতে দেওয়ার জন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্টে বলেছি। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশান আছে সেখান থেকে যারা নির্বাচিত, অর্থাৎ জনসাধারণের যাদের উপর আস্থা আছে, এমন লোক থাকবে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশান, যেখানে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভাপতি ছিলেন, তিনি নিজেই এই দাবী করেছিলেন। সেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশান যার একদিন সভাপতি ছিলেন আমাদের বর্তমান মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়। এই ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশান একটা সর্ব-ভারতীয় সংগঠন, গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড এবং এখান থেকে লোক এলে প্রফেসানাল এফিসিয়েন্সি এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি কি রকমভাবে চলছে, রোগীর কি রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলি তাদের চোখের সামনে থাকবে। এটা সত্য কথা যে, রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে এখান থেকে শত শত মাইল দূরে যারা আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর নয়। এটা মন্ত্রীমহাশয় নিজেও স্বীকার করবেন, অনেক সময় তাঁরা এটা বলেও থাকেন যে, এতদূর থেকে সব দেখাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এটা যদি স্থানীয় একটা হসপিটাল কমিটিকে দেওয়া যায় এবং তাদের কি কর্তব্য সেটা নির্দেশ করা যায় তাহ'লে অন্ততঃ সেখানকার যাঁরা কর্মচারী এবং ডাক্তার আছেন, তাঁরা একটু সচেতন

হবেন একথা আমরা সকলেই জানি। স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় চন্দননগর হাঁসপাতালের ডাক্তারদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা পূর্বেকার শাসন পরিষদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দননগরে যেসব ডাক্তার এ্যাপয়েন্টেড হয়েছিল সেগুলি কংগ্রেস কর্মপরিষদের আমলে। সেকথা বোধ হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় জানেন না অথবা জেনেও বলেন নি। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের আমলে স্থানীয় তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকায় একটা মরাল টোন ছিল সেটা এখন আর নেই। তার কারণ তখন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ছিল এবং তারা যেতে পারতেন হাঁসপাতালে রোগীদের অবস্থা দেখবার জন্য, তাই তখন ডাক্তাররাও খুব সচেতন ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র কয়েক মাস পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের হাতে যাওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই এই সকল অভিযোগ জ্ঞাত আছেন। আগে চন্দননগরে স্থানীয় লোকেরা যদি কোন কিছু কমপ্লেন্ট করতেন তখন হসপিটাল অথারিটিজ সেটা অবহিত হয়ে শুনতেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল এই নিয়ে অনেক কিছু হবে, স্থানীয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হয়ত তাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেবেন। কিন্তু এখন কে কার ধার ধারে? তাঁরা মনে করেন যে, গভর্নমেন্ট রাখলে তাঁদের মারে কে? এই তাঁদের এ্যাটিচুড! তাদের ধারণা "এখন পাকা গভর্নমেন্ট সার্ভিস, ফান্ডামেন্টাল রাইটে হাত দিলে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত চলে যাব, আমাদের চাকরী যাবে না"। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, একজন হয়ত টিউবারকিউলোসিস রোগীর পাশে আর একটি রোগীকে শুতে হয়, এইসব জিনিষ সরকারের চক্ষে পড়তে পারে না। যখন কোন ডাইরেক্টর বা ডেপুটী ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেস যান, তখন সেটা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং তখন হাঁসপাতালের সুইপাররা পর্যন্ত তিন দিন আগে থেকে সব পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে, জামাকাপড় কাচতে আরম্ভ করে, এমনভাবে ক'রে রাখে যেন কত পরিষ্কার! আমাদের দেশে একটা কথা আছে—আটপৌরে এবং পোষাকী, সেখানেও তাই। কাজেই তাঁরা সেখানকার দৈনন্দিন অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেন না। মন্ত্রীমহাশয় যদি আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ না করেন তাহ'লে বুঝতে হবে যে, মন্ত্রী হবার পূর্বে তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন, যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, এখন তার বিপরীত আচরণ করছেন। আমি এখানে কোন দলগত কথা বলছি না। যারা কলকাতার বাইরে থাকেন তাদের কথা বিবেচনা ক'রে আপনারা দেখুন এতে কিছুই নেই, আছে শুধু লোকাল একটা কমিটি থাকার কথা। কারণ আমি পূর্বেই বলেছি, ঔষধের ত্রুটি সম্বন্ধে একটা ভয়ংকর জিনিষ আছে। লিকেজ অব মেডিসিন—এটা একটা বড় জিনিষ এবং সেখানে কি স্ট্যান্ডার্ডে ঔষধ দেওয়া হচ্ছে সেটার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনাইন খাইয়ে জ্বর ছাড়ে না, ডোজ ঠিকমত না দিতে পারলে কি ক'রে সারবে? রোগীদের কি রকমভাবে খাওয়ানো হয়, তাদের জলমিশ্রিত দুগ্ধ বা দুগ্ধমিশ্রিত জল দেওয়া হয় কি না সেটার দিকে দৃষ্টি নিশ্চয়ই রাখা দরকার। ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেসরা যখন ইন্সপেক্ট করতে যান তখন একেবারে "গোয়ালিণী মার্কা" খাঁটী দুগ্ধ দেবার ব্যবস্থা হয়, রান্না ভাল হয়, মাছের সাইজটাও একটু উন্নততর রকমের হয়। এইগুলিই দেখবার জন্য, রোগীদের প্রতি যাতে সুবিচার হয় সেইজন্য এই এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আশা করি, মন্ত্রীমহাশয় এই এ্যামেন্ডমেন্টটিকে অন্ততঃ গ্রহণ করবেন। (শ্রীযুত আনন্দগোপাল মুখার্জীঃ ডাঃ চ্যাটার্জীর এইগুলি বেশ ভাল ক'রেই জানা আছে।) নিশ্চয়ই, জানা আছে বলেই ত বলছি।

The Hon'ble Dr. Amulyadhn Mukharji: Sir, so far as the Government hospitals in Calcutta are concerned, we have got visiting committees mostly composed of non-official members of the public. So far as the district and subdivisional hospitals are concerned, although these have been taken over by the Government there are committees composed of representatives of the people mostly non-official in character. I do not think any provision is necessary in the Bill. Government hospitals at the present moment have got visiting Committees but these committees meet once a month and go there according to the roster maintained by the Chairman of the committee. They visit the hospital once a month and then they meet at the end of every quarter to discuss about the recommendations and when the recommendations come to the Government, as far as feasible and practicable, Government

accept those recommendations in improving the conditions in this hospital. That is the existing practice. I do not think there need be any departure. After these hospitals are taken over by the Government I can assure you, Sir, that these visiting committees will function without any watertight compartment as apprehended by Dr. Chatterjee. I do not think inclusion of this provision is necessary in the Bill; therefore I oppose it.

[5-35—5-45 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of information, Sir. This committee that is appointed may go once a month as the Hon'ble Minister says, but I want to know from him whether there is any provision for surprise visits.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Yes, they have the right. Only they have got to inform the Superintendent that they would come. All facilities are givien to the members of the visiting committee to go round the hospital any time day and night. I had been a member of the visiting committee, Medical College Hospital, before I came here and I visited the hospital times without number, and I had nothing but unstinted co-operation from the hospital staff.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that after clause 4 the following new clause be inserted, namely:—

> "4A. In order to ensure efficiency in the administration of the said hospitals and to create confidence in public mind, the State Government shall appoint one Hospital Committee for each hospital consisting of 50 per cent. of the members from local municipal bodies, 25 per cent. of the members from local members of the Indian Medical Association to be nominated by the local India Medical Association, and the balance 25 per cent. of the members being nominated by the State Government of which the local M.L.A. shall be one." was then put and lost.

Clause 5

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 5, in line 1, after the words "make rules" the words "which shall be placed before the Assembly" be inserted.

আমার এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে যেসমস্ত প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এবং সার্ভিস রুলস সম্বন্ধে রুলস হবে তা এই এসেম্ব্লি হলে দিতে হবে।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I do not think it is practical to frame rules and get asent of the Assembly. So many Acts have been passed by this House, and probably many will be passed in future if every rule that has to be framed under any Act has got to be placed before the Assembly. I do not think Government will be able to give effect to the provisions of the Act. Therefore, I do not think it is possible to accept the suggestion of Dr. Ray. This is of a most impractical nature and character. Therefore I have no other option left but to oppose it.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 5, in line 1, after the words "make rules" the words "which shall be placed before the Assembly" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Schedule

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I beg to move that in the Schedule after "Item No. 33 Bankura Sadar Hospital" the "Item 33(A), Bankura Sammilani Hospital" be inserted.

Mr. Speaker:

আবার আপনি বাঁকুড়া হাসপাতাল সম্বন্ধে বলুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: According to the Trust deed it will go to the R. G. Kar Medical College Hospital——

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, একটা কথা আছে—মিথ্যা বহু লোকে মিলে বহু রকমভাবে বহুবার ধরে যদি বলে তাহ'লে সেটা সত্যে পরিণত হয়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ১৯২৫ সালে বলেছিলেন, মিথ্যা ক্রমাগত বলে গেলে মানুষ সেই মিথ্যাকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এখানেও সেই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার মুখার্জী উদ্বোধনী বক্তৃতায় বাঁকুড়া সম্মেলনী সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সেটা এর মধ্যে প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন যে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, একথা মোটেই সত্য নয়। বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টাকা ড্রেসার্স ট্রেনিং ক্লাশের জন্য খরচ করা হয়েছে। এর থেকে এক পয়সাও হাঁসপাতালের জন্য খরচ করা হয় নি।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: For the hospital.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

বাজেট দেখুন হাঁসপাতালের জন্য আছে কিন্তু চার বৎসরের মধ্যে এক পয়সাও দেওয়া হয় নি। আমি অনুরোধ করছি, আপনি দয়া ক'রে বাজেটটা দেখুন, এটা দেওয়া হয়েছে ফর ড্রেসার্স ট্রেনিং ক্লাশ। দুঃখের কথা এখানে বাক্ স্বাধীনতা থাকার জন্য সত্যের অপলাপ করা হচ্ছে, এই কথা যদি বাইরে বলতেন তাহ'লে এই চ্যালেঞ্জ আমরা এ্যাকসেপ্ট করতে পারতাম। তিনি বলেছেন, যে টাকা সম্মেলনীকে দেওয়া হয়েছিল সে টাকা মিসস্পেন্ট করা হয়েছে। এত বড় কথা বলে তিনি সত্যের অপলাপ করেছেন।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I have never said that.

Sj. Rakhahari Chatterjee: You said it. If you withdraw it, I shall be very glad.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: You can see the proceedings.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

ইউ সেড সো। তাঁরা জানেন যে, অডিটেড এ্যাকাউন্ট গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয় না। কিন্তু এঁরা সেই অডিটেড এ্যাকাউন্টের মূল্য দেন না। তাঁরা একটা কথা বলতে চান—গিভ ব্যাড নেম এ্যান্ড হ্যাংগ হিম। এখানে অপবাদ দেওয়া খুব সহজ কিনা, কারণ এর মধ্যে বিতর্কের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাঁসপাতালগুলি গভর্নমেন্টের ম্যানেজমেন্টে গেলে কাজ ভাল হবে এতে কারো দ্বিমত নাই, কিন্তু আমরা চাই যে এটাকে ব্যাপক করা হ'ক। ডাঃ রায় বলেছেন যে, আইনে বাধা আছে। আইনে যদি বাধা থাকে তাহ'লে সেটা অপসারণ করুন। আজকে এত বড় একটা পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট, তা উড়িয়ে দিতে পারলেন, আর তাহ'লে একটা হাঁসপাতালকে না নেবার কোন কারণ নেই। আজকে এই সম্মেলনীকে বিমাতাসুলভ মনোভাব নিয়ে দেখা হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার সদর হাঁসপাতালে যে উপকার হয় না তা নয়, কিন্তু এই সম্মেলনীতে শুধু বাঁকুড়া সদরের নয়, বাইরের বহু লোকও এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তাই আপনারা এই নীতি বর্জন করুন। মেডিক্যাল কলেজ করার কথা নয়, অন্ততঃ বিল ক'রে সম্মিলনী হাঁসপাতালকে নিন, তা না হ'লে কেমন ক'রে এটাকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বলছেন? গভর্নমেন্ট বলছেন যে পাবলিক ট্রাস্ট, এতে তাদের ক্ষমতা নেই। একথা আমিও বলছি যে, সম্মেলনীকে গভর্নমেন্ট নিজেদের হাতে হ্যান্ড ওভার করতে পারেন না। কিন্তু আইনের ক্ষমতা তাদের আছে। তাই আমি অনুরোধ

করছি, আর কালবিলম্ব না ক'রে এটাকে নেবার ব্যবস্থা করুন। গভর্নমেন্টের আইন করার ক্ষমতা আছে। তারপর আইন ক'রে আপনারা ভিজিটিং মেম্বার নিযুক্ত করুন, তা না হ'লে তাদের পকেটম্যান বা যারা তাদের ইয়েসম্যান আছে তারাই যাবে..............

Mr. Speaker: That is not within the scope of your amendment.

Sj. Rakhahari Chatterjee: Sir, I am not going to speak in the third reading. I shall finish my speech for both second reading and third reading together.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He is making out a case for the Government taking over the Bankura Sammilani Hospital.

Sj. Rakhahari Chatterjee: If I can get some assurance from the Chief Minister about that, then I shall not speak anything more.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Minister has already agreed.

Sj. Rakhahari Chatterjee: He has not yet, Sir.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I will tell you about that in reply.

Sj. Rakhahari Chatterjee: If he says so, then I will take my seat. I am glad to know that the Hon'ble Minister will be pleased to accept my suggestion. I convey my thanks and gratitude to the Hon'ble Minister before and in anticipation of the acceptance of the Bankura Sammilani Hospital.

With these words, I take my seat.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: So far as Sj. Chatterjee's point of view about the Bankura Sammilani Hospital is concerned, Government, I can tell you, was very anxious to take the management of the Bankura Sammilani Hospital. I had been there on two occasions since I have joined the Ministry. I had a threadbare discussion with many Governing Body members there, and I do not tell anything new to this House that Rs. 1,97,000 have been made over to the hospital. I repeat that—Sj. Chatterjee was present—this shows the sympathy of the Government towards the continuance of this hospital. They raised certain questions, and I would tell you, Sir, that the Governing Body members were divided—some wanted to carry it on as their own institution in spite of the financial difficulties. There were others who were eager to make it over to the Government, and they sent me papers which on scrutiny by our legal experts did reveal that in the event of the Bankura Sammilani Medical School and the Hospital being closed down, the property will accrue not to the Government or to any other institution or body, but to the R. G. Kar Medical College Hospital. That being the legal position, Government could not proceed to take charge of this Bankura Sammilani Hospital. I have, Sir, in the meanwhile consulted our experts and Government are seriously considering to acquire the Bankura Sammilani Hospitial to run it as a State institution.

[5-45—5-55 p.m.]

Our legal experts are looking at it and as soon as this is over I think it will be possible for the Government to take it over and run it as a State institution. I am at one with every section of the House particularly with those who hail from Bankura that Bankura is in a very bad condition so far as hospital arrangement is concerned. This town needs a full-fledged well-organised hospital. Our Chief Minister told the deputationists who met him to hand it over to the Government and I also gave some assurance to the members,

but there is a legal difficulty, which Mr. Chatterjee who is an astute lawyer is fully conversant with. If the legal riddles could be solved earlier I think it would have been possible to take it over by the Government, long ago. However let us hope for the best. If the legal formalities are over it would be possible for the Government to take it over unless of course our lawyer friends do not put in their brain and thought by bringing in cases against the Government by way of injunction, etc. But, Sir, I am pretty sure Government will take over the institution ere long. With these words, Sir, I formally oppose all the amendments proposed by Sj. Chatterjee.

The motion of Sj. Rakhahari Chatterjee that in the Schedule after "Item No. 33, Bankura Sadar Hospital" the "Item 33(A), Bankura Sammilani Hospital" be inserted, was then put and lost.

The question that the Schedule do form part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, I beg to move that the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, আপনার মারফৎ আমরা আমাদের চিকিৎসামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, এই যে বিল এসেছে ঠিক তার উপর আমাদের কোন বিরোধিতা নাই। কেন না, এই বিলটা এত ছোট এবং এত অকিঞ্চিৎকর যে, ১২ বৎসর পূর্বে যে হাঁসপাতালগুলো নেওয়া হয়েছে তাদের টাকা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পড়ে রয়েছে। সেগুলি নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ বিলটা এসেছে। অবশ্য এর দ্বারা একটা সৎ কাজ করা হচ্ছে অর্থাৎ তাদের পার্মানেন্ট করা হচ্ছে। এই ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই রকম বিল যখন একটা এসেছে শুধু এটুকুতে আমরা ছেড়ে দিতে রাজী নই, কারণ চিকিৎসা সম্বন্ধে দেশের একটা যেমন নীতি আছে আমাদেরও তেমনি একটা নীতি আছে। এবং যখনই দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হয় আমরা তখনই সেই সুযোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে আমাদের বক্তব্য পেশ ক'রে থাকি। আমাদের নীতি সত্যিকারের ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে চিকিৎসাব্যবস্থা বাস্তবিক উন্নত এবং উচ্চতর করতে গেলে এবং সাধারণ মানুষের নিকট চিকিৎসা এ্যাভেলেবল করতে হ'লে দু'টো জিনিষ চাই। একটা হচ্ছে চিকিৎসা বিভাগে এবং সরকারী বিভাগের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন। আর একটা হচ্ছে সাধারণ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা সুপরিকল্পিত নীতি। সেই নীতির কথা এখানে ভাল ক'রে বলছি। আমরা চাই প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হ'ক—সেন্ট্রালাইজেসান অব অল হস্পিটাল্স এবং ইন্সটিটিউসান্স। আমরা চাচ্ছি, সদর হাঁসপাতাল যা নেওয়া হয়েছে তাতেই আমরা রাজী নই। আমরা আপনাকে জানাচ্ছি এই চিকিৎসাব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণ করতে। আমরা বারেবারে বলে এসেছি যে, এখন যা অবস্থা চলছে তাতে চোখ দেখাতে হ'লে অথবা ছোট্ট একটা অপারেশান করতে হ'লে কলকাতায় আসতে হয়। আজ কলকাতা সহরে এফ,আর,সি,এস, ডি,জি,ও, ডি,ও,এম,এস, এবং টি,ডি,ডি, ডিগ্রী হোল্ডার ডাক্তার এত অধিক সংখ্যায় রয়েছেন যে তাঁরা বেকার হয়ে রয়েছেন। সরকার ইচ্ছা করলেই স্পেসালাইজড ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা ক'রে তাঁদের ডিসেন্ট্রালাইজড ক'রে দিতে পারেন। তার জন্য টাকা খরচ ক'রে বিভিন্ন জায়গায় হাঁসপাতাল করতে হবে। এক্‌জিস্টিং হস্পিটাল্স যা আছে তাদের একত্র এবং কেন্দ্রীভূত ক'রে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ আমরা একটা চিকিৎসার বনিয়াদ গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু সবটা ভেঙ্গে আমরা সেটা করতে পারবো না। আমি জানি এই কথা শুনে এ'রা বলবেন, টাকা নাই। গভর্নমেন্টের যদি একটা সত্যিকারের পলিসি থাকে এবং আমাদের মতবাদে যদি বুঝতে পারেন সাধারণ মানুষের উপকার হবে, যদিও আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনেছি যে, আগামী ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এখন এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আছে, পরে কংক্রিট ক'রে নেওয়া হবে—সেদিক থেকে আমি বলব, একটা ডিপার্টমেন্ট ক'রে চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করুন। কিন্তু হেল্থ ডিপার্টমেন্ট এমনই একটা ডিপার্টমেন্ট যে, মন্ত্রী পরিবর্তন হ'লেও অন্য মন্ত্রী আসবেন কিন্তু ডিপার্টমেন্টের মনস্তত্ত্ব

পরিবর্তন হয় না। এখানে এটা ব'লে রাখছি যে, এই প্ল্যানিং করার সময় সেন্ট্রালাইজেসান চিন্তা না করলে ডিসেন্ট্রালাইজেসান অব স্পেশাল সার্ভিসেস আনতে পারবেন না। এখন যা অবস্থা রয়েছে তাতে নূতন হাঁসপাতাল করতে পারবেন না। সেজন্যই বলছি ডাবল সিফ্‌ট ক'রে স্পেশালিস্টদের নিয়ে বাইরের হাঁসপাতালে এমপ্লয়মেন্ট করুন। এগুলো করার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই, কারণ এরকম বিল আপনারা গাদায় গাদায় আনছেন, আমরা যে রকম বিলের কথা বলছি তা আপনারা অন্ততঃ একটা অর্ডিন্যান্স ক'রে হ'লেও আনতে পারেন, তাতে আমরা সুখীই হব, দুঃখিত হব না। আমরা যাই বলি না কেন, এই বিল পাশ হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বলে রাখি পরে যদি করতে পারেন চেষ্টা ক'রে দেখবেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের ২।৩টা কথা আমার কানে লেগেছে। আমি এখানে বাঁকুড়া সম্মিলনীর কথা বলছি। তিনি বলেছেন, ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, এতেও কোন উন্নতি হয় নি। তিনি কি আশা করেছিলেন যে সেখানে বড় বড় ইমারৎ দেখতে পাবেন? একটা হাঁসপাতালে চার বৎসরে দু' লক্ষ টাকা দিয়েছেন। বৎসরে ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু আমি শুনলাম, এ টাকা অন্য কারণে দেওয়া হয়েছিল। আর একটা কথা তিনি বলেছেন, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাচ্ছে। দেশের স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে এটা তার নমুনা নয়। সাধারণ মানুষ জানে না হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের এক্সপেন্ডিচার বাড়ছে কি না। আমরা হয়তো জানতে পারি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু সেটা তার কৃতিত্বের জন্য নয়।

[5-55—6-5 p.m.]

লোকে নিজেদের ট্যাকের পয়সা খরচ ক'রে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাঁচান। নিজেদের ছেলেদের টি,বি, হ'লে না খেয়ে সেই পয়সা দিয়ে ছেলেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আজ জনসাধারণ না খেয়ে তাদের ছেলে, স্বামীকে বাঁচাচ্ছেন। সুতরাং আজ দেশে লোক বেশী মরছে কি কম মরছে, তা দেখিয়ে কোন কৃতিত্ব নেই। এবং সরকার কয়েক লক্ষ টাকা এ সম্পর্কে বেশী খরচ করেছেন বলেই অথবা লোক মরেছে কম, অতএব দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, এটা প্রমাণ নয়। তাদের স্ট্যাটিসটিক্স ডিপার্টমেন্ট হয়ত ঐটা পাবলিশ করবেন। কিন্তু আশা করবেন না যে, জনসাধারণ কখনও ঐটা বিশ্বাস করবে। এটা মন্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে বলা মোটেই শোভন নয়। সত্যিই সকলে আমরা জানি আজ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং আমরা সকলে মিলে তার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেছি ও করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আমরা কি উপায় অবলম্বন ক'রে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল করতে পারবো। এই প্রশ্নটা রাজনৈতিক বা ঝগড়ার প্রশ্ন নয়। সুতরাং আমরা যখন কোন কথা বলি তা যদি মন্ত্রীমহাশয় একটু সহানুভূতি দিয়ে, বোঝবার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন এবং চিকিৎসার জন্য ভাল পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য পাবেন। কিন্তু যদি সর্বদা আমাদের একটা সন্দেহের চোক্ষে দেখেন তাহ'লে কখনও কনস্ট্রাক্টিভ লাইনে কোন কাজ হতে পারে না, সমস্ত কাজ আটকে যায়। সুতরাং এই বিলে যদি সত্যিই আমাদের সহানুভূতি নেবার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে সেটা চিন্তা করুন। আমাদের কাছ থেকে আপনার যদি কোন প্রকার সাহায্য নেবার ইচ্ছা থাকে তা আমরা খুব ভাল, খুসী মনে, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে তা দেব। ইন এ স্পিরিট অব কো-অপারেশান যে আমরা কাজ করতে পারি না সেটা যে কত বড় মিথ্যা কথা, অসত্য তা প্রত্যেক দেশবাসীই অন্তরে অন্তরে জানে। এই বিলকে উল্লেখ ক'রে আমি যে কথাগুলি বলছি তা অবশ্য বিলের উপর প্রযোজ্য নয় এবং সেটা আমি বুঝছি ও আপনিও বুঝছেন। কিন্তু এরপরে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আসছে, তার জন্য নেকস্ট বাজেটে টাকা পাবেন। সুতরাং আজ থেকে যদি একটা সঠিক টাইমে প্ল্যান ক'রে কাজ করেন তাহ'লে এ সম্পর্কে একটা স্থায়ী প্রকৃত বনিয়াদ গড়ে তুলতে পারবেন। আমি এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

স্পীকারমহাশয়, এই বিলের সিডিউলে যে কয়েকটা হাঁসপাতালের উল্লেখ আছে তার মধ্যে বর্ধমানের ফ্রেজার হসপিটালের নাম আছে। সরকার প্রথম ১৯৪৩ সালে এর কর্তৃত্বভার নেন। বর্তমানে সরকার কতকগুলি হাঁসপাতালের ম্যানেজমেন্টের ভার নিজের হাতে নিচ্ছেন এবং অনেকগুলিই নিচ্ছেন না। কিন্তু যাদের ম্যানেজমেন্ট ১৯৪৩ সাল থেকে সরকার নিয়েছেন,

সেই ম্যানেজমেন্ট তাদের হাতে থাকাকালীন কি উন্নতি হয়েছে তা দেখা দরকার। সরকার দ্বারা এই নেওয়াটা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না হয়েছে সেটা বোঝা যাবে। বর্ধমানের এই হাঁসপাতালের ম্যানেজমেন্টের ভার ১৯৪৩ সালে তাদের হাতে নেওয়া সত্ত্বেও সেখানে সত্যিকারের কোন উন্নতি হয় নি। সেখানে ক্রমে ক্রমে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এটা শুধু একটা জেলার হাঁসপাতাল নয়, বলতে গেলে বলা যায় প্রায় চার-পাঁচটা জেলার। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, এমন কি বাংলার বাইরে মানভূম, দুমকা থেকেও বহু রোগী চিকিৎসার জন্য এই হাঁসপাতালে আসে। এইরকম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাঁসপাতাল, যেখানে জলপাইগুড়ি ও বর্ধমান, এই দুইটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হিসাবে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসে এবং কলকাতায় থাকার দিক থেকে ও হাঁসপাতালে ঢোকবার দিক থেকে সেখানে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে সেগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে এই হাঁসপাতালের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই হাঁসপাতাল এতদিন তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উন্নতিমূলক ব্যবস্থা সেখানে দেখা যায় না। অপারেশান করবার জন্য একটি অপারেশান টেব্‌ল আছে। সেই একই টেব্‌লের উপর সেপটিক কেস এবং আদার কেসেসের অপারেশান করা হয়। এখানে দুটো অপারেশান টেব্‌ল থাকা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে এককালীন ২৫০ জনের উপর রোগী থাকে, কিন্তু তাদের জলের জন্য কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। পূর্বে যেমন জলের ব্যবস্থা ছিল আজও তাই আছে, তার কোন উন্নতি হয় নাই।

তারপর সেখানকার আউট-ডোরে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসে, কিন্তু এই আউট-ডোর ডিপার্টমেন্টের জন্য কোন ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নাই। এই রকম বহু অভিযোগ সেখানে রয়েছে। সেইজন্য আমার মনে হয় সরকার যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে বলেছেন উন্নতি করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন তেমনি এখানেও যেন এইগুলি গ্রহণ করেন। সরকার যদি লোকের ভিতর এটা প্রমাণ করতে না পারেন যে, হাঁসপাতালে ম্যানেজমেন্টের ভার সরকারের হাতে গেলে পর সেখানকার অবস্থার উন্নতি হবে, তাহ'লে এই নেওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকবে না।

সেইজন্য আমার মনে হয়, সরকার এই যে বিল এনেছেন সেটা ভালই করেছেন, কিন্তু এই কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে নেওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত হাঁসপাতালের উন্নতিবিধানকল্পে তাঁরা যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং তাহ'লেই সত্যিকারের কাজ করা হবে এবং তাঁদের নেওয়ার সার্থকতা জনসাধারণের কাছে প্রমাণ হবে।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, এই বিল অবলম্বন ক'রে আমি একটা কথা বলতে চাই। সরকার যে সমস্ত হাঁসপাতাল নিচ্ছেন, সেই সমস্ত হাঁসপাতালের অবস্থা কি তা এই হাউসে গত বছর বলেছিলাম। দাসপুর থানায় হেল্থ সেন্টার গত বছর তৈরী হয়েছে বটে, কিন্তু সে বিল্ডিংগুলি ফেটে গেছে। এ বছর আবার নূতন বিপদ দেখা দিয়েছে। ছাদ ফেটে রোগীর মাথায় জল পড়ছে। ডোবাপুকুর, বনজঙ্গল ও নর্দমার ধারে এই হাঁসপাতাল করা হয়েছে। সরকার যে সমস্ত হাঁসপাতাল তাদের ম্যানেজমেন্টে নিয়েছেন, সেগুলির অবস্থা খারাপ; সে সম্বন্ধে এই হাউসে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তার কোন প্রতিকার হয় না।

Sj. Subodh Chowdhury:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমাদের কাটোয়া সাবডিভিসানাল হসপিটাল গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এটাকে ১৯৪৪ সালে তাঁদের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নিয়েছেন এবং '৪৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ১১ বছরের মধ্যে তার কোন উন্নতির চেষ্টা করা হয় নাই। এই কাটোয়া সাবডিভিসানের ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোক এই হাঁসপাতালের দ্বারা উপকৃত হয়। সেখানে মাত্র ১৮টি বেড আছে। কখনো কখনো এমন সময় আসে যে খাটের নীচে পর্যন্ত রোগী রাখতে হয়।

Mr. Speaker: In the third reading of the Bill you should confine yourself to the principles of the Bill as passed.

Sj. Subodh Chowdhury:

উনি তাঁর বক্তৃতায় এই কাটোয়া হাঁসপাতালের কথা বলে গেছেন বলেই বলছি।

Mr. Speaker: When the motion about the Schedule was there, why did you not speak on it. That was the time for it.

Sj. Subodh Chowdhury:

উনি যে বলে গেছেন, হাঁসপাতালের ‑উন্নতির জন্য সরকার হাতে নিচ্ছেন। আমি দেখাতে চাই এই হাঁসপাতালের কি উন্নতি গত ১১ বছরে সরকার কি করেছেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আবেদন করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন রকম ব্যবস্থা সেখানে করা হয় নাই। অথচ তাঁরা নাকি হাঁসপাতাল বাড়াবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। সরকার জমি এ্যাকোয়ার করবেন বলে স্থির করলেন অথচ গতবার সে সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত কারণে স্থগিত রাখা হ'ল। এখান থেকে লোক গিয়ে সে জমি দেখে এসেছেন, সরকার সেটা এ্যাকোয়ার ক'রে নেবেন, অথচ আজও তা হ'ল না। একজন ডাক্তারের পক্ষে দু'শো আউট-ডোর রোগী দেখা সম্ভবপর নয়। ফলে হাঁসপাতালের পেসেন্ট ভালভাবে এ্যাটেন্ডেড হয় না। এই হাঁসপাতালের সাথে একটি মাতৃসদন করার জন্য সরকারের নির্দেশমত ১৭,৫০০ টাকা তোলা হয়। কিন্তু সরকার টাকাটা চাইলেন কিন্তু কবে মাতৃসদন হবে তা বলতে রাজী না হওয়ায় আজও মাতৃসদন হয় নি। সরকার হাতে নিচ্ছেন ভাল কথা, কিন্তু এই হাতে নেওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণ যেন উন্নতিটা অনুভব করতে পারে।

[6-5—6-10 p.m.]

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I have listened to the debate all these two hours and I believe that I have already convinced the House so far as the different clauses of the Bill are concerned. So far as the principle is concerned, as pointed out by Dr. Narayan Ray, I can tell you, Sir, that Government policy is to upgrade all the district Hospitals—most of which have got beds between 40 and 50; the policy is to make them 116. As regards subdivisional hospitals which have got between 12 and 20 beds, the policy is to upgrade them to 58 beds—not only to provide them with beds but also to make available there specialists' services. The two Medical School Hospitals at Jalpaiguri and Burdwan have a sufficiently large number of staff of a specialist nature. These had teachers in every branch and their services have been retained at these hospitals in spite of the schools being closed down. We are adding to the number of medical officers to the district and subdivisional hospitals so that they are capable of meeting the growing demands of the people in respect of scientific medicine when they go to these hospitals. Our policy is to see that the services of these doctors are made available to the people in distress as far as possible. The policy is not to take over these institutions and to restrict their scope but to expand them—of course within the limitations of finance—as far as it is possible. Dr. Ray has said that the Second Five-Year Plan is on the anvil. I can assure him that we have made elaborate arrangements for expanding these facilities for our people. After it takes its final shape with the Planning Commission, I think you will all be pleased to know that we will make sufficient headway in rendering medical relief available to the people in greater extent.

With these words, Sir, I commend the Bill for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji that the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, before we adjourn I want to draw your attention to one fact. In the revised programme which has been distributed to us this day I find that Tuesday, the 16th August 1955, has been fixed for the presentation of Supplementary Budget.

Mr. Speaker: It is not the Supplementary Budget.

Sj. Subodh Banerjee: It is stated as "Excess Expenditure"——

Mr. Speaker: But that is not Supplementary Budget.

Sj. Subodh Banerjee: It is given here "Introduction, consideration and passing of the West Bengal Appropriation Bill, 1955". But up till now we have not received any copy of it so that we cannot move any amendment. We must know what this Appropriation Bill is so that we can participate in the debate.

Mr. Speaker: This is never circulated beforehand. Even for the Appropriation Bill leave has got to be taken of the House to introduce it.

Sj. Subodh Banerjee: How can it be done like that?

Mr. Speaker: That is for the House to decide. That is the usual form. The programme has already been circulated. The House stands adjourned till Tuesday, the 16th August, 1955, at 3 p.m.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-10 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 16th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 16th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker(the Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 194 members.

[3—3-10 p.m.]

Shooting on Goa satyagrahis

Mr. Speaker: Honourable members, before the normal proceedings of this House commence, I think I feel it my duty as custodian of the rights and privileges of this House to mention about a most tragic and serious event in modern history of India, viz., the shooting to death of twenty unarmed *satyagrahis* at Goa. (Sj. GANESH GHOSH: I think twenty-eight.) More than twenty—I have not got the exact figure. I think this event has cast not only gloom but a sense of horror and indignation in everybody's mind and, before the normal business of this House commences, I think we in this House should share our feelings on this matter calmly and composedly in a dignified way and as a mark of respect to the memory of the martyrs, I adjourn the business of the House for half an hour.

[At this stage the House was adjourned for half an hour.]

[*After adjournment.*]

[3-10—3-40 p.m.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Establishment of T.B. Clinics in the rural areas of Bankura district

***28. Sj. Probodh Dutt:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government has any plan for establishing any Tuberculosis Clinic in the rural areas of Bankura district; and

(*b*) if so, where and when?

Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is the Hon'ble Minister satisfied that there is no utility in having a tuberculosis sanatorium there or, a clinic there?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: It is not possible to open tuberculosis clinics in villages where facilities of X'ray institution are not available.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Is there any scheme according to the Second Five-Year Plan to have one in the locality?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: We are trying to provide chest clinics in places where electric energy is available. So long as this is not available, there is no question of having any plan for it.

Sj. Gangapada Kuar: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what arrangements are there in rural Bankura for the treatment of T.B. patients before they are actually admitted in any hospital?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: No arrangement for each district, particularly rural areas, is possible. The existing clinics and hospitals are meant to cater for the entire population of the State.

Construction of a Maternity and Child Welfare Centre at Nimtita, Murshidabad

***29. Janab Lutfal Hoque:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা রেল স্টেসনের সন্নিকটে প্রসূতি সদনের জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কতদিন হইল ঐ বাড়ী নির্মিত হইয়াছে,

(২) ইহাতে সরকার কত টাকা সাহায্য করিয়াছেন,

(৩) ইহা বর্তমানে চালু আছে কিনা,

(৪) চালু না থাকিলে, তাহার কারণ কি, এবং

(৫) এই প্রসূতি সদন সম্বন্ধে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) নিমতিতা রেল স্টেসনের সন্নিকটে প্রসূতি সদনের জন্য বাড়ীটির নির্মাণ সমাপ্ত হয় নাই।

(খ)(১) প্রশ্ন উঠে না।

(২) ২৭,০০০৲।

(৩) না।

(৪) বাড়ীটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৫) বাড়ীটি প্রস্তুত হইলে পর উহাতে একটি মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা আছে।

Sj. Jyoti Basu:

এ বাড়ীটা কতদিন ধরে তৈরী হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এই বাড়ীর যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরা গভর্নমেন্টের দেয় ২৭ হাজার টাকা নিয়েছেন, নিয়ে যে কন্ট্রাক্টারের ওপর কাজের ভার দিয়েছিলেন তারা খানিকটা করে চলে গিয়েছে। সেটা এডজাষ্টমেন্ট হয় নি বলে সেখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অন্য কোন কনট্রাক্টর দিয়ে কাজ করাতে পারেন নি। তবে আমি সম্প্রতি শুনলাম তারা ব্যবস্থা করেছেন, বোধহয় শীঘ্রই অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার ব্যবস্থা হবে।

Sj. Gangapada Kuar:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি কনট্রাক্টার নিয়োগ করেছিল?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

হ্যাঁ, লোকাল কমিটি যারা স্পনসারার্স তারাই নিযুক্ত করেন—
For the Maternity and Child Welfare Centre.

Tube-wells sunk in different unions under Goghat police-station, Hooghly

***30. Sj. Narendra Nath Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state—

(*a*) number of tube-wells (*i*) sunk by Union Boards and District Board, and (*ii*) sunk by Government in the different unions under Goghat police-station, Hooghly district;

(*b*) the scheme of Government, if any, for supply of drinking water in villages where there are no tube-wells;

(*c*) if it is a fact that tube-wells do not work in the northern part of Goghat police-station; and

(*d*) if so, what measures are being taken by the Government to combat these difficulties?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) A statement is laid on the Table.

(*b*) Masonry and ring-wells are provided in the non-tube-well areas.

(*c*) Yes.

(*d*) Construction, repairs, de-silting of masonry wells and ring-wells are undertaken to combat the difficulties.

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 30

	Total No. of existing tube-wells in police-station Goghat, district Hooghly.		
	Executed by Government.	Executed by District Board.	Executed by Union Board.
	1	2	3
1. Bengai ..	4	3	3
2. Raghubati ..	10	12	13
3. Bhadur ..	8	4	12
4. Kumarsha ..	8	1	14
5. Goghat ..	8	8	16
6. Kamarpukur ..	9	8	14
7. Mandaran ..	6	4	3
8. Hazipur ..	1	1	1
9. Nakunda ..	6	3	5
10. Sheora ..	13	4	4
11. Bali ..	15	2	6
12. Badanganj ..	1	1	..
13. Shyambazar ..	3	2	2
14. Paschimpara ..	3	1	..
15. Kumerganj ..	5	2	18
	100	56	111

Sj. Narendra Nath Ghosh:

কয়েকটি ইউনিয়নে—হাজিপুরে মাত্র ৩টি, বদনগঞ্জে মাত্র ২টি, পশ্চিমপাড়ায় মাত্র ৪টি, এবং শ্যামবাজারে মাত্র ৭টি বলেছেন। এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যে টাকা আমাদের হাতে আছে, তার দ্বারা যতবেশী সংখ্যক টিউবওয়েল করা বা মেরামত করা সম্ভবপর, তাই করা হচ্ছে। যে কয়টি জায়গার কথা প্রশ্নকর্তা বললেন, তা ছাড়া আরো অনেক জায়গা আছে সেখানেও অসুবিধা আছে। গভর্নমেন্টের যে টাকা বা সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ী যতবেশী সম্ভব করা হচ্ছে।

Sj. Biren Banerjee:

এইরকম কোন এরিয়া আছে যাকে আপনি নন্‌টিউবওয়েল এরিয়া বলছেন।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যেখানে টিউবওয়েল করা যায় না, সয়েল ডিফিকাল্টির জন্য সেখানে ম্যাসোন্‌রী বা রিং ওয়েল করতে হয়।

Tube-wells in Contai subdivision

***31. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কাঁথি মহকুমায় ১৯৫২ সালে কতকগুলি নলকূপ বসাইবার প্রস্তাব মহকুমা জল সরবরাহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐসকল নলকূপের মধ্যে কতগুলি নূতন ও কতগুলি পুরাতন,

(২) ঐ প্রস্তাবিত নলকূপগুলির জন্য local contribution বাবদ টাকা পাওয়া গিয়াছে কিনা,

(৩) টাকা পাওয়া গিয়া থাকিলে, কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কোন্ নলকূপ বাবদ কত টাকা পাওয়া গিয়াছে,

(৪) ঐ নলকূপগুলি গত মার্চ মাসের মধ্যে বসান হইয়াছে কিনা,

(৫) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি এবং ঐ নলকূপগুলির বাবদ সরকারী মঞ্জুরী টাকা ল্যাপ্স হইয়া গিয়াছে কিনা, এবং

(৬) ঐ নলকূপগুলির কাজ কবে শেষ করা হইবে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) ২৬টি নূতন ও ৩৬টি পুরাতন।

(২) ১৫টি নূতন ও ১৪টি পুরাতনের জন্য সামান্য টাকা আংশিকভাবে পাওয়া গিয়াছে।

(৩) তালিকা পৃথকভাবে দেওয়া হইল।

(৪) না।

(৫) অর্থের অপর্যাপ্ততা। সরকারী মঞ্জুরী টাকা ল্যাপ্স হয় নাই।

(৬) ৩টি পুরাতন নলকূপ পুনঃ প্রোথিত হইয়াছে। একটি নূতন কূপের কাজ ৯০০ ফিট নিম্নেও জল না পাওয়ার দরুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ৭টি নূতন ও ১১টি পুরাতনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে ও শীঘ্র শেষ করা হইবে। অবশিষ্টগুলি অর্থ ও মাল সরবরাহ করা হইলে আরম্ভ করা হইবে।

Statement referred to in reply to clause (খ) (৩) of starred question No. 31

LOCAL CONTRIBUTION প্রাপ্তির বিবরণ

নূতন নলকূপ বাবদ

থানা--কাঁথি।	প্রাপ্ত টাকা।	সদর ট্রেজারীতে জমার তারিখ।
(১) বড়বাড়িয়া ১৩নং ইউনিয়ন	২০০৲	২৫-২-৫৩
(২) তেঘরী ১৮নং ইউনিয়ন	২০০৲	২১-৩-৫৩
(৩) শুকুলিয়া ২নং ইউনিয়ন	২০০৲	১৯-২-৫৩
থানা--খেজুরী।		
(৪) টিকাশীপুর বাছেরা ২নং ইউনিয়ন	২০০৲	২৭-৩-৫৩
(৫) মুগুমারী ৬নং ইউনিয়ন	২০০৲	৭-৩-৫৩
(৬) মনবাইপুর ১২নং ইউনিয়ন	১২৫৲	৩০-৩-৫৩
(৭) পশ্চিম কুলটিকরী ১৩নং ইউনিয়ন	১২৫৲	৩১-৩-৫৩
(৮) উত্তর বাসুদেবপুর ১৫নং ইউনিয়ন	১২৫৲	৩১-৩-৫৩
থানা--ভগবানপুর।		
(৯) একতারপুর ২নং ইউনিয়ন	২০০৲	২১-৩-৫৩
(১০) বাহাদুরপুর ৭নং ইউনিয়ন	২০০৲	২১-৩-৫৩
(১১) ঢুমাগুরী ১১নং ইউনিয়ন	২০০৲	২১-৩-৫৩
(১২) ভোসলাগেড়িয়া ১৩নং ইউনিয়ন	২০০৲	২৪-১১-৫২
থানা--পটাশপুর।		
(১৩) পারুলিয়া ৯নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩
(১৪) বাগমারী ১১নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩
(১৫) ভাদুয়া ২নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩

পুরাতন নলকূপ বাবদ

থানা--কাঁথি।		
(১) দামোদরপুর ১২নং ইউনিয়ন	১৩০৲	২৫-২-৫৩
(২) চান্দবেড়িয়া ৪নং ইউনিয়ন	১৩০৲	২-২-৫৩
(৩) ডিহিমুকুন্দপুর ৫নং ইউনিয়ন	১৩০৲	২১-৩-৫৩
থানা--খেজুরী।		
(৪) টিকাশী বেলতলিয়া ২নং ইউনিয়ন	১৩০৲	২১-৩-৫৩
(৫) শ্যামপুকুর কাটকা ২নং ইউনিয়ন	১৩০৲	৩০-৩-৫৩
(৬) ঠাকুরনগর ১নং ইউনিয়ন	২০০৲	২০-৩-৫৩
থানা--এগ্রা।		
(৭) পানিপারুলঘাট ১৩নং ইউনিয়ন	১০০৲	৩১-৩-৫৩
(৮) উত্তরতাজপুর ৫নং ইউনিয়ন	১০০৲	৩১-৩-৫৩

থানা--এগ্রা।	প্রাপ্ত টাকা।	সদর ট্রেজারীতে জমার তারিখ।
থানা--রামনগর।		
(৯) জিনালপুর ৭নং ইউনিয়ন	১৩০৲	৩১-৩-৫৩
(১০) তেতুলতলা ৮নং ইউনিয়ন	১৩০৲	৩১-৩-৫৩
থানা--ভগবানপুর।		
(১১) খাজুরারী ৪নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩
(১২) কাজলানগর ৯নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩
(১৩) কুরালবার ৩নং ইউনিয়ন	১৫০৲	২১-৩-৫৩
থানা--পটাশপুর।		
(১৪) ফাজিলপুর ১২নং ইউনিয়ন	১০০৲	২১-৩-৫৩

Sj. Sudhir Chandra Das:

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, অর্থের অপর্যাপ্ততা। সরকারী মঞ্জুরী টাকা ল্যাপস্ হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ঐ বছরের জন্য কাঁথি মহকুমায় কতগুলি নলকূপের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং কতগুলি নলকূপ হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এমনি করে বলা সম্ভব নয়। আপনি প্রশ্ন করলে, নোটিশ দিলে সংগ্রহ করে জানাবো।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কাঁথি মহকুমায় কনট্রিবিউসন জমা দেওয়া সত্বেও প্রস্তাবিত নলকূপ বাদ দিয়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫২টী নলকূপ কনষ্ট্রাকসন......

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন করবেন না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

প্রশ্ন নয়, আমি বলছি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি............

Mr. Speaker:

তা হোক একজস্টিভ উত্তর দেওয়া হয়েছে, এ প্রশ্ন করবেন না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

৬এর উত্তরে বলেছেন যে একটি নূতন কূপের কাজ ৯ শত ফিট নিম্নে জল না পাওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, এটা কোন নলকূপ এবং কোন গ্রামে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সেটা আমি অফ হ্যান্ড বলতে পারব না, নোটিশ দিলে বলতে পারব।

Sj. Sudhir Chandra Das:

তাহলে ঐ যে পরিত্যক্ত হয়েছে, তার ফলে দেশের লোক যদি টাকা ফেরত চান তাহলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যদি তাঁরা নলকূপ না চান, তাহলে নিশ্চয় ফেরত দেওয়া হবে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি একথা জানেন কি, ৯ শো ফিট বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল, কিন্তু তার ১ শো ফিট তলায় পরিস্কার জল পাওয়া যায় একথা আপনি জানেন কিনা?

Mr. Speaker:

আপনি তো জানেন প্রশ্ন করছেন কেন?

It is not for confirmation. You know it. You ask for information and not confirmation.

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনি একথা নির্দেশ দিয়েছেন কিনা সেখানে ডিপ্‌টিউবওয়েল ছাড়া, সারফেস টিউবওয়েল করা হবে না, এ কথাটা কি ঠিক?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

পোর্টেবল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য খাঁটি জলের জন্য যে লেয়ারে ভাল জল পাওয়া যায়, আমাদের এক্সপার্টরা সেই লেয়ারে সাধারণতঃ টিউবওয়েল করে থাকেন। সারফেস বা ডিপের প্রশ্ন নয়। সারফেস টিউবওয়েল কতকগুলি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলো সার্থক হয় নি। সেইজন্য যতদূর সম্ভব গভীর টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

সারফেস বা অগভীর টিউবওয়েলকে গভীর নলকূপ করবার জন্য আপনারা টাকা মঞ্জুর করেছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

যে টাকা আছে সেই টাকা প্রত্যেক জেলার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

আপনারা যে তালিকায় এতগুলি নলকূপ দেখিয়েছেন হয় নাই ১৯৫৩ সালে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি এবছর বাজেটে ঐ টাকা মঞ্জুর......

Mr. Speaker:

১৯৫৩ সালের প্রশ্ন করবেন না। ফ্রেস প্রশ্ন করবেন।

Bally Municipal Waterworks Scheme

***32. Sj. Biren Banerjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state if it is a fact that repeated representations were made to the Government by Bally Jalkal Andolan Samity and other organisations and individuals for starting waterworks for Bally Municipality for improvement of water-supply arrangement?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government have as yet given effect to the scheme approved by the Ad Hoc Committee set up for the purpose of considering the projects for sewerage, water-supply and drainage of the said Municipality at an estimated cost of Rs.21,50,000 as was announced by the then Minister for Health and Local Self-Government in reply to Assembly starred question No. 34 on 14th February, 1950;

(*ii*) if not, the reasons therefor; and

(*iii*) whether Government consider the desirability of giving effect to the said scheme forthwith?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) Yes. Several representations were received.

(*b*)(*i*) No.

(*ii*) With available financial resources it was not possible to accommodate the scheme in the priority list owing to the high cost involved.

(*iii*) No. A revised scheme has, however, been prepared and is under consideration.

Sj. Biren Banerjee:

বি থ্রিতে উত্তর দিয়েছেন এটা কত টাকার স্কীম—এই রিভাইজড স্কীমটা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ওরিজিন্যাল স্কীমে, আর একটা স্কীম করা হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকার, সেটা সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ইনক্লুসনের চেষ্টা করছি।

Sj. Biren Banerjee:

এই স্কীমের মধ্যে কি কি ইনক্লুড করা হবে—সিউয়েরেজ, ওয়াটার সাপ্লাই, ড্রেনেজ, এই তিনটাই কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এটা ওয়াটার সাপ্লাই-এর স্কীম, সিউরেজের সঙ্গে ওয়াটার-সাপ্লাই-এর কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Biren Banerjee:

শুধু ওয়াটার-সাপ্লাই?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

শুধু ওয়াটার-সাপ্লাই।

Sj. Biren Banerjee:

এটা কবে কার্যকরী হবে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সেটা বলেছি ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে এটাকে একোমোডেট করা যায় নি, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এই স্কীমটা কনসিডার করা হবে। ফাইনালের সময় ইট উইল বি লুকড ইনটু।

Sj. Biren Banerjee:

আমরা কি ধরে নেব এটা কনসিডারেসন স্টেজে আছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

হ্যাঁ। কনসিডারেসন স্টেজে আছে।

Small-pox epidemic in Kharagpur town

***33. Dr. Krishna Chandra Satpathi:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, খড়্গপুর টাউন ও খড়্গপুর লোক্যাল থানায় সংক্রামক বসন্ত মহামারী আরম্ভ হইয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, কোন্ থানার কোন্ কোন্ গ্রামে কত সংখ্যক নর, নারী ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে;

(গ) মোট কত সংখ্যক লোক আক্রান্ত হইয়াছে;

(ঘ) উক্ত সংক্রামক ব্যাধি আয়ত্তে আনার জন্য এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য কি কি বিশেষ ব্যবস্থা কোন্ তারিখ হইতে করা হইয়াছে; এবং

(ঙ) সরকার ঐসব স্থানে কোন্ সময় হইতে টিকা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) খড়্গপুর টাউন থানায় বসন্তরোগ মহামারী আকারে আরম্ভ হইয়াছিল; খড়্গপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত কোন কোন গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

(খ) ও (ঘ) বিবরণী উপস্থাপিত হইল।

(গ) ৩৫১ জন (৩০শে মার্চ, ১৯৫৫ পর্যন্ত)।

(ঙ) রোগ প্রার্দুভাবের বহু পূর্ব হইতেই ঐসব স্থানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (যথা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড) টিকা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। টাউন এলাকায় গত ৮ই মার্চ হইতে এবং গ্রাম্য এলাকায় ২১শে মার্চ হইতে সরকার টিকা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 33

গ্রামের নাম।	মৃত্যুসংখ্যা (বার বৎসরের ন্যূনবয়স্ক)। পুরুষ।	স্ত্রী।	মৃত্যুসংখ্যা (বার ও তদূর্ধ্ব বৎসর বয়স্ক)। পুরুষ।	স্ত্রী।	মোট মৃত্যুসংখ্যা।
খড়্গপুর লোক্যাল থানা					
(১) কলাইকুণ্ডা	১	..	..	..	১
(২) আম্রাতলা	..	..	১	..	১
(৩) সাদতপুর	..	১	১	১	৩
(৪) কপোতিয়া	১	..	..	১	২
(৫) খুদামার	..	..	..	১	১
(৬) সুগুমিয়া	..	..	১	১	২
(৭) রাজপুরা	..	১	..	..	১
(৮) চণ্ডীপুর	..	..	১	..	১
(৯) মনেশ্বপুর	..	..	১	..	১
(১০) ধুলিয়াপোতা	..	..	..	১	১
(১১) রাধানগর	..	১	..	..	১
(১২) শাকমগুল	..	১	১	১	৩
(১৩) নারায়ণপুর	..	১	..	..	১
	২	৫	৬	৬	১৯
খড়্গপুর টাউন থানা					
(১) রেলওয়ে এলাকা	৮	৬	৪	৩	২১
(২) মিউনিসিপ্যাল এলাকা	২৬	২৮	৬	১	৬১
	৩৪	৩৪	১০	৪	৮২

Statement referred to in reply to clause (ঘ) of starred question No. 33

রোগ আয়ত্তে আনার জন্য এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছেঃ—

১। **রেলওয়ে এলাকা।**—(ক) ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ৭৪,২৪২ জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে।

(খ) বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ইন্‌ফেক্‌শাস্‌ ডিজিজেজ্‌ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

(গ) সংশ্লিষ্ট গৃহগুলি সম্যক্‌রূপে রোগবীজাণুমুক্ত করা হইয়াছে।

(ঘ) স্থানীয় সিনেমা মারফৎ এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বসন্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রচারকার্য চালান হইতেছে।

(ঙ) ইন্‌ফেক্‌শাস্‌ ডিজিজেজ্‌ হাসপাতালের বেডসংখ্যা ১৬ হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ৪৬ করা হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছেঃ

দুইজন এসিস্ট্যান্ট সার্জন (গ্রেড্‌ ২), একজন হস্‌পিটাল্‌ এটেনড্যান্ট, পাঁচজন ঝাড়ুদার এবং একজন আয়া।

রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য রেলওয়ের নিজস্ব এম্বুলেন্স আছে।

২। **মিউনিসিপ্যাল এলাকা।**—(ক) ১৯৫৫ সালের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ৫৯,৫২০ জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি ডিসেম্বর মাসে একজন টিকাদার নিযুক্ত করিয়াছিল। ১৯৫৫ সালের ৩রা জানুয়ারী মিউনিসিপ্যালিটি আরও পাঁচজন টিকাদার এবং ৯ই মার্চ একজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদিগের সাহায্যার্থে সরকার নিম্নলিখিত কর্মচারিবৃন্দ প্রেরণ করিয়াছেনঃ—

৮।৩।৫৫ তারিখে ...	মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট	১
	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	১
	হেল্‌থ্‌ এসিস্ট্যান্ট	৩
১০।৩।৫৫ " ...	হেল্‌থ্‌ এসিস্ট্যান্ট	৭
২০।৩।৫৫ " ...	মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট	১
	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	১
	হেল্‌থ্‌ এসিস্ট্যান্ট	৪
২৬।৩।৫৫ " ...	হেল্‌থ্‌ এসিস্ট্যান্ট	৩
২৯।৩।৫৫ " ...	মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট	২
	হেল্‌থ্‌ এসিস্ট্যান্ট	৪

আটজন স্পেশাল পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল্‌ ২৪।৩।৫৫ তারিখ হইতে ব্যাপক টিকা অভিযানে সাহায্য করিতেছে।

(খ) ৭।৩।৫৫ তারিখ হইতে সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে ৮ হন্দর ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ্‌ করিয়াছেন। ২৫৫ খানি গৃহ এবং ৪৪৬টি ড্রেন ইত্যাদি রোগবীজাণুমুক্ত করা হইয়াছে।

(গ) বসন্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি সরকারী ভ্যান্‌ শহরের সর্বত্র প্রচার-কার্য চালাইতেছে।

(ঘ) মৃতদেহ সংকারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ১৯।৩।৫৫ তারিখে চারজন এবং ২২।৩।৫৫ তারিখে একজন ডোম নিয়োগ করিয়াছে।

(ঙ) বারজন রোগী এ-পর্যন্ত হিজলী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(চ) বসন্তরোগ প্রতিরোধকল্পে এপিডেমিক্ ডিজিজেজ্ এ্যাক্টের অধীনে রেগুলেশন্ ২৬।৩।৫৫ তারিখ হইতে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(ছ) খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটি হিজলী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসংলগ্ন স্থানে ১০-বেড সমন্বিত একটি খড়ের ঘর তৈরী করিয়াছে এবং ২৪।৩।৫৫ তারিখে তাহা সিভিল সার্জনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। প্রয়োজনমত তাহাতে আরও ৫টি বেড বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

(জ) রোগী স্থানান্তরিত করিবার জন্য ১১।৩।৫৫ তারিখ হইতে খড়্গপুরে একটি সরকারী এম্বুলেন্স রাখা হইয়াছে।

(ঝ) এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব্ হেল্থ্ (সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কীয়) খড়্গপুরে থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতেছেন।

৩। **গ্রাম্য এলাকা**।—(ক) ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ৪,৪৬৯ জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। জেলা-বোর্ডের কর্মচারীদিগের (যথা, একজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, একজন হেল্থ্ এসিস্ট্যান্ট, একজন অতিরিক্ত হেল্থ্ এসিস্ট্যান্ট এবং একজন টিকাদার) সাহায্যার্থে চারজন সরকারী হেল্থ্ এসিস্ট্যান্ট এবং একটি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট ২১।৩।৫৫ তারিখে প্রেরণ করা হইয়াছে।

(খ) হিজলী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংক্রামক ব্যাধির জন্য ৪টি বেড আছে। প্রয়োজনমত সেখানে আরও ২টি বেডের ব্যবস্থা করা যায়। গ্রাম্য এলাকা হইতে দুইজন রোগী উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ২৪।৩।৫৫ তারিখে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আরও তিনজন পুরুষ নার্স, একজন ওয়ার্ড এটেন্ড্যান্ট এবং একজন ঝাড়ুদার প্রেরণ করা হইয়াছে।

(গ) মোবাইল মেডিক্যাল অফিসারগণ বাড়ি বাড়ি গিয়া ১৬৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছেন।

(ঘ) বসন্তরোগ প্রতিরোধকল্পে এপিডেমিক ডিজিজেজ্ এ্যাক্টের অধীনে রেগুলেশন্ ২৬।৩।৫৫ তারিখ হইতে মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

আমার সর্ট নোটিশ প্রশ্ন ছিল কিন্তু তার এতদিন পরে উত্তর দেওয়া হচ্ছে এবং তার মধ্যেও দেখছি কতকগুলি গোলমাল আছে। তাই আমি জানতে চাই (গ) প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাতে যে সংখ্যা দিয়েছেন ৩৫১ জন—এটা কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যন্ত?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

কোন তারিখ থেকে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

মার্চ মাসের প্রথম থেকে বোধ হয়।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

এটাও প্রথম সপ্তাহের জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এখানে মার্চ মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত হিসাব দেওয়া আছে যখন এপিডেমিক হয়।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

এখানে যে মোট-সংখ্যা দিয়েছেন ৩৫১ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যা তথ্য কোথা থেকে পেলেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

ষ্টাটিসষ্টিক্যাল বিভাগের যে তথ্য আছে, এই তথ্য তাদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

এই ষ্টেটমেন্ট-এর মধ্যে আছে রেল কলোনীতে ৭৪,২৪২ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে এবং মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে ৫৯,৫২০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে, তাহলে খড়্গপুরের টাউন এরিয়ার লোকসংখ্যা কত জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সে তথ্য গত সেন্সাস রিপোর্ট দেখলেই পাবেন।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

গত ২২শে মার্চ ডাঃ রায় যে সংখ্যা দিয়েছিলেন সেই সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যার মিল নাই কেন?

Mr. Speaker: Supplementary questionএ আরগুমেন্ট করবেন না।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

১৯৫১ সালের সেন্সাস-এ লোক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার আর এই দুইটি সংখ্যা যোগ করলে দেখা যাচ্ছে যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে, এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে লোক ছাড়াও গরু ছাগলকে টিকা দেওয়া হয়েছিল কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise. The figures are there.

Sj. Jyoti Basu: Sir, your notice has been drawn by the member concerned who has asked this question to this effect that this was a short notice question put last time, that is, before March, and the answer is being given now. There was a specific purpose in asking this question. Epidemic had broken out and scores of people were dying. At that time this question was given by the honourable member. This question was a short-notice question during the last session, not this session.

Mr. Speaker: I do not know on what date it was admitted.

Dr. Krishna Chandra Satpathi: It was admitted on 25th March, 1955.

Sj. Jyoti Basu:

আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে আপনার কি মনে হচ্ছে এইসব দেখেটেখে। আমার আর কিছু বলার নেই।

Mr. Speaker: Most probably some of the questions came and were held over. I do not know. I will have to enquire.

Sj. Jyoti Basu:

আমাদের এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছে মানুষ মরে যাচ্ছে তবুও কংগ্রেস গভর্নমেন্টের কোন গ্রাহ্য নেই। তাই আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি; আপনি স্পীকার, আপনার কি মনে হচ্ছে এইসব দেখেটেকে। আপনি কিছু কমেন্ট করুন তাহলেও কিছু মঙ্গল হবে।

Mr. Speaker: I have been commenting on a number of questions.

Sj. Jyoti Basu:

আপনার কমেন্টগুলি যদি বিরোধী পক্ষের দিকে যায় তবুও এদের লজ্জা নেই। তবুও যদি মাঝে মাঝে কিছু কমেন্ট করেন তাহলে কিছুটা ভাল হবে বলেই আমি মনে করি।

Mr. Speaker: I believe as a result of our efforts between Speaker and the Opposition the situation is improving.

Sj. Jyoti Basu:

এইসব জিনিষ এখানে চালু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রশ্ন করলে তা দেড়-দুই বৎসরের মধ্যে উত্তর পাওয়া যায় না।

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, shall I throw some light on the point raised by friends opposite?

Mr. Speaker: Yes.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: On receiving the short notice question I had to collect information from the Kharagpur area in the district of Midnapur, and I sent it to the Assembly Secretariat on the 6th of April, 1955, but as the Session was adjourned, probably this could not be included in the Agenda. My records show that I sent the reply to the Assembly Secretariat on the 6th of April, 1955.

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

কিন্তু তার আগে ডাঃ রায় ২২শে মার্চ এবং ২৩শে মার্চ যে কথা বলেছিলেন......

Mr. Speaker: That does not arise here. You have got the information now.

Sj. Bankim Mukherji: Supplementary question, Sir,

যারা রাস্তায় মারা গিয়েছিল কিম্বা শ্মশানঘাটের কাছে মারা গিয়েছিল তাদের এই ভাইট্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক-এর মধ্যে ধরা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এই রকম আনকেয়ার্ড ফর মারা গিয়েছে কিনা সে খবর আমাদের কাছে নেই। টোটাল ডেথ ফ্রম দিস ডিজিস যা আমরা স্টেটিষ্টিকস থেকে পেয়েছি সেই তথ্যই দিয়েছি।

Percentage of literates within Keshpur police-station, Midnapore

***34. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any record of the present percentage of literates among males and females separately and among the total population within the Keshpur police-station, Midnapore;

(*b*) if so, what are the percentages;

(*c*) total number of—

(*i*) Primary Schools (Board managed),

(*ii*) M. E. Schools,

(*iii*) H. E. Schools,

(*iv*) Adult Education Centres—

(1) Private,

(2) Government aided,

(*v*) Libraries, and

(*vi*) Girls' Schools; and

(*d*) whether Government consider the desirability of adopting speedy measures for the development of education within the said area?

The Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) Yes, but not separately for males and females.

(*b*) 19·3.

(*c*) (*i*) 84.

(*ii*) 4.

(*iii*) 2.

(*iv*) 9—

(1) 2.

(2) 7.

(*v*) 3.

(*vi*) Nil.

(*d*) Yes.

Sj. Gangapada Kuar: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government have got any plan for immediate development of education within the said area?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Dr. Atindra Nath Bose: With reference to answer (*d*), will the Hon'ble Minister be pleased to state what are the speedy measures that are going to be adopted by Government for the development of education within this area?

The Hon'ble Pannalal Bose: Government has already established two special cadre teacher schools. Now after all it is a thana in which the population is not large, and I find that it is 85,856. Of course the figure is taken from the 1951 census. I believe by this time this has increased.

Dr. Atindra Nath Bose: Is that the only measure intended to ameliorate the deficiency in all these spheres—primary schools, adult education and girls' schools?

The Hon'ble Pannalal Bose: The only measure adopted so far is to increase the number of primary schools by two. Already there were 84 schools; now it is 86.

Upper and Lower Primary Schools of Midnapore district

***35. Sj. Mrigendra Bhattacharjya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলায় কতগুলি উচ্চ এবং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখার শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে;

(খ) উক্ত স্কুলসমূহের মধ্যে কতগুলি প্রাইমারী সেক্‌শনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে;

(গ) "প্রাইমারী সেক্‌শন্‌" নাম দেওয়ার কারণ কি;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, "প্রাইমারী সেক্‌শন্‌" স্কুলের শিক্ষকদের বহুদিন যাবৎ বেতন দেওয়া হয় নাই; এবং

(ঙ) যদি (ঘ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কতদিন তাঁহারা বেতন পান নাই এবং তাহার কারণ কি,

(২) উক্ত স্কুল শিক্ষকদের বাকী বেতন দেওয়া হইবে কিনা এবং হইলে, কবে হইবে,

(৩) ঐসকল বিদ্যালয়ের "সি" গ্রেডের শিক্ষকদের ছাঁটাই করা হইতেছে কিনা, এবং

(৪) হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের বাকী বেতন মিটাইয়া দেওয়া হইবে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ৩,০৮৮টি।

(খ) ১৩৪টি।

(গ) উচ্চ বা মাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ থাকিলে উক্ত বিভাগকে "প্রাইমারী সেক্‌শন্‌" বলা হয়।

(ঘ) ও (ঙ) (৩) না।

(ঙ) (১), (২) ও (৪) প্রশ্ন উঠে না।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

(ঘ) ও (ঙ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "না"। মন্ত্রী মহাশয়ের কি স্মরণ আছে গত বছর ছয় হাজার প্রাইমারী শিক্ষক যাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে এবং দুই বছর ধ'রে বেতন দেওয়া হয় নি তাদের দরখাস্ত আমি আপনার হাতে দিয়েছি।

Mr. Speaker:

সেটা তো তাহলে আপনি জানেন কনফারমেসন-এর জন্য প্রশ্ন না করে ইনফরমেসনের জন্য করুন।

Sj. Sasabindu Bera:

'ক' প্রশ্নের উত্তরে আছে মেদিনীপুর জেলায় কতগুলি উচ্চ এবং নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে অর্থাৎ ৩,০৮৮, এর দ্বারা কি বুঝাচ্ছেন উচ্চ এবং নিম্ন বিদ্যালয়ের টোটাল ৩,০৮৮?

The Hon'ble Pannalal Bose:

১৯৫৪ সালের জানুয়ারির যে পাবলিসড লিষ্ট তা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে।

Sj. Sasabindu Bera: My question has not been answered.

উচ্চ এবং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপনি কি বলছেন এটা হচ্ছে উচ্চ এবং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টোটাল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ডিষ্টিংসন নেই। ১, ২, ৩ এন্ড ৪ ক্লাশ পর্যন্ত সবই প্রাইমারি—আপার প্রাইমারি এবং লোয়ার প্রাইমারি।

Sj. Sasabindu Bera:

ফিগারটা কারেক্টলি বলুন।

The Hon'ble Pannalal Bose:

এটা অন্‌লি প্রাইমারি স্কুলস ওয়ান টু ফোর ক্লাশ পর্যন্ত প্রাইমারি হয়ে গিয়েছে।

Sj. Sasabindu Bera:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে এখন যে সমস্ত ইমারজেন্সি স্কীম-এ স্কুল হচ্ছে......

Mr. Speaker: That question does not arise out of this question.

Extension of service of Officers and Professors of the Calcutta University

***36. Sj. Subodh Banerjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether extension of service after the age of retirement in the case of Officers and Professors of the University of Calcutta requires any reference to or approval by the Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the age of retirement in such cases;

(*ii*) what is the maximum age-limit beyond which no extension can be given; and

(*iii*) the names of those who have been given extension after reference to the State Government during the last three years and their ages?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No, under the Calcutta University Act, 1951.

(*b*) Does not arise.

U.P. Schools under the Midnapore District School Board

***37. Sj. Kanai Lal Bhowmick:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার জেলা স্কুলবোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ইউ পি স্কুলের তালিক সরকারের তরফ হইতে পরীক্ষা সুরু হইয়াছিল কিনা;

(খ) হইয়া থাকিলে, তাহা শেষ করা হইয়াছে কিনা এবং ঐ পরীক্ষার রিপোর্ট বি এবং সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন কিনা;

(গ) অনুমোদন করা হইয়া থাকিলে, তাহা জেলা স্কুলবোর্ডের নিকট পাঠানে হইয়াছে কিনা;

(ঘ) পাঠানো না হইয়া থাকিলে, কেন পাঠানো হয় নাই এবং কতদিনের মধে পাঠানো হইবে;

(ঙ) আগামী ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সরকারী নূতন পরি কল্পনা চালু হইবার পূর্বে ঐ সরকারী অনুমোদিত তালিকা জেলা স্কুল বোর্ডের নিকট পাঠানো হইবে কিনা;

(চ) ইহা কি সত্য যে, ডি পি আই মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ডের উক্ত তদন্ত কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত status quo maintain করার জন্য একটি সারকুলার দিয়াছিলেন; এবং

(ছ) সত্য হইলে, এ সারকুলারটি কত তারিখে দেওয়া হইয়াছিল এবং সারকুলার অনুযায়ী জেলা স্কুলবোর্ড status quo maintain করেছেন কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ও (খ) হ্যাঁ, পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াছে।

(গ) হ্যাঁ, পাঠান হইয়াছে।

(ঘ) ও (ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) হ্যাঁ, দিয়াছিলেন।

(ছ) জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে এবং *status quo* maintain করা হইয়াছে।

Proposed establishment of a Sanskrit University in the State

***38. Sj. Janardan Sahu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that there has been a scheme of Government for starting a Sanskrit University in West Bengal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) when the scheme will be given effect to; and

(*ii*) whether Government consider the desirability of giving effect to the scheme at an early date?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Janardan Sahu:
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে স্যাংসক্রীট কলেজ হবার প্রস্তাব আগে এসেছে কিনা এবং গভর্নমেন্ট সেটা বিবেচনা করছেন কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:
একটা প্রপোজাল হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন স্কীম নেওয়া হয় নি।

Sj. Janardan Sahu: Sanskrit College
হবার কোন আবশ্যকতা আছে কি পশ্চিমবঙ্গে?

The Hon'ble Pannalal Bose: Sanskrit University
র জন্যে যে সংস্কৃত শিক্ষক পরিষদ আছেন আপনি যদি তাঁদের কর্তব্য বিবেচনা করে দেখেন তাহলে দেখবেন সেটা অনেকখানি ইউনিভার্সিটির মত আছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে এত ছাত্র নেই যাতে ইউনিভার্সিটি করা যায়।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Preventive measures against spread of diseases in Bankura district

14. Sj. Probodh Dutt: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) what is the number of deaths due to malaria, cholera, T.B., small-pox and typhoid in each year during the last 4 years in Bankura district; and

(*b*) what preventive measures, if any, were taken by the Government to check the spread of these diseases?

The Minister-in-charge of Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji): (*a*) A statement is laid on the Table.

(b) The following preventive measures were taken to check the spread of the diseases:—

Malaria.—Anti-malaria campaign by spraying all the areas with D.D.T. in the district is being carried out each year since 1950. Besides this, anti-malaria drugs were distributed free through the Civil Surgeon and the District Board.

T.B.—As a preventive measure against T.B., B.C.G. vaccination was carried out in Patrasayer Union Board in Vishnupore subdivision in February, 1954. 4,499 persons were examined by Tuberculin test amongst whom 1,770 persons were vaccinated with B.C.G. vaccine. Propaganda work on prevention of T.B. with the help of the Audio-visual Unit was arranged by the Bengal T.B. Association in Bankura and Vishnupore. Cinema demonstration on prevention of tuberculosis was also arranged by the District Publicity Unit.

Cholera, small-pox and typhoid.—Vaccination against small-pox, inoculation against cholera and typhoid, disinfection of water sources were carried on by the Public Health staff under the control of the local bodies as also by the Government Public Health staff posted under the Subdivisional Health Officers in the district. A large number of tube-wells were also sunk in the district to ensure supply of pure drinking water.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 14

	Deaths from—				
	Malaria.	Cholera.	T.B. of lungs.	Small-pox.	Typhoid.
1951 ..	1,734	124	454	1,371	148
1952 ..	1,333	139	484	205	164
1953 ..	1,038	205	430	5	179
1954 ..	599	44	395	63	206

Sj. Rakhahari Chatterjee: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether there has been any scheme to take other parts of the Bankura district in this T.B. preventive measures?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The scheme is under expansion.

Bhagawanpur A. C. Hospital, Contai

15. Sj. Sudhir Chandra Das: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state—

(ক) কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত ভগবানপুর এ জি হাসপাতালের গৃহটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় আছে—সরকার ইহা অবগত আছেন কিনা;

(খ) উত্তর হ্যাঁ হইলে, ঐ হাসপাতাল গৃহটি মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে; এবং

(গ) থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ হাসপাতালে কয়টি শয্যা রাখা হইবে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ২,৭০১৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আরও ৬,৪৫৩৲ টাকার এষ্টিমেট বিবেচনাধীন আছে।

(গ) যতদিন এ জি হাসপাতাল থাকিবে, ততদিন ১০টি বেড রাখা হইবে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

ভগবানপুরের এ, জি, হসপিটালএ কত শয্যা ছিল?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

প্রথম ৫০টি ছিল। কমতে কমতে ২০ দাঁড়িয়েছে। এখন নতুন থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে চলেছে সেখানে ১০টি নয়, ভুল দেওয়া আছে—২০টি বেড হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ডি, ডি, টি দেওয়া সত্ত্বেও মশা পালাচ্ছে না. তাতে কি বুঝা যাবে যে ডি, ডি, টির রেজিষ্টেন্স কমে গেছে?

[No reply.]

B.C.G. Vaccination in Burdwan district

16. Sj. Dasarathi Tah: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চলে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছে;

(খ) এ-পর্যন্ত ঐ জেলার কতজন নরনারী ঐ টিকা গ্রহণ করিয়াছেন;

(গ) কতদিন হইতে ঐ জেলায় এই টিকা দিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; এবং

(ঘ) বি সি জি টিকা দেওয়ার জন্য কোন্ শ্রেণীর কতজন কর্মচারীকে ঐ জেলায় নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহাদের বেতনের হার কত?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) বর্ধমান জেলার নিম্নলিখিত অঞ্চলে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছেঃ—

(১) জামালপুর, ভাতার, রায়না ও খন্দঘোষ থানা বাদে সদর মহকুমার সর্বত্র;

(২) আসানসোল মহকুমার সর্বত্র;

(৩) কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানা বাদে কাটোয়া মহকুমার সর্বত্র।

(খ) ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৭২৪,২০৬ জন নরনারীকে টিউবারকিউলিন টেষ্ট করা হইয়াছে এবং ২৯২,২৯৭ জনকে বি সি জি টিকা দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে।

(ঘ) অত্রসহ বিবরণী প্রদত্ত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ঘ) of unstarred question No. 16

	মেডিক্যাল অফিসার।		নার্স।	পিয়ন।
১৯৫১ সাল।				
সেপ্টেম্বর	১	১ টি এইচ ভি*	১	১
১৯৫২ সাল।				
মে	১	২ ,,	২	১
নভেম্বর	১	১ ,,	৪	১
১৯৫৩ সাল।				
জুন	৬	২৩ টেকনিশিয়ান	..	৬
জুলাই	৬	২২ ,,	..	৬
আগষ্ট	৭	৩৮ ,,	..	৭
সেপ্টেম্বর	৮	৪২ ,,	..	৮
অক্টোবর	২	১০ ,,	..	২
নভেম্বর	৪	২০ ,,	..	৪
ডিসেম্বর	৪	১৯ ,,	..	৪
১৯৫৪ সাল।				
জানুয়ারী	৪	১৯ ,,	..	৪
ফেব্রুয়ারী	৪	১৯ ,,	..	৪
মার্চ	২	৯ ,,	..	২
এপ্রিল	২	৯ ,,	..	২
মে	২	৯ ,,	..	২
জুন	১	৫ ,,	..	১

*টি এইচ ভি—টিউবারকুলোসিস হোম ভিজিটর।

বেতনের হার (প্রতিমাসে)—

(১) মেডিক্যাল অফিসার—বেতন ৩০০৲, মহার্ঘ ভাতা ৬৫৲, বাড়িভাড়া ৩০৲, মোট ৩৯৫৲।

(২) টি এইচ ভি—বেতন ৭৫৲, অন্তর্বর্তীকালীন বর্দ্ধিত বেতন ২৭৲, মহার্ঘ ভাতা ৪৫৲, বাড়িভাড়া ১০৲, মোট ১৫৭৲।

(৩) নার্স—বেতন ৭০৲, অন্তর্বর্তীকালীন বর্দ্ধিত বেতন ২৬৲, মহার্ঘ ভাতা ৪০৲, বাড়িভাড়া ৯৷৶৹, মোট ১৪৫৷৶৹।

(৪) টেকনিশিয়ান—বেতন ৪০৲, অন্তর্বর্তীকালীন বর্দ্ধিত বেতন ২০৲, মহার্ঘ ভাতা ৪০৲, বাড়িভাড়া ৬৲, মোট ১০৬৲।

(৫) পিয়ন—বেতন ১৩৲, অন্তর্বর্তীকালীন বর্দ্ধিত বেতন ৬৲, মহার্ঘ ভাতা ২৫৲, বাড়িভাড়া ২৲, রেশনের পরিবর্তে দেয় ভাতা ৭৲, কমপেনসেটরি এলাওয়্যান্স ২৲, মোট ৫৫৲।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে বি, সি, জি টিকা দিচ্ছেন এটা কি মন্ত্রীমহাশয় নিজে ব্যবহার করেছেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এটা ২০ বছরের কম বয়সের লোকদের দেওয়া হয়, আমার বয়স ২০ বছরের বেশী হয়ে গিয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে আপনারা এত প্রচেষ্টা করে এই টিকা দিচ্ছেন, কিন্তু শ্রীরাজাগোপালাচারী যে এর বিরুদ্ধে প্রচার করছেন তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এটা করছি। এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি যাতে আমাদের এটা বন্ধ করতে হবে। শ্রীরাজা-গোপালাচারি ত চিকিৎসক ডাক্তার নন।

Sj. Sasabindu Bera:

'খ' প্রশ্নের উত্তরে যে তিনটি ক্যাটিগরির অফিসারদের কথা বলেছেন এ'দের পৃথক পৃথক কর্তব্য কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Medical Officer যিনি মেডিক্যাল ওয়ার্ক করেন, তিনি একজন ডাক্তার। হেলথ ভিজিটার তাঁকে সহায়তা করেন। নার্সরা সেবাব্রতী। টেকনিসিয়ানরা সাহায্য করেন ইনজেকসন দেবার সময়।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

কেতুগ্রাম আর মঙ্গলকোট বি, সি, জি, থেকে বাদ দেওয়া হ'ল কেন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

বাধানিষেধ কিছু ছিল না কিন্তু তখনকার স্কীম সব নেওয়া সম্ভব হয় নি।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

বাদ দেবার সময় কি মনে করা হয়েছিল যে এটা ওখানে দরকার নেই?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, সে কথা নয়। ওই স্কীম-এ হয় নি এখন আমরা ওই স্কীম এক্সটেন্ড করছি তার মধ্যে বাকী জায়গাগুলি যা আছে তা যাবে।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

বাড়ী ভাড়া যে সাড়ে নয় টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এতে কি কলকাতায় ভাড়া পাওয়া যায়?

[No reply.]

Sj. Gangapada Kuar:

২০ বছরের বেশী বয়স্কদের কি বি, সি, জি দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, কম বয়স্কদের দেওয়া হয়।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে বেশী বয়স্কদের দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

কেউ যদি নিজের বয়েস কম বলে থাকেন তাহলে আর কি করা যাবে। ৩৪ বছরের লোক যদি নিজের বয়েস ১৭ বলে টিকা নেন তাতে কি করবার আছে?

Sj. Dasarathi Tah:

কুষ্ঠী দেখা হয় কিনা?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

কুষ্ঠীতেও প্রয়োজনমত বয়স দেখান যায়। কিন্তু তাতে বয়স সত্যি কম কি বেশী জানা সহজ হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।

Small pox epidemic in Kharagpur town

17. Sj. Saroj Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, খড়্গপুর শহরে সম্প্রতি মহামারীরূপে বসন্ত দেখা দিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই রোগের আক্রমণ কোন্ সময় হইতে খড়্গপুর শহরে সুরু হয়,

(২) বর্তমান সময় পর্যন্ত কত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে,

(৩) সরকারের তরফ হইতে এ-সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে,

(৪) আক্রান্ত অঞ্চলকে মহামারী এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে কিনা, এবং

(৫) না করা হইলে, কি কারণে করা হয় নাই?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) ও (খ)(৪) হ্যাঁ।

(খ)(১) রেলওয়ে এলাকায় ১৯৫৫ সালের ৮ই জানুয়ারী হইতে এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ১৫ই জানুয়ারী হইতে।

(২) ৩০।৩।৫৫ তারিখ পর্যন্ত ২৮৭ জন এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ৮২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(৫) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (খ) (৩) *of unstarred question No. 17*

সরকারের তরফ হইতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হইয়াছেঃ—

চারজন মেডিক্যাল অফিসার, দুইজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, ২১ জন হেল্‌থ্ এসিস্ট্যান্ট এবং অন্যান্য সমেত মোট ৩৫ জন সরকারী জনস্বাস্থ্য কর্মচারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহারা বাড়ি বাড়ি যাইয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন এবং তাহাদের হাসপাতালে পাঠাইতেছেন, ব্যাপক টিকার এবং সংশ্লিষ্ট গৃহগুলি রোগবীজাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং শব সৎকারের ব্যবস্থাদি তদারক করিতেছেন। মেদিনীপুর সদর মহকুমার সাবডিভিশন্যাল হেল্‌থ্ অফিসার জনস্বাস্থ্য কর্মচারীদের কার্যাদি পরিদর্শন করিতেছেন। তাহা ছাড়া, বসন্ত প্রতিরোধক কার্যাদি তদারকের জন্য কলিকাতা হইতেও একজন এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অব্ হেল্‌থ্ সার্ভিসেস্ খড়্গপুরে প্রেরিত হইয়াছেন এবং তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন।

আট হন্দর ব্লিচিং পাউডার সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। বসন্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি প্রচারের জন্য একটি সরকারী ভ্যানও প্রেরিত হইয়াছে।

হিজলী থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংক্রামক ব্যাধির জন্য ৪টি বেড বাদে আরও ২টি অতিরিক্ত বেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটি উক্ত থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রসংলগ্ন স্থানে ১০-বেড সমন্বিত একটি খড়ের ঘর নির্মাণ করিয়া তাহা পরিচালনার জন্য ২৪।৩।৫৫ তারিখ হইতে মেদিনীপুরের সিভিল সার্জনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। প্রয়োজনানুসারে সেখানে আরও ৫টি বেডের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উক্ত স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত আরও ৩ জন পুরুষ নার্স, ১ জন ওয়ার্ড এটেনড্যান্ট এবং ১ জন ঝাড়ুদার প্রেরিত হইয়াছে।

রোগী স্থানান্তরিত করার জন্য ১১।৩।৫৫ তারিখ হইতে একটি সরকারী এম্বুল্যান্স খড়্গপুরে রাখা হইয়াছে। আটজন স্পেশ্যাল পুলিশ কনেস্টবল্ ব্যাপক টিকা অভিযান কার্যে ২৪।৩।৫৫ তারিখ হইতে সাহায্য করিতেছে।

Financial assistance to the Netaji Mahavidyalaya (College), Arambagh

18. Narendra Nath Ghosh: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Netaji Mahavidyalaya (College), Arambagh, Hooghly, was receiving grants-in-aid from Government; and

(*ii*) that grant has been stopped since 1952-53?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reasons for withholding the grants;

(*ii*) whether Government consider the desirability of sanctioning grant-in-aid to the said college; and

(*iii*) if not, the reasons therefor?

The Minister-in-charge of Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*)(*i*) Yes, in lump only.

(*ii*) Yes, in view of the fact that the college authorities did not agree to follow the directions of the Education Directorate with regard to the formation of the Governing Body.

(*b*) (*i*) Does not arise as the college is not permanently aided by Government.

(*ii*) The question of sanctioning lump maintenance grant to the college may be considered if the college authorities agree and undertake to abide by the grant-in-aid rules as laid down in the Bengal Education Code and Departmental orders.

(*iii*) Does not arise.

Sj. Narendra Nath Ghosh:

সম্প্রতি কি নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে কোন ইমারজেন্সি গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

হ্যাঁ, সম্প্রতি টাকা দিয়েছি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

কত টাকা বলুন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

নোটিশ চাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

হটাৎ এই গ্রান্ট দেবার মূলে কি ডাঃ পাল-এর কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আছে?

Mr. Speaker: That supplementary is not allowed.

Dr. Atindra Nath Bose: What were the directions given by the Education Directorate with regard to the formation of the governing body which the college authorities did not follow?

The Hon'ble Pannalal Bose: That is a matter for the Director of Public Instruction. The rule is that the governing body must be approved by the

Director of Public Instruction. In this case the Director of Public Instruction did not approve of a gentleman so that the grant was stopped.

Dr. Atindra Nath Bose: That was not my question. My question was what were the directions issued by the Education Directorate with regard to the formation of the governing body which the college authorities did not follow.

The Hon'ble Pannalal Bose: As I have already said as some of the members of the governing body were not changed it was not approved.

[4—4-10 p.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: Will the Hon'ble Minister-in-charge please state who were the members and what were the reasons for it?

The Hon'ble Pannalal Bose: I want notice because after all it was an obsolete grant which was resumed.

Sj. Bankim Mukharji:

আমরা একটু সিরিয়াস ভিউ না নিয়ে পারি না। প্রত্যেক বার বাজেটের সময় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এসেম্‌ব্লীতে এই কলেজের গ্রান্টের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন সময়ই তার সন্তোষজনক উত্তর পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। আজকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাকে ঐ কলেজের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যেহেতু তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

Mr. Speaker: You can have it clarified by putting supplementary questions.

Sj. Bankim Mukherji: Government is going on with this nepotism. It is a serious charge.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend Sj. Bankim Mukherji need not be so serious. The matter came up to me in the Finance Department. There were some vouchers for money which were not available. Afterwards when they did produce the vouchers and the Inspector was satisfied that the vouchers were correct the money was paid.

Sj. Jyoti Basu: When were the vouchers seen?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot give you the date, but as far as I remember it was before Dr. Pal joined us. The Inspector gave us a report about the different vouchers that were submitted; they were found to be correct, and later on the decision was taken that the money would be paid.

Number of primary schools, primary school teachers and Special Cadre teachers within Arambagh subdivision

19. Sj. Narendra Nath Ghosh: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the total number of primary schools with the number of "A", "B" and "C" category teachers and teachers appointed under "1954 Special Cadre", thana by thana, in Arambagh subdivision;

(b) total number of teachers, if any, deputed to Goghat G.T. School for training this year (1954) and last year mentioning the figures, category by category; and

(c) number of "C" category teachers, if any, deputed for training to any other school from Arambagh subdivision?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) A statement is laid on the Table.

(*b*)—

	1953.	1954.
"B" category	3	13
"C" category	6	4
	9	17

(*c*) 1954—nil; 1955—2.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 19

Thana.	No. of primary schools.	No. of teachers. "A"	"B"	"C"	Teachers appointed under Special Cadre, 1954.
Arambagh ..	125	21	115	78	131
Goghat ..	121	16	110	67	134
Khanakul ..	130	22	127	97	115
Pursurah ..	76	4	100	63	71

Stipends to the students of Malda Guru Training School

20. Sj. Dharani Dhar Sarkar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলার গুরু ট্রেনিং স্কুলের গুরুছাত্রদের নিয়মিত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিনা;

(খ) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৫৪ সালে এই স্কুলের গুরুছাত্রদের স্টাইপেণ্ড কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল;

(গ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৫৪ সালে এই স্কুলের গুরুছাত্ররা জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট কতকগুলি অভিযোগ পেশ করিয়াছিলেন;

(ঙ) সত্য হইলে, উক্ত অভিযোগগুলি তদন্ত করা হইয়াছিল কিনা এবং কি প্রতিকার করা হইয়াছিল;

(চ) ইহা কি সত্য যে, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে; এবং

(ছ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ও (ঘ) হ্যাঁ।

(খ) ও (চ) না।

(গ) ও (ছ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) হ্যাঁ, বিষয়টি বিভাগীয় তদন্তাধীনে আছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে মালদহ জেলার এই গুরুট্রেনিং ছাত্রদের চার মাস যাবত টাকা দেওয়া হয় নাই।

The Hon'ble Pannalal Bose: I want notice.

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই খ-প্রশ্নে যে কথা বলা হয়েছে ১৯৫৪ সালে এই স্কুলের ছাত্ররা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে কি অভিযোগ করেছিলেন?

The Hon'ble Pannalal Bose: The *abhijog* is that we are not getting salaries from the schools although we are getting our stipends.

Sj. Biren Banerjee:
(ঙ) উত্তরে বলা হয়েছে 'হ্যাঁ', বিষয়টি বিভাগীয় তদন্তাধীন আছে, তার মানে কি?

The Hon'ble Pannalal Bose: That matter is being considered. There may be a decision in a day or two after the investigation is over.

Sj. Lalit Kumar Sinha:
মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ঐ স্কুলের হেড পণ্ডিত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয় আজও সাসপেনডেড্ হয়ে আছেন?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question. There is no mention about it in the question.

National Cadet Corps

21. Sj. Amulya Charan Dal: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) এন সি সি বাহিনীতে কতজন লোককে নেওয়া হইয়াছে;
(খ) এ'দের দ্বারা কি কি কাজ করান হয়?
(গ) ধর্মঘটের সময় ইঁহাদের কখনও নিয়োগ করা হয় কিনা;
(ঘ) হইয়া থাকিলে, এইরূপ ধর্মঘটের সময় কতজনকে নিয়োগ করা হইয়াছিল; এবং
(ঙ) এ'দের জন্য মাথাপিছু কি খরচ করা হয়; এ'দের মাথাপিছু কত allowance দেওয়া হয় এবং এ-পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) এই বাবদ কত টাকা খরচ করা হইয়াছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:
(ক) এন সি সি বাহিনীতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

(১) ঊর্ধ্বতন বাহিনী—

Officers	...	৬১
Cadets	...	৩,০১৪

(২) নিম্নতন বাহিনী—

Officers	...	১৬২
Cadets	...	৫,৩৪৬
মোট	...	৮,৫৮৩

(খ) শিক্ষার্থিগণকে নিয়মানুবর্তিতা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়। সপ্তাহে তিনবার সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ এবং বাৎসরিক শিক্ষাশিবিরে যোগদান এই শিক্ষার অঙ্গ। শিক্ষাশিবিরে থাকাকালীন কিছু সমাজসেবামূলক কার্যও করিতে হয়। ইহা ব্যতীত প্রতিবৎসর ঊর্ধ্বতন বাহিনীগুলি একবার সামরিক শিক্ষা ও সমাজসেবার যৌথ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত শিক্ষাশিবিরে যোগদান করেন ও "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন" এলাকায় সমাজসেবার কার্য করিয়া দেশের ও দশের সেবায় ব্রতী হন।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্নটি উঠে না।

(ঙ) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ঙ) of unstarred question No. 21

এন সি সি বাহিনী।	বর্তমান সংখ্যা।	প্রদত্ত ভাতার হার শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজের দিনে গাড়ীভাড়া বাবদ অথবা টিফিন হিসাবে দেয় ভাতার হার।	শিক্ষার্থী ও পদস্থ কর্মচারীদের পোষাক ধোলাই বাবদ দেয় ভাতার হার।	পদস্থ কর্মচারীদের মাসিক দেয় ভাতার পরিমাণ (আউট-অফ-পকেট এ্যালাউয়েন্স)।	উর্ধ্বতন বাহিনীতে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ-সংরক্ষণ বাবদ বাৎসরিক এককালীন দেয় অর্থের পরিমাণ।	নিম্নতন বাহিনীতে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের বাৎসরিক এককালীন দেয় ভাতার পরিমাণ।	মার্চ, ১৯৫৪ হইতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ পর্যন্ত যাহা খরচ করা হইয়াছে (শিক্ষার্থী ও পদস্থ কর্মচারীদের জন্য)
(১) উর্ধ্বতন বিভাগ—							
(ক) পদস্থ কর্মচারী ..	৬১	..	মাথাপিছু মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে ৯ মাস দেওয়া হয়।	মাথাপিছু মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ৯ মাস দেওয়া হয়।	মাথাপিছু বাৎসরিক ৫০৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়।	..	
(খ) শিক্ষার্থী ..	৩,০১৪	মাথাপিছু মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে ৯ মাস দেওয়া হয়।	ঐ	..	..	..	টাকা। ১,৬৭,২২৮
(২) নিম্নতন বিভাগ—							
(ক) পদস্থ কর্মচারী ..	১৬২	..	ঐ	মাথাপিছু মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে ৯ মাস দেওয়া হয়।	..	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মাথাপিছু ৯০৲ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মাথাপিছু ১১০৲ টাকা।	
(খ) শিক্ষার্থী ..	৫,৩৪৬	মাথাপিছু মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে ৯ মাস দেওয়া হয়।	ঐ	..	..	প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী মাথাপিছু ১৮০৲ টাকা।	২,২৭,৪৭৪
মোট ..	৮,৫৮৩						৩,৯৪,৭০২।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে যে ডক ধর্মঘট হয়েছিল তাতে এই ন্যাশনাল কাডেট বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose: N. C. C. does not take part in *Dharmaghat*.

Sj. Jyoti Basu:

এই যে উনি বললেন

N. C. C. does not take part in *Dharmaghat*

কিন্তু ওখানে যে ধর্মঘট হয়েছিল, সেখানে এই এন, সি, সি-দের পাঠান হয়েছিল কাজ করবার জন্য, এটা সত্য কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The answer is that the members of the National Volunteer Force were sent at the request of the Chairman of the Port Commissioners. It has nothing to do with the N.C.C.

Sj. Jyoti Basu: When the Police went on strike in Howrah, were these people used?

The Hon'ble Pannalal Bose: No.

Special financial assistance to schools having majority of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

22. Sj. Gangapada Kuar: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that those Secondary and Primary Schools, students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of which number more than 50 per cent. of the total number of the students, are recognised as such and given special financial privileges?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what special privileges do they receive from the Government;

(*ii*) how many such Primary and Secondary Schools are there in different districts of West Bengal; and

(*iii*) what total amount has been paid up-to-date, district by district, to those institutions in separate items each year since 15th August, 1947?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Primary Schools in non-District School Board areas and Secondary Schools recognised by the Department and Board of Secondary Education which enrol more than 50 per cent. students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Communities are given financial assistance from the fund for promotion of education amongst educationally backward classes, when they require and apply for it.

(*b*) (*i*) Such schools receive the following grants from Government:—

(1) Maintenance grant.

(2) Building grant for construction, reconstruction, extension and repairs of schools and hostels.

(3) Grant for the purchase, preparation and improvement of play-ground.

(4) Grant for furniture and teaching appliances.

(5) Library grant for purchase of books.

(6) Prize grant for distribution to students of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

(*ii*) Number of schools in different districts receiving grants from the fund for promotion of education amongst educationally backward classes is given below:—

	Primary.	Secondary.
Hooghly	1	3
Howrah	...	3
Burdwan	1	1
Bankura	...	7
Birbhum	...	1
Midnapore	...	22
24-Parganas	...	72
Nadia	...	1
Murshidabad	...	4
Malda	...	5
West Dinajpur	...	7
Jalpaiguri	...	17
Darjeeling	...	10
Cooch Behar	...	2
	2	155

(*iii*) A statement is laid on the Table. Figures for the year 1947-48 could not be supplied.

Statement referred to in reply to clause (b)(iii) of unstarred question No. 22

Separate items of grants paid to these institutions during the years 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52 and 1952-53, district by district, are shown below:—

District.		Maintenance.	Building.	Play grant.	Furniture and appliances.	Library.	Prize.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Hooghly	1948-49	3,120	3,346	..	700	..	50
	1949-50	3,600	..	..	900	500	50
	1950-51	5,940	..	..	1,075	1,000	50
	1951-52	4,560	5,000	..	800	400	50
	1952-53	7,524	2,500	..	1,600	900	50
		24,744	10,846	..	5,075	2,800	250
Howrah	1948-49	9,420	..	400	1,450	950	100
	1949-50	6,120	5,000	..	400	..	..
	1950-51	7,20[illegible]	750	..	..	..	..
	1951-52	2,820	..	..	550	..	100
	1952-53	6,933	..	..	1,000	800	150
		32,493	5,750	400	3,400	1,750	350

District.		Maintenance.	Building.	Play grant.	Furniture and appliances.	Library.	Prize.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Burdwan	1948-49	720	240	..	500	300	..
	1949-50	720	..	..	..	150	25
	1950-51	1,262	..	..	..	..	50
	1951-52	1,282	..	..	..	..	39
	1952-53	1,320	..	..	500	..	50
		5,304	240	..	1,000	450	164
Bankura	1948-49	3,600	3,685	..	640	918	250
	1949-50	8,520	10,793	..	900	1,150	205
	1950-51	6,828	10,772	..	1,300	1,050	..
	1951-52	8,196	3,112	..	1,550	1,100	300
	1952-53	9,910	13,682	1,933	1,225	200	280
		37,054	42,044	1,933	5,615	4,418	1,035
Birbhum	1948-49	..	..	..	..	..	..
	1949-50	..	..	..	..	..	..
	1950-51	720	..	..	..	..	..
	1951-52	..	..	..	..	..	..
	1952-53	..	..	..	..		..
		720	..	..	..	..	..
M	1948-49	24,284	31,287	..	6,705	5,251	500
	1949-50	28,320	16,412	1,541	..	3,450	500
	1950-51	33,841	29,963	770	4,425	4,900	550
	1951-52	38,426	10,488	..	4,300	4,650	943
	1952-53	40,965	5,404	2,256	2,825	1,200	900
		1,65,836	93,554	4,567	18,255	19,451	3,393
24-Parganas	1948-49	40,378	..	..	1,425	..	1,350
	1949-50	50,097	8,130	..	6,075	2,025	1,350
	1950-51	59,374	13,500	..	3,988	973	1,250
	1951-52	64,985	7,350	..	6,101	2,040	2,100
	1952-53	1,00,015	6,636	..	3,400	5,001	2,042
		3,14,849	35,615	..	20,989	10,039	8,092
Nadia	1948-49	..	..	..	..	..	..
	1949-50	..	..	..	..	..	..
	1950-51	..	..	..	..	..	..
	1951-52	1,800	..	..	600	500	..
	1952-53	1,800	..	..	1,600	..	..
		3,600	..	..	2,200	500	..

District.		Maintenance.	Building.	Play grant.	Furniture and appliances.	Library.	Prize.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Murshidabad ..	1948-49 ..	960	..	..	..	300	50
	1949-50 ..	1,560	..	..	750	675	50
	1950-51 ..	2,400	..	..	625	..	50
	1951-52 ..	2,400	7,142	..	100	900	100
	1952-53 ..	3,120	..	..	..	500	100
		10,440	7,142	..	1,475	2,375	350
Malda ..	1948-49 ..	2,340	..	..	..	..	..
	1949-50 ..	3,360	..	..	200	..	..
	1950-51 ..	5,501	..	..	550	150	100
	1951-52 ..	5,895	..	..	650	300	300
	1952-53 ..	8,714	..	..	550	525	300
		25,810	..	..	1,950	975	700
West Dinajpur ..	1948-49 ..	8,484	646	223	960	600	150
	1949-50 ..	7,732	..	..	1,050	950	150
	1950-51 ..	4,320	..	..	1,405	400	150
	1951-52 ..	4,300	..	..	700	600	250
	1952-53 ..	5,040	1,155	..	450	..	250
		29,876	1,801	223	4,565	2,550	950
Jalpaiguri ..	1948-49 ..	11,352	..	..	1,315	736	250
	1949-50 ..	9,000	..	..	200	1,900	..
	1950-51 ..	24,263	..	..	1,000	1,450	250
	1951-52 ..	25,308	..	..	2,350	..	550
	1952-53 ..	33,692		..	1,900	4,475	650
		1,03,615	..	..	6,765	8,561	1,700
Darjeeling ..	1948-49 ..	1,680	1,321	360	375	..	..
	1949-50 ..	4,917	..	..	200	100	50
	1950-51 ..	6,200	..	..	800	1,000	..
	1951-52 ..	5,358	..	..	1,050	1,425	200
	1952-53 ..	24,948	..	..	2,150	650	200
		43,103	1,321	360	4,575	3,175	450
Cooch Behar ..	1948-49 ..	..	..	..	..	..	..
	1949-50 ..	..	..	..	..	..	..
	1950-51 ..	..	..	..	..		
	1951-52 ..	..	..	..	..	..	..
	1952-53 ..	4,444	..	..	..	..	..
		4,444	..	..	..	..	..

Sj. Gangapada Kuar: With reference to answer to question (*a*), will the Hon'ble Minister please state to whom to apply for special financial privilege.

The Hon'ble Pannalal Bose: To the Director.

Mr. Speaker: Questions over.

Message.

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following message has been received from the West Bengal Legislative Council:—

"That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 12th August, 1955, agreed to the Calcutta Improvement (Amendment) Bill, 1955, without any amendments."

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 12*th August*, 1955.

Point of Privilege.

Sj. Bankim Mukharji:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, গত চন্দননগর নির্বাচনের সময় গত ১৯শে জুন এই সভার সদস্য সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী যখন সেখানকার এক নির্বাচনী সভা থেকে গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও তারকেশ্বর লেভেল ক্রসিং-এর ওখানে মহকুমা পুলিস অফিসার শিশির রঞ্জন দে গাড়ী নিয়ে এসে বলেন—আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, আপনার গাড়ী সার্চ করা হবে। গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন থানায় চলুন, সেখানে গিয়ে জানান হবে। তখন তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা আটক রাখবার পর বলা হল, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আপনার বন্ধু যিনি গাড়ী চালাচ্ছেন দেবেন্দ্র নাথ দাস তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন ভংগ করবার জন্য তিনি অভিযোগ করেন। অথচ যখন সুহৃদ মল্লিক চৌধুরীকে তিনি গ্রেপ্তার করেন, তখন তিনি বলেছেন গাড়ী সার্চ করা হবে। আমার পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ হচ্ছে এই গ্রেপ্তার করবার পর সেই গ্রেপ্তারের সংবাদ আপনাকে জানান পুলিস অফিসারটী কর্তব্য মনে করেন নাই। এটা অত্যন্ত অন্যায়। আমি আশা করি এ বিষয়ে তার কাছ থেকে আপনি অবিলম্বে একটা এক্সপ্লানেসন দাবী করবেন এবং য়্যাপলজি চাইতে তাকে বাধ্য করবেন কেন এক ঘণ্টা কোন সভ্যকে আটক করবার পর আপনাকে সেটা জানান হয় নাই।

Mr. Speaker: Sj. Mullick Chowdhury has also written to me day before yesterday. I have asked for information. I have not got information about the arrest of Sj. Mullick Chowdhury. I have heard what Sj. Bankim Mukherji has said. I will make necessary enquiries from the Department.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, on a point of privilege.

এইমাত্র দেখলাম বড় বড় দুটো বিল আমাদের সামনে রাখা হয়েছে।একটা ল্যান্ড রিফর্মস্ বিল, যেটা জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট হিসাবে এসেছে, অন্যটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি (য়্যামেন্ডমেন্ট) বিল—

এই বিল দুটির সংগে প্রেরিত নোটিশে আমাদের বলা হয়েছে যে, আগামী ১৯শে আগষ্ট বেলা ১১টার মধ্যে এই বিল দুটি সম্পর্কে আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাব দিতে চাই তা দিতে হবে। সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে এই অল্প সময় দেওয়ার কথা আপনার কাছে পুরান হয়ে গেছে আমরা বার বার এই বিষয়ে অভিযোগ করার ফলে। তবুও আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি। গভর্নমেন্ট কি মনে করেন......

Mr. Speaker: You can speak on it at the presentation stage.

Sj. Subodh Banerjee:

গভর্নমেন্ট কি মনে করেন—যে বিল এক বছর দু' বছর লাগে তাঁদের তৈরি করতে, বিধানসভার সদস্যরা তা পড়ে, তার ভালমন্দ বিবেচনা ক'রে উপযুক্ত সংশোধন প্রস্তাব দু দিনের মধ্যে দিতে পারেন; তা না দিলেও বিলের প্রতিস্সুবিচার করতে পারেন? সরকারের বড় বড় আই-সি-এস, আই, এ, এস, অফিসার আছেন। তাঁরা দীর্ঘদিনেও যে বিল রচনা করতে পারেন নাই আমরা দু-দিনে তার উপর সংশোধন প্রস্তাব কি করে দেব? আমি জানি, আপনি সংশোধন দেবার দিন অনেকবার বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু তা হলে ইনডিভিজুয়াল বিল সম্পর্কে এবং

আমাদের বলার পর। আমরা কোন ফেভার চাই না কারও কাছ হতে,—আমরা আমাদের আইন-সঙ্গত অধিকার রক্ষিত হ'ক এইটাই চাই। য়্যাসেম্বির প্রোসিডিওর রুলসয়ের বিল কতদিন আগে পরিবেশন করতে হবে সে বিষয়ে বিধান আছে। আমার বক্তব্য সেটা মেনে চলুন। তা না হলে আমরা প্রত্যেকটা ব্যাপারে কাঁদুনী গাইবো, তারপর আপনি দয়া করে সময় বাড়িয়ে দেবেন, এ অবস্থা আমরা চাই না। আমরা কারো কাছে কিছু ভিক্ষা চাই না। আমাদের যে প্রিভিলেজ য়্যাসেম্বির প্রোসিডিওর রুলসএ দেওয়া আছে তা সরকার কর্তৃক পদদলিত হ'ক তা হতে দেব না। যে কয়েকদিনের নোটিশ আমাদের পাওয়া দরকার আইন মাফিক সেটা যাতে আমরা পাই তারজন্য আপনি রুল এনফোর্স করুন। আপনি বিরোধী পক্ষের এই অধিকার রক্ষা করবেন—এটা আশা করি।

Mr. Speaker: I can assure Mr. Banerjee that in respect of any important Bills if the number of days allotted are short according to the rules, I shall accommodate the members, particularly the members of the opposition with as much time as is considered necessary for sending amendments.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

এটা আপনি ফিক্স করে দিন না!

Mr. Speaker: When the Bill is presented before the House, you raise the point and I will allow time as is necessary.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন গোয়ার ঘটনার খবর আসার পর কাল রাত্রিতে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠন মিলে, যে কাল সাধারণ ধর্ম্মঘট, আমাদের এই বাংলাদেশে হবে। এই ব্যাপারটাতে আমাদের মনে হয় কাল হাউসটা এডজোর্ন করা উচিত। সেখানে রাজ্য সভায় যেমন সকলে উঠে দাঁড়িয়েছেন আজকে এখানেও তেম্নি ও'রা সকলে দাঁড়িয়েছেন, যদিও আগের দিন তা করেন নি, সে কারণেও যদি না হয় তাহলে যানবাহনের অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণের জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি আপনি কাল হাউস এডজোর্ন করুন।

Mr. Speaker: I will consider your request at the end of today's discussion.

Presentation of the Report of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms Bill, 1955.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, as Chairman of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms Bill, I present the Report of this Committee before the House. I understand the discussion will take place on the 22nd instant.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহলে আমাদের এমেন্ডমেন্টের ডেটটা এক্সটেন্ড করে দেওয়া হোক।

Mr. Speaker: Then what date you want to be fixed for this?

Sj. Subodh Banerjee:

যা আইনসঙ্গত আমরা তাই চাই, হাউস যা পরয় আইনসঙ্গতভাবে থ্রি উইকস টাইম সেই আমাদের দেবেন, নো ফেভার।

Mr. Speaker: This is a very important Bill and they should get time for 15 days. I will give time till the 26th. I find really the Government is not serious about these things. This is a very important Bill. Not only that, under the Rules they should get 15 days' time. I have expressed my views times without number about these matters. If the Secretariat of the Legislative Department is not serious and takes so much time so far as this important Bill is concerned I must give the opposition sufficient time for sending amendments.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Report of the Select Committee, when was this sent by the Government, may I ask?

Mr. Speaker: That is a different matter. So far as amendments to the Land Reforms Bill are concerned, they have got to be tabled and this is one of the most important Bills of the session.

Sj. Bankim Mukherji: It has come here also not even a week before. On the 11th we put our signatures on to it and it was submitted on the 13th.

Mr. Speaker: That date is also in regard to the other Bill which was circulated on the 4th August.

Sj. Ganesh Ghosh:

আর একটা বিল সম্বন্ধে কি হবে? সিকিউরিটি বিল-এর এমেন্ডমেন্ট?

Mr. Speaker: Both the Bills.

FINANCIAL BUSINESS

Excess expenditure for the year 1950-51.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to present under the provisions of Article 205 of the Constitution of India a Demand for Excess Expenditure for the year 1950-51. The total amount covered by the present Statement of Excess Expenditure is Rs. 18,71,19,461 of which the Voted items account for Rs. 91,14,831 and the Charged items Rs. 17,80,04,630. These excesses over the sanctioned Voted Grants and Charged Appropriations for the year 1950-51 were shown by the Auditor-General in the Appropriation Accounts for 1950-51 which will be discussed by the House presently and the Audit Report, 1952, and the reasons for the excesses were duly considered by the Public Accounts Committee appointed by this House which has recommended that the excess expenditure under the Voted and Charged Heads be regularised by Excess Grants and Charged Appropriations. An Explanatory Memorandum indicating the reasons for excess expenditure has been given in the Statement of the Excess Expenditure presented to the House. It will be noticed that out of the total excess expenditure of Rs. 18,71,19,461 the excess under the Public Debt accounts for Rs. 17,75,42,000. This excess under Public Debt is a formal excess arising out of a change in the form of accounts. Provision for the Public Debt Charges during 1950-51 was made under Debt Deposit Section and following the past practice it was not included in the Appropriation Account passed by the Legislature. In terms of Article 266(*1*) of the Constitution of India, however, loans raised by Government now form part of the Consolidated Fund of the State and provision for the repayment of such loan requires to be included in the Appropriation Act. Except in one or two cases excesses either under Voted Heads or under Charged Heads represent only a small percentage of the sanctioned grant or Charged Appropriation, and have been fully explained in the Statement of Excess Expenditure.

With these words I present the Demand for Excess Expenditure for the year 1950-51.

I may mention to the House that this is the first time that this procedure is being adopted because this is the first Account that is coming before us after the passing of the Constitution. There was a question raised as to whether for the year 1949-50 also the same procedure may not be adopted. It was felt that for the year 1949-50 there were only two months which remained after the passing of the Constitution and it was not necessary to bring the matter in this form under Article 205 of the Constitution. This is the first time when this matter is now coming before the House in the form of a request for Appropriation of the Grant.

The second point I want to mention is this is not like an ordinary Budget Grant where the Budget Estimates are presented before the House. This is a Demand for Excess Expenditure which in previous Budgets I have already mentioned and also the Public Accounts Committee have taken note of the excess expenditure and it was the opinion of the Public Accounts Committee that this excess expenditure should be met by an Excess Grant taken from the House which is only a formal matter because this Grant refers to the year 1950-51.

With these words, Sir, I present the Demand for Excess Expenditure.

Point of order regarding presentation of Excess Expenditure.

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee: Sir, on a point of order.

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সাম্নে ১৯৫০-৫১ সালের বাড়তি ব্যয়বরাদ্দ দেখছি। ডাঃ রায় বাড়তি খরচ উপস্থাপিত করবার সময় দুটি কথা বলেছেন, একটা হচ্ছে এই যে মোট খরচ তাঁরা বাড়ান নি—

Mr. Speaker: Let me understand your Point of Order first and then your argument.

Sj. Subodh Banerjee: My Point of Order relates to this that this cannot be moved now under Article 204 of the Constitution. Please permit me to explain why it cannot be moved now. I think I have been permitted.

আমার বক্তব্য হল এই যে, মোট খরচ বেড়েছে কি না বেড়েছে সেটা বিচার্য বিষয় নয়। বাজেটের মোট ব্যয় বরাদ্দ ঠিক থাকার অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ঠিক থাকা নয়। মোট ব্যয় বরাদ্দ ঠিক রেখেও কোন বিশেষ খাতে ব্যয় কমিয়ে আর একটা বিশেষ খাতে ব্যয় বাড়ানো যেতে পারে। অথচ এপ্রোপ্রিয়েসন বিলে কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ হল তা বেঁধে দেওয়া হয় এবং সেইমত ব্যয় বরাদ্দই আমাদের দিয়ে পাশ করানো হয়। শুধু মোট ব্যয় বরাদ্দ বিধান সভায় উপস্থাপিত করা হয় না। তাহলে দেখা গেল কেবলমাত্র আমরা বাজেটের মোট ব্যয় বরাদ্দ পাশ করি তা নয়, সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রান্টগুলিতে যে আলাদা আলাদা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে সেগুলিও পাশ করি। এইবার পার্টিকিউলার কেস সম্পর্কে বলি ; ১৯৫০-৫১ সালের বাড়তি খরচের তালিকায় দেখছি যে. কোন কোন খাতে খরচ বেড়েছে—কোথাও হয়ত আবার কমেছে। কমানোর ক্ষেত্রে সংবিধানে কিছু বলে না, কিন্তু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংবিধান অনুসারে এপ্রোপ্রিয়েসন বিল উপস্থাপিত করতে হবে। কি বলছে দেখুন: সেখানে বলছে ২০৪(১)এতে—

> "As soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State, etc."

অর্থাৎ বাজেট পাশ হয়ে যাবার পর।

Mr. Speaker: This is not under Article 204; this is under Article 205.

Sj. Subodh Banerjee: I shall come later on to Article 205.
২০৪ বলছে কি, বাজেটে আলোচনা হয়ে যাবার পর টাকা খরচ করার আগে এপ্রোপ্রিয়েসন বিল আনতে হবে। এবার আমি বলছি, ২০৫(১)এ পরিষ্কার করে বলেছে—

Appropriation Bill

205(1)(a): "if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(*b*) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

the Governor shall cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যখনই সরকার বাড়তি খরচ করতে চাইবেন, তখনই ২০৫(১)(এ) অনুসারে এপ্রোপ্রিয়েসন বিল আনতে হবে, এবং তারপর খরচ করতে পারবেন। আপনি বলতে পারেন যে ২০৫(১)(বি)এর জোরে গভর্নমেন্ট এই বিল এনেছেন।

Mr. Speaker: 205(*1*)(*a*) does not apply, only 205(*1*)(*b*).

Sj. Subodh Banerjee:

তাই বললাম। সেখানে স্পিরিট অব দি কনস্টিটিউসন কি সেটা লক্ষ্য করে বলবেন। সেখানে কি বলা হয়েছে?

My emphasis is on the word "financial year".

এক বছরে সরকার বাড়তি খরচ করেছেন, সরকার ৫ বছর বাদে তা আনবেন, না, খরচ করার ঠিক পরেই আনবেন? আপনি পড়ে দেখুন। সেখানে বলছে ফাইনান্সিয়াল ইয়ারের পরে নিয়ে আসবেন। এই পরটা কতদিন? আমার কথা হচ্ছে এপ্রোপ্রিয়েসন বিল না পাশ হওয়া পর্যন্ত সরকারের খরচ করার কোন অধিকার নেই। ২০৫(১)(বি) ধারা অনুসারে স্পেশাল কেসে যখন গভর্নমেন্ট খরচ করেন, খরচ করার পরেই এপ্রোপ্রিয়েসন বিল নিয়ে আসতে হবে। ১৯৫০-৫১ সালে যে টাকা খরচ করা হয়েছে ১৯৫৫ সালে সেই বাড়তি খরচ রেগুলারাইজ করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে—

Government has definitely flouted the spirit of the Article 205(*1*)(*b*) of the Constitution.

আমরা যদি পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করি তাহলে সেখানে দেখবো গভর্নমেন্টের ইচ্ছা ছিল না এই এপ্রোপ্রিয়েসন বিল নিয়ে আসার এবং একাউন্টেন্ট-জেনারেলের চাপে পড়েই এই বিল তাঁরা এনেছেন। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য, ১৯৫০ সালে যে টাকা খরচ করা হয়েছে, ১৯৫৫ সালে সেটা আইনসঙ্গত করার জন্য বিল আনা অবৈধ। ১৯৫০-৫১ সালে যে টাকা খরচ করা হয়েছে, ১৯৫১ সালের শেষের দিকে বা ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে এই বিল আনা উচিত ছিল। এতদিন ফেলে রাখায় এই বিধানসভার অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। আমাদের দিক থেকে বলবো আমরা এখানে যেন একটা পোস্ট মর্টেম পরীক্ষা করতে বসেছি। এতদিন ফেলে রাখার পর মরা বিল সরকার যদি নিয়ে আসেন তাহলে সরকার পক্ষ কর্তৃক খরচের চেক কি রইল? পাবলিক একাউন্টস কমিটি একটা চেক—কিন্তু সেদিক থেকে ৫ বছর বাদে বিল আনলে গভর্নমেন্ট যা খুসী তাই করতে পারেন। স্পিরিট অব দি আর্টিকেল ২০৫(১)(বি) যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ফাইনান্সিয়েল ইয়ারের পরের বছরেই বিল আনা উচিত বলে মনে করি এবং তাই এতদিন পরে বিল আনাটাকে অবৈধ বলে মনে করি। এই জিনিষ আমরা আলোচনা করতে পারি না।

Mr. Speaker: May I understand, your point of order is only that it should have been brought within the financial year in which excess expenditure was incurred? Is that your position?

Sj. Subodh Banerjee: Not during that financial year, just after that.

Mr. Speaker: Take a concrete year. Suppose the expenditure was incurred in 1951-52, it could only be brought in 1952-53—is that your point of order?

Sj. Subodh Banerjee: Yes.

Mr. Speaker: Mr. Ray Chaudhuri.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, it is not at all a formal matter as has been stated by Dr. Roy. Sir, he is asking for sanction of certain excess expenditure incurred in 1950-51. It has been placed before us today in August, 1955; we have not been given the time even to go through a single item; we are now called upon to give our decision on this without being given the opportunity and time to go through these matters and to formulate our say in it, if we have any. Sir, my point of order is that this should be treated as a demand for grant. It is there already that this has been placed before us under Article 205 of the Constitution.

Mr. Speaker: Entire 205?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: You say (*b*)—I will come to that. The literature that has been circulated to us does not restrict it to 205(*b*). It simply says under Article 205 of the Constitution of India; presuming that it is 205(*b*), that is with regard to excess grants. Sir, even in relation to this article, the provisions of Articles 202, 203 and 204 shall have effect to any such statement of expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State,—I would refer you to Article 205(*2*). It specifically refers that Articles 202, 203 and 204 would be applicable to a grant as this.

Now, Sir, you have framed rules and I will refer you to rule 121 of the Assembly Procedure Rules. It is very clear there—"If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, a demand for the excess shall be presented to the Assembly and shall be dealt with in the same way as if it were a demand for grant."

[4-30—4-40 p.m.]

So, Sir, in my view the same procedure should be followed, as in a demand for Budget grant. That being so, Sir, no discussion can today take place, it being presented today. That is my point. Rule 112(*2*) says "No discussion of the Budget shall take place on the day on which it is presented." We want to put in our cut motions. We want to discuss it in two stages, as prescribed by the rules made under the articles of the Constitution. Reference being made to Articles 202, 203 and 204, all the formalities of the Budget grant should be observed in this particular grant.

Sj. Sasabindu Bera: On a point of order Sir,

সুবোধবাবু বলেছেন এই যে ১৯৫০-৫১ সালের এক্সেস এক্সপেণ্ডিচারের ষ্টেটমেন্ট এত পরে আনা ঠিক হয় নি—সেটা

Immediately after that financial year.

আসা উচিত ছিল। আমি তার সঙ্গে একমত। কনষ্টিটিউসন-এ প্রসিডিওর ইন ফাইনানসিয়াল ম্যাটার্স আরম্ভ হয়েছে আর্টিকেল ২০২ হ'তে।

Articles 202, 203, 204 and 205.

এই প্রসিডিওর-এর কথাই বলা হয়েছে। ২০৫(১)(বি) অনুসারে আজকে এই স্টেটমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার প্লেস করা হয়েছে। আর্টিকল ২০২তে য়্যাকচুয়ালি বাজেট প্লেসিং-এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩তে এবং ২০৪এ ঐ বাজেট কিভাবে পাস করা হবে বা কি সর্তে ঐ বাজেট অনুযায়ী ব্যয় করা যাবে, সে সম্বন্ধে ফার্দার ক্লারিফিকেসন রয়েছে—তাছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই য়্যাকচুয়াল প্রসিডিওর—আর্টিকেলস ২০২ হতে ২০৫ পর্যন্ত কন্টিনিউ করে দেখি

Article 202(1) says:

"The Government shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year"

এবং

Article 205(*1*)(*b*) says: "If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year." I put stress on the word "spent". Further see: "Governor shall cause to be laid before the Houses or the Houses of the Legislature of the State another statement". I lay stress on the word "another"

আমি কেবল বলছি ২০২এর সংগে উই আর টু কন্টিনিউ ২০৫। আর্টিকেল ২০২তে বলা হয়েছে বাজেট প্লেস করতে হবে। এবং ২০৫ বলছে—

"If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year." another statement must be laid before the House.

স্যার, আমরা যখন ১৯৫১-৫২এ ফাইনানসিয়াল ইয়ার-এ এসেছি এবং সেই ইয়ার-এর ফাইনানসিয়াল বিজিনেস করছি তখন আমরা এই পজিসন-এ আসছি যে

The financial year 1950-51, is over and some money has been spent already in excess of the money granted for that year.

কাজেই কামিং ইয়ার-এর বাজেট এবং কারেন্ট ইয়ার-এর সাপ্লিমেন্টারি বাজেট পাস করার সংগে সংগে গত বছরের একসেস এক্সপেন্ডিচার-এর স্টেটমেন্ট আসা উচিত—১৯৫১-৫২-এর মধ্যেই। হ্যাজ বিন স্পেন্ট এবং এনাদার স্টেটমেন্ট-এর উপর জোর দিতে হচ্ছে এইজন্যে যে—এই বিষয়ে

Constitution is not very clear, 1950-51.

এর একসেস এক্সপেন্ডিচার-এর স্টেটমেন্ট যে পরের বছর দিতে হবে সেটা ক্লিয়ার করা হয় নি। এই এনাদার কথাটির ফোর্সটা কি? একটা বাজেট করা হল একটা পার্টিকুলার ইয়ার তারপর কারেন্ট ইয়ার-এ বাজেট-এর চেয়ে যেটা একসেস ব্যয় হবে সেটা সাপ্লিমেন্টারি বাজেট-এ পাস করা হল। তারপরে,

We have got another business. Previous years excess expenditure.

এরজন্য

We have got to place another statement showing the amount of expenditure. It is this particular case. In 1951-52 it is seen expenditure has already been incurred in the previous year.

সুতরাং

Statement for excess expenditure place

করা সেটা গভর্নমেন্ট এর—

Bounden duty by the article 205(*1*)(*b*).

১৯৫১-৫২তেই এই স্টেটমেন্ট অবশ্যই প্লেস করা উচিত ছিল।

That is from the Constitution. I think I am quite clear.

তারপর কমনসেন্স থেকেও সেটা মনে হয়—যে কথা সুবোধবাবু বলেছেন। বাজেট পাশ করা

Only to put a restraint upon the expenditure of the State.

বাজেট পাশ হয়ে গিয়েছে বাজেট যখনি তৈরি করা হয় তখনি এক্সপেন্ডিচার কিছুটা রেষ্ট্রিক্ট করার সেন্স থাকে সুতরাং যদি ৫ বছর পরে এরকম একসেস এক্সপেন্ডিচার-এর ষ্টেটমেন্ট নিয়ে আসেন তাহলে সাপ্লিমেন্টারি বাজেটের বা মূল বাজেটের কি মূল্য থাকে? যে কোন টাকা খরচ করে পাঁচ বছর পরে যদি ফরমালি এভাবে তা পাশ করে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে বাজেটের কিছু মূল্য থাকে বলে মনে হয় না, সাপ্লিমেন্টারি বাজেটেরও কোন মূল্য থাকে না কাজেই এখন এই স্টেটমেন্ট আসতে পারে না।

Mr. Speaker: I have understood your point. If there is no new point then you need not speak any more.

Sj. Bankim Mukherji: On another point of order, Sir, Article 205, Article 203

এই দুটিতে রয়েছে গভর্নর-এর রেকমেন্ডেসন দরকার আছে।

205(*1*) says this: "The Governor shall (*a*) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be expended for a particular service, etc..... (*b*) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess as the case may be." Then Article 203(*3*) says "No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor".

এখন ওঁরা যে এটা দিয়েছেন তাতে গভর্নরস রেকমেন্ডেসন আমরা এখনও পাই নি।

Mr. Speaker: That is done when the grants are moved.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is only a statement which I have placed before the House. I never said we would discuss it now. It may be discussed tomorrow or day after. If my friend will look at the Statement of Excess Expenditure which has been circulated he will find that excess in expenditure is of two kinds. One is excess expenditure which has been found to have arisen out of adjustments on different heads. Such adjustments can only be arrived at after the audit has taken place. Now, for 1950-51 the Appropriation Accounts and the Finance Accounts were sent to the Government on the 7th of March, 1953. They had to be examined and they had to be placed before the Public Accounts Committee. In olden days what used to happen is that these excess grants used to be presented in the Legislature after the Public Accounts Committee had examined the Appropriation Accounts for that year and it recommended the regularisation of such excesses. The Constitution now however provides in specific terms that this should be regularised. This procedure, as I have stated before, was not applied for the period up to 1st of April, 1950, but it is now being applied for the period 1950-51. The Constitution does not expressly provide for the regularisation of excesses prior to 1st of April, 1950.

[4-40—4-50 p.m.]

With regard to the other item as I have already mentioned the charged item was the excess expenditure of Rs. 17,59,08,000. This particular item in olden days used to be put under different heads which was not part of the Consolidated Fund. But later on in the Constitution it was said that even the debt head should be out of the Consolidated Fund. Therefore, this matter was not placed before the Legislature before—so far as this period, 1950-51, was concerned, because at that time the debt head was under different

head. Actually, if you read the Appropriation Accounts, 1950-51, you will find that in the voted items for that year there was virtually no expenditure over the total budgetary grant. In fact, there was a saving of nearly 11 crores, that is to say, 18.2 per cent. of the total amount voted by the House for that particular year. But this is a procedural matter and under Article 205(*b*) as has been pointed by you, Sir, the position is that in a financial year if there has been an excess which is found after the audit has been done and after the audit report has been used and considered by the Public Accounts Committee that matter can come up here. Therefore, Mr. Banerji's suggestion that it should be immediately brought before the House cannot be accepted. The procedure is entirely different. These particular items have been considered by the Public Accounts Committee whose report is before the House and I have suggested to you, Sir, that the best time for the members to discuss this Public Accounts Committee's report of 1950-51 would be when we move the voting for grant.

Sj. Haripada Chatterjee:

উনি যা বললেন তার উপরে একটু বলার প্রয়োজন। ১৯১৯ সালের যে কনষ্টিটিউসন-এর কথা বললেন তার সঙ্গে এখনকার ব্যাপার অনেক তফাৎ। তখন পাবলিক য়্যাকাউন্টস কমিটি হ'ত গভর্নর নমিনেটেড ; লেজিসলেচার দরকার হত না। তখন হাজার ইরেগুলারিটিজ থাকলেও হাউসকে জানাতে পারত বা নাও পারত। এখন বাঁধা ধরা পাবলিক একাউন্টস কমিটি হ'ল, সেটা লেজিসলেচার-এর কমিটি, সুতরাং যা কিছু হয় লেজিসলেচার-এ আনতে হবে। উনি যে কথা বললেন একসেস এক্সপেণ্ডিচার সেটা আগেই আনতে পারতেন, অডিট-এর জন্যে বসে থাকা উচিত ছিল না।

(The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY: How can I know what adjustments would be made?)

সেভেন্থ পেয়েছেন বললেন ১৯৫৩, ১৯৫৪ গেল, এখন ১৯৫৫, তাহলে বলব হাউসকে নেগলেক্ট করেছেন।

Sj. Bankim Mukharji: On a point of order. Dr. Roy.

না বললে পরে আমি বলতাম না। যে পয়েন্ট অফ অর্ডার তোলা হয়েছে সেটা সমর্থনযোগ্য। আগে সত্য এরকম পদ্ধতি ছিল না ; হয়ত গভর্নমেন্ট ভুল করে অপেক্ষা করেছেন এই ভেবে যে আগে অডিট কমেন্ট, তারপরে পাবলিক একাউন্টস কমিটির মিটিং এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি যা সাজেস্ট করেছেন সেটা যেহেতু ঠিক ঠিক সময়মত গভর্নমেন্ট করে দেননি ইত্যাদি। কনষ্টিটিউসন-এর কথা বলা ছিল ১৯৫০-৫১ ; পরে তো এটা আনা যেত, অর্থাৎ পাবলিক একাউন্টস কমিটির কাছে যাবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেটা হয় নি। অন্ততঃ এখন থেকে এটা যেন না হয় যে অডিট কমিটির রিপোর্ট-এর জন্যে অপেক্ষা করা বা পাবলিক একাউন্টস কমিটির মিটিং হবার পর নিয়ে আসা হবে।

Mr. Speaker: How would they know it?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: How are we to know until the audit has been finished.

Sj. Bankim Mukharji:

একসেস এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে, হবার পর গভর্নমেন্ট ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট এটাকে পাঠিয়ে দেন একাউন্টান্ট-এর কাছে অডিট-এর জন্যে। কাজেই গভর্নমেন্ট-এর কাছে পরিষ্কার আছে যে এত একসেস এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে সেটা ক্লোজিং অফ দি ইয়ার-এ না পেতে পারেন, কিন্তু at least up to September of the next year, পেয়ে থাকেন, অতএব তখন য়্যাজ সুন য়্যাজ পসিবল সেটা গ্রান্ট করিয়ে নিতে পারেন, যেমন করে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট গ্রান্ট করিয়ে নেন। কিন্তু এবার তা হয় নি। প্রথমবার বলে হতে

পারেনি। কিন্তু ডাঃ রায় যে প্লি দিয়েছেন তাতে হয় যে এটা তাঁরা করতে পারেন না। তাহলে প্রত্যেকবার অডিট রিপোর্ট-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এর কোন যুক্তি নেই। স্বীকার করে নিতে হবে যে ভুল হয়েছিল কারণ প্রথম কনষ্টিটিউসন এসেছে গভর্নমেন্ট বা ডিপার্টমেন্ট ভাল করে দেখে নিতে পারেন নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not believe that I need consideration. The fact is that we will not be able to place the portion that is within the knowledge of the Finance Department. I again repeat that this cannot be placed before the House in the form of a demand for grant unless adjustment has been made—for instance, advances, etc., in a particular year to a District Magistrate of Jalpaiguri for road-making which may go on for some time and that account is not closed for nearly three years, until the third year is over, we cannot get vouchers. Therefore it is no use Mr. Mukharji saying that it is a mistake—it is not a mistake. The Public Accounts Committee is an agency of this Legislature for the purpose of finding out to what extent the Accountant-General's observations are correct and what the Departments have been with regard to the particular items. Mr. Mukherji must have noticed on many occasions the difficulty of the question of adjustment on various issues. Until the adjustment on a particular year has been completed we will not be able to place at any time the demand for expenditure such as this.

Dr. Hirendra Kumar Chatterji: Is it not a fact that the report has been submitted on the 7th March, 1953 and could it not be placed before the Legislature earlier?

Mr. Speaker: Which one?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Report was sent on April, 1953 and there was a good deal of time in which the accounts had to be considered by the Public Accounts Committee before it could come up here.

Sj. Haripada Chatterjee:

উনি একাউন্টান্ট-জেনারালএর উপর রিফ্লেকসন করলেন, এটা সঙ্গত নয়। পাবলিক মানি রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত, তাঁর উপর ষ্ট্রিকচার দেওয়া উচিত নয়।

Sj. Bankim Mukharji: Mr. Speaker, Sir, we have been misled by the Chief Minister.

ডাঃ রায় যে বললেন একাউন্টিং তিন বছর পর্যন্ত চলবে এর কি যুক্তি আছে? রিয়েলি আগে যখন এপ্রোপ্রিয়েসন বাজেট পাস হ'ত, এপ্রোপ্রিয়েসন হবে নেক্সট মার্চ পর্যন্ত, কিন্তু ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট সে সমস্ত বাই সেপ্টেম্বর দেবেন.
it has been discussed in the Public Accounts Committee and when we discussed that we pointed out then and I point it out again that the Government knew definitely what the excesses there were. A District Magistrate cannot continue for three years to keep the accounts hanging. It could be done much quicker.

[4-50—5-15 p.m.]

Mr. Speaker: Since this is the first time that for the presentation of the Demand Article 205(*b*) is invoked and since points of order have been raised by honourable members, I think I should give my considered decision thereon.

There has been some confusion with regard to the interpretation of Articles in the Constitution relating to financial business. The financial business under the Constitution consists of three parts. The first part is covered by Articles 202, 203 and 204—that is the main budget estimates

that are presented every year. The second part is Article 205(*1*)(*a*) relating to supplementary Budget Estimates. Now, the honourable members are making a confusion with regard to the presentation of estimates and presentation of a completely checked accounts by the Auditor-General passing through the Public Accounts Committee of this House. Article 205(*b*) contemplates the third category of case where an estimate presented and passed by the House, an Appropriation Bill passed by the House has again to be considered after the Accountant-General has checked the accounts, Auditor-General has examined the accounts and made a report. But under the Constitution even that report cannot be considered by the House because under the rules of procedure as soon as the audit report is laid before the House it stands automatically referred to the Public Accounts Committee which is a statutory committee of this House. Therefore, the final accounts can only be considered by this House after the Public Accounts Committee has made a report. The confusion is with regard to estimates of receipts and expenditure and finally passed accounts. The finally passed accounts, naturally takes time and can only be considered under Article 205(*b*). As it is coming up for the first time and you have before you today in the agenda the Public Accounts Committee's Reports for 1949-50 and 1950-51, you may ask a question—about the Report for 1949-50, there is no such question. There was a period of two months or so between the coming into force of the Constitution on the 26th January, 1950 and the 31st March and the President by his order granted exemption, in respect thereof. For the very next year, the first year under the Constitution it has come under Article 205(*b*) and has for the first time come before the House in due course. It is quite in order. There is no delay. So far as the delay of the presentation of the Auditor-General's Report before this House or consideration by this House of the Public Accounts Committee's Report is concerned the opposition members are entitled to raise their grievances if there has been delay on the side of the Treasury Benches. But so far as this item is concerned this is the appropriate time when we can consider the Grant. But since there is a demand for discussion, discussion may be held not today but day after tomorrow. I can assure Sj. Ray Chaudhury that there is no scope for amendment but there is scope for discussion because these are all accounts passed by the Auditor-General and passed by the Public Accounts Committee. Therefore, when the Grants are moved I will consider whether the discussion will be held tomorrow—I will consider whether the House will sit tomorrow or it will be adjourned till the day after tomorrow at the end of today's Business. In the meantime we shall go on with the discussion on the Public Accounts Committee's Reports.

Let the House stand adjourned for fifteen minutes now and then we shall decide how long we can continue today.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-15—5-25 p.m.]

Reports of the Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker: So far as the discussion on the Reports of the Committee on Public Accounts is concerned, I allot time today up to 6 p.m. and thereafter two and a quarter hours day after tomorrow. The House will not sit tomorrow.

Sj. Bankim Mukherji: Do we take the Reports of 1949-50 and 1950-51 together?

Mr. Speaker: Yes, let us take both together.

Sj. Haripada Chatterjee:

সভাপাল মহাশয়, আজকে এখন বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, প্রথমতঃ গোয়ার যেরকম পরিস্থিতি তাতে আমার মনটা একেবারে ভেংগে গিয়েছে। কিছুই বলবো না ঠিক করে ছিলাম কিন্তু আপনি আমাকেই প্রথমে বলতে আদেশ করেছেন। এটাও আমার প্রিয় জিনিষ, তাই আপনার আহ্বানে একটু সাড়া না দিয়ে পারছি না, তবে অযথা চর্বিতচর্বন করবো না। এই জিনিষটা নিয়ে পূর্বে বহুবার আলোচনা হয়ে গিয়েছে, সেই ১৯৫০-৫১ সালের অডিট রিপোর্ট। এরোপ্লেন, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিষয়ের ইরেগুলারিটিজ সম্বন্ধে বহুবার আমি এখানে আলোচনা করেছি। তবু সেই ইরেগুলারিটিজ সম্বন্ধে কিছু কিছু যা বাকী আছে সে সম্পর্কে আমি গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে কিছু বলছি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই হাউসের নেতা। সুতরাং তিনি যদি রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয়ের সমস্ত বিষয়ে একটা রেগুলারিটি না আনেন এবং সেখানে নানা রকম অপব্যয় ও ইরেগুলারিটি হয়, তাহলে তাতে কিছুতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং আমাদের অডিটর-জেনারাল, যিনি সব সময় ট্যাক্স-পেয়ারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সজাগ হয়ে আছেন, তিনি যে কথা বলছেন তা ভাল করে শুনতে হবে। বহু ইরেগুলারিটি তিনি দেখিয়েছেন তার প্রতিকার দরকার। তিনি পূর্বে এই সমস্ত ইরেগুলারিটিগুলি এক জায়গায় গুছিয়ে দিতেন না, এখন বর্তমানে সেটা এক জায়গায়, একত্র করে দেওয়া হচ্ছে, অবশ্য কনষ্টিটিউসন অনুযায়ী কাজ করতে গেলে সেটা তাঁকে করতেই হবে। আমি প্রথমে এই এপ্রোপ্রিয়েসন এন্ড ফাইনান্স একাউন্টস সম্পর্কে ১৯৫০-৫১ সালের অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবো। এর ভিতর যে সমস্ত ইরেগুলারিটিজ আছে তা আমি বহুবার এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি, কিন্তু যেগুলি বলা হয় নি, সেগুলি আমি প্রথম বলতে আরম্ভ করছি।

একটা ইরেগুলারিটি হচ্ছে

Expenditure on Government bungalow at New Delhi.

অর্থাৎ দিল্লীর বংগ ভবন সম্বন্ধে, যেটার কথা বহু আগেই বলেছি।

Mr. Speaker:

আপনি কি পাবলিক একাউন্টস কমিটির মেম্বর নন্? (এ ভয়েসঃ না।)

Sj. Haripada Chatterjee:

এ সম্বন্ধে সর্ট নোটিশ কোয়েশচেন এসেছে এবং তা নিয়ে বহু বাদানুবাদ ও আলোচনা হয়েছে। এই জায়গা থেকে একটুখানি পড়লেই বুঝতে পারবেন এই সমস্ত ইরেগুলারিটিজগুলি কি। এটা হচ্ছে—১৯৫০-৫১ সালের এপ্রোপ্রিয়েসন একাউন্টস সম্বন্ধে লিখিত যে রিপোর্ট, সেই বইয়ের ২২ পাতার, ৩০ নম্বর প্যারাগ্রাফে আছে—

"In order to meet incidental charges in connection with the purchase of a bungalow at New Delhi a temporary imprest of Rs. 6,000 was issued on the 14th November, 1949, to an officer of the Government of West Bengal, Works and Buildings Department; but neither was the imprest acknowledged nor any account supported by vouchers furnished to the Executive Engineer till the middle of December, 1951."

Mr. Speaker: Which report are you reading?

Sj. Haripada Chatterjee: Audit Report

এ একেবারে অডিটর-জেনারেল-এর লিখিত ইরেগুলারিটির একটা নমুনা।

December, 1951, when the imprest-holder furnished an imprest account for Rs. 4,455 only leaving the balance of Rs. 1,545 still unaccounted for.

Mr. Speaker:

আমরা আজকে পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করছি। এ সম্বন্ধে পাবলিক একাউন্টস কমিটি কি বলছেন সেইটার কথা বললেই ভাল হয়।

Sj. Haripada Chatterjee:

ও'রা প্রায় জিনিসই এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা যেসব আলোচনা কোরেছেন সেই সবের উপরই এই হাউসে আলোচনা করব।

Mr. Speaker:

আলোচনা করবার সময় পাবলিক একাউন্টস কমিটি যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার উপরই আলোচনা করা উচিত।

Sj. Haripada Chatterjee:

এইটে তন্ন তন্ন কোরে না পড়লে পাবলিক একাউন্টস কমিটি কি বলছেন তা আইটেম বাই আইটেম বুঝতে পারা যাবে না। এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। যদি এর উপর আলোচনা না করি তাহলে ১৯৫০-৫১ সালের এপ্রোপ্রিয়েসনের রিপোর্ট যথাযথ ধরতে পারব না। তাঁরা এই হাউসেরই একটা বডি। যদি তাঁরা কোন বিষয়ের আলোচনা নাও করেন তাহলেও এই হাউসের এভরি রাইট আছে সেটা আলোচনা করবার। কাজেই আই এম ইন অর্ডার। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী সেখানে চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছেন; তাঁর সামনে এইসব ইরেগুলারিটিজ-এর কথা বলা একটা ভয়ংকর চক্ষুলজ্জার ব্যাপার। আমারই ত চক্ষুলজ্জা হচ্ছে। অনেক খারাপ জিনিসও পাবলিক একাউন্টস কমিটি আলোচনা করেন নি। অনেক জিনিস বলতে গেলে পারসোনাল হয়ে যাবে তাই বলেন নি। যদি একটা মোটা টাকা এডভান্স নিয়ে রেলওয়ে সিস্টেম স্টাডি করতে যাচ্ছি বোলে ইউরোপে যাওয়া হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত পারসোনাল হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেটা আলোচনা করেন নি।
যাঁরা পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে বসে আছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর সামনে তা কি কোরে বলবেন? আমাদের যদি কর্তব্য হয় সমালোচনা করা, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য, আমাদের সমাজের কল্যাণের জন্য এই সমালোচনা করতেই হবে। এ না কোরে উপায় নাই। আগেও আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু জবাব নাই; জবাব দিতে পারেন না। কি জবাব দেবেন। ইনফ্রাকচুয়াস এক্সপেন্ডিচার অন ব্রিক্স সম্বন্ধে শুনুন। অডিটর-জেনারেল-এর কথা—

"Infructuous expenditure on manufacture of bricks: In connection with a Government work agreements were made with three contractors for the manufacture and supply of a large number of burnt bricks on condition that coal would be supplied to the contractors for burning the bricks. Before coal had been procured for being supplied to the contractors they were asked to commence the manufacture of "kutcha" bricks. In reply to an enquiry made by Audit, the Executive Engineer stated that this was done under the orders of the competent authority and in anticipation of the arrival of coal wagons in time. As the supply of coal could not ultimately be arranged, the transaction resulted in infructuous payment of Rs. 13,600 comprising the cost of manufacture of "kutcha" bricks which could not be burnt, expenses for stacking them and the cost of erection of thatched roof for their protection. The case had been reported to Government in September, 1951, but no orders were issued even at the end of October, 1952, nor responsibility fixed on any one for the loss incurred."

কি কোরে ট্যাক্স পেয়ারদের টাকার অপব্যয় হচ্ছে এই বাংলাদেশে, এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশে, যেখানে লোক খেতে পায় না, যাদের কাপড়চোপড় নাই, যারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় আছে, বহু লোকের যেখানে বাসস্থান নাই, সেখানে কিভাবে অপব্যয় হচ্ছে এটা তারই একটা নমুনা।

আর একটা দেখুন—

"Nugatory expenditure on the construction of a road: In a certain Works and Buildings Division an estimate for the construction of a road was duly sanctioned by Government on the 26th January, 1948. After construction had begun in December following and expenditure to the extent of Rs. 1,86,954 already incurred on compensation for land and crops, restoration of land and earthwork, a change in the alignment was ordered in December, 1949, as further land comprising a homestead included in the original alignment could not be acquired on account of a vehement protest by the owners. The portion of the proposed road on which the expenditure mentioned above had been incurred was entirely abandoned in the new alignment. Therefore the expenditure shown above proved to be nugatory. The difficulty of acquiring any considerable area of homestead land in old settled countryside should have been foreseen. Had this been done the expenditure as also the incidental loss of time and effort could have been avoided. The matter having been brought to the notice of the Government, it was explained that the change-over was made for considerable reduction in the construction cost and that the value of lands having appreciated in the affected area by more than 100 per cent. since their acquisition, the sale value of the surplus land would more than counterbalance the expenditure incurred in the abandoned portion of the road."

সব আর পড়বো না, তবে যেটুকু বলছি সেটুকু না বললেই নয়।

"The fact remains that work was started on an alignment which was manifestly more costly than other alternative alignments and that no change in the alignment was made till after a considerable sum had been spent during the whole year. If there has been an increase in the price of land due to fortuitous circumstances, the Public Works Department can take no credit for it. Moreover, fields and homesteads which have been defaced by cutting, digging and piling of earth cannot possibly find ready purchases nor fetch much value. No portion of the surplus land seems to have been disposed of during a period of two years since when the original alignment had been given up. Even conceding that the acquisition value of the land may ultimately be recovered on disposal, the amount of Rs. 35,973 paid as compensation for plots and for restoration of land and a further sum of Rs. 23,726 spent on earthwork will in any case remain as nugatory expenditure."

সভাপাল মহাশয়, রাজনৈতিক চাপে পড়ে তৈরি রাস্তা বদল করা হয়েছে; যদি হাউসের একটা কমিটি কোরে অনুসন্ধান করা হয় তাহলে তদন্তে সব বেরিয়ে পড়বে যে এসমস্ত বিষয়ে ট্যাক্স-পেয়ারদের টাকার কি রকম অপব্যয়। একটা রাস্তা মোটা টাকা খরচ কোরে তৈরি কোরে প্রায় হয়ে এসেছে যখন তখন সেটা য়্যাবানডান কোরে চলে আসা এরচেয়ে গরীব দেশের টাকার অপব্যয় আর কি হতে পারে? এবং সেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভি, আই, পি-র চাপে ভি, আই, পি-দের স্বার্থে পড়ে যদি গভর্নমেন্ট তৈরি রাস্তা সরিয়ে নেন তাহলে গরীব দেশের টাকার অপব্যয় হবেই। ভি, আই, পি-দের স্বার্থে সরকার এই কাজই করছেন। একথা বাংলাদেশের সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাই বলেছেন এবং এইসব যে ঘটে রাজনৈতিক কারণে তার অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে—যেমন, হোম পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট যেখান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ইরেগুলার এক্সপেন্ডিচার করা হয়; যেমন তাদের প্রচার পত্র ছাপান, তাদের মিটিং করার খরচ সেখান থেকে দেওয়া হয়; যেমন এখানে—

"Irregular expenditure on receptions accorded to certain high personages under the auspices of a political party:"

এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং যিনি আমাদের ট্যাক্স-পেয়ারদের তহবিল রক্ষা করেন সেই অডিটর-জেনারেল-এর মন্তব্য থেকে আমি পড়ছি।

"Expenditure aggregating Rs. 35,522 was incurred by Government in 1947-48 in connection with civic receptions accorded to some high personages, both official and non-official. The receptions were held largely under the direction and management of a certain political party."

আমাদের সংবিধানে এমন কথা নাই যে সার্টেন পলিটিক্যাল পার্টিকে দিতে হবে।

Mr. Speaker: The point is, these were examined by the Public Accounts Committee and it has given a report. It is your Committee, it is a Committee of the House. You should confine your arguments to the report of your own Committee.

Sj. Haripada Chatterjee:

পাবলিক একাউন্টস কমিটি এইসব জিনিস ওভার-লুক কোরে গেছেন।

Mr. Speaker: What I am saying is that you are entitled to say where the Public Accounts Committee has gone wrong. Don't refer to that report. Refer to this report.

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Haripada Chatterjee:

এটা যখন হাউস-এর সামনে এসেছে, তখন সবটাই বলবো। আমার অধিকার আছে। সেই অধিকারের উপর দাঁড়িয়ে আমি বলছি অনেক আইটেম আছে যা পাবলিক একাউন্টস কমিটি আলোচনা করে নি কিন্তু আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের যদি এপ্রোপ্রিয়েসন একাউন্টে কিছু থাকে তাহলে অডিট রিপোর্টে আমরা আলোচনা করতে পারি। আপনি বলতে পারেন না যে আমরা অডিট রিপোর্ট আলোচনা করতে পারবো না।

Mr. Speaker:

অডিট রিপোর্ট আলোচনা করবার জন্যই ত পাবলিক একাউন্টস কমিটি।

Sj. Haripada Chatterjee:

পাবলিক একাউন্টস কমিটি না করলেও আমরা করতে পারি। পাবলিক একাউন্টস কমিটির পক্ষে এইসব আলোচনা করা অসুবিধা আছে। আর পাবলিক একাউন্টস কমিটিতেও আমি ছিলাম না।

Mr. Speaker: You must have confidence in the members of a Committee of your own House.

Sj. Haripada Chatterjee:

হাউস আলোচনা করবে না কেন? ভোটের জোরে ইচ্ছামত পাবলিক একাউন্টস কমিটি তৈরি করেছেন। চিরদিন এগরিড লিষ্ট নেওয়া হয় এবার তা হয় নি। আপনি জানেন প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি থেকে তাদের একজনকেও নেওয়া হয় নি। আগে বরাবর দেখে এসেছি, আমি বহুকালের সদস্য বড় বড় পার্টিকে কোনদিন এই পাবলিক একাউন্টস কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় নি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য কিছু কিছু নিজস্ব ধারায় কাজ করেন—আজকে তিনি অবশ্য ভারতবর্ষের মধ্যে কেন পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু এই ব্যাপারে পুরো ফ্যাসিজম চালাচ্ছেন।

Mr. Speaker: No party has been excluded from the Public Accounts Committee.

Sj. Haripada Chatterjee:

নিশ্চয়ই এক্সক্লুডেট হয়েছে। প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির কাউকে নেওয়া হয়নি। আমি তখন প্রজা সোসালিষ্ট পার্টিতে ছিলাম। আমার নাম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ডাঃ রায় আমার নাম

বাদ দিয়েছেন। কিন্তু আজ যখন এখানে দাঁড়িয়েছি—"সত্যমেব জয়তে" তখন সত্য কথাই বলবো। সময় চলে যাচ্ছে, আমাকে বলতে দিন।

"Expenditure aggregating Rs. 35,522 was incurred by Government in 1947-48 in connection with civic receptions accorded to some high personages (both official and non-official): The receptions were held largely under the direction and management of a certain political party. The control exercised by Government over the expenditure incurred was both inadequate and inefficient. For example, in several cases there was no prior settlement of terms for supplies and services ordered for—with the result that Government had perforce to accept the suppliers' claims which were admittedly too high. Government had to pay for very large quantities of petrol obtained on the requisition of a non-official, an office-bearer of the party organisation, under whose auspices the receptions had been held."

এই "নন-অফিসিয়াল"টিকে প্রধানমন্ত্রী কি আমাদের দয়া করে জানাবেন?

"Payment was made for supply of loud-speakers, radio-sets, etc."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want to raise a point of order in this connection. Let us understand. If we feel that every member is to go into the Audit Report and the Public Accounts Committee report, what is the purpose of our having any Public Accounts Committee? This is really a replica of what happens in the House of Commons. Ordinarily, in the House of Commons, the Public Accounts Committee report never comes for discussion before the House. Here, of course, we do allow discussion. May I suggest to Haripada Babu that it would be more fruitful for his discussion if he talked on the basis of the Audit Report as also the comments of the Public Accounts Committee and show on what particular points the Public Accounts Committee has been remiss.

Sj. Haripada Chatterjee:

উনি যেন দেখিয়ে দেন, আমি ওটা ও'র জন্য রিজার্ভ রাখলাম। আমার পয়েন্ট-এর বক্তব্য উনি যেন ডিকটেট না করেন। আই নো হাউ টু স্পীক। ও'র কথামত আমি আমার বক্তব্য করবো কেন? আমার বক্তব্য আমাকে বলতে দিন।

"Payment was made for supply of loud speaker, radio-sets, etc., without verification of the number of apparatuses supplied".

এটাই তো হয়। কারণ আমাদের সরকার বাস্তবিকই গণতন্ত্রের এইরকম ধারক।

Mr. Speaker: From what page of the Audit Report are you reading?

Sj. Haripada Chatterjee:

পেজ্ ১৪, প্যারাগ্রাফ ১৭, এটা আমি পরে আসছি। এবং

18 "irregularities in connection with expenditure incurred on public reception to some high personages".

এটা আমি বলবো, কারণ হোম পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের খরচ উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। ৩২ লক্ষ টাকা তার উপর খরচ করে এবং সেই টাকা মন্ত্রীদের ছবি ছাপানো ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। আরো যেসব হয়েছে..................

Mr. Speaker: The names of different personages are here.

Sj. Haripada Chatterjee:

আমি মোর ডিগনিফায়েড্। আমি নাম করি নি।

"Irregularities in connection with expenditure incurred on public receptions to some high personages. In connection with three public meetings .....".

Mr. Speaker: In that connection you also refer to page 47 of the Public Accounts Committee Report.

Sj. Haripada Chatterjee:

উনিই বলবেন। আপনি স্যার, হেলপ্ করবেন না। আপনি প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনবেন না। প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলেন যেমন ও অনেকক্ষণ বলছে ওকে বসিয়ে দেওয়া হক, ইত্যাদি এবং আমি যদিও কানে কম শুনি তবুও আমি বেশ জোরে শুনতে পাই। আমরা এখানে আমাদের হাউসের স্পীকারকে ঠিক হাউস অব কমনস-এর স্পীকারের মত দেখতে চাই। হাউস অফ কমনস-এর স্পীকারের সোসিয়াল লাইফ নেই। প্রধানমন্ত্রী হন, আর যেই হন, সব তাঁর কাছে সমান। তিনি কোন দিন প্রধানমন্ত্রীর জীবনী লেখেন না। আমি এখানে সমালোচক কিন্তু ও'র এখানে যেসমস্ত স্তাবকরা আছে, তাদের চেয়ে আমি ও'র কম ভক্ত নই। এইসব কথা কেউ বলবে না। এই পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে কেউ আলোচনা করেন নি। বঙ্কিমবাবু কিছু কিছু বলেছেন, তিনি একা আর কত করবেন। কিন্তু আমি দেখেছি সেখানে ভাল করে বলা হয় নি। আমি বলি জনসাধারণ জানুক আমাদের গণতন্ত্র কি রকমভাবে চলছে। তাছাড়া পাবলিক একাউন্টস কমিটি যা বলবেন তাই যে আমায় মানতে হবে তার কি কথা। আমি সে রিপোর্ট গ্রহণও করতে পারি, নাও পারি। সে অধিকার আমার আছে। পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে যে আলোচনা হয়েছে তা নয়, উত্তরের সময় প্রধানমন্ত্রীই বলবেন।

"Irregularities in connection with expenditure incurred on public reception to some high personages: In connection with three public meetings held on the Calcutta Maidan on the 14th January, 1949, 14th July 1949, and the 15th January, 1950—and addressed by some high personages a certain firm had been entrusted by Government with the task of making arrangements for the installation of loud-speakers. The same firm had been given the contract on each occasion, and no tenders called for. The firm was paid widely varying amounts, namely, Rs. 7,728, Rs. 9,478 and Rs. 5,764 respectively for these different meetings although the site, the area covered and the scale of arrangements were identical on all the three occasions.

The following further irregularities were noticed:—

(1) Certain equipments were supplied and billed for by the firm in excess of the quantities indented for. Even so, the claims were admitted and paid in full.

(2) On each occasion the firm was paid considerable amounts by way of railway and air fares, taxi-hire and wages of its engineers and assistants, although there was no such stipulation in the contract.

(3) With regard to the claims on account of railway fares, wages, etc., there was wide divergence between the rates charges on different occasions.

(4) In several cases the expenditure could not be supported by original payee's receipts, while in a few other cases, the expenditure could not be supported by any documents whatsoever."

বুঝুন কি রকম ব্যাপার। তারপরে ১৫ পাতায় আসুন, ১৯ প্যারাগ্রাফে

"Expenditure on behalf of certain political organisation."

পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল অরগানাইজেসনকে ব্যাক করা, এই ফ্যাসিজম ধর্মে সইবে না।

"The printing of certain handbills in Bengali and Hindi which were considered essential by Government to counter the anti-social activities of a certain political party was entrusted to another political organisation which brought them out in its own name. The cost of printing, which was done

at a private press, amounted to Rs. 3,140 and it was treated as an item of public expenditure. It has been stated by Government that this was done in the public interest."

এই পাবলিক ইন্টারেস্ট কথাটা এটা যে কিভাবে তৈরি হয়েছিল, যা কিছু অপকর্ম এই কথা বলেই সেরে দেওয়া যায়।

"The method adopted was novel and unusual and it is felt that it would be wrong in principle to meet out of public revenue the cost of propaganda done by a political party in its own name".

এর থেকে আর কি স্ট্রিকচার হতে পারে। আমার এই অডিটর-জেনারেলের মন্তব্যের পরে কোন টিপ্পনী কাটবার দরকার নেই। আমাদের এখানে প্রেসের যাঁরা আছেন তাঁরা সব কথা খুলে প্রকাশ করতে পারেন না। প্রেসের মালিকেরা ভি. আই. পি. তাঁরা সরকারের তাঁবেদার। প্রেসের এখানে যেরকম দেখা যাচ্ছে তাতে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে, প্রেস রিপোর্টারদের বড় মুস্কিল হয়ে পড়েছে। এইসব কথা সাধারণে প্রকাশ করতে পারে না। কোন গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা কেউ দেখাতে পারবে না। বিলাতে এইরকম হলে সেখানে গভর্নমেন্ট বদলে যায়। কোন পলিটিক্যাল পার্টি সেটা কনসারভেটিভ পার্টি বা লেবার পার্টিই হোক এইরকম করলে নিজের পার্টিকে সরকারী টাকা দিলে সেখানে একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে যেত। প্রধানমন্ত্রীমহাশয় সেদিন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। তাঁর বাইয়োগ্রাফী যখন তাঁকে প্রেজেন্ট করা হয় তখন তিনি বলেছেন তিনি গণতন্ত্রের পূজারী। জিজ্ঞাসা করি এই কি গণতন্ত্র? অন্যায়ের আসল প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দ্বিতীবার আর সেই অন্যায় না করা। সুতরাং আশা করি এইরূপ গণতন্ত্র বিরোধী কাজ সরকার পুনরায় আর করবেন না।

[5-35—5-45 p.m.]

এটা গণতন্ত্রের বিরোধী হবে যদি একটা পলিটিকাল পার্টিকে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ থেকে সাহায্য করা হয় আর একটা পলিটিকাল পার্টির এগেনস্ট-এ প্রপাগান্ডা করার জন্য। এখানে নাম না করলেও আমরা জানি কোন পার্টিকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা কোন পার্টির বিরুদ্ধে সেই টাকার ব্যবহার করেছেন। তারপর আসি—আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন করার কথায়। কংগ্রেস এই উদ্দেশ্য আজ ঘোষণা করেছেন। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান এই সমাজ ব্যবস্থা চালু করার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ আরম্ভ করার কথা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী-মহাশয় সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান যা মহলানবিশ দিয়েছেন—তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর বন্ধু ভারতীয় পুঁজিবাদীরা ত একে কমিউনিস্ট প্ল্যান বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। ফাস্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান যেটা হয়েছিল অর্থাৎ যে প্ল্যান-এ আমেরিকা এবং ইংরেজদের গায়ে এবং তাদের দোসর ভারতীয় পুঁজিবাদীদের গায়ে হাত পড়বে না তার সে পাঁচ বছর শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এতে গৌণভাবে উপকারও হয়েছে কিন্তু এখানে এই সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ পরিবর্তন করার কথা হচ্ছে যেটা মহলানবিশ প্ল্যান—অবশ্য এখানে পণ্ডিত নেহেরুর বাহাদুরি আছে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের সব বাধা ঠেলে ফেলে দিয়েও উনি এটা চালু করছেন। সব প্রদেশ এই সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এর সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কেবল আমাদের প্রদেশ এখনও প্রস্তুত হতে পারে নি। অন্যান্য প্রভিন্স অনেক এগিয়ে গিয়েছে। কারণ আমাদের পুঁজিপতি বড়লোকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর খুবই দরদ। এখানে নমুনা দিচ্ছি—জমিদারদের এরা কি রকম তোয়াজ করেন। অডিটার-জেনারেল বলেছেন ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর কৃথা পার্চেজ অফ জমিনদারী স্টেটস এটা হচ্ছে—

'Under sanction accorded by Government in the Land and Land Revenue Department a sum of Rs. 3 lakhs was paid as price for the purchase of a zemindari estate (page 13, paragraph 16). Regarding the necessity for acquiring the estates, it was stated by Government that the purchase had been sanctioned on political

and administrative grounds. No further information was furnished regarding the necessity and urgency of acquiring the estate. The price was fixed by Government at 30 times the estimated net income of the estate. This rate is substantially higher than the rates laid down in the Executive Instructions issued by Government under the Land Acquisition Act for the capitalisation of the net annual profits of landholders. The higher rates were said to have been fixed in view of the great potentialities of the development of the area. From the papers made available for inspection it did not appear, however, that at the time of acquiring the estate there was any definite scheme or proposal for the development of the area which made it incumbent on Government to buy out the landlord. At the rates which have been laid down under the Bihar and Uttar Pradesh Zamindari Abolition Acts, the compensation payable for the acquisition of an estate with a net income of Rs. 10,000 would not exceed Rs. 1 lakh."

এই যে ট্যাক্স-পেয়ারদের টাকা নিয়ে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে এইসবগুলি অন্ততঃ বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ এইগুলিই হচ্ছে গ্লেয়ারিং ইনষ্টান্স। আমি বিরোধীপক্ষের হলেও ইণ্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার—স্বতন্ত্র সদস্য দলগত স্বার্থে কথা বলছি না। রাষ্ট্রের কল্যাণের দিকে চেয়েই বলছি। শুধু আমি নয়, আমার কংগ্রেসী বন্ধু যারা আছেন তারাও যদি কংগ্রেসের কল্যাণ চান সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থা আনতে চান তাহলে এদিকে লক্ষ্য রাখবেন ভাল করে। এই যে ৩ লক্ষ টাকা চলে গেল সে সম্বন্ধে অডিটর-জেনারেল কি বলেছেন তা জেনে সরকারকে সংশোধন করুন। আমরা সাধারণতঃ গরীবদের বেলায় দেখি কমপেনসেসন বহু জায়গায় পাচ্ছে না। রিলিফ-এর বেলায় ত দেখি শেষকালে রিলিফ হয় ত পেল কিন্তু যাকে রিলিফ দেবে সেই মানুষ ততদিনে মরে গিয়েছে—গরীবদের বেলায় এরকম দেখি কিন্তু এখানে বড়লোকের বেলায় কেন এরকম হবে! সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ ব্যবস্থা এইরকম মনোভাবে ত সম্ভব নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যেসব ভুল হয়েছে সেসব আর যেন না হয়। আমি একটা ইনস্টান্স দিচ্ছি—কনষ্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করবো—মহাত্মা গান্ধী বলতেন সত্য যা তা মুখে বলতেই হবে। আমি গঠনমূলক সমালোচনাই করবো—প্রধানমন্ত্রীকে কোন আঘাত দিবার জন্য কিছু বলছি না। যে রাষ্ট্রে এরকম চলে সে রাষ্ট্রের অকল্যাণ হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম আর যেন না হয়। এরেপ্লেন-এর কথা কেন এরূপ ঘটে বার বার এখানে বলতে বলতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এরোপ্লেন আকাশে উড়ল না অথচ পেট্রল খরচ হয়ে গেল। এ সম্পর্কে অডিটর-জেনারেল যে ষ্ট্রিকচার দিয়েছেন তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি—

wasteful expenditure on aeroplanes (page 16, paragraph 23),

তে তিনি এটা এক্সজসটিভ বলেছেন, উনি উত্তর দিতে গিয়ে ধোঁকা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সমস্ত জিনিসটা যদি পড়ি তাহলে দীর্ঘ হবে, যেসব কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সেসব কথা ঠিক নয়। এখানে পরিষ্কার বলছি সভাপাল মহাশয়, উনি একটা ধোঁকার সৃষ্টি করছেন, প্রধানমন্ত্রী-মহাশয়কে বলেছিলাম যে, সত্যকে চেপে রাখা যায় না। এখানে আবার দেখাচ্ছি এয়ারোপ্লেন উড়ল না—অথচ তেল পুড়ে গেল। এক জায়গায় পড়ে দিচ্ছি—

"Petrol was shown to have been supplied even on certain dates on which the planes had performed no flights. The quantity of fuel thus paid for worked up to 2,432 gallons of petrol and 85 gallons of oil."

অর্থাৎ এয়ারোপ্লেন উড়ল না পেট্রল খরচ হয়ে গেল। তারপর এরোপ্লেনগুলির সুপারভিসন সম্বন্ধে অডিটর-জেনারেল বলেছেন এটা একটা ভয়ানক ব্যাপার—

"Before the Partition be supervision of Government aircrafts had been entrusted to a firm on contract basis. After the partition the same firm continued to do this work for the planes which fell to the share of the Government of West Bengal without any definite agreement up to the 19th March, 1948, when the work was given to another firm. The reason advanced for the change-over was that the old firm been found unsuitable for the job.

For supervision the firm, newly engaged, was paid at the following rate from the dates noted against each:—

L-5—Rs. 250 per mensem from 19th March, 1948.

Dominie—Rs. 500 per mensem from 19th March, 1948.

Dove—Rs. 4,500 per mensem from 26th December, 1948 (Rs. 3,500 per mensem for unserviceable periods).

Consul—Rs. 4,000 per mensem from 23rd November, 1948 (Rs. 2,500 per mensem for unserviceable periods).

No tenders had been invited and no formal agreement entered into with the firm."

টেন্ডার ডাকে নি কিছুই হয় নি। এখানে অডিটর-জেনারেল বলেছেন

"The rates were said to have been settled by negotiation."

কেন নিগোসিয়েসন করে করছেন? কোন্ ভক্তজনের জন্য করছেন? টেন্ডার ডাকেন নি কেন? এ জিনিস যদি চলতে থাকে তাহলে গণতন্ত্রের অপমাণ হবে। এই হাউস-এ যদি এ সমস্ত জিনিষ কনসিডার না করা হয় তাহলে এই হাউস-এরও অপমাণ হবে। আমি যা বলছি অত্যন্ত গঠনমূলক সমালোচনা করছি।

"No tenders had been invited and no formal agreement entered into with the firm. The rates were said to have been settled by negotiation. In reply to audit query, it was stated that steps had been taken to obtain quotations from two other firms, but no such quotations were made available for audit inspection. A formal agreement was executed on the 21st May, 1949, with the particular firm to which the work had already been entrusted; but this agreement covered only the planes "L-5", "Dove" and "Consul". There was no agreement whatsoever with regard to the plane "Dominie", though payment continued to be made for its supervision too. After attention had been drawn by audit to the failure to call for tenders, quotations were called for and obtained by Government from one other firm. The quotation received was very much lower than the rates of the then existing contract. Thereupon, the existing contractors readily offered to reduce their total charge for the three planes "L-5", "Consul" and "Dove" from Rs. 8,750 to Rs. 8,000 per mensem. Even so, the rate remained higher than the quotation obtained."

Mr. Speaker: That matter has been exhaustively dealt with.

[5-45—5-58 p.m.]

Sj. Haripada Chatterjee:

পাবলিক একাউন্টস কমিটির কথা বলছি, আমি যেটুকু বলছি সেটুকুর উনি যেন উঠে উত্তর দেন। উনি তো কর্তা, উনি যেখানে বসে থাকেন আর কেউ সেখানে থাকে না। আকাশে সূর্য উঠলে, তারা, চাঁদ কিছুই দেখা যায় না। পেজ ১৯-এ বলে যাই—

"One of the planes (viz., the "Dove") became unserviceable in March, 1948, due to damages sustained in course of an authorised flight while in the custody of the firm entrusted with its supervision and operation. Compensation for the damage could, according to legal opinion, be claimed on two counts, viz., (1) for repair charges, and (2) for deprivation of use. No steps however were taken to realise compensation from the firm."

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এই হাউসে একদিন বলেছিলেন—তিলককে যেতে দেওয়া হ'ল না বিলাতে, নায়ারকে দেওয়া হল

because everything is fair in love and war

এখানেও সেই ব্যাপার—এটা ভালবাসার ব্যাপার, তাই এখানে সব রকম সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যারা কম টেণ্ডার দিয়েও পেল না তাদের প্রতি এঁরা বিরূপ বলেই তারা পেল না। এ কাজ গণ-তন্ত্রবিরোধী। আমি বলছি ভবিষ্যতে যেন এরকম না হয়। দেখুন কি কাণ্ড।

"The repair charges incurred by Government came to Rs. 3,510 and the hire of private planes during the period the Government planes remained unserviceable cost Government a sum of Rs. 20,000 a part of which at least should have been realised from the firm."

এটা একাউণ্টাণ্ট-জেনারাল বলেছেন। আমরা দেখতে চাই ট্যাক্স-পেয়ারসদের যিনি গার্ডিয়ান তাকে সম্মান দেওয়া হয়। সংবিধানের গার্ডিয়ান যেমন হাই কোর্ট, পাবলিক সার্ভিসেস রক্ষা করবার জন্যে যেমন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তেমনি আর একটি ট্যাক্স-পেয়ার্স অর্থ রক্ষার জন্য একাউণ্টাণ্ট-জেনারেল এই তিনটি জিনিস কিভাবে ব্যবহার করা হয় তাই দেখতে হবে। একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল যা বলেছেন সেইমত কাজ আমরা করছি কি না। তাঁর মর্যাদা আমরা রাখছি কিনা? তিনি যা বলেছেন তাই বলে যাই—

"(v) Three planes, namely, the "Dominie" and the two planes from Cooch Behar have been sold away for a total sum of Rs. 6,206 only. The plane "Dominie" whose book value was Rs. 25,000 was sold for Rs. 1,005 on the 9th December, 1950. The plane Proctor was sold for Rs. 200 on the 17th January, 1951."

সভাপাল মহাশয়, আপনার যদি এরোপ্লেন কিনবার দরকার হয়, ২০০ টাকায় পাওয়া যায়; আমিও একটা কিনব। কিন্তু ওদের এরোপ্লেন-এ তেল খরচা হয় উড়ে না। আবার দেখুন—

"The plane L-5 was brought down to Dum Dum at a cost of Rs. 150 and a further sum of Rs. 2,660 was spent on it on account of C of A overhaul. It was sold for Rs. 5,001 on the 24th March, 1951."

হোম ট্রান্সপোর্ট-এর কয়েকটি কথা বলি

"Irregularities in expenditure on Road Transport Scheme: Irregular use of motor vehicles. Irregular use of motor vehicles—A comparison of the record of the use of Food Department Motor Vehicles by two Parliamentary Secretaries with their travelling allowance bills for the period from June, 1948 to July, 1949, showed vehicles having been supplied for their use in Calcutta on seven occasions when the Secretaries were, as per details given in their travelling allowance bills, away from that place. No explanation for the discrepancies has been forthcoming in spite of repeated reminders issued by Audit."

এটা প্রধানমন্ত্রী জবাব দেন যেন। অডিটর-জেনারেল যা বলেছেন তাঁর থেকে বললাম। তারপর মন্ত্রীদের যখন ঘরবাড়ী ছিল না তখনকার কথা এখন তো হয়েছে—তখনকার অবস্থা দেখুন।

"Residential accommodation provided for Ministers at concessional rates of rent under Government orders: Prior to the coming into force of the West Bengal Salaries and Allowances Act (West Bengal Act V of 1952) with effect from the 13th June, 1952, two of the Ministers were paying in accordance with orders issued by Government, rent for residences provided for them by Government at 10 per cent. of their salary, on the analogy of what is charged to Government servants occupying Government quarters. Neither the Ministers Emoluments Act (West Bengal Act IX of 1948), nor any other Act of the Legislature provided for the grant of such benefit. The actual rent recovered from the Ministers as against the standard rent

recoverable from non-entitled persons or the monthly compensation paid by Government in respect of the requisitioned buildings is shown in the statement below:—

Serial No.	Period of occupation.	Rent realised.	Standard rent recoverable from non-entitled persons or the compensation paid. Per month. Rs. a.	Remarks.
1.	1-12-49 to 2-7-50	Rs. 67-8 per month	250 0	
2.	31-3-49 to 24-5-50	Rs. 75 per month to end of November 1949 and Rs. 67-8 per month thereafter.	668 0	
3.	3-7-50 to 28-3-52	Rs. 67-8 per month	360 0	
4.	25-5-50 to 30-6-52	Rs. 67-8 per month	795 3 "	

যখন দেশের লোক ঘরবাড়ী পায় না, যখন দেশময় গৃহহীন বাস্তুহারা তখন মন্ত্রীরা কনসেসন পাবেন এবং সেখানে আবার নিয়মবিরুদ্ধভাবে নেবেন এটা অত্যন্ত খারাপ। অডিটর-জেনারেল যদি স্ট্রিকচার দেন তাহলে কি তাঁর অপরাধ হয়। তার মর্যাদা হাই কোর্ট-এর মর্যাদা রক্ষা এগুলি গণতন্ত্রের কথা।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে আমেরিকা গলা টিপতে গিয়েছিল, চাকুরী দলীয় করতে গিয়েছিল কিন্তু তারপর সেখান থেকে পালাতে পথ পায় নি। এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পার্টি পলিটিক্স-এর উপর রাখা দরকার। মিঃ স্পীকার, আপনি বহু দেশ ঘুরে দেখে এসেছেন, সবকিছু জানেন। ফরাসী দেশে দেখুন—যেখানে মাসে মাসে মন্ত্রী বদল হয়, কিন্তু সেখানে এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পার্টি পলিটিক্স্-এর ঊর্দ্ধে রেখে দিয়েছে, তার গায়ে হাত দেয় না। তাই তাদের দেশে ঘন ঘন মন্ত্রী বদল হলেও কোন অনর্থ হয় না। এখানেও তাই আমি সরকারকে বলি পাবলিক সার্ভিস কমিশন, হাই কোর্ট ও অডিটর-জেনারাল-এর যোগ্য মর্যাদা তাঁরা দিন। আমাদের নূতন গণতন্ত্র। কয়েক বছর হল আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমি গঠনমূলক সমালোচনা হিসাবে বলছি, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি, মিছামিছি গালাগালি দেবো না, আমরা যে গণতন্ত্র অর্জন করেছি তাকে যদি সত্যিই রাখতে হয় তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, হাই কোর্ট ও অডিটর-জেনারাল, এই তিনটা জিনিষের প্রতি সজাগ হয়ে থাকুন। এই তিনটা জিনিষ যাতে ভালভাবে বজায় থাকে তার প্রতি দৃষ্টি দিন, তা যদি করেন তবেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র টিকবে। আর তা যদি না করেন তাহলে আমাদের এখানে হয় ফ্যাসিসিজম আর না হয় কমিউনিজম এসে যাবে এবং এই দু'টা থেকে বেছে নিতে গেলে আমরা কমিউনিজম বেছে নেবো, ফ্যাসিসিজম নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ পৃথিবীর সকলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ফরেন পলিসিকে সাপোর্ট করছেন, সুতরাং তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি যে বেদনা সেটা সকলের সমর্থন করা উচিত। এখানে বলা হচ্ছে—

"On one of the residences which is a requisitioned house, repairs (including original works) and plumbing work (over Rs. 5,000), as also electric installation (over Rs. 4,000) were done at Government cost but a sum of about Rs. 1,550 only plus 16 per cent. departmental charges was proposed for recovery from the landlord."

ল্যান্ডলর্ড-এর প্রতি আমাদের কত দরদ তা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তা না হলে ল্যান্ডলর্ড কেন তাঁর ভক্ত হবেন? এইসব জিনিস অডিটর-জেনারেল-এর কথা; এটা যাঁরা নানা রকম রাজনৈতিক আন্দোলন করে বেড়ান, কিম্বা গভর্ণমেন্টকে মিথ্যা বা সত্য যেভাবেই হোক আঘাত করেন, সেইরকম লোকের কথা নয়, আমাদের কনস্টিটিউসন-এর পার্ট এ্যান্ড পার্শেল হচ্ছেন

অডিটার-জেনারেল, আমাদের তহবিল রক্ষক, তাঁর এই কথায় আমরা যদি ভবিষ্যতে সজাগ হয়ে এই সমস্ত ইরেগুলারিটিজ আর না করি তাহলেই আমাদের সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে বলে মনে করি। নতুবা শুধু পাবলিক একাউন্টস কমিটি মারফত একটা অজুহাত দেখিয়ে, দলীয় ভোটে সব চুনকাম করলেই তা আমরা মেনে নেব না। এই সমস্ত ইরেগুলারিটিজ-এর কোন প্রকৃত উত্তর পাবলিক একাউন্টস কমিটি দিতে পারে নি। সর্বশেষে আমি সভাপাল মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি আমাকে সর্বপ্রথমে এ বিষয়ে বলবার সুযোগ দিয়েছেন।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till day after tomorrow at 3 p.m. The ballot for non-official resolutions fixed for tomorrow will be held at 1 p.m. day after tomorrow. Let Bankim Babu come prepared early for discussion. Today we had 45 minutes' discussion on this item and day after tomorrow we will have two and a quarter hours.

Sj. Bankim Mukherji: That would not be sufficient.

Mr. Speaker: You will have three hours altogether.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 5-58 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 18th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 18th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 19 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 203 members.

[3—3-10 p.m.]

STARRED QUESTION

(to which oral answer was given)

Development of roads within Ketugram police-station, Burdwan district

***12. Sj. Tarapada Bandopadhyay:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that there is want of roads within Ketugram police-station of Burdwan district;

(*b*) whether any village road or any other road was constructed within the area of Ketugram police-station since 15th August, 1947;

(*c*) if so, what are those roads;

(*d*) if not, whether Government have any scheme for development of roads within the said police-station within the next two years; and

(*e*) if so, what is the scheme?

Minister-in-charge of the Development (Roads) Department (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*) Yes.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise.

(*d*) Certain schemes are now under consideration.

(*e*) No final decision has been taken.

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

কোন্ কোন্ রাস্তার স্কীম আন্ডার কন্সিডারেসন রয়েছে বলবেন কি?

Mr. Speaker: Ketugram police-station or whole of Bengal?

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশনের কথা বলছি—কোনো রাস্তার স্কীম আন্ডার কন্সিডারেসান আছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমেদপুর-কাটোর রোডের কাটোয়া রামজীবনপুর অংশ, কুলি-মজলিশপুর-রামজীবনপুর রোডের কেতুগ্রাম থানা অংশ।

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি কংগ্রেসপক্ষ থেকে বলা হয়েছে গত ইলেকসানের সময়——

Mr. Speaker: That is not a supplementary arising out of this. You are not concerned with what Congress says or others say. You are concerned with facts.

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

এর সংগে গভর্ণমেন্টের সংগে যে সম্পর্ক রয়েছে—বলা হয়েছে গভর্ণমেন্টকে ভোট না দিয়ে——

Mr. Speaker: We are not concerned with rumours. I won't allow that supplementary whatever may be your ideas. In supplementaries we are not concerned with rumours.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: You won't allow that then?

Mr. Speaker: No. You put your supplementary.

Sj. Tarapada Bandopadhyay:

এই যে বলেছেন, রাস্তার অভাব থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের অগাস্ট থেকে কোন রাস্তা তৈরী হয় নাই; কেন হয় নাই তার কারণ বলবেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যেসব রাস্তা নেবার প্রস্তাব হয়েছিল তাতে এমন অনেক থানাই আছে যেখানকার রাস্তা নেওয়া সম্ভব হয় নি।

UNSTARRED QUESTION

(answer to which was laid on the table)

Lease of Sadar Ghat Ferry over the Damodar at Burdwan

8. **Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Works and Buildings Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান-আরামবাগ রোডের মধ্যবর্তী দামোদর নদের বর্ধমান সদরঘাটের ফেরীঘাট চলতি বৎসরে (১৯৫৪-৫৫) কত টাকায় ডাক হইয়াছে;

(খ) ইহার পূর্বে গত পাঁচ বৎসরে উহার ডাক কত টাকা ছিল;

(গ) উক্ত ফেরীঘাটের বিভিন্ন বিষয়ে টোল রেট কত;

(ঘ) গ্রীষ্মকালে উক্ত সদরঘাটে দামোদরবক্ষে যে সাময়িক রাস্তা ও পুল করা হয় তাহা কত বৎসর ধরিয়া হইতেছে;

(ঙ) কতদিন হইতে উক্ত সাময়িক রাস্তা ও পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে টোল আদায় করা হইতেছে; এবং

(চ) উক্ত টোলের রেট কত?

Minister-in-charge of the Works and Buildings Department (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) ২,৭০০৲ (দুই হাজার সাতশত টাকা)।

(খ) ১৯৪৯-৫০ সালে—৪,৫০০৲ (চার হাজার পাঁচশত টাকা)।

১৯৫০-৫১ সালে—৪,৫০০৲ (চার হাজার পাঁচশত টাকা)।

১৯৫১-৫২ সালে—৫,০০০৲ (পাঁচ হাজার টাকা)।

১৯৫২-৫৩ সালে—৭,৭০০৲ (সাত হাজার সাতশত টাকা)।

১৯৫৩-৫৪ সালে—২,৭০০৲ (দুই হাজার সাতশত টাকা)।

(গ) টোল রেটের তালিকা উপস্থাপিত হইল।

(ঘ) তিন বৎসর।

(ঙ) ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে।

(চ) (গ) প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত টোল রেট তালিকার গ্রীষ্মকালীন রেট দ্রষ্টব্য।

Statement referred to in reply to clause (গ) of unstarred question No. 8

খেয়াঘাটের মাশুল তালিকা

১৬ই অক্টোবর হইতে ১৪ই জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল ধরা হইবে

১৫ই জুন হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল ধরা হইবে

যে-সকল দফায় মাশুল লওয়া হইবে তাহার বিশেষ বিবরণী।	দামোদর নদের সদর ঘাট ফেরী।	
	গ্রীষ্মকাল।	বর্ষাকাল।
১। প্রত্যেক ব্যক্তির তিন বৎসরের উর্দ্ধে ..	/0	/0
২। ঐ দশ সেরের বেশী বোঝা বা বাঁক লইয়া গেলে ..	৵0	৵0
৩। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির	।।0	।।0
৪। ১৬ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ পাল্কীর ..	১।।0	১।।0
৪ (ক)। ১৬ জন বেহারা সুদ্ধ খালি পাল্কীর ..	৸0	৸0
৫। ১২ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ পাল্কীর ..	১	১৲
৫ (ক)। ১২ জন বেহারা সুদ্ধ খালি পাল্কীর ..	।।0	।।0
৬। ৮ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ পাল্কীর ..	৸0	৸0
৭। ৮ জন বেহারা সুদ্ধ খালি পাল্কীর .	।৵0	।৵0
৮। ৬ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ পাল্কীর ..	।।0	।।0
৯। ৬ জন বেহারা সুদ্ধ খালি পাল্কীর ..	।0	।0
১০। ৪ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ পাল্কীর ..	।/0	।/0
১১। ৪ জন বেহারা সুদ্ধ খালি পাল্কীর	৶0	৶0
১২। ৪ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ ডুলির ..	।৵0	।৵0
১৩। ৪ জন বেহারা সুদ্ধ খালি ডুলির	৶0	৶0
১৪। ২ জন বেহারা ও আরোহী সুদ্ধ ডুলির ..	৶0	৶0
১৫। ২ জন বেহারা সুদ্ধ খালি ডুলির	৵0	৵0

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, গ্রীষ্মকালে বর্ধমান-সদরঘাট রাস্তা বিলি ৩ বৎসর ধরে চলেছে; তারপরে ১৯৫৩-৫৪ সালে টোল ট্যাক্স বসান হয়েছে। আগে যে দু' বৎসর বসান হয় নি তার কারণ কি?

Mr. Speaker:

আগে দু' বৎসর বসান হয় নি তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন নি।
That does not arise out of this question.

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে ১৯৫৩-৫৪ সাল হতে টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে তার ফলে সরকারের কত আয় বেশী হচ্ছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আদায় হয়েছে কত তা এখানে বলা হয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই হিসাবে দেখছি ১৯৪৯-৫০ সালে আদায় ৪,৫০০৲, ১৯৫০-৫১ সালে ৪,৫০০৲, ১৯৫১-৫২ সালে ৫,০০০৲, কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে ২,৭৫০৲ অর্থাৎ যেমন টোল ট্যাক্স বসালেন তেমনি ৪,৫০০ টাকা থেকে নেমে ২,৭০০ টাকায় নামল লক্ষ্য করছি।

Mr. Speaker:

এটা তো প্রিন্টেড রয়েছেই।

Sj. Dasarathi Tah:

টোল ট্যাক্স বসাবার পর এ রকম ঘটে কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আগে ৩ বৎসর সেখানকার সাময়িক পুল মেরামতের খরচ গভর্নমেন্ট থেকে করা হত, যে লীজ নিয়েছে তাকে বহন করতে হত না, এখন লীজ হোল্ডারকে বহন করতে হচ্ছে ব'লে কমে গিয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে দামোদর বক্ষে সাময়িক রাস্তা করা হয় তার যে মেটিরিয়ালস—সিমেন্ট, স্ল্যাব প্রভৃতি—সরকার থেকে সরবরাহ করা হয় কি না?

Mr. Speaker:

আপনার প্রশ্ন ফেরীঘাটের টোল নিয়ে।

That is a very exhaustive question. Your question is only with regard to ferry ghat toll. Construction of road material does not come under this.

Sj. Dasarathi Tah:

এটা নিয়ে সম্পর্ক রয়েছে যে, গভর্ণমেন্ট যখন জিনিষগুলো দিচ্ছেন তখন টোল এত বেশী হবে কেন?

Mr. Speaker: That is a matter of argument.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Traffic jamming on the approach of the Howrah Bridge

***40. Sj. Janardan Sahu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) whether he is aware that jamming of traffic often occurs on the approach to the Howrah Bridge during rush hours in the evening;

(*b*) whether licences are issued for processions in connection with religious and social ceremonies along the Howrah Bridge and on the roads approaching the Howrah Bridge junction east in the peak hours of the evening; and

(*c*) if so, whether Government consider the desirability of issuing licences for such processions only after the last train leaves or reaches Howrah station?

Deputy Minister for Publicity and Public Relations (Sj. Gopika Bilas Sen Gupta): (*a*) Yes.

(*b*) No licences are issued for taking out procession along the Howrah Bridge except on the occasion of Satnarayan procession which takes place in February or March every year. Processions in connection with religious and social functions are allowed to come up to the Howrah Bridge approach.

(*c*) No.

Sj. Janardan Sahu:

माननीय ডেপুটী মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি যে, ঐ যে মাঝে মাঝে হাওড়া স্টেশনে যে ট্রাফিক জাম হয় তা বন্ধ করার জন্য গভর্নমেন্ট কোন চেষ্টা করবেন কি না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: On account of heavy rush of traffic specially of lorries and cars between Howrah and Calcutta, traffic is slowed down considerably particularly between 5 p.m. and 6 p.m.

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, ঐ সময় ছাড়াও মাঝে মাঝে দুপুর বেলায়ও ট্রাফিক জাম হয়ে যায়?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

ট্রাফিক যখন জাম হয় তখন ট্রাফিক রেগুলেটর যিনি থাকেন তিনি শ্লো-ডাউন করেন।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে পুলিশ স্ট্রাইক যখন হয়েছিল তখন ট্রাফিক জাম বেশী হয়েছিল?

Mr. Speaker: It does not arise out of this question. That is a particular question of which you have to give notice.

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ট্রাফিক জাম যাতে না হয় এবং অসুবিধা না হয় সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন? এবং সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন কি না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

এ বিষয়ে আমরা সর্বদাই সজাগ ও সচেতন এবং ব্যবস্থা ক'রে থাকি।

Sj. Biren Banerjee:

কি ব্যবস্থা ক'রে থাকেন?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

যখন যে রকম দরকার হয় তখন সেই রকম ব্যবস্থা করা হয়।

Sj. Biren Banerjee:

আমার প্রশ্নটা এই যে, আপনার চেতনা প্রকাশ পায় কি না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

চেতনা আমাদের সর্বদাই আছে তবে এক সেকসানের দরকারমত দেখতে পাই না।

Missing of one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, from the custody of Hastings police

*41. **Sjkta. Mani Kuntala Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state whether it is a fact—

(*i*) that one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, was discharged from the S.S. "Dilwara", a ship of the B.I.S.N. Co., on August 23rd, in a state of mental disorder;

(*ii*) that the Company sent him to the Principal Seamen's Welfare Officer who sent him to the Hastings police-station; and

(*iii*) that on the 25th August when his relatives went to the police-station they were told that Nirmal Chandra Karmakar was missing from their custody?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what were the circumstances in which the said Nirmal Chandra Karmakar was found missing;

(*ii*) who was responsible for the custody of the said missing person; and

(*iii*) whether the missing person has been traced?

Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*)(*i*) and (*ii*) Yes.

(*iii*) No relation of Nirmal Chandra Karmakar went to the police-station on 25th August, 1954.

(*b*) (*i*) Nirmal Chandra Karmakar, who was allowed unrestricted use of the thana compound as he was neither violent nor dangerous, disappeared without anybody's knowledge on the evening of the 25th August, 1954.

(*ii*) None.

(*iii*) He was traced on the 27th September, 1954, by the police.

Dr. Narayan Chandra Ray: Is he now in hospital or is he still untraced?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This person is an *ex*-seaman. He was discharged at Arambagh from the S.S. "Dilwara" as he was showing signs of insanity. He was repatriated to Calcutta on the 23rd August. The Principal Seamen Welfare Officer informed the father of the *ex*-seaman by a letter of the 23rd August of the arrival of his son in Calcutta on the 23rd so that he might take charge of him. One Shri Anil Chatterjee of 69 Middle Road, Entally, and Shri Sailendra Kumar of 49/N Middle Road, Entally, called at the Marine House on the 23rd August on behalf of the father to take charge of the lunatic, but one Shri Kanai Kar, said to be a member of the Communist Party, prevailed upon them not to take charge of the lunatic and to leave him with the Principal Seamen Welfare Officer. The Principal Seamen Welfare Officer did not make any attempt himself to send the lunatic to any asylum.

[3-10—3-20 p.m.]

On the other hand, he prevailed upon the Hastings police people to take charge of the lunatic. The lunatic Nirmal Chandra Karmakar was then brought to the Hastings poice-station by the police from the Marine House. At the request of the Principal Seamen Welfare Officer, information was sent on the same day, the 23rd August, to the father of Nirmal Chandra

Karmakar to take charge of him. As he was not dangerous and not completely unbalanced, Nirmal Chandra Karmakar was given shelter in the thana precincts pending arrival of the father. He used to pass the nights in the resting shed in the thana compound. As he was neither violent nor dangerous, he was not taken into custody. No one turned up on the 23rd or 24th or 25th August to take charge of him. He disappeared on the evening of the 25th August without the knowledge of anybody. He was not sent to the Mental Asylum at this stage by the police because they were in anticipation that his father would come shortly to take him. The disappearance of the lunatic was reported to his father on 27th August, 1954, when an officer of the Hastings police-station called on him to enquire if by chance the lunatic had gone home. The lunatic was traced on the 27th September, 1954, by a search party of constables and, immediately after his apprehension, he was taken to his father, but, at the instance of some friends, he refused to take his son. The lunatic was then taken to the Chief Presidency Magistrate on the 28th September, 1954. He remanded him to jail custody under section 13 of the Indian Lunacy Act because the lunatic was wandering and none wanted to take care of him and because there was no vacancy in the Mental Observation Ward. The Chief Presidency Magistrate, Calcutta, remanded the lunatic to jail custody on the 29th September, 1954. On the 26th February, 1955, Nirmal Chandra Karmakar was released from the Dum Dum Jail and handed over to his brother Kamal Kumar Karmakar under orders of the Chief Presidency Magistrate on the 25th February.

Drive against anti-social elements in Calcutta

***42. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) how many persons, if any, have been arrested by the police in the recent drive against anti-social elements in Calcutta;

(*b*) how many of the arrested persons have been subsequently released;

(*c*) how many of the arrested persons have been punished for their anti-social activities;

(*d*) nature of their crimes and the nature of punishment given to them;

(*e*) how many anti-social elements have been detained under Preventive Detention Act;

(*f*) whether Government received any complaints against police that in their drive against goondaism innocent people were arrested and harassed; and

(*g*) if so, what steps Government propose to take in this regard?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) 15,538 (during the period from 12th July to 31st December, 1954).

(*b*) 958.

(*c*) 14,100 persons were convicted in courts of law.

(*d*) Teasing school and college going girls, making indecent remarks and gestures towards passing ladies, solicitation, riotous and indecent behaviour affecting peace and tranquillity. The accused who were found guilty were sentenced to fine, in default simple or rigorous imprisonment by the trying Magistrates.

(*e*) 8 (during the period from 12th July to 31st December, 1954).

(*f*) Yes.

(*g*) Does not arise as, on enquiry, the allegation was found to be baseless.

Dr. Narayan Chandra Ray: Is this the most recent figure? After 31st December any further addition or the department is quiet?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I knew he would ask this question. From 1st January, 1955 to 31st July, 1955, the total number of persons who have been arrested for anti-social works or activities was 25,183. Of the arrested persons, 475 were released by the police or by the court and 24,573 persons were punished. There are 135 cases under trial. There are eight persons who have been put under Preventive Detention Act.

Dr. Narayan Chandra Ray: 'Teasing school and college going girls, making indecent remarks'

থেকে আরম্ভ করে

'riotous and indecent behaviour affecting peace and tranquillity'

এর মধ্যে অফেনডারস-এর প্রপোরসন কোনটা কত সেটা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

Mr. Speaker:

এটা ত রিমার্ক।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want notice.

Dr. Narayan Chandra Ray: Will these sentences act on the future career of these boys?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion. It is not a question of fact.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এদের কিসের জন্য ধরা হয়েছিল?

What were they convicted of?

খালি ইনডিসেন্ট না এ্যান্টি-সোস্যাল কাজের জন্য?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: "Anti-social" includes a large number of charges. It may be that these men have been guilty of more serious charges of instigating other people to do riotous acts.

Dr. Narayan Chandra Ray: Where was the enquiry done and who were the persons who did it—were they police?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My Home Department.

"The Weekly West Bengal", "Basundhara" and other journals of the State Government

***43. Sj. Haripada Baguli:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Publicity) Department be pleased to state—

(ক) সরকার হইতে প্রকাশিত *The Weekly West Bengal*, "বসুন্ধরা", "কথাবার্তা", "স্বাস্থ্যশ্রী" ও *In Other States* নামক সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রতিবারে কতখানা করিয়া ছাপা হয়;

(খ) প্রতি পত্রিকার কতজন করিয়া গ্রাহক (subscriber) আছেন;

(গ) ঐ পত্রিকাগুলি কোন প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় কিনা; এবং

(ঘ) করা হইলে, ঐরূপ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নাম কি?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

(ক)	*The Weekly West Bengal*	...	...	...	৪,৩০০ খানা
	"বসুন্ধরা"	...	...	...	৪,০০০ "
	"কথাবার্তা"	...	...	...	৪,৪০০ "
	"স্বাস্থ্যশ্রী"	...	...	...	৪,০০০ "
	In Other States	...	...	...	৫০০ "
(খ)	*The Weekly West Bengal*	...	...	...	১৪৯ জন
	"বসুন্ধরা"	...	...	...	৭৬৫ "
	"কথাবার্তা"	...	...	...	১৯২ "
	"স্বাস্থ্যশ্রী"	...	...	...	৩১ "
	In Other States	...	...	...	নাই

(গ) হ্যাঁ, হয়।

(ঘ) কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার, পাঠাগার, ক্লাব, লোকসভার ও রাজ্যসভার পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সদস্যদিগকে, এই সরকারের ও ভারত সরকারের নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মচারীদিগকে, পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুমা প্রচার অধিকারিকদিগকে এই পত্রিকাগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। *The Weekly West Bengal* ও "স্বাস্থ্যশ্রী" পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত স্কুল ও কলেজগুলিকেও বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

কোন্ পত্রিকায় কত সাবসক্রিপসান নগদ আদায় হয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

এ খবর আমার কাছে এখন নেই, নোটিশ চাই।

Sj. Dasarathi Tah:

এই পত্রিকাগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কি না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

এই পত্রিকাগুলি সরকারী পত্রিকা, কাজেই সরকারের যদি কিছু বলাবার থাকে নিশ্চয়ই এই পত্রিকাগুলিতে পাবলিসিটি মারফৎ তা থাকে।

Sj. Dasarathi Tah:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, দেওয়া হয় কি না?

(No reply.)

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

কি কি যোগ্যতা থাকলে এই পত্রিকাগুলি সমস্ত পাঠাগার এবং সমস্ত গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

কি কি যোগ্যতা?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

উত্তর দিয়েছেন কতকগুলি নির্দিষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার, পাঠাগার ইত্যাদিতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কি কি যোগ্যতা থাকলে পরে সাধারণভাবে পাওয়া যেতে পারে?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

সাধারণতঃ রেজিস্টারড লাইব্রেরীজ, তা ছাড়া দরখাস্ত করলে পর সেখানকার এম,এল,এ,রা রেকমেন্ড করলে পর সেখানে দেওয়া যেতে পারে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

বাইরের থেকে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কি না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

দেওয়া হয় না?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

না।

Dr. Atindra Nath Bose:

এই যে সরকার থেকে প্রত্যেকটি কাগজ ৪ হাজারের উপর ফ্রি ডিস্ট্রিবিউসান করা হচ্ছে, এর দ্বারা কোন্ পাবলিক পারপাস সার্ভ হয় বলে মন্ত্রীমহাশয় মনে করেন?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Dr. Atindra Nath Bose:

এই যে ৪ হাজারের উপর বা ৪ হাজার মাত্র ছাপানো হচ্ছে, তার মধ্যে ১৪৯,৭৬৫, এদের কাছ থেকে দাম নিয়ে বিক্রী করা হয়, আর প্রায় ৪ হাজারের মত বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, এর সার্থকতা কি?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

এটা গভর্নমেন্ট পলিসি।

Dr. Atindra Nath Bose:

আমি জানতে চাচ্ছি, এই সমস্ত কাগজে সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, কৃষিকার্যের উন্নতিমূলক বিষয় প্রভৃতি এর মধ্যে থাকে, এগুলির দ্বারা লোকসভার সদস্যদের কিম্বা গ্রন্থাগারের যারা, তাদের কোন্ পাবলিক পারপাস সার্ভ করবেন? কৃষক বা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করলে না হয় বুঝতাম এর একটা এডুকেটিভ ভ্যালু আছে।

Mr. Speaker: You are arguing.

Dr. Atindra Nath Bose:

আমি এ্যালিসিডেসানের জন্য জিজ্ঞাসা করছি। কোন্ পাবলিক পারপাস সার্ভ হয়?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: That is a matter of opinion.

Sj. Dasarathi Tah:

এই কাগজের প্রকাশের তারিখ দেখলে দেখা যায় এইগুলি নিয়মিতভাবে যায় না, এই বিষয়ে আপনি লক্ষ্য করবেন কি?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

ইনফরমেসান দিলে নিশ্চয়ই করবো।

Sj. Sasabindu Bera:

এই জার্নালগুলি ছাপাতে কত খরচ হয়?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

আমি নোটিশ চাই।

[3-20—3-30 p.m.]

Number of motor vehicles in the State in 1952-53

***44. Sj. Madan Mohon Khan:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of he Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় কত motor car, motor taxi, motor bus ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল;

(খ) উক্ত বছরে প্রতি জেলায় প্রতি শ্রেণীর মোটর ভেহিকিল হইতে কত টাকা M. V. Tax আদায় হইয়াছে;

(গ) ১৯৫২-৫৩ সালে মোট কত টাকা M. V. Tax আদায় হইয়াছে;

(ঘ) ঐ টাকা হইতে কোন কোন পৌরসভা ও জেলাবোর্ডকে টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা; এবং

(ঙ) হইয়া থাকিলে, কোন্ কোন্ পৌরসভা ও জেলাবোর্ডকে কত পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

(ক) একটি তালিকা এতৎসহ পেশ করা হইল।

(খ) গাড়ীর শ্রেণী অনুসারে দেয় ট্যাক্সের হিসাব পৃথক্‌ভাবে রাখা হয় না।

(গ) ৯৮,৪৯,৯৬৯।৶৩ পাই।

(ঘ) কোন কোন পৌরসভাকে টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন জেলাবোর্ডকে দেওয়া হয় নাই।

(ঙ) একটি তালিকা এতৎসহ পেশ করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (ক) *of starred question No. 44*

১৯৫২-৫৩ সালে বাংলা দেশের কোন্ জেলায় কত মোটর কার, ট্যাক্সি, ট্রাক ও বাস্ ছিল তাহার বিবরণী

জেলার নাম।		মোটর কার-এর সংখ্যা।	ট্যাক্সির-সংখ্যা।	ট্রাক-এর সংখ্যা।	বাস-এর সংখ্যা।
১। বাঁকুড়া	..	১৬৩	৫	১৬৯	৮৩
২। বীরভূম	..	৯২	১৪	৩১	৮২
৩। বর্ধমান	..	১,২৫৮	১৩৮	১,২০৭	২৮৮
৪। কলিকাতা	..	২০,৬৭৪	১,১৬৫	১০,৯৯১	৮৮০
৫। কোচবিহার	..	৬৩	৯	১৮১	৩৫
৬। দার্জিলিং	..	৫০৫	২৫৬	৩৭৫	৮৮
৭। হুগলী	..	৪৯৯	১৮৪	৫৮২	২০৩
৮। হাওড়া	..	১,৭০৭	৮০	১,০৯৫	২২৫
৯। জলপাইগুড়ি	..	৭১৫	৭৩	১,১০১	১৪৮
১০। মালদহ	..	১৯	১	৪৭	৩৯
১১। মেদিনীপুর	..	২৮৯	১০	৫২৯	৩৫৭
১২। মুর্শিদাবাদ	..	১৫৬	১৮	১৭২	৭৬
১৩। নদীয়া	..	১১১	৪১	২০২	৬২
১৪। ২৪-পরগণা	..	৭১৮	৪১২	৩,৯০০	১,০৩৮
১৫। পশ্চিম দিনাজপুর	..	৪	৫	২৩	১১

Statement referred to in reply to clause (*) of starred question No. 44

১৯৫২-৫৩ সালে বাংলা দেশের কোন্ পৌরসভাকে মোটর ভেহিকিল ট্যাক্স হইতে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণী

পৌরসভার নাম।	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ। টাকা।
(১) কলিকাতা	৪,৫০,০০০
(২) হাওড়া	৫০,০০০
(৩) বর্ধমান	১০,৬১৯
(৪) কাল্না	৫,১৬৬
(৫) কাটোয়া	৬,০২৭
(৬) আসানসোল	৬,০২৭
(৭) শিউড়ী	৮,৩২৩
(৮) বিষ্ণুপুর	৭,১৭৫
(৯) মেদিনীপুর	১৪,০৬৩
(১০) চুঁচুড়া	১৬,৩৫৯
(১১) কান্দি	৬,০২৭
(১২) বারাকপুর	৫,৭৪০
(১৩) বরাহনগর	৭,৭৪৯
(১৪) বারাসত্	৭,১৭৫
(১৫) রাণাঘাট	৪,৫৯২
(১৬) কৃষ্ণনগর	১৪,৩৫০
(১৭) ইংরেজবাজার	৪,৩০৫
(১৮) জলপাইগুড়ি	৩,৭৩১
(১৯) দার্জিলিং	৯,১৮৪
(২০) শিলিগুড়ি	৫,৪৫৩
(২১) বালুরঘাট	২,০০৯
(২২) হলদিবাড়ী	৮৬১

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এই মোটর ভিহিকল্স ট্যাক্স যা আদায় করা হয় তা জেলা বোর্ডকে দেওয়া হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কারণ মিউনিসিপাল এরিয়াতে মোটর গাড়ী বেশী চলে, সেইজন্য জেলা বোর্ডকে দেওয়া হয় না।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

আজকাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে বহু মোটর গাড়ী চলার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবুও তাদের ট্যাক্স দেওয়া হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কারণ আমরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিকাংশ রাস্তাই নিয়ে নিয়েছি এবং বাকীগুলিও নিয়ে নেবো। সেইজন্য টাকা দেওয়ার দরকার নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মোটর ভিহিকল্স ট্যাক্স যা আদায় করা হয় তা কি হারে ডিস্ট্রিবিউসান হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Government——

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে ট্যাক্স যা আদায় হয় সেটা দেবার সময় তার কোন রেসিও আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়, অবশ্য দি ক্যাবিনেট ডিসাইড্স।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আদায় যা সেখান থেকে হয় এবং তা দেওয়ার মধ্যে কোন রেসিও আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে কোন টাকা দেওয়া হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বাঁকুড়ায় মোটর গাড়ী আছে কি? আমি ত জানি সবাই গরুর গাড়ীতে চড়ে।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

বাঁকুড়ার মোটর গাড়ীর সংখ্যা হচ্ছে ১৬৩, অথচ বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা দেওয়া হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সব মিউনিসিপ্যালিটিকে একসঙ্গে দেওয়া যায় না। এবার আপনার বাঁকুড়ার লাগোয়া বিষ্ণুপুরকে দেওয়া হয়েছে, আগামী বৎসর বাঁকুড়াকে দেওয়া হবে।

Vigilance Parties in Calcutta

***45. Sj. Ambica Chakrabarty:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that Vigilance Parties have been organised under the auspices of Calcutta Police in all the police-stations of Calcutta;

(*b*) if so, the number of Vigilance Parties in Calcutta and the number of persons recruited up to date in those parties;

(*c*) what are the specific functions of these Vigilance Parties;

(*d*) whether Government have received several allegations of hooliganism and violence from the people of different localities against some of these Vigilance Parties; and

(*e*) if so, what are these Vigilance Parties and what action, if any, has been taken or proposed to be taken in this regard?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) Number of Vigilance Parties up to 31st December, 1954—65.

(*ii*) Number of persons recruited up to 31st December, 1954—3,014.

(*c*) To patrol their respective areas at night to prevent the commission of crimes.

(*d*) Yes, in respect of two parties.

(*e*) South Chetla Vigilance Party and the East Karaya Vigilance Party.

The former was suspended but at the instance of the local people it was permitted after one month and a half to resume work while the latter has been suspended.

Sj. Ambica Chakrabarty:

কি কি যোগ্যতা থাকলে ভিজিল্যান্স পার্টিতে নেওয়া হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Vigilance Parties have been organised in almost all the police-stations in Calcutta. In Hare Street, Park Street, Hastings, South Division Port, North Division Port police-stations there were no Vigilance Parties. Up to 23rd of August, 1954, there were 71 such Vigilance Parties consisting of 3,164 members, but between the period of 23rd August, 1954 and the 31st December, 1954 eight such parties ceased functioning and two new parties were formed. As a result the number of Vigilance Parties all over Calcutta on 31st December, 1954 stood at 65 and the number of members 3,014. In the South Calcutta Vigilance Party a spirit of rivalry came into being between the South Chetla Vigilance Party and the Tarun Sangha of Durgapur Lane in the Alipore police-station area because of an attempt by the party members to round up some gamblers at Durgapur Lane on 28th May, 1954 without information to the local residents and the police. There were two cases of stray assaults on members of either party. A member of the Tarun Sangha was assaulted by some members of the South Chetla Vigilance Party near Rupayana Cinama on 30th May, 1954. A cracker was exploded by one unknown member of the Tarun Sangha causing damage to the cinema building. The South Chetla Vigilance Party was suspended for one and a half months, and when the tension ceased, the party was permitted to resume work at the request of the local people.

About the East Karaya Vigilance Party in June, 1954, there were several complaints by certain local residents of Bright Street and Samsul Huda Road against the members of the party of assault, intimidation coercion, extortion, etc. This was the outcome of party factions and group feelings existing in the locality. The party was, therefore, suspended on 25th July, 1954, as there was rivalry over the control of the party.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি কি যোগ্যতা থাকলে এই ভিজিল্যান্স পার্টিতে নেওয়া হয়; কিন্তু তাঁর স্টেটমেন্টে এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The man must be an honest person. He will be prepared to do service to the people. He must have some influence in the locality. He should not be a *ganjakhore* or a *matal*, and he must not indulge in various types of goondaism. All these things are taken into consideration.

Sj. Ambica Chakrabarty:

তাদের অতীতের কার্যকলাপের তদন্ত ক'রে নেওয়া হয় কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

নিশ্চয়ই। সে জেলে গিয়েছিল কি না বা কোন অন্যায় কাজ ক'রে থাকলে তাকে নেওয়া হয় না।

Sj. Ambica Chakrabarty:

চেতলা ভিজিল্যান্স পার্টিতে যে সমস্ত লোক আছে তারা কি এই রকম দরখাস্ত করেছিল পুলিশের কাছে যে সেখানে কংগ্রেস বিরোধী কার্যকলাপ অনেক বেড়ে চলেছে, সেইজন্য আমরা কংগ্রেসে যোগ দিতে চাই সেটা বন্ধ করার জন্য?

Mr. Speaker: That does not arise. You are giving information.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আমার বক্তব্য হচ্ছে, এইসব গুণ্ডারা পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এটা করেছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have given you all that I knew about South Chetla Vigilance Party. I do not know anything more. If you put any specific question, I shall enquire.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি এনকোয়ারি করবেন কি না যে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তারা ভিজিল্যান্স পার্টিতে নাম দিয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Yes.

Sj. Biren Banerjee:

এটা কি সত্য যে প্রত্যেক ভিজিল্যান্স পার্টিতে একজন করে ইনফরমেশন অফিসার থাকে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know.

Sj. Canesh Chosh: Is it known to the Chief Minister whether a thorough enquiry was made on the allegations made against the persons of the South Chetla Vigilance Party and whether any legal action in that connection was taken against any of them?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There have been several complaints against the members of that Vigilance Party. Therefore, it was suspended. The local people did not want their revival and therefore we have not done it.

Sj. Canesh Chosh: Was any enquiry made of the allegations made against those persons?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Of course.

River dacoities in the Hooghly river within the jurisdiction of Midnapore district

***46. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার হলদি নদীর মোহনার নিকটবর্তী হুগলী নদীতে খেজুরী, নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটা থানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১৯৫০ সাল হইতে এ-পর্যন্ত নৌকাডাকাতি হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এইরূপ নৌকাডাকাতির সংখ্যা কত,

(২) নৌকাডাকাতির ফলে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ কি,

(৩) নৌকাডাকাতির সময় ডাকাতগণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল কিনা, এবং করিয়া থাকিলে, কতগুলি ক্ষেত্রে করিয়াছিল,

(৪) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ফলে কতজন হত বা আহত হইয়াছিল,

(৫) পুলিশ এ-সম্পর্কে কতগুলি কেসে আসামী ধরিতে পারিয়াছে এবং কতগুলি কেসে আসামীর সাজা হইয়াছে,

(৬) ঐ এলাকায় উক্তপ্রকার ডাকাতি দমনের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(৭) থাকিলে, তাহা কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

(ক) হ্যাঁ, হইয়াছে।

(খ) (১) ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ১৯টি।

(২) ৭০,৯৩৮৲ টাকা।

(৩) হ্যাঁ, দুইটি ক্ষেত্রে মাত্র।

(৪) ৫ জন আহত হইয়াছিল। কেহ হত হয় নাই।

(৫) ১২টি কেসে ১০৭ জনকে ধরা হইয়াছিল। কোনও আসামীর সাজা এখনও হয় নাই।

(৬) হ্যাঁ, আছে।

(৭) (/০) দাগী নৌকাডাকাতদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা, (৵০) পলাতক সক্রিয় অপরাধীদের অনুসন্ধান করা, এবং (৶০) দ্রুতগামী জলযানের সাহায্যে টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

Sj. Sudhir Chandra Das:

(৭)-এ উত্তর দিয়েছেন যে (/০) দাগী নৌকা-ডাকাতদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা, (৵০) পলাতক সক্রিয় অপরাধীদের অনুসন্ধান করা, এবং (৶০) দ্রুতগামী জলযানের সাহায্যে টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থাগুলি এখনও চালু আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am glad to inform my friend that my report is that there has been no case in 1955. Whatever the reasons may be, of course the officers will claim that it is because of their vigilance that this thing has happened, but my report is that there has been no case in the year 1955.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে, ৪।৫ মাস পূর্বেও ওই অঞ্চলে নৌকা ডাকাতি হয়ে গিয়েছে?

(No reply.)

Sj. Natendra Nath Das:

১৯৫০-৫৪ পর্যন্ত যে ১৯টি কেস ছিল, কোন্ সালে কতটি হয়েছে বলবেন কি?

(No reply.)

Sj. Natendra Nath Das:

আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য উনি খ(৫)-এর উত্তরে বলেছেন, ১২টি কেসে ১০৭ জন ধরা হয়েছিল তাতে কোন আসামীর সাজা হয় নি। ১৯৫০ সালে ধরেছেন, ৫৪ সাল পর্যন্তও কি বিচার শেষ হয় নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার কাছে যা আছে তাই বলছি। এতে আছে ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৩, ধরা হয়েছিল—১ জন; ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৪—১০ জনকে; ১৮ই মার্চ, ১৯৫৪—কাউকে ধরা হয় নি; ১লা জুন, ১৯৫৪—১ জনকে; ৭ই জুলাই, ১৯৫৪—৪ জন; ১৮ই অক্টোবর—৩ জনকে, ১৭ই অক্টোবর—৫ জনকে; ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৪—কাউকে এ্যারেস্ট করা হয় নি। এই তো আমার কাছে আছে।

Sj. Natendra Nath Das:

এই যে ১০৭ জনকে ধরা হয়েছিল, সকলের বিরুদ্ধে কেস কি এখনও পেন্ডিং, না খালাস হয়ে গিয়েছে। এই যে ১২টি কেস, এর রেজাল্টস কি বলবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কেস পেন্ডিং আছে কি না বলতে পারি না, পরে বলতে পারব।

Number of State Transport employees retrenched and arrested during October, 1953

***47. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(*a*) total number of employees working in the State Transport Department, Government of West Bengal, before 1st October, 1953;

(*b*) how many of them have been retrenched from 1st to 13th October, 1953, and the reasons for the same;

(*c*) how many workers have been arrested from 30th September to 13th October, 1953;

(*d*) how many of the arrested persons have been released since then; and

(*e*) names of the persons who were in jail on 13th October, 1953, and what were the charges against them?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) 2,833.

(*b*) None.

(*c*) 75.

(*d*) All released.

(*e*) A statement is laid on the Library Table.

Dr. Narayan Chandra Ray:

বি-তে যে বলেছেন, 'নান'—আপনি যাদের ১লা তারিখ থেকে আসতে দেন নি। এই রিট্রেঞ্চমেন্টর বদলে যাদের আসতে দেন নি এই পদ্ধতির নামটা কি?
They were not allowed to work. What was the name given to that process.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As 1,133 persons out of a total of 2,833 of the State Transport, all employed in the essential service, absented from duty without permission and joined an illegal strike on 30th September, 1953, in spite of previous warning they were placed on suspension on different dates during the periods 1st October, 1953, 13th October, 1953. Disciplinary proceedings were drawn up. The following table will

indicate the action that was taken against these employees—1,133 were on suspension, 71 of them were discharged, 1 was demoted and 1,061 were allowed to rejoin including 6 persons discharged but were subsequently reinstated on appeal. Of the 75 arrested during the period 13th October, 1953, 74 were discharged from the court and 1 was convicted and sentenced to pay a fine of Rs. 20. Only 2 employees—Jiban Ghoshal and Dulal Aditya were arrested after 13th October, 1953, in connection with a criminal case. Both were acquitted.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই ৭৫ জনের মধ্যে কেউ কি চাকুরী পেয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Only 71 were discharged but I cannot tell you whether it is out of the 75 or not.

Education facilities for Tribal people in the State

***48. Sj. Jagatpati Hansda:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের শতকরা হার কত;

(খ) পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী শিক্ষিতের শতকরা হার কত;

(গ) পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারী অদিবাসী প্রাইমারী, মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত;

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারী কোন্ শ্রেণীর কত ছাত্রছাত্রীকে book-grant, stipend ও tuition fee দেওয়া হইয়াছে;

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারী ডি এম মহাশয়কে প্রতিবৎসর Tribal Welfare বাবদ মোট কত টাকা ও কি কি খাতে দেওয়া হয়; এবং

(চ) পশ্চিমবঙ্গে State Government কর্তৃক কোন্ বিভাগে কয়জন আদিবাসীকে কোন্ চাকরীতে গ্রহণ করা হইয়াছে?

Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department (the Hon'ble Radhagobinda Roy):

(ক) ও (খ) বিগত আদমসুমারীতে এ-সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ না করায় উপস্থিত উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

(গ) পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত কোন প্রাথমিক, মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নাই।

(ঘ) বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন্ শ্রেণীর কত ছাত্রছাত্রীকে কত দেওয়া হইয়াছে তাহার জেলাওয়ারী সঠিক হিসাব দেওয়া উপস্থিত সম্ভবপর নয়। ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে কোন tuition fee দেওয়া হয় নাই। Book-grant ও stipend সম্বন্ধে বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত হইল।

(ঙ) বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত হইল।

(চ) বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত উপস্থিত সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয়।

Sj. Gangapada Kuar:

মন্ত্রীমহাশয় কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত অধিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়; আমি জানতে চাইছি এই প্রশ্নটি তাঁকে কবে করা হয়েছিল?

Mr. Speaker: That is not a supplementary. That is a matter of record. What is your supplementary?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

অনুসন্ধান ছাড়া কি ক'রে জানাব?

Sj. Gangapada Kuar:

(চ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত উপস্থিত সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাহ'লে অনুসন্ধান ব্যতীত জবাব হ'ল কেন?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

বিশেষ অনুসন্ধান ছাড়া কি বলা যায়?

Dr. Kanailal Bhattacharya:

বিশেষ অনুসন্ধান করতে কত সময় লাগবে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

অনুমান ক'রে তো কিছু বলা যায় না। অনুসন্ধান তো করতে হবে?

Sj. Dhananjoy Kar:

আপনি (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ৫২-৫৩, ৫৩-৫৪ সালে আদিবাসীদের টিউসান ফি দেওয়া হয় নি। আমি জানতে চাইছি, ৫৪-৫৫, ৫৫-৫৬ সালে এই স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে কি না?

Mr. Speaker: It has been placed in the library.

Sj. Dhananjoy Kar:

টিউসান ফি দেওয়া হয় নি ৫২-৫৩, ৫৩-৫৪ সালে, এখন কি দেওয়া হচ্ছে?

Mr. Speaker: Yes, it is being done.

Dr. Atindra Nath Bose:

কিন্তু ওই সব বছরে টিউসান ফি কেন দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

তখন পলিসি ঠিক হয় নি, হবার পরে দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে টাকা রাখা হয়েছিল সেই টাকা কি খরচ করা হবে না থেকে যাবে?

Mr. Speaker: That does not arise out of this.

Upliftment of Scheduled Tribes within Jhargram subdivision

***49. Sj. Jagatpati Hansda:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় আদিবাসী উন্নয়নের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে কোন্ থানায় কি কি কাজ হইয়াছে বা হইতেছে; এবং

(খ) কোন্ কাজে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy: বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to starred question No. 49

ক্রমিক সংখ্যা।	পরিকল্পনার নাম।	থানার নাম।	মোট খরচ। টাকা।	আনা।
১।	জল সরবরাহ	বিনপুর	৯,৮৮৭	৫
		ঝাড়গ্রাম	১৩,০৪২	১৩
		নয়াগ্রাম	৪,২৬৯	৫
		গোপীবল্লভপুর	৫,১৪২	৮
		জামবনী	১,৪২৮	১৪
		শাঁকরাইল	৫১৪	৩
			৩৪,২৮৫	০
			টাকা।	
২।	পুস্তক-ক্রয়, বোর্ডিংএ থাকা, ইত্যাদি খাতে খরচ।	ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন থানা।	৬,০৪০	
৩।	সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে সাহায্য	ঝাড়গ্রাম	৫২০	
		বিনপুর	৩৩০	
		গোপীবল্লভপুর	৪০০	
		জামবনী	৩০০	
			১,৫৫০	
৪।	আদিবাসী ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য	ঝাড়গ্রাম	৫০০	
৫।	বেলপাহাড়ী-বাঁশপাহাড়ী রাস্তা নির্মাণ।	বিনপুর	৩০,০০০	
৬।	"সেবায়তন" নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য।	ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর	২,৮১২	
৭। (ক)	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা।	ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন থানা।	২,৬৮১	
(খ)	ছাত্রাবাসের খরচ বাবদ অর্থ-সাহায্য।		১,৪৭০	
(গ)	পরীক্ষার ফি ও পুস্তক-ক্রয় বাবদ অর্থসাহায্য।		৮৮২	

ক্রমিক সংখ্যা।	পরিকল্পনার নাম।	থানার নাম।		মোট খরচ।
				টাকা.
৮।	সেচকার্যের জন্য ছোট ছোট পরিকল্পনা:	ঝাড়গ্রাম	..	২৬,০৮৯
		নয়াগ্রাম	..	১২,০১৪
		বিনপুর	..	২৩,৮৮৩
		শাঁকরাইল	..	৫,৯৯০
		জামবনী	..	৯,৬০০
				৭৭,৫৭৬
৯।	কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ..	ঝাড়গ্রাম	..	৯,৯৬০ (ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, জামবনী)
		নয়াগ্রাম	..	
		বিনপুর	..	
		গোপীবল্লভপুর	..	
		জামবনী	..	
১০।	সেচকার্যের জন্য যন্ত্র (pumping plant) বিতরণ।	বিনপুর	..	১৯,৮০০
		নয়াগ্রাম	..	২,২০০
		গোপীবল্লভপুর	..	৮,৮০০
		জামবনী	..	২,২০০
				৩৩,০০০
১১।	পশু-উন্নয়ন ও পশু-পালন বাবদ সাহায্য।	গোপীবল্লভপুর	..	১৩,২০০
		জামবনী	..	২,২৫০
				১৫,৪৫০
১২।	সমবায়ের ভিত্তিতে ধর্ম-গোলা স্থাপন।	গোপীবল্লভপুর	..	৯,৯০০
		নয়াগ্রাম	..	৯,৯০০
				১৯,৮০০
১৩।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা	নয়াগ্রাম	..	৪১,০০২
১৪।	দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য	বিনপুর	..	৩৫০
		গোপীবল্লভপুর	..	১২৫
		ঝাড়গ্রাম	..	১৭৫
		নয়াগ্রাম	..	৩৫০
				১,০০০

Sj. Dhananjoy Kar:

এই যে থানাওয়ারী হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে ঝাড়গ্রামে ১৩,০৪২ টাকা ৪।৫ হাজার ক'রে দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে কি গোপীবল্লভপুর থেকে আদিবাসীর সংখ্যা বেশী?

Mr. Speaker: Digest the statement first.

Sj. Dhananjoy Kar:

ঝাড়গ্রামের আদিবাসীদের জন্যে এত খরচ করার কারণ কি?

(No reply.)

Mr. Speaker: That question does not arise. Comparative statement of *adibasi* population in different parts of West Bengal is not the subject of this question.

[3-40—3-50 p.m.]

Expenditure under different heads for Tribal Welfare in the State

***50. Sj. Jagatpati Hansda:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৪-৫৫ সালে আদিবাসী ছাত্রের জন্য শিক্ষার খাতে মোট কত ব্যয় করা হইয়াছে;

(খ) অন্য কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী তহবিল হইতে টাকা সাহায্য করা হয়;

(গ) পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আদিবাসী তহবিল হইতে তৈয়ার করা হইতেছে, এবং কোন্ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে;

(ঘ) মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভপুর থানার ৩নং ইউনিয়নের অন্তর্গত "পাটবান্দা" Irrigation Scheme ও নয়াগ্রাম থানায় Murali Canal Irrigation Scheme-এ Tribal Welfare Fund থেকে কত টাকা দেওয়া হইবে; এবং

(ঙ) মেদিনীপুর জেলায় Tribal Welfare Fund হইতে কোন্ কোন্ স্থানে মোট কতটি বাঁধ হইয়াছে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

(ক) ১৯৫৪-৫৫ সালে আদিবাসী ছাত্রের জন্য শিক্ষার খাতে মোট ৫,২৭,৩০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

(খ) প্রশ্নে "প্রতিষ্ঠান" শব্দটির অর্থ সঠিক বোঝা যাইতেছে না।

যদি "প্রতিষ্ঠান" বলিতে আদিবাসীদের জন্য উন্নতিমূলক কার্যে রত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বোঝায় তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, গত ১৯৫৪-৫৫ সালে নিম্নলিখিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপজাতি কল্যাণ বিভাগ হইতে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছেঃ—

(১) রাজাদিঘী মিশন হস্পিটাল, মালদা।

(২) সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

(৩) নঈ তালিমি সংঘ, বলরামপুর, মেদিনীপুর।

(৪) নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, কলিকাতা।

(৫) হরিজন সেবক সংঘ, কলিকাতা।

(৬) ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলিকাতা।

(৭) রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিং।

(৮) ভুটিয়া এসোসিয়েশন, দার্জিলিং।

(৯) হিন্দু মিশন, কলিকাতা।

(গ)(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য তহবিল হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার থানার ভারাকাটা ইউনিয়নে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত বেলিগেরিয়া ইউনিয়নে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হইতেছে এবং গত ১৯৫৪-৫৫ সালে যথাক্রমে ৩০,২৬৩৲ টাকা ও ৪১,০০২৲ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

(২) রাজ্য সরকারের তহবিল হইতে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ইউনিয়নের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ সুরু হইয়াছে এবং গত ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৭,২৭০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

(ঘ) গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত Patbanda Irrigation Scheme ও নয়াগ্রাম থানার Murali Canal Irrigation Scheme কার্যকরী করা হইবে কিনা তাহা এখনও পর্যন্ত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এমতাবস্থায় Tribal Welfare Department হইতে উক্ত পরিকল্পনা দুইটি কার্যকরী করার জন্য কত টাকা দেওয়া হইবে তাহা বলা সম্ভব নয়।

(ঙ) একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য তহবিল হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার কেন্দুগাড়ী বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি এই যে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার কেন্দুগাড়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে তার কাজ কবে আরম্ভ হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

নোটিশ দিলে পর বলতে পারবো। তবে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

এ বছর এই কাজের জন্য বাজেটে কিছু টাকা ধরা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

নিশ্চয়ই ধরা হয়েছিল।

Sj. Dhananjoy Kar:

সেই টাকা কি খরচ করা হয়েছে?

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন।

Sj. Dhananjoy Kar:

দাঁড়ান, স্যার। এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, অথচ তার একটা পয়সাও খরচ হ'ল না, আর এখন জবাব দিলেই হ'ল যে সেই টাকা খরচ হয়েছে। (লাফটার।)

West Bengal Government Emporium for exhibition and sale of cottage industry products outside the State

***51. Sj. Janardan Sahu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether the West Bengal Government have any Emporium outside the State for sale and exhibition of handloom and other cottage industry products;

(*b*) if so, the addresses with the names of the States where such Emporiums are located;

(*c*) the addresses of handloom and cottage industry Emporiums of other States of India with their names situated in this State;

(*d*) whether West Bengal Government have such Emporiums in cities of—

(1) Bombay, (2) Delhi, (3) Madras, (4) Bangalore, and (5) Kanpur; and

(*e*) if not, the reasons therefor?

Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department (the Hon'ble Jadabendra Nath Panja): (*a*) and (*d*) No.

(*b*) Does not arise.

(*c*) Kashmir Government Arts Emporium run by the Kashmir State at 12, Chowringhee, Calcutta.

There is a non-Government Emporium, viz., Madras State Handloom Weavers' Co-operative Society, Ltd., at 9, Dacre's Lane, Calcutta, and 126, Rash Behari Avenue, Ballygunge.

(*e*) No such proposal has yet been considered because of the decision of the All-India Handicrafts Board which has recommended to all State Governments that—

(1) Each State should maintain one or more Emporiums in their area.

(2) Each Emporium should not only stock and sell the products of the parent State, but also products of other States *on a reciprocal basis.*

(3) They should economise their resources by refraining from opening Emporiums in other State capitals like Bombay, Calcutta and Delhi, etc.

Sj. Janardan Sahu:

माननीय मन्त्रीमहाशय अनুগ্রহ ক'রে বলবেন কি, আমাদের এই সরকার অন্যান্য স্টেটে আমাদের নিজেদের এম্পোরিয়াম খোলবার চেষ্টা করছেন কি না?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

না। অল-ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফট্‌স্‌ বোর্ড বলেছেন যে, অন্যান্য স্টেটে আবার আলাদা ক'রে এম্পোরিয়াম খুলে কোন লাভ নেই। অন্যান্য স্টেটে যেসব এম্পোরিয়াম আছে সেখানে মাল যোগাযোগ ক'রে পাঠিয়ে, সেখান থেকে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে ব্যবস্থা করা হয় না।

Sj Jnanendra Kumar Chaudhury:

তাই যদি হয় তাহ'লে

Kashmir Government Arts Emporium run by the Kashmir State at 12 Chowringhee, Calcutta,

যা আছে তাকে এটা করতে দেওয়া হচ্ছে কেন?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

কাশ্মীর স্টেটের ব্যাপার স্বতন্ত্র। মাদ্রাজের ব্যাপার স্টেট গভর্নমেন্টের নয়, সেটা হ'ল নন-অফিসিয়াল ব্যাপার। সুতরাং সেখানে বাধা দেবার কিছু নেই।

Sj. Janardan Sahu:

কাশ্মীর থেকে, মাদ্রাজ থেকে যে সমস্ত হ্যান্ডলুম প্রডাক্টস আমাদের বাংলাদেশে আসে, তার সাবস্টিটিউট এখানে করবার চেষ্টা হচ্ছে কি না?

Mr. Speaker: This question does not arise. The question relates to number of emporiums and production does not arise out of it.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বললেন, অন্য দেশে আমাদের এম্পোরিয়াম খোলা হচ্ছে না, তাহ'লে বাংলা স্টেটের তরফ থেকে কোন এম্পোরিয়াম খোলা হয় নি?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে, যেখানে এম্পোরিয়াম আছে, সেই সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্টের সংগে কোন বন্দোবস্ত করা হয়েছে কি আমাদের আর্ট এ্যান্ড ক্রাফট সেখানে রাখবার জন্য?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

সেগুলির সংগে কথাবার্তা চলছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এখনও পাঠান হয় নি?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

না, পাঠান হয় নি। কথাবার্তা চলছে।

Handloom products of Uttar Pradesh and Madras in West Bengal market

***52. Sj. Janardan Sahu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state if it is a fact that handloom products of Uttar Pradesh and Madras and the handloom silken textiles of Mysore have captured the market of West Bengal by displacing such products of this State?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, Government have taken to protect handloom cotton and silk industries of this State?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja: (*a*) No, only a portion of the market of West Bengal has been captured by the handloom products of Uttar Pradesh and Madras silk textiles.

(*b*) The question of protection does not arise, but the State Government have taken vigorous steps for popularising Bengal handloom cloths, both cotton and silk, through Government Sales Emporiums and private commercial agencies, as well as through a chain of sales depots recently set up by the Co-operation Department with financial aid from the Handloom Cess Fund. Steps are also being taken to lower the cost of production so that West Bengal goods may be sold at competitive prices.

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ ক'রে বললেন কি বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কোন প্রকার চেষ্টা করছেন কি না এর বদলে সাবস্টিটিউট এনে ঐগুলি বন্ধ করবার জন্য?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

এটা ত সাবস্টিটিউটের ব্যাপার নয়। আমাদের মাল এখানে যা বিক্রয় হয় সেই সমস্ত জিনিষ উত্তর প্রদেশের তুলনায় ডিজাইন ও ফিনিসে'ত এখানেও যাতে ভাল হয় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি, আজ বাংলাদেশে সুতার উপর খুব বেশী ট্যাক্স থাকার দরুণ বাংলা হ্যান্ডলুম প্রডাক্টসের কম্পিটিসানে দাঁড়াতে পারছে না?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, এখানকার হ্যান্ডলুম প্রডাক্টসের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স কমাবার জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কোন চেষ্টা করছেন কি না?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

এই সেলস ট্যাক্সের ব্যাপারে হয়ত অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানে হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রির যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হচ্ছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি সেলস ট্যাক্স হ্যান্ডলুম প্রডাক্টসের উপর থেকে তুলে নেওয়া হবে কি না?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহ'লে কি উপায়ে এর উন্নতি করবার চেষ্টা করা হবে?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

উন্নতি করবার নানা উপায় আছে।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Janardan Sahu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, বেঙ্গল কটেজ ইন্ডাস্ট্রীকে বাঁচবার জন্য গভর্নমেন্ট এখন কি কি বিশেষ চেষ্টা করছেন? সাবসিডি দেওয়া সত্ত্বেও কিছুই ক'রে উঠতে পারছেন না। হ্যান্ডলুমকে বাঁচাবার জন্য কি কি করছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There is one very great difficulty with regard to handloom weavers in Bengal. It is that they have got to import the yarn from South India because they feel that the yarn that is produced in Bengal is not quite of the sufficient type which will be suitable for the handloom weavers. Therefore, we have in the next Five-Year Plan put in a provision for 12 spinning mills which will produce yarn not merely to feed 25,000 extra handloom weavers but will also give sufficient yarn for the present handloom weavers.

Sj. Janardan Sahu:

আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি তিনি অনুগ্রহ ক'রে চেষ্টা করবেন যে বেঙ্গল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে এমনভাবে প্রটেকসান দেবেন যাতে কাশ্মীর প্রডাক্ট বা মাদ্রাজ প্রডাক্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাল চাদর তৈরী করতে পারে এমনভাবে টাকা দেবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I thought my friend's question was "what are you going to do to relieve the unemployment of handloom weavers of Bengal and give them suitable yarn?". I was replying to that. I am not thinking of 2 x 2, 3 x 3.

He need not bother about

কাশ্মীর এবং মাদ্রাজ।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Collection of Motor Vehicles Tax and distribution of the same to Municipalities

23. Dr. Narayan Chandra Ray: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(a) the amount of money collected by the Government on account of Motor Vehicles Tax in West Bengal, district by district, each year from 1950 to 1953; and

(b) the amount, if any, paid to each Municipality of West Bengal during the same period out of the sum collected on account of Motor Vehicles Tax?

Chief Minister and Minister for Home (Transport) Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): Statements are laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 23

THE AMOUNT OF MONEY COLLECTED BY THE GOVERNMENT ON ACCOUNT OF MOTOR VEHICLES TAX IN WEST BENGAL, DISTRICT BY DISTRICT, FOR THE YEARS 1950-51, 1951-52, 1952-53 AND 1953-54

District.	1950-51.			1951-52.			1952-53.			1953-54.		
	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.
Bankura ..	43,928	0	0	82,835	12	6	1,25,477	8	6	1,20,446	15	0
Birbhum ..	20,734	0	0	39,499	1	8	63,846	0	0	64,999	12	5
Burdwan ..	2,91,544	13	0	5,15,944	3	6	7,14,583	8	5	7,06,226	0	0
Cooch Behar ..	16,871	0	0	86,972	9	0	89,715	13	0	1,08,481	13	0
Darjeeling ..	90,848	12	0	1,78,098	15	0	1,69,331	15	0	2,10,128	15	0
West Dinajpur ..	20,644	14	6	67,548	8	0	1,10,222	9	0	1,02,594	14	0
Hooghly ..	90,474	7	0	2,43,376	5	0	3,50,145	0	0	3,57,753	3	9
Howrah ..	2,17,847	3	0	4,57,240	9	0	7,43,322	10	0	7,47,280	6	0
Jalpaiguri ..	2,36,102	12	6	5,50,902	4	6	6,17,998	14	6	6,25,480	13	0
Malda ..	8,602	7	0	30,059	15	0	45,298	2	9	54,807	12	0
Midnapore ..	1,03,695	12	4	3,22,479	8	7	4,17,269	1	5	4,54,094	2	1
Murshidabad ..	24,203	11	0	79,700	0	10	92,757	0	8	97,709	2	0
Nadia ..	29,095	13	0	98,698	10	0	1,00,611	15	0	1,46,003	7	0
24-Parganas ..	3,01,734	6	9	6,40,623	7	0	10,85,316	8	0	11,93,139	5	0
Calcutta ..	20,08,402	14	0	36,75,663	1	9	51,24,072	12	0	47,23,097	6	0

Statement referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 23

THE AMOUNT OF MONEY PAID TO EACH MUNICIPALITY OF WEST BENGAL OUT OF THE PROCEEDS OF THE MOTOR VEHICLES TAX DURING THE YEARS 1950-51, 1951-52, 1952-53 AND 1953-54

Name of Municipality.	Amount paid. 1950-51.	1951-52.	1952-53.	1953-54.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Corporation of Calcutta	4,50,000	4,50,000	4,50,000	4,50,000
2. Howrah	50,000	50,000	50,000	50,000
3. Bally	2,750	3,000	Nil	Nil
4. Burdwan	3,520	4,560	10,619	Nil
5. Kalna	2,200	1,680	5,166	Nil
6. Katwa	2,090	2,280	6,027	Nil
7. Dinhata	1,100	960	Nil	1,435
8. Raniganj	660	840	Nil	574
9. Asansol	2,420	2,160	6,027	Nil
10. Suri	3,080	3,420	8,323	Nil
11. Rampurhat	Nil	480	Nil	1,148
12. Bolepur	Nil	3,000	Nil	7,462
13. Bankura	1,760	3,600	Nil	8,897
14. Vishnupur	2,530	2,760	7,175	Nil
15. Sonamukhi	660	840	Nil	Nil
16. Midnapore	5,280	5,760	14,063	Nil
17. Tamluk	990	960	Nil	3,157
18. Ghatal	770	600	Nil	4,018
19. Chandrakona	770	840	Nil	3,157
20. Ramjibanpur	440	720	Nil	2,583
21. Khirpai	550	600	Nil	Nil
22. Kharar	550	600	Nil	Nil
23. Chinsurah	4,950	5,640	16,359	Nil
24. Bansberia	1,650	1,800	Nil	6,027
25. Serampore	2,970	3,240	Nil	8,323
26. Baidyabati	1,320	1,320	Nil	4,879
27. Champadanga	1,210	1.920	Nil	Nil
28. Bhadreswar	1,430	1,560	Nil	4,018
29. Rishra	660	720	Nil	Nil

Name of Municipality.			Amount paid.			
			1950-51.	1951-52.	1952-53.	1953-54.
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
30.	Konnagar	.. ..	990	1,080	Nil	Nil
31.	Kotrang	.. .	770	960	Nil	Nil
32.	Uttarpara	.. ..	880	1,080	Nil	Nil
33.	Arambagh	.. ..	330	360	Nil	2,296
34.	Murshidabad	.. ..	2,090	2,400	Nil	Nil
35.	Berhampore	.. ..	3,410	3,720	Nil	10,332
36.	Jiaganj-Ajimganj	..	1,320	1,560	Nil	Nil
37.	Kandi	.. .	1,540	1,800	6,027	Nil
37A.	Jangipur	.. ..	990	1,080	Nil	4,018
38.	Dhulian	.. ..	330	480	Nil	Nil
39.	Kanchrapara	..	660	1,200	Nil	Nil
40.	North Barrackpore	..	500	2,700	Nil	7,175
41.	Barrackpore	.	Nil	205	5,740	Nil
42.	Titagarh		880	1,080	Nil	Nil
43.	Khardah	.. .	990	1,200	Nil	Nil
44.	Panihati	.. ..	2,860	3,240	Nil	Nil
45.	Kamarhati	. .	1,870	2,040	Nil	Nil
46.	Baranagore	.. .	2,860	3,120	7,749	Nil
47.	North Dum Dum	..	990	1,800	Nil	Nil
48.	South Dum Dum	..	1,650	2,040	Nil	Nil
49.	Dum Dum	.. ..	880	960	Nil	Nil
50.	Tollygunge	.. ..	2,970	3,360	Nil	Nil
51.	South Suburban	..	6,820	6,480	Nil	18,655
52.	Budge Budge	.. ..	1,430	1,560	Nil	4,592
53.	Rajpur	.. ..	2,860	3,240	Nil	Nil
54.	Baruipur	.. ..	1,210	1,320	Nil	Nil
55.	Joynagar-Majilpur	..	880	1,200	Nil	Nil
56.	Garden Reach	.. ..	2,420	2,640	Nil	6,601
57.	Baraset	.. ..	1,760	2,040	7,175	Nil
58.	Gobardanga	.. ..	1,650	1,920	Nil	Nil
59.	Baduria	.. ..	880	1,080	Nil	Nil
60	Basirhat	.. ..	2,530	2,760	Nil	12,054
61.	Taki	.. ..	990	1,030	Nil	Nil

	Name of Municipality.		Amount paid.		
		1950-51.	1951-52.	1952-53.	1953-54.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
62.	Nabadwip	2,200	2,160	Nil	7,175
63.	Ranaghat	1,100	1,320	4,592	Nil
64.	Birnagar	1,640	2,040	Nil	Nil
65.	Chakdah	220	360	Nil	Nil
66.	Krishnagar	2,640	3,000	14,350	Nil
67.	Santipur	770	2,160	Nil	9,471
68.	Old Malda	660	720	Nil	2,583
69.	Englishbazar	1,210	1,320	4,305	Nil
70.	Jalpaiguri	1,100	1,320	3,731	Nil
71.	Darjeeling	3,080	3,480	9,184	Nil
72.	Siliguri	Nil	Nil	5,453	Nil
73.	Kurseong	660	480	Nil	1,435
74.	Kalimpong	770	840	Nil	Nil
75.	Balurghat	Nil	360	2,009	Nil
76.	Raiganj	Nil	120	Nil	4,872
77.	Haldibari	Nil	Nil	861	Nil

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I draw the attention of my friends from Bankura and elsewhere to the figures for Bankura at page 198 of the Unstarred Questions? In 1951 Rs. 1,760; in 1951-52 Rs. 3,600; in 1952-53 nil; in 1953-54 Rs. 8,897. That is in answer to your question.

Sj. Sudhir Chandra Das:

কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতে দেওয়া হয়েছে, কতকগুলিকে দেওয়া হয় নি। এটার কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বাই রোটেসান যার যে রকম পড়েছে।

Digging of wells for removal of untouchability in Gopiballavpur police-station

24. Sj. Jagatpati Hansda: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য গোপীবল্লভপুর থানায় বর্তমানে কোনও কূয়া কাটান হইতেছে কিনা; এবং

(খ) হইয়া থাকিলে, কোন্ কোন্ স্থানে কূয়া হইতেছে, এবং সেখানে অস্পৃশ্য জাতির বসবাস আছে কিনা?

Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department (the Hon'ble Radhagobinda Roy):

(ক) অস্পৃশ্যতা নিবারণের উদ্দেশ্য গোপীবল্লভপুরে থানায় চারিটি কূয়া কাটান হইয়াছে এবং আরও তিনটি কূয়া পরিকল্পনা সরকারের রহিয়াছে।

(খ) নিম্নলিখিত স্থানে উক্ত চারিটি কূয়া কাটান হইয়াছে ঃ—

(১) ধূয়াধোই,

(২) নয়াবসান,

(৩) চর্চিতা, এবং

(৪) কাম্পুর।

এই গ্রামসমূহে অস্পৃশ্য জাতির বসবাস আছে।

Sj. Sasabindu Bera:

এতগুলি কূয়া রয়েছে, সেই কূয়া থেকে এই কূয়ার কি পার্থক্য থাকবে? যেখানে সেগুলো অস্পৃশ্যতা নিবারণ করতে পারে নি সেখানে এগুলো পারবে কি ক'রে?

Mr. Speaker: That is a general question for the whole of Bengal. It does not arise out of this supplementary.

Sj. Biren Banerjee:

অস্পৃশ্যতার সঙ্গে কূয়ার সম্পর্ক কি?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

বাংলাদেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অস্পৃশ্যদের কূয়া ছুঁতে দেয় না; সেইজন্য জলের কূয়ার আলাদা প্রয়োজন আছে।

Sj. Biren Banerjee:

কিন্তু আজকে সংবিধান অনুযায়ী অস্পৃশ্যকে যদি কূয়া ছুঁতে দেওয়া না হয় বা তাকে জল না নিতে দেয় তাহলে তার সাজা হবে।

Mr. Speaker: That is a different question. To the question why it has been done that is the answer. Yours is a different question. That is a different legal question.

Sj. Biren Banerjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে সংবিধানে যে বিধান আছে সেই বিধান অনুযায়ী যদি কাজ করা হয় তাহ'লে এজন্য এ্যাডিসানাল খরচের দরকার হত না, অস্পৃশ্যতাও বন্ধ থাকত।

Mr. Speaker: That will give punishment to the man but it will not give water.

Dr. Atindra Nath Bose:

২।৪টা পানিসমেন্ট হ'লেই ওয়াটার আপনা থেকেই আসবে, আর এ্যাডিসনাল খরচের দরকার হত না।

Mr. Speaker: Law's delays are proverbial.

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

তাতে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে না।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এই অস্পৃশ্য কথাটা তুলে দিন না?

Sj. Bankim Mukherji:

স্পৃশ্যদের জন্য আলাদা কুয়া এবং অস্পৃশ্যদের জন্য যদি আলাদা কুয়া করা হয় তাহ'লে সংবিধানের বিরুদ্ধে যাওয়া হয় কি না?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

এটা কেবল অস্পৃশ্যদের মিন করা হয় নি, এটা সকল জাতির ব্যবহারের জন্যই দেওয়া হয়।

Sj. Biren Banerjee:

ব্যাপারটা হ'ল এই যে, অস্পৃশ্যতা নিবারণ উদ্দেশ্যে গোপীবল্লভপুর থানায় ৪টা কুয়া কাটান হয়েছে, অস্পৃশ্যতা নিবারণ কুয়া কাটানর দ্বারা কি ক'রে হবে? এতে অস্পৃশ্যতা আরও বাড়বে।

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: The question is like that—

"অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য গোপীবল্লভপুর থানায় কোন কুয়া কাটান হইতেছে কি না"। That is the question. In reply to that question he has to answer like that.

Sj. Biren Banerjee:

আনসারটা যেভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় গভর্নমেন্ট চান যে অস্পৃশ্যতা থাকুক।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There is another way of looking at it.

এই যে ৪টা কুয়া খোঁড়ান হয়েছে এটা এই মনে ক'রে যে সেখানে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলেরই, এই ক'রে অস্পৃশ্যতা দূর হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্য যে, এই ৪টা ছাড়া আর যে কুয়া সেখানে আছে সবগুলোই স্পৃশ্যদের জন্য থাকবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আর কোন কুয়া সেখানে নাই।

Number of Adibasi teachers within Gopiballavpur police-station, Midnapore

25. Sj. Dhananjoy Kar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানায় ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে কতজন আদিবাসী শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য করিয়াছেন?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

উনত্রিশজন।

Dr. Atindra Nath Bose:

ঐ গোপীবল্লভপুর থানায় মোট শিক্ষকের সংখ্যা কত?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

নোটিশ চাই।

Dr. Atindra Nath Bose:

এই ২৯ জন আদিবাসী শিক্ষক—এই টোটাল নাম্বার অব শিক্ষকের কত পারসেন্ট?

Mr. Speaker: That is a different question. How can you get that?

Dr. Atindra Nath Bose:

সেটা টেকনিক্যালি হতে পারে।
The spirit of that question was that.

Mr. Speaker: What are you interpreting? It is a simple question of figures. You need not argue but put your supplementary, I have to test whether it is proper or not.

Dr. Atindra Nath Bose:

আমি জিজ্ঞাসা করেছি এইজন্য যে তাহ'লে আদিবাসী শিক্ষকদের উপর জাস্টিস হচ্ছে কি না? তাই আমি বলছি যে, এই ২৯টি টোটাল নাম্বার অব টিচার্সের কত পারসেন্ট তা থেকে বোঝা যায় ট্রাইব্যালদের উপর জাস্টিস করা হচ্ছে কি না।

Mr. Speaker: It is a very simple question—number of Adibasi teachers.

Dr. Atindra Nath Bose: The Minister may have the information in his possession.

Mr. Speaker: It requires further investigation.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই ২৯ জন শিক্ষক কতগুলি স্কুলে শিক্ষকতা করেন?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

যতগুলিতে ট্রাইব্যাল ছাত্রেরা পড়ে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

কতগুলি ট্রাইব্যাল স্কুল আছে?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

বলতে পারি না।

Sj. Dhananjoy Kar:

এই ২৯ জন শিক্ষক কি রেগুলারলি বেতন পেয়ে আসছেন?

The Hon'ble Radhagobinda Roy:

নিশ্চয়ই পাচ্ছে; তা না হ'লে কি বিনা বেতনে কাজ করছে?

Sj. Dhananjoy Kar:

আমি জানি, ১৯৫৩ সাল থেকে তারা বেতন পাচ্ছে না, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

Mr. Speaker: Time is very short. Let us finish questions.

Sj. Dhananjoy Kar:

ক্লাশ ভিথ্রিআই পর্যন্ত যারা পড়েছে তারাই শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি।

Mr. Speaker: That supplementary does not arise out of this question.

Protection of cottage industries in the State

26. Sj. Madan Mohon Khan: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(ক) কি কি সর্তে একটি শিল্প কুটীরশিল্প বলিয়া সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে;

(খ) কুটীরশিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কি;

(গ) কুটীরশিল্পের ক্রমশঃ অবনতির কারণ সম্বন্ধে সরকার অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা;

(ঘ) করিয়া থাকিলে, অবনতির কি কারণ জানা গিয়াছে;

(ঙ) কুটীরশিল্পে মেসিন নিয়াগ করা হইতেছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা;

(চ) বিড়ি তৈয়ারীর জন্য মেসিন হইয়াছে, ইহা কি সত্য;

(ছ) হাওড়া জেলায় (আন্টিল গ্রাম, বাঁটুল পোঃ, বাগনান থানা) শঙ্খ কাটাই করার জন্য মেসিন তৈয়ারী করা হইয়াছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা; এবং

(জ) কুটীরশিল্পে যন্ত্র রহিত করার প্রয়োজনীয়তা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department (the Hon'ble Jadabendra Nath Panja):

(ক) কুটীরশিল্পের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা সরকার কর্তৃক এ-পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। তবে কুটীরশিল্প বলিতে প্রধানতঃ হস্তচালিত তাঁত, শঙ্খ, বিড়ি, তালা, মৃৎশিল্প, কাংস্য-পিত্তল, বেত ও কাষ্ঠের কার্য, হস্তনির্মিত কাগজ, মাদুর প্রভৃতি শিল্পকে বুঝায়।

(খ) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(গ), (চ) ও (ছ) হ্যাঁ।

(ঘ) অনুসন্ধান করিয়া বহুবিধ কারণের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলিই প্রধান বলিয়া বুঝা গিয়াছে:—

(১) প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব;

(২) উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তির অসুবিধা ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ প্রকারের বাধা;

(৩) সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থার অভাবের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া;

(৪) আধুনিক প্রথায় উপযুক্ত সংগঠনের অভাব; এবং

(৫) পরিবর্তনশীল রুচি অনুযায়ী আধুনিক ধরণের নক্সা অথবা নির্মাণ প্রণালীর প্রবর্তনের জন্য অপরিহার্য উন্নত ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব।

(ঙ) হ্যাঁ, কয়েকটি বিশেষ কুটীরশিল্পে মেসিনের প্রচলন হইতেছে।

(জ) কুটীরশিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার আইন প্রণয়নদ্বারা নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারেরই আছে। রাজ্য সরকারের ঐ সম্বন্ধে কোনও আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই।

Statement referred to in reply to clause (খ) of unstarred question No. 26

কুটীর শিল্পসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছেন:—

(ক) সরকারী প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্যাদি ক্রয়ের সময় সরকার কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যগুলিকে ৫ হইতে ১৫ শতাংশ বর্দ্ধিত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন;

(খ) শিল্পে সরকারী সাহায্য আইনের (State Aid to Industries Act,1931) অধীনে কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা আছে;

(গ) কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করা হইয়া থাকে;

(ঘ) কুটীর শিল্পে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য সরকার কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন;

(ঙ) সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র ও প্রদর্শনী দলগুলির সাহায্যে কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের সর্ববিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে;

(চ) বিভিন্ন কুটীর শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সরকার কতকগুলি পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়াছেন;

(ছ) কয়েক প্রকার বস্ত্রের উৎপাদন তাঁতশিল্পের জন্য সংরক্ষিত করিয়া এবং বস্ত্রের কলগুলিতে তাহাদের উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া ভারত সরকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পক্ষে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া দিয়াছেন;

(জ) রেশম, হস্তনির্মিত কাগজ, মাদুর, হস্তচালিত তাঁতশিল্প, গুড়, তালা নির্মাণ প্রভৃতি কুটীর শিল্পের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে; এবং

(ঝ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার কুটীর শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্যাপক কার্যসূচী প্রণয়নের বিবেচনা করিতেছেন।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

মেদিনীপুর জেলায় যে চিরুণীশিল্প আছে সেটা কুটির শিল্পের মধ্যে ধরা হয় নি কেন?

Mr. Speaker:

উত্তরের মধ্যেই ত আছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এই যে ২৬-এর প্রশ্নে (ছ)-এর উত্তর কোথায় দেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছি না।

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

(গ), (চ) ও (ছ)—একসঙ্গেই "হ্যাঁ" লেখা আছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

এই মেশিনের দ্বারা কুটীর শিল্পের—সেখানকার শঙ্খশিল্প—যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা জানেন কি না?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja:

খুব কমসংখ্যকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; যদি মেশিনের বহুল প্রচার হয় তখন আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে লিখতে হবে। এখনও পর্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে নি; মাত্র ৩।৪টা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ব্যাপক হয় নি; এতে যে কোন ডিস্ট্রেস হয়েছে আমার এরকম ধারণা নাই।

Mr. Speaker: The statutory question time is over.

[4—4-10 p.m.]

Point of Privilege.

Sj. Bibhuti Bhuson Ghose: On a point of privilege, Sir,

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন যে গত ৩ তারিখে আমাদের এই বিধান সভার সদস্য শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার বসুমহাশয় এখান থেকে ৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গোয়া অভিযান করেছিলেন।

Mr. Speaker: How is it a question of privilege?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমার কথাটা শুনুন, তারপর পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ কি না সেটা আপনি বলে দেবেন। ৯ই তারিখে তাঁর গোয়া প্রবেশ করবার কথা ছিল। পথিমধ্যে কোন দৈবদুর্বিপাকে তিনি যেতে পারেন নি। ১৩ই তারিখ তিনি গিয়ে গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত— [ইন্টারাপসন্স ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ]।

এইটুকু শোনবার ধৈর্য পর্যন্ত আপনাদের নেই।

Mr. Speaker:

আপনি বলুন।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের কোনও রকম প্রিভিলেজ আছে কি না? কারণ তাঁর কোন খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এখন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং তাঁর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কর্তব্য আপনার এবং আমাদের এই রাজ্যসরকারের আছে কি না এবং এই প্রিভিলেজটা আমাদের থাকা উচিত কি না এটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

Mr. Speaker: I can only inform the House that I have received a letter from Sj. Hemanta Kumar Basu day before yesterday asking for leave of the House for absence so long as the Goa Satyagraha Movement continues. That is the only information I have got. It is not a question of privilege. The matter will come up in due course.

Reports of the Committee on Public Accounts

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, from the information that we have received from the report of the Public Accounts Committee and the Audit Report thereon for the years 1949-50 and 1950-51 we cannot but view with grave concern the most deplorable manner in which the affairs of our Government are carried on. Sir, at the time the Auditor-General went to his desk to write out his report in March, 1953, the items of objection were 21,149 and the amount involved was Rs. 28 crores and 93 lakhs. Sir, what we find is that explanations are given to some of these objections and most of them are seen to be deferred from year to year. We notice that in one of the reports of the sub-committee a suggestion has been made that trifling objections should not be taken by the Auditor General. Sir, this was deliberately done to avoid scrutiny in some of the matters. Sir, the failure to appreciate the significance of what appears to be a trifling irregularity may lead to failure to discover important fraud or defalcation. Sir, there should not be from the side of the Government any effort to dissuade the Accountant General to take up the audit according to the prescribed rules and to make necessary recommendations thereon.

Sir, when we went through the pages of this report we found series of gross irregularities constituting dishonesty, defalcation and wholesale mismanagement of the affairs of the Government. Sir, we find that in most cases works are executed without any sanctioned estimate, purchases are made without any tenders, cases of irregular acceptance of tenders are many, highest tenders are accepted without recording the reasons, losses incurred in operating schemes, delay of adjustment of advance and writing off at the beck and call of the department. Sir, if in this way the expenditure is incurred and the irregulatities are rectified without really going deep into the matter and trying to eradicate the evil at the root, I am sure our Government will not be able to proceed any further towards their cherished Welfare State.

Sir, there are instances which in my view should be placed before the House,—instances of irregularities, how efforts were made to explain them away and how they were rectified. I do not think, Sir, that is the proper job of the Accounts Committee; they were not there to shield the misdeeds and misfeasance of the departments concerned from the view. It was their duty to be there to go into their details and to punish the delinquents and the dishonest officers. Sir, we find particularly in the Public Works Department that it does not adhere to any rules prescribed for the conduct of the affairs of this department. There is abnormal delay in according sanction to estimates, inordinate delay in regularising excesses over sanctioned estimates, materials-at-site account either not kept or perfunctorily kept——

Mr. Speaker: It will be very convenient if you refer to the page.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Page 155, report of 1950-51—"Materials-at-site account either not kept or perfunctorily kept."

"Stock accounts in chronic state of arrears, register of major works not properly closed, non-recovery of rent and hire-charges of rollers, tools and plant, etc., overpayment to contractors, abnormal delay in the settlement of remittance and suspense transactions." This is the state of affairs.

If you go over to another department, *i.e.*, the Jail Department you will find irregularities (that is at page 154) in the accounts maintained of Gate Passes, Ration Cards, hospital medicines; non-realisation of Security Deposits from employees handling cash and stores; want of payees' acknowledgments for subsistence allowance paid to prisoners on release; non-issue of receipts to persons paying money to the credit of Government; delay in remitting cash collections into the treasury; non-realisation of amounts due on account of sales on credit, and supply of electricity; unauthorised issue of jail articles on loan to jail officers.

Sir, we have not found from these papers that any step has actually been taken against any of the officers who are responsible for these delinquencies and dishonest acts. If we simply sit over these remarks and do not really try to mend them but only encourage these people by accepting their explanations whatever they may be we will be continuing in the process of things as we have so far been doing.

Sir, I will in the interest of the people cite before you certain expenditure which should not have been incurred by Government in any way. Sir, the Government is not entitled to spend any money which appears to be either nugatory or infructuous. They are not entitled to spend any money in the interest of any political party. They are not entitled to spend any money for the interest of the Ministers or Secretaries. Sir, these depend mainly on the Chief Minister to see that occurrences like this do not recur. Sir, one of the instances that I would like to tell you is that the Ministers who are drawing a salary of Rs. 750 per month——

Mr. Speaker: What is the page?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Pages 52-53 of the Report for 1950-51. The salary of a Minister was Rs. 750 per month. He was given accommodation in a house.

Mr. Speaker: We are only concerned with the findings of the Public Accounts Committee. These accounts have been examined by a committee of the House.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, we have to go through the report as also the findings of the committee. If the findings of the committee do not bear out with the facts of the case, certainly I am here to point that out. So necessarily I must go through certain facts to show that the report that has been submitted by the committee is not worth the paper on which it is written. Sir, the salary of the Minister is Rs. 750 per month. He was given a house, and from him a sum of Rs. 67-8 per month was taken as rent. Sir, it appears that Government paid rent for that house at the rate of Rs. 795-3 per month. My point is that apart from what the legal expositions have been given it was very unfair to accommodate a Minister in a house for which the Government had to pay rent of Rs. 795-3, though actually his salary was only Rs. 750 and he was paying Rs. 67-8. In my view this amount was spent out of public exchequer only to satisfy a particular Minister, and was not at all proper and could not be rectified in the way in which it has been done.

Sir, I would then refer to the irregular use of motor vehicles by Parliamentary Secretaries. You will find how dishonest it is——

Mr. Speaker: Page?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Page 54. A comparison of the record of the use of Food Department motor vehicles by two Parliamentary Secretaries with their travelling allowance bills showed vehicles having been supplied for their use in Calcutta on seven occasions when the Secretaries were as per details given in their travelling allowance bills away from that place. They were using motor vehicles given to them by the Government. They were shown to be in their use, but from other bills showing that they were out on tour it transpired that they were not in Calcutta at that time. In spite of that, these expenses were incurred and ultimately regularised, I do not know by what process.

Now, Sir, four aeroplanes were sold——

Mr. Speaker: You are traversing the points made by Sj. Haripada Chatterjee. Please raise a new point.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I would request the House to make further investigation into this matter. I have grave doubts that a great fraud has been perpetrated on the State by the sale of these four aeroplanes.

Mr. Speaker: Page?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Pages 57 and 63. Sir, the aeroplanes which were maintained until 1950-51 at an annual cost of about Rs. 6,000 each were sold away in 1951 practically for nothing. Three planes, namely, "Dominie" and two planes from Cooch Behar have been sold away for a total sum of Rs. 6,206 only. The plane "Dominie" whose book value was Rs. 25,000 was sold for Rs. 1,005 on the 9th December, 1950. Its maintenance cost for that year was Rs. 4,166; and in all the previous years, e.g., for 1947-48 its maintenance cost was Rs. 7,806, for 1948-49 its maintenance cost was Rs. 6,026; and for 1949-50 its maintenance cost was Rs. 6,000.

[4-20—4-30 p.m.]

Having incurred Rs. 23,998 as maintenance cost in four years' time this particular plane was sold for Rs. 1,005. The plane "Proctor" was sold for Rs. 200 on the 17th January, 1951. Sir, even the scraps of iron, brass, etc., which the "Proctor" contained and the different parts that were there could have been sold at a much larger amount than this. We want to be told specifically as to how this has happened, who sold them and to whom. We might be told by Dr. Roy that they had been sold by auction but how?

How those auctions were held? A plane sold for Rs. 200 which was maintained for the last 3 or 3½ years at a cost of Rs. 23,000 seems to us at least to be a mystery which has to be unveiled by Dr. Roy.

Sir, about the Transport Department, I brought before this House various irregularities before the publication of this report when, perhaps you may remember, you questioned me whether I got the information from the Audit Report. But those allegations were stoutly denied by Dr. Roy. Some of the items I find have been found to be correct in the Report of the Auditor-General.

Page 64—"purchase of spare parts—that was my allegation too—and motor accessories were often made without obtaining quotations or settling the price beforehand. Hence no check could be exercised on the bills presented by three firms in resepct of supplies whose value aggregated to about two lakhs of rupees. In course of physical verification carried out on the 31st March, 1951, discrepancy was noticed between the book balance and the actual stock of petrol in the underground tanks to the extent of 1,451 gallons in one depot and 3,106 gallons in another. It was stated that the shortage was solely due to evaporation." Such a huge quantity of petrol evaporating and the explanation that has been given has been accepted by Government and the accounts have been written off accordingly. That is my objection. Sir, I will not take long. One thing I cannot but, Sir, point out to you. This is with regard to the hospital diets and I hope the stout doctor will take a note of it—I do not know whether it occured during his time. The local inspection of accounts reveal that diets have been irregularly requisitioned and supplied for patients. It was also noticed that prohibited diets such as rice, fish, fowl, etc., had been requisitioned and shown as supplied to patients undergoing major operation on the dates of the operation or on the dates immediately following and what is the explanation? The explanation is—it has been stated by way of explanation that due to unprecedented rush in the wards during the period in question patients had to be frequently shifted from bed to bed thereby making it impossible to keep a correct inventory of distribution of diet." Can anything be more scandalous than this? Should such an explanation be accepted and the irregularities rectified while asking for excess demand?

Mr. Speaker: These points have been exhaustively dealt with. Have you any new point to enlighten us with? The scope of the debate is restricted to the decision of the Committee.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I differ respectfully from you. If you restrict the debate to that that would be creating a very dangerous precedent. If you do not allow me to dilate over the facts of the report it would be a bad precedent.

Mr. Speaker: Then it would be fair for you to read both the questions and the answers—both should be read.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I am reading that. I am just saying that such an explanation should not have been accepted. This is my only point.

Sj. Bankim Mukherji: Any member may or may not accept the report of the Public Accounts Committee.

Mr. Speaker: Those things are discussed in the Public Accounts Committee itself. The decision of the Committee may be discussed here.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: What is the debate for then? I think it is to show if there is any discrepancy in the report.

Now, Sir, with regard to the expenditure incurred for the propaganda of a particular party, you will find it in page 51—"the printing of certain hand-bills in Bengali and Hindi which were considered essential by Government to counter the anti-social activities of a certain political party was entrusted to another political organisation which brought them out in its own name. The cost of printing which was done at a private press, amounted to Rs. 3,140 and it was treated as an item of public expenditure. It has been stated by Government that this was done in the public interest. The method adopted was novel and unusual and it is felt that it would be wrong in principle to meet out of public revenue the cost of propaganda done by a political party in its own name." Sir, these are the specimens of the expenditure. I would only refer to another matter and that is with regard to Rs. 6 lakhs that Dr. Roy spent over the project of the underground railways in Calcutta. We understand from this report that it has been said by the experts that it is feasible. We do not agree with that. We have always said that it was not feasible and the entire money was spent for nothing. If it were so, after having spent Rs. 6 lakhs, why Dr. Roy is keeping mum? So, Sir, what appears conclusively is that moneys are being spent—not spent but squandered—by the people in the Government knowing that they won't have to be accounted for, there will be no punishment for it, there would be no public opinion against it because everything will be shut out from the public and as such they are going on doing things without any respect for public opinion. They should be reminded that it is not their own money but it is the public money and that they cannot use it in the way they are doing, in the way they are misappropriating. This is a sort of criminal misappropriation. If you really spend other's money in the way you are doing without accounting for it and accepting the account as per explanations which are absurd on the face of it, you are certainly misappropriating the money.

The state of things compares verbatim with the Bengali proverb

"যার ধন, তার ধন নয়
নেপোয় মারে দই।"

We demand, Sir, that drastic steps be taken by Government to set things right so that there may be no recurrence of such things in future.

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি ১৯৪৯-৫০ এর যা অডিট রিপোর্ট, ১৯৫১, এবং ১৯৫০-৫১ এর যা অডিট রিপোর্ট ১৯৫২ যেটা এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল ১০ই জানুয়ারি ১৯৫২তে পেশ করেছেন এবং অডিটার-জেনারাল ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২তে পেশ করেছেন, সেটা আমি আজকে সাড়ে তিন বছর পরে আলোচনা করছি। আর ১৯৫০-৫১ এর রিপোর্ট যেটা এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারাল পেশ করেছেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩তে এবং অডিটার-জেনারাল পেশ করেছেন ৩রা এপ্রিল ১৯৫৩তে, সেটাও আমরা আজ আড়াই বছর পরে আলোচনা করছি। অথচ এখানে একই সঙ্গে দু'টা বছরের রিপোর্ট আলোচনা করার দরুন যথেষ্ট অসুবিধা মেম্বারদের পক্ষে হয়। কেন না, প্রথমতঃ দু'টো অডিট রিপোর্ট, ফাইনান্স এ্যান্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান এ্যাকাউন্টস চারখানা, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির দু'খানা, মোট এই ছ'খানা বই অধিগত ক'রে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা খুবই কঠিন ব্যাপার, তাই একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আপনি স্পীকারমহাশয়, আপনাকেও প্রয়োজন হচ্ছিল ডিসকাসান কনফাইন করা এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টের মধ্যে। তখন মেম্বারদের পক্ষে কি ভয়ানক রকমের অসুবিধা হয়, অসম্ভব হয় এই কয়দিনের মধ্যে ছ'খানা বই পড়ে আয়ত্ত ক'রে পেজ মার্ক করা, আলোচনা করাও সহজ নয়। কাজেই, মেম্বারদের পক্ষে সহজ পন্থা হচ্ছে অডিটার যা কমেন্টস করেছেন সাধারণতঃ সেই সম্বন্ধে বলা। এক্সপ্লানেসান যা আছে প্রসিডিংসে সেই প্রসিডিংসের সমস্ত কিছু বলা দুরূহ। আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির

মেম্বার, আমার সেসব জানা থাকা সত্ত্বেও আমার একদিন লেগেছে সেসব হান্ট করতে. কোন্ প্রসিডিংসের কোন্ পেজে কোনটা পাওয়া যেতে পারে। তার সবটা অবশ্য করতেও পারি নাই। যদি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কোন প্রসিডিংস রেফার করতে হয় তাহ'লে প্রসিডিংস পেজগুলি খুঁজে খুঁজে বলতে হয়। সেটা যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার।

যা হোক, প্রধান আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই অযথা বিলম্ব কেন হয়। এ বিষয়ে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সে সম্বন্ধে আমি একটু রেফার করছি—১৯৪৯-৫০ রিপোর্ট—পেজ টু আই—আমার নোট এ্যাপেনডিক্স ভি-থ্রিআই পেজেস টু এক্স-ভি, টু এক্স-ভি আই, প্যারা ৩(এ), আমার নোট ১৯৫০-৫১ রিপোর্ট—পেজ ৬১। আমি একেবারে শেষদিকে নিচ্ছি, ১৯৫০-৫১ পেজ ৬১র এন্ড রিপোর্ট—সেখানে আমি বলেছিলাম। সেখানে আমার সাজেসান দেখবেন। অথচ বাজেট পেশ করবার আড়াই-তিন বছরের মধ্যে এই সমস্ত জিনিষ পেশ করা যেতে পারে যদি গভর্নমেন্ট একটু সজাগ হন।

In conclusion, I have to reiterate my arguments in my note on the Report of the Public Accounts Committee on Appropriation and Finance Accounts of 1949-50 for speeding up the proceedings. Public Accounts Committee's Report on 1949-50 Audit Report was placed before the Assembly in 1954 and may be discussed in 1955-56, that is, 6 years after the sanction of the budget. If the same lack of speed persists, then the same House would never have the chance of discussing adverse audit comments on appropriation of grants passed by it.

আমরা প্রথম যখন এসেছিলাম এবং প্রথম যে বাজেট পাশ করেছি সেই প্রথম বাজেটও এখন পর্যন্ত এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ভেতর দিয়ে আসে নি। জানি না, এ বছর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বসবে কি বসবে না। তারপর নেকস্ট বাজেট যদি আসে, তাহ'লে পর এই হাউসের মধ্যে তা পেশ করার একটীমাত্র অবসর পাবেন। তারপরের সেসানের পক্ষে দ্বিতীয় বাজেট আলোচনা করা সম্ভব হবে না।

A budget presented in February in any year is debated and passed by the end of March that year. But the Government departments take four or five months to prepare it before presentation. For example the budget presented in 1954-55—

বাজেট যেটা এ বছর পাশ হয়েছে সেটা

commenced preparation possibly from October, 1953 and finalised by January, 1954. The appropriation of the budget, *i.e.*, the actual expenditure from grants would be finished by March, 1955, and the accounts would be closed by September, 1955, just before preparation for the next year's budget. If the various Government departments are alert and the Press is prompt, the Auditor-General's Report can be easily placed before the Assembly in the Budget Session of 1956-57. The Public Accounts Committee should commence its sittings after the budget session and finalise its report within three months, so that it can be placed before the Assembly and discussed by it in its Autumn session, say any time in August or November. If there is some delay somewhere the Report should on no account be placed before the Assembly later than March, 1957. Thus the discussion would take place exactly within 2½ years to 3 years after the passing of the Budget.

এখন সেটা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ বছর পরে—যেমন ধরুন

Public Accounts Committee considered Audit Report and Appropriation accounts of 1950-51 though 1951-52 report was also available to us.

এখন পরিটিনেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে—যে কথা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি রিপোর্টের ডিসকাসানে উঠেছে, অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ রিপোর্ট যা পেশ করা হয়েছে আমাদের কাছে, আমরা সেটা ডিসকাস করি নি।

I understand that Report on 1952-53 was sent to the Press in August 1954.

আমি খবর পেয়েছি ১৯৫২-৫৩র যেটা অডিট রিপোর্ট—আগস্ট ১৯৫৪তে, মানে এক বছর আগে প্রেসে দেওয়া হয়েছে এখনো আমরা তার চেহারা দেখি নি
but due to inordinate delay in the Press it could not be placed before the Assembly in the Autumn Session.

Mr. Speaker: Audit Report is not the concern of the West Bengal Government. It is the concern of the Central Government. If it has gone to the Press it is the Delhi Press.

Sj. Bankim Mukherji: We can take care of it and our Assembly Department can print it quickly. We can write to the Central Government if there is inordinate delay—nearly a year has passed for printing it. That would be my request.
এটা সহজেই পারা যায়।
I understand that the Manuscript Report for 1953-54 is also ready for the Press. If the Press is asked to be prompt both these Reports can be placed before the Assembly in the Autumn Session.

দু'টো রিপোর্টই পাওয়া যেতে পারে। এই হচ্ছে আমার নোটিং। এ সম্বন্ধে তার আগের বছর ১৯৪৯-৫০ আলোচনা হয়েছে। তাতে গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে যা বক্তব্য ছিল তা পাওয়া যাবে। ঐ নোটে রিপোর্ট ৩তে আছে, সেখানে তাদের পক্ষের বক্তব্য ছিল ঐ সময় যে বাজেট তৈরী হয় তার জন্য ডিফিকাল্ট আছে সমস্তের পক্ষে। সেই সমস্ত ডিফিকাল্টি যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত হেডস অব দি ডিপার্টমেন্টকে আনাবার জন্য আমি সাজেস্ট করেছিলাম একসঙ্গে না নিয়ে একটু আগে পরে নেবার জন্য। এক্সপার্ট ডিপার্টমেন্টের দরকার নাই
even for preparing the budget.
আমরা যদি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হই, তাহ'লে এটা অসম্ভব হয় না।

[4-40—4-50 p.m.]

এ সম্বন্ধে একটা মুস্কিল হচ্ছে যে, এত দীর্ঘ সময় নেবার পর এই রিপোর্ট সম্বন্ধে এই এ্যাসেম্বলি হাউসের সমস্ত ইন্টারেস্ট চলে যায়। আর এটা পোস্ট-মরটেম হয়ে দাঁড়ায়, অত্যন্ত স্টেল এ্যান্ড স্টিংকি এবং এমন একটা অবস্থা হয় যে, আর কোন ইন্টারেস্ট থাকতে পারে না। এবং এ সম্পর্কে কোন প্রতিকার হয় না—পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট এ্যাভেলবল হ'লে পর। এ সম্পর্কে আমার একটা কথা এই যে, একটা কমিটি একাধিক রিপোর্ট ডিসকাস করতে পারে কি না। আমার মনে হয়, চীফ মিনিস্টার এ্যান্ড ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলেছিলেন—
Public Accounts Committee for one year is elected.
একটা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি দু'বছরের রিপোর্ট আলোচনা করতে পারে কি না এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। এটার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি যদি একটা সিদ্ধান্ত দেন ত ভাল হয়। আমার নিজের ধারণা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি প্রত্যেক বছরে এ্যাসেম্বলি নির্বাচন করেন। তারা সেই বছরের যে রিপোর্ট আসে অর্থাৎ অডিট রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট সেই
Public Accounts Committee is competent to discuss those things.
এবং তাতে সব কিছু এরিয়ার্স কভার করবে, কি না আপনি বিবেচনা ক'রে একটা নির্ধারণ দেবেন।

তারপরে ১৯৪৯-৫০টা আলোচনাকালে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। যেমন কোন প্রিন্সিপাল গ্রান্টের একটা আইটেমের বিরুদ্ধে অন্য আইটেমে খরচ করা যায় কি না। এ বিষয়টা আরম্ভ হ'লে স্পীকার রুলিং দেন vide Proceedings, 1949-50, pages 61-66.

Report of the Public Accounts Committee, page 61, 3rd paragraph থেকে আরম্ভ করছি।

"Sj. BIJOY GOPAL GOSWAMY: The Speaker has said that under the law Government has power to spend money on the exact items for which money has been voted by the Assembly.

Mr. CHAIRMAN: Items mean major heads.

Sj. BANKIM MUKHERJI: It would be very wrong to allow the departments to go from one item to another because that will be a sort of dishonesty. I strongly feel that that would be tantamount to some sort of fraud on the Assembly. You demand certain grant on the basis of certain logic. The Assembly votes that particular grant. But there is logic that for this item you will require this and for another you will require so much and so on. The Assembly votes the grant on the basis of that logic. Suppose, you say that a particular hospital should be provided with an X-ray instrument and you demand Rs. 1 lakh for that and the Assembly votes that amount. Afterwards, you buy tables and chairs with that money. That is illogical.

Mr. CHAIRMAN: Here is the Appropriation Bill which is put before the Assembly and votes are taken. It simply says, Medical—Rs. 3 crores 52 lakhs and so on."

তারপর দেখুন

Report, page V, in italics "It appears that in certain Departments there were re-appropriations of grants from one sub-head to another and a question was raised as to the regularity of such re-appropriations. For instance, under Grant No. 2, Land Revenue, a sum of Rs. 2,30,000 granted as a lump provision for new set-up was re-appropriated to sub-heads. Pay and Allowances and Contingencies; etc.,"

যা হউক শেষ পর্যন্ত হলো।

"But even so, there are certain general principles which ordinarily govern such re-appropriations. First of all, re-appropriation from one sub-head to another can only be made under the authority and sanction of the Finance Department. And in giving such sanction, the Finance Department is guided by certain principles. These principles have been succinctly and correctly laid down by Durell in his book on Parliamentary Grants as follows:—

'The Public Accounts Committee agrees that there is nothing unconstitutional in the practice of applying savings of one sub-head of a vote to meet the deficiency under another sub-head, as the formal vote of the House of Commons applies only to the total amount of each estimate; but at the same time it is of opinion that even here Treasury should exercise care that the money is not spent in any way which seriously differs from the details presented to Parliament. It is, however, doubtful as to the correctness of sanctioning transfers between sub-heads if they are not clearly of the same kind. So far as civil votes are concerned, this is agreed to by the Treasury which never sanctions transfers unless the sub-heads are closely allied.' "

এটা রিপোর্টের মধ্যে আছে। প্রসিডিংস পেজেস ৬২-৬৩ পড়ুন তাহলে দেখতে পাবেন ডিপার্টমেন্ট এ সম্বন্ধে যত রকম আপত্তি করা সম্ভব করেছেন, যেমন ফাইনান্স সেক্রেটারী বলেন—

"The Finance Department can sanction any re-appropriation of funds within a Grant from one head to another provided such re-appropriation does not involve transfer of funds from a voted to a charge head or vice versa." "Departments other than the Finance Department may sanction, without previous reference to the Finance Department, any re-appropriation within a Grant", etc. "A department may save money on one sub-head and spend it on another. When the public service requires it, the details of the sub-heads may thus be varied".

তারপরে বলে গেলেন—

"It would have another ill effect also; it would make a much greater number of Supplementary Estimates necessary to authorise unexpected increases of expenditure. The need for Treasury sanction is an adequate check to prevent the abuse of the power... So, this is the justification, etc."

তারপর দেখা গেল যে তাঁরা বলছেন কি

"It is a century-old practice."

"বঙ্কিম মুখার্জি এসে বল্লেন কি—

I ask the Accountant-General why he has made comments if it is a century-old practice.

ACCOUNTANT-GENERAL: This is unnecessary misunderstanding."

Sj. BANKIM MUKHERJI: Why should Accountant-General persist in making objections?"

ACCOUNTANT-GENERAL: There is some misunderstanding. This is the Comptroller and Auditor-General's report and he has asked me to invite attention to certain things. This is one point. We have pointed out that the money which was actually meant for a big scheme was not utilised for that purpose, but it was utilised on other items. Ordinarily, this is not objectionable. But, I am afraid, the Finance Secretary has not read out in full—he has not read out the last sentence which runs thus: 'The need for Treasury sanction is an adequate check to prevent the abuse of the power, and the Treasury's exercise of its power is itself subject to the criticism of the Auditor-General and of the Public Accounts Committee.' The Auditor-General has not made any criticism in this case, but if the Public Accounts Committee wants to make any criticism, it can do so."

Sj. BANKIM MUKHERJI: So, it means that it has to be put before you and you are subject to criticism in the Public Accounts Committee. At least this much is clear."

[4-50—5 p.m.]

কাজেই এই যে ধারণা ছিল যা ইচ্ছা গ্রান্টগুলি ত এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান বিলে পাশ হওয়াই তখন কানেক্টেড, আনকানেক্টেড যে কোন আইটেমে, একটা থেকে আর একটা আইটেমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটার সম্বন্ধে আমাদের পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে ডিসকাসানের পর আশা করি গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকবেন। এই রকম যেন না হয় আনকানেক্টেড সাব-হেডস ব্যাপারেতে যে রকম দেখছি এ বৎসরে মেডিক্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস, ইন্সট্রুমেন্ট, ফার্নিচার সাব-হেডে চ'লে গেল কিম্বা পেনসন্সে চলে গেল বা পে-তে চলে গেল, এই রকম যেন না হয়। এইজন্য সাপ্লিমেন্টারি গ্রান্ট নেবেন।

এ ছাড়া এই সময় তাঁরা বলেন, ফাইন্যান্স রুলসে আছে, সেই সময় আমি চেয়েছিলাম যে তাহ'লে পর ঐ রুলস যা আছে, আমরা জানি না, ইন্সট্রুমেন্টস, রুলস যা গভর্নর তৈরী ক'রে দেন সেগুলি যেন আমাদের দেওয়া হয়। সেটা আমি রেফার করেছিলাম পেজ ৬০, প্যারা ২; তাতে আমি রেফার করেছিলাম কিন্তু ফাইন্যান্স রুলস, সেগুলি পায় নি। অতএব পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির পক্ষে সকলেই জানেন গভর্নমেন্টের নিজস্ব কি কি রুলস আছে এবং সেই রুলসগুলো ঠিক উপযুক্ত কি না।

এ সম্পর্কে আর একটা আলোচনা হয় এ্যাডভান্স রিপোর্ট সম্পর্কে। তাও আপনি দেখবেন যে অডিটর-জেনারেলের একটা সাজেসান ছিল যে, রিপোর্ট সম্পূর্ণ হবার আগে যদি আমরা একটা এ্যাডভান্স রিপোর্ট সময় সময় দিতে পারি তাহ'লে পর সেই এ্যাডভান্স রিপোর্ট আলোচনা হতে পারে। সে বিষয়ে আপনি পাবেন ১৯৪৯-৫০ রিপোর্ট (টুআই) টু এক্স-ভি এবং আমার নোটে। প্রসিডিংস পেজেস ২১-২৫এর মধ্যে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে অর্থাৎ অডিটর-জেনারেল যা বলেছেন এবং গভর্নমেন্ট যা মনে করছেন তার মধ্যে। গভর্নমেন্ট সেখানে মনে করছেন যে, কন্সটিটিউসান অনুসারে

যতক্ষণ একটা জিনিষ, একটা এ্যাকাউন্ট, একটা ফাইন্যান্স এ্যাকাউন্ট হয় তখন একটা জিনিষ ছিল ফাইন্যান্স এ্যাকাউন্ট এবং এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান এ্যাকাউন্ট সেপারেটলি প্লেস করা যায় কি না? সে বিষয়ে অবশ্য কোন কন্সটিটিউসানাল বাধা নেই। সে বিষয়ে একমত, কিন্তু নেসেসিটি আছে কি না এই বিষয়ে দু'টো মত আছে। কেউ মনে করেন, নেসেসিটি আছে, কেউ মনে করেন নেসেসিটি নেই। এই ফাইন্যান্স রিপোর্ট এবং এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান অডিট রিপোর্ট সেপারেটলি পুট করা যায় কি না। কিন্তু প্রশ্ন হয়েছিল এ্যাডভান্স রিপোর্ট এটা কন্সটিটিউসানে আছে কি না। চেয়ারম্যানের ধারণা যে তাতে কন্সটিটিউসানে বাধা আছে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ্যাসেম্বলির সামনে প্লেস করা না হয় এবং এ্যাসেম্বলির সামনে প্লেস করলে তবে সেটা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে যাবে। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা জানি, সেন্টারে অন্য প্রকার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে স্পীকার মভলঙ্কর পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিকে এই অধিকার দিয়েছেন এ্যাডভান্স রিপোর্ট করবার। এ প্রসিডিওর বিষয়ে যখন ডিসকাসান করি তখন চেয়ারম্যান অব দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বলেছিলেন গভর্নমেন্ট সেন্টারে এবং অন্যান্য স্টেটসের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে জানাবেন যে তারা কি পদ্ধতি অনুসরণ করছে। কিন্তু দুই বৎসর হয়ে গিয়েছে, আমি অন্ততঃ জানি না তাঁরা অনুসন্ধান ক'রে কি পেয়েছেন। এটা হচ্ছে গিয়ে——

Mr. Speaker: What is your point?

Sj. Mukherji: The point is the Auditor-General recommended—পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি বসতে এত দেরী হয় এবং এত পুরানো হয়ে যায় যে ফ্রেস কিছু করলে পর অনেক সময় অডিট রিপোর্টের এ্যাডভান্স কপি পাঠিয়ে দিলে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি বসতে পারে। একথা আছে,

Will it go through Assembly?

যদি এ্যাসেম্বলির ভেতর দিয়ে আসতে হয় তাহ'লে হয়ত লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সেসান তখন নেই, অতএব পড়ে রইল, এ্যাসেম্বলির সেসান হ'লে পর আরম্ভ করা হবে অর্থাৎ ৬ মাস আননেসেসারী ডিলে হ'ল।

The Public Accounts Committee may see it.

এখানে বলা হচ্ছে চেয়ারম্যান আপত্তি করলে হয়ত এটাকে কন্সটিটিউসনে বাধা দিতে পারে কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য কারণ আছে এ্যাডভান্স রিপোর্ট দেবার—অডিটর-জেনারেলের মন্তব্যে যেটা সম্বন্ধে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। সেটা আমার নোটে আমি যেটা দিই সেটা হচ্ছে এ্যাপেনডিক্স ভি থ্রি আই নোট, পেজ টু এক্স ভি, থার্ড প্যারাগ্রাফ—

"On one point I had some difference. About the recommendation made by the Comptroller and Auditor-General on advance Audit Report and consideration thereof by the Public Accounts Committee. The remarks contained in sub-paragraph (3) of paragraph 3 seem to be based on some misconception. Though the Appropriation Accounts presented by the Comptroller and Auditor-General relate to a particular year, the cases of irregularities included in the Audit Report do not all pertain to that year."

যেটা আপনারা এই আলোচনার সময় শুনেছেন, প্রায় ২৮ কোটি টাকার এরিয়ারস এখনও পর্যন্ত হয়ে আছে। অবশ্য আমরা লাস্ট পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে এই এরিয়ার অনেকখানি হিসাব করবার চেষ্টা করেছিলাম, তার মধ্যে ৮০।৯০ পার্সেন্ট এক্সপ্লানেসান পাওয়া গেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি এ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল বা কম্পট্রোলার এবং অডিটার-জেনারেলের এ বিষয়ে মন্তব্য না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ফাইনালাইজ হচ্ছে না।

It has just passed through a sub-committee of the Public Accounts Committee.

যা হক তাতে ক'রে ডিপার্টমেন্টগুলিকে অনেকখানি প্রেসার দেওয়া হয়েছে এবং তাতে ক'রে তারা এক্সপ্লানেসান দিয়েছিল

they have tried to give some explanations.

এবং অন্যগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে এবং এটা আমি মনে করি গত দুই বৎসরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে এই একটা জিনিষ হয়েছে, কিন্তু এনি ওয়ে ২৮।২৯ কোটি টাকার এরিয়ারস পড়ে রয়েছে—এটা প্লেসডও হয়েছে।

This can go on. The Public Accounts Committee any time may go on.

অর্থাৎ তারা যে এক্সপ্লানেসান দিয়েছে সেইসব এক্সপ্লানেসান পাঠানো হয়েছে এ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল এবং কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটার-জেনারেলের কাছে। তারা যদি ইতিমধ্যে এ্যাডভান্স রিপোর্ট দিয়ে দেন তবে

Why should we wait till it is included in some year's Appropriation and Audit Report? It may come as an advance report. We may discuss that.

তেমনি তারা বলেছেন যে, কতকগুলি হয়ত যেটা এখন হয় নি পরের বছর অর্থাৎ একটা বাজেট হয়ে গেলে, সেটা এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান হয়ে গেলে নেকস্ট ইয়ারে, তার পরের বছরে সেটা সম্বন্ধে ফাইনালাইজ হতে হয়ত বছর খানেক সময় লাগবে। কিন্তু ইন দি মিনটাইম কতকগুলি ইররেগুলারিটিজির এক্সপ্লানেসান এ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের অফিসে পেঁছে গেছে, ফাইনালাইজ হয়ে গেছে এবং সে সম্বন্ধে

they can submit an advance report.

এই হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। এই রকম যদি এ্যাডভান্স রিপোর্ট আসে তাহ'লে সেটা এ্যাসেম্বলির সামনে পেশ্ ক'রে——

Mr. Speaker: Can this House take any step in this matter?

Sj. Bankim Mukherji: Yes, you can.

Mr. Speaker: That is a matter for the Auditor-General.

Sj. Bankim Mukherji: The Auditor-General has recommended it. The Public Accounts Committee has discussed it and we know that the Centre has already adopted that sort of programme and also many of the States.

Mr. Speaker: They have not furnished us yet. Only the last report of the Centre is before the House. That is the only report that is before the House.

Sj. Bankim Mukherji: This was from a letter from the Comptroller and Auditor-General. That was discussed. So, my request to you is that you go through that. That is why I have made reference to that discussion. You go through that and then please find out from the Auditor-General and also from the Central Speaker and from other States.

এবং এ সম্বন্ধে এতখানি আছে যে আমরা এটা লক্ষ্য করেছিলাম—১৯৪৯-৫০ সালের অডিট রিপোর্ট হবার পর এ সম্বন্ধে ডিসকাসান ইভেন এ পেপার

"Statesman" which is not very friendly to me

তাঁরা এডিটোরিয়ালে কমেন্ট করেছিলেন অন দিস সাজেসসান। এই রকম ক'রে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কিছুটা হতে পারে।

[5—5-10 p.m.]

এই সমস্ত কতকগুলি প্রিন্সিপল্স এই সময় আলোচিত হয়েছিল। তারপর অবশ্য আর একটা ঢের বড় রকমের প্রিন্সিপলসও আলোচনা করা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে

what is the function of the Public Accounts Committee?

সেটার রিপোর্ট আপনি ১৯৪৯-৫০ প্রসিডিংস, পেজ ৬৬এ পাবেন। ফাইনান্স সেক্রেটারীর সঙ্গে একটা ডিসকাসান হয়েছিল।

I wanted to know the instructions, rules, etc.,

এবং সেই ডিসকাসানের সময়ে

Finance Secretary read some extracts: "As soon as appointed by the House,"

এইটাই হচ্ছে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ফাংসান।

"the Committee takes the Treasury in one hand and the Auditor-General in the other, and goes ahunting in the expenditure for the year under review, as certified in the Appropriation Accounts and the accounts of the numerous special Funds which have been established of late years. The Auditor-General beats the bush and starts the hare: the Committee runs it down; and the Treasury breaks it up.

Mr. Speaker: Hunting with the hound and running with the hare!

Sj. Bankim Mukherji: It just like a sportsmanlike metaphor. Then I said:

"Sj Bankim Mukherji: The Treasury bench is here shielding the departments.

Finance Secretary: It goes on to say,—

Reports are prepared for the Committee by the Auditor-General on the Appropriation Accounts and all other matters into which he has inquired in his preliminary investigations......He sits with them and gives them help. A high Treasury official also is always present to advise them. In their decisions the Committee and the Treasury are generally in hearty agreement. Their point of view in these matters is the same: both are concerned to enforce regularity and economy in the administration of the departments, and the Committee is the rod which the Treasury has been shaking over the heads of the Civil Service throughout the year When the Committee's decision has been recorded, it is for the Treasury to take the matter up with the department concerned. If the Committee has censured something the Treasury Communicates the censure, adds its own, and tells the department that it must not happen again. It is common indeed to find an opinion expressed with judicial mildness by the Committtee enforced with far stronger language by the Treasury in communicating it to the department. Where the Committee has roared as mildly as a sucking dove, the Treasury roars like a Libyan lion.

Sj Bankim Mukherji: I hope you do that.

Sj. Anandilall Poddar: That is what we want from you.

Mr. Chairman: You can hear my roaring but not Finance Secretary's; he is a gentleman."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will tell you the result of that roaring today.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি সেখানে সেটা লক্ষ্য করেছি।

I draw the attention of the Leader of the House here. He is the Chairman of the Public Accounts Committee. He is at the same time the Chief Minister. He is at the same time the Finance Minister. He is at the same time the Home Minister....

এই তিনটি জিনিষ মিলে ত্র্যহস্পর্শ তো বটেই সান্নিপাতিক হবার উপক্রম হয়েছে। এই অবস্থায় সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ১৩ তালাই হোক আর ২৩ তালাই হোক এই সেক্রেটারিয়েটকে সান্নিপাতিক দোষ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে যতক্ষণ চীফ মিনিস্টার নিজে ত্রিদোষযুক্ত। কাজেই প্রসিডিংস ফর ১৯৫০-৫১ লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রথমেই সেখানে আরম্ভ হয়েছে পেজ ১৮১,

"After the election of the Chairman it is stated there: 'MR. CHAIRMAN: We have this time printed this paper which gives you a resume showing action taken on the recommendations of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts and Finance Accounts for the year 1949-50 and Audit Reports thereon."

অর্থাৎ এর আগে যে সমস্ত করা হয়েছিল এরিয়ারস যা বাকী ছিল সেগুলি সম্বন্ধে ডিপার্টমেন্ট একটা তৈরী ক'রে দিয়েছে। ১৯৫০-৫১ পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি যখন বসেছিল তখন আমাদের ভয়ঙ্কর রকম অসুবিধা হয়েছিল—একটি হ্যান্ডিক্যাপ বিরাট একটা রিপোর্ট, সেই এক্সপ্লানেসান যে সমস্ত এরিয়ারস রয়েছে তার জন্য আমরা সময় চেয়েছিলাম। চেয়ারম্যান বলেছিলেন পরে দেখা যাবে। হারিডলি এ্যাকাউন্টস প্রস্তুত হয়েছিল—৩ মাস আগে যদি তৈরী হত তাহ'লে ইন্সপেক্ট করতে পারত, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিরও কাজ হত। আমরা ১৫ দিন সময় পেলে আরও খুঁটিয়ে দেখতে পারতাম। সেটা উল্লেখ করছি না, সে হয়ত চেয়ারম্যান নিজেও লক্ষ্য করেছেন। এই যে রয়েছে

We have this time printed—who is this "we" please? Chairman of the Public Accounts Committee, Or the Finance Ministry?

এই যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, তার ভেতরও দেখতে পাচ্ছি একটা মিনিয়েচার এ্যাসেম্বলি বসেছে যার ভিতর ট্রেজারী বেঞ্চ আছে, একটা অপোজিসান আছে, এই রকম একটা এ্যাটমসফিয়ার রয়েছে। সেখানে

Dr. Roy feels himself as the defender of the opposition.

যার জন্য এখানে পড়লাম

Public Accounts Committee function—Roaring like a Libyan Lion.

সেখানে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে

8 per cent. of the proceedings discussion between the members and the Chairman. The departments do not come in

কিন্তু প্রশ্ন হ'লে দি ফার্স্ট থিং হচ্ছে,

Chairman comes forward with a reply.

কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি ডাঃ রায়ের ভার্সেটাইলিটি যে কতখানি—ডিপার্টমেন্টাল ইররেগুলারিটিজ তার নখদর্পণে—এতখানি তাঁর জ্ঞান। অনেক সময় আমার এটা মনে হয়েছে ডিপার্টমেন্টাল ইরেগুলারিটিজ, কলঙ্ক যা আছে তা এত তিনি জানলেন কি ক'রে? মাঝে মাঝে এটাও সন্দেহ হয়েছে যে এই যে অপচয় হচ্ছে এটা তিনি সমস্ত জানেন। কারণ ডিপার্টমেন্ট যা এক্সপ্লানেসান দিতে পারে না তার চেয়েও তিনি ভাল এক্সপ্লানেসান দিতে পারেন—সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। আপনারা দেখবেন, প্রসিডিংস পড়ে দেখবেন

It is the Chairman who comes forward with an explanation.

আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সেই এ্যাটমসফিয়ার ঠিক নয়। তিনি তা না করলে পর আমাদের কথা হচ্ছে

let the departmental heads come.

তারা যদি ভাল উত্তর না দিতে পারে

let them be degraded and if satisfactory reply be given let them be upgraded.

কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যেটা নোটেড করেছি—অনেকগুলি ব্যাপার আছে তাতে আমার সন্দেহ হয় সেগুলি অডিটর-জেনারেলের রিপোর্টেও আছে। সার্টেন পলিটিক্যাল পার্টির হাতে ৩টি জিনিষ আছে সে কথা রিপোর্টেও আছে। একটি হচ্ছে

Procurement Food drive; Leaflet distribution and one more is Chief Minister and Pandit Jawaharlal Nehru.

এখানে আমার সময় যে বিরাট খরচ হয় তা গভর্নমেন্ট দেয়। এই যে কল্যাণী সেটা আমাদের সামনে আসে নি।

[5-10—5-20 p.m.]

এই যে জিনিষগুলি, আমার ধারণা—এরোপ্লেন প্রভৃতি নিয়ে যা আলোচনা হয় এখানেও আমার মনে হয় পসিবলি এটা

Cabinet decision but may be some times Dr. Roy's decision.

কিন্তু এগুলি হয়ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাত দিয়ে চালান হয়েছে। তারা এত টিমিড, তারা জানেন রুলস বিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধিতা করতে পারেন না। এর কারণ ত্র্যহস্পর্শ —ত্রিদোষ। তিনি

Home Minister, Chief Minister, Finance Minister. Home Minister-এর অনেক ক্ষমতা—ট্রান্সফার প্রভৃতি যা আমরা জানি অনেক সময় এই ট্রান্সফার মানে শাস্তি অথবা প্রমোশন—এটা তাঁর হাতে। কাজেই সমস্ত ব্যুরোক্র্যাট হাই অফিসারস, তাঁরা হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত। তিনি ফাইনান্স মিনিস্টার, তাঁর ব্যক্তিগত অনেক গুণের সঙ্গে অত্যন্ত টাচি আত্মমর্যাদাজ্ঞান আছে--অর্থাৎ তাঁর সামনে প্রতিবাদ করতে পারে এরকম লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব কম এবং যাদের প্রতিবাদ তিনি সহ্য করতে পারেন তাদের সংখ্যা বাংলাদেশে আরও কম।

Mr. Speaker: Have you got any specific point—then come to that.

Sj. Bankim Mukherji: I am coming to that.

এই তো হচ্ছে এ্যাটমসফিয়ার অব দি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি। তার ফলে এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টস অধিকাংশ সময় ক্রিনজি সাইকোফান্টস ইয়েসমেনে পরিণত হয় এবং কাজ কিছুই করতে পারে না। আমার রিপোর্ট যেটা, আমি নোটস দিয়েছি, সেটা আপনি দেখুন—প্যারাগ্রাফ ৫, পেজ ৫—

"From the procedures of Public Accounts Committee meetings it would become apparent that some of the irregularities might have been due to Ministerial requests. But the departmental heads who ought to know better should not yield to such requests. In the circumstances it becomes difficult to apportion blames if any for lapses and irregularities between executive heads, i.e., Ministers and departmental heads. But in any case in the eyes of the Public Accounts Committee, it is only the departmental heads who are responsible and answerable to it. The proper place for a Minister to defend an irregularity is in the Assembly. In the Public Accounts Committee, the Finance Minister's tasks are along with other members to probe into irregularities and bring the departments to book. Otherwise the whole purpose of setting up a Public Accounts Committee becomes useless." In the previous paragraph you will find "The Finance Department should not take upon itself the task of defending other departments. In my opinion their duties are quite the reverse. But when the Finance Minister himself as Chairman of the Public Accounts Committee takes up a defence the whole procedure becomes a fiasco."

এ হতে পারে না। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির এই ব্যাপারে এই সমস্ত ডিসকাসানের মধ্যে কি দেখতে পাই—দেখতে পাই যে কতকগুলি আইডিয়াজ যেটা

Leader of the House, Cabinet, Executive Head, Secretariat, Administrative Head, Ruling Party's functions

তাদের ভেতর যে পার্থক্য সে সম্বন্ধে

he has got a very curious idea. His replies

ওই সমস্ত কোয়েশ্চেনস এর পরে যখন আসে তখন আমি মনে করি সত্য সত্যই এটা কারেকসান হওয়া দরকার। একটা ব্যাপার উল্লেখ করছি, আমাদের মনে হয় নন-অফিসিয়াল কেউ চেয়ারম্যান হওয়া উচিত এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে। এ বিষয়ে ভূতপূর্ব

Finance Minister late Mr. N. R. Sarkar

অভিমত দিয়ে গেছেন; কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর-জেনারেল এই মত দিয়েছেন। সেন্টারে

Mr. Deshmukh is not the Chairman of the Public Accounts Committee but some member of the opposition. U. P.

এবং আরও অনেক স্টেটে এই প্র্যাকটিস ফলো করা হয় এবং এতে সুবিধা কি না যে

Leader of the House overwhelmed with so much work

যাতে ক'রে তাঁর ঘাড়ে আরও কাজের চাপ না পড়াতে তিনি সময়মত সর্বদিক ঠিকমত কাজ করতে পারবেন। তা না হ'লে যদি

he is the Home Minister, he is the Chief Minister and he is the Finance Minister and as Finance Minster he is the executive head of the Finance Department.

পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাজ কি? যেমন কোর্টের কাজ এখানে যে সমস্ত ল্যান্ড পাশ হয় সে সম্বন্ধে দেখা, তেমনি ট্যাক্সেসান যে হয় সেটার বিরুদ্ধে পাবলিক বিদ্রোহ করে না যেহেতু পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের অফিস, অডিটর এ্যান্ড কম্পট্রোলার-জেনারেলের অফিস রয়েছে, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অব দি গভর্নমেন্ট এই সব হিসাবপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখেন, এইজন্যেই পাবলিক রিবেলিয়ান হয় না।

Judiciary independent of the Government, Accountant-General, Public Accounts Committee,

এগুলি থাকার জন্য জনগণের এর প্রতি আস্থা থাকে এবং যতখানি থাকে ততখানিই জনগণের চোখে সরকারের প্রতিষ্ঠা থাকে। এই প্রসিডিংস ১৯৫০-৫১, পেজ ১৮৩-৮৮, ১৮৯-৯২—সেখানে দেখবেন চেয়ারম্যানের এ সম্বন্ধে কিরকম ধারণা আছে। প্রশ্ন উঠেছিল অডিট রিপোর্ট এই ব্যাপার নিয়ে যে কংগ্রেস পার্টিকে প্রকিওর করবার জন্যে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল লোক এ্যাপয়েন্ট করতে ৩০্ টাকা ক'রে সার্টেন পার্টিজ টেররিস্টিক এ্যাক্টিভিটিজে লিপ্ত ছিলেন সেখানে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য লিফলেট করা হয়েছিল কংগ্রেস মারফৎ, আর একটা ব্যাপার—পণ্ডিত নেহরু এবং অন্যান্য ভি,আই,পি, এরা আসেন এবং যে ফাংসান হয়

under the auspices of the B.P.C.C.

তার পার্ট এক্সপেন্সেস বিয়ার করেন গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে সিটিং হয় তখন দেখা যায় যে, যে আইডিয়াজ ডাঃ রায়ের আছে তা মোটেই আধুনিক যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে তার সঙ্গে খাপ খায় না। আমি জানি অন্যদিক থেকে এই কথা উঠতে পারে যে আমি কমিউনিস্ট পার্টির লোক গণতন্ত্র সম্বন্ধে কথা বলবার কে? আমি মনে করি

Communist regime is far more democratic, whereas present democracy is more formal.

সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে বর্তমানে এখানে রিয়াল ডেমক্র্যাসি নেই, আর এটাও ঠিক যে ডিক্টেটরসিপ মাত্রই খারাপ, তাঁরা ডিক্টেটরসিপ বলতে যা ভাবেন সেটা হ'ল ব্যক্তিগত ডিক্টেটরসিপ—যা সত্যিই খারাপ—কিন্তু আমরা বলি ডিক্টেটরসিপ অব্ এ ক্লাশ। বর্তমানে রিয়াল ডেমক্র্যাসি তো দূরের কথা ফরমাল ডেমক্র্যাসির

অভাব দেখছি। যতক্ষণ রিয়াল ডেমক্র্যাসি না আসে তত সময় যতখানি সম্ভব ফরমাল ডেমক্র্যাসি রক্ষা করা উচিত। কিন্তু এটা মনে করবেন না যে

we want dictatorship. Dictatorship

বলতে ইতিহাসের যে ধারণা আছে—ব্যক্তিগত, সেখানে মার্কস বলেছেন, এ পর্যন্ত যত রাষ্ট্র আছে প্রত্যেক রাষ্ট্র হচ্ছে দি বেস্ট রিপাবলিকস, তারও সাম ফরম অব ডিক্টেটরসিপ আছে।

Mr. Speaker: Efficiency of democracy and dictatorship is not relevant. Please confine yourself to the subject.

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

আমার পয়েন্ট হচ্ছে ফরমাল ডেমক্র্যাসি যা আমরা মনে করি, তা যতটা পরিমাণ সম্ভব রাখা উচিত যত দিন না রিয়াল ডেমক্র্যাসি হয় এবং এই ফরমাল ডেমক্র্যাসি রাখতে গেলে তার কতকগুলি বাধানিষেধ আছে সেগুলি পালন ক'রে চলা উচিত। অর্থাৎ সেখানে রুলিং পার্টি হিসাবে পলিটিক্যাল পার্টির সংগে সেই স্টেটের যে মিনিস্টার্স তার কোন্ খানে ব্যবধান? এবং মিনিস্টার্স—এক্সিকিউটিভ হেড তার সংগে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডের কোথায় সম্পর্কটা টানতে পারি সে বিষয় আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। আমরা বিভিন্ন দেশের মত জানি। আমেরিকান কন্সটিটিউসান অন্য প্রকার, সে আমাদের হাউসের মত নয়; সেখানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এক্সিকিউটিভ হেড আর এখানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার, চীফ মিনিস্টার হচ্ছে এক্সিকিউটিভ হেড। কাজেই আমরা বৃটিশ প্যাটার্ন ফলো করছি, সে ভালই হোক কি মন্দই হোক। এই বৃটিশ প্যাটার্নে আছে

Civil Secretariat quite independent of party. Some party may come and some party may go.

তার মানে আজকে আমরা অপোজিসানে আছি, কালকে আমরাও গভর্নমেন্ট ফরম করতে পারবো।

We can form a Government.

কিন্তু আমরা কমিউনিস্ট।

এই যদি হয় তাহ'লে ফর্মাল ডেমক্র্যাসি স্টেটে থাকবে না। ফর্মাল ডেমক্র্যাসি হিসাবে কতকগুলি জিনিষ লক্ষ্য ক'রে যেতে হবে। স্টেট কতকগুলি জিনিষ করতে পারে, তবে চলা যায় না তার পার্টির মারফৎ।

এখানে প্রসিডিংসের মধ্যে দেখতে পাবেন লীডার অব দি হাউস আমাদের ফাইনান্স মিনিস্টার হলেন চেয়ারম্যান অব দি কমিটি—তিনি বলেছেন আমি মনে করি যে গভর্নমেন্টের চেয়ে যদি কোন একটা পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা প্রপাগান্ডা করা হয় তাহ'লে ভাল এফেক্ট হয়। ভাল কথা, কোন দোষ নাই। আপনার হয়ত মনে আছে, আমিও বলেছিলাম দয়া ক'রে এ্যাসেম্বলি থেকে স্যাংসান ক'রে নিন। তাতে উনি বললেন, স্যাংসান ত রয়েছে, অতএব পার্বলিসিটির জন্য পবিলিসিটি ডিপার্টমেন্টকে এটা দেওয়া যেতে পারে। এই আইডিয়া হচ্ছে ভুল, যেহেতু লাম্প গ্রান্ট রয়েছে অতএব ইন দি পার্বলিসিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য এই লাম্প গ্রান্টের টাকা নেওয়া যেতে পারে। হয়ত মনে করতে পারেন পার্বলিসিটি মিনিস্টার বা পার্বলিসিটি সেক্রেটারী মারফৎ সেই টাকা কোন পলিটিক্যাল পার্টিকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ভুল হবে। তিনি মনে করলেন আমার ত লাম্প গ্রান্ট রয়েছে, অতএব তার থেকে ২৫ হাজার টাকা তাঁর কোন একটা খবরের কাগজকে দেবো; তা তিনি পারেন না। গ্রান্ট অব প্রাইজ বা এই ধরণের জিনিষের জন্য প্রথমে

that particular items have to be discussed

এবং তারপর তার স্যাংসান নিতে হবে আমাদের এ্যাসেম্বলি থেকে। কিন্তু তা না ক'রে

পলিটিক্যাল পার্টিকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—
the concept of the Chairman of the Public Accounts Committee on these things,
আছে, যেটা প্রসিডিংস পড়লেই দেখতে পাবেন
from page 183 to 188 and pages 189—92.
এখন এত পড়বার আমার সময় নেই, এটা পড়লেই দেখতে পাবেন
what ideas he has got.

একটা কথা হচ্ছে যে, এখানে যখন পণ্ডিত নেহরু আসেন প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির অস্পিসেসে যে মিটিং হয় সেই মিটিংয়ের খরচ স্টেট গভর্নমেন্ট দেন। স্টেট গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে এই সমস্ত বড় বড় পারসনালিটির লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাতে সন্দেহ নাই এবং এ সম্বন্ধে আমি একমত। যদি তাই হয়, এটা স্টেটের দায়িত্ব তাহ'লে অস্পিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির হবে না, এই অস্পিসেস হওয়া উচিত স্টেটের। প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির যদি সাহস থাকে পণ্ডিত নেহরুকে দাঁড় করিয়ে এটা করতে পারেন তাহ'লে তাঁদের পর্যাপ্ত অর্থ থাকাও দরকার, নইলে পর সেই সাহস তাঁদের করা উচিত নয়। যেহেতু তাঁর গভর্নমেন্ট অতএব তিনি একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে তাঁর ইচ্ছামত টাকা দেবেন এটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ও অন্যায় হবে। মনে করুন, কংগ্রেস হচ্ছে কল্যাণীতে আর তার সমস্ত কিছু এ্যারেঞ্জমেন্টসের দায়িত্ব স্টেট নিচ্ছেন,—এটা ঠিক নয়। অবশ্য কিছু কিছু সাহায্য এসব ব্যাপারে করতে হয়, যেমন কোথাও কনভারজেন্স অব পিপল হয়, সেখানে
public health, law and order maintain
করতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী যদি গভর্নমেন্ট যান, যেমন সেখানকার সমস্ত লোকের খাবার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য খরচ করতে যান তাহ'লে
it goes very much against.
কিন্তু চেয়ারম্যানের আইডিয়া হচ্ছে এইসব করবার অধিকার তার আছে। তারপর প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে কোন একটা পলিটিক্যাল পার্টির মারফৎ প্রোকিওরমেন্ট করাটা যদি নেপটিজম না হয়, ট্যামনি হল্ মেথড না হয়, তাহ'লে
What is Tammany Hall party?
তাহ'লে পর একবার কোন পার্টি পাকেপ্রকারে কোন রকমে যদি
they get more than 50 per cent. votes given and come to the Assembly
তারপর যদি এই মেথডস ফলো ক'রে যায় এবং তাতে যদি কোন আপত্তি করা না হয় তাহ'লে তাদের কোন দিন হটান যাবে না। এবং
Free election, hindered election—these will become mere words,
এর কোন অর্থ থাকে না।

প্রশ্ন-উত্তরের সময় গত সেসানে শুনেছিলাম যে কাঁচড়াপাড়া টি, বি, হসপিটালে ভর্তি হতে গেলে পর কার রেকমেন্ডেসান নিতে হবে? না, স্থানীয় কংগ্রেসের। স্থানীয় অন্যান্য পার্টির রেকমেন্ডেসানে কেন হবে না? হোয়াট ইজ দিস? কারণ গভর্নমেন্টের তারা যথেষ্ট আস্থাভাজন নয়, কংগ্রেসই হচ্ছে তাঁদের আস্থাভাজন। আমরা হয়ত দেখতে পাবো এই ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউসান যখন হবে তখন কংগ্রেসের যারা পরম বশম্বদ তারাই পাবে; যারা তাঁদের নিজের লোক তারাই এটা পাবে এ্যাট স্টেট এক্সপেন্স। যেটা সমস্ত পাবলিকের এক্সচেকার, যেখানে সমস্ত লোক ট্যাক্স দেয়, যেহেতু তারা আছি, তাদের মেজরিটি ভোট রয়েছে, সেই হেতু সেই অর্থেই শুধু নিজেদের পার্টির জন্য ঐ টাকা-খরচ করবার অধিকার তাঁদের নাই। বরং যদি সত্যিকারের ডেমক্র্যাসি কিছু থাকে, তাহ'লে তাঁদের বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কথা স্মরণ করা উচিত ছিল। তাঁর কথা শুনতে পাই যে বহু লোক তাঁর দয়ায় চাকরী বাকরী পেয়েছেন। কিন্তু বেচারী তাঁর ভাই আর কিছু পান নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি তাঁর ভাই

হয়ে চাকরী পান না কেন। তিনি বলেন, "আমার দুর্ভাগ্য যে আমি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাই"। তিনি তাঁর ভাইয়ের সম্বন্ধে সুপারিশ করলে পাছে কেউ কিছু মনে ক'রে সেইজন্য তিনি তাঁর ভাই বা আত্মীয়স্বজনের জন্য কিছু করতে রাজী নন। এইরকম যে মনোভাব এটা হচ্ছে প্রকৃত ডেমক্র্যাসির আদর্শ। সেই হিসাবে কংগ্রেস পার্টি বা অন্য যে কোন পার্টি যারাই গভর্নমেন্ট করবেন, তারা নিজের পার্টি ছেড়ে, অন্যান্য পার্টির প্রতি বদান্যতা দেখাতে পারেন। তা না ক'রে যদি শুধু নিজের পার্টিকে টাকা দিতে থাকেন তাহ'লে সেটা জঘন্য ও নির্লজ্জ ব্যাপার হয়। আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় যে,

in the Public Accounts Committee, I had to make arguments with the Finance Minister for minutes.

অথচ তিনি ডিফেণ্ড করছেন এই জিনিষটা। এটা কোন্ দেশীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে ডিফেন্ড করছেন তা বুঝতে পারি না। প্রথমতঃ এই ডিফেন্ড করা উচিত নয়

as Public Accounts Committee's Chairman

হয়ে। এটা হয়ত করতে পারত পাবলিসিটি সেক্রেটারী। দ্বিতীয়তঃ

even as the Chief Minister of the State

তার মনে করা উচিত ছিল যে যেটা অডিটার-জেনারেল কমেন্ট করেছেন সেটা করা উচিত নয়। সুতরাং তিনি সেখানে কেমন ক'রে এই সমস্ত জিনিষগুলি করেন। এখানে আরও কতকগুলি জিনিষ রয়েছে, বিশেষ ক'রে যে সমস্ত আইটেমগুলি উনি ডেসক্রাইব করেছেন। সেটা হচ্ছে রিপোর্ট, ১৯৪৯-৫০, পেজ ১৮, আইটেম ২০ এবং ১৯৫০-৫১, পেজ ১৪, আইটেমস ১৭ টু ১৯। এইটা এইমাত্র বললাম, অর্থাৎ পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যা সম্পর্ক।

[5-30—5-55 p.m.]

সেখানে একটা জিনিষ হচ্ছে—যেমন একটা নয়াবাসন এস্টেট নিয়ে—সেখানেও যে এরোপ্লেন প্রভৃতি সম্বন্ধে রয়েছে সেখানেও ঠিক সেই একই কথা। নয়াবাসন এস্টেট যেটার সম্বন্ধে কমেন্ট করা হয়েছে

Appropriation Accounts and Audit Report, page 13, paragraph 16—Purchase of a Zemindari estate—

সেখানে তাঁরা বলেছেন যে, এ'রা ৩ লাখ টাকা দিয়েছিলেন প্রাইস হিসাবে, কিন্তু এত হাই রেট দেওয়া হ'ল কেন? আশ্চর্য! ও'রা বললেন

The price was fixed by Government at 30 times the net income of the estate.

তাও আবার

at the rates which have been laid down under the Bihar and Uttar Pradesh Zemindari Abolition Acts, the compensation payable for the acquisition of an estate with a net income of Rs. 10,000 would not exceed Rs. 1 lakh.

কিন্তু তার প্রসিডিংস যখন আপনারা দেখবেন তখন দেখবেন রিপোর্টে যে তাঁরা বলেছেন

due to political and administrative reasons.

তারপরে যখন অডিট সেটার সম্বন্ধে স্যাটিসফায়েড হন নি এবং জিজ্ঞাসা করেন তখনও

they stuck to their old points that due to political and administrative reasons.

তখন এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল আবার বলছেন যে,

precisely what political reason, and administrative reasons

তা বলতে হবে। আমরা দেখতে পাই প্রসিডিংসে যে চেয়ারম্যান বলেছেন মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের ভিতর ময়ূরভঞ্জ মহারাজার এস্টেট ছিল, তাঁরা জানতেন না তার মূল্য কত, তার পোটেনসিয়াল ভ্যালু কি, কিন্তু আমাদের লোক এসে বলেছে তার পোটেনসিয়াল ভ্যালু অনেক বেশী এবং ময়ূরভঞ্জ মহারাজা চাইছেন ৩ লাখ টাকা, তার ইনকাম ১০ হাজার টাকা। কিন্তু নেবার পরে ২,৭১,০০০৲ টাকা পেয়েছি। অর্থাৎ ক্যাপিটালের টাকাটা শোধ ক'রে দিয়ে

এখন লাভে দাঁড়িয়ে গিয়েছে; এই যে ম্যাজিকটা এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলকে দেখালে হত। কিন্তু বলা হল ১০ হাজার টাকার এস্টেটটা—মহারাজা ময়ূরভঞ্জ এরকম বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে, বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের বুদ্ধিমত্তার ভিতর এস্টেটটা এসে পড়ার ৩ বছরে ২,৭১,০০০৲ টাকা তা থেকে আয় হল, এই আমরা শুনলাম। আমার বক্তব্য কিছু নাই, আমরা ইন্সপেকসানে যাচ্ছি না, এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলই যা কিছু বলেন। এই মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের ভিতর আর একটা স্টেট ময়ূরভঞ্জ এস্টেট—তা বিক্রী হতে পারে না। ইট ওহাজ এ জেমিনদারি। বোধ হয় উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের জমিদারীর ভিতর থাকতে পারে আজও। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আজ আমাদের জমিদারী নিয়েছেন;

some of our zemindaries are within Bihar,

এ নিয়ে পরে লিগ্যাল পয়েন্ট এ্যারাইজ করতে পারে।

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

পশ্চিমবঙ্গের জমিদারী কোথাও ত ম্যাপে দেখছি না।

Sj. Bankim Mukherji:

পশ্চিম বাংলার জমি যখন সব সার্ভে করবেন তখন দেখা যাবে বিহার এবং বাংলার কোথায় কোন্ জমিদারী আছে। এখানে আমার কথা ছিল——

Mr. Speaker: You have taken more than one hour.

Sj. Bankim Mukherji: I have come to my last point. I will take ten minutes more.

Mr. Speaker: Finish before adjournment. Take another ten minutes.

Sj. Bankim Mukherji:

কাজেই এই এস্টেট সম্বন্ধে একটা ব্যাপার হচ্ছে—এখানে এটার সম্বন্ধে বেশী বলতে চাইছি না, আমি শুধু ডাঃ রায়কে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেব যে—মহারাজা ময়ূরভঞ্জ পরিবারের সঙ্গে ডাঃ রায়ের যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেখানে তাঁর বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত ছিল—

he should not have come forward with explanations before the Public Accounts Committee. Those explanations should have come from other persons.

কেন না, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একই সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি ৩ লক্ষ টাকা চেয়েছেন, কাজেই তার ডিফেন্সে কথা তিনি না ব'লে

let somebody else do it.

এটার সম্বন্ধে কিছু কিছু মনে সন্দেহ আসতে পারে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মন ভাল হ'লে সন্দেহ হবে না।

Sj. Bankim Mukherji:

ভাল মন হবে কি ক'রে? দান ঐরকম ৩ লক্ষ হ'লে মনে ঐরকমই হয়। দানটা ত রাজার অন্তঃপুরেই হয়ে থাকে। তেমনি দেখতে পাচ্ছি ভাঙ্গা এরোপ্লেন সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে। সেখানে এরোপ্লেন সম্বন্ধে আমাদের যে প্রসিডিংস তাতে অডিটার-জেনারেলের কমেন্টের যা রিপোর্ট তার উপরে বলবার কিছু নেই, লগ বুক রাখা হয় নি, ফাইল নাই, পেট্রোলের হিসাব যায় না,

after all some reliance has got to be put.

গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছে—এই কোম্পানীর টেন্ডার কলও করা হয় নি, ফরেন কন্ট্র্যাক্টরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কেন না এটা খুব রেসপেকটেবল ফার্ম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে

আফটার অল কিছু বিশ্বাস রাখতে হবে। এই এক্সপ্লানেসান এটা কি রকম? ন্যাচারালি এটা এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের কাছে গেলে সেই এক্সপ্লানেসানে আপত্তি হ'ল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এরোপ্লেন পড়ে রইলু মেরামত হওয়ার জন্য; গভর্নমেন্টকে এর জন্য ২০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল বলেছেন

some part of it should have been realised—

এই যে কোম্পানীটা এর সংগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জড়িত ছিলেন এবং তিনি এই হাউসে আসবার আগে হি ওয়াজ এ ডাইরেক্টর, এমন কি নমিনেসান পেপার ফাইল করার জন্য যখন দিল্লী যান

even on that day he was a director

আমরা যদি এ সম্বন্ধে আপত্তি দিতে পারতাম তাহ'লে হয়ত তাঁর নমিনেসান নাকচ হয়ে যেত এবং এই গভর্নমেন্ট ফর্মড হত না। কাজেই সেই সম্পর্কে

in defence let it come through somebody else and not from him.

এই আমার বক্তব্য। ।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-55—6-5 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলার আগে আমি এইটুকু বলতে চাই এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কম্পোজিসান সম্বন্ধে। আমি মনে করি যে, ফাইনান্স মিনিস্টারের এই কমিটির মধ্যে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের প্রসিডিওর রুলসে আছে তিনি এক্স অফিসিও মেম্বার অব দি কমিটি হবেন।

Mr. Speaker:

এইসব বঙ্কিমবাবু তাঁর বক্তব্যে বলে গিয়েছেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সেটাকে সাপোর্ট ক'রে আমি বলছি যে, তাঁর এই কমিটির মধ্যে থাকা উচিত নয়। বঙ্কিবাবু যে কথাগুলি বললেন যে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যেভাবে ইন্টারফিয়ার করেছেন সেগুলি তিনি করতে পারতেন না যদি তিনি এই কমিটির মধ্যে না থাকতেন। কারণ পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি একটা ট্রাইবুন্যালের মত। এদের কাছে অডিটেড এ্যাকাউন্টস প্লেস করা হয় এবং এই অডিটেড এ্যাকাউন্টস বিচার করার পর তার রিপোর্ট তাঁরা আমাদের সামনে পেশ করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অডিটেড এ্যাকাউন্টস, এটা অনেকেই বলেছেন যে অত্যন্ত পুরানো হয়ে গেছে, এটা পোস্ট-মর্টেম করা হচ্ছে। তাহ'লেও আমি মনে করি এইরকম পোস্ট-মর্টেমের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, তার কারণ হচ্ছে যে, এর দ্বারা সরকারের কাজকর্মের উপর অনেকখানি আলোকপাত করা যায়, সরকারের অনেক গলদ, শুধু খরচের দিক দিয়েই নয়, তাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেসান রান করার ব্যাপারে অনেক গলদ বেরিয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সরকারকে এই গলদগুলি শোধরাবার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। যেমন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ১৯৪৯-৫০ সালের রিপোর্টে আছে যে, অডিট অবজেকসানের উত্তর দিতে ডিপার্টমেন্টরা অত্যন্ত দেরী করছে। শুধু এর দ্বারা যে অডিট অবজেকসান ডিলে করার অভ্যাস তাদের আছে তা নয়, আমরা দেখছি সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগে একটা ফাইল মুভ করতে অত্যন্ত দেরী করে এবং সংগে সংগে এও দেখা যায় যে, যে কোন জায়গায় কিছু অসুবিধা হ'লে অফিসারদের কিম্বা ক্লার্কদের সে জায়গায় দেখা যায় যে তারা কাগজপত্র হারিয়ে ফেলে এবং সে সম্বন্ধে ডিপার্টমেন্টগুলিকে আর বিশেষ কোন স্টেপ নিতে দেখি না। অন্ততঃ এইটুকু আমরা সরকারের কাছে থেকে আশা করবো যে, এই যে এত দেরী

তারা করে অডিট অবজেকসানের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে, এই দেরী তারা কেন করে তার যথাসম্ভব জবাবদিহি তারা ডিপার্টমেন্টগুলির কাছ থেকে করবেন। তারপর অডিটার-জেনারেল যে সমস্ত কমেন্টগুলি করেছেন সেগুলি বেশ ভালভাবে পড়লে গোটাকতক জিনিষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যেগুলি আমি খুব বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না, অনেক মেম্বারই ব'লে গেছেন, শুধু আমি কিছু কিছু মেনসান ক'রে যাবো।

প্রথম হচ্ছে যে, স্বাধীনতা হবার পর কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় একটা জিনিষ অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। আমি সে সম্বন্ধে আগেও বলেছি এবং সেটা হচ্ছে যেটা এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলও কমেন্ট করেছেন, সেটা হচ্ছে পার্টি ইন পাওয়ার অর্থাৎ কংগ্রেস, তার সংগঠনের জন্য সরকারী পয়সা খরচ করে। এটার ব্যাপারে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা ব'লে গেছেন, কিন্তু তাহ'লেও আমি সরকারকে এইটুকু বলতে চাই যে, এর দ্বারা একটা খারাপ নজীর তাঁরা যেন সৃষ্টি না করেন। তার দ্বারা আমাদের দেশের গণতন্ত্র যেটা চালু হতে চলেছে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হবে ব'লে আমি মনে করি।

দ্বিতীয় হচ্ছে যে, যাঁরা মিনিস্টার বা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীজ, তাঁদের বিলাসব্যসনের জন্য সরকারী অর্থের অপচয়। আমি সেই কমেন্টগুলি খুলে খুলে আপনার সামনে পড়তে চাই না, শুধু এটুকু মেনসান ক'রে দিতে চাই যে কোন একজন মিনিস্টারের যে ভাড়ায় বাড়ী নেওয়া হয়েছে সেই বাড়ীটা সংস্কারের জন্য ১০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে সরকারী তহবিল থেকে। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীরা বিল করেছেন যে, আমরা বাইরে যাচ্ছি, তার জন্য ট্রাভেলিং এ্যালাউন্স নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের পেট্রোলের খরচা সেদিনে লেখা হয়েছে, এইগুলি এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল দেখিয়েছেন। এই ২।৪টা উদাহরণ আমি দিলাম। এ ছাড়াও আরো অনেক আছে। এগুলি সরকারের বোধ করা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত এই রকমভাবে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় যাতে না হয়।

তৃতীয় হচ্ছে যে ঠিক পরিকল্পানা না থাকার জন্য যে টাকা ওরা গ্রহণ করেন, ডিপার্টমেন্ট সেই টাকা ভালভাবে খরচ করতে পারেন না। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে, মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে ৮১ পাতায় এ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল যে কমেন্ট করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, যদিও রোগীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভাল খাদ্য হয়ত কেনা হ'ল কিন্তু সেটা সময়মত কেনা হ'ল না ব'লে রোগীরা সেটা উপভোগ করতে পারলো না। এর দ্বারা সরকারী অর্থের অপচয় হয়। তা ছাড়া, আর একটি টেনডেন্সী দেখা যায় ডিপার্টমেন্টগুলির সেগুলি রোধ করা উচিত। যেমন যেহেতু বাজেটে এই টাকা গ্রান্ট করা আছে, টাকা ল্যাপস হয়ে যাবে অতএব তুলে নাও; সেটা খরচ করা যাবে কি না যাবে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে টাকাটা তুলে নেওয়া হ'ল এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেগুলি খরচ করতে পারা যায় না। এইগুলি আমরা মনে করি সরকারী পরিকল্পনার অভাব এবং বাজেট করার সময় তাঁরা ঠিকমত চিন্তা করেন না, চিন্তা করলে এইভাবে এ্যাক্ট তারা করতে পারেন না, এইগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর একটা জিনিষ আছে যেটা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, সরকারের তরফ থেকে দেখা যায় মাঝে মাঝে ইনভেস্টিগেসান এবং সার্ভে করার জন্য যে কমিশন এবং কমিটি নিয়োগ করা হয় তাদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়, অথচ সেই কমিশন বা কমিটি যে রিপোর্ট দিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করলেন না। যেটা নাকি দেখা গিয়েছে যে, মোটর ভিহিকলস্ ডিপার্টমেন্ট রিঅরগানাইজ করার জন্য যে ইনভেস্টিগেসানের ভার একটা ফার্মের উপর দেওয়া হয়েছিল, সেই ফার্মকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা যে রিপোর্ট পেশ করেছিল সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করা হ'ল না।

[6-5—6-15 p.m.]

এই হচ্ছে ঠিক কথা যে চিন্তা না ক'রে কাজে এগিয়ে যান এবং জনসাধারণের টাকার অপব্যয় করেন। আর একটা উদাহরণ দিতে পারি। আন্ডারগ্রাউন্ড রেল করার জন্য যে ছয় লক্ষ টাকা খরচ ক'রে স্কীম করা হ'ল অথচ তা কাজে লাগান হ'ল না। কাজেই তাঁদের যে সমস্ত ডিফেক্ট আছে তা আমি সরকারের নজরে আনছি। আশা করি, আমরা যে সমস্ত কথা

বলেছি এবং যে সমস্ত ডিফেক্টের কথা বলছি তা মেন্ড করবেন। যাতে ভবিষ্যতে আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেসান ভাল হয় সেদিকে নজর দেবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I take up particular points that have been raised by different members of the House I may refer to the two points that Shri Bankim Mukherji made, but I am sorry to see that he has gone away after throwing the mud. He referred personally to me about my connection with two transactions. Sir, let me tell him that I am proud of my connection with the Maharaja of Mayurbhanj, and I may tell him also——[Laughter from the Opposition.] It is no use laughing. My friends do not know what actually happened. The point is that when the Mayurbhanj Estate was to be taken over by Orissa it seemed to me rather awkward that there should be a zemindari belonging to Orissa province inside one of our districts in Bengal. I put the matter before my Cabinet and the Cabinet enquired into the price of that particular estate. Our report was that the minimum amount that could be paid for the estate would be over Rs. 4 and a half lakhs. The Maharaja of Mayurbhanj because of his relationship with me offered that I could give any sum I would like with regard to that estate. I offered Rs. 3 lakhs and he accepted it. There is no underhand dealing in this connection. About my connection with the Airways Corporation I may tell Shri Bankim Mukherji that I retired from the Directorship in 1948 long before the last election took place. Therefore these rumours do not affect me. I have heard so much about these things that they simply go down my back like water on swan's back.

I do not refer to to those particular personal matters any more, because I think I can look at those personal references with disdain.

With regard to the question raised as to whether we in the Legislature should see the accounts immediately after the report submitted by the Accountant-General. That means that before the Public Accounts Committee could consider the report we would consider it—what is the sense in our electing a Public Accounts Committee if we do not want to wait for their report? Shri Bankim Mukherji was asking about the audit reports of 1951-52 that have been printed. I may tell him that the Audit Report for 1951-52 has not yet reached us from Government of India. Appropriation Accounts and Finance Accounts for the year 1951-52 reached us on the 30th July, 1954. It was submitted to the Cabinet on the 12th of August, and it was laid before the Assembly on the 30th August, 1954. The accounts that we are considering today, namely, 1950-51 accounts, were placed before the Government by the Accountant-General three years after, i.e., on the 8th of April, 1953. It was placed before the Cabinet on the 16th April, 1953, and it was laid before the Assembly on the 29th April. Then the members asked for discussion. Shri Mukherji was asking "why these two reports, namely, 1949-50 and 1950-51 came together?" The reason is quite simple. When the 1949-50 report was placed before the Assembly on the 9th November, 1953, nobody asked for any discussion. When the Appropriation Accounts of 1950-51 were placed, they asked for discussion. We on our part thought that it was much better that we place both 1949-50 and 1950-51 accounts together, although the report for 1949-50 was never asked to be placed before the House. Sir, in this matter there seems to be some misconception. It is as if the House as a whole is to be the Judge of the Accountant-General's report. If so, why appoint a committee? You have appointed a committee seriously for the purpose of going into the reports of the Accountant-General on the accounts. I dare say that there is not one member of the House who knows more about the Appropriation Accounts, etc., than the members of the Accounts Committee. When the report of the Public Accounts Committee comes here, my friends do not

refer to the report of that Committee but go to the report of the Accountant-General. It is in a sense showing want of courtesy and respect for the Public Accounts Committee which you have elected.

Then the question has arisen why I was there. I do not think that Bankim Babu was so weak as to be suborned by my presence in the Accounts Committee. Unfortunately, your rules say that the Finance Minister will be the *ex officio* member of the Public Accounts Committee. It is for the Accounts Committee to select its own Chairman; and if I am not very much mistaken it was Bankim Babu who proposed me as Chairman of the Committee. I may be mistaken, but I think that is what happened. Therefore you will see that if I am a member of the Committee, whether as Chairman or a member, I shall certainly not be a *nincompoop* member. I shall find out what had happened exactly and how things were going on in this province, so far as accounts are concerned. My friend Sj. Bankim Mukherji talked about Rs. 28 crores not being adjusted. I got a letter from the present Accountant-General yesterday which says: "for facility of reference I attach a further comprehensive statement showing the position on three different dates including the latest available date, namely, 31st May, 1955". It is gratifying to see therefrom that there has been a very substantial reduction so far as the outstandings of 31st March, 1951, are concerned, namely, that 21,149 items of a total value of Rs. 28.93 crores have been reduced to 303 items of a total value of Rs. 1.3 crores.

Let me try and explain to the members the difficulties with regard to adjustment of account. Some of these items refer to even pre-partition period, but apart from that the usual method of expenditure in the different part of the State is this that money is credited in the different districts, and the Ditrict Magistrate is allowed to draw from the treasury against a public order, whether it is for a road or a building. Then after the work is completed, the vouchers have to be submitted. The result is, as you will see, the Auditor-General and the Accountant-General cannot prepare Appropriation Accounts, however much they may try within three years of the period for which the accounts are being audited.

There has been a new system introduced by the present Auditor-General which might make it easier for the Accountant-General to come to some early decision regarding Appropriation Accounts and about adjustment taking place earlier. The decision is this. Today the Accountant-General, as I said just now, places some money in the hands of the District Magistrate but not against any particular item. The future procedure would be, and the procedure has been accepted only in two departments of the Government for the time being; and West Bengal is the first State in which it has been taken up, namely, that the Secretaries of the Education and Relief and Rehabilitation Departments will now in future issue a bill for payment against a particular item.

[6-15—6-25 p.m.]

The result is that before the Secretary can issue the bill he has got to get all the vouchers and all the connected papers before that is placed for payment. This particular system may be perhaps a little improvement on the past. The particular point that has been raised is whether the Assembly could have a report earlier than at present. We made enquiries from the different States as to whether that is possible or whether that is being done in any State and I find that only two States have given us replies—United Provinces and Madras—and they say that the Public Accounts Committees have accepted in principle the proposal of an interim audit report being submitted by the Comptroller but that no such audit report has so far been

submitted. With regard to the Centre it is only in the case of the Railways that it was actually laid before the Parliament in December, 1952.

The next question that has been raised is, can there be a transfer from one sub-head to another? It has been said that if you have got a sub-head say for expenditure of X-ray apparatus for a hospital for Rs. 50,000 and if after actually getting the tender or getting the instrument you spend Rs. 45,000, am I entitled to divert Rs. 5,000 for the payment of an extra X-ray worker which might be needed or extra expenditure which might be needed for installing the X-ray apparatus? The Finance Secretary in the report which was read by Shri Bankim Mukherji was referring to an order which was passed on the 24th September 1945, in which it is said that it is possible for a grant under one sub-head to be transferred to another sub-head. I have been in touch with budgets in different places for many years. There is a very salutary rule that we cannot allow transfer of money from one grant to another, from a charge head to a voted head and *vice versa*. But we can certainly allow subject to that particular transfer being accepted by the Finance Department which is really the Treasury of England. It has been suggested that in the Public Accounts Committee I did not allow anybody to speak. I am very sorry but I do not think that I yield to Shri Bankim Mukherji in my democratic approach or that I stopped anybody from asking any question. On the other hand, I think it is because of my intervention that an outstanding unadjusted sum of 28 crores on the 31st March 1951, has been reduced by adjustment to Rs. 1.3 crores. It is only by my intervention that the departments both in the Secretariat and in the Directorate had risen to the occasion and made the things so easy.

I would now take some of the points raised with regard to the items of expenditure. My friend Sj. Haripada Chatterjee has raised the question whether we should spend money through a particular organisation for stopping anti-social activities. You may remember the time—1949-50—all the parties other than the Congress were wedded to a system of anti-social activities. Now, am I to depend on those people for propaganda against anti-social activities? That is impossible. In this connection I would refer to the question which has been repeatedly raised by several members, e.g., with regard to the expenditure incurred for the protection facilities for travel given to important leaders. When Marshal Tito was here the Government of West Bengal spent a good deal of money on account of his travel and security measures. Shall we not do that? If Marshal Bulganin comes in January next to Calcutta, shall I not make security arrangements for him? Of course, it is our duty to give all protection to every important person coming in here. It so happened that within the last few years a large number of people came here who required to be protected, and certainly and I repeat it with great emphasis, whenever the Prime Minister comes here or other great leaders who visit this place we have to make arrangements for the meetings which are addressed by them so that people may listen to them without let or hindrance. If my friend the Accountant-General does not see the necessity of it I do not want to join issue with him.

Similarly, with regard to the Nayabasan project it is said that the amount under this head is too high according to the provision under the Bihar Estates Acquisition Act. You know, Sir, that we are not acquiring it under any Estates Acquisition Act. We were acquiring it on the basis of mutual agreement.

Sir, a lot has been said by the Accountant-General with regard to the maintenance of aeroplanes. Before Independence the aeroplanes were being maintained by a company on Rs. 25,000 a month and what we actually did was that we reduced the amount from Rs. 25,000 to Rs. 5,000—where is

the harm. Are we wrong in doing that? If I have got influence over Airways and if I have exercised it, I am not ashamed of it. I have done it in the interest of the State. There is nothing to hide about this particular matter. It makes no difference so far as my personal finances are concerned.

Sir, my friends have also said about the Ministers' house rent. I am sorry that neither Sj. Haripada Chatterjee nor Sj. Sudhir Ray Chaudhuri read the answers which were placed before the Public Accounts Committee. The answer is that under the old rules the executive Government has the power to issue orders under article 164(*5*) of the Constitution read with paragraph 6 of the Second Schedule, i.e., whatever allowance was payable to a Minister before the commencement of the Constitution shall be payable thereafter until determined by the Legislature of the State by law. The law was passed in 1952. This report relates to a previous period—1950-51. In the cases referred to the rent actually paid by the two Ministers was fixed under Government orders and therefore the indirect allowance equivalent to the difference between such rent and the standard rent was also the consequence of the same Government orders. So far as allowances payable to Ministers before the commencement of the Constitution are concerned no legislation was necessary under the Government of India Act, 1935, and it appears from Appendix 35 to the Manual of Appointments and Allowances of Gazetted Officers that travelling allowances or indirect allowances arising from provisions of rent-free accommodation could be sanctioned for Ministers by executive orders of Government. As you know, Sir, under the 1952 Act, we decided that Ministers were entitled to rent-free accommodation or else they will get equivalent rent.

[6-25—6-35 p.m.]

For the purpose of payment of emoluments before 1952 there was no Act in existence in the period 1950-51. Therefore, Government was entitled to use its executive powers in giving the sanction for the rent that was paid.

I am told that Rs. 6 lakhs has been spent for the underground railway and nothing has been done. I am glad that this sum was spent because I am now in a position to know how the future transport problems can be solved. It is true that I had gone very far in taking up the scheme for the underground railway, but I found that the total expenditure necessary was 38 crores and that it would not be possible in the year 1950-51 or in the year 1951-52 to pay that money; we had not the funds. On the other hand, the Government of India told us—when we approached them for giving us permit to bring the machinery from France because the French Government was prepared to give us surety for 13 crores out of the 38 crores represented by the cost of the machinery—that we should wait until the circular railway in Calcutta was established and the suburban railway was electrified because then perhaps we would be able to know what the demand for the underground railway was. I do not think there was anything wrong in doing it. In fact, I have gone ahead of any other State in getting a particular idea about what the needs of the State are.

I have not very much more to say because it is the same thing being said by different persons over and over again. All I need say is that the Public Accounts Committee would do this work very much better if the Committee Report were before the Legislature a little earlier than has been in the past. We are trying to expedite the placing of the Report because we feel that a Report which is three or four years old is not of great value to the members of the Legislature. But, as I told you, the Report cannot be placed before the Legislature unless the accounts and the monies spent had been adjusted, and it takes a long time before such adjustment is possible. That is why, as I said, I jumped at the suggestion of the

Auditor-General that we should try to put in the pre-audit system in the State so that each Secretary or Department will be ready with the papers, vouchers, etc., as soon as a particular expenditure has been incurred, so that the Accountant-General might have easy access to these vouchers and papers.

I have nothing more to say.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, on a matter of personal explanation I want to say something. It was said that I proposed Dr. Roy to the chair. But that is not a fact. In 1953 proceedings it appears as follows:—

"Dr. S. BANERJEE: I propose that the Honourable Finance Minister be elected Chairman of the Public Accounts Committee.

Sj. BEJOY KUMAR GHOSH: I second it."

In the 1954 proceedings it appears that Dr. S. Banerjee said "I propose that the Hon'ble Finance Minister be elected Chairman of the Public Accounts Committee", and Sj. T. Bandopadhyay said "I second it".

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I admitted the mistake.

Sj. Bankim Mukherji: Of course, no one opposed it. Now, another thing is that I never enjoyed mud-slinging. In a dignified way I said that the Chief Minister should not come forward to defend anything with which he may be remotely connected; let the Department come forward to defend themselves.

Mr. Speaker: Discussion is over. Let us proceed to the next item.

FINANCIAL BUSINESS

Excess expenditure for the year 1950-51

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 7—Land Revenue

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 43,115 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head: "7—Land Revenue" during the year 1950-51.

Major Head: 10—Forest

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,05,034 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" during the year 1950-51.

Major Head: 11—Registration

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 22,065 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration" during the year 1950-51.

Major Head: 38—Medical

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,41,555 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" during the year 1950-51.

Major Head: 55—Superannuation Allowances and Pensions

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,39,650 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "55—Superannuation Allowances and Pensions" during the year 1950-51.

Major Head: 57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 82,63,412 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "57—Miscellaneous Expenditure on Displaced Persons" during the year 1950-51.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

স্যার, একটী কথা আমি বলতে চাই। এই যে খরচ হয়ে গিয়েছিল লেখা আছে ৪৩,১১৫ টাকা

under Grant No. 2—the excess is mainly due to payment to the Government of East Bengal of the revenues for the January and March kist of 1950 of the Chaklajat estates of Cooch Behar which merged with West Bengal with effect from the 1st January, 1950.

আমি দেখছি ১৯৪৯-৫০ সালের যে অডিট রিপোর্ট আছে, যাতে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে কত টাকা আমাদের পাওনা ছিল। ইষ্টবেঙ্গলের কাছে পাওনা ছিল—পেজ ৮০ দেখুন—

Accounts with the Government of Pakistan. The balance is Rs. 8,92,500. The balance represents the net amount of the debits and credits pertaining to the transactions passing between the Government of Pakistan and the Government of West Bengal. Out of the above balance a sum of Rs. 5,77,940 was adjusted up to 30th March, 1948 and then the balance remaining from then is Rs. 3,16,560. When this balance is due from them, why should we give them the Rs. 43,115? I cannot account for that. Why was this amount given to them when so much money was due from them to our State?

The Honble Dr. Bidhan Chandra Roy: We are considering excess expenditure for the year 1950-51 and the matter mentioned by Sj. Chaudhury refers to the year 1949-50; this appropriation does not refer to any matter in 1949-50. The period before us is 1950-51.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that a sum of Rs. 43,115 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 1,05,034 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that a sum of Rs. 22,065 be granted for expenditure under grant No. 6, Major Head "11—Registration" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji that a sum of Rs. 3,41,555 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "38—Medical" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,39,650 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "55—Superannuation Allowances and Pensions" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 82,63,412 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons" during the year 1950-51, was then put and agreed to.

[6-35—6-47 p.m.]

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg leave of the House to introduce the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955.

Mr. Speaker: I think the House has given the leave.

(Secretary then read the short title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, under section 266(*3*) of the Constitution of India, no money out of the consolidated fund of the State can be appropriated except in accordance with the law pasesd under Article 204.

The excesses over the sanctioned voted grants and charged appropriations for the year 1950-51 were shown by the Auditor-General in the Appropriation Accounts for the year 1950-51 and the Audit Report, 1952, and the reasons for the excesses were duly considered by the Public Accounts Committee appointed by this House which has recommended that the excess expenditure under the voted and charged heads be regularised by excess grants and charged appropriations.

This Bill is introduced in pursuance of Article 205 of the Constitution of India read with Article 204 thereof, to provide for the appropriation out of the consolidated fund of West Bengal, moneys required to meet the excess expenditure which have been so voted by the Assembly and also to regularise further expenditure charged on the consolidated fund of the State in accordance with the provisions of the Constitution.

The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the State.

The details of the proposed appropriation will appear from the Schedule to the Bill.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: There are no amendments.

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ও অডিট রিপোর্টের ডিসকাসানে একটা পয়েন্ট উঠেছে। অডিটার-জেনারেল রিপোর্ট পাঠিয়েছেন থার্ড এপ্রিল গভর্নমেন্টের কাছে, তারপর প্রিন্ট করতে সময় লেগেছে, তারপরে তা এ্যাসেম্বলিতে প্লেস করতে সময় লেগেছে, তারপরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে ডিসকাসান করতে সময় লেগেছে, তারপরে আমরা আজ ডিসকাসান করছি প্রায় সোয়া দু'বছর পরে।

আমার কথা হচ্ছে, একসেস বাজেট যদি হয়ে যায় সেটা বোধ হয় যতক্ষণ অডিট না হচ্ছে ততক্ষণ বাজেট এস্টিমেট নয়, যা হচ্ছে এ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার সেটা অডিট হবার পর ঠিক হয়ে যাবে যে এইটে এইটে একসেস। কাজেই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মারফৎ আসবার কোন প্রয়োজন্ আছে ব'লে আমি মনে করি না। পাবলিক একাউন্টস কমিটির জন্য অপেক্ষা না ক'রে এই একসেস এক্সপেন্ডিচার রেগুলারাইজ করবার জন্য গভর্নমেন্ট এখানে আনাতে পারতেন এই আমার ধারণা। তাহ'লে জিনিষটা আরো একটু আগে আসতে পারত। এই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির থ্রু দিয়ে আসবার জন্য সোয়া দুই বছর লেগেছে। এইভাবে একসেস বাজেট রেগুলারাইজ করতে হয়। আমি কন্সটিটিউসানে তা কোথাও পাই নি। আমার মনে হয় অডিটার-জেনারেলের যে কমেন্ট ও রিমার্ক এইটেই ফাইনাল, তার জন্য this has to be regularised and as soon as possible Government should do it. এ বিষয়ে আপনার দিক থেকে যদি একটা ডিসিসান আসে তাহ'লে গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ হবে।

I do not think there is any necessity. It should go first through the Public Accounts Committee and then Government will be regularizing it.

Mr. Speaker: We are following this procedure consistently. This is especially laid down about the Excess Grants. "Demands for Excess Grants are not brought before the House of Commons until the following steps have been taken. When the exact amount of the excess expenditure for the past financial year has been ascertained"—that is under Article 206(*3*) of our Constitution—"on the completion of the audit of the Appropriation Accounts, the Comptroller and Auditor-General reports to the House and his report comes before the Public Accounts Committee." Our Rule also says that as soon as the Report comes it automatically goes to the Public Accounts Commitee. "After examination, that body makes a report to the House, if possible, in March of the financial year following that in which the excess occurred, setting out the various excesses with the reasons for them and stating the objections, if any, to their being approved. The Treasury then presents a Statement of Excesses, setting out all the instances of the excess expenditure for the year in question, which is presented to the House." We are following it exactly.

Sj. Bankim Mukherji: We are not following exactly the Parliamentary Procedure. In Parliament they have got a Committee which takes the place of the Public Accounts Committee. Here a Report is placed before the Assembly and then it goes to the Public Accounts Committee. There is that difference. Therefore it makes for this delay. And in the Constitution there is no special reference that in rgularizing the account it should come before the Public Accounts Committee. Because Dr. Roy has raised this doubt I had asked why don't you come......

Mr. Speaker: We can expedite the sitting of the Public Accounts Committee.

Sj. Bankim Mukherji: It should go through it and if possible help the Government in finding whether it would be unconstitutional for the Government to come for this excess Budget before coming before the Public Accounts Committee.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি যে রেফারেন্স দিলেন মেইনস পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস থেকে সেটা আমাদের এখানে খাটে না। প্রথম কথা হচ্ছে, ইংলন্ডে যে আইন আছে, তাদের সেইভাবেই চলতে হবে

we are not bound by that. We are guided by our Constitution and by the Assembly Procedure Rules as adopted by the House in this respect.

এই হচ্ছে ১নং কারণ। সুতরাং মেইনস পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিসের নজির এখানে চলে না।

Mr. Speaker: Where there are no rules we are guided by the conventions of the House of Commons.

Sj. Subodh Banerjee:

সুতরাং মেইনস পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিসে যা আছে সেইটে যে আমাদের মানতে হবে তা নয়।

তারপর হ'ল ২নং কথা। ইংলন্ডের ট্রেজারার-জেনারেলের রিপোর্ট এবং আমাদের অডিটার-জেনারেলের রিপোর্ট—দুটোতে তফাৎ আছে সেটাও বোঝা দরকার। সেখানে একটা সেন্ট্রালাইজড ফান্ড থেকে খরচ হয়। যে মুহূর্তে বাড়তি খরচ হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই তা ধরা পড়ে সেখানকার ট্রেজারারের কাছে। তারপরই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে যায় এবং কমিটির রিপোর্টের উপর পার্লামেন্টে আলোচনা হয়। এতে এক বছরের বেশী দেরী হয় না। আমাদের দেশে তা নয়। আমাদের দেশে আগে খরচ হয়, তারপরে আসে তা ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে। তারপরে অডিটার-জেনারেল যখন বলেন যে, খরচ বেশী হয়ে গেছে তখন সেটা ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট রেগুলারাইজ করার জন্য স্টেপ নেয়। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে যায় বহু বছর শেষ হয়ে গেলে। এই বাড়তি খরচের কথা আমরা অডিটার-জেনারেলের কাছ থেকে জানি, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে নয়। এইভাবে বাড়তি খরচ যে রেগুলারাইজ করা সেটা হচ্ছে যেমন উল্টো দিক থেকে কান ধরে নাক দেখানো। সুতরাং

naturally it will take time. Public Accounts Committee

রিপোর্ট আলোচনা করার আগে ৫ বছর আগেকার খরচ নিয়ে আলোচনা করা। এরকম পোস্ট-মর্টেম একজামিনেসান কেন? পাঁচ বছরের পুরানো জিনিষ, পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। সুতরাং তা নিয়ে আলোচনার উৎসাহ থাকতে পারে না। ইংলন্ডে এইরকম হয় না। আর দেশের লোককে যদি জানানোই দরকার হয় তাহ'লে তাড়াতাড়িই আলোচনা করতে হয়। বাড়তি খরচ পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি থেকে ঘুরে আসার পর আলোচনা করতে পারা যায় ব'লে মেইনস পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস থেকে যে নজির দেখিয়েছেন তাই সেটা এখানে খাটে না।

The Honb'le Dr. Bidhan Chandra Roy: I think I will speak to Mr. Bankim Mukherji. I shall be able to explain the difference. It need not be explained across the table.

Mr. Speaker: One think I can tell Mr. Banerjee in reply. There is no other way. The Public Accounts Committee is the only body which can take evidence, call for explanation from the officers about the excess expenditure. This House has not that power. Therefore it must go through the Public Accounts Committee. This House has not the power to take evidence. The Public Accounts Committee has power to take evidence and to recommend.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1 to 3

The question that clauses 1 to 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and akreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. To-morrow will be non-official day and after question hour non-official business will be taken up. The resolutions which have been ballotted have been circulated.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 6-47 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 19th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 19th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 200 Members.

[3—3-10 p.m.]

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Cottage industries in Murshidabad district

27. Sj. Tarapada Dey: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(*a*) how many persons are dependent on the following cottage industries of Murshidabad district, namely—

(*i*) handloom (silk) industry,

(*ii*) conch-shell industry, and

(*iii*) bell-metal industry;

(*b*) number of artisans employed in each of these industries, year by year, from 1951 to 1954;

(*c*) what was the figure of employment in these industries in 1938-39;

(*d*) total number of factories in each of these industries of Murshidabad, year by year, from 1951 to 1954;

(*e*) the corresponding figure in 1937-38;

(*f*) if it is a fact that these industries of Murshidabad district are in a state of waning;

(*g*) if so, what are the reasons therefor; and

(*h*) what steps, if any, have been taken by Government to save these industries of Murshidabad?

Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department (the Hon'ble Jadabendra Nath Panja): (*a*) The survey of cottage industries in the State is still in progress and, until the report is finally published, it is not possible to furnish correct figures. The figures roughly completed are as follows:—

		Persons employed.	Dependants.
Handloom silk	...	1,000	5,000
Conch-shell industry	...	3,500	16,500
Bell-metal industry	...	2,000	10,000

(*b*) and (*c*) It is not possible to furnish such figures for past years.

(*d*) These industries do not work on factory basis.

(*e*) Does not arise.

(*f*) Yes.

(*g*) Competition from cheap substitutes from mechanized industries, general fall in the purchasing capacity of the consuming public and change of tastes and fashions.

(*h*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (h) of unstarred question No. 27

(1) *Handloom Silk.*—There are two silk weaving organisations supervised by the State Government which work on a co-operative basis and employ about 150 weavers, paying remunerative wages and marketing their products. On the Sericulture side, assistance is being given to the artisans for improved cultivation of mulberry and introduction of better breeds of cocoons and better methods of rearing and reeling.

(2) *Conch-shell industries.*—The State Government have made an arrangement for supplying conch-shells to the artisans of the State including Murshidabad by direct negotiation with the Government of Madras. A scheme for financing supply of raw materials through co-operatives of conch-shell workers has very recently been sanctioned by the Government which will be of considerable benefit to the artisans of the State including Murshidabad.

(3) *Brass and Bell-metal artisans.*—A scheme for supply of raw materials to the artisans of the State has been formulated and will shortly be implemented.

Number of persons engaged in cottage industries

28. Sj. Nagendra Dalui: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন কুটীর শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যা কত;

(খ) কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং

(গ) মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন কুটীর শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যা কত?

The Hon'ble Jadabendra Nath Panja: (ক) সরকারের নিকট এ-বিষয়ে কোনও নির্ভরযোগ্য তালিকা নাই।

(খ) বিভিন্ন কুটীর শিল্পের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্ন করা হইয়াছে, যথা—

(১) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ;

(২) কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;

(৩) মূলধন সরবরাহ;

(৪) সমবায় ভিত্তিতে শিল্পীদের সংগঠন; এবং

(৫) বিভিন্ন শিল্পে উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি।

(গ) এ-বিষয়ে কোনও নির্ভরযোগ্য তালিকা সরকারের নিকট নাই।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Service conditions of the West Bengal Fire Service personnel

***53. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether fire service personnel in the State are enjoying the same benefit in regard to service conditions, hours of work and pay scales as those of others in Government service;

(*b*) if not, what steps Government propose to take to bring the service conditions of fire service personnel at par with those of other Government employees;

(*c*) if it is a fact that the fire service personnel submitted a memorandum to Government detailing their grievances and praying for improved pay scales;

(*d*) if so, what action Government have taken on that; and

(*e*) whether Government consider the desirability of improving their pay scales?

Minister-in-charge of the Local Self-Government Department (the Hon'ble Iswar Das Jalan: (*a*) Yes, subject to variations according to the nature of duties and responsibilities attached to, and the qualifications required for, different ranks in the fire service.

(*b*) Does not arise.

(*c*) Yes.

(*d*) The pay scales of some of the ranks have been improved and proposals for allowing certain other benefits are under examination.

(*e*) No.

Sj. Ganesh Ghosh: With reference to your answers (*d*) and (*e*) do you find any contradiction between them? In Answer (*d*) the Minister says that these are under examination, and in answer (*e*) the Minister again says "No". I want to know why this contradiction?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So far as the pay-scales are concerned, the pay-scale has been improved with regard to some of them. Your question was whether Government consider the desirability of improving their pay-scales? To that my answer was "No". We have already done that, but with regard to other benefits—benefits other than pay-scales—these matters are under examination.

Sj. Ganesh Ghosh: The ex-Director of the Fire Service one R. C. Scott made some suggestions to your department for improving the pay-scales of the firemen, leaders and the drivers. Has the Government implemented those suggestions?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Well, various suggestions have been made from time to time by the personnel of the fire services and these matters have been considered and after consideration whatever scales had to be improved have been done.

Sj. Ganesh Ghosh: About three years ago the Chief Minister was approached by the Fire Service personnel, and the Chief Minister promised them that the suggestions made by the ex-Director would be implemented. Has that been done or considered?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I am not aware of any such promise *being made.*

Sj. Ganesh Ghosh: Has the pay-scale of firemen been increased in the recent consideration of Government?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: If you want to ask about a particular case, then you should give me notice about that. But I am giving you some information which I possess now. With regard to several categories of fire personnel from time to time increments have taken place. I am not in a position just now to say with regard to which class of personnel, how much was increased and when was it increased. If you want details with regard to any particular class of people, please give me notice and I will supply you with the details.

Sj. Ganesh Ghosh: With regard to other amenities has the demand of the fire service personnel for weekly Sunday holiday been implemented?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I find that there are many demands made by these people. A summary has been given to me, but I do not find that point which you have mentioned included in that. If you give me notice, I can give you the details.

Sj. Ganesh Ghosh: Has any step been taken to bring the working period of the fire service personnel to eight hours?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There are different hours of work with regard to different classes of personnel.

Sj. Ganesh Ghosh: Within the fire service?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes; that depends upon the nature of the duties they have to perform. Therefore, there cannot be one uniform basis for all of them.

Sj. Ganesh Ghosh: Is there any provision for giving them extra wages, overtime wages if they work more than eight hours?

Mr. Speaker: You are making it very exhaustive. You are putting too many questions. Why don't you send separate questions? You cannot expect every detail from the Minister off-hand.

Sj. Ganesh Ghosh: He has not given answer to my question.

Mr. Speaker: You have put at least twelve questions.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So many representations have been made from time to time on one basis or another by the fire service personnel during the last two years and so many times has it been considered and also so many times this question of their position has been put in this House that it is very difficult to find out the exact answer to an exact demand. There may be twenty demands. I have got a list of twenty or twenty-five demands with me. It is not possible for me to give answer just now. If you want a specific reply to a particular point, you must give me notice.

Sj. Ganesh Ghosh: Can you give me an idea in general of the improvement done by Government to bring the service conditions of the workers of the Fire Service Department at par with other Departments of the Government?

Mr. Speaker: That has been answered. Will you please sit down? You have put enough supplementaries.

Sj. Ganesh Ghosh: Will you give me a hearing?

Mr. Speaker: You have been putting supplementaries for ten minutes on one question.

Sj. Ganesh Ghosh: Not ten minutes, but seven minutes.

Mr. Speaker: This has been answered.

Sj. Ganesh Ghosh: We never got any chance to discuss fire service.

Mr. Speaker: I am not going to give you any chance to discuss it. You can put your supplementaries properly. I have already given you eight minutes.

Sj. Ganesh Ghosh: If necessary I will take more time.

Mr. Speaker: Certainly not. This it not the practice in putting supplementaries. I have got to consider whether sufficient information has been given.

Sj. Ganesh Ghosh: If I am not consistent, you can rule me out.

Mr. Speaker: You must disabuse yourself of the elementary idea of going on indefinitely putting supplementaries.

Sj. Ganesh Ghosh: If I am not inconsistent, certainly I can go on putting supplementaries.

Mr. Speaker: You cannot.

Sj. Ganesh Ghosh: Certainly I shall put my supplementaries. You may rule me out if I am inconsistent.

Mr. Speaker: I have ruled you out. Put a separate supplementary question. You must obey my orders.

Sj. Ganesh Ghosh: If your orders be inconsistent I shall certainly not obey them.

Mr. Speaker: I have got to take action if you say "I would not obey your orders".

Sj. Ganesh Ghosh: Of course I did not say that. I said if the orders are inconsistent I will not obey. Orders must be consistent with the procedure and rules.

Mr. Speaker: You cannot decide whether my order is consistent or not.

Sj. Ganesh Ghosh: My decision is with me.

Mr. Speaker: Certainly not, Mr. Ghosh.

Sj. Ganesh Ghosh: How many memoranda did the Minister receive from the fire service personnel?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I think during my regime, within three years, I must have received four or five, and the Chief Minister may have received one or two. There were innumerable demands and the more we have conceded, the more demands they have put in. If you want any particular information, please put to me in writing and I shall supply you with that information.

Sj. Jyoti Basu: In the memorandum which is a memorandum referred to in this reply did Mr. Sott's suggestions appear?

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We are not bound to disclose what our officers had suggested and what they did not suggest.

Sj. Jyoti Basu: In reply to another question by Sj. Ganesh Ghosh he said many suggestions were there including that of Mr. Scott's. In the memorandum to Government were these suggestions included?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So far as the Firemen personnel are concerned they made their representation to Government. Whatever suggestions have to be made by the Director of Fire Services are made to the Government. I am not bound to say as to which officer made recommendations on a particular item.

Sj. Jyoti Basu: But what about the personnel referred to in Mr. Scott's suggestions in this memorandum?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Sj. Ganesh Ghosh: You say that pay-scales have been improved. What are those scales?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Drivers—Their scale of pay of Rs. 75—3—105 has been increased by giving them a special pay at 10 per cent. of their basic pay with effect from 1st August, 1953.

Firemen—Their scale of pay was revised from Rs. 40—1—60 to Rs. 40—2—60—1—70 with effect from 18th April, 1950.

The scale of pay of Fitters and Turners, Grade II, Automobile Electrician, Grade II, General Smiths, Painters and Sign-writers, Radiators and Steel-Metal Workers, Carpenters and Joiners and Welders was raised from Rs. 50—2—60—3—75 to Rs. 60—3—90 with effect from 27th February, 1953. Some posts, viz., Mechanics, Grade I, Fitter and Turner, Grade I, and Automobile Electrician, Grade I, have been created for senior men with a higher scale of pay, viz., Rs. 75—3—105 from 27th February, 1953. These are the information which I possess.

Sj. Ambica Chakrabarty: How many hours of work they have got to perform?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have already stated that it differs from one class of personnel to another.

Filling up of the post of Deputy Director of Fire Services, West Bengal

***54. Dr. Kanailal Bhattacharya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether after the retirement of Mr. Scott from the post of the Director and appointment of Mr. Gogerly, the then Deputy Director, to the post of the Director, the post of the Deputy Director had been advertised by the Public Service Commission;

(*b*) if so, what were the qualifications for the post asked for in the advertisement;

(*c*) whether the post has been filled up; and

(*d*) if it has been, has it been filled up on the recommendation of the Public Service Commission?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: *(a)*, *(c)* and *(d)* Yes.

(b) A statement of the qualifications for the post as advertised is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 54

(i) Citizenship of India as defined in Part II of the Constitution.

(ii) Associate Membership of the Institute of Fire Engineers, London, relaxable for an otherwise well qualified candidate.

(iii) Ten years' service in a properly organised fire brigade and experience in senior rank, i.e., Divisional Officer or above.

(iv) Organising ability and capacity for training up subordinates.

(v) A certificate in first aid from St. John Ambulance Association and ability to instruct in first aid.

(vi) A certificate of competence in Wearing and Instruction of Breathing Apparatus.

(vii) Thorough knowledge of fire appliances, their uses and drills appertaining thereto.

(viii) Thorough knowledge of electricity with special reference to fire risks appertaining thereto, both from power plants and distribution.

(ix) Thorough knowledge of gas undertaking and fire in relation thereto.

(x) Thorough knowledge of protection including knowledge of fire resistance of building materials and structures, knowledge of relevant acts appertaining thereto and knowledge of first aid appliances for internal fire protection including sprinklers and other devices.

(xi) Thorough knowledge of hydrants and open water supplies in connection with fire fighting and elements of hydraulics.

(xii) Wide administrative and operational experience of a command embodying several stations, qualities of leadership and ability to undertake all duties assigned to subordinates.

(xiii) Intermediate examination certificate of a recognised University, relaxable in exceptional circumstances.

(xiv) A motor driving license and competency in driving at least light motor vehicles.

(xv) Age between 25 and 40 years on 1st September, 1953, relaxable for exceptionally qualified candidate. The age limits are not applicable for a person serving in the West Bengal Fire Services.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Who has been appointed in the post of Deputy Director? Will you please give his name?

Mr. Speaker: Does that question arise out of this question? It is an entirely different question.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার যে সাপ্লিমেন্টারী এর জবাব পেলে ফারদার সাপ্লিমেন্টারীজ করতে পারব, because there are qualifications—how can I ask the supplementaries?

Sj. Iswar Das Jalan: I cannot give you more information than what I have already said.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বলেছেন

in the statement it is said that the qualification should be an Associate Membership of the Institute of Fire Engineers, London. Is he a member of that?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notce.

Mr. Speaker: This is an appointment made by the Public Service Commission.

Filling up of the post of Director of Fire Services, West Bengal

***55. Dr. Kanailal Bhattacharya:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) when the post of the Director of Fire Services, West Bengal, was last filled in;

(*b*) if the post was advertised; and

(*c*) if not, how it has been filled in?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: (*a*) On 27th February, 1953.

(*b*) Yes.

(*c*) Does not arise.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

পোষ্টটি কি পি, এস, সি এ্যাডভারটাইজ করেছিল?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: This post was filled by the Public Service Commission.

Orissa Coast Canal, Contai, Midnapore

***56. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেল খননের জন্য এই বৎসর কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল;

(খ) কোন্ তারিখে ঐ ক্যানেল বন্ধের নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল এবং কোন্ তারিখে ঐ ক্যানেল খুলিবার নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল;

(গ) মোট কত টাকার মাটি কাটা হইয়াছিল;

(ঘ) মাটি-কাটা কাজের আদেশ কবে দেওয়া হইয়াছিল এবং মাটি-কাটার কাজ কবে শেষ হইয়াছে;

(ঙ) উক্ত কাজের কন্ট্রাক্টার কে কে ছিল;

(চ) প্রত্যেক কন্ট্রাক্টারকে কত টাকার কাজ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে জামিন টাকা কত লওয়া হইয়াছিল;

(ছ) উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেলের মশাগাঁ হইতে কাঁথি পর্য্যন্ত ক্যানেল খননের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল এবং কত টাকা খরচ হইয়াছে; এবং

(জ) উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেল এবং মশাগাঁ হইতে কাঁথি পর্য্যন্ত ক্যানেল ব্যবসায়ের মাল ও যাত্রীদের ইত্যাদি যাতায়াতের প্রধান পথ কিনা?

Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে ১,০০,০০০ টাকার (লক, স্লুইস ইত্যাদি মেরামত খরচ সমেত) বরাদ্দ হইয়াছিল।

(খ) ২০।২।৫৪ তারিখে উক্ত ক্যানেল বন্ধের এবং ২১।৬।৫৪ তারিখ হইতে খুলিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) ২৩।১।৫৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬৯,৯৮৭ টাকার মাটি কাটা হইয়াছে। ভাইটগড়ে ২৯১/৪ মাইল হইতে মশাগাঁয়ে ৪০ মাইল পর্যন্ত, মশাগাঁয়ে ৪০ মাইল হইতে উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেলের ৩য় রেঞ্জে উরাবলীতে ৫৬ মাইল পর্যন্ত এবং কাঁথি নালার ৪০ মাইল হইতে ৪৬১/৪ মাইল পর্যন্ত মাটি কাটা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানের মাটি-কাটার খরচ পৃথক্‌ভাবে রাখা হয় নাই বলিয়া খরচের হিসাব পৃথক্‌ভাবে দেওয়া সম্ভব নহে।

(ঘ) কাঁথি সেক্সনের জন্য ২৬।৩।৫৪ তারিখে ও ভাইটগড় সেক্সনের জন্য ২৫।৩।৫৪ তারিখে মাটি-কাটা কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং যথাক্রমে ৫।৬।৫৪ ও ২০।৬।৫৪ তারিখে কাজ শেষ হয়।

(ঙ) কাঁথি সেক্সনের জন্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক এবং ভাইটগড় সেক্সনের জন্য শ্রীরাখালচন্দ্র হাজরা।

(চ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিককে ৫২,৫০০ টাকার ও শ্রীরাখালচন্দ্র হাজরাকে ২৩,৫০০ টাকার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। উভয়ের নিকট হইতে যথাক্রমে ৫,৩০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা জামিন স্বরূপ লওয়া হইয়াছিল।

(ছ) মশাগাঁ হইতে কাঁথি পর্যন্ত খাল সংস্কারের জন্য কোন বরাদ্দ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্ধারিত ছিল না। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত ১,০০,০০০ টাকা বরাদ্দের মধ্যেই এই কাজের ব্যয়বরাদ্দ ছিল। এই কাজের জন্য মোট ৩২,৫০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

(জ) হ্যাঁ; ইহা উল্লেখযোগ্য জলপথ।

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই খাল কাটার টাকা জলে গেছে——

Mr. Speaker: Supplementaries are meant for eliciting information and not for confirmation.

Sj. Sudhir Chandra Das:

কিন্তু টাকাটা জলে গেছে। যাই হোক, আমার জিজ্ঞাস্য (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন ২৬এ মার্চ্চ ১৯৫৪ তারিখে মাটি কাটা কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; ২০এ জুন ১৯৫৪তে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে; অথচ (গ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৫ পর্য্যন্ত মোট ৬৯,৯৮৭ টাকার মাটি কাটা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারিখটা কি ভুল হ'ল না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এই তো বলা হয়েছে মাটি কাটা কাজের আদেশ হয়েছিল ২৬শে মার্চ্চ ১৯৫৪তে, কাজ শেষ হয়েছিল ২০শে জুন ১৯৫৪। আপনি যে এলাকার কথা বলেছেন সেই এলাকার কাজের হিসাব ওখানে দিয়েছি, তারপরে বর্ষার সময় বাঁধের উপরে কাজ হয়েছে, সেজন্য একেবারে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৫ পর্য্যন্ত কত টাকার কাজ হয়েছিল সে হিসাবও দিয়ে দিয়েছি।

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই যে ৬৯ হাজার টাকার মাটি কাটার কাজ শেষ করতে তিন মাস লাগল—এত দেরী কেন হ'ল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এটা দেরী বলে মনে করি না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই যে (ছ) প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মশাগাঁ হইতে কাঁথি পর্যন্ত খাল সংস্কারের জন্য মোট ৩২,৫০০ টাকা খরচ হয়েছে, এবছর কি সেই খালের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ হয়েছে?

Mr. Speaker: That does not arise out of this.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

এই ক্যানালের সংগে উড়িষ্যার কোন ক্যানালের সংযোগ আছে কি?

Mr. Speaker: That does not arise out of this.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন লক্ সুইস্ সমেত ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমি জানতে চাই এই এক লক্ষ টাকার মধ্যে মাটি কাটার কাজে কত খরচ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেটা তো ওর মধ্যে যোগ দেওয়া আছে, হিসাব করে বের করে নিতেই তো পারেন।

Protection of Dhulian town against erosion of the Ganga

***57. Ajit Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

পদ্মার ভাঙ্গন হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান শহরকে রক্ষা করার জন্য সরকার কিরূপ স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সরকার স্থায়ী ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনাগ্রহণ করেন নাই।

Floods of Keleghai river in Midnapore district

***58. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় কেলেঘাই নদীর বন্যায় প্রায় প্রতিবৎসর ফসলহানি হইয়া থাকে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক বলিবেন কি—

(১) উক্ত বন্যা-প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা, এবং

(২) হইয়া থাকিলে, তাহা কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) না।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker: Questions 59 to 63 are held over. The Minister-in-charge is not here.

Bargadars of Sunderban areas

***64. Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** (*a*) Will the Honble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state if it is a fact that a large number of petitions for eviction of bargadars of Sunderban areas have been filed by the zamindars since the passing of the West Bengal Estates Acquisition Act in various Bhagchas Boards in Sandeshkhali, Hasnabad and Canning police-stations of 24-Parganas?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of such petitions filed by the zamindars in those police-stations since the passing of the said Act; and

(*ii*) what steps, if any, Government have taken or propose to take to stop eviction?

Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department (the Hon'ble Satyendra Kumar Basu: (*a*) Petitions were filed.

(*b*)(*i*) Sandeshkhali police-station	...	...	2,210
Hasnabad police-station	...	...	136
Canning police-station	...	...	783

(*ii*) The West Bengal Bargadars Act, 1950, has been amended to provide *inter alia* for restoration of cultivation of land to bargadars who were evicted without orders of Bhagchas Boards and Tribunals have been set up to try such cases.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় (বি)(আই)তে বলেছেন, সন্দেশখালি থানায় ২,২১০ খানা দরখাস্ত পড়েছে; আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এর মধ্যে কতখানা ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন আছে?

Mr. Speaker:

এখানে তো ট্রাইব্যুনালের প্রশ্ন নাই, উনি কি করে বলবেন কতখানা?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

কথা হচ্ছে এই ট্রাইব্যুনাল সেখানে কাজ করছে কি না, কতগুলো দরখাস্ত তাঁরা বিচার করেছেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: All the 2,210 cases have been disposed of.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি এখনো এক হাজারের মত দরখাস্ত পড়ে আছে এই ট্রাইব্যুনালের কাছে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: The answer is in the negative.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

উনি যে হিসাব দিয়েছেন, তা ছাড়া আরও অনেক দরখাস্ত বিভিন্ন বোর্ডের কাছে পড়ে আছে কি না?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

হয় ত সেটা এই পিরিয়ডের পরে হতে পারে, সেটা আমি বলতে পারবো না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এ সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি আরও দরখাস্ত পেণ্ডিং হয়ে পড়ে আছে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

তা হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ইতিমধ্যে চাষের কাজ সেখানে সুরু হয়েছে?

Mr. Speaker:

এতে চাষের কাজের প্রশ্ন কেন? বরং বলুন—

What steps have Government taken to stop eviction.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই এভিক্‌শন ষ্টপ করা সম্বন্ধে যারা দরখাস্ত করেছে তারা সবাই চাষী, এটা জানেন কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

হ্যাঁ, জানি বৈকি!

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি ইল্লিগ্যাল এভিক্‌শন সম্বন্ধে যেগুলি অনুসন্ধান করবেন বলেছেন, সেগুলিই কি এ-বছর এফেক্ট দেওয়া হবে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: My friend's questions are raised not with reference to cases under the amendment of the *Bargadars* Act. His questions are regarding petitions for eviction of *bargadars*,—that is to say, they refer to petitions by *jotedars* for eviction of *bargadars*.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যেসমস্ত পিটিশন জোতদাররা করেছেন এভিক্‌শনের জন্য, যার ফিগার এখানে দিয়েছেন তা ছাড়াও যতগুলি দরখাস্ত এভিক্‌শন-এর জন্য করা হয়েছে, তার বিচার হবার আগেই এভিক্‌শন করা হচ্ছে, সেটা কি মন্ত্রীমহাশয় জানেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

এই বর্গাদার এ্যাক্টে আছে বোর্ডের বিচার হ'লেই তাতে জমির দখল দেওয়া যায় না বৈশাখের আগে। অর্ডার হ'লে পর আসছে বৈশাখে জোতদাররা জমিতে দখল পেতে পারেন, তার আগে নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই এভিক্‌শন অর্ডার যদি ইল্লিগ্যাল হয়, তাহ'লে পর ঐ জমির ফসল কি তারা পাবে?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি বলছি, যে-সমস্ত জমিতে জোতদাররা বর্গাদারদের উচ্ছেদ করবার জন্য দরখাস্ত করেছেন সেই জমিতে ভাগচাষীর পক্ষে রায় হ'লে, জমির ফসল ভাগচাষী পাবে কি না?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: A *jotedar* makes an application for eviction of the *bargadar* where the *bargadar* is actually in possession and in such a case if an order is made allowing the *jotedar's* application that order is executed only at the end of the year.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

অনেক জায়গায় ভাগচাষ বোর্ডের কাজ বন্ধ আছে, অথচ তার কন্টিনজেন্সি—

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Recording of rights of tenants under "Sanja" system of tenancy in the district of Midnapore

***65. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সাঁজা প্রথা চালু আছে,

(২) ভাগচাষ বোর্ডে জমির মালিকেরা মৌখিক সাঁজা প্রজাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতেছে এবং ভাগচাষ বোর্ড ঐসকল প্রজাদের ভাগচাষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন, এবং

(৩) পূর্বে Settlement Record-এর সময় সরকার তদন্ত করিয়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় মৌখিক সাঁজা প্রজাদের record সাঁজা প্রজা হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সাঁজা প্রথা সম্বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিয়া মৌখিক সাঁজা প্রজাদের record সাঁজা প্রজা হিসাবে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা সরকার বিবেচনা করেন কিনা, এবং

(২) যদি করিয়া থাকেন, যে-সকল সাঁজা স্বত্ব ভাগচাষ বোর্ড ভাগচাষী স্বত্ব বলিয়া রায় দিয়াছেন তাহা নাকচ করিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

(ক)(১) হ্যাঁ।

(২) বোর্ড উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া তাঁহাদের বিচার্য মামলারই বিচার করিয়া থাকেন।

(৩) সরকার অবগত নহেন।

(খ)(১) যাঁহারা মৌখিক সাঁজা প্রজা দাবী করেন তাঁহারা প্রমাণ দিলে তাঁহাদের প্রজা বলিয়া রেকর্ড করা হয়।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

বোর্ড যেগুলি সাঁজা ব'লে প্রমাণ করলো, তার বিচার করবার সময় রসিদ দাবী করা হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: If sufficient oral evidence is given, then "sanja" tenant is recorded as in the case of other tenants who pay in cash.

Measures against forcible eviction of Bargadars in Jaynagar and other police-stations of Diamond Harbour subdivision

***66. Sj. Subodh Banerjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) if any applications have been made to the police-stations of Jaynagar, Mathurapur, Magrahat and Mandir Bazar and the Subdivisional Officer by the bargadars complaining of the forcible eviction from land by the owners of lands;

(*b*) if so, the number of such applications and the steps taken by the police and the Subdivisional Officer; and

(*c*) the number of incidents between bargadars and land owners in those police-stations where actual breach of peace occurred?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: (*a*) Yes.

(*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) No report in respect of any actual breach of peace has been received.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 66

(*i*) Number of applications made up to the 31st December, 1954, to the police-stations of—

Jaynagar	...	..	...	...	61
Mathurapur	...	...	..	...	27
Magrahat	..	...	...	...	1
Mandir Bazar	...	..	...	...	5
Diamond Harbour	..	...	...	...	5

and to the Subdivisional Officer, Diamond Harbour—2,448.

(*ii*) Steps taken by the police and the Subdivisional Officer—

Immediate steps were taken to enquire into the petitions and where the allegations were found to be *prima facie* correct, proper action under the West Bengal Bargadars Act was taken. In addition to taking action as above, in 286 cases orders were passed directing the jotedars not to enter upon the land or disturb cultivation of the bhag land by bargadars. Drastic action in the form of issuing warrants of arrest against jotedars was also taken in 367 cases to prevent any unauthorised eviction by jotedars. Prompt action was taken in all the cases to safeguard the interests of the bargadars.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে—

in 286 cases orders were passed directing the *jotedars* not to enter upon the land or disturb cultivation of the *bhag* land by *bargadars*

এই সম্পর্কে তিনি বলবেন কি কতজন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: I can give you full information. 2,547 cases were filed altogether. Action was taken on these applications. 2,509 petitions were sent for enquiry and report. In 38 cases cognizance was taken by the officer-in-charge of the police-station. 1,190 cases were disposed of by amicable settlement before enquiring officers. In 286 cases landlords were prevented from interfering with the possession of bhagchasis under section 144.

On petitions filed by both parties 348 cases were dismissed on the facts which were before the Court.

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি তিনি এমন কোন পিটিশন পেয়েছেন যেখানে এনকোয়ারিং অফিসার বর্গাদারদের উপর ফোর্স করছেন জোতদারদের দাবী মেনে নেবার জন্য?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

আমার মনে পড়ে না—বোধ হয় পাই নি।

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় কি মথুরাপুর থানায় ৯ নম্বর ইউনিয়নের এমন কোন পিটিশন পেয়েছেন, যেখানে মন্ত্রীমহাশয় প্রপার এ্যাক্সন নেওয়া হবে ব'লে বলেছিলেন?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

তা হতে পারে—স্মরণ নাই।

Representations from the Kisan Sabha in respect of the working of Bhagchas Conciliation Boards

***67. Sj. Ajit Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government have received complaints from the representatives of the Kisan Sabha about the irregularities in the functioning of Bhagchas Boards in some districts of West Bengal;

(*b*) if so, how many such complaints were received from each district, thana by thana; and

(*c*) what action has been taken by the Government on such complaints?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: (*a*) Yes.

(*b*) Seventeen complaints were received up to the 31st December, 1954, as detailed below—

(*i*) Calcutta	12
(*ii*) West Dinajpur	1
(*iii*) Midnapore—	
(1) Nandigram police-station	1
(2) Contai police-station	1
(*iv*) Malda—Gajole police-station	1
(*v*) Howrah—Bagnan police-station	1

(*c*) The complaints were duly enquired into and remedial action taken, where necessary.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে সময় এই প্রশ্নটা করা হয় সে সময় অনেক ভাগচাষের কাজ বন্ধ ছিল?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

না।

Sj. Ajit Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ভাগচাষ বোর্ডের কাজ ঠিকমত হচ্ছে না?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

জানি না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি কলকাতার কোথায় এই ভাগচাষ বোর্ডের কাজ হয়?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

কলকাতায় ভাগচাষ বোর্ডের কাজের কথা ওঠে না।

Representations were received from this particular *Sabha*.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

ভাগচাষ বোর্ডে বিচার হবার পর ৩।৪ মাসেও রায় দেওয়া হয় না—এ খবর জানেন কি?

Mr. Speaker: Judicial procedure cannot be a subject-matter here.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে—ভাগচাষ বোর্ডের বিচার হয়ে গেলে তারপর ৩।৪ মাসের মধ্যেও তার রায় দেওয়া হয় না—এ-কথা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে অভিযোগগুলি করা হয়েছিল এগুলির তদন্ত করেছেন কারা?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

আমাদের অফিসাররা।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তদন্ত করবার সময় যারা অভিযোগ করেছিল তাদের ডাকা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—বলতে পারব না।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যে-সমস্ত চাষী সেই অভিযোগ করেছিল তাদের ডেকে নেওয়া হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

বলতে পারব না।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি মাইনে পান ত?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

হাঁ, তা পাই বই কি? [হাস্য।]

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তদন্তটা কিভাবে হয়েছিল বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Exactly as I had expected.

310 Bhag Chas Conciliation Boards have so far been established in different districts under the Act.

The main provision of the Bargadars Act, 1950 and its subsequent amendments were circulated in rural areas in 1950, 1953 and 1954.

A pamphlet entitled "Bhag Chas" in Bengali containing the main provisions of the West Bengal Bargadars Act, 1950, as amended by the West Bengal Bargadars (Amendment) Act, 1953, was published by Government in 1953 and copies thereof were widely distributed among the rural people in each district through the Publicity Officers, Presidents of Union Boards, prominent persons, etc. In some districts copies of the pamphlet were distributed to public welfare organisations like clubs and libraries, social education centres, and Bar Associations for making the provisions of the Act known to the general public. Contents of the provisions of the Act were also discussed by the Publicity Officers in group meetings. The Subdivisional Officers, Circle Officers and other touring officers also explained the provisions of the Act to the

people on suitable occasions while on tour. After the promulgation of the West Bengal Bargadars (Amendment) Ordinance, 1954, another pamphlet in Bengali containing the provisions of the Ordinance was published by Government and copies thereof were distributed among the rural people in a like manner.

Clerks and peons have been sanctoned for the Bhag Chas Conciliation Boards where cases have been filed in large numbers. In other Boards, honoraria are being given to all clerks who have been deputed to do the work of Boards in addition to their own duties.

Necessary funds for meeting charges on account of contingencies, purchase of furniture, etc., have been placed with the Boards where necessary.

Instructions have been issued to the Boards and the Appellate Officers and the Subdivisional Magistrates to dispose of the cases particularly those relating to the fixation of the place of thrashing, the place of stacking and the place of delivery of the produce as quickly as possible and particularly within the statutory time-limts, and in cases where there might be delay in settlement of disputes for any unavoidable reasons, to allow, pending final decision, the owners and the *bargadars* to take one-third share of the produce after deduction of the seeds supplied and to apportion the remaining one-third according to the final decision arrived at by the Boards and the Appellate Officers.

Instructions have been issued to all District Officers to see that persons recommended for appointment as members of Bhag Chas Conciliation Boards should represent the two categories of persons interested in the land.

Three Special Officers have been appointed for supervising the work of the Boards throughout the State as also for giving necessary guidance to them.

Government amended the West Bengal Bargadars Act, 1950, to stop forcible eviction of *bargadars* by the owners from the lands cultivated by them.

Instructions were issued to the Subdivisional Magistrates to dispose of the cases filed under section 12A of the West Bengal Bargadars Act, 1950, as amended by the West Bengal Bargadars (Amendment) Act, 1954, as quickly as possible. Besides, in order to expedite disposal of cases, Government promulgated the West Bengal Bargadars (Second Amendment) Ordinance, 1954, which empowered the Subdivisional Magstrates to transfer cases under sub-secton (1) of secton 12A to other officers subordinate to them. For this purpose, the Subdiivsional Magistrates were also instructed to hold mobile courts in moffussil areas, if possible. The provisions of both the Ordinances were enacted into law by the West Bengal Bargadars (Amendment) Act, 1954, in the last sesson of the Legislature.

A Circular has been issued to all District Officers to take penal action under section 14 of the Act against persons not complying with the awards or orders of Boards.

In order to expedite disposal of cases, rule 8(1) of the West Bengal Bargadars Rules, 1950, has been amended so that the quorum necessary for a meeting of a Board for the transaction of business can be constituted by two members including the Chairman.

Sj. Jyoti Basu: Sir, on a point of order.

Mr. Speaker: I think the members are satisfied with the Minister's answer.

Sj. Jyoti Basu: Sir, on a point of order. On various occasions in the past you have suggested that many questions from this side are irrelevent. What about this reply? Have you heard what he has read?

Mr. Speaker: Certainly you can take advatage of a solitary instance—it is too long.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: Sir,

আমি যে প্রশ্নটা করেছি তার জবাব পাই নাই।

Mr. Speaker:

এতক্ষণ ধ'রে ত উনি পড়লেন, আপনি শোনেন নি? এটা জেরার জায়গা নয়, বিবরণ জানার জন্য সাপ্লিমেণ্টারি প্রশ্ন করতে পারেন মাত্র।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

আমার জিজ্ঞাস্য ছিল তদন্তে কি কি এ্যাকশন নেওয়া ছিল তার স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্স।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

যা পড়লাম ঐসব এ্যাকশন নেওয়া হয়েছিল যদি বলেন আবার পড়তে পারি।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

নন্দীগ্রাম, ওয়েষ্ট দিনাজপুর, মালদহ, ও কণ্টাইতে এ-সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে ঐসব স্পেসিফিক ভাগচাষ বোর্ড সম্বন্ধে কি এ্যাকশন নেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

যা ব'লে গেলাম সেইসব এ্যাকশন নেওয়া হয়েছিল।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই জিনিষটা মন্ত্রীমহাশয় ক' বছর ধ'রে পড়ছেন?

Mr. Speaker: That is not a supplementary.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Purchase of stores for West Bengal Fire Services

29. Sj. Canesh Ghosh: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that goods worth Rs.15 lakhs were purchased from a British firm for the Fire Services Department;

(*ii*) that the goods are lying in the godown as being found unsuitable; and

(*iii*) that the officer of fire services who was in charge of the said purchase subsequently left the Department and joined the British firm?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action has been taken by Government in the matter?

Minister-in-charge of the Local Self-Government Department (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) (*i*) Goods worth only Rs. 4,80,458 were purchased from Messrs. Peninsular Motor Corporation, Ltd., of 19, Convent Road, Calcutta.

(*ii*) and (*iii*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh: With regard to answer (*a*), when were these purchases made?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: About three years back.

Sj. Ganesh Ghosh: Who was the officer under whose instructions these purchases were made?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Mr. Scott, Director of Fire Services.

Sj. Ganesh Ghosh: Where is Mr. Scott today?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: He is in Minimax Company.

Sj. Ganesh Ghosh: Is the Minimax Company the firm from whom these purchases were made?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The purchases were made from the Peninsular Motor Corporation.

Sj. Ganesh Ghosh: Did the Minister make an enquiry after receipt of this question as to how much of this stock is usable in the Fire Services?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes. So far as the purchases from this Peninsular Motor Corporation are concerned, there is no difficulty whatsoever. We purchased sixteen chassis from this company. The difficulty arose from the person to whom the building of the body on these chassis was given. Therefore your information may be with regard to the building of the bodies, not with regard to the contract with the Peninsular Motor Corporation.

Sj. Ganesh Ghosh: To whom was the task of building the bodies given?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: To the firm called Hind Carpentry Works.

Sj. Ganesh Ghosh: Under whose recommendation was the task given to that firm?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I think in all these matters the Director of Fire Services gives the recommendation.

Sj. Kanai Lal Bhowmick: At the time Mr. Scott was the Director?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Cases filed before the Subdivisional Officer, Tamluk, under West Bengal Bargadars (Amendment) Ordinance, 1954

31. Sj. Sudhir Chandra Das: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ভাগচাষ অর্ডিন্যান্স (৯ই জুন, ১৯৫৪ সাল) জারী হইবার পর কাঁথি মহকুমা শাসকের নিকট উক্ত ভাগচাষ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ভাগচাষীগণ কতগুলি কেস দায়ের করিয়াছেন;

(খ) ঐ কেসগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ তারিখে কতগুলি দায়ের হইয়াছে;

(গ) ঐ কেসগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ তারিখে কতগুলির বিচার আরম্ভ হইয়াছে;

(ঘ) ঐ কেসগুলির মধ্যে কতগুলির এখনও বিচার আরম্ভ হয় নাই এবং কতগুলির বিচার শেষ হওয়ার পর এখনও রায় দেওয়া হয় নাই;

(ঙ) ঐ কেসগুলির মধ্যে যেগুলির রায় হইয়াছে তাহা কতগুলি কেসে ভাগচাষীদের পক্ষে রায় হইয়াছে; এবং

(চ) উক্ত কেসগুলির বাবদ মোট কত টাকার কোর্ট-ফি আদায় হইয়াছে?

Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department (the Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

(ক) ৩৯৭টি।

(খ) ও (গ) তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(ঘ) সবগুলি কেসেরই বিচার এবং রায় দেওয়া শেষ হইয়াছে।

(ঙ) ১৪৯টি।

(চ) ১৫৯৲ টাকা।

List referred to in reply to clauses (খ) and (গ) of unstarred question No. 31

কোন্ তারিখে কত কেস দায়ের হইয়াছে

১৯-৬-৫৪	..	১০টি	২৩-৮-৫৪	..	৪টি
২১-৬-৫৪	..	১৫টি	২৪-৮-৫৪	..	৫টি
২২-৬-৫৪	..	৬টি	২৬-৮-৫৪	..	১০টি
২৩-৬-৫৪	..	৬টি	২৮-৮-৫৪	..	১৫টি
২৪-৬-৫৪	..	২টি	১-৯-৫৪	..	৫টি
২৬-৬-৫৪	..	২১টি	২-৯-৫৪	..	৩টি
২৯-৬-৫৪	..	১০টি	৪-৯-৫৪	..	২টি
১-৭-৫৪	..	২৩টি	৬-৯-৫৪	..	৪টি
৩-৭-৫৪	..	২টি	৮-৯-৫৪	..	২টি
৫-৭-৫৪	..	১৯টি	১০-৯-৫৪	..	১টি
৬-৭-৫৪	..	২টি	১৩-৯-৫৪	..	৬টি
৮-৭-৫৪	..	৫টি	১৪-৯-৫৪	..	৬টি
৯-৭-৫৪	..	১৭টি	১৫-৯-৫৪	..	২টি
১২-৭-৫৪	..	২টি	২১-৯-৫৪	..	৪টি
১৩-৭-৫৪	..	৮টি	২৩-৯-৫৪	..	৪টি
১৫-৭-৫৪	..	৩টি	২৪-৯-৫৪	..	৫টি
১৬-৭-৫৪	..	২টি	২৭-৯-৫৪	..	৩টি
১৭-৭-৫৪	..	১৩টি	২৯-৯-৫৪	..	৩টি
২০-৭-৫৪	..	৬টি	১-১০-৫৪	..	৪টি
২১-৭-৫৪	..	৮টি	১৪-১০-৫৪	..	১টি
২২-৭-৫৪	..	৯টি	১৮-১০-৫৪	..	১টি
২৩-৭-৫৪	..	৩টি	২০-১০-৫৪	..	১টি
২৪-৭-৫৪	..	৩টি	২১-১০-৫৪	..	১টি
২৮-৭-৫৪	..	১১টি	২৬-১০-৫৪	..	১টি
২৯-৭-৫৪	..	৪টি	২৯-১০-৫৪	..	১টি
৩০-৭-৫৪	..	৮টি	৩০-১০-৫৪	..	১টি
৩১-৭-৫৪	..	৩টি	৪-১১-৫৪	..	১টি
২-৮-৫৪	..	৬টি	৬-১১-৫৪	..	২টি
৪-৮-৫৪	..	৪টি	১৭-১১-৫৪	..	১টি
৫-৮-৫৪	..	৫টি	২২-১১-৫৪	..	১টি
৭-৮-৫৪	..	১০টি	৩০-১১-৫৪	..	৩টি
১২-৮-৫৪	..	৯টি	২-১২-৫৪	..	১টি
১৩-৮-৫৪	..	৬টি	৪-১২-৫৪	..	১টি
১৪-৮-৫৪	..	৬টি	৯-১২-৫৪	..	১টি
১৭-৮-৫৪	..	৭টি	১৩-১২-৫৪	..	১টি
১৮-৮-৫৪	..	৮টি	১৬-১২-৫৪	..	১টি
১৯-৮-৫৪	..	১টি	৩০-১২-৫৪	..	৩টি
২০-৮-৫৪	..	৩টি			
			মোট	..	৩৯৭টি

কোন্ তারিখে কতগুলির বিচার আরম্ভ হইয়াছে

৯-৭-৫৪ ..	১৬টি	২৪-৮-৫৪ ..	৯টি
১৩-৭-৫৪ ..	১৫টি	২৭-৮-৫৪ ..	৮টি
১৯-৭-৫৪ ..	১৪টি	৩১-৮-৫৪ ..	৯টি
২১-৭-৫৪ ..	৮টি	৪-৯-৫৪ ..	৭টি
২৩-৭-৫৪ ..	১৯টি	৭-৯-৫৪ ..	১১টি
২৪-৭-৫৪ ..	১৮টি	১৪-৯-৫৪ ..	৮টি
২৬-৭-৫৪ ..	১৪টি	২১-৯-৫৪ ..	১৩টি
২৭-৭-৫৪ ..	১৯টি	২৪-৯-৫৪ ..	৮টি
৩০-৭-৫৪ ..	১৫টি	২৮-৯-৫৪ ..	৯টি
২-৮-৫৪ ..	৬টি	২১-১০-৫৪ ..	৯টি
৩-৮-৫৪ ..	১১টি	২২-১০-৫৪ ..	১১টি
৪-৮-৫৪ ..	৬টি	২-১১-৫৪ ..	৮টি
৫-৮-৫৪ ..	১৬টি	৬-১১-৫৪ ..	৮টি
৬-৮-৫৪ ..	১৫টি	২২-১১-৫৪ ..	৭টি
৯-৮-৫৪ ..	১০টি	২-১২-৫৪ ..	৬টি
১৪-৮-৫৪ ..	১০টি	৩-১২-৫৪ ..	১০টি
১৭-৮-৫৪ ..	১৩টি	৯-১২-৫৪ ..	৫টি
১৮-৮-৫৪ ..	৮টি	১৬-১২-৫৪ ..	৩টি
২০-৮-৫৪ ..	৫টি	৪-১-৫৫ ..	১০টি
		মোট ..	৩৯৭টি

Sj. Sudhir Chandra Das:

মন্ত্রীমহাশয় (ঙ) উত্তরে ভাগচাষীদের পক্ষে ১৪৯টি বলেছেন; কোন কেসে ভাগচাষীদের জবরদস্তী উচ্ছেদের দণ্ড হয়েছিল কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

জানি না।

Sj. Sudhir Chandra Das:

তাহ'লে কি জবরদস্তী উচ্ছেদের জন্য কারো বিরুদ্ধে কিছু করা হয় নাই?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

তা জানি না। এইটুকু জানি যে ১৪৯টা কেসে রেস্টোরেশন হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

বাংলাদেশের কোথায় এইসব জবরদস্তী উচ্ছেদ হয়েছে।

Mr. Speaker:

এটা কাঁথির কোশ্চেন, সমস্ত বাংলাদেশের নয়।

Sj. Sudhir Chandra Das:

তাহ'লে কি জবরদস্তীর জন্য কাউকে দণ্ড দেওয়া হয় নাই?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

আমি জানি না।

Ejectment of share-croppers (Bhagchasis) in Garbeta and Salbani police-stations

32. Sj. Saroj Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও শালবনী থানায় Estates Acquisition Bill (West Bengal) গৃহীত হওয়ার পর জোতদাররা ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে;

(খ) সত্য হইলে, তাহাদের সংখ্যা কত;

(গ) ইহা কি সত্য যে, উপরি-উক্ত অঞ্চলে এই বছর ঐ উচ্ছেদ করার ফলে বহু জমি পতিত পড়ে আছে;

(ঘ) সত্য হইলে, উচ্ছেদ বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(ঙ) থাকিলে, তাহা কি?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu:

(ক) এবং (খ) হ্যাঁ। গড়বেতা থানায়—১৭; শালবনী থানায়—১৭।

(গ) না।

(ঘ) এবং (ঙ) West Bengal Bargadars Act সংশোধিত করা হইয়াছে।

এই আইনানুযায়ী ঐ প্রত্যেকটি বর্গাদারকে চাষের অধিকার পুনরায় দেওয়া হইয়াছে।

Bhagchas Conciliation Boards in 24-Parganas

33. Sj. Provash Chandra Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether Bhagchas Conciliation Boards have been set up in all the police-stations of 24-Parganas district;

(*b*) if not, in how many police-stations Bhagchas Conciliation Boards have been set up and the names of those police-stations;

(*c*) the reasons as to why Boards have not yet been set up in all the police-stations;

(*d*) whether there are representatives of Bargadars in all the Bhagchas Conciliation Boards which have already been set up in consonance with section 6(2) of the West Bengal Bargadars Act, 1950; and

(*e*) if not, the reasons therefor?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: (*a*) No.

(*b*) 29 police-stations. A list is laid on the Table.

(*c*) Not considered necessary.

(*d*) Yes.

(*e*) Does not arise.

List referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 3

DIAMOND HARBOUR SUBDIVISION

(1) Kakdwip.
(2) Mathurapur.
(3) Kulpi.
(4) Diamond Harbour.
(5) Sagore.
(6) Magrahat.
(7) Falta.

BARASET SUBDIVISION

(8) Rajharhat.
(9) Baraset.
(10) Amdanga.
(11) Habra.
(12) Deganga.

BONGAON SUBDIVISION

(13) Bongaon.
(14) Gaighata.
(15) Bagdah.

BASIRHAT SUBDIVISION

(16) Hashnabad.
(17) Haroa.
(18) Sandeshkali.
(19) Baduria.
(20) Swarupnagar.
(21) Basirhat.

SADAR (24-PARGANAS) SUBDIVISION

(22) Canning.
(23) Sonarpur.
(24) Joynagar.
(25) Bhangore.
(26) Bishnupur.
(27) Budge Budge.
(28) Maheshtala.
(29) Baruipur.

Mr. Speaker: Questions over.

[3-40—3-50 p.m.]

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Messages intimating concurrence of the Council without any amendments have been received in respect of the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955, the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955, and the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955:—

(1)

"That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 18th August, 1955, agreed to the Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta,
The 18th August, 1955.

(2)

"That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 18th August, 1955, agreed to the Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta,
The 18th August, 1955.

(3)

"That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 18th August, 1955, agreed to the Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta,
The 18th August, 1955.

(4)

"That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 18th August, 1955, agreed to the Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta,
The 18th August, 1955.

Point of Privilege

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি প্রিভিলেজের উপর আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। সেটা হচ্ছে, আমাদের এই ঘরে যে আলোচনা হয় সেগুলি আলোচনার সময় মন্ত্রীদের ঘরে বসে শোনবার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, অর্থাৎ ঘরের বাইরে কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি না। ডাক্তার রায়ের ঘরে হয়েছিল, সেটা বিশেষ কারণে হয়েছিল, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে জালান সাহেবের ঘরেও হয়েছে এবং অন্য ঘরেও হয়েছে কি না ঠিক আমি জানি না। এর আগে যখন এই নিয়ে আলোচনা হয় তখন আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তখন প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন এবং নানা কারণে এটা হয়েছিল। আমি বলবো আমাদের পার্লামেন্টে এই জিনিষ নেই এবং সেখানে একমাত্র ব্যবস্থা আছে প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে একটা কানেকসন আছে, এটুকু আমরা জানি। তা ছাড়া মন্ত্রীদের অন্য কোন ঘরে বসে শোনার এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। এটা আমাদের প্রিভিলেজের বিরুদ্ধে, অথচ এটা হয়েছে শোনা যাচ্ছে। এটা ঠিক কি না এবং হ'লে কি প্রতিকার করবেন জানতে চাই।

Mr. Speaker: I will look into the matter. If necessary, I will discuss with the party leaders about it. I did not know that everywhere it has been fixed.

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Mr. Speaker: In the first resolution there have been tabled a very large number of important amendments. Therefore, I have to fix the time. In view of the large number of amendments on Resolution No. 1, I fix the time as two hours for debate. For the mover I fix 15 minutes and for other speakers 10 minutes.

Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the Government should immediately take the following steps to relieve the growing unemployment in the State—

(i) to persuade the Government of India to agree to the installation of the proposed Steel Plant at Durgapur;

(ii) to set up cottage industries on the widest possible scale, preferably on co-operative basis;

(iii) to request Government of India to provide funds for opening trade schools and multipurpose schools so that school students who are not fitted for higher studies might get opportunities for learning a trade;

(iv) to give facilities to energetic and meritorious young people to receive training in cottage industries, big or small, in other countries;

(v) to give such young persons when they return after receiving adequate training, financial assistance to set up the industries in which they would be proficient;

(vi) to make adequate arrangements for marketing of products of cottage industries with proper safeguards and guarantees; and

(vii) to publish appropriate literature giving all necessary information regarding the possibility of establising specific cottage industries in specified areas.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in item (ii), after the words "co-operative basis" the following words be inserted, viz.,—

"(*a*) to instal electricity in rural areas".

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that at the end of the resolution the following items be added, viz.,—

"(viii) to stop any further retrenchment of workers and employees in mills, factories, commercial firms and Government Offices by enactment of suitable laws declaring rationalisation and retrenchment illegal;

(ix) to prevent by suitable legislation any fresh appointment ot aliens in the State;

(x) to grant unemployment bonus to the involuntary unemployed persons between the age limits of 18 years and 55 years, of the State".

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that at the end of the resolution, the following items be added, viz.,—

"(viii) Introduce suitable and effective legislation with a view to prohibitng retrenchment and introducing new machines leading to retrenchment and work load.

(ix) Government should plan out alternative employment for all those whose retrenchment under the law cannot be prevented.

(x) Move the Government of India to institute a comprehensive scheme of unemployment insurance to cover all industrial workers, financed by the Government and employers.

(xi) Provide so long as the unemployment insurance scheme is not put through for a sum of Rs. 25 crores per annum for unemployment relief, calculated on the basis of Rs. 200 per unemployed person per year in the State.

(xii) Fix minimum wages for agricultural labourers.

(xiii) Government to plan out for each district work for rural unemployed in public and construction works.

(xiv) Undertake as an integral part of the Second Five-Year Plan a programme of developing heavy and basic industries.

(xv) Undertake the immediate implementation of projects like Durgapur Coke Oven Plant, etc."

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that in item (ii), line 1, for the words "to set up" the following be substituted, viz.,—

"to demarcate the spheres of heavy machine industries and cottage industries so as to eliminate unequal competition between the two; and to encourage the setting up of".

I further beg to move that items (iv) and (v) of the resolution be omitted.

Mr. Speaker: There is another thing. May I tell Mr. Basu that resolution No. VIII is practically covered by your amendment now moved to this resolution. May I suggest that this resolution also may be discussed together. I am not asking that this resolution should be moved now, but these may be discussed together.

Sj. Jyoti Basu: Yes, the language is almost the same. But my only difficulty is that you are fixing only 10 minutes and in 10 minutes we shall not be able to make the whole speech on a very big resolution. So, some more time should be allowed. I shall cover the same ground.

Mr. Speaker: If I make it three hours and give each member 15 minutes, I think that will do. This is an important resolution.

Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকার ইতিমধ্যে কতকগুলি সমস্যার সমাধান করেছেন। তারমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়েছে। সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কতকগুলি সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিদ্যালয়—নূতন নূতন নানান রকমের বিদ্যালয় সরকার করেছেন। সবথেকে আজকে যে সমস্যা তীব্রভাবে এই পশ্চিম বাংলায় দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম অর্থাৎ বেকার সমস্যা এবং সেটা কি করে দূর করা যায় এটাই হচ্ছে মহা সমস্যা। আজকে পল্লী অঞ্চলে প্রায় সমস্ত কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে এবং সে কথা চিন্তা করে আমি এই প্রস্তাব আপনার সামনে এবং এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। দুর্গাপুর সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে দুর্গাপুরের নানান ইনডাষ্ট্রি সম্বন্ধে এবং দুর্গাপুর প্রজেক্ট সম্বন্ধে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করে আমাদের শুনিয়েছেন। কাজেই সেদিক থেকে না গিয়ে আমি এই রেজোলিউসানের ১ নম্বর ধারায় আমাদের সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে সদাশয় ভারত সরকারের সংগে এই ব্যবস্থাটি তাড়াতাড়ি হতে পারে, যাতে করে দুর্গাপুরে এই প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা শীঘ্র স্থাপন করা সম্ভবপর হয়। আমি মনে করি যে এই ইস্পাত কারখানা যদি এখানে স্থাপন করা সম্ভব হয় তাহ'লে যে-সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, যার মধ্যে আমি নিজে মনে করি যে শতকরা ৪০ জন এই পল্লী অঞ্চলের লোক আজকে বেকার হয়ে রয়েছে এবং যারা আর্থিক কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য সরকারের নূতন নূতন পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত রয়েছে তারা সেখানে কাজ পেতে পারে এবং স্বল্প শিক্ষিত বেকার যারা রয়েছে, যাদের আজকে চাকুরী দেওয়া সম্ভবপর হয় না, এই পশ্চিম বাংলায় এই রকম একটা বড় রকমের কারখানা যদি স্থাপন করা হয় তাহ'লে তারা কাজ পাবে বলে আমি মনে করি। পূর্ব্ববংগের সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভাইরাও অনেকে এখানে কাজ পেতে পারেন এবং তাঁদের সেখানে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হবে বলে আমি মনে করি। কারণ ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে আমাদের এই পশ্চিম বাংলা সরকার রুরকেল্লায় যেখানে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে সেখানে অনেকগুলি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন এবং কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য পাঠান হয়েছে। এরপর আমি কুটিরশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

[3-50—4 p.m.]

আজকে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে আমরা বোধহয় সকলেই এক মত। আমরা দেখেছি বা দেখছি পল্লী অঞ্চলে তাঁতী, কামার, কুমোর, বিশেষতঃ কংস শিল্পি, তাদের অবস্থা আজকে মরণোন্মুখ বা ধ্বংসম্মুখ বললেই চলে। আমি বীরভূম জেলার তাঁতী-ভাইদের কথা জানি। আমার যেখানে বাড়ী সেখানে যে-সমস্ত কংস শিল্পী রয়েছে, যারা এই সেদিন যুদ্ধের দিনেও নানান কষ্ট করেও শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আজ তাঁরা যদিও বা কষ্টেশিষ্টে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে কাজ করার চেষ্টা করতে যান, তাহ'লে তাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। আজকে তাঁরা বাজার পান না। কাজেই আমি আজকে সরকারকে অনুরোধ জানাতে চাই আমার এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যে তাঁদের সেই সমস্ত কুটির শিল্পগুলিকে আজকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করা হোক এবং সেগুলি স্থায়িত্বের জন্য সেগুলি সমবায় ভিত্তিতে যাতে নূতন করে কাজ আরম্ভ করে সেদিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। শুধু স্থায়িত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে বা সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করলে

সুফল হবে না বলে আমি মনে করি। সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য যাতে প্রকৃত ন্যায্য দরের বাজার পায় সেই দায়িত্ব আমাদের সরকারের গ্রহণ করা উচিত এবং কোন শিল্প যে শিল্প মরে গেছে তার আজকে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা আছে কি না বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, আজকে সেখানে সেই শিল্প চলবে কিনা সে সম্বন্ধে পুস্তিকার মারফৎ আজকে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

তারপর আমার তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, আমাদের ট্রেড্ স্কুল এবং মালটিপারপাস স্কুল সম্বন্ধে। আমাদের সংবিধান বলছে যে ১৪ বছর পর্য্যন্ত লোকেদের আমাদের ফ্রি কমপালসারী এডুকেসান দিতে হবে। তা আমি যতদূর জানি আমাদের বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেইভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া রচনা করেছেন সেদিকে তাঁরা জোর নজর দিয়েছেন। কাজেই আজকে যখন বছরে মাত্র ৫টি করে বিদ্যালয়কে, টেকনিক্যাল সেকসন জুনিয়ার হাই স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ৩৫টি এইরূপ স্কুল ইতিমধ্যে আমাদের বাংলাদেশে করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলি যাতে আরও ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে এবং সেখানে শুধু জুনিয়ার হাই স্কুলের সঙ্গে টেকনিক্যাল সেকসানকে জুড়ে দিলে হবে না। মাত্র ৭টি পলিটেকনিক্যাল স্কুল যা বাংলাদেশে হয়েছে, তাতেই শুধু হবে না, নূতন করে ট্রেড স্কুল দিতে হবে। যে সমস্ত ছাত্ররা বা যে সমস্ত গ্রামের লোকেরা আজকে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি তারা সেখানে ট্রেড শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং সেদিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজকে মালটিপারপাস স্কুল আমাদের সরকার ইতিমধ্যে বিগত বছরে মাত্র ১৫টি করেছেন, সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। এবারে তাঁরা ৬০টি স্কুলের মঞ্জুরীর জন্য পাঠিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই মঞ্জুরীও তাঁরা পাবেন। কিন্তু আমি মনে করি ব্যাপকভাবে প্রতিটি জেলায় এবং যেখানে এই সুযোগ দেওয়া হবে সেখানে শুধু টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া নয়, সেখানে ক্র্যাফট্ ট্রেনিংও পর্য্যবসিত থাকবে। সেখানে সাইন্টিফিক ট্রেনিং নিয়ে, সেলফ-কনটেনড মানুষ হয়ে এমপ্লয়েবল হয়ে বেরিয়ে আসতেও পারবে, সেই রকম মালটিপারপাস স্কুলের সংখ্যা আজকে বাড়ান হোক। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে এ-বিষয়ে যাতে পর্য্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যেতে পারে সেজন্য আমাদের সরকার যেন ভারত সরকারের সঙ্গে চেষ্টা করেন।

এরপর আমি বলতে চাই সমস্ত দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের কথা, যারা ঐ সমস্ত বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পাবে তারা আজকে ট্রেনিং-এর সুযোগ পাচ্ছে না। তাঁরা যেন সরকার থেকে সেই সমস্ত সুযোগ লাভে বঞ্চিত না হন, তাঁরা যেন বিদেশের সেই সমস্ত ট্রেনিং নিয়ে আসবার সুযোগ পান সেদিকে আমি জাতীয় সরকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই বলে যে সেখান থেকে যারা সার্থক শিক্ষা লাভ নিয়ে ফিরে আসবে এবং যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তাঁরা যদি নূতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান, সরকার যেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি রাখেন।

স্পীকার মহোদয়, এই কয়টি কথা বলে আমি যে প্রস্তাব এনেছি সংক্ষেপে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করি এবং এই প্রস্তাব যাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং আমার বিরোধীপক্ষীয় মাননীয় বন্ধুরা যাঁরা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, এ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে গিয়ে এমন একটা সুন্দর প্রস্তাব যেন আজকে খিচুড়ী না হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের এই সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Ananda Gopal Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন ব্যানার্জ্জি যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি আমার আন্তরিক সমর্থন জানাতে উঠে এই সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের সামনে অনেক সমস্যা ছিল। এই সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর না হলেও আজকে দেখতে পাচ্ছি যে বেশীর ভাগই দূর হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে যে সমস্যা আজকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে বেকার সমস্যা। বাংলা দেশে, আপনার জনসংখ্যার অনুপাত প্রতি বর্গমাইলে ভারতের যে-কোন

দেশের চেয়ে বেশী। এখানে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ভাইরা এসেছে। আজকে এই ছোট দেশের উপর যে ভার পড়েছে তাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সমাজ ব্যবস্থা ভেংগে পড়েছে—বিশেষ করে এই বেকার সমস্যার চাপে। এই বেকার সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করবার জন্য তাই আমরা আজ এই পশ্চিমবংগ সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কথা বলছি যে এই বেকার সমস্যা দূর করার যেগুলি সুষ্ঠু পন্থা আছে সেইগুলি সম্বন্ধে তাঁরা সহানুভূতিশীল হয়ে এই সমস্যা সমাধান করুন। আজকে আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থার যতই উন্নতি করি না কেন আমাদের যে পরিমাণ কৃষি ব্যবস্থা আছে তাতে বেশী লোককে কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যাবে না। পশ্চিমবংগের এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হবে শিল্পের উন্নতি করা। আজকে বড় শিল্প অর্থাৎ ব্যাসিক ইন্ডাষ্ট্রি এবং কুটীর শিল্প পশ্চিমবংগে প্রসার করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। ব্যাসিক ইন্ডাষ্ট্রি বলতে আমরা এই কথা বলবো দুর্গাপুরে পশ্চিমবংগ সরকার যে গ্যাস প্ল্যান্ট করতে চাচ্ছেন সেখানে জাতীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে পশ্চিমবংগের এই ষ্টিল প্ল্যান্টটা গ্রহণ করা হক্। অত্যন্ত আনন্দের সংগে আমরা জানাচ্ছি যে পশ্চিমবংগ সরকার এই কোক ওভেন-এর কাজে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাজ সুরু হবে এবং এতে বেকার সমস্যা সমাধানের খানিকটা সহায়তা করবে। যদি ষ্টিল প্ল্যান্ট নেওয়া হয় তাহ'লে আমার মনে হয় পশ্চিমবংগের এই বেকার যুবক যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা একটা সুযোগ পাবে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। দুর্গাপুরের যে অবস্থা, যে পজিসন সে-সম্বন্ধে যদি আমরা চিন্তা করি এবং সেখানে যে রিসোর্সেস আছে তার সম্বন্ধে যদি আমরা চিন্তা করি তাহ'লে আমার মনে হয় দুর্গাপুরে ষ্টিল প্ল্যান্ট করার কোন বাধা আসবে না। এখানে ষ্টিল মার্কেট—ভাল আয়রন ওর পাওয়া যায় এবং রেল কমিউনিকেসন দুর্গাপুরের সংগে কলিকাতার আছে। সুতরাং দুর্গাপুরের যে সুযোগ সুবিধা আছে তা অন্য কোথাও নেই। এ ছাড়া দামোদর পরিকল্পনা শেষ হবার সংগে সংগেই দুর্গাপুর কলিকাতার সংগে নদী-পথেও যুক্ত হবে। এই যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুর ও কলিকাতার দূরত্ব অত্যন্ত নিকট হয়েছে। এবং কলিকাতা এর বেষ্ট মার্কেট। এই দুর্গাপুরের সমস্ত রকম সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি ; কেন্দ্রীয় সরকার এইগুলি উপলব্ধি করবেন। আজকে দেখছি যে এই দুর্গাপুরের কাছে কয়লা আছে, আয়রন ওর আছে এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, এই অঞ্চলে ষ্টিল টেকনিসিয়ানস্ আছে, এখানে ষ্টিল প্ল্যান্ট-এর সমস্ত রকম সুযোগ আছে। তাই আজকে আমরা পশ্চিমবংগ সরকারের মাধ্যমে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছি যে এই বেকার সমস্যা দূর করার জন্য পশ্চিমবংগের এই দুর্গাপুরে অবিলম্বে ষ্টিল প্ল্যান্ট করা হক্।

[4—4-10 p.m.]

পশ্চিম বাংলায় শুধু ষ্টিল প্ল্যান্ট করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আজকে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে যে-সমস্ত বেকার যুবক আছেন তাদের নূতন গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হবার পর যদি গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে গ'ড়ে উঠে তাহ'লে সেই যুবকদের নিযুক্ত করা সম্ভব হবে। আমি তাই সদাশয় সরকারের কাছে জানাচ্ছি আজ পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে যে-সমস্ত শিল্পী আছে, যে-সমস্ত যুবক আছে, আজ যাতে তাদের সামনে এই সুযোগ আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি দেখেছি যে গতবার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ৭৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমরা শুনেছি আগামী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবংগ সরকারের তরফ থেকে কুটীর শিল্পের জন্যে ছোট এবং বড় ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দাবী করা হয়েছে। এই কুটীর শিল্পকে যেভাবে জাগিয়ে তোলা যায় পশ্চিম বংগ সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। গ্রামে যে-সমস্ত শিল্পী আছেন তাঁদের বড় কথা উপযুক্ত মূলধন—তার অভাবে প্রস্তুত জিনিষপত্র বাজারে বিক্রী করতে না পারায় কুটীর শিল্প মরে যেতে বসেছে। সেজন্যে পশ্চিম বাংলা সরকার যে মেজারস বা ষ্টেপস্ নিতে যাচ্ছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। সেই সংগে ব'লব সরকার যে-সমস্ত কুটীর শিল্প করেছেন, তাঁতী ছাড়াও অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁদেরকে র মেটিরিয়েলস্ দেবার জন্য

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫১ লক্ষ টাকা ধরেছেন এবং তাঁত-শিল্পের জন্যে ২ কোটি টাকা ধার্য্য করেছেন। আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাই যে আজ পশ্চিম বাংলায় আরও নূতন ধরণের কুটীর শিল্প করা যায় কি না? আজ যে শিক্ষার পদ্ধতি আছে তাতে হাজার হাজার যুবক প্রতি বছর শিক্ষিত হ'য়ে বেরুচ্ছেন, অথচ উপযুক্ত কাজ না থাকায় বেকার হয়ে থাকছেন। সরকারের যে-সমস্ত ভোকেশান্যাল স্কুলস্, টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনস্ আছে তা থেকে যে-সমস্ত ছেলে বেরিয়ে আসছেন উপযুক্ত চাকুরী তাঁরাও পাচ্ছেন না। এদিকে নজর দিতে হবে। শুধু শিক্ষিত করলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। যে পরিমাণ যুবক শিক্ষিত হবে সেই পরিমাণ ইণ্ডাষ্ট্রি বা অন্য স্কোপ তাদের সামনে থাকা দরকার। সেজন্যে বাংলা সরকার এবং জাতীয় সরকার একযোগে বাংলার এই সমস্ত তরুণ যুবকদের জন্যে এরকম ব্যবস্থা করুন যাতে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে ছেলেরা নূতন নূতন কুটীর শিল্প গড়বার জন্যে স্পেসিফাইড্ ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারেন। এরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে এসে চাকুরীর জন্যে ঘুরে না বেড়িয়ে উপযুক্ত কুটীর শিল্প গড়বার সুযোগ যেন পান। তাঁরা যেন উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পান, তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য যাতে বাজারে বিক্রী করতে পারেন সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। আগামী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত কুটীরজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রীর জন্যে ৬৮ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ যেসব উদ্বাস্তু ভাইয়েরা এসেছেন তাঁদের জন্যে জাতীয় সরকারকে দিয়ে বাংলা সরকার যা করিয়েছেন তার জন্যে আমরা আনন্দিত। রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এর চেষ্টায় প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু বেকার ভাইয়েরা চাকুরী পেয়েছেন, প্রায় ১৯ হাজার যুবক যুবতীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে কুটীর শিল্পে, ৬ হাজার ট্রেনিং পাচ্ছেন এবং আরও দেখছি জাতীয় সরকারের কাছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রায় ৮ কোটি টাকার দাবী জানিয়েছেন যাতে তারা এখানে বড় এবং ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই অনুরোধ গৃহীত হ'লে তাতে প্রায় ৩২ হাজার লোক ডাইরেক্টলি এমপ্লয়েড হবেন এবং প্রায় এক লক্ষ লোক ইনডাইরেক্টলি এমপ্লয়েড হবেন। এই সঙ্গে ব'লব যারা এই পশ্চিমবঙ্গের ছেলে তাদের দিকে সরকারের দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট হয়। উদ্বাস্তু ভাইদের জন্যে যেমন সরকার আগ্রহান্বিত আমরা ব'লব এদেশে যারা শিক্ষিত বেকার তাদের সম্পর্কেও বাংলা সরকার জাতীয় সরকারের কাছে নূতন পরিকল্পনা যেন দেন, যাতে বিভিন্ন শিল্প গঠনের মাধ্যমে এই দেশের মাটীতে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এইভাবে সর্বদিক থেকে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রোব্লেম দূর করবার চেষ্টা করা দরকার। আমরা জানি আমাদের যিনি নেতা তার যে বিরাট উদ্যোগ, উদ্যম এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা আছে তাতে তিনি পশ্চিম বাংলার সমস্ত সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধানে সমর্থ হবেন।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, যে প্রস্তাবটি এখানে রাখা হয়েছে এবং সমর্থিত করা হয়েছে তার মূল কতকগুলি বিষয় আমি সমর্থন করি এবং বেকার সমস্যা নিয়ে যে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য, অবশ্য ২।১টি বিষয় যা আছে তার বিশেষ কোন অর্থ আছে ব'লে আমার মনে হয় না, তাতে শুধু টাকাই নষ্ট হবে। যেমন বলা হয়েছে বিদেশে আমাদের ছেলেদের পাঠান, এটা একটা খুব বড় কথা নয়। ট্রেনিং যা প্রয়োজন এখানে তা পেতে পারে। আমরা জানি কুটীর শিল্প শেখবার জন্য বাইরে যাবার দরকার নেই, আমাদের দেশেই সেটা হ'তে পারে। যদি কোন বিশেষ ব্যাপারে দরকার হয়, বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ এনে আমরা সেই জিনিষ শিখে নিতে পারি। এর জন্য টাকা খরচ করার প্রয়োজন নেই। গরীব দেশের যত টাকা বাঁচান যায় ততই মঙ্গল। তাছাড়া, আমি সংশোধনী যা এনেছি সেটা এই কারণে যে আমার মনে হয়েছে যে বক্তৃতায় ডাঃ রায় থেকে আরম্ভ ক'রে যাঁরা প্রস্তাব রাখেন তাঁরা একইরকম কথা বলেন, কিন্তু সমাধানের কথা যখন বলেন তখন মনে হয় সমস্ত গুলিয়ে যায়, যেন মনে হয় বাস্তবটা তাঁদের সামনে নেই। এজন্যে আমি কতকগুলি প্রস্তাব এখানে রেখেছি, যদি শুধু খিঁচুড়ী পাকাবার জন্যে না হয় এবং এগুলি গ্রহণ করা হয় এবং গৃহীত হ'লে পরে এটা সর্ব্বাঙ্গীন হবে এবং সমস্যা সমাধান করতে পারবে। এজন্যেই এগুলি রেখেছি।

[4—4-10 p.m.]

তবে অসুবিধা হচ্ছে—প্রথম দিকে যেটা বলেছিলাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে—যে, যদি আমরা ঐ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আলোচনা করতে পারতাম তাহ'লে আমাদের পক্ষে সুবিধা হ'ত। ডাঃ রায় যা কিছু বলেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে একমত নন্ অনেক মূল ব্যাপারে। এইটাই আমাদের মনে হচ্ছে বিশেষ করে তাঁর লেখা, কথাবার্তা ও রেডিও থেকে বক্তৃতা শুনে। তাই যদি হয়, তাহ'লে সেগুলি এখানে এলে আজ সত্যিকারের ছবিটা পেতাম—বাংলা দেশে কি কাজ করতে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারতাম। কুটীর শিল্পের কিছু ভাল করবো, আর একটা ইস্পাতের কারখানা দুর্গাপুরে করবো, এ-কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু শুধু এর দ্বারাও সমস্ত বেকার সমস্যা দূর করা যায় না। সাধারণভাবে ঐ সম্পর্কে আলোচনা না হ'লেও, যেটুকু জেনেছি তারই ভিত্তিতে আমি এখানে কতকগুলি কথা রাখছি। প্রথমত আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি বলতে চাচ্ছি বেকার যারা এখন আছেন, এবং পরে আরও যারা বেকার হবেন, বিশেষ ক'রে শিল্প ক্ষেত্রে, তাঁদের বিষয় আমি বলছি। এদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার যতদিন চাকরী এরা না পায়। সেই সময়ের জন্য এরা একটা ভাতা ইত্যাদি যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইরকম কতকগুলি প্রস্তাব আমাদের আছে। কথা উঠতে পারে চিরকাল কি এরা বেকার থাকবে? চিরকাল হয় ত এরা বেকার থাকবে না। কিন্তু যে পথে, যেভাবে আমাদের সরকার কাজ করছেন, তাতে স্বভাবতই আস্থা আসতে পারে না। তাঁদের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থিয়োরেটিক্যাল্ আলোচনায় কোন লাভ নেই, আমাদের যা প্র্যাক্‌টিক্যাল্ অভিজ্ঞতা আছে সেই দিক থেকে আলোচনা করছি। কংগ্রেস পক্ষ এ-কথা স্বীকার করেন যে বেকারের সংখ্যা আজ বাংলার এবং ভারতের সর্ব্বত্র ভয়ংকর রকম বেড়ে গিয়েছে। তাঁরা তাঁদের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। বরং এখানে এমনি একটা অবস্থা হয়েছে, অর্থাৎ পরিকল্পনা যত বাড়ছে ততই আমরা দেখছি বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেই দিক থেকে আমরা দেখছি এটা ত নয় যে পরের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সব সমাধান হয়ে যাবে। সেইজন্য আমি বলছি অন্যান্য দেশে, সে ক্যাপিটালিষ্ট দেশ হোক বা না হোক সেখানে বেকার থাকে, যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফরাসী দেশে আছে, তেমনি আমাদের এখানেও সেইভাবে বেকার থাকবে। সুতরাং তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। অঙ্ক দিয়ে দেখাবার সময় নেই, বর্ত্তমানে বেকারের সংখ্যা কত তা সবার জানা আছে। সরকারী তথ্য, তাঁদের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ ব্যুরো থেকে যেটা করা হয়েছিল ১৯৫০ সালে—সেখানে বলা হয়েছে যে সেন্সাস্ রিপোর্ট-এ আগে গ্রামের মধ্যে সমস্ত জড়িয়ে একেবারে যারা বেকার, যাদের কোন কাজ নেই—১৯৫৩ সালে যা ছিল, তা থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে যা দাঁড়িয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১২ লক্ষ। এদের একেবারে কোন চাকরী নেই, পশ্চিম বাংলায়। আর যাদের আংশিকভাবে চাকরী আছে, যাদের আণ্ডার-এমপ্লয়েড বলা হয়, তার কোন হিসাব-নিকাশ পাওয়া মুস্কিল, তবে যতটা সরকারী সেন্সাস্ ও সার্ভে-তে আছে, সেগুলি ঘেঁটে যা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখছি এদের সংখ্যা সহরে পাঁচ লক্ষের কিছু উপরে হবে, এবং গ্রাম যদি ধরি, অর্থাৎ রুর‍্যাল জায়গায় ৮২ লক্ষের মত হবে। অর্থাৎ প্রায় ৮৭ লক্ষের কিছু উপরে হচ্ছে আংশিক বেকার। তারা কতক সময় কাজ পায়, কিছু রোজগার করে, কিন্তু বাকী সময় বসে থাকে। ডাঃ রায় বলেছেন ২৷৷· কোটী লোকের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ লোক একেবারে আন্‌এমপ্লয়েড্, আর শতকরা ৪০ ভাগ আণ্ডারএমপ্লয়েড্, এরা আংশিকভাবে কাজ করে। ডাঃ রায় তাঁর বাজেট স্পীচ-এ বলেছিলেন ১৯৫৩-৬১ সালের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোককে চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং তার জন্য তিনি বাড়িয়ে হিসাব ধরে বলেছিলেন প্রায় ১৪শো কোটী টাকা খরচ হবে; কিন্তু এখন ত তার কিছু ঠিক হয় নি। তাঁরা ঠিক করেছেন বাংলা দেশে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারে ৩৮৭ কোটী টাকা খরচ করবেন। কাজেই সমস্ত দিক থেকে ধরে নিচ্ছি যে আমাদের দেশে বেকার থাকবে। তাই আমার প্রস্তাবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি কথা বলেছি; সেটা আপনারা লক্ষ্য করবেন। আইন বা যেরকম করে হোক, বর্ত্তমানে বিভিন্ন কারখানায়

যে শ্রমিক ছাঁটাই, রিট্রেঞ্চমেন্ট চলেছে তা যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমি বলছি নূতন নূতন মেসিন এনে লোককে বেকার করে দেওয়া উচিত নয়। মেসিন হ'লে লোক বেকার হয়ে যাবে, সুতরাং এতে আমাদের আপত্তি আছে, বিদেশ থেকে মেসিন আনা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছিল রেশানালাইজেসন উইদাউট্ টিয়ারস্ করা হবে, কিন্তু আমরা দেখছি রেশানালাইজেসন উইথ টিয়ারস্—এই জিনিষটা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র হচ্ছে। দেখছি দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার জুট ইণ্ডাষ্ট্রী, টেক্‌ষ্টাইল ইণ্ডাষ্ট্রী প্রভৃতিকে কোটী কোটী টাকা দেবেন মেনে নিয়েছেন, আমেরিকা থেকে নূতন মেসিনারী এনে প্রোডাক্‌শন্ বাড়াবার জন্য। তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি যে বেকারের সংখ্যা সেখানে থাকবে এবং আরও বাড়বে। পরিকল্পনা নিয়ে প্রোডাক্‌শন্ বাড়ান যেতে পারে, ক্যাপিটালিষ্ট দেশেও প্রোডাক্‌শন্ বাড়ে, এমন কি সোশিয়ালিষ্ট পেটার্ণ না হ'লেও প্রোডাক্‌শন্ বাড়তে পারে। আমরা দেখেছি ১৯৫১-৫৫ সাল পর্য্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল প্রোডাক্‌শন্ বেড়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে এই নিয়ে শতকরা ১৮·২, সেখানকার লোক সংখ্যা যারা কারখানায় কাজ করে, কমে গিয়েছে। এবং বাংলাদেশে শতকরা ৭·২ লোক সংখ্যা শ্রমিক এবং কর্ম্মচারী কমে গেলো এই পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে। এই সমস্ত তথ্য থেকে আমার এই কথাগুলি রাখছি; এইগুলি যদি রাখা হয় তাহ'লে সর্ব্বাঙ্গীন হয় দু'-দিক থেকে। তাহ'লে বেকার সমস্যার খানিকটা সমাধান হ'তে পারে ব'লে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ দেখছি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এই দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে সেটা না বললে চলছে না—ডাঃ রায় ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ-কে বললেন, "ওহে, একটা প্ল্যান করে দাও ত, যাতে দুই লক্ষ লোককে চাকরী দেওয়া যেতে পারে"। তিনি দু'মাস পরে একটা প্ল্যান নিয়ে এসে বললেন, দু'লক্ষ কেন ছয় লক্ষ লোককে চাকরী দেবার ব্যবস্থা আমি করেছি। এই ব'লে তিনি একটা আশ্চর্য্য রকমের প্ল্যান নিয়ে এসেছেন যার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধান হবে না। শুধু চাকরী দেবার ব্যবস্থা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না; তার উপর তিনি নিয়ে এলেন একটা ফেমিলি প্ল্যানিং এই বেকার সমস্যা সমাধান করবার জন্য। লোকের জন্মরোধ করে এই সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ করা মুস্কিল হচ্ছে। তারপর বাংলাদেশে বিহার, ইউ, পি,র লোক এসে লুটেপুটে খাচ্ছে, তারা বাংলাদেশ থেকে বহু টাকা বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তার জন্য আমাদের সরকারও ব্যবস্থা করছেন এই রিফিউজিদের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন, আর তারা সেখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন, তাহ'লেই সব মিটমাট হয়ে যাবে। জানি না কংগ্রেস রাজত্বের দেশে বসে এ-কথা বলছি, না অন্য কোন দেশে বসে কথা বলছি।

এই পরিকল্পনায় এক কোটি বার লক্ষ গাছ লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে—সুপারি গাছ থেকে আরম্ভ করে আম গাছ, জাম গাছ প্রভৃতি নানা রকম গাছ বসান হবে। এই গাছ পোতার ব্যাপারে বর্ত্তমানে ৬ লক্ষ বেকারের মধ্যে এক লক্ষ লোক কাজ করতে পারবে। এমন বিরাট এক বন-মহোৎসবের কাজ তাঁরা করছেন।

তারপর বলা হয়েছে তাঁরা সমস্ত বাচ্চা ছেলেদের ট্রাইসাইকেল চড়াবেন। আগে তাদের খাবার-টাবার দেবার ব্যবস্থা করুন, তা না হ'লে বাচ্চা ছেলেদের পক্ষে তিন-চাকার সাইকেল চড়া মুস্কিল হবে। এই রকম আরও সব আশ্চর্য্য ধরণের পরিকল্পনা তাঁদের আছে। এখন বিপদ হচ্ছে এই যে, সেখানে মূল সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নাই, এবং তার কোন ব্যবস্থাও তাঁরা সেখানে করেন নাই। আজ দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতা কি করে বাড়বে সে ব্যবস্থা তাঁদের নাই। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচের ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা হ'ল বটে; কিন্তু সেটার উপর ট্যাক্স বসিয়ে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবারও ব্যবস্থা হ'ল। তারপর দেখছি উৎপাদন বাড়ান হচ্ছে বটে, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার চাষী, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতাও কমে গেল—তারা জিনিষ কিনতে

পারছে না, অথচ আবার জাপান থেকে ছেলেদের টাকা দিয়ে কুটীর শিল্প শিখিয়ে আনবেন, কিন্তু তারপর দেশে যেসব মাল তৈরী হবে সেই সমস্ত মাল কিনবে কে?

[4-20—4-30 p.m.]

কাজেই আমরা বলি—বারে বারে বলেছি এবং তা এখনও বলি—দুটো জিনিষ একসঙ্গে করতে হবে। গ্রাম এবং সহর দুটোই একসঙ্গে নিয়ে চলতে হবে,—ভারী শিল্প গড়তে হবে, কৃষককে জমি দিতে হবে। এই কথা আমরা বলি, কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করবেন না। ভারী শিল্পের ব্যাপারে আমরা দেখেছি ডাঃ রায় বল্ছেন সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া যে ভারী শিল্প দিয়ে কি হবে? তিনি বাজেট বক্তৃতায় গতবার বলেছিলেন, এবং বাংলাদেশের মত জায়গায় সমস্যাটা যেভাবে দেখিয়েছিলেন যে ভারী শিল্প গ'ড়ে তোলা ছাড়া অন্য উপায় নাই, তাতে আজকে সেই ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে যতটুকু করতে চাইতেন এখন সেটুকুও করতে চান না, সেখানে বাধা দিচ্ছেন।

এখন আমরা দেখছি ইংরাজ ব্যবসাদারদের মুখপাত্র "ক্যাপিটাল" বিধান বাবুকে সমর্থন করছেন। তাতে বলছে উনি ঠিক বলছেন, জওহরলাল-টালের বাজে কথা, বড় বড় কথাই বলছে। সেইজন্য এখনও প্ল্যানটা আমরা পাই নি। এখানকার শিল্পপতিরা কিরকম বিধানবাবুকে ভালবাসেন তা জানি, এবং বিদেশীরা যে আমাদের দেশের উন্নতি বা মঙ্গল চাইবে না এটা আমরা নিশ্চয় মনে করতে পারি। সেইজন্য তিনি বলেছেন এটা তারা নিশ্চয় মানবে। শুধু একটা ইস্পাত কারখানা নয়; এখানে ইস্পাত কারখানা করা হউক, কোক্ প্ল্যান্ট করা হউক। এটা ভাল জিনিস, কত লোক সেখানে চাকরী পাবে, আশপাশের লোক ত চাকরী পাবেই। এর সঙ্গে সঙ্গে বলি আরও অসংখ্য ব্যবস্থা করতে হবে--মেশিন বিল্ডিং কারখানা, ভারী শিল্প কারখানা গ'ড়ে তোলা হউক, তা না হ'লে আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আসল কথা হচ্ছে যে আমাদের সরকারকে এ-কথা বলতে গিয়ে ব'লব যে আপনারা যদি বলেন যে আমরা সোস্যালিজম্-এর পথে যাচ্ছি তবে আমি বলছি যে এটা সোস্যালিজম নয়, সোস্যালিজ্ম্-এর ধাঁচা। তার মানে আজ টাটা থাকবে, বিড়্লা থাকবে, ইংরাজ থাকবে, বিদেশী শোষণ থাকবে, সাহেবেরা থাকবে, আর তাঁরা ঐভাবে সোস্যালিষ্ট ধাঁচে এগুবেন। আমরা বল্ছি এটা ধনতান্ত্রিকের পথ, এই পথে এ্যামেরিকা গিয়েছে, এই পথে ব্রিটিশ গিয়েছে, সে পথে আমরা চলতে পারব না। কারণ, ব্রিটিশ, এ্যামেরিকা যখন এগিয়েছে তখন ঐ বিদেশীরা শোষণ কোরে বিদেশ থেকে লুণ্ঠন কোরে নিজেদের শিল্প গ'ড়েছে। আমাদের দেশে এখন জমিদারদের খেসারত দিতে হবে, রাজা-মহারাজার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে না এবং কথা হচ্ছে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে টাকা তোলা হবে। এটা ধনতান্ত্রিকের পথ। এ পথে যদি আমরা যাই তাহ'লে বেকার সমস্যা বা কোন সমস্যাই দূর হবে না।

[At this stage the blue light was lit.]

আর এক মিনিট। এখানে কি করতে হবে? বিলাতে আন্এমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স আছে, এ্যামেরিকারও কিছু আছে ঐ ধনতান্ত্রিকের দেশে। আমাদের দেশেও আমরা কতকগুলি প্রপোজাল দিয়েছি এবং আমরা বলছি এগুলো মানলে কতকটা সমাধান হ'তে পারবে।

তারপর আর একটা প্রস্তাব আমরা এখানে রেখেছি। সেনসাস্ রিপোর্ট দেখুন কত ক্ষেত-মজুর বাংলাদেশে রয়েছে। তাদের নিম্নতম মজুরী বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে সরকার মোটেই অগ্রসর হচ্ছেন না। সেখানে ১৯৪৮এর মিনিমাম্ ওয়েজেস্ এ্যাক্ট-ই ধরা হয়েছে। বলা হয়েছিল ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বা ষ্টেটে এই রকম আইন করা হবে যাতে এগ্রিকালচারাল লেবারারের একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমরা দেখছি দিল্লী, কচ্ছ, উত্তর প্রদেশ, পেপ্সু, রাজস্থান, পাঞ্জাব—এইসব স্থানে এই রকম আইন হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এই রকম ধরণের আইন হ'ল না। কাজেই আমরা এখানে এই রকম প্রস্তাব রেখেছি এবং সেইটাই আমাদের মূল কথা সংশোধনের। এর বেশী আর বলতে পারলাম না,—সময় কম। এই কয়টি কথা বলতে গিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে এই কথা

বল্‌ছি যে এইসব আলোচনা বৃথা যদি না আমরা দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ কি বলতে চায় সেটা জানতে পারি। এটা সমস্ত বাঙালীর কাছে মূল কথা যে কোন পথে এগুতে চাইছি এবং জনসাধারণের তাতে লাভ হবে কি না। আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবিক ভাল নয়; আজ সমস্ত দেশ বেকার সমস্যায় ছেয়ে গিয়েছে।

Sj. Jogesh Chandra Gupta: Mr. Speaker, Sir.

(Sj. JYOTI BASU:

বাংলাতেই বলুন না।)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অপোজিশন লীডারের আদেশক্রমে আমি দুটো কথা বাংলায়ই বলব। খগেনবাবু যে প্রস্তাব আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন সেটা সময়োচিত এবং সমীচীন হয়েছে। আমি সেই প্রস্তাবের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পর্য্যায় যা লিখেছেন সেই সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করব।

দ্বিতীয় দফায় এই রয়েছে—

"To set up cottage industries on the widest possible scale preferably on co-operative basis."

এবং ষষ্ঠ পর্য্যায়ে আছে—

"To make adequate arrangement for the marketing products of cottage industries with proper safeguards."

এই দুটী ধারায় যে বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে তারজন্য প্রিপারেটরী কিছু কাজের প্রয়োজন হবে, সেই কথাটা আমি আজ এখানে বলতে চাই, এবং সেই প্রিপারেটরী কাজ আমাদের এই ষ্টেটে যে কিছুটা আরম্ভ হয়েছে তার প্রতি আমাদের সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত, এবং সকলেরই সে বিষয়ে সহায়তা করা উচিত। আমাদের ভিলেজ এক্‌শেঞ্জ সিসটেম-এর প্রোগ্রাম সকলের কাছেই প্রচারিত হয়েছে। আমি জানি না সভ্যগণ সে বিষয়ে কতটা মনোযোগ দিয়েছেন, এবং সে বিষয়টা প্রণিধান করবার কতটা চেষ্টা করেছেন। এই যে ভিলেজ এক্‌শেঞ্জ প্রোগ্রাম-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জনগণের জীবিকার্ মান উন্নত করা, এবং তাদের ভিতর সমবায়ের নীতিবোধ জাগানো, এবং সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞান তাদের মনে ভালো করে প্রতিভাত করা। এবং এই যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে— অর্থ ছাড়াও যাতে একে অন্যের শ্রমের দ্বারা নিজেদের জীবনের মানের উন্নতি সাধন করতে পারে। এইটেই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ভিলেজ এক্‌শেঞ্জ প্রোগ্রামে, প্রথমতঃ আমাদের রুরাল যে মাস্‌ তাদের যে বছরের বেশীর ভাগ সময় অবসর থাকে সেটাকে কাজে লাগানো, এবং গ্রামে যেসব র-মেটিরিয়ালস্‌ থাকে সেগুলির সাহায্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছুটা করবে, এবং অপরেও সেই সেই রকম জিনিষ তৈরী করে উপরি লাভ পাবে—এই হচ্ছে এর মূল নীতি।

অর্থের অভাবে, আমরা জানি, জনসাধারণ তাদের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে জিনিষ তা জোগাড় করতে পারে না।

[4-30—4-40 p.m.]

কিন্তু এই রকমভাবে অবসর সময়ে, আইডল্‌ আওয়ারস ইউটিলাইজ করে এবং আনইউটিলাইজড্‌ লোকাল মেটিরিয়ালস সেটাকে যদি তারা নিজেরা কাজে লাগাতে পারে তাহ'লে যে জিনিষটা তারা তৈরী করবে সেই জিনিষটা দিয়ে পরস্পরের অনেক অভাব পূরণ হ'তে পারে। এইভাবে কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই কাজে যদি আমরা অগ্রসর হ'তে পারি, যদি আমরা সকলে এই বিষয়ে একটু মনোযোগী হয়ে এই প্রোগ্রামে একটু সাহায্য করি তাহ'লে আমরা সফলতা লাভ করবো। কারণ এই জিনিষটাকে যদি কার্য্যকরী করতে হয়, এই প্রোগ্রামকে যদি সফল করতে হয়, তাহ'লে প্রয়োজন হবে আমাদের

মধ্যে এই ভাবটা আনা, আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের প্রতিবেশী দ্বারা প্রস্তুত হ'লে সেটা আমরা ব্যবহার করবো, কিন্তু সেটা বিদেশ থেকে বা অন্য জায়গা থেকে এলে সেটা আমরা গ্রহণ করবো না। এই যে ভাব, যেটা স্বদেশী ভাব, স্বদেশী আন্দোলনের মূল যে ধারা ছিল, সেটা নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহ'লে এই কাজে আমরা অগ্রসর হ'তে পারবো। বিশেষ করে গ্রামে, আমাদের দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সমবায় মনোভাবের অভাব আমাদের রয়েছে, অথচ আমরা ভবিষ্যতে যেকোন উন্নতির পরিকল্পনা করছি তাকে সমবায় ভিত্তিতে আমরা এগিয়ে দিতে চাচ্ছি। সুতরাং এই যে একটা প্রারম্ভিক কাজ এর ভেতর দিয়ে সমবায় মনোভাবটা আসবে, একে অন্যের সঙ্গে কি করে সমবায় মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারি, সেই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। সেই শিক্ষা যদি না হয়, তাহ'লে রেজলিউসনে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কার্য্যকরী করা সহজ হবে না। সুতরাং আমি আজ এই কথাই বিশেষ করে বলতে চাই রেজলিউসনে যেসব কথা দেওয়া হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেগুলি আমাদের কার্য্যকরী করতে হবে। কিন্তু কার্য্যকরী করবার জন্য ষ্টেট্‌ গভর্ণমেন্টের যে প্রয়াস সেই প্রয়াসের জন্য আমাদের যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেই প্রয়াসটা তখনই সফল হবে যখনই জনগণের ভেতর এই একটা সমবায় মনোভাব—নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে একে অন্যের উন্নতি সাধন করবার যে প্রচেষ্টা—এটা দেখা দেবে। এটা যদি না করা যায় তবে সরকার কতকটা ব্যবস্থা করলেই সেই ব্যবস্থা ফলবতী হবে না। এবং আমি, অধ্যক্ষ মহোদয়, একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন এস্‌টেট্‌স একুইজিসন এ্যাক্টের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট হয়েছিল তখন একটা কথা আমি বলেছিলাম যে ইন্টারমিডিয়ারিদের জমি নিয়ে তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সেই ক্ষতিপূরণ কতক নগদ, কতক বণ্ডে দিলে তত উপকার হবে না। তার পরিবর্ত্তে যদি গভর্ণমেন্ট যে জায়গায় সেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেটা দেখে তাদের ভবিষ্যতে কোনরূপ শিল্প এবং কোনরূপ ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেন তাহ'লে তাদের শিল্প ব্যবসার উন্নতি হবে, তাদের ভবিষ্যতও পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমি আশা করেছিলাম যে অনেক ইন্টারমিডিয়ারী, তারা সহজে রাজী হবেন যদি এইরকমভাবে তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। তারা এতদিন পর্য্যন্ত জমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করছিলেন। সুতরাং সরকার থেকে তাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে একটা ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়া, তাদের যন্ত্রপাতি এবং কি জিনিষ কিরকমভাবে করলে ভাল হয় সেটা যোগাড় করে দেওয়া এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত তাদের সেইসব কাজ করবার জন্য সাহায্য করলে পরে তাহ'লে যারা জমি হারিয়ে অসুবিধায় পড়েছে, তাদের উপকার হবে, দেশেরও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে। সুতরাং আমি সরকারের কাছে এই দুটো জিনিষ রাখতে চাই এবং জনসাধারণের কাছে আমি জানতে চাই যে যদি উন্নতি করতে হয় তাহ'লে সমবায় ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এই জিনিষটি বিশেষ ক'রে আমি এখানে রাখছি এবং আশা করি আমরা এবং সরকার উভয়েই আমাদের কর্ত্তব্য পালন করলে আমরা এই বিষয়ে অগ্রসর হ'তে পারবো।

Dr. Srikumar Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করা হয়েছে এর মধ্যে কোন বিতর্কের অবকাশ বিশেষ নেই। কেন না এই যে মূল প্রস্তাব এবং আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরা যে-সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন—

[Laughter from Opposition benches.]

যেটা পার্লামেন্টারী ল্যাংগুয়েজ সেটা ত ব্যবহার করতে হবে—যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একই—সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আজকে বাংলাদেশের যেটা প্রধান সমস্যা, যাতে আমাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ক্ষয় হচ্ছে, যাতে আমাদের সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, সেই যে বেকার সমস্যা তা দূর করতে গেলে পরে কার্য্যকরী ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা দরকার, এটা হচ্ছে উভয়পক্ষীয় যে প্রস্তাব তারই উদ্দেশ্য। মূল প্রস্তাবে একটা দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সংশোধনীর বিভিন্ন প্রস্তাবে আরও বিভিন্ন দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে প্রস্তাবটা

গ্রহণ করতে হবে সেই প্রস্তাবটা একটা মূলনীতি অনুসারে হওয়া দরকার। বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে পরে যেসমস্ত কাজ করা দরকার, তার যদি একটা তালিকা তৈরী করতে হয় সেই তালিকা অনন্ত হবে, তার শেষ হয় ত পাওয়া যাবে না। সুতরাং যে প্রস্তাবটা আমরা এই বিধানসভা থেকে গ্রহণ করবো, তারজন্য সেই মূলনীতির উপর একটা যেন সংগতি থাকে এবং নানা জাতীয় বিরোধী প্রস্তাব যেন এক সংগে না হয় এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। মূল প্রস্তাবে যে কয়টি কথা বলা হয়েছে তাতে প্রথমে বলা হয়েছে যে দুর্গাপুরে যে ইস্পাতের কারখানাটি নির্ম্মাণ করা হচ্ছে সেটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়, কেন না তার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধানের উপায়ে খানিকটা সহায়তা হবে। আর দুটো কথা বলা হচ্ছে, কুটীর শিল্পের ব্যবস্থা এবং উন্নতি করণ, তার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, আর শিক্ষাব্যবস্থার উপর খানিকটা জোর দেওয়া হচ্ছে কেন না আমরা একটা জিনিষ ভুলে যাই যে কেবল উপকরণ বৃদ্ধি করলে পরে যে কেবল বেকার সমস্যার সমাধান হবে তা নয়, উপকরণের সংগে সংগে আমাদের মনটাকেও প্রস্তুত করতে হবে, যাতে আমরা শ্রমবিমুখ না হই, যাতে আমরা উপকরণগুলিকে কাজে লাগাতে পারি, যাতে আমরা মিথ্যা সম্ভ্রমের মোহে শ্রম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে না রাখি। এই সমস্ত উপকরণগুলি কাজে লাগানোর যে মনোবৃত্তি সেটাকে অর্জ্জন করতে হবে। এখানে যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু কতকগুলি শ্রমনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব এনেছেন। এখানে এগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যেখানে দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় করছি সেখানে যদি বলা হয় যে যারা এখন চাকরী করছে তাদের যেন নূতন করে বেকার করা না হয় তাহ'লে প্রস্তাবটির সহিত সংগতি ঠিক থাকে বলে মনে হয়, কাজেই আমাদের কুটীর শিল্প এবং অন্যান্য উপায়ে যাতে ক'রে দেশের ধনবৃদ্ধি হ'তে পারে এবং যাতে ক'রে বেকার সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, এগুলির উপর আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন।

[4-40—4-50 p.m.]

শ্রীযুত জ্যোতি বসু আর যেটা বলেছেন—

"Government to plan out for each district work for rural unemployed in public and construction works".

এটা বাস্তবিক ভাল প্রস্তাব। কেন না আমাদের গ্রাম্য জীবনযাত্রা যদি ভারমুক্ত না হয়, যদি গ্রাম্যজীবনে স্বচ্ছলতা না আসে, গ্রাম্য জীবনযাত্রার ভাল ব্যবস্থা সরকার যদি না করে, তাহ'লে শুধু শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা যে কাজে এগিয়ে যাব তা মনে হয় না।

আর ২৫ কোটি টাকার ইনসিওরেন্স স্কীম-এর কথা হচ্ছে। এটা হলো একটা দূর-প্রসারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা হচ্ছে—দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা যে পর্য্যন্ত না পাচ্ছি ততক্ষণ ২৫ কোটি টাকা খরচ করার যুক্তিযুক্ততা আছে কিনা এবং কতখানি সম্ভব হবে এবং আমাদের রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা সেটা এখন বলা অত্যন্ত শক্ত। সুতরাং আমি একথাই বলব প্রধানত যা রয়েছে, প্রস্তাবে যার উপর আমরা জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে কুটির শিল্পের উন্নতিকরণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটা পরিবর্ত্তন যাতে নানামুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, এবং যেসমস্ত ছাত্র উচ্চ শিক্ষার উপযোগী নয় তারাও যাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি অর্জ্জন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। তারপর আর কতকগুলি সমস্যা হচ্ছে—

[Interruptions.]

"to set up Cottage Industries on the widest possible scale, preferably on co-operative basis."

আমাদের দেশে এখন দামোদর পরিকল্পনা এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার একটা গৌণ ফল হচ্ছে—বিদ্যুৎশক্তি প্রসার। সেই প্রসারের সংগে সংগে আমাদের যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা না

থাকে তাহ'লে সেই বিদ্যুৎশক্তির সার্থক প্রয়োগ করতে আমরা পারব না। সেজন্য আমাদের আগামী বছরের মধ্যে পল্লী-অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তির যাতে প্রসার হয় তারজন্য সরকারের প্রয়োজন এমন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা, এমন কুটির শিল্প নির্দ্দিষ্ট করা, যেখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ সম্ভবপর হবে, যার ফলে আমাদের কুটির শিল্প উন্নতি লাভ করবে। এবং যাদের জন্য কুটির শিল্প গ্রহণ করছেন তাদের পক্ষে জীবিকা অর্জ্জন করার সুবিধা হবে। এখানে আর একটা প্রশ্ন আছে। বড় বড় যন্ত্রশিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন আমাদের বেকার সমস্যার সমাধানের একটা অংগ। কেন না মূল প্রস্তাব যিনি উত্থাপন করেছেন বন্ধু খগেনবাবু তিনিও বলেছেন যে আমাদের কুটির শিল্প ধ্বংসমুখী অবস্থায়। বীরভূমের তাঁতশিল্প, বাসনশিল্প যেগুলি আগে সমৃদ্ধিশালী ছিল—দেশের মধ্যে বিশিষ্ট একটা স্থান ছিল—সেইসব শিল্প নাকি আজ ধ্বংসোন্মুখী হয়েছে। সেইসব শিল্পকে যদি পুনর্জ্জীবিত করতে হয় তাহ'লে সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এবং দেখতে হবে সেইসব কুটির শিল্প নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কিনা। তাই আমার মনে হয় তালিকাকে বেশী রকম স্ফীত না ক'রে যদি দুই একটি বিষয়ে জোর দিই তাহ'লে ভাল হবে। এবং সরকারকে অনুরোধ করি এই সমস্ত পরিকল্পনাকে একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় গ্রহণ করার জন্য এবং বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য। এইভাবে যদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তাহ'লে আমার মনে হয় বেকার সমস্যা সমাধানের পথে খানিকটা অগ্রসর হ'তে পারবে। তথাপি আমরা খুব যে একটা আশা করতে পারি তা নয়—আমাদের অত্যন্ত সাবধানতার সংগে এবং অত্যন্ত বিবেচনা ক'রে এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং যে প্রস্তাব গ্রহণ করবো সেটা কার্যকরী করবার মত অবস্থা আছে কিনা সেটাও সংগে সংগে দেখতে হবে। এবং দুটি মূল কাজ ক'বে কতকগুলি পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপে কার্যক্রম করতে চেষ্টা করি তাহ'লে আমার মনে হয় বেকার সমস্যার সমাধানের পথে সম্পূর্ণ না হোক খানিক দূর অগ্রসর হ'তে পারবো।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সংগে অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির বেকার সমস্যার যে চরিত্রগত প্রভেদ আছে, সেটা বোঝা দরকার। যে-সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশ পাশ্চাত্যে আছে তাদের বেকার সমস্যা হচ্ছে মূলতঃ ফ্রিকশান্যাল আন্‌এমপ্লয়েড-এর সমস্যা। কোন বিশেষ কারণে অথবা যুদ্ধ বা বাজার মন্দার জন্য যখন শিল্পগুলিতে সংকট দেখা দেয় তখন শিল্প থেকে শ্রমিক ছাঁটাই করে দেওয়া হয় কিংবা তারা অন্যত্র কাজের সন্ধানে যায়। এই ধরণের বেকার যারা তাদের আমরা অর্থনীতিতে ফ্রিক্‌শান্যাল আন্‌এমপ্লয়েড বলি এবং এই ধরণের বেকারদের সমস্যা হচ্ছে পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশগুলির সমস্যা। আমাদের দেশের দিকে যদি তাকাই তাহ'লে দেখব এখানকার বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। আমাদের দেশের সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়ে যাদের অর্থনীতিতে বলা হয়, লর্ড কিনসের কথায় ইন্‌ভলান্টারী আন্‌এমপ্লয়েড এবং মিসেস রবিনসনের ভাষায় ডিস্‌গাইস্‌ড্‌ আন্‌এমপ্লয়েড। এইসব বেকার কেবলমাত্র তারাই নয় যারা শিল্প থেকে ছাটাই হয়ে যাচ্ছে। এরা হচ্ছে তারা যাদের চাকরী নেই, কাজ করতে ইচ্ছা আছে অথচ কাজ করার সুবিধা নেই। এরা হচ্ছে তারা যারা আণ্ডার-এম্‌প্লয়েড, বছরের মধ্যে ৬ মাস বা তার বেশী যাদের চাকরী থাকে না। পশ্চিম বাংলায় এই ইনভলান্টারি ও ডিস্‌গাইস্‌ড্‌ বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৩ লক্ষের মত। ১৯ বছর থেকে আরম্ভ করে ৫৫ বছরের লোককে কর্ম্মক্ষম ধরলে কর্ম্মে ইচ্ছুক বেকারের সংখ্যা এই দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে ৫৫ বছর পরেও এবং ১৯ বছরের আগেও আমরা কাজ করি। এই বিরাট কর্ম্মক্ষম অংশ ছেড়ে দিলাম। ১৯ থেকে ৫৫ বছরের কর্ম্মক্ষম অংশ যদি আমরা ধরি তাহ'লে কর্ম্মে ইচ্ছুক এইরকম বেকারের সংখ্যা হ'ল ২ কোটি ৪৮ লক্ষ মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৩ লক্ষ। এ ছাড়া ফ্রিক্‌শনল আন্‌এমপ্লয়েড্‌ তো আছেই। সুতরাং আমাদের এই পশ্চিম বাংলার ইন্‌ভলান্টারী আন্‌এমপ্লয়েড এবং ডিস্‌গাইস্‌ড আন্‌এমপ্লয়েড-এর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ লোকের হাতে পুরো কাজ বা আদৌ কাজ নেই।

[4-50—5 p.m.]

এই রকম অবস্থা দূর করতে হ'লে কয়েকটা ছোট ছোট শিল্প, কয়েকটা বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রি গড়লেই চলবে না। এই বেকার সমস্যা দূর করতে হোলে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে এবং গ্রামের লোকদের কমপক্ষে বাঁচার মত জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব ক্ষেতমজুর আছে, ভূমিহীন চাষী আছে, যারা কর্ম্মে ইচ্ছুক অথচ যাদের কাজ নেই, তাদের হাতে জমি দিয়ে তাদের বেকারত্ব দূর করতে হবে। এই কাজ না করলে আভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচন দূর হবে না এবং ফলে দেশকে শিল্পোন্নত করাও সম্ভব হবে না। এই বাস্তব অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ল্যান্ড রিফরমস্ বিলে এমন কিছু ব্যবস্থা দেখি না যাতে এদিক থেকে কিছু আদায় করা যেতে পারে। দ্বিতীয় নম্বর কি? সরকার বলেছেন যে, দেশে শিল্পোৎপাদন বাড়াতে হবে এবং আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত করতে হবে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করার সময় তাঁহারা বলেছিলেন যে, এই দেশকে শিল্পোন্নত করবার প্রাথমিক সর্ত্ত হিসাবে ভূমি সমস্যার সমাধানের উপর জোর দেওয়া হোল এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় খসড়া প্রস্তাবে তাঁরা বলছেন যে, দেশকে শিল্পোন্নত করবেন অথচ বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কথা ব'লে যা করা হ'ল তাতে চাষীর হাতে জমি না দিয়ে পুঁজিবাদী চাষবাসের ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্যাপিটালিষ্ট ফার্ম্মিং করার ব্যবস্থা হ'ল। শিল্প গড়ার কথা বলা হচ্ছে অথচ শিল্পোন্নতির অন্তরায় যে ভূমিব্যবস্থা তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই contradiction between the so-called desire for industrialisation and the actual steps taken লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ সরকার যে কাজগুলি করছেন এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য কাজগুলি করা হচ্ছে বলা হচ্ছে তার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আবার দেখুন, সরকার বলছেন বেকার সমস্যার সমাধান করবেন দেশে নূতন নূতন শিল্প গড়ে অথচ বাস্তবে দেখছি প্রতিদিন শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করার জন্য বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটু আগে বলে গেলেন যে, ছাঁটাই সম্বন্ধে বলার কি প্রয়োজন আছে, তা তিনি বোঝেন না। এটা তিনি বুঝবেন না। আগে হয় ত বুঝতেন এখন আর বুঝবেন না। এইটুকু একটা শিশু বোঝে যে, যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহ'লে প্রতিদিন ছাঁটাই করে নূতন বেকারের সৃষ্টি করা চলতে পারে না, এটা এমন কিছু শক্ত বিষয় নয় যে এটা তিনি বুঝতে পারলেন না। এমন লোক ত আমাদের দেশে আছে যারা ৬৪ বৎসর চাকুরী করার পরেও তাদের বেকার হওয়ার ভয় দূর হয় না; চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তারা চাকুরী যাতে থাকে তারজন্য তদ্বির করে। এরাই আবার শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাঁটাই করার পক্ষে মত দেয়। যারা ৬৪ বৎসর বয়সে বাড়ী, গাড়ী, মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও বেকার হবার ভয় করে তারা যখন ছাঁটাই করা যুবক শ্রমিক বা কর্ম্মচারীরা ছাঁটাইএর প্রতিবাদ করে তখন কি করে ছাঁটাইএর পক্ষে কথা বলে তা বুঝি না। এর নাম চূড়ান্ত সুবিধাবাদ। একধারে সরকার শিল্প গড়তে যাচ্ছেন বেকার সমস্যা সমাধান করবার জন্য—অন্ততঃ মুখে এই কথা বলছেন আদতে চাচ্ছেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে—আর অন্য দিকে নতুন বেকার সৃষ্টি করছেন—এ কেমনধারা নীতি?

পাট শিল্পের দিকে যদি তাকান যায় তাহ'লে দেখি সেখানে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে কিংবা কম কাজ দিয়ে কম মজুরী দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক ও সওদাগরী অফিসগুলিতে প্রত্যেক দিন কর্ম্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। রেশনালাইজেসনের নামে ওয়ার্কলোড্ বাড়ান হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে নতুন করে লোক ছাঁটাই করা হচ্ছে। পরিকল্পনা যত বড় হউক না কেন—৭ সের ওজনের হউক আর ২০ সের ওজনের হউক—তার কোন মূল্য নাই যদি গণজীবনে তার ভাল ফল নিয়ে আসতে না পারে। আপনাদের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা আনার পর বেকারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। আমি বলি না যে, কোন পরিকল্পনার দ্বারা রাতারাতি হাওয়া পাল্টিয়ে দেওয়া যায়। তাই প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে—এই আশা আমি করি নি।

কিন্তু সমস্যার সমাধান না হ'লেও বেকারের সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে। কিন্তু তা কি হয়েছে? বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে যে প্রতি বছর তাকে রোধ করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? সুতরাং এক নম্বর কথা—যে শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাঁটাই চলেছে তাকে আইন করে বন্ধ করতে হবে যাতে আর ছাঁটাই না করা যায়। দ্বিতীয় নম্বর কথা—শিল্পের উন্নতি উৎপাদন প্রণালীর অর্থে রেশনালাইজেসান আমরা চাই। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি? রেশনালাইজেসানের মানে দাঁড়িয়েছে ছাঁটাই। ছাঁটাই না করে যদি আপনারা রেশনালাইজেসন করতে অর্থাৎ

if you can develop industrial potentiality and efficiency,

তাহ'লে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ হলে এটা করা যেত। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনের পথ খুলে দেয়। উন্নত ধরণের লেবার-সেভিং মেসিন সমাজতান্ত্রিক দেশে ছাঁটাই-এর জন্য ব্যবহৃত হয় না; বেকার বৃদ্ধির কাজে লাগান হয় না, কাজের ঘন্টা কমান কিংবা পরিশ্রম হ্রাসের কাজে তাকে লাগান হয়। আমাদের দেশে তা হয় না; কোন পুঁজিবাদী দেশেই তা হয় না। কারণ পুঁজিবাদী দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় বিরোধ থাকে; বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে চায়, নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে মানুষের শ্রমকে কমিয়ে আনতে চায়—আর পুঁজিপতি শ্রেণী চায় সেই যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অল্প লোক দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে আরও বেশী মুনাফা লুঠতে। ফলে যেখানে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার কথা সেখানে পুঁজিপতি দুনিয়ায় নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারে দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়ে, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়। তাই দেখি যে, আমেরিকার মত অত বড় শিল্পোন্নত দেশেও এক কোটির মত পূর্ণ বেকার, এবং ৬৩ লাখের মত অর্দ্ধবেকার। গ্রেট ব্রিটেনের মত দেশেও বিরাট বেকার বাহিনী রয়েছে। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা দরকার যে, যতদিন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থাকবে ততদিন এই বেকার সমস্যা থাকবে। যদিও তাকে যতখানি সমাধান করতে পারা যায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। "সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি"র জয়গান কেউ কেউ করেছেন, আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে, যতদিন উৎপাদনের চালক শক্তি পরিবর্ত্তিত না হচ্ছে অর্থাৎ যতদিন লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন চালিত হবে ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। কংগ্রেসের সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটিতে উৎপাদনের সেই মুনাফার উদ্দেশ্য থেকে গিয়েছে। তাই এই প্রস্তাবের বাস্তব রূপায়ণে সমাজতন্ত্র আসতে পারে না; এর মধ্যে দিয়ে বড় জোর কিছু শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হোতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় করনের মানে সমাজতন্ত্রীকরণ নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় করনের মাধ্যমে

development of State monopoly capitalism হয়

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্ম হয়—এ-কথা ভাল ক'রে বুঝা দরকার। কংগ্রেসী পরিকল্পনার মারফত সেই ষ্টেট মনোপলি ক্যাপিটেলিজম বৃদ্ধির ও তাকে সংহত করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা যাতে নিজেদের মধ্যে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে, সাধারণভাবে ভারতীয় পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি করে, সেই হ'ল পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য।

Through the growth and development of State monopoly capitalism and attempts to consolidate capitalist order under the slogans of national unity for national interest and of socialistic pattern of society the Indian capitalist class is taking to the fascistic path.

সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান তাতে হোতে পারে না এটা পরিষ্কার বুঝা দরকার।

তারপর তৃতীয় কথা হ'ল বিদেশ হ'তে লোক আমদানী সম্পর্কে। আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অথচ নিত্য নতুন লোক বিদেশ থেকে চাকুরীর জন্য আমাদের

এখানে আনা হচ্ছে। গত ৫ বৎসরের মধ্যে এই বাংলাদেশে প্রায় আড়াই শতের মতন লোককে মোটা মোটা মাহিনায় বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এরা সকলে শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয়। বড় বড় সওদাগরী অফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরী করবার জন্য তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। আর শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞও যদি হয় তবে তার ব্যবস্থাও অন্য রকম করা দরকার। ভারতীয় ছাত্রদের এই বিশেষজ্ঞদের অধীনে দিয়ে বলে দিতে হবে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রদের এমনভাবে শিখিয়ে দিতে হবে যাতে তারা শিক্ষার পর স্বাধীনভাবে কাজের দায়িত্ব নিতে পারে। এইভাবে দেশের ছেলেরা সেই সমস্ত শিল্পের ভার গ্রহণ করার উপযুক্ত হবে এবং দেশকে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। চীনে দেখে এসেছি সেই রকম জিনিষ চলেছে। সোভিয়েট টেক্‌নিশিয়ানরা আসছেন এবং দু'বছরের মধ্যে চৈনিক ছাত্রদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত করে দিয়ে যাচ্ছেন। তারপর চৈনিক ছাত্ররা নিজেরাই শিল্পে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে-রকম কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং ঐ ধরণের পথ যদি না নেন তাহ'লে বিদেশ থেকে লোক আসবে এবং দেশের টাকা বয়ে নিয়ে যাবে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এও একটী দিক মনে রাখতে হবে।

চতুর্থতঃ যতদিন না এদেশের লোককে চাকুরী দিতে পারছেন ততদিন বেকার ভাতা দিতে হবে। এটা সোজা কথা। কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে চীনকে অথবা রাশিয়াকে গালাগাল দেওয়া হয় সেখানে বেকার নেই। ১৯৪৯ সালে চীনের মত একটা পিছিয়ে পড়া দেশে জনসাধারণ ক্ষমতা গ্রহণ করেছে কিন্তু এখন সেখানে একজনও বেকার নেই। স্পীকার মহাশয়, আপনিও সেখানে গিয়েছেন, আমিও গিয়েছি; সেখানে একটা ভিখারী পথে দেখি নি। আর আমাদের এখানে ভিখারী রাস্তায় গাদায় গাদায় ভর্ত্তি। যাকে সেখানে কাজ দিতে না পেরেছে যেমন দক্ষিণ চীনের একটি অংশে—সেখানে তারা বেকার ভাতা দিচ্ছে। এখানকার সরকারের কাগজে ত নাম ভয়ানক, ভারতবর্ষের ইজ্জত নাকি একেবারে হু-হু করে পণ্ডিত নেহরু বাড়িয়ে তুলেছেন এবং ডাঃ রায়ও নাকি পশ্চিম বাংলাকে খুব বাড়িয়ে তুলছেন। এতই যদি করে থাকেন তাহ'লে দেশের বেকার লোককে কিছু বেকার ভাতা দিয়ে বাঁচবার ব্যবস্থা করুন। কাজ না দিয়ে, ভাতা না দিয়ে "আরাম হারাম হ্যায়" যারা ব'লে তারা দেশের শত্রু। এ-কথা আজকে পরিস্কার করে বুঝা দরকার।

Sj. Jagannath Mazumdar:

অধ্যক্ষ মহাশয়, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবটাকে প্রথমতঃ আমাদের দেখতে হবে, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে। এর ভিতর প্রথমেই আছে দুর্গাপুরে ষ্টীল প্ল্যান্টের কথা এবং এটা বৃহৎ শিল্পের ভিতর পড়ে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান কথা বৃহৎ শিল্পের উপর এবারে বড় বেশী জোর দেওয়া হবে এবং বৃহৎ শিল্পে শুধু জোর দিলেও চলবে না কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও জোর দিতে হবে এবং যেগুলি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ সেগুলি কুটির শিল্পের মারফত যতদূর সম্ভব তৈরী করতে হবে। এই দুই পন্থা তাঁরা ঠিক করেছেন এবং আর একটী জিনিষের উপর তাঁরা খুব বেশী জোর দিয়েছেন এবং সেটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট-এর উপরে। আমাদের দেশে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সেই আনএমপ্লয়মেন্ট দূর করতে হবে। খগেন বাবুর প্রস্তাব এই জিনিষটার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে প্রস্তাবটি যে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিক থেকে দেখতে হবে, এবং প্রস্তাবটি এই দিক থেকে না দেখতে পাওয়ার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের এই আলোচনাগুলি অবাস্তব ও অবান্তর হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন টেনটেটিভ প্ল্যান যা দিয়েছেন তার ৮ নম্বর পৃষ্ঠার ২৯ নং প্যারাগ্রাফেতে আছে—

A large increase in employment opportunities must be regarded as a principal objective—The kingpin—of the Second Plan.

এই আন্‌এম্‌প্লয়মেন্ট দূর করা তাঁদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর তাঁরা ঠিক করছেন যে ১ কোটী ২০ লক্ষ এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করতে হবে তাঁরা যে বিভিন্ন পরিকল্পনা

করছেন তার দ্বারা। এই পশ্চিম বাংলায় আনএমপ্লয়মেন্ট বা বেকারত্ব ভীষণ একটা সমস্যার আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমবাংলা পেয়েছে বাংলাদেশের সমস্ত ভূমিখণ্ডের ⅓ অংশ এবং আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে ২॥ কোটি লোকের বাস, বছরে ১·২৫ জন করে শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরলে আমরা দেখতে পাই যে প্রায় ৩ লক্ষ লোক প্রত্যেক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে। আর আমরা আজও যদি দেখি তাহ'লে দেখব যে প্রায় ৮ শত থেকে ১ হাজার উদ্বাস্তু এই পশ্চিমবঙ্গে আসছে। তাহ'লে এক বছরের এই উদ্বাস্তুর আগমনের হিসাব যদি আমরা ধরি তাহ'লে দেখি প্রায় ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বছরে ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি হয় ৩ লক্ষ তাহ'লে এই ৬ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এই ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে সকলকেই কার্য্যক্ষম বলব না।

[5—5-10 p.m.]

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার যে হিসাব এ'রা করেছেন তদনুযায়ী শতকরা ৪০ ভাগ লোককে আমরা কার্য্যক্ষম বলব। শতকরা ৪০ ভাগ লোককে যদি আমরা কার্য্যক্ষম বলি তাহ'লে ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোক প্রতি বছর আরও কার্য্যক্ষম হয়ে আসছে এই পশ্চিম বাংলায়। তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে যে, যা আমাদের বেকার রয়েছে এবং যা হচ্ছে এটা একটা বিরাট আকার ধারণ করছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে প্রায় ১৬ লক্ষ লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাহ'লে ৫ বছরের ভিতর দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের সেই রকম হিসাবে কার্য্য করতে হবে। কারণ ২ লক্ষ ৪০ হাজার নূতন কার্য্যক্ষম লোকের প্রত্যেক বছর কর্ম্ম সংস্থান করা এবং যারা বেকার আছে তাদেরও কর্ম্ম সংস্থান করা এ একটা বিরাট ব্যাপার।

এই সমস্যা সমাধান করতে হ'লে পশ্চিম বঙ্গে ছোট বড় উভয়বিধ শিল্পের প্রসার করতে হবে।

প্রথমতঃ দুর্গাপুরে আমাদের একটী "রুঢ়" প্রদেশের মত একটি শিল্পাঞ্চল তৈরী করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় যে জমি রয়েছে সেই জমিতে যে অধিকতর লোক রুজি রোজগার করতে পারবে তার সম্ভাবনা নাই। পশ্চিম বাংলায় ভূমির পরিমাণ লিমিটেড। এখানে একমাত্র আমাদের উপায় আছে যদি আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ক্ষেত্রে বা শিল্পে উন্নতি লাভ করতে পারি। দুর্গাপুরে রুঢ় প্রদেশের মত একটা প্রদেশে পরিণত করতে পারলে তবে হয় ত বাংলাদেশের বাঁচবার উপায় আছে এবং সেখানে বৃহৎ শিল্প হিসাবে একটা কোক প্ল্যান্টের পরিকল্পনা সেখানে হয়েছে। আমার মনে হয় হয় ত ভারত গভর্ণমেন্ট সেটা অনুমোদন করেছেন এবং আমরা দেখতে পেলাম সেই পরিকল্পনা খাতে খরচের জন্য একটা এসটিমেটে প্রায় ১২ কোটী টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং সেখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হবে, কোক তৈরী হবে, গ্যাস তৈরী হবে এবং ইলেকট্রিসিটি তৈরী হবে। তা ছাড়া আলকাতরাজাত বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যও তৈরী হবে। এই যে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হবে তার পরিমাণ ৬০ হাজার কিলোওয়াট। এখানে যদি একটা ষ্টীল প্ল্যান্ট হয় এবং ষ্টীল প্ল্যান্টের হিসাব দেখেছিলাম যে সেই ষ্টীল প্ল্যান্টে প্রায় ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুতের দরকার হয়। কোক প্ল্যান্ট থেকে যে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হবে বা বিদ্যুৎ তৈরী হবে সেই বিদ্যুতে ষ্টীল প্ল্যান্টও ব্যবহার হ'তে পারে। সেই দিক থেকে মনে হয় কোক প্ল্যান্টে একটা বৃহত্তর ষ্টীল প্ল্যান্টের বিকাশ বা তার আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশ করছে এই আমরা ধরে নিতে পারি। এই বৃহত্তর শিল্পের প্রয়োজন ছাড়াও এই প্রস্তাবের ভিতর রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রসারের প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাবে দেখি যে কুটির শিল্পে বা ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা বৃহত্তর শিল্পের চেয়ে অনেক বেশী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা এত লোক যখন নিয়োজিত তখন আমরা যদি শুধু বৃহত্তর শিল্পের প্রসারের দিকে নজর দিই তাহ'লে আমরা হয় ত প্রডাকশন বেশী করতে পারব কিন্তু প্রডাকশন বেশী করতে পারলে ত আমাদের সমস্যা দূর হবে না, কারণ তার ফলে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা আরও বেশী বেড়ে যাবে। সুতরাং আমাদের

এমপ্লয়মেন্টও সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশ জনবহুল দেশ, যদি জনবহুল না হোত তবে রাশিয়া বা আমেরিকার মত শুধুমাত্র বৃহৎ শিল্পের প্রসারে দেশের মানুষ ও সম্ভার নিয়োগ করলেই সমস্যা মিটে যেত। এবং তাহ'লে হয় ত আমাদের সমস্যার সমাধান করা সোজা হোত। আমাদের বন্ধুরা যেসব "ক্রিটিসিজম্" করেছেন সেসব ক্রিটিসিজম্ আমাদের দেশের এই বিশেষ অবস্থা বিবেচনা না করেই করেছেন। কিন্তু আমাদের জনবহুল দেশে শুধু প্রোডাকসন বাড়ালে চলবে না। একদিকে প্রোডাকসন যেমন বাড়াতে হবে তেমনি আর একদিকে এমপ্লয়মেন্টও বাড়াতে হবে। আমরা দেখছি যে প্রোডাকসন বাড়াতে গেলে বৃহৎ শিল্প ও কলকব্জার প্রয়োজন, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ কলকব্জা নিয়োজিত করলে মানুষের এমপ্লয়মেন্ট কমে যায়। অপর পক্ষের বন্ধুরা বৃহৎ শিল্পের পক্ষপাতী হ'লেও রেশনালাইজেসন চান না। সত্য কথা, আধুনিক যন্ত্র আমদানী হোলে মানুষের চাকুরী কমে যাবে। আমরা যদি শুধু উৎপাদন বেশী করতে যাই এবং সমস্ত আধুনিক দেশের সংগে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে চাই, এবং তার জন্য বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন করে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উৎখাত করি, তাহ'লে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের চাকুরীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তখন ঐ বেকার সমস্যা আরও ভীষণাকার ধারণ করবে। শুধু বৃহৎ শিল্প নিয়ে আমরা চলতে গেলে আমাদের দেশের বহু লোক বেকার হয়ে পড়বে, সেজন্য বৃহৎ শিল্পের সংগে ক্ষুদ্র শিল্পেরও প্রয়োজন রয়েছে, কুটির শিল্পেরও প্রয়োজন রয়েছে উভয়বিধ শিল্পের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্পগুলিকে আজকে বাঁচাতে হ'লে তাকে গতানুগতিক পথে গেলে চলবে না। সেজন্য প্ল্যানিং কমিশন একটা কথা বলেছেন যে, কুটির শিল্পকে নব রূপে রূপায়িত করতে হবে, নব পর্য্যায়ে আসতে হবে এবং টেক্নোলজিক্যাল এডভান্সমেন্টের উপায়ও বের করতে হবে। কারণ একদিকে বৃহৎ শিল্পে যদি খুব বেশী উৎপাদন হয় সমস্ত কুটির শিল্প সেই বৃহত্তর শিল্পের জিনিষগুলি ব্যবহার করবার মত ক্ষমতা তার অর্জ্জন করা চাই, তা না হ'লে একটা ভয়ানক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আমাদের দেশের ছেলেরা যদি কুটির শিল্পের এই টেক্নোলজিক্যাল উন্নতির জন্য বাহিরে যায় এবং দেশের মধ্যে যদি বিশেষজ্ঞ আসে সেটা কিছু খারাপ কথা নয়। তাহ'লেও অপর পক্ষের বন্ধুরা দেখাচ্ছেন যে সেটা খারাপ। আমাদের কুটির শিল্পকে যদি একটা নব রূপ দিতে হয়, বৃহত্তর শিল্পজাত সমস্ত জিনিষ ভাল করে ব্যবহার করবার ক্ষমতা তাদের যদি অর্জ্জন করতে হয় তাহ'লে আমাদের দেশের ছেলেদের বাহিরে পাঠাতে হবে এবং বাহিরের থেকে আমাদের বিশেষজ্ঞও আনতে হবে। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Sj. Bejoylal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার মাননীয় বন্ধু খগেন বাবু আমাদের দেশে দিগন্তপ্রসারী বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে-সমস্ত উপায়ের কথা বলেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে সেগুলি সমর্থন করছি। আমাদের দেশের এই বিরাট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এক দিকে যেমন বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের প্রয়োজন আছে সেই রকম গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্পগুলিকে লালন করবার প্রয়োজন আছে। যন্ত্র শিল্প এবং কুটির শিল্পের ভিতর কোন মৌলিক বিরোধিতা নাই। যেখানে যার প্রয়োজন আছে সেখানে তার প্রয়োজনকে স্বীকার করতে হবে এবং আমরা জানি যে, মহাত্মা গান্ধী, যাঁকে আমরা জাতির জনক বলে থাকি তিনি কেবল কুটির শিল্পের উপর জোর দেন নি। যেখানে বৃহৎ শিল্প করতে হবে যেমন জাহাজ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহ শিল্প, সেখানে এদের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে তিনি কুটির শিল্প এবং বৃহৎ যন্ত্র শিল্প উভয়কেই যথাযোগ্য স্থান দিয়েছেন এবং এটা খুব যুক্তিযুক্ত এবং সমীচীন হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে আমি এখানে দ্বিতীয় বিষয়টীর উপর একটু জোর দিয়ে দু'-একটা কথা বলতে চাই। আমাদের দেশের বেশীর ভাগই গ্রাম এবং এই গ্রাম্য জীবনের উন্নতির উপর বিশেষভাবে আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করছে। কারণ গ্রামে যারা থাকে তাদের উদয়াস্ত মেহনতের ফলে যে ফসল উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন ফসলের উপরে জাতির অস্তিত্ব নির্ভর ক'রে থাকে এবং আমাদের যত প্রকারের প্রয়োজন আছে, সকল প্রয়োজনের বড়

প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের অন্ন এবং বস্ত্র। গ্রামের চাষীরা অন্নদাতা। এই অন্নদাতা চাষী যদি মারা যায় তবে আমরা যত বড় বড় পরিকল্পনা করি না-কেন সেইসব পরিকল্পনা বালুর উপর ইমারত গড়ার মত একটা পণ্ডশ্রম হবে। তাই আমাদের সকলের আগে প্রয়োজন আমাদের গ্রামীণ সভ্যতাকে গ'ড়ে তোলা, যতে গ্রামের অন্নদাতা চাষী যারা তারা সুস্থ মন এবং সবল দেহ নিয়ে গ্রামের মাটিতে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। আমাদের এই গ্রাম্য চাষী যারা শতকরা প্রায় ৮০ জন—তাদের জীবনকে সুখময় করতে হোলে শুধু চাষের উপর নির্ভর করলে হবে না। তাদের যে সময় কোন কাজ থাকে না, যখন বেকার হয়ে তারা বসে থাকে সেই সময় যাতে তারা কাজে লাগাতে পারে তার জন্য গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্পগুলির প্রবর্ত্তন করতে হবে। এ-বিষয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রদেশে এই কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। এবারকার হরিজন পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি যে, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অল-ইণ্ডিয়া খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি বোর্ড ৩ শত ১৭ কোটী টাকা বরাদ্দ করেছেন এই শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য। এই টাকাটা যদি আমরা লাগাতে পারি তাহ'লে দু-হাজার নয়-শত বাইশ কোটী টাকার মাল আমরা উৎপাদন করতে পারব এবং সাড়ে পচাত্তর (৭৫॥) লক্ষ লোকের বেকার সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব। আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার যে-সমস্ত সুপারিশ দিয়েছি তাতেও দেখতে পেয়েছি যে গ্রাম্য শিল্পের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমি দু-একটী কথা বলব সভাপাল মহাশয়কে। যাদের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে এই যন্ত্র যাকে আমি যন্ত্রাসুর বলব—এই যন্ত্রাসুর কি ক'রে গ্রাম্য জীবনকে আক্রমণ করছে এবং এই গ্রাম্য জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেবার চেষ্টা করছে।

[5-10—5-20 p.m.]

আমি এখানে নদীয়া জেলা সম্পর্কে বিশেষ ক'রে বলছি যে, আমাদের গ্রামে গ্রামে চালের কলগুলি আস্তে আস্তে ঢুকছে এবং একটি গ্রামে যদি চালের কল ঢোকে তাহ'লে বুঝতে হবে যে সেখানে যেসমস্ত মেয়ে ঢেঁকিতে ধান ভেঙ্গে খায় তাদের জীবন পঙ্গু হ'য়ে যাবার উপক্রম হবে। এই সমস্ত চালের কল বাঘিনীর মতো। হরিণীর পালে বাঘ পড়লে যেমন হয় গ্রামের চেলুতির জীবনে চালের কলগুলির প্রভাব তেমনি মারাত্মক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ ক'রে আমাদের কুটির শিল্পের যিনি মন্ত্রী মহাশয়—এখানে আমি বাঁকী মন্ত্রীদের দেখতে পাচ্ছি না, আমি বিশেষ ক'রে তাঁর দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করছি এবং এখানে কৃষিমন্ত্রীও আছেন। এই চালের কলের আক্রমণ থেকে যদি আমরা গ্রামের বিধবা এবং দুঃস্থা যেসব অনাথা মেয়েরা আছে—যারা ধান ভেঙ্গে কোন রকমে উদরান্নের ব্যবস্থা করে তাদের উদ্ধারের যদি কোন ব্যবস্থা না করতে পারি তাহ'লে আমরা বলব যে আমাদের গ্রামের এই বেকার সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে দেখা দেবে। সেজন্য আমাদের এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে গ্রামের বেকার সমস্যা আরও জটিল ক'রে না তুলি।

কেবল একথা নয়, তেলের কল সম্পর্কেও আমি আজ ব'লব। আমাদের জেলায় অনেক গ্রামে এইসব তেলের কল ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হচ্ছে, যার ফলে যারা ঘানি ভেঙ্গে খায় তাদের জীবনও প্রায় পঙ্গু হবার উপক্রম হচ্ছে।

[At this stage the red light was lit.]

সর্ব্বশেষে আজকে আমার বন্ধু খগেন বাবু যে প্রস্তাবগুলি আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে সেইসব প্রস্তাব সমর্থন ক'রে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার যে সংশোধন প্রস্তাব তা হচ্ছে—

to instal electricity in rural areas.

বিজয়লাল বাবু যে কথা বললেন গ্রামের উন্নতির জন্য, সেটা করতে হ'লে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা উচিত; বিদ্যুৎ সরবরাহ না করলে গ্রামের উন্নতি হবে না।

আমি দেখে এসেছি মহীশূরের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আপনারা যদি মহীশূরে যান দেখবেন কি সুখে স্বচ্ছন্দে তারা জীবন যাপন করছে। সামান্য গ্রামে ঢুকে দেখলাম সেখানে সন্ধ্যাবেলায় তাদের যে পার্ক আছে সেখানে রেডিও চল্‌ছে; যেখানে রাস্তা নাই, কিছু নাই, সেখানেও এরকম দেখেছি যে ছোট ছোট বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে; জল তোলবার কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের গ্রামেও যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহ'লে গ্রামের শ্রী ফিরে যাবে। এ-সম্বন্ধে আর একটা কথা হচ্ছে যে যেখানে রেল লাইন আছে সেখানে সেই রেল লাইনের টেলিগ্রাফ পোষ্ট ধ'রে অনায়াসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে তা থেকে যে উপকার হবে সংক্ষেপে তা বলতে চাই। প্রথমতঃ এখনকার কালে দেখছি চাষের সময় জলের অভাবে অনেক সময় চাষের দুর্গতি হয়। চাষ যেভাবে হ'লে ভাল ফসল জন্মাবে সেভাবে হ'তে পারে না এবং ফসলও তেমন জন্মায় না। যদি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহ'লে পাম্প সাহায্যে জল দিয়ে খুব কম খরচে গ্রামে আবাদ হ'তে পারবে, অন্য কাজের জন্যও জল পাবে। মালাবারে দেখে এসেছি বছরে একটা জমিতে ৩ বার ধান হয়। আমরাও এখানে যদি প্রচুর জল দিতে পারি তাহ'লে অন্ততঃ কিছু জমিতে বছরে ৩ বার ধান পেতে পারব। আজ এষ্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর মাত্র ২৫ একর কোরে জমি রাখতে পারা যাবে। কাজেই আর এক্‌স্টেন্‌সিভ্ কাল্টিভেশন চলবে না, এখন ইন্‌টেন্‌সিভ্ কাল্টিভেশন করতে হবে। ইন্‌টেন্‌সিভ্ কাল্টিভেশন করতে হ'লে জমি থেকে যাতে খুব বেশী ফসল আদায় করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। সে চেষ্টা করতে হ'লে প্রচুর জলের প্রয়োজন। সেই প্রচুর জলের জন্য ইলেকট্রিসিটি থাকলে যত সহজে হবে, অন্য কোন প্রকারে তত সহজে হবে না।

তারপর গ্রামে আরও অন্যান্য অনেক ফসল জন্মাবে। যেসব পতিত জমিতে চাষ-আবাদ করা যায় না, এবং যেসব পতিত অবস্থায় আছে সেই সব পতিত জমিতে নানা রকম ফসল হ'তে পারবে। এখন অন্য প্রদেশ থেকে বহু জিনিষ—সরিষা, গম, প্রভৃতি—আন্‌তে হয়; সেগুলি তখন অনায়াসেই এই বাংলাদেশে উৎপন্ন হ'তে পারবে যদি প্রচুর পরিমাণে জল মাঠে দিতে পারি।

Mr. Speaker:

আরও এমেণ্ডমেন্ট আছে.

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

তারপরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ যদি করা যায় তাহ'লে ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হ'তে পারে। গ্রামের চাষীদের অনেক সময়—বছরে ৬ মাস—কাজ থাকে না, এবং সেই ৬ মাস বেকার হ'য়ে ব'সে থাকে। যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহ'লে ৬ মাসের মধ্যে অনেক কাজ করতে পারে।

তারপর আর একটা জিনিষ আছে। আমি আমেরিকার একটা বইএ পড়েছিলাম তাতে লেখা আছে ভারতবর্ষের কোন একটা চাষীকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে যদি আমেরিকায় যেকোন একটা চাষীর বাড়ীতে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে সে দেখবে যে বাড়ীতে বসেই ৫ একর জমিতে জল দিতে পারে। বাড়ীতে বসে একটা সুইচ্ টিপে দিলেই ৩ ঘন্টায় কি ২॥ ঘন্টায় জমি জলে ভর্ত্তি হয়ে যাবে, বাড়ীতে বসেই মাঠে জল সরবরাহ হয়ে গেল। অধিকাংশ জায়গায় ইলেকট্রিসিটি আছে ১০ ক্রোস্ হোক্ বা ১৫ ক্রোস্ হোক্। তারপরে প্রত্যেক গ্রামে রেডিওতে প্রত্যেকদিন বাজারে জিনিষের কিরকম মূল্য থাকে সেগুলি তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং এইজন্য কেউ তাদের ঠকাতে পারে না। যেমন আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে চাষীদের ঠকিয়ে ধান বা অন্যান্য জিনিষ কম মূল্যে কেনে, সেখানে সেটা

করতে পারবে না। কারণ রেডিও থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেককে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম ব'লে দেওয়া হয়। তারপর আর একটা জিনিষ আছে সেটা আমি দু'-বৎসর ধ'রে ব'লে আসছি। জাপানে যেভাবে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে।

Mr. Speaker:

আপনার এ্যামেন্ডমেন্ট ত ছিল শুধু ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে দু' লাইন।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

এ-বিষয়গুলিও খুব দরকারী, স্যার। আমি বলছি জাপানে যে শিক্ষা-প্রণালী আছে, সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছেলেদের দেওয়া হয়। যে ছেলেরা বেশী মেধাবী তাদের জেনারেল লাইনে দেওয়া হয়, আর যারা কম মেধাবী তাদের, নানাজাতীয় কারবার, কারিগরী বিভাগে দেওয়া হয়। এগুলি আমার প্রস্তাবের ভেতর আছে। আমি এটা দু'বছর ধ'রে এই হাউসে ব'লে আসছি। আমাদের এখানেও শিক্ষা-প্রণালী এইরকম করা দরকার। এবং গ্রামে যাতে ইলেকট্রিসিটি বিশেষভাবে করা হয় সেই অনুরোধ আমি করছি। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা আছে। যাতে গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটি হয় সেই অনুরোধ করছি।

Dr. Radhakrishna Pal:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে আমি একজন কংগ্রেসের সদস্য।

[Laughter and interruption.]

আমি বাস্তবিকই বলবো

it is praiseworthy for the Congress Government.

তাদের পক্ষ থেকে এই বেকার সমস্যার সমাধান, কুটীর শিল্প সমস্যার সমাধান, এইসব ভাল ভাল জিনিষ আসে, এটা সত্যই প্রশংসনীয়। আরামবাগ সম্বন্ধে আমাকে বাধ্য হয়ে জানাতে হচ্ছে। যাদবেন্দ্র বাবু এখানে আছেন—আপনি জানেন যে, আরামবাগ আপনার নেক্স্টনেবার—আমি আপনার প্রতিবেশী। সুতরাং আপনি জানেন সেখানে কুটীর শিল্প সমস্ত ধ্বংসোন্মুখ। সেখানে মৃৎ শিল্পের যে বিরাট ব্যবসা, সে আজ শুধু ক্ষয়িষ্ণু নয়, শেষ হ'য়ে এসেছে এবং সেখানে বদনগঞ্জের যে তাঁত, আট হাজার তাঁতী সেখানে আজ বেকার।

[Interruption.]

আমি বলছি যে আপনারাও কিছু দিন বাদে বেকার হবেন। [কমিউনিষ্টদের প্রতি] আপনাদের বেকারত্ব আমরা আনবো—সেটাই বলছি। আজ বাংলার এই ১৫।১৬ লক্ষ বেকারীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমার বন্ধুবর খগেন ব্যানার্জ্জি যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে আমি সত্যই খুসী হয়েছি।

[এ ভয়েস! গোবর খেয়েছিলেন কে?]

আমার গোবর, আপনাদের নরবররূপে দেখা দেবে। সুতরাং আমার মনে হয়, মাননীয় স্পীকার মোহদয়, বাংলার ১৬ লক্ষ বেকারের কথা আমি বহুদিন ধ'রে আলোচনা করেছি। যদি তাদের ডালভাতের সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি তাহ'লে আমাদের দেশে এক নব রূপ ফুটে উঠবে, আমাদের দেশ সত্যিকারের এক আনন্দময় দেশ হবে। সেজন্য আমি আজ কুটীর-শিল্প মন্ত্রীমহাশয়কে জানাবো যে আরামবাগের সমস্ত শিল্প আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেমন তুলোট পেপার, তুলোট কাগজ, সেগুলি আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আরামবাগের বালি, দেওয়ানগঞ্জের যে কাঁসা-পিতলের কারবার যেখান থেকে সমস্ত বড়বাজারে এই কাঁসা-পিতল আমদানী হয়, তাও আজ ধ্বংসোন্মুখ এবং আপনি পাঁজামহাশয় সবচেয়ে বেশীই জানেন যে গৌরহাটি এবং বদনগঞ্জ, শ্যামবাজারে এক বিরাট তন্তুবায় সম্প্রদায় আছে, আমি তাদের সম্বন্ধে জানাচ্ছি, আপনি তাদের কুটীর শিল্পের যা কিছু সম্বল আছে সেটা নিয়ে তাদের কাছে হাজির করুন এবং তাদের যে আজ দুঃখ-দুর্দ্দশা সেটা সত্যিকারের যদি আমরা লাঘব করতে পারি তাহ'লে এই কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের সকলে জয়গান গাইবে। এবং

আমার মনে হয় সেদিক দিয়ে আমি বলবো সত্যিকারের যদি আমাদের এই হাউসের লেফ্‌টিষ্ট এবং রাইটিষ্ট সব লোক যেমন একতাবন্ধ হয়ে বলছি বেকার সমস্যার সমাধান হোক—আমি যাদব বাবুকে বলবো, তাঁর কুটীর শিল্পের জন্য তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান এবং তাঁর দ্বারা সেন্টার থেকে বেশী ক'রে টাকা নিয়ে এসে বেকারী ১৬ লক্ষ লোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন এবং বিশেষ ক'রে আমার একটি ছোট্ট মহকুমায়, যেখানে ৪ লক্ষ লোকের বাস, তার মধ্যে ২৫।৩০ হাজার যে বেকার আছে তাদের সমস্যার সমাধান করুন, এবং তাহ'লে আমার মনে হয় নেক্‌স্‌ট ইলেকসনে আমাদের আর আসতে হবে না। (এ ভয়েসঃ আপনি ত আসবেন।) না, সেই এস্‌পিরেসন আমার নেই। আমি জানি এই বেকার সমস্যার সমাধান হ'লে ১৬ লক্ষ লোকের মুখে হাসি ফুটে উঠবে, প্রয়োজন নেই এই এম এল এর সিটে। আজকে আমি একথা বলবো যে, আজকে খগেন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এবং আমার আনন্দ ভাই যেটা সমর্থন করেছেন এবং বামপন্থীরাও এবিষয়ে একমত সেটা যদি সত্যই সমাধান করা হয়, কুটীর শিল্পের জন্য সেন্টার থেকে বেশী ক'রে টাকা এনে, তবে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার মনে হয় দেশ সত্যিকারের একটা নূতন রূপ ধারণ করবে যেখানে কোন কোয়েশ্চেন থাকবে না, কোন বেকার সমস্যা থাকবে না এবং কোথাও কোন ব্যাপারে ষ্ট্রাইক্‌ করার ধূঁয়ো উঠবে না এবং সকল দিক থেকে দেশে একটা শান্তির আবহাওয়া ব'য়ে যাবে এবং আমাদের দেশে এক নূতন রূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠে এক বিরাট আকার ধারণ করবে। আমি বলবো মাননীয় পাঁজামহাশয় "শিবাস্তে সন্তু পন্থানম্‌"। জয়হিন্দ্‌।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Satyendra Prasanna Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ হাউস-এর সামনে শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে রিজলিউসন এনেছেন তা আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। আনএম্‌প্লয়মেন্ট সমস্যাটা দিন দিন খুবই প্রকট হয়ে উঠছে। প্রতি বছর ২০ পার সেন্ট ক'রে বেকার বেড়ে চলেছে। এখন যদি এই বেকার সমস্যা রোধ করতে হয় তবে ঘরে ঘরে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গ'ড়ে তুলতে হবে সমবায় পদ্ধতিতে। এই সমবায় পদ্ধতি গড়তে হ'লে আমাদের প্রত্যেককে সমবায় মনোভাব গ'ড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'তে হবে। আজ দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ সমবায় পদ্ধতি অকৃতকার্য্য হয়েছে। তাই আমি মনে করি যেখানেই আমরা কো-অপারেটিভ স্কীম কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি খুলি না কেন সেইখানে কো-অপারেটিভ মনোভাব গ'ড়ে উঠে তা একান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত। এর জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে আলাদা খরচা করে লোক রেখে কো-অপারেটিভ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিকে ভালভাবে প্রতি গ্রামে গ্রামে চালু করা উচিত। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি চালু করতে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন চিপ্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি—তা ব্যারেজগুলির কল্যাণে এই পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যাবে। কিন্তু দু'-চার বছরে উত্তর বাংলার অবস্থা হয়ে উঠবে অতীব শোচনীয়। সেখানকার লোকেরা বার বার বন্যায় বিধ্বস্থ হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের ইনকাম কৃষি ছাড়া বাড়ানোর আর কোন উপায় কিংবা সুযোগ নাই। তারা চিপ্‌ ইলেক্‌ট্রিসিটি পাবে না। সেখানে কোন সমবায় আন্দোলন নেই। তারা পড়ে আছে দারিদ্র ও বেকারত্বের মধ্যে। তাই আমি গভর্ণমেন্টকে বলি—এই দুই বাংলার মধ্যে সাম্যভাব রাখতে হ'লে উত্তর বঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেবল বন্যার সময় কিছু সাহায্য দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে হবে। কুচবিহারে যে তামাকের চাষ হয় তা থেকে আমরা অনায়াসে চুরুটের কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি গ'ড়ে তুলতে পারি। উত্তর বঙ্গের নানা জায়গায় ইউরোপিয়ান কম্পানিগুলো ফরেন সিপমেন্ট-এর জন্য যে জুট-এর পাক্কা বেইল করতো সেখানে বহু লোক কাজ করতো। আজ সেসব কোম্পানিগুলি উঠে যাওয়ায় বহু লোক বেকার হয়ে গিয়েছে। যেমন রেলিস ইণ্ডিয়া লিঃ, হলদিবাড়ীতে বহু পাট কিনে বিদেশে চালান দিত সেইসব ফার্ম-এ বহু লোক কাজ করত। আজ তারা সব বেকার হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় সেইসব ফার্মগুলি গভর্ণমেন্ট থেকে নিয়ে যে-কোন একটা ইণ্ডাষ্ট্রি গ'ড়ে তোলা উচিত। আজ এইসব জায়গা কলকাতার কাছে নয় ব'লে তারা কোন আন্দোলন করতে পারছে না। তাই আমি মনে করি

এইসব জায়গায় কিছু কিছু জুট দিয়ে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করান উচিত। আমাদের ওদিকে জুট-এর থেকে একরকম জিনিষ তৈরী হয় তাকে বলে মেখলি। এটা সুন্দর সতরঞ্চির মত এবং বহুদিন থেকে এ ইণ্ডাষ্ট্রিটা প্রায় লুপ্ত হ'তে চলেছে। এটা মেখলিগঞ্জ সাবডিভিসন-এর নাম অনুসারে নাম হয়েছে মেখলি। এর বাজার এখনও আছে। এটা পিওর কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি। কৃষকেরা নিজেরা বাড়ীতে ব'সে স্বামীস্ত্রীতে, ছেলেমেয়ে মিলে তৈরী করে, এবং নিজেরই জমির পাট দিয়ে। আজ এই ইণ্ডাষ্ট্রি লোপ পেতে বসেছে কেন? জমি থেকে পাট না উঠতেই কৃষক পাট বিক্রী করে দিচ্ছে, তার পরিবারের পাঁচটি পোষ্যের ভরণপোষণের জন্য। কৃষক পাট ঘরে রাখতে না পারাতে সে কুটির শিল্প আজ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কাজেই কৃষকেরও বেকার সমস্যা আজ শোচনীয়ভাবে দেখা দিয়েছে। এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে গ্রো করার জন্য পাট ওরা হাতে রাখতে পারছে না। এই ক'রে না পারছে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে না পারছে নিজের সংসারের বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান করতে। তাই আমি অনুরোধ করছি যে—

Co-operative basis on widest possible scale and Cottage Industry grow করাতে।

Dr. Atindra Nath Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবের যা মূল নীতি এবং মর্ম তাকে খুব আনন্দের সংগে গ্রহণ করছি। খুব আনন্দের কথা যে আজ বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য বে-সরকারী প্রস্তাব কংগ্রেস পক্ষ থেকে এসেছে। আজ এই সমস্যা দল নির্বিশেষে, মত নির্বিশেষে, সকলের কাছেই গুরুতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং কংগ্রেস সদস্যরা যে এই সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন এটা অত্যন্ত আশার কথা। কিন্তু তার সংগে সংগে আশংকা হয় ঐ দিকে মন্ত্রীমহাশয়দের আসনগুলি শূন্য কেন? তারা কি নন্-অফিসিয়াল রিজলিউশন-এর আলোচনাগুলি নিতান্ত অবান্তর বলে মনে করেন, না শুধু বিরোধীদলকে বলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাদের কথা কার্যকরী করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন?

অধ্যক্ষ মহাশয়, যদিও আমি এই প্রস্তাবের সারমর্ম্মকে আনন্দের সংগে অভিনন্দন করছি তবুও এই কথা গোড়ায় স্বীকার করা দরকার যে এর মধ্যে যেসকল পন্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তার দ্বারা কুটীর শিল্পের উদ্ধার অথবা তার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। শুধু কুটীর শিল্পকে শিশুর মত স্পুন ফিডিং করলেই তার দ্বারা কুটীর শিল্পকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব নয় অর্থাৎ তার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধান করাও সম্ভব নয়। আরো বহু জিনিষের প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের ভূমিকায় বলা হয়েছে—

the following steps to relieve the growing unemployment in the State.

অর্থাৎ এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বেকার সমস্যার সমাধান করা। বেকার সমস্যার সমাধান শুধু কুটীর শিল্পকে পুনর্জীবিত করলেই হবে না। এখানে যে সমস্ত আর্থিক প্রশ্ন আছে এবং তার যা সমাধান তার কিছুটা ইংগিত অন্যান্য সংশোধনী প্রস্তাবে এবং ৮নং প্রস্তাবে আছে। তার জন্য সরকারের শিল্প পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। এবং তার সংগে সংগে একটা আর্থিক পরিকল্পনা এবং আবশ্যকমত সংগঠন দরকার। বেকার সমস্যা একটা বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, এর মূল সুদূরপ্রসারী। তাই শুধু কুটীর শিল্পকে পুনর্জীবিত করলেই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে বলে আমি মনে করি না। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি যে কুটীর শিল্প ছাড়াও বড় বড় যন্ত্র শিল্পের মধ্যে দিয়ে বেকার সমস্যা আংশিকভাবে দূরীকরণ করা সম্ভব। যদিও আজকে সরকার যন্ত্র শিল্পের মধ্যে দিয়ে বেকার সমস্যা দূর করতে চাচ্ছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশে যেসমস্ত যন্ত্র শিল্প আছে তার অধিকাংশই অবাঙ্গালীদের হাতে এবং সেখানে উপযুক্ত বাঙ্গালী ছেলেদের বাদ দিয়ে অবাঙ্গালীদের গ্রহণ করা হচ্ছে। আজকে এই সমস্যা সমাধান করতে হলে এই সমস্ত জায়গায় বাংলাদেশের শিল্পতে বাঙ্গালী ছেলেদের সর্ব্বাগ্রে নেওয়া দরকার। অবশ্য যেখানে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালী ছেলে পাওয়া যাবে না সেখানে অবাঙ্গালীকে নেওয়া চলতে পারে। সেইজন্য

এই প্রস্তাবের ধারাগুলি যে পথে যাচ্ছে তাতে মনে হয় এইগুলি বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক নয়। দুটী ছাড়া এতে অন্য যে ধারা আছে তার সংগে আমি একমত। সেইজন্য এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য যে সব সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি তা গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ হতে পারে এবং কার্য্যকরী হতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে যে কুটীর শিল্প ও যন্ত্র শিল্পের ক্ষেত্র ভাগ করে দেওয়া দরকার। তাছাড়া কুটীর শিল্প দাঁড়াতে পারবে না এবং বেকার সমস্যারও সমাধান হবে না। এ আজকের কথা নয়, গত ৫০ বৎসর ধরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে এই জিনিষ চলে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন কুটীর শিল্প নিয়েই সুরু হয়েছে, তখন আমরা দেখি যে—

Village Industries Association, Spinners Association,

প্রভৃতি হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীর মত জননায়ক প্রচার করেছেন কিন্তু কুটীর শিল্প তার যোগ্য স্থান অধিকার করতে পারেনি। ৬নং প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে প্রচার কার্য্য করতে হবে, সাহিত্য ছাপাতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু আজ ৫০ বৎসর ধরে কি এর প্রচার কার্য্য হয়নি? তবু কেন আজকে কুটীর শিল্প তার পায়ে দাঁড়াতে পারেনি?

[5-40—6-5 p.m.]

সে কাজ করতে হলে প্রথমে সীমা ভাগ করে দেওয়া দরকার। মেসিন টুলস, মেসিন পার্টস আছে—শুধু কনজিউমার গুডস নয়, নিত্য ব্যবহার্য্য বহু জিনিষ চাই। তাছাড়া কি কি যন্ত্র কোন্ কোন্ কুটীর শিল্পের ভিত্তিতে তৈরী হতে পারে সেই সীমা নির্দেশ করে দেওয়া দরকার। কোন জায়গায় কুটীর শিল্পের সংগে যন্ত্র শিল্পের অসম প্রতিযোগিতা হতে দেওয়া চলবে না, যা বন্ধ না করার জন্য এত বছর কুটীর শিল্পকে বাঁচানর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সেটা দেখা দরকার। সেজন্য আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব যেটা রয়েছে—

"to demarcate the spheres of heavy machine industries and cottage industries so as to eliminate unequal competition between the two; and to encourage the setting up of, etc."

তারপরে আসছে যে কথা—

"Cottage industry on widest possible scale preferably on co-operative basis."

এখানে একটু পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন আছে। সরকার নিজের উদ্যোগে সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে কুটীর শিল্পকে প্রসার করবেন তা নয়, যেখানে জনসাধারণ উদ্যোগ করবে সেখানে সাহায্য দিতে হবে। তারপর শুধু কুটীর শিল্প, যন্ত্র শিল্পের সীমা ভাগ করে দিলে চলবে না। তার মধ্যে যতটুকু যন্ত্র প্রবর্ত্তন করা দরকার সেটুকু করা দরকার শ্রমিক বা কৃষক যে যন্ত্র চালাতে পারে যার দ্বারা মুনাফা বাড়ানর সুবিধা হয় কিন্তু সে যন্ত্রবশ না হয়ে পড়ে, উৎপাদন বেশী হয় অথচ উৎপাদনকারীরা মরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের জ্ঞানবাবু বলেছেন—ইলেকট্রিফিকেশন-এর কথা। তার সংগে যতটুকু মিনিমাইজ করা সম্ভব হয় তা করতে হবে। আর ৫নং, ৬নং ধারা তুলে দেওয়া দরকার। এতে আছে আমাদের দেশের তরুণদের বাইরে পাঠিয়ে কুটীর শিল্প শিখিয়ে এনে এদেশে তা প্রবর্ত্তন করা, শুধু তাই নয় আসবার পর সরকারী সাহায্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের স্বার্থপর করে তুলেছে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে যে শিক্ষা দেব তাতেও তাই করা হবে এটা উচিত নয়। তাকে টাকা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষা দিয়ে আবার টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হবে,—এতে কোন সর্ব্বাংগীন মংগল হতে পারে না। বিদেশী কোন কুটীর শিল্পের যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে, যেমন ডেনমার্কে, সুইডেনে বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে আছে তা দেখে এসে এখানে প্রচলন করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে দল বেঁধে সরকারী টাকায় বাইরে যাবার দরকার নেই। কিছু লোককে সেখানে পাঠিয়ে কুটীর শিল্প বিশারদ করিয়ে এনে তাদের দ্বারা এখানে প্রচার করুন। প্রস্তাবে কোন খিঁচুরী পাকাবার জন্যে বা আমূল পরিবর্ত্তনের জন্যে এই সংশোধনী আনিনি, যা আছে তাকে রাউণ্ড অফ করবার জন্যে ২।১টি প্রস্তাব এনেছি, তা গ্রহণ করতে প্রস্তাবককে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker: There are only two speakers on Government side and two speakers on the other side.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Nishapati Majhi:

স্পীকার মহাশয়, আমার বন্ধু খগেনবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন জ্যোতিবাবু। জ্যোতিবাবু তার প্রস্তাবের অনুকূলে এ কথা বলেছেন যে "বাস্তবটা ছোট ক'রে দেখা হচ্ছে—বাংলা দেশে ডাক্তার রায় কি করবেন বোঝা যাচ্ছে না"। স্যার, বড়ই দুঃখের কথা যখনই কোন বাস্তব কাজে আমরা অগ্রসর হই তখনই অযথা কতকগুলো প্রস্তাব উপস্থাপিত করে তাঁরা এই কথাই জনগণকে বোঝাতে চায় যে এটা বাস্তব নয়। আজ যদি ভালভাবে এই প্রস্তাবের মধ্যে জ্যোতিবাবু প্রবেশ করতেন তা হলে এ জিনিষটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন যে বাংলায় একদিন যেমন শিল্পী ছিল বাংলার পল্লীতে ১৮টা করে পাড়া থাকত, কোন পাড়ায় কাঁসারী কোন পাড়ায় শাঁকারী কোন পাড়ায় কর্মকার চর্মকার এবং তাঁতি কুল, এইসব অবস্থান করত আজ সেই বাংলার শিল্প জীবন নষ্ট হতে বসেছে। এখানে সেগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা হচ্ছে। আজ সেগুলি লোপ পাওয়ার জন্যই বেকার সমস্যা দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই আমার সরকার কৃষি উন্নয়ন কাজে এবং শিল্পোন্নয়ন কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তার কর্মপন্থা এমনভাবে বিস্তার হয়েছে যাতে জনগণের আস্থা এবং সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। তাই বিচলিত হয়ে জ্যোতি বসু মহাশয় বলেছেন যে আইন করে আজ ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে। আইনের কোন প্রয়োজন নেই। ডাক্তার রায় এখানে যা ঘোষণা করেন সেটা কার্যকরী হয়। তিনি একদিন বলেছিলেন যে আমি ছাঁটাই বন্ধ করব। খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের ছাঁটাই হতে দেবো না। তার ফলাফল কি তাঁরা কসে কোন দিন দেখেন? ৭,৯৪৫ জন কর্মী আজ সরকারী ৩৮টি বিভাগে পুনরায় নিযুক্ত হয়েছেন। এবং তাঁরা ভালভাবে কাজ করছেন। ভারত সরকারের দপ্তরে প্রায় ৭০০ জন নিযুক্ত হয়েছেন, যা কোন দিন আশা ছিল না। কিন্তু ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে তা সম্ভব হয়েছে। এরূপ অবস্থায় আইন করবার কথা উঠে না এবং ছাঁটাই করার কথাটা এই প্রস্তাবের সংগে আলোচনা করা যায় না—বিষয়টা একেবারে অবান্তর। স্যার, বেকারদের মধ্যে দুটো দিক দেখবার আছে। একটা সহর অঞ্চলের বেকার। এখানে কেউ হয়ত পরিপূর্ণভাবে বেকার, কেউ হয়ত অর্থাভাবে বেকার, কেউ হয়ত সামান্য কিছু বেকার। তার সমস্ত সংখ্যা হয়তঃ ১২।১৪।১৫ লাখ হতে পারে। গ্রাম অঞ্চলের বেকারকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষিত বেকার, অর্ধশিক্ষিত বেকার, আর অশিক্ষিত বেকার। গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার পর পর দুটি বছরে যা আবেদন করেছিল তার হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ১৩৫৩ এবং ১৩৫৪ সালে এই রাজ্যে ২৬,৫০৯ জন আর ১৯,৫২০ জন মোট ৪৬ হাজার ১১০ জন দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেইসব শিক্ষিত বেকার বন্ধুগণের ভিতর প্রায় শতকরা ৩০ জন সাক্ষাতের নোটিশ পেয়েও উপস্থিত হন নাই। অতএব এখানে সরকার ১৯,৯৫৯ জনকে কর্মে নিযুক্ত করেছেন। প্রস্তাবের একটা অংশের উপর আমার বন্ধু জোর দিয়েছেন যে সমাজ শিক্ষক আজ এমন চাই যারা এই পল্লীশিল্পকে নূতন করে গড়ে তুলবে। পল্লীশিল্পের মধ্যে যারা কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত নয় তাদের কোন স্থান নাই। আজকে তাই মাল্টিপারপাস স্কুল বা অন্য কোন কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় এবং তার যদি গ্রামের বুকে বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় তাহলে এই বিদ্যাদানের সংগে সংগে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। এখানে হাতে এবং কলমে কাজ করে তারা মানুষ হতে পারবে, তারা চাষ করতে পারবে, তারা শিল্পী হতে পারবে। সুখের বিষয় যে আমার এই পশ্চিমবাংলায় ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, কুচবিহার, দার্জিলিং, মালদা, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় এম, এ পাশ ১৪৯ জন এবং ১,৯৪৪ জন বি,এ, পাশ যুবকের মধ্যে অনেকেই সমাজশিক্ষার

কাজে ব্রতী হয়েছেন। ৬,০৯৮ জন আই,এ পাশের মধ্যে অনেকেই একদিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন এবং সমাজের বিষয় নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন। ৩৭,৯১৯ জন ম্যাট্রিক পাশের মধ্যে অনেকেই আজ পল্লী বিদ্যালয়গুলিতে এমনকি প্রায় ৫ হাজার নূতনভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষা দানে ব্রতী হয়েছেন। এরূপ অবস্থায় জ্যোতিবাবু যদি পঞ্চ-বার্ষিকীর রূপ দেখেও না দেখেন তা হলে আমরা দুঃখীত। আমি মনে করি যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকে সামনে রেখে আমার বন্ধু (এক মিনিট স্যার) খগেনবাবু যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন সেটা বাংলার পক্ষে এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অন্ন সমস্যার একটা প্রধান পথ দেখিয়েছেন। হয়ত বেকার সমস্যা শুধু কুটীর বা বৃহৎ শিল্প কাজের উপর নির্ভর করে সমাধান হবে না। আরও অনেক কিছু কাজ তার সংগে করতে হবে। কিন্তু এটা প্রধান কাজ। জমিদারী উচ্ছেদ করে আজকে ভূমি উন্নয়নের একটা নব পরিকল্পনা সামনে এসেছে। পঞ্চায়েত্ ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল তাকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করবার যেমন আমাদের একটা কল্পনা কার্যে পরিণত হতে চলেছে তেমনিভাবে আমরা পল্লীতে পল্লীতে কুটীর শিল্পগুলিকে দুর্গাপুর শিল্প কারখানাকে প্রতিষ্ঠিত করব। কামার, ছুতার, চাষী এই কাজের জোরে একই পরিবারভূক্ত হবে। আশা করি এই কাজের রূপ জ্যোতিবাবুকে দেখাতে পারবো। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান করাই যে আমাদের প্রধান কাজ হবে তাতো জ্যোতিবাবু ভাল করেই জানেন।

Sj. Basant Lall Murarka:

माननीय स्पीकर महोदय,

जो प्रस्ताव खगेन बाबू ने आपके सामने पेश किया है मैं उसको समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में सब से बड़ा समस्या बेकारी का समस्या है इसलिए इसको दूर करना ही होगा। इस प्रस्ताव में इसकी दवा मिल सकती है इसके अलावा और और जो उपाय हैं उससे भी बेरोजगारी दूर हो सकती है।

मैं कहूंगा कि हमारे नेता बिधान बाबू Central Government **से २० करोड़ रुपया बंगाल में ले आयें। १० करोड़ से १०० (एक सौ) बड़े बड़े कारखाने खोले जायें और बाकी १० करोड़ से एक लाख ग्राम में फी ग्राम को हजार हजार रुपए देकर ग्राम उद्योगों को चालू किया जाये। इससे हमारे बंगाली भाईयों का बेरोजगारी समस्या भी दूर होगा और कुटीर उद्योगों को भी उन्नति होगी। और दूसरी तरफ हमारे बंगाली भाईयों को काम भी मिलेगा। जितने भी यहां कारखाने हैं जहां रोज मजदूर काम करते हैं वहां ऐसा कानून बनाया जाए कि १०० में ७५ काम करने वाले बंगाली भाईयों को लिया जाये। इससे भी बेरोजगारी कुछ दूर हो सकती है।**

इसके बाद मैं हमारे नेता से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बंगाली भाईयों को व्यापार का काम सिखलाया जाये। व्यापार करने से बेरोजगारी दूर हो जायेगी। इस तरह से भी बंगाल के बेकारी समस्या का समाधान हो सकता है।

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আলোচ্য প্রস্তাবে দুর্গাপুরে একটা ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা, কুটীর শিল্পের জন্য অর্থ চাওয়া এবং শিল্প শিক্ষাদানের জন্য লোককে উৎসাহ দান করা—এ কথা শুনলে সবাই খুসী হবেন এবং প্রস্তাবের প্রতি প্রথমে অভিনন্দন জানাবেন। তবু এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় কথা এই প্রস্তাবে যা উঠেছে সেটা হচ্ছে সরকারের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। এই বেকার সমস্যা সমাধানের পথে রাখা হয়েছে এই বিশেষ ব্যবস্থার একটা আবেদন। কিন্তু এখানেই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—ঐ বেকার সমস্যা সমাধান সত্যই কি আমরা চাচ্ছি, তারজন্যই কি আমরা দুর্গাপুরে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান চাচ্ছি? তাই যদি হয় তা হলে প্রথম মনে হবে যে কি

উদ্দেশ্যে এই ষ্টীল প্ল্যান্ট দুর্গাপুরে আসবার কথা উঠেছে? সেটা কাদের হাতে আসবে, সেটা কি সর্ব্ব ভারতীয় পরিকল্পনার অংগ হিসেবে আসবে? জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের যাঁরা প্রধান, তাঁদের কাছে শুনে আসছি—আমাদের যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিবন্ধক সেটা অত্যন্ত মৌলিক, এবং সেটা প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক্ সেক্টর নিয়ে। এখন এই দুটার মধ্যে এটা কার সেক্টর-এ আসবে। এটা ঠিক না করে সেংশন-এর কথাটা অবাস্তব হয় না কি? এখন কথা উঠেছে এই দুর্গাপুর সম্বন্ধে যা ডিসিশন হয়েছে তাতে দেখা যায় যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের আগ্রহ প্রাইভেট সেক্টর-এর জন্য। তাঁরা বিদেশীর সংগে যোগাযোগে সেখানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। সেখানে আমাদের সরকারের সংগে বিদেশীর যোগাযোগ না হয়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ব্যাক্তিগত পুঁজিপতিদেরকে। এবং সেখানে অসুবিধা হয়ে পড়েছে এই যে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, পুঁজিপতিদের লাভের জন্য তাঁরা এগিয়ে আসছেন।

[6-15—6-25 p.m.]

কাজেই প্রথম কথা হচ্ছে—এখানে আমরা বেকার সমস্যার সমাধান যে চাইছি, তা যদি চাই তা হলে বেসিক ইন্ডাষ্ট্রির সম্বধে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার যে প্রস্তাব ছিল, যে বেসিক ইন্ডাষ্ট্রিকে আমরা জাতীয়করণ করব—নেশনালাইজ করব সেইটে গোড়ার কথা বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সে নীতি এখন অনুসৃত হচ্ছে না—এখানেই গোড়ায় গলদ এসে পড়েছে, এখানেই সমস্ত পরিকল্পনায় আমাদের সমস্ত ব্যাপারে আমাদের কথায় ও কাজে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিচ্ছি। তাই বেকার সমস্যার সমাধান যদি চাই তা হলে প্রথম কথা হচ্ছে, সমগ্র বেকার সমস্যার সর্বাত্মক সমাধান আমরা চাই কি না। কোন বেকার শ্রেণীকে কোন স্থানে কিছুদিন থাকবার এবং খেটে খাবার ব্যবস্থা করে দি আর যদি বলি আর বাদ বাকি মানুষ আমরণ বেকার হয়ে থাকবে, তবু যদি বলি বেকার সমস্যার সমাধান করছি—এর কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। তা হলে ভাবতে হয় সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষ ক্রমে বেকার হয়ে উঠবে। আজ সারাদেশে যা কিছু আছে সম্পদ, সেটা জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য হচ্ছে না। এ দেশে কারা আজ খেতে পায় না পায় সমগ্র জাতির পক্ষে সেটা বড় প্রশ্ন হয়ে নেই। এখন সমগ্র জাতির অধিকাংশ কর্মক্ষমদের কাজ নেই। অর্দ্ধেককে কাজ দিয়ে খাইয়ে রাখব, তাদের দ্বারা উৎপাদনশীল শিল্প গড়ে তুলব, আমাদের কিছু লোক খেতে পাবে আর যারা খেতে পাচ্ছে না তারা মরে যাক—ঠিক এইভাবে যদি কথা বলি সেটা দায়ীত্বশীলের কথা হয় না। বেকার সমস্যার কথা নিয়ে যখন কথা ওঠে,—আমরা রেশনালাইজেশন-এর কথা শুনি এবং ভয়ার্ত হই। কারণ, এখানে রেশনালাইজেশন মানেই হচ্ছে রিট্রেঞ্চমেন্ট। আমাদের সার্বিক প্রয়োজনের সংগে আয়োজনের সম্পর্ক নেই। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের আয়াস আরাম বেড়ে যাবে, প্রত্যেকের হাতে পয়সা বেড়ে যাবে—এ কামনা আমরা প্রত্যেকেই করব। এখানে কেউ গরুর গাড়ীতে চড়বে মোটর গাড়ি ছেড়ে—এ আমরা কেউ চাইব না। আমরা চাইছি—আমাদের প্রত্যেকটী মানুষের ব্যবস্থা কালই কি করব। পাঁচ বছরে কতককে স্বয়ংসম্পূর্ণ করব তারপর ১০ বৎসরে আর কতককে সুখী করব এবং ইত্যবসরে অসংখ্য বেকার মরে নিস্কৃতি পাবে, এই ব্যবস্থায়—এইভাবে অগ্রসর হলে ঐ যে বলেছি—রেশনালাইজেশন অ্যান্ড রিট্রেঞ্চমেন্ট-এর দ্বন্দ্ব ত র আর শেষ নেই।

তারপরে আসা যাক পরিকল্পনার কথায়। এর দ্বারা আচম্বিক একটা কিছু করতে হবে—এ নিয়ে আনন্দ করতে পারেন তারাই দুচার জন যাঁদের আনন্দ করব র সুযোগ আছে। কিন্তু ক্রন্দন ছাড়া যাঁদের আর কিছু নাই, না খেয়ে মরা ছাড়া যাদের আর কোন পথ নাই তারা এর দ্বারা আনন্দলাভ করতে পারে না। যদি সত্যই বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে এসে পড়ুন—প্রত্যেকটী মানুষের জন্য দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে পথ কেটে। আগেই বলেছি যে আমাদের দেশে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি পায় তা কে না চাইছে। কিন্তু জাতীয় মানে—বির্লার হাতে ধন বৃদ্ধি, বা অগণিত নির্ধনের পাশে দুচার জন কোটিপতি হয়ে যাবে—এটা নেশানাল ইনকাম গঠনের পথ নয়। নেশানাল ইনকাম্ হচ্ছে—জাতির যত অর্থ আছে, তার উৎপাদন, তার বন্টন, তার কর্তৃত্ব সমস্ত জাতির উপর নির্ভর করবে,—তারই নাম জাতীয় ইনকাম—এইটে যখন লোকে বুঝতে পারবে—তখন আমি নির্ধন হই, আমি দরিদ্র হই তবু আমার দেশে সবার

কল্যাণে, আমাকে এইভাবেই আজ চলতে হবে—কষ্টবরণ করতে হবে বলে প্রত্যেক মানুষ এই আদর্শের পিছনে এসে দাঁড়াবে। জাতীয় আয় মানে কি কতক লোকের অপরিমিত অর্থ যাক, আমরা সেই অংকে আমাদের শূণ্যমাত্রিক আয়ের অংক যোগ করি আর মনে করি আমি জাতির একজন, আমার দায়িত্ব হল—শুকিয়ে মরা, না খেয়ে মরা, আর আমার জীবন নিয়ে পুঁজিপতিরা ছিনিমিনি খেলবেন,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যাব, তবু আনএম্প্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্স পর্য্যন্ত পাব না!! তাই যেখানেই বেকার সমস্যার কথা ওঠে সেখানেই দেখি দৃষ্টিভংগীর গলদ। এখানে আমাদের দৃষ্টিভংগী হবে মায়ের দৃষ্টিভংগী বা বাপের দৃষ্টিভংগী, সন্তানের প্রতি মা বাবা যেমন মনে করতে পারে না ৫টী ছেলের তিনটী ছেলে মরে যাবে, আর দুইটী ছেলে বড় হবে,—তেমনি মনগড়া এক সমাজবাদের নামে কতিপয়ের স্বার্থে গোটা দেশকে বলি দেয়া চলে না। আমাদের সমাজবাদ এই রকম মনোভাবের স্বীকৃতি নিয়ে যদি হয় তাহলেই সে ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে। সমাজবাদের কথা যে উঠেছে—সেই সমাজবাদ বুঝতে পারি। কংগ্রেস জগতের সামনে প্রচার করছে—আমরা সমাজবাদী হচ্ছি, কিন্তু তার সমাজবাদের অর্থ জাতির জায়গায় কতিপয়ের সর্বগ্রাসী মুখ এসে পড়েছে। মুখে এক কথা বলা কাজে আর একটা করে যাওয়া। এই জিনিষটাতেই আসল গলদ। তাই বলছি—গোড়াতেই একটা——

[At this stage the red light was lit.]

আর দুমিনিট বলব,—গোড়াতেই একটা দৃষ্টিভংগীর আমুল পরিবর্তন দরকার। কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছে—আমাদের বেকারদের মধ্যে বাস্তুহারা বেকার একটা বিরাট সমস্যা। বাস্তুহারা বেকারেরা শুধু মুখ নিয়ে খাব, খাব করে আসে নাই, তাঁরা দুটো করে হাত ও একটা করে মাথা সংগে নিয়ে এসেছে, তারা কাজও কিছু করতে চাইবে। সদা সর্বদা জাতীয় পরিকল্পনার জিগির শুনছি। ৩৬ কোটি মানুষের মধ্যে অর্দ্ধ কোটি বাস্তুহারা যদি এসে থাকে পূর্ব বাংলা থেকে সেই মানুষগুলির সমস্যা ৯ বছরের মধ্যে আমরা সমাধান করতে পারছি না। কথা হল আরো নূতন বাস্তুহারা আসছে বলে সমস্যার সমাধান করতে পারছি নে, পুরাণা যারা রয়েছে তাদের বাদ রেখে দেব, নূতন যারা এসেছে তাদের জন্য প্রথমে পরিকল্পনা করব, এটা কি দায়িত্বশীল মনোভাবের পরিচয়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এই দুর্ভাগ্যের কারণ অনেক দেশেই হয়। জার্ম্মাণী তার এক কোটি বাস্তুহারাকে আপন ৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬ বছরের পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। বাস্তুহারার বেকার সমস্যা নিজেরা না খেয়ে আধপেটা খেয়ে সমাধান করতে পেরেছে। সেখানে সব কিছুর সমাধান হয়। আমরা ৩৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটির কম বাস্তুহারাকে ৯ বছরে মাথা গুজবার স্থান, কর্ম-সংস্থান দিতে পারিনে? তাই বলছি—আমাদের আশু প্রয়োজন, একটা সর্বাত্মক জাতীয় দৃষ্টিভংগীর এবং জাতীয় পরিকল্পনার। সমগ্র জাতির মধ্য থেকে যদি একটা স্যাংশন গ্রহণ করতে পারি, তাহলে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্যাংশন পেতে মুস্কিল হবে না।

আমরা জানি, বর্ত্তমানে দেশের সংগে সরকারের সম্বন্ধ নাই, এখানে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ যা করতে চান তাতে তাদের মনের সংগে মুখ এক নয়। তাই আমাদের এখানে সমস্যার সমাধান নাই। তাই বলছি যদি বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যাপক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা যায় তাহলে কুটীর শিল্প, বৃহৎ শিল্প ও বাস্তুহারার সংগে কোন পারস্পরিক অসংগতি থাকে না—এই কাজে সার্বিক দায়িত্বে অগ্রসর হয়ে বাংলা সরকার সারা ভারতবর্ষের সামনে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে দিন।

Sj. Dalbahadur Singh Gahatraj: Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Non-official Resolution moved by my honourable friend Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya. I do so with great pleasure in view of the great possibilities that the Resolution envisages. The Leader of our Party as well as that of the House the Hon'ble Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy will surely, in his wisdom, implement it as early as possible and practicable. A habitual speaker, and for the matter of that an orator as I am not, I apprehend, I may not be able to create any very profound impression upon

and to convince the House with my arguments. Yet, I would endeavour to speak as affectively as I possibly can, confined within my limitations that I am fully aware of.

On a perusal of the Resolution, my first reaction is that I am glad to find the inclusion of my Darjeeling district within the purview of the Resolution. I do not, of course, mean to suggest by this that Darjeeling has been neglected prior to this; far from it; but, owing to the illiteracy and the general backward character of the people of the hill-area it has provided the reactionary elements a field for their reactionary ideas to thrive and thus mislead the ignorant mass there to the grave detriment of the cause of my people.

[6-25—6-35 p.m.]

I can clearly see, Sir, that the implementation of the Resolution will bring about an all round development of my district including that of its cattle and mineral wealth, as also tap other sources which are lying latent. I am also perfectly sure that this Resolution will pull up the backward classes of the hill-area to transform them into useful citizens. In their days of sun-shine they will realise that all their prosperity is the outcome of the fillip they had received from the present Government of the Hon'ble Dr. Roy. I may be permitted to choose a few examples to substantiate my view-point. In the first instance, implementation of the Resolution shall produce horses required for the cavalry and put a stop to their import from Australia. Similarly woollen goods will be produced in large quantities for marketing not only within this State but also outside. Thus being available for export they will add to the wealth of our State. The necessity for their import from Ludhiana, Ladakh and other places will cease. The raw wool required for the purpose will be had from Tibet through Sikkim and this is exactly what will follow from the implementation of the Resolution before us.

I do not like to take more of the precious time of the House by multiplying such examples and dilating upon them, as I hope and trust I have been able to put forth my reasons for supporting the Resolution tabled by my honourable friend Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya which appears to me to be specially commendable—pregnant as it is with vast possibilities for our State, as I have already said.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I go to the resolution which has been moved by Shri Khagendra Nath Bandopadhaya I would like to refer in brief to the amendments that have been put and which I will try and show do not fit in with the resolution that we have put forward before the House.

Sir, Shri Jnanendra Chaudhury has said that there should be electricity installed in rural areas. That is a very good idea and I might tell him that we are going in that direction. We have got to distribute not only electricity which is being generated from Mayurakshi and a share from the Damodar Valley Corporation but also from the new thermal plant which is going to be installed in Durgapur. It has to be distributed mainly of course to the urban areas but also extensively to the rural areas, but I do not want to put that in this resolution because the objective of this resolution is the development of cottage industries for the purpose of relieving growing unemployment. Now, Sir, if a man is allowed to have a handloom of an improved type he can probably get by his work, say, Rs. 60 or Rs. 70 a month and probably each handloom will employ four people, but if it is a power-loom the production will increase but the number of unemployed will be increased also. It is a question of finding out at a particular moment what would be our objective. If the objective is more

production and production of a good and competitive type, of course, power-loom is necessary; but if it is a question of relieving unemployment, one power-loom will take off or displace probably 6 or 8 handloom workers, and therefore we do not propose to make that a very important item in a resolution of the type that we have put forward.

Sir, with regard to Dr. Atindra Nath Bose, I will refer to the portion of his resolution regarding demarcation between machine and cottage industry. I may say at once that it is not merely that we do not want to demarcate between heavy industries and cottage industries but I want cottage industries and heavy industries to go together and I will show you how. It will be an evil day if we think in terms of heavy industries alone in this province of ours. Therefore, it is not necessary to demarcate but it is necessary to integrate the working of a heavy industry with that of cottage industry.

I am surprised—I think Dr. Atindra Nath Bose is a teacher—if I am wrong he will correct me—I do not appreciate his amendment that we should not allow any person, meritorious young men, to go abroad to receive training in cottage industries in other countries. As I said before, in our young days we used to hear a song—

"দেশ দেশান্তে যাওরে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব উদ্যমে নব উৎসাহে—"

something like this. The fact is you have got to go outside if you want to get new ideas. The world is moving fast and it would be a very evil day if in this country we think that we are isolated from the rest of the world. We cannot be isolated. I will go everywhere; I will go to the United States of America, I will go to the Soviet Republic, I will go to England—I will go everyhere, not by sacrificing my own individuality but certainly I will get whatever they can give me for the purpose of developing my own country.

Dr. Atindra Nath Bose: I do object to this. This is quite out of the point. I did not object to students going outside to get special training. I think Dr. Roy was not present in the House when I spoke.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am sorry if I were not in the House. You want to omit items (iv) and (v).

Dr. Atindra Nath Bose: You were not here to listen to my speech.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That may be; you want by your amendment that items (iv) and (v) of the resolution be omitted. I am talking on that.

With regard to the other amendment which has been moved by Shri Jyoti Basu, the main question that Shri Jyoti Basu is referring to is the question of retrenchment from industrial concern whether the retrenchment is due to other causes or due to rationalisation and he proposed a particular method of relieving those who will be retrenched. Sir, I made enquiries and I found that in the year 1953—this question of retrenchment and unemployment in the industry is a subject of the Concurrent List—the Government of India has already passed an Act which makes arrangement under the law for giving retrenchment benefit of a certain type to those who are retrenched and who remain outside the industry. Secondly, it is the duty of the Labour Department in each State to see that no unnecessary retrenchment is resorted to. I made enquiries from my friend the Labour Miinster and he tells me that nearly 150 cases of such retrenchment are now under the consideration of the Tribunals. This is one way

of doing it; the other way suggested is that we should provide for unemployment insurance. Sir, in the first place I cannot forget that this province of ours, probably the whole of India, is more agricultural than industrial. All this idea my friends put forward before the House is derived from the industrial country where 70 per cent. or 80 per cent. people are taken to industry. It is a very moot question which has been discussed in various quarters as to whether our country should follow the lead of other countries and make it more industrial than agricultural. My own view is it would be an evil day for us to be more or less under the pressure of industrialism. I will tell you why presently.

The next question is the question of rationalisation. It is prefectly true that rationalisation should be avoided or should be done only under very special conditions, namely, that for those who are about to be retrenched on account of rationalisation, there should be alternative procedure by which the retrenched worker can be employed. I may tell the House that I have sent for the different jute mill industrialists and I have told them that the only way they can rationalise the rationalisation is not merely to rationalise the workers but also to rationalise so far as the salary and emoluments of the bigger employees are concerned, namely, the managers, etc. Retrenchment cannot be on one side only or in one place only.

[6-35—6-45 p.m.]

I cannot say that they will agree with me, but it is one of my duties to show that rationalisation is possible only if the whole industry is rationalised from my point of view. Secondly, process of rationalisation means adoption of machinery. It would be possible, and we are considering that possibility very carefully, to have a producers goods industry where machine will be made here instead of being imported from abroad. You are assuming that every rationalisation means importation of machinery from abroad. I say No. We would provide as far as possible producers goods industry where machines will be manufactured here, and the manufacture of such producers goods and their distribution will employ a certain number of people who would be otherwise retrenched. Sir, in this connection there has been always a discussion about nationalisation. I find there is one resolution about nationalising the Calcutta Electric Supply Company. I have said before, and I repeat again, that the view of the Government of India with which I agree is that if you are to nationalise, in view of the fact that we have not got the money to nationalise every industry in this country, it is better to spend the money that we have, not in purchasing old descripit machinery and institutions but to have new ones. It is from that point of view that we agreed to have a new thermal plant rather than take the old thermal plant of the Electric Supply Company. I do not believe in it. I say this that time is bound to come when all these industrial concerns will have directly or indirectly to come in touch with the Government. As a matter of fact, at the present moment, every industry or industrial concern is under the control of the Central Government Act where a licence has to be taken and it is subjected to various processes of control which I think is as much as we should go through now. Now the question comes in about private sector and public sector. The public sector in this country has been defined as the Government sector which is a welfare Government or a welfare State, which means that any work that the Government is doing should be done with the people, with the connivance of the people. If you take that definition, what is the difference between the private sector and public sector excepting one—source of income and where does the profit go. Therefore, if you have a private sector and if you make arrangements, as I think the New Companies

Act is going to make arrangements, that no private sector will be allowed to have uncontrolled profits out of it, but whatever profits they get, would be distributed in the interests of the people as a whole, I do not personally see any difference between one and the other.

Sir, now I come to the big question: why have I not gone in for big industries. A charge has been made that I am against big industries. It is absolutely untrue. In this resolution alone you will find that there is a question of putting in the steel industry. When the Government of India which are going to sponsor this steel industry asked my opinion I told them that although I cannot take the responsibility of meeting Rs. 130 crores for the steel industry, I shall give to that industry every help if it is installed in Bengal. But I want you to realise this that any big industry in Bengal today will hardly solve your unemployment problem amongst your own people, particularly the middle class. Who are the people that are employed? Go to Burnpur and other big industries. Who are the people that are employed there as workers, as labourers? Not the people of this State. I am not a parochial man, but I do not appreciate this. If it is your problem that you want to relieve the unemployed, particularly in the middle class, steel and big industries will not solve the problem. There is another reason. My friend Sj. Jyoti Basu once or twice mentioned "what was the difference between me and the members of the Planning Commission". The difference was this: their scheme to my mind was an unbalanced scheme. In the first place, their emphasis on urban areas or industrial areas was greater than their emphasis on the rural areas. And the result was that although in a big industry you can increase production, this increased production will be of no value unless there is increased consumption, and how can you have increased consumption unless you relieve the unemployed? It is a dilemma and, therefore, if you want to develop your country and to relieve unemployment, then you have got to find out the method of integrating the producers goods industry, the consumers goods industry and the cottage industry. There is another reason why there was an unbalance. Supposing you have a big industry or several big industries, steel-industries for instance, in India, what will happen is that there will be people employed in these big industries. Those people would like to have the ordinary consumers goods in the market. If you do not provide, as they had not provided, for sufficient production of consumers goods soap, oil, paper, etc., then what will happen is that the consumers goods being in deficit, there will always be a rise in prices and inflation will come in. Therefore, there was unbalance between the consumers goods and the capital goods industries in the proposal that they have made. Thirdly, I may say at once that in this Second Five-Year Plan we have put forward Farakka Barrage which is a big industry. Then there is a scheme for sugar mill which is a big industry. There is a steel industry and a producers goods industry which are fairly big industries. There is also a scheme for spinning mills. There is also a scheme for drainage and clearing up of the North and South Calcutta lake areas. I will ask you for one moment to test each one of these schemes from the point of view that I place before the House. It is this: If you want production of cloth, dhutis and sarees, you can have spinning and weaving mills. We have definitely put our face against weaving mills. We should have spinning mills which will produce yarn not merely to feed better the existing cottage industries, the handloom weavers, but also that particular scheme will employ at least one lakh of people. 25,000 looms have been provided for. Each loom taking four people, it would mean employment for one lakh of people. Now this is an integration of a big industry with a small industry or a cottage industry, namely, the spinning mill will spin the yarn which is a big industry to give it over to the small industry or

cottage industry to develop and weave cloth on the cottage industry plan. Similarly if you want to take in producers goods industry, the producers goods industry will produce machines, tools, etc., which will be necessary for small and cottage industries in various places.

[6-45—6-55 p.m.]

Therefore, the Second Five-Year Plan of the West Bengal Government has been started on the basis of the requirement of the village areas. There again we disagreed with the Central scheme. We have given our scheme starting from the village area whose primary need is agriculture. Take the agriculturists—say fifty thousand or one hundred thousand. They need their land to be irrigated. Find out how much land can be irrigated within the next five years; how many dams to be erected, how much cement would be necessary for the dams, how much steel would be necessary for that. If you have good irrigation facilities find out how much fertilisers will be necessary. If you know that today out of one crore 13 lakh acres of land so much of land are being fertilised you can make a plan for the next five years. You can know so much of extra amount of area would be irrigated for the purpose and so much of fertilisers would be necessary. Therefore, we may have to have another fertiliser factory. Then again we have to procure agricultural implements which require steel. You know we have a limited quantity of steel because we have got to depend upon the supply from the various big industries. Therefore, the Government of West Bengal felt that they have to start a steel industry here. Therefore, we have asked for a big blast furnace in Durgapur which is essential for the purpose of foundry industry in Howrah. I am not interested about manufacturing pig iron for the purpose of sending it outside though I know that the industry may employ a certain number of persons. My interest is that the pig iron plant can be integrated with our foundry plant in Howrah. Therefore, if you go through the whole gamut you will find that there is a great necessity, particularly in a State like West Bengal, of agricultural implements. You know, Sir, that 70 per cent. of the agriculturists of West Bengal have got land below economic unit. Therefore, we must find out some method by which we can develop our cottage and small-scale industries. In order to develop them two things are necessary. My friend Sj. Gupta has suggested that a co-operative spirit is necessary for the purpose. What is more important is that the people of the country should know how to utilise raw materials for the purpose of producing goods. That knowledge is necessary and in order to give that knowledge we have to train people. People here do not know those things and, therefore, we have to send them abroad for the purpose of training. That is why a provision to that effect has been made in the resolution. Since our resources are bound to be limited we have to decide each scheme not merely from the point of view of its utility for the province as a whole but also as between two schemes priority is given to the scheme which gives us an opportunity for more employment. Sir, the scheme we have put forward in the resolution is a composite one. We want to develop the country below upwards and if I want the steel industry as part of the resolution it is for the purpose of not merely of selling the steel outside. I know, for instance, if I have to develop the agriculture industry—I call it industry—and if more production takes place there that production would be of no value unless you can distribute it. For distribution of agricultural produce you need roads and if you want roads you have to construct bridges and for bridges again you will require steel. For carrying the produce you require vehicles, trucks, etc., and also railway engines and railway wagons for marketing the goods from one place to another. Sir, I have found it during the last two or three years the

production of coal in West Bengal has gone up by 12 to 15 per cent. and I made enquiries whether that increased production has been associated with increase in employment. No, because the colliery proprietors have employed machinery for that purpose. If you employ machinery you naturally curtail the field of employment, that is, the unemployment would be greater. Therefore we have got to find out a compromise between the various schemes. Sj. Jyoti Basu has suggested that the Government of India should provide a large sum of money for unemployment benefit. It would be an evil day if we follow the example of other countries. We should be able to provide people with employment rather than give them doles. It is true that for certain period they may have to depend on unemployment benefit or retrenchment benefit but if you think that we should give them doles throughout that would not improve our country or raise the economic standard of the country.

As to the question of aliens, some of my friends have suggested that they should be removed from this country. Sir, it is a very tempting proposal as if that will solve our unemployment problem. It is true that today the Government of India has adopted a procedure that no alien is allowed to remain in India unless he has got some proof that he is associated with some work or some service. The Government of India does not like that foreigners in this country should be doing nothing or going about doing nothing but to press that as one of the important points in this solution of unemployment is I think absolutely chimerical. We cannot do it. We can only remove unemployment if we follow the provision that has been in the resolution, viz., development of cottage industry, development of small producers' industry, development of consumer goods in association with the development of capital goods and producers goods. I am not against any one of them, but I am for a compromise, for an integrated development in all the sectors of our industrial movement.

Dr. Atindra Nath Bose: On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker: What is the point of personal explanation. Nobody has attacked you.

Dr. Atindra Nath Bose: When I sat down Dr. Roy cast a fling at me saying that as a teacher I objected to the students being sent abroad for training. That was a complete misstatement. When I spoke on the point he was not present in the House. I did not say that.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, there are one or two members who want to speak from this side.

Mr. Speaker: The statutory time of 3 hours which was fixed for the resolution is over. I will now put the resolution to vote.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in item (ii), after the words "co-operative basis" the following words be inserted, viz.,—

"(*a*) to instal electricity in rural areas",

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that at the end of the resolution, the following items be added, viz.,—

"(viii) to stop any further retrenchment of workers and employees in mills, factories, commercial firms and Government Offices by enactment of suitable laws declaring rationalisation and retrenchment illegal;

(ix) to prevent by suitable legislation any fresh appointment of aliens in the State;

(x) to grant unemployment bonus to the involuntary unemployed persons between the age limits of 18 years and 55 years, of the State",

was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the end of the resolution, the following items be added, viz.,—

"(viii) Introduce suitable and effective legislation with a view to prohibitng retrenchment and introducing new machines leading to retrenchment and work load.

(ix) Government should plan out alternative employment for all those whose retrenchment under the law cannot be prevented.

(x) Move the Government of India to institute a comprehensive scheme of unemployment insurance to cover all industrial workers, financed by the Government and employers.

(xi) Provide so long as the unemployment insurance scheme is not put through for a sum of Rs. 25 crores per annum for unemployment relief, calculated on the basis of Rs. 200 per unemployed person per year in the State.

(xii) Fix minimum wages for agricultural labourers.

(xiii) Government to plan out for each district work for rural unemployed in public and construction works.

(xiv) Undertake as an integral part of the Second Five-Year Plan a programme of developing heavy and basic industries.

(xv) Undertake the immediate implementation of projects like Durgapur Coke Oven Plant, etc.",

was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that in item (ii), line 1, for the words "to set up" the following be substituted, viz.,—

"to demarcate the spheres of heavy machine industries and cottage industries so as to eliminate unequal competition between the two; and to encourage the setting up of",

was then put and lost.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that items (iv) and (v) of the resolution be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Khagendra Nath Bandopadhaya that this Assembly is of opinion that the Government should immediately take the following steps to relieve the growing unemployment in the State:—

(i) to persuade the Government of India to agree to the installation of the proposed Steel Plant at Durgapur;

(ii) to set up cottage industries on the widest possible scale, preferably on co-operative basis;

(iii) to request Government of India to provide funds for opening trade schools and multipurpose schools so that school students who are not fitted for higher studies might get opportunities for learning a trade;

(iv) to give facilities to energetic and meritorious young people to receive training in cottage industries, big or small, in other countries;

(v) to give such young persons when they return after receiving adequate training, financial assistance to set up the industries in which they would be proficient;

(vi) to make adequate arrangements for marketing of products of cottage industries with proper safeguards and guarantees; and

(vii) to publish appropriate literature giving all necessary information regarding the possibility of establishing specific cottage industries in specified areas,

was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I now adjourn the House till 9-30 a.m. tomorrow. There will be no questions tomorrow.

Adjournment.

The House was then adjourned at 6-55 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 20th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 20th August 1955, at 9-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 196 Members.

[9-30—9-40 a.m.]

Mr. Speaker: Let us take up the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955. Hon'ble Dr. Roy............

Sj. Ganesh Ghosh: On a point of order, Sir. We see in today's order paper and also in the Bill to be discussed that two definite, different Acts, the Calcutta Police Act and the Suburban Police Act, are being amended by single Bill. This cannot be done. Separate Bills should have been brought.

Mr. Speaker: What is your point of order, Mr. Ghosh?

Sj. Ganesh Ghosh:

দুটো ডেফিনিট এবং ডিফারেন্ট বিলস একত্রে এ্যামেন্ডমেন্ট করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে। এটা হয় না। দুটো ডিফারেন্ট এ্যাক্টস-এর এ্যামেন্ডমেন্ট-এর জন্য দুটো পৃথক এ্যামেন্ডমেন্ট বিল এখানে আনা উচিত ছিল। একটা বিলের দ্বারা দুটো এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করা যায় না এই হচ্ছে আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The proposal is the same. There are provisions in both these Acts for the appointment of special police officers. The Amendment is to appoint statutorily these officers either under one Act or the other. Therefore, the amendment of both can be taken together.

Sj. Ganesh Ghosh: The words might be identical but these are two different Acts.

Mr. Speaker: I will consider the point of order of Sj. Ganesh Ghosh and give my ruling. In the meantime let us take up the next Bill.

GOVERNMENT BILL.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: I beg to introduce the Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, previously Justices of the Peace were appointed from time to time for specific purposes. There is a section in the Code of Criminal Procedure, namely, section 22, under which power has been given to the State Government to appoint justices of the Peace for the mofussil. That section is still in force. It is necessary, however, to appoint Justices of the Peace, if

necessary, for different areas in the State of West Bengal, and their duties and powers have to be prescribed. It is now proposed to provide for the appointment of Justices of the Peace from among the members of public and to vest them with certain specific powers, for the convenience of the people as regards attestation of documents and granting of certificate as to the identity of persons living in the area. For various purposes these certificates are necessary and for various other purposes certain documents have to be attested, for instance, if you want to put in a claim to insurance money, you have to get certain documents attested by a magistrate. In order to give to the people these facilities power is proposed to be given to the Justices of the Peace. It is also proposed to give them power to help the administration, and the people in the area in the prevention and detection of crimes. The Bill has been drawn up accordingly. The proposed new sections 22, 22A and 22B will replace section 22 of the Code, and also section 25 of the Code. The details of the provisions are stated in the Bill. Justice of the Peace may be appointed for a specified period and in respect of a specified area. "Local area" has been defined and powers have also been set forth in the different sub-sections of the Section. People of integrity and who are eminently suitable for the purpose of carrying out the functions and duties will be appointed. They will exercise such powers of a magistrate as are exercised at the initial stage of an enquiry—and also the power of a police officer. All the powers are indicated in the Bill and I need not elaborate them.

[*Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the motions for circulation of the Bill as moved.*]

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1955.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1955.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1955.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1955.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th September, 1955.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিষ্টার স্পীকার, স্যার, এই যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড সংশোধন করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে, এই ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড সংশোধনের প্রয়োজন আছে। ১৯৪৭ সালের পরে অনেক দাবী এসেছে, অনেকে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু আজকে যে সংশোধনী এসেছে—তার ভেতর জনসাধারণের যে অধিকার—সে অধিকার বিস্তারিত করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা হয় নাই এবং যে বিল এসেছে—তাতে পুলিসের যে বাহিনী আছে, পুলিসের অধিকার প্রাপ্ত যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাদের সম-পর্য্যায়ভুক্ত অফিসার তৈরী করবার চেষ্টা এই বিলের মধ্যে আছে। যদিও এর অবজেক্টস এণ্ড রিজন্‌সএ বলা হয়েছে আগে যাঁরা ছিলেন জাষ্টিসেস অফ দি পিস তাদের যে কি ক্ষমতা ও কাজ সেই সম্পর্কে বলা ছিল না। যা ছিল তা পরে রিপিল করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না কোথায় ছিল, কোথায় সেটা রিপিল করা হয়েছে! নূতন যে জাষ্টিসেস অফ দি পিস করা হবে তাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকবে, পুলিস অফিসারের ক্ষমতা থাকবে। এ পর্য্যন্ত যারা জাষ্টিসেস অফ দি পিস হ'তো, তাদের সরকার থেকে মনোনীত করা হ'তো। তারা ছিল কলিকাতার বড়

বড় পুলিস অফিসার, ডেপুটি কমিশনার এন্ড কমিশনার অফ পুলিস। এই ডেপুটি কমিশনারস ও কমিশনার অফ পুলিস কলিকাতায় আজ পর্য্যন্ত অর্থাত বহু বছর ধরে জনসাধারণের দাবীদাওয়া, জনসাধারণের আন্দোলনের প্রতি যে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়ে এসেছে তার ফলে এদের সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রচন্ড বিক্ষোভ ও অভিযোগ আছে।

তারপর জাস্টিসেস অফ দি পিস হিসেবে তারা যে কাজ করবে, তার একটা ফিরিস্তি এখানে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। আজকে পুলিসের গ্রেপ্তার করবার অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে। বিশেষ বিশেষ আইন করে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিসকে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর উপর তাতেও কুলোচ্ছে না। আজকে আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে এই জাষ্টিসেস অফ দি পিস তৈরী করা হবে। এই জাষ্টিসেস অফ দি পিস যারা হবে, তারা জনসাধারণের দাবীদাওয়া বা তাদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টা করবে না। পুলিসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে সমস্ত অভিযোগ হয়, তা অনুসন্ধান করবার জন্যও তারা কাজ করবে না। তারা কিছু সার্টিফিকেট দেবে, ম্যাজিষ্ট্রেটের যা ক্ষমতা আছে তা তারা প্রয়োগ করবে, পুলিস অফিসারের যে ক্ষমতা আছে তা তারা প্রয়োগ করবে এবং গ্রেপ্তার করবে। আজকের দিনে বিশেষ করে হঠাৎ এই জাষ্টিসেস অফ দি পিস তৈরী করবার কি প্রয়োজন সরকারের হ'লো? সে সব কিছু অবজেক্টস এন্ড রিজনসএ বা কোন প্যারাগ্রাফএ তার কিছুই বলা হয় নাই। এই জাষ্টিসেস অফ দি পিস যারা হবে, তারা সার্টিফিকেট দেবে, আইডেন্টিফিক্যাশন-এ সাহায্য করবে, এটেষ্টেশন করবে, ডাইং ডিক্লারাশন নেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—তারা গ্রেপ্তার করতে পারবে। এ পর্য্যন্ত দেখে এসেছি কি? যখনই যেখানে জনসাধারণ আন্দোলন করেছে—সেটা আইন-সঙ্গত ধর্মঘটই হোক, বা আইনসঙ্গত কৃষক আন্দোলনই হোক, মধ্যবিত্তের আন্দোলনই হোক্—সেই আন্দোলনে পুলিস যথেচ্ছচার করে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও অন্যায়ভাবে হয়রাণী করে। অত্যন্ত মনগড়া কতকগুলো অভিযোগ দিয়ে জনসাধারণকে বহুদিন পর্য্যন্ত আটক রাখে, জামীন দেয় না। আর জামীন পেলেও দীর্ঘদিন তারিখ ফেলে ফেলে তাদের হয়রাণী করে। এই সমস্ত হচ্ছে পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগ করে পুলিসের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা করবার অধিকার জনসাধারণের নাই। এমন কি সরকারের কাছে এ বিষয়ে আবেদন-নিবেদন করেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

[9-40—9-50 a.m.]

আজকের এই জাষ্টিস অফ দি পিসই বলুন আর যাই বলুন শুনতে খুব সুন্দর শোনা যায়। এই জাষ্টিস অফ দি পিসএর সম্বন্ধে জনসাধারণ, কিছুই জানে না, সে মনে করবে—শান্তির কথা,—খুব ভালো কথা। এই শান্তির কথা বলে যাদের সৃষ্টি করা যাচ্ছে তারা সবচেয়ে অশান্তির সৃষ্টি করবে। আজকে যাদের শান্তির ধারক ও বাহক বলা হয় সেই পুলিস দেশে সবচেয়ে বেশী অশান্তির সৃষ্টি করছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে প্রতিকার পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পুলিস বিলের যখন আলোচনা হবে, তখন বিস্তারিত বলব। কিন্তু এখানে এই কথাটা বলতে চাই,—ব্যাপকভাবে কলকাতায় যখন গুন্ডামী চলে, কলকাতায় যখন শান্তিভঙ্গ হয় সে সময় পুলিস থাকে না। পুলিসের থানায় বার বার খবর দিয়েও তখন পুলিস পাওয়া যায় না। আজকে যেসব জাষ্টিস অফ দি পিস আছে, শান্তিভঙ্গ হবার সময় তাদের দেখা যায় না, অনেক পরে তারা আসে। এবং এসে যারা শান্তিভঙ্গ করেছে তাদের খুব কম সময়ই গ্রেপ্তার করে—এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমার কাছে আছে, আমার কাছে কেন, সবার কাছেই আছে। মন্ত্রী মহাশয়রা জানলেও বলবেন না। [হাস্য] যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে—কলিকাতার যে সমস্ত গুন্ডা সচরাচর শান্তিভঙ্গ করে, এমন কি যারা মার্ডার পর্য্যন্ত করে, তারা পালিয়ে থাকে; তাদের গ্রেপ্তার করা হয় না। কেন গ্রেপ্তার করা হয় না। কারণ পুলিসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে। এই যে জাষ্টিস অফদি পিস যাঁদের করা হচ্ছে তাঁরা যে সত্য সত্যই শান্তি অক্ষুন্ন রাখবার জন্য চেষ্টা করবেন, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গের প্রচেষ্টা হলে তাদের যে বাঁচাবেন, সে কথা বলা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাঁরা জাষ্টিস অফ দি পিস হয়ে এসেছেন তাঁরা সে চেষ্টা করেন নাই, তাই আজ জনসাধারণ পুলিসের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ।

আজ যাঁদের জাষ্টিস অফ দি পিস করা হচ্ছে তাঁদের কাজ কি হবে—সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। আমাদের সে সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না; শুধু এইটুকু, এই কথাটা বলতে চাই,—আজকে জাষ্টিস অফ দি পিস জনসাধারণের মধ্যে থেকে করা হবে বলে যে বিল আনা হয়েছে এতে জনসাধারণ যাঁদের বিশ্বাস করে, যেমন কোন কলেজের প্রিন্সিপাল কিংবা যে সব আস্থাভাজন ব্যক্তি, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন, তাঁদেরই করা হবে—এ কথা বলেন নাই। যারা রিফ-র‍্যাফ, যারা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তাদের যে করা হবে না—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এবং এই সন্দেহ যদি অমূলক হয়,—আমি আশা করি এ সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় যখন জবাব দেবেন তখন আমাদের এই ধারণা,—ভুল হলে, নিরসনের চেষ্টা করবেন।

আমরা তাই চাইছি—এ বিল এখন পাশ না হয়ে জনসাধারণ এটা চায় কি না, জনসাধারণের মনোভাব এ সম্পর্কে কি, সেটা জানবার জন্য এ বিল প্রচার করা হোক। জনসাধারণ যদি মনে করে যে এখনই আমাদের জাষ্টিস অফ দি পিসের প্রয়োজন যে সমস্ত কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনাররা আছেন তাদের দেওয়া হচ্ছে না,— তাঁরা যদি বলেন যে প্রয়োজন আছে, তাহলে আনুন; তার আগে এ বিল এখানে পাশ করা উচিত হবে না।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই বিলটা সার্কুলেশনের জন্য দিয়েছি—এই অর্থে যে আমরা বুঝতে পারছিনে যে হঠাৎ ডাঃ রায়ের এত পুলিস থেকেও আবার এই ধরণের একটা বিল "জাষ্টিস অফ দি পিস" এই নাম দিয়ে আনবার কি কারণ থাকতে পারে? একটী মাত্র কারণ থাকতে পারে সেটা হচ্ছে—আইনমন্ত্রী মহাশয়ের—

"Idle brain is the devil's workshop".

তাঁর আর কোন কাজ নাই তাই এই ধরণের একটা বিল এনেছেন, যে বিলটী ইংরেজ আমলে তৈরী হয়েছিল, এবং খুব কম ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। ইংরেজ কেন এটা তৈরী করেছিল? একটা উদ্দেশ্যে—স্বদেশী আন্দোলন দমন করবার জন্য। আমার যতদূর মনে পড়ে, পুলিসের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া আর কোনো সাধারণ মানুষের হাতে দেওয়া হয়েছিল কিনা তা আমার মনে নাই। কিন্তু জানি না আজকে কি আন্দোলন দমন করবার জন্য কি কারণে, কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রীমহাশয় এই আইনটা নিয়ে এলেন? আমরা জানি,—আইনের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। যখনই কোনও আইন হয় তার জন্য আমরা অর্থাৎ বিরোধীদল চীৎকার করি এইজন্য যে সে আইন যে কায়দায় মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হয় তখন তার যে ধরণের অপপ্রয়োগ করা হয় তার একটী মাত্র উদ্দেশ্য বুঝি, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তাই, মন্ত্রীমহাশয় সরলভাবে বলুন যে "হাঁ, যে নতুন আইন করছি,—চারিদিকে বর্গাচাষী, ভাগচাষী, যেভাবে উত্যক্ত হয়ে তারা গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে হয়ত কোন কোনও ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য যদি কোনও সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করে সেইটে দাবাবার জন্য—এই আইন তৈরি করে থাকেন তাহলে তা স্পষ্ট করে বলুন। আজ ষ্টেট্ ইনসুরেন্স চালু হলো, এইটা চালু করবার আগে আমি ডাঃ রায়কে বার বার বলেছি, আপনারা শ্রমিকদের বেসিক ওয়েজেস্ বাড়ান, নৈলে তাদের নিম্নতন মাইনে থেকে কর্ত্তন করবেন না, আজকে তারা যা উপায় করে তাতে তাদের পেট ভরে না। আজ তাই বাধ্য হয়ে তারা সেটা রেজিষ্ট করবার চেষ্টা করছে; সেই শ্রমিক আন্দোলন ভেঙ্গে দেবার জন্য যদি জাষ্টিস অফ দি পিস সৃষ্টি হয়ে থাকে, যদি সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেবার জন্য এই আইন প্রচলিত করতে চান, তাহলে খোলাখুলিভাবে বলুন। যদি আগামী ইলেকশনে মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে কংগ্রেস পক্ষে ভোট আদায়ের এটা কায়দা হয় তাহলে খোলাখুলিভাবে বলুন যে এইজন্যই এই আইনটা করেছি।

তারপর আমার মনে হয়, যেখানে এই বিরাট পুলিসবাহিনীর পিছনে এত বিরাট টাকার একটা অঙ্ক খরচ হচ্ছে, সেখানে [illegible]াৎ সাধারণ মানুষ [illegible]কে জাষ্টিস অফ দি পিস তৈরী করা হচ্ছে সে যে কোন ধরণের মানুষ [illegible]ব, তার সুটেবিলিটি [illegible]ং ইন্টেগ্রিটি কি করে বিচার হবে—কে

বা কারা জাষ্টিস অফ দি পিস মনোনীত হবেন এ কথাটা তাঁরা কোন জায়গায় লেখেন নাই। ইন্টেগ্রিটি এবং স্যুটেবিলিটি যদি থাকে তাহলেই হল। অর্থাৎ সে লোকটি কি ধরণের হবে, জনসাধারণ তাকে চায় কিনা এটা জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হবে না, কারণ সে হবে তাঁদের খেয়ালখুসীর দ্বারা মনোনীত। সেখানে নির্ব্বাচনের কোন কথা নাই।

ডি, এস, জি, এ্যাক্ট-এ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যখন তাঁদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরই আরো ক্ষমতা না দিয়ে আজ হঠাৎ এই "জাষ্টিস অফ দি পিসের" নামে কি কারণে, কোন্ প্রয়োজনে, আজ মন্ত্রীমহাশয় এই আইন, আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন সেটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

[9-50—10 a.m.]

এটা আমি আবার বলছি যে আমাদের একমাত্র ধারণা, এর একমাত্র উদ্দেশ্য দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত করবার জন্য বিরোধীদলের সমস্ত প্রোগ্রেসিভ মুভমেন্টকে বন্ধ করে দেবার জন্য, তাদের গলা টিপে মারবার জন্য আজকে এই আইন চালু করা, একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। আমরা সেইজন্য সব সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি, যখন এই বিলটা পড়ি তখন দেখি কিভাবে এই বিলটা করা হয়েছে। একটা মানুষ যে মানুষ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবে না, যে মানুষের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ জানতে পারবে না, তাকে কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, না, একজন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। তিনি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব করতে পারবেন এবং যাকেই হোক এবং যে কোনও কারণেই হোক তাদের এরেষ্ট করতে পারবেন। আমি ত জানি না, এ কি ধরণের আইন তারা তৈরী করতে যাচ্ছেন, তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে একটু ভেবেছেন কিনা তা বুঝতে পারি না। আমরা জানতে চেয়েছি এই সমস্ত জিনিষগুলি পরিষ্কার করে যে, এর পেছনে তাঁদের কি অভিসন্ধি সেটা খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনা করবেন এবং আমি আবার বলছি যে এই আইন প্রচলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সমস্ত আন্দোলনকে পর্য্যুদস্ত করবার জন্য কিংবা তাদের একচেটিয়া রাজনৈতিক কারবার চালাবার জন্য, তাহলে আমরা চীৎকার করে এখানে বলছি যে আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো এই কুখ্যাত আইন যাতে তাঁরা প্রচলন না করতে পারেন—এই আইনের দ্বারা সাধারণ মানুষের গলা টিপে যাতে মারতে না পারেন। অন্ততঃ সামান্য গণতন্ত্রের মর্য্যাদা যদি তাঁরা দিতে চান তাহলে এই আইন প্রচলিত করবার পূর্ব্বে তাঁরা যথেষ্টভাবে মানুষকে ওয়াকিবহাল করুন এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করুন। সেইজন্য আমি এটা সার্কুলেসনের জন্য আপনার কাছে উপস্থাপিত করছি।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, I think that there is no necessity for introducing or passing this Bill. I would say, Sir, that it would be positively harmful to the interests of the country and the people of Bengal if this Bill is passed into law.

Now, Sir, in the Objects and Reasons the Hon'ble Minister has not shown any impelling or compelling circumstances or any positive necessity or practical necessity for introducing a Bill like this which makes provision for the appointment of some persons who would be called or miscalled 'Justice of the Peace' and who have been given all sorts of duties from the taking of declarations before death, etc., arresting persons and for doing all other things and mainly for doing duties which are ordinarily entrusted to the police. Of course, if you have any necessity for fresh police officers either in thanas or in Calcutta, come in a straightforward way and let us hear that from you and if it is really necessary to appoint additional police officers, do it by giving them salaries and by bringing them within the rules, within the discipline of the Government. But instead of doing that, you are going to appoint certain persons as Justices of the Peace. As you know, Sir, hitherto-fore High Court Judges, Presidency Magistrates and high personages like District Magistrates have been called Justices of the Peace, but by one stroke of the pen, in this Bill, Sir, all these persons are divested of their

position as Justice of the Peace. You will see clause 4 Section 25 of the Code is hereby repealed. Now, some third rate or fourth rate or seventh rate men are coming into the scene as Justices of the Peace. By Justices of the Peace, we had an august idea of the High Court Judges, District Magistrates and Presidency Magistrates. We are now to see these persons who talk here before us as Justices of the Peace and, as some of my learned colleagues have stated, they will be appointed most probably from the riff-raff of the society. We do not know whether Government is going to give them any salary. The Bill is silent on that point, but when it has not been stated that their services will be honorary, we can presume that they will be given some salary. I must say that any salary paid to these persons will be sheer waste of the valuable money from the public exchequer.

Now, Sir, we have not a very good idea about our police service. Unfortunately, they have not very clean records and I must say that most of our police officers are more tyrannical, more oppressive and more turbulent than even the veritable tigers. Therefore, we would think thrice before swelling their ranks in this indirect way.

Sir, I would beg to submit that when Government have brought this Bill and they have taken to some circumlocútion to appoint some persons to help the police, they have got some other idea, they have got reasons of their own and, specially almost on the eve of the next general election, we are seeing Government rushing with Bills like this for appointing Special Police Officers, Justices of the Peace and so on and so forth. Sir, we have seen these tactics of the Government in the appointment of the cadre teachers. If you are to hear from me, so far as my knowledge goes, the appointment has been given only to those persons who have made a clean confession or, rather, clean admission that they admit Dr. Roy as the saviour of Bengal or Pandit Nehru as the greatest man of India and the Congress Party as the only party that can deliver the goods here in India. All these things they had to admit before they could be given any post of cadre teacher or something like that. Therefore, I have got a shrewd suspicion and many of our countrymen must have a shrewd suspicion like this that this move has been taken by the Government almost on the eve of the general election to create some stooges, some canvassing agents of the Congress Party.

Therefore, I would beg to submit that this Bill should be dropped—at least this should be circulated for eliciting public opinion. If the public say that they require the services of Justice of the Peace like this, then, of course, you would have some justification for introducing this Bill and taking it through the legislative anvil. Before that, we cannot allow this Bill to go on here. Therefore, in all seriousness I move for circulation of the Bill.

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, উপস্থিত বিল-এ জাষ্টিস অফ দি পিস-এর হাতে বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাসী, আটক, ডাইং ডিক্লার‍্যাশন শুধু নয়, সার্টিফিকেট অফ আইডেন্টিটি দেবার সম্বন্ধে পর্য্যন্ত কত কথা তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এক কথায় ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট-এর যোগ্য নানান ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার কি প্রয়োজন হ'ল তাই প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে অন্য কথা তুলবার পূর্ব্বে আমি প্রথমেই বলব, যদি একটা এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সৃষ্টি করতে হয়, তা হলে সে দায়িত্ব বহন করবার জন্য যে মানুষকে এ্যাপয়েন্ট করা হবে তাদের সম্বন্ধে সরকার কতখানি দায়িত্ব নিচ্ছেন। এর একটা ইতিহাস আছে। ওরিজিন্যাল এ্যাক্ট-এ ছিল, "ইউরোপিয়ান ব্রিটিশ সাবজেক্ট" ছাড়া সেই জাষ্টিস অফ দি পিসএর পদে কেউ নিযুক্ত হতে পারবেন না। এর তাৎপর্য্য বোঝা কঠিন নয়। বৃটিশ শাসন যখন এদেশে কায়েম ছিল, তখন তারা চেয়েছিলেন যে, খাস বৃটিশ ছাড়া, এ কাজের যোগ্য ব্যাক্তি হিসাবে অপর কাউকে মনোনয়ন করা যাবে না। ভারতবর্ষকে গলা টিপে মারতে

হলে এইরকম ব্যবস্থার দরকার ছিল বৈ কি! তারই পরিবর্ত্তন কল্পে যে সংশোধনী এসেছিল তার ফলে "য়ুরোপীয় বৃটিশ প্রজা"-কে বদলে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে

"Persons resident within all provinces of India and not being the subjects of any foreign State".

এই কথা তখন গ্রহণ করা হয়েছিল। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তখনকার দিনে কারা এটা এনেছিলেন। এ কথাটা আজ এখানে উঠে। তখন যে প্রগ্রেসিভ ভিউ নিয়ে আমরা সেখানে এই স্বৈরাচার বন্ধ করে আস্তে আস্তে পপুলার সিটিজেন বা জনপ্রিয় ব্যাক্তিদেরকে এর মধ্যে আনব, এবং জাষ্টিস অফ দি পিস-এর আসনে বসাব, মনে করেছিলাম, জাষ্টিস অফ দি পিস-এর ব্যাপারে সে মনোভাবের আজ প্রয়োজন আছে।

[10—10-10 a.m.]

এ বিলের প্রিয়েম্বল-এ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্স-এর নামে যা আছে তাতে মুখ্যত বলা হয়েছে সরকারী উদ্দেশ্য হ'ল কমিশনারদের হাতে এই সামারী পাওয়ার থাকাটা আজ দেশ পছন্দ করে না, এবং রাজ্য-সরকারও করেন না। তাই তাদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ডেপুটী কমিশনারদের হাত থেকেও সে ক্ষমতা নিয়ে নেয়া হচ্ছে। তারপর সেই ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে, যে সমস্ত মানুষ যথার্থ জনপ্রিয় তাঁদের হাতে তুলে দেয়া হবে, তাও বলা হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তা নির্দ্ধারণ করবেন কে? এবং তার পন্থাটাই বা কি হবে? সেইখানেই তো যত গলদ। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকার যদি সেটিস্‌ফাইড হন যে এই ব্যাক্তি বিশেষ ভাল ব্যাক্তি, তা হ'লে তাঁরা তাঁকে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু সে সন্তোষ কোন্ পথে আসবে। আবার পুলিস রিকমেন্ডেশন-এ আসবে না তো? স্বভাবতই এই সমস্ত ব্যাপারটা মানুষ জানতে চাইবে। সেখানে কথা উঠবে এত "সামারী পাওয়ার" যদি এঁদেরকে দিতে হয় তা হ'লে সেখানে "জাষ্টিস অফ পিস" বলে যে কথাটা রয়েছে সেখানে জাষ্টিস একটু থাকুক। এ দাবীটা জনসাধারণ করবেই। তাদের দাবী হচ্ছে যে একটা ইলেকশন বা নির্ব্বাচনের সাহায্যে যদি উক্ত জনপ্রিয় ব্যাক্তিদেরকে বাছাই করে এর মধ্যে নেয়া হয় তা হ'লেই বোঝা যাবে যে এটা একটা উন্নতিমূলক পথে নেয়া হচ্ছে; গণতন্ত্রের পথে নেয়া হচ্ছে। সেদিকে তাকালে দেখতে পাই উপস্থিত বিলের মাননীয় প্রস্তাবক সামারি পাওয়ার চাচ্ছেন কিন্তু নির্ব্বাচনের বালাই নেই। অপরদিকে সেক্‌শান ২৫ অফ দি ওরিজিন্যাল এ্যাক্ট-এর মধ্যে ছিল এক্স-অফিসিও "জাষ্টিস অফ পিস"এর স্থান। তার বলে হাইকোর্টের জজ, সেসন জজ, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ ব্যাক্তি সে আসন পেতেন। কিন্তু উপস্থিত বিলে সে ধারাটি সুন্দরভাবে কেটে দেয়া হয়েছে। অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্স-এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এই ২৫নং ধারাটি ষ্ট্রাক অব করা হয়েছে—অর্থাৎ তার রিপিল দাবী করা হচ্ছে। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উদ্দেশ্য হিসাবে যতই বলা হচ্ছে যে আমরা জনপ্রিয় ব্যাক্তিকে আনছি, "সামারি পাওয়ার" দূর করে দিয়েছি এবং গণতন্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখছি, ততই দেখতে পাচ্ছি ঘুরে ফিরে আবার মুষিকের অবস্থা হল। এক্স-অফিসিও জাষ্টিস অফ পিস, রাখাতে কোন বাধা ছিল না। তবু যোগ্যতার দিকে একটা কিছু থাকত। একে তো সামারি পাওয়ার তার উপর আবার নিয়োগের ক্ষেত্রেও "সামারি ম্যাটার" করা হচ্ছে। এই কারণেই আমি বিশেষ করে বলছি যে এটা একটা অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে এবং এই অস্ত্রখানি বৃটিশের হাতে ছিল, এই জন্যই যে অত্যাচার করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই সরকার যদি অত্যাচার করতে না চান তাহ'লে এবং জনকল্যাণে যদি তারা এই সমস্ত লোককে নিযুক্ত করতে চান—এ কথা যদি কিছুমাত্র সত্যও হয়—তাহ'লে জাষ্টিস অফ দি পিসএর হাতে যে ক্ষমতা তাঁরা দিতে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে তাঁদের দশবার ভাবা উচিত; এত ক্ষমতা তাঁদেরকে দেয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয়তঃ, মনোনয়ন ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী একটা ইলেকশন করে জনসাধারণের মধ্য হতে, জনপ্রিয় ব্যাক্তিকে বেছে নেয়া উচিত। এটাই আমি বলতে চাই। তাই আমি প্রস্তাব রেখেছি এ বিল সার্কুলেশান-এ দেয়া হউক এবং জনসাধারণের মতামত এ সম্বন্ধে নেয়া হউক। এবং সেই মতামত অনুযায়ী সুচিন্তিতভাবে সরকারপক্ষ

আবার এ বিলের রচনা করুন। যদি সত্য সত্যই প্রগতিমূলক ব্যবস্থা তাদের মনের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে তাড়াহুড়া করে শুধু ভোটের জোরে একটা অনাচার সরকার যেন না করেন। এই বিলটি সার্কুলেশান-এ দেয়া না দেয়ার উপরে সরকারী মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ নির্ভর করে। তাড়াহুড়ার ফলে সরকারী উদ্দেশ্য ব্যর্থই হবে।

[Dr. Hirendra Kumar Chatterjee rose to speak.]

Mr. Speaker: Dr. Chatterjee, you can speak in the third reading. Generally, it is the convention that in the first reading the party leaders speak. No motion stands in your name. In asking for circulation generally the party leaders speak. The members have got an opportunity to speak in the third reading.

[Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri rose to speak.]

Mr. Speaker: Mr. Chaudhuri, is there a motion in your name?

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: No, Sir.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I can assure my friends that this is an innocent Bill. Nothing extraordinary is being done. Justice of the Peace has been appointed from almost time immemorial. Even now there is nothing to prevent the Government from appointing Justices of the Peace for mufassal under section 22 of the Criminal Procedure Code.........

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

স্যার, আপনি বললেন যে

as a party leader first reading

এ বলতে পারেন।

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, ফার্স্ট রিডিং-এ বলতে পারেন।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: As party leader

আমি বলতে দাঁড়িয়েছিলাম।

Mr. Speaker: Certainly. I thought that you did not desire to speak in the first reading. I thought that you wanted to speak in the third reading.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Sir, there is no doubt that this Bill has been introduced to further strengthen and fortify the police *raj* in our country. Sir, we are often told that our Government aspires for the establishment of a Welfare State. But what they do is not what they profess. They are out to stabilise themselves through brutal police force, and nothing else. Sir, it has not been said as to how there had been an occasion for recruiting more men in different names in the police forces, and why the powers of the police and Magistrates are being given to persons whose identities have not yet been disclosed. Sir, you will read the mischief in between the lines of this Bill. They want to have their own men under the garb of J.Ps. and to vest in them the power of a police officer referred to in section 54 of the Criminal Procedure Code and of an officer in charge of a police station referred to in section 55 of the Code as also various powers of the Magistrate. What does the Government mean? Do they want to perpetuate their rule by police force? Have not they really enough of policemen? Sir, we have seen that the expenditure on the police head is mounting up year by year, and today without being satisfied with the large force that they have, they would have as many non-official and non-paying people as

they can have at their disposal to add to the strength of the present police force; but you cannot rule in this way. Do we really need further policemen? Has not the Minister-in-charge seen that the people of this country as un-armed Satyagrahis are facing bullets in thousands? Why? Why should they require further policemen if it was not in their own interest? They are suppressing all sorts of peaceful legal agitations. They want to gag the people; they want to cripple the people. They do not like that the people should move about, and their weapon is the police force. Sir, nothing could be more injurious to the liberty of the people.

[10-10—10-20 a.m.]

Sir, nothing can be a greater impediment in the way of the establishment of the loudly spoken welfare or socialistic state. If there is an increase in the anti-social elements in the country it is due to your fault. You have not provided them with education, you have not provided them with employment, you have not provided them with shelter and it is due to your lack of foresight that the discontent has grown and that the anti-social element has increased. But can you possibly check it by increasing the police force, by vesting the unknown people with more power of policemen and Magistrates? Sir, we condemn this Bill with all the emphasis we can command. It is high time that the Government should look to the difficulties in the country in its true perspective. Without being helpful to the people, without coming to their rescue in their distress, if the Government go on suppressing them in this way, with brutal force, I am sure, their days are numbered.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, there is no ground for suspicion. This is a very simple Bill and in fact there is power given to the Government under section 22 of the Criminal Procedure Code for appointment of Justices of the Peace in the muffasil. But the powers and duties of these officers have to be prescribed. Such powers have not been defined under the Criminal Procedure Code. One of the main objects of the Bill is to prescribe the powers and duties of the Justice of the Peace. The other purpose is that these officers may be available for the purpose of attesting documents, issuing identity certificates, etc. Some of my friends are certainly aware that there are numerous documents which are required to be certified by Justice of the Peace or a Magistrate and there are numerous occasions where identity certificates are required. For instance, if you apply for a passport you require such certificates and there is quite a large demand for the issue of passports now. Papers in connection with insurance claims and other claims also require attestation. It is obviously convenient that a respectable man of the locality should be appointed the Justice of the Peace because it will be easy for him to find out whether a certificate should be granted to the person applying because he knows the people in the area. In any case it would be convenient for him to find out the antecedents of the persons who require such certificates In one breath one of my friends said that the police are wicked and in another breath he says that the number of police officers should be increased. I do not understand this. You will notice that section 25 is being repealed with the object of taking away from the officers mentioned in that section the powers of Justice of the Peace. Have you ever heard of a High Court Judge acting as Justice of the Peace and issuing identity certificates and attesting documents? So far as police officers are concerned there are powers given to them under the Code of Criminal Procedure. Therefore, section 25 of the Criminal Procedure Code is being repealed. With regard to the power of arrest I will draw the attention of my friends that even a common man, even a private person has the right of arresting a miscreant under section 59 of the Criminal Procedure Code. One of my friends has suggested that school teachers and professor should be appointed. I entirely

agree. The scheme of the Bill as framed does not exclude anybody. If *there is a college professor in an area I admit that he is a suitable person* for selection as a Justice of the Peace for the area. Another friend of mine has suggested that the Justices of the Peace should be M.L.A.s or members of the Parliament for the area. The obvious result will be that almost all of them will be Congressmen. It is certainly not *prima facie* desirable that the man who is acting as the Justice of the Peace should have a political colour. Therefore, the amendment which has been proposed by my friend that a member of the Legislature should be appointed a Justice of the Peace cannot be accepted. This is not a Bill intended to fortify the police. This is really a Bill seeking to place in the hands of respectable and respected private persons certain powers so that they can prevent breach of the peace in their own areas and also prevent committal of crime and also be useful to the people of that area.

[10-20—10-30 a.m.]

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result:

AYES—49.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Lutfal Hoque, Janab
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—105.

Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abdul Barkat
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Kanailal (Dum Dum)
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti

Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jha, Sj. Pashu Pati
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sishuram
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 49 and the Noes 105 the motion was lost.

Mr. Speaker: The other motions fall through.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

Sj. Ambica Chakrabarty: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22, lines 2 to 4, for the words "for such period as may be specified in the notification" the words "for six months" be substituted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22, in line 5, after the words "may be made" the words "for the purpose" be inserted.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22, lines 6 and 7, the words "and as to whose integrity and suitability it is satisfied" be omitted.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22, lines 6 and 7, for the words "as to whose integrity and suitability it is satisfied" the words "who is either a Member of Parliament, or State Legislature or Elected Member of Corporations or Municipalities or Chairman of District Board or Union Board or Principal of a college or a Headmaster of a school" be substituted.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22, in line 7, after the words "it is satisfied" the words "by process of election for the purpose held under rules prescribed by the Government" be inserted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in claust 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

> "Provided that if the people of the local area object to any such appointment, there will be no such appointment."

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

> "Provided that if more than half of the population of the local area for which a Justice of the Peace is appointed demand the removal of such person or persons, the State Government shall immediately cancel his or their appointment as Justices of the Peace."

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

> "Provided that no Justices of the Peace shall have power of arrest."

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 3, item (*b*) of *Explanation* to the proposed section 22, be omitted.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, for the proposed sections 22A(1) and 22A(2) the following be substituted, namely:—

> 22A.(1) A Justice of the Peace shall do everything in his power to prevent unnecessary harassment of the public and help the public in every possible way."

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22A(1), line 2, the words "for the purpose of making arrest" be omitted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22A(1), lines 4 to 6, the words beginning with "and of an officer-in-charge" and ending with "section 55" be omitted.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22A(1), in line 6, after the words "section 55" the words "except the powers of making arrest" be inserted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, after the proposed section 22A(1), the following proviso be added, namely:

> "Provided that no arrest shall be made unless a thorough enquiry is made and there is *prima facie* a good case for arrest."

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22A(3)(*i*), in lines 3 and 4, after the word "volunteer" the words "or members of the public" be inserted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 3, the proposed section 22A(3)(*i*)(*a*), be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22(A)(3)(*i*)(*a*), line 1, for the words "in taking or preventing the escape of" the words "in arresting or in taking before the officer-in-charge of the nearest police-station or in preventing the escape of" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 22A(3)(*i*)(*b*), lines 2 and 3, for the words beginning with "a breach of the" and ending with "tranquillity" the words "rowdyism, snatching, molestation, pick-pocket and breach of peace and tranquillity arising out of communal trouble" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 3, the proposed section 22A(4) be omitted.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, in proposed section 22B(1)(*c*)(*ii*), line 1, after the words "any statement" the words "in the presence of at least two respectable persons of the locality" be inserted.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 3, the proposed section 22B(2) be omitted.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এদের এপয়েন্ট করা হচ্ছে। কারণ সাধারণতঃ যারা এপয়েন্টমেন্ট পাবেন তারা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পাবেন। আমার এ্যামেন্ড-মেণ্টটা হচ্ছে যে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এদের এপয়েন্ট করা হবে, কিন্তু কারা এপয়েন্টমেন্ট পাবে, কাদের এপয়েন্ট করা হবে তা দেশের জনসাধারণ জানে না। অথচ এদের এপয়েন্টমেন্ট করার পরে জনসাধারণের আস্থা এদের প্রতি থাকবে কিনা, এরকম নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে লোকগুলিকে এপয়েন্ট করা হবে তাদের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এপয়েন্ট না করে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এপয়েন্ট করে একটা ট্রায়াল দেওয়া প্রয়োজন। তবে এরা জনসাধারণ আস্থাভাজন যদি হয়, তবে এদের স্থায়ী কিছু কালের জন্য করা যেতে পারে। এক কথায় যদি জনসাধারণের আস্থাভাজন না হয় এমন লোককে যদি এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় তাহলে তাতে জনসাধারণের ক্ষতি হবে এবং এটা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকলে পরে জনসাধারণের স্বার্থ-পরিপন্থী হবে। কাজেই লোকগুলিকে যখন এপয়েন্ট করা হবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে পারেন, তাহলে তাঁদের পোষ্টটা যতদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজন ততদিন কনটিনিউ করা যেতে পারে। তা যদি না হয় তাহলে ৬ মাস পরে এই সমস্ত লোককে যাতে না রাখা হয়, তার ব্যবস্থা এই ক্লজের মধ্যে থাকা প্রয়োজন ছিল। কারণ যাদের এপয়েন্টমেন্ট দেবেন, তাদের উপর জনসাধারণের কোন অধিকার থাকবে না। কিন্তু তারা যদি জনসাধারণের দ্বারা ইলেক্টেড হত, তাহলে জনসাধারণ এদের প্রতি একটা অনাস্থা নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু ইলেক্টেড না হয়ে সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে সে বিষয়ে জনসাধারণের কোন অধিকার থাকবে না। সে জন্য এই এপয়েন্টমেন্ট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য না করে ৬ মাসের জন্য এদের এপয়েন্ট করা হোক। কাজেই এই সংশোধন করবার জন্য আমি এই এমেন্ডমেন্ড দিচ্ছি। মন্ত্রীমহাশয় এই যে একটি অপ্রয়োজনীয় বিল নিয়ে এসেছেন, এই অপ্রয়োজনীয় বিলটীর উপর জনসাধারণের কিছু অধিকার এবং আস্থা থাকবার জন্য এটাকে অন্ততঃ কিছু নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হোক, অন্ততঃ ৬ মাসের জন্য। এর মধ্যে যদি তাঁরা ভাল কাজ করেন, জনসাধারণের যদি এদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার না থাকে তাহলে আবার ৬ মাস পড়ে বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটা আমার এই এমেন্ডমেন্টের উদ্দেশ্য।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার প্রথম যে সংশোধনী প্রস্তাবটা সেটা একটা ফরম্যাল ব্যাপার। বক্তব্য হল যে, এই সরকার যে বিল এনেছেন তার ২২ নম্বর ধারায় একটা কথা আছে
such rules as may be made,
ওখানে ফর দি পারপাস দেওয়া দরকার। কারণ অনেক আইন সরকার করেন কোন আইন সেখানে প্রয়োজ্য হবে সেটা নির্দ্দিষ্ট করার জন্য
such rules as may be made for the purpose
এই কথা থাকা উচিত ছিল এবং সে দিক থেকে আমি ফর দি পারপাস কথাগুলো যোগ করার পক্ষপাতী। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, সরকারপক্ষ ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে জাষ্টিস অফ দি পিস নিযুক্ত করতে পারবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা হল এই যে, এইসব পদে সাধারণতঃ যেসব লোকেদের নিযুক্ত করা হয় তাঁরা আসেন এমন সব পরিবার থেকে যাদের ইতিহাস জনতাকে শোষণ করার, অত্যাচার করার ইতিহাস। পুঁজিপতিদের লোক, জমিদারের ছেলে, শিল্পপতিদের ছেলেরা জাষ্টিস অফ দি পিস হয়ে এসে বসছেন। তাঁদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকায় ইচ্ছামত নিরঙ্কুশভাবে তাঁরা জনতার উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপার চলছে এবং চলবে। সরকারের কাছে যাঁরা অত্যন্ত সৎ বলে মনে হয় জনতা তাঁদের অত্যন্ত অসৎ বলে জানে এবং সরকারের কাছে যাঁরা কর্ম্মিষ্ঠ, আদতে তাঁদের চেয়ে অপদার্থ খুব কমই আছে। যারা জনসাধারণকে বেশী করে শোষণ করছে, মারপিট করছে, এটা আজকের দিনের অভিজ্ঞতা না দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, তারাই সরকারের চোখে কর্ম্মঠ। ইংরাজ আমলে যে সমস্ত অফিসাররা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত জনসাধারণকে আচ্ছা করে পিটতে পেরেছিল তারাই ইংরাজের কাছ থেকে সত্যিকারের প্রশংসা পেয়েছিল। সেই সমস্ত অফিসারগুলিও এই কংগ্রেসী শাসনে খুব কর্ম্মিষ্ঠ এবং উপযুক্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রমোশন তাদেরই হচ্ছে এটা দেখা গেছে। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে, এমন লোককে সাধারনতঃ সরকার এইসব পদে নিযুক্ত করেন যারা জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধী, যারা কায়েমী স্বার্থের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। সেদিক থেকে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে জনতার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক্ তাতে যদি কোন জায়গায় জনসাধারণ বোঝে যে কোন জাষ্টিস অফ দি পিস জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাহলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার জনসাধারণের থাকবে। ডাঃ রায় এবং সরকারপক্ষের সকলেই বলেন জনসাধারণের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করা দরকার। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে গেলে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার, তাদের ঘাড়ে শাসন চাপিয়ে দিলে চলবে না। একজন অফিসার কিংবা কোন লোককে জনসাধারণের ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দিলেন, জনসাধারণ যন্ত্রনায় ছটফট্ করলেও তারা তাকে ঘাড় থেকে নাবাতে পারবে না—এইরকম ব্যবস্থা করলে কোনদিনই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া তৈরী হয় না। সরকার এই কাজ করতে যাচ্ছেন। তাই আমার বক্তব্য যে, কোন জাষ্টিস অফ দি পিস নিয়োগ সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের যদি আপত্তি থাকে, তাহলে সেই জাষ্টিজ অফ দি পিস নিয়োগকে নাকচ করে দিতে হবে। এই আমার বক্তব্য এবং সেখানে আমার সংশোধনী তা হচ্ছে এই—

> "Provided that if the people of the local area object to any such appointment, there will be no such appointment."

এই হল আমার দুই নম্বর সংশোধনী প্রস্তাব। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ২২নং ধারা সম্পর্কে। প্রস্তাবিত ২২-এর ধারায় জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি গ্রেপ্তার করতে পারবেন, গ্রেপ্তার করে কাছাকাছি থানায় নিয়ে যেতে পারবেন এবং আরও অনেক কিছু করতে পারবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই—"প্রাইমা ফেসি" কোন 'কেস' থাকুক আর নাই থাকুক পুলিস গরীব মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় অত্যাচার করে। এটা একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এটা কেবলমাত্র কোলকাতায় নয়, মফঃস্বলেও আছে। ভাগচাষের সমস্ত সুযোগ, সমস্ত আইন মাড়িয়ে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে ভাগচাষীকে ঠেঙ্গানি দেওয়া হল এবং বলা হল যে তুমি যদি জোতদারদের বিরুদ্ধে কথা বল তোমাকে হাজতে পুরে দেব। কোন অনুসন্ধান নেই, কিছু নেই। এটা রোজই প্রায় চলছে।

[10-30—10-40 a.m.]

সুতরাং এই ঢালাও ক্ষমতা, এই গ্রেপ্তার করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোন রকমে কোন সরকারী কর্মচারীদেরে হাতে দেওয়া যেতে পারে না এবং জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতেও দেওয়া যেতে পারে না। সে দিক থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে, প্রাইমা ফেসি কেস যদি দাঁড়ায়, তবে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। তা ছাড়া গ্রেপ্তার করাও চলবে না। তাই আমার সংশোধনী প্রস্তাব হল এই—

"Provided that no arrests shall be made unless a thorough enquiry is made and there is *prima facie* a good case for arrest."

কেস আছে মনে করলেই হবে না। মামলা তার বিরুদ্ধে দাঁড় করান যায়, গ্রেপ্তারের "গুড কেস" হওয়া চাই। আদালতে যেভাবে কথা বলে সেইভাবেই দিয়েছি যে এনকোয়ারী আগে হবে এবং অনুসন্ধান করবার পর যদি দেখা যায় যে সত্যি সত্যি কোন লোকের বিরুদ্ধে একটা কেস দাঁড় করান যেতে পারে তবেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। কোলকাতায় আপনি জানেন যে, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিসের নিন্দা করেছেন এবং অন্যান্য কোর্টও করেছেন। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের জব্দ করা দরকার, অমনি তাড়াতাড়ি তার নামে একটা ডাকাতি কেস জুড়ে দিয়ে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল, হয়রানি করল, তারপর তাকে ছেড়ে দিল কিছু নেই বলে। এই কাজ হামেশাই হচ্ছে। যে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, এক দিক থেকে বলতে গেলে যাঁকে পুলিসেরই ম্যাজিষ্ট্রেট বলা যায় এবং সাধারণতঃ দেখা যায় যে পুলিসের পক্ষ সমর্থন করার জন্যই যিনি আছেন তিনিও পুলিসের এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং অত্যাচারমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছেন। তাই আমার বক্তব্য যে, জাষ্টিস অফ দি পিসকে ঢালাই ক্ষমতা দেবার আগে এই প্রভিসোটা যোগ করা উচিত যে, অনুসন্ধান করা হবে এবং এই অনুসন্ধানের কালে যদি প্রমাণ হয় যে সত্যি সত্যি কোন লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার মতন ঘটনা আছে তাহলেই তখন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারা যাবে, তা ছাড়া আর গ্রেপ্তার করতে পারা যাবে না। এটাই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য। তারপর আমার যে চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাব সেটা মোর অর লেস ফরম্যাল। ওটার উপরে কথা বলার কিছু নেই।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমার প্রথম সংশোধন প্রস্তাব—

"and as to whose integrity and suitability it is satisfied".

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা রয়েছে যখনই সরকার এই ধরণের কোন আইন তৈয়ার করেন এবং যখনই সরকার কোনও লোককে মনোনয়ন দেন তখনই সেই মনোনীত ব্যক্তিটি বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত হন। অবশ্য এটা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু আজকে এটা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আজকে যে মনে করেছেন এর ইনটিগ্রিটী আছে, বা সুটেবিলিটী আছে অতএব একটা হ'রে ন'রে শঙ্করাকে—তাঁদের একটা লোককে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তা ঠিক না; দেখতে হবে যে লোকটাকে মনোনীত করছেন তার হাতে কতখানি আইনতঃ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। যে লোকটাকে ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট-এর পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে সে লোকটা যে কি ধরণের মানুষ হবে, আইন তৈরী করবার আগে তার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি হবে সেটার কথা এখানে বলেন নি। উনি সেটা বলেন নি, কিন্তু অত্যন্ত ইনোসেন্ট ওয়ে-তে করছেন, এমন কোন অসদুদ্দেশ্য নেই; কিন্তু আমরা যে ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই চমকে উঠি। আমরা মনে করি যে ইনটিগ্রিটী এবং সুটেবিলিটীর নাম দিয়ে তাঁদের যারা ধারক এবং বাহক তারা নিজেরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বিপদে ফেলবে। এর অনেক প্রমাণ আছে। যে কোন কারণে আজকে যদি একজন কংগ্রেসের চার আনার সভ্য একটা কথা বলে তখন পুলিস তার এ্যাকশন নেয়, আর সেখানকার স্থানীয় এম, এল, এ, সে, যদি তার প্রতিবাদ করে ত সেটা গ্রাহ্যই হয় না। অতএব এর দ্বারা আমরা এইটুকু সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই যে ইনটিগ্রিটী এবং সুটেবিলিটীর কথা, এ আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী দেবেন, কাজেই সেটা তুলে দিন। আপনাদের যদি সদুদ্দেশ্য থাকে—সদুদ্দেশ্য আছে এ কথা কেবল মুখে বল্লেই হবে না, কাজের দ্বারা

প্রমাণ ক'রতে হবে, এবং সেই প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এই মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি সেটা বলতে হবে।

Mr. Speaker:

আপনি এর পরেরটা বলুন।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

স্যার, আমার ১৯নং আর একটি সংশোধন প্রস্তাব আছে—

"For the purpose of making arrest" be omitted.

আমার কথা হচ্ছে যাকে তাকে যেখান সেখান থেকে জাস্টিস অফ দি পিস-কে ধরে আনার ক্ষমতা দিলেন, তাতে বলি যে, আজকে কংগ্রেসীদের হাতে যে ক্ষমতা তার উপর তাদের গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা যদি দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষ একেবারে মরে যাবে।

[কংগ্রেস পক্ষ হইতে হাস্যধ্বনি]

আপনারা হাসুন আর যা কিছু করুন, যা বাস্তব পরিস্থিতি তা অস্বীকার করলে চলে না। আগে মাননীয় বক্তা যা বলেছেন তাতে মনে হয় তখন তারা হাতে আইন নেবে। আপনারা যতই তাদের উত্যক্ত করবার চেষ্টা করবেন তারা উত্যক্ত হয়ে আইন হাতে নিলে অবস্থা কি হবে ভাবুন। এমনিই দেখা যায় যে কোন কারণে বিপদে ফেলার জন্য পুলিসের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কোন লোককে গ্রেপ্তার করা যাবে,

for an indefinite period.

৬ মাস, ৮ মাস, ১০ মাস, এমন কি ১ বছর হাজতে রাখা যাবে। এ কথা সত্য বলছি কি বাজে বলছি তা আইনমন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয়ই জানা দরকার। তারপরে এক বছর বাদে হয়ত দেখা গেল তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। অতএব তাকে এক বছর ধরে বিনা কারণে যে হাজতে রাখা হল তার কৈফিয়ত নেবার কি অধিকার নেই জনসাধারণের? এইভাবে পুলিসের হাতে আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। তারপরে যে ধরণের মানুষেরা ও'দের সঙ্গে আসে তাঁদের হাতে যদি মানুষকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা দেওয়া যায় তাহলে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সেইজন্য অন্ততঃ গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রাখার জন্য, অন্ততঃ এইসব সাধারণ মানুষের জীবনটাকে একটু নিশ্চিন্ত করবার জন্য আজকে আইনসভায় এই রকম একটা কুখ্যাত আইন করা উচিত নয়। যে মানুষের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন জানলাম না তাকে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হবে!

সেইজন্য আমার পরিষ্কার বক্তব্য যে, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরে কিংবা অনুসন্ধান দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত করবার যথেষ্ট তথ্য হাতে থাকলে তবে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। অতএব এই গ্রেপ্তার করবার যে ক্ষমতা এই ক্ষমতা যাকে তাকে দিয়ে আজ যখন সাধারণ মানুষের ভাল করতে পারছি না, তখন আর মন্দ কোরে নিজেরা অভিশাপ কুড়াবেন না, তাদের জীবন অতিষ্ঠ করবেন না।

আমার আর একটা প্রস্তাব———

Mr. Speaker:

আপনার ঐ ১৯নং ও ২১নং ত একই।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

একটু তফাৎ আছ। যে কথা উনি বললেন—আরও পুলিসের দরকার———

Mr. Speaker:

ঐ ১৯ ও ২১নং এমেন্ডমেন্ট ত এক ধরণেরই, আলাদা কোরে বলার দরকার কি?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমি বলছি একজন অফিসার-ইন-চার্জের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা একজন সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে—এটা পড়ে দেখলেই বুঝবেন। আমি বলছি তাহলে সোজাসুজি আরও পুলিস অফিসার বাড়ান, এই রকমভাবে আপনাদের মনোনীত মানুষকে না এনে।

[10-40—10-50 a.m.]

কারণ পুলিসকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপক ক্ষমতা এদের একটা ইঙ্গিতে বা এঁদের একটা ইচ্ছানুযায়ী একটা মানুষের হাতে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? সেইজন্য পরিষ্কার করে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি এই যে ব্যাপক ক্ষমতা একটা মানুষকে দিতে যাচ্ছেন, সেটা অন্ততঃ যাতে করে সেই লোকটা মানুষের বিশ্বাসভাজন হয়! সেই লোকটা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য হয় এটা প্রমাণিত করবার জন্য একটিমাত্র উপায় হচ্ছে মনোনীত না করে তাদের নির্ব্বাচিত করুন, নির্ব্বাচনের দ্বারা তারা আসুক এবং আমাদের একজন মাননীয় সদস্য যা বলে গেছেন যে তার একটা লিমিট বেঁধে দিন। টাইম-লিমিট করে দিন যে এতদিনের মধ্যে তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে, তা যদি না হয় তাদের উইথড্র করে নিতে হবে। সেজন্য আমি বলি এই ধরণের একটা কুখ্যাত বিল যে কোন মানুষকে বিপর্য্যস্ত করতে পারবে, যে কোন মানুষকে সায়েস্তা করতে পারবে। তাদের খেয়ালগুলি চরিতার্থ করবার জন্য এই ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার পূর্ব্বে তাদের অন্ততঃ মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন জানিয়ে দেবার চেষ্টা করুন এবং তাদের এতখানি ব্যাপক ক্ষমতা দেবেন না রাজনৈতিক দলগুলিকে পর্য্যুদস্ত করবার জন্য।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা খুব ছোট। সেটা হচ্ছে এই যে, যেখানে সরকার জাষ্টিস অফ দি পিসের মনোনয়নের ভার নিয়েছেন এবং যেখানে এদের নিয়োগ করবার ব্যাপারটা আছে সেখানে তাঁরা ইচ্ছামত করতে পারবেন বলে বলেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, পার্লামেন্টের সদস্য, স্টেট লেজিসলেটিভ-এর সদস্য, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড-এর সদস্যদের অথবা প্রিন্সিপাল বা হেডমাষ্টার মহাশয়দের মধ্য থেকে জে, পি, মনোনয়ন করতে হবে। এই কথা বলার পিছনে আমার যুক্তি হচ্ছে এই যে, এঁদের ওপর জনসাধারণের আস্থা আছে, তাঁরা নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং তাঁদের যে কোন কাজ যদি অন্যায় হয়, তাহ'লে পরে সেই কাজের দরুণ জনসাধারণের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে এই ভয়তে তাঁরা অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত হবেন এবং হয়তো তাঁরা ভাল কাজই করবেন—এটা অন্ততঃ আশা করতে পারা যায়। তা ছাড়া হেডমাষ্টার, প্রফেসর বা প্রিন্সিপাল এইসব জাতীয় মানুষের উপরে জনসাধারণ বিশেষ আস্থা রেখে থাকে। সেদিক থেকে তাঁদের মধ্যে থেকে যদি আমরা জাষ্টিস অফ দি পিস নিয়োগ করি তাহলে আমার মনে হয় সেটা যুক্তিযুক্ত পন্থা হবে। কিন্তু এটা যদি না হয় এবং সরকার যদি নিজের হাতে জে, পি, মনোনয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রেখে দেন, সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনার মাধ্যমে যে, অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট, অর্থাৎ যাদের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বলা হয়, তাঁদের সম্পর্কে খবর কাগজে প্রতিদিনই বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনিও তা দেখতে পেয়েছেন। তাই এই সমস্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পর্কে আইনমন্ত্রী একটি সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করতে যখন চেয়েছেন, তার ব্যতিক্রম ঘটাবার জন্য কোনও কোনও বিশেষ দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয়ের কাছেও তদ্বির করা হয়েছে। এই রকম দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরণের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট যারা হবে, তাদের যোগ্যতা বি, এ, পাশ হওয়া দরকার। আইনমন্ত্রীর কাছে অন্য দপ্তরের মন্ত্রীরা, দল ও আত্মীয় পোষণের জন্য অনুরোধ করে থাকেন, ম্যাট্রিকুলেটকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট করা হোক। এ ছাড়া যে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের দোষ প্রমাণিত হয়ে সাজা হয়েছে তাকে পুনঃনিয়োগের জন্যে মন্ত্রীদের কাছ থেকেই তাঁর কাছে অনুরোধ আসে। মন্ত্রীদের সম্পর্কেই যেখানে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, ব্যভিচার প্রভৃতির অভিযোগ প্রমাণিত করেও যেখানে কোনও ফল হয় না, সেখানে জে, পি, সম্পর্কেও এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। সেই

জন্যেই মন্ত্রীমহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যদি এই রকম ধরণের একটা বলিষ্ঠ নীতি না রাখেন, যাতে জনসাধারণের আস্থাভাজন লোককে তিনি নিয়োগ করবেন, আমার সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী ধরা বাঁধা নীতি যদি তাঁর না থাকে তাহলে তাঁর যে সততার কথা আমরা জানি মন্ত্রীসভার অন্যান্যদের হীণ ও কুট চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে আমি তাঁকে আরও একটা ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। বেলেঘাটা অঞ্চলেরই ঘটনা। ঐ অঞ্চলে কয়েকজন কংগ্রেস দলভুক্ত ও বি সি রায় পলিও ক্লিনিকের সহিত যুক্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় ব্যাপারে শিয়ালদহের ম্যাজিস্ট্রেটও বেলেঘাটা থানা "এনকোয়ারী" করবার ভার দিয়ে থাকেন। অথচ আমরা জানি এই অঞ্চলের যাবতীয় দুষ্কৃতি যা ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, গুন্ডামী থেকে নারী হরণ এমন কি "মিলন মন্দির" গঠন করে চাঁদা আদায়ের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হয়ে থাকে। এই সমস্ত বদলোকগুলি মানুষকে অযথা নিপীড়নের জন্যে মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা মামলা প্রভৃতি দায়ের করে প্রকৃত শান্তিকামী ভদ্র ব্যক্তিদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছেন। নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে কোনও একটা নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে বেলেঘাটা থানায় এ'দেরই একজন এমন মিথ্যা রিপোর্ট দেন যে, আমি পুলিস কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত তথ্য জানিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করায় তদন্তকারী ব্যক্তিটীর ষড়যন্ত্রের কথা উদ্ঘাটিত হয়। শুধু তাই নয়, অথচ এই রকম ব্যক্তিরা অসৎ পুলিস অফিসারদের সহযোগিতায় এমনভাবে একটা ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা করেন যার ফলে সেখানকার সং ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন পুলিস অফিসারদের বিব্রত বোধ করতে হয়। শুধু তাই নয় এই ধরণের জঘণ্য মানুষগুলো প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে চুণোপুটিদেরও মাথার মণি হয়ে থাকেন। এমন কি নেতা বলে এরা মন্ত্রীদের কাছে এসে নানান রকমের খোসামদ তোষামদ এবং মোসাহেবী করেন এবং কেউ কেউ বিভিন্ন রকম উপঢৌকন দিয়ে থাকেন, তার ফলে মন্ত্রীদের কারও কারও কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট পুলিস অফিসারের কাছে নির্দেশ পর্যন্ত যায় যে, ওরা যা বলছে তাই শোন। এই রকম ধরণের ঘটনা সেখানে অহরহঃ ঘটে। সুতরাং এই জাতীয় লোককে আজকে যদি জাষ্টিস অফ দি পিস করেন তাহলে যে শান্তি শৃঙ্খলা দেশের জনসাধারণ চাচ্ছে, তাকে বিঘ্নিত করা হবে। সেদিক থেকে আপনাদের এটা বিশেষ করে বিবেচনা করবার জন্য আমি বলব। জাষ্টিস অফ দি পিসের ক্ষমতা এমন সমস্ত লোকের হাতে দেওয়া উচিত, যারা এই ভার পাওয়ার উপযুক্ত। একজন ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারের উপরে অথবা একজন ম্যাসেজ বাথের প্রোপ্রাইটারের হাতে যদি ভার দেন তাহলে এই ভার পেয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই ব্যাপক ক্ষমতা তারা ব্যবহার করবে। এই ধরণের বহু মানুষের সঙ্গে আপনাদের মধ্যে আজকে যারা শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছেন তাদের সংযোগ আছে। আর তাঁরা নিজেরাও জানেন যে, তারা পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতায় কেমন করে দেশেরে মানুষের ভেতর একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সেদিক থেকে বিচার করে আমি আমার যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছি, তার যুক্তিযুক্ততা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন এবং আমার সংশোধনী প্রস্তাবকে মেনে নেবেন।

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই উপস্থিত বিলের ৩ নম্বর ক্লজের মধ্যে প্রস্তাবিত ২২ নম্বর সেকসানের ৭ নম্বর লাইনে আমি একটি এ্যামেণ্ডমেণ্ট, একটি সংশোধনী আনতে প্রস্তাব করছি। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ২২ নম্বর সেকসানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় যা এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন—সেটা হচ্ছে নিয়োগের প্রশ্ন। জাষ্টিস অফ দি পিস নিয়োগ করা হবে, সেই নিয়োগের প্রশ্নটা অফিসিয়াল গেজেটে সরকার যদি ঘোষণা করেন এবং সেই আইন যেটা সরকার রচনা করবেন, সেই আইন অনুযায়ী তাঁরা যদি সন্তুষ্ট হন যে এই বিশেষ ব্যক্তিকে এইস্থলে নিযুক্ত করা যেতে পারে তাহলে তাঁদের নিযুক্ত করবেন। আমি সেই স্থলে বলছি যে, সরকার যদি স্বরচিত সেই আইনের বলে সন্তুষ্ট হতে চান তাহলেও যেন সেখানে নির্বাচন পন্থাটা অবলম্বন করেন

by process of fundamental rules as prescribed by the Government.

এই কথাগুলি তাই যথাস্থানে জুড়ে দিতে চাইছি আমি। এই যে ইলেকশন এতে যথার্থ কোন একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন আসছে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি প্রস্তাবকের হয় এবং যে একটা

উদ্দেশ্য তিনি প্রকাশ করেছেন অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনস-এর মধ্যে সেটা যদি সত্য হয়, যদি এই বিল প্রগতিপন্থী হয় তাহলে কমিশনারদের হাত থেকে নামে মাত্র ক্ষমতা নেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাহলে এই নিয়োগের প্রশ্নে এই কথাটা আসছে যে সেটা প্রগতিমুখী হোক এবং স্থানীয় যে জনপ্রিয় এবং মাননীয় ব্যক্তিকে নির্দ্ধারণের জন্য একটা মনগড়া পন্থাকে নির্দ্ধারণ না করে, সেই নির্দ্ধারণের পন্থাটা নির্বাচনের পথে নেওয়া হোক। এই বিশেষ কাজে যাকে নিয়োগ করা হবে, জনসাধারণ যদি মনে করে যে তিনিই যোগ্য ব্যক্তি তাহলে তাঁকে নেওয়া হোক, এইটুকুন সম্মান জনসাধারণকে করা হোক। জনসাধারণের নাগরিক অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে অখণ্ড ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে এই জাষ্টিস অফ দি পিস-এর হাতে। সেই লোকটি জনসাধারণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে যখন তখন বাঁধতে পারেন, তল্লাসী করতে পারবেন এবং ব্যক্তি বিশেষের ডাইং ডিক্লারেশন ব্যাপারে সত্য মিথ্যা যা কিছু বলবেন তাই সেখানে ধার্য্য হবে। ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বের মতন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেখানে শান্তি শৃংখলাভঙ্গের আশংকা রয়েছে, সেখানে তিনি বিচার করবেন সত্যিই সেই শান্তি শৃংখলাভঙ্গ হবার আশংকা আছে কি না। এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার উপরে দেওয়া হবে, জনসাধারণের আস্থা তার উপরে আছে কি না সেটা প্রথমে দেখতে হবে। এতে সরকারের কোন প্রকার ভয়ের কারণ নেই। কাজেই যে সমস্ত ক্ষেত্রে কথা উঠেছে এম, এল, এ, সম্বন্ধে এই সার্কুলেশনের বিরুদ্ধে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে, জাষ্টিস অফ দি পিস পদে এম, এল, এ, নিয়োগের কথা আনলে পর পলিটিক্স-এর কথা এসে পড়ে। পলিটিক্সে তাঁর একটা আতংক আছে দেখছি। কংগ্রেসটাও পলিটিক্যাল পার্টি বৈ ত নয়, যাই হোক, সেই পলিটিক্সের মধ্যে থেকেও এই সমস্ত লোক যখন সেখান থেকে জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, তখন পলিটিক্সকে এত অপাংক্তেয় করে দেয়া কি যুক্তিসংগত? তা ছাড়া সেখানে শুধু কংগ্রেসের হাতে সবগুলি আসন পড়বে তিনি বলেছেন, সেটা সত্য নয়। কতকগুলি জায়গায় কংগ্রেস ছাড়া এখনও অন্য ব্যক্তি আছেন, সেই ব্যক্তিরাই আসবেন। কিন্তু কংগ্রেস যদি নির্ব্বাচনের জোরে সব কয়টা আসন নিয়ে যায় তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কাজেই সেখানে যে কংগ্রেসীরা আছেন তাঁরাই আসুন। অথবা সেইভাবে যে কটা কনষ্টিটুয়েন্সি দল-বিশেষের আয়ত্বে আছে, সেই কটা থেকে তারই প্রতিনিধি আসুক, তাহলেও খুব অসুবিধা হবে না। যা হোক আমি সে জন্য বলছি না তা শুধু এম, এল, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। এই কথা বলছি যে একটি বিশেষ যোগ্যতা বা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে সেখানে যদি নিতে হয়, তাহলে সেখানে যোগ্যতার একটা ডেফিনিসান করে দেওয়া দরকার। তাহলে আমার আপত্তি নেই। আর যদি নির্ব্বাচনের জন্য আইন সরকার করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা নির্ব্বাচন আশ্রয় করে জনসাধারণের দিক থেকে তাকে আনা হোক যাকে এত বড় একটা ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।

আর একটা কথা, এখানে আমাদের সার্কুলেশন বিরোধী আলোচনাতে মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় বলেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে ২৫ সেক্শন কেন রিপিল করে দিচ্ছেন। ২৫ সেক্শন অফ দি ওরিজিন্যাল এ্যাক্ট কেন বাতিল করে দিচ্ছেন। সে সম্বন্ধে......

Mr. Speaker: The third reading is the proper time for replying to the Minister. Here you should confine yourself to your motion.

Sj. Jyotish Joarder:

এর মধ্যে তার অবকাশ আছে আমি দেখাতে পারবো। এখানে এই এ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে এ আলোচনার প্রয়োজন আছে, স্যার। এখানে আলোচ্য ধারার শেষ লাইনেতে আছে যে একটা বিশেষ স্থানে একাধিক ব্যক্তিকে তাঁরা জাষ্টিস অফ দি পিস হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন। ঠিক এই কথা আছে দেখুন, এখানে ৯ নম্বর লাইনে—

more than one Justice of the Peace may be appointed for the same local area.

এই কথা লেখা আছে যে সেখানে একাধিক ব্যক্তিকে তাঁরা রাখতে পারবেন। তাহলে সেখানে জাষ্টিস অফ পিসের ব্যাপারে ২৫ সেক্শনএ যে সুযোগ ছিল, যে এক্স-অফিসিও অধিকার

ছিল, সেটা লুপ্ত করে দেবার কোন একটা বিশেষ কারণ দেখা যায় না। অবশ্য দেবার জন্য আমার বিশেষ কোন লাভের কারণ ছিল না। কিন্তু যখন এই কথা উঠেছে তাতে আমি বলছি যে তিনি সেখানে বলেছেন যে সেটা অকেজো হয়ে আছে, সেই এ্যাপয়েন্টমেন্টের কোন সার্থকতা নেই। যেখানে সত্যিকারের একটা জাস্টিস মানুষ পেতে পারে, সেখানে সেটা না বহাল রাখতে একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অথচ সেই জায়গাটা তাঁরা বাতিল করে দিচ্ছেন।

এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে যাতে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাকে জনসাধারণ মনে করবে, তাহলে তাঁকেই যেন নেওয়া হয়। জাস্টিস অফ দি পিস হিসাবে যদি সেখানে হাইকোর্টের একজন জজ থাকেন কোন লোকালিটিতে বা সেখানে যদি একজন সেসন জজ থাকেন, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একজন যদি থাকেন, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট যদি একজন থাকেন তাহলে জনসাধারণ ত্রাহি মধুসূদন বলে তাদের হাতে গিয়ে পড়লে হয়ত তাঁরা সেখানে কিছুটা ইন্টারফিয়ার করতে পারবেন। তাহলে জনসাধারণ হয়ত একটু বিশ্বাস করতে পারত যে এই নিয়োগের মধ্যে হয় ত একটুখানি সৎ উদ্দেশ্য আছে। সেখানে একটা পরিত্রাণ তারা হয় ত পেতে পারত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সেটা বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে। অথচ সেখানে মনগড়া উপায়ে জোহুকুম মানুষ আনা হচ্ছে। কারণ সেখানে ইলেকশন হলেই পলিটিক্স এসে পড়বে, পলিটিক্স আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষের একটা ভীষণ আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এইসব কারণে বলছি এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে পড়বে। সরকার বাঁ হাতে যা দিচ্ছেন ডান হাতে তাও আবার কেড়ে নেবার মতলব করছেন।

একবার বলা হয়েছে যে পুলিস কমিশনারের হাত থেকে ক্ষমতা নেওয়ার দরকার তাহলে জনপ্রিয় ব্যক্তিকেও আনবেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও আনবেন, তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে যে, পন্থাটি এমন করছেন, যাতে করে তাদেরকে জনসাধারণ শ্রদ্ধা করতে পারে, যাদের কথার উপর একটু আস্থা আসতে পারে, তাদেরকে প্রথমে বাতিল করে দিচ্ছেন, তারপর আনছেন যে, সরকার যে কোন রকমভাবে সন্তুষ্ট হলেই হোল, তাদের মনগড়া মত যাকে খুসী নিয়ে করবেন। আগে বৃটিশ চেয়েছিল যে, খাস বৃটিশ প্রজা এবং তাবেদার ছাড়া তারা আর কাউকে রাখবেন না, এ'রা এখন চাচ্ছেন যে আমাদের মনগড়া লোক ছাড়া আর কাউকে এর মধ্যে রাখবেন না। সেইজন্য বলছি যে, এখানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে পড়ছে, এবং সেইজন্য আমার এই সংশোধন প্রস্তাব এবং আমি মনে করি যে, যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং সৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ যদি এই কর্তৃপক্ষ রাখতে চান তাহলে আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে এবং তাহলে জনসাধারণ বিশেষ করে আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারী মতামত দেখে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন, ও নিশ্চয়ই তাঁরা দাবী করবেন যে আপনারা এইভাবে নিয়োগ-বদল করুন। তা না হলে জনসাধারণ কিভাবে বিশ্বাস করবে যে সত্যিকারের জাস্টিসেস অফ দি পিস-এর ভিতর জাস্টিস বলে একটা জিনিষ আপনাদের মনেও আছে?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে ২২নং সেক্শনে ৩নং ক্লজ-এর পরে এইটে এড করবার জন্য—

After the proposed section 22 in clause 3 the following proviso be added, namely:—

"Provided that if more than half of the population of the local area for which a Justice of the Peace is appointed demand the removal of such person or persons, the State Government shall immediately cancel his or their appointment as Justices of the Peace."

এই যে সংশোধনী প্রস্তাব এটা আমার বন্ধু অম্বিকাবাবু এবং সুবোধবাবুর কাছাকাছি হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমার কথা হচ্ছে যে কংগ্রেসে গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই গণতন্ত্র বিশ্বাসী। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা দেখেছি তাদের প্লাকার্ডে এবং অতএব এটা তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। তা যদি হয় তাহলে অন্ততঃ আমি আশা করব যে মন্ত্রীমহাশয় এই সংশোধনী যেটা গণতন্ত্রসম্মত সেটা গ্রহণ

করবেন। কারণ তিনি বলেছেন যে জনসাধারণের সেবার এবং উপকারের জন্য এই জাষ্টিস অফ দি পিস এপয়েন্ট করা হচ্ছে। জনসাধারণের অধিকাংশ—যদিও জনসাধারণের মধ্যে ভাল লোক আছেন আবার মন্দ লোক আছেন—তবুও মোর দ্যান হাফ যদি চায় যে আর আমাদের উপকারের দরকার নেই এবং এই বন্ধুটির দ্বারা আমাদের উপকার হচ্ছে না বা অপকার হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করবেন—যেহেতু তিনি গণতন্ত্র বিশ্বাসী—যে সে রকম উপকারী বন্ধুকে না রাখাই ভাল। সেইজন্য আমরা এই এমেন্ডমেন্টটা দিচ্ছি। যদি ও'রা গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন এবং যাদের জন্য ও'রা এপয়েন্ট করতে যাচ্ছেন তাঁরা যদি বলেন যে আমাদের ওটা দরকার নেই বা উপকারের প্রয়োজন নেই তাহলে জোর করে উপকার করবই এটা অন্ততঃ মন্ত্রীমহাশয়ের ইচ্ছা নয়। এই গণতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থাটাকে যদি ওঁরা মেনে নেন এবং সেখানকার অর্ধেকের বেশী লোক যদি বলে যে এই জাষ্টিস অফ দি পিস-এর দ্বারা কাজ হচ্ছে না বা আমাদের কোন উপকার হচ্ছে না বা আমাদের সেবা হচ্ছে না—আমাদের অপকার হচ্ছে তাহলে তাকে সেখান থেকে রিমুভ করা হবে গভর্ণমেন্টের দ্বারা। এটাই হচ্ছে আমার সংশোধনী প্রস্তাব এবং আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা গ্রহণ করে গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষা করবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, জনসাধারণের ভিতর থেকে নূতন জাষ্টিস অফ দি পিস নিয়োগ করে তাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। কেন দেওয়া হয়েছে জানি না, মন্ত্রী মহাশয় একটু আগে বললেন অনেক কাজ বেড়ে গিয়েছে। অনেক জায়গায় তাদের পাশপোর্ট ইত্যাদি দিতে হয় কিন্তু জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার তাদের দেওয়া হচ্ছে কেন? এবং ক্ষমতা যা দেওয়া হচ্ছে অপরাধ নিবারণ করবার জন্য অর্থাৎ কিনা তিনি যদি মনে করেন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, তিনি যদি মনে করেন পাবলিক ট্রান্‌কুইলিটী ডিষ্টার্বড হতে পারে তখন তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এইসব কথাগুলি অত্যন্ত ব্যাপক, এবং সুবিধামত নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর নিজরোই প্রত্যক্ষ সমর্থক—এভাবে এইসব কথাগুলিকে বিকৃত করা যায়—অন্য রকম অর্থ করা যায়।

[11—11-10 a.m.]

এ সবগুলি বিকৃত করা যায় বা অন্যরকম অর্থ করা যায়। আজকের দিনে দেখছি সাধারণ আইনসঙ্গত ষ্ট্রাইক হলে তার উপর পুলিস অত্যাচার চালায়। গ্রামের কৃষকেরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য প্রচেষ্টা করলে পুলিস তাদের উপর জুলুম চালায়। জমিদার যাই করুক কিছু হয় না, পুলিস তাকে রক্ষা করে। কারখানার মালিকেরা জঘন্য অত্যাচার করলেও তাদের কিছু হয় না। গ্রেপ্তার যাদের করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কোন সত্যিকারের চার্জ নেই, কি ব্যাপার, না তাদের দ্বারা নাকি পাবলিক ট্রান্‌কুইলিটী ডিষ্টার্বড হবার সম্ভাবনা। আমি শুধু মন্ত্রীমহাশয়কে বলব এদের হাতে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা কেন থাকবে? আইডেন্টিটী করবার, সার্টিফিকেট দেবার অধিকার দিন, ডকুমেন্ট এটেষ্ট করবার ক্ষমতা দিন, লোকের পাসপোর্ট চাহিদা বেশী সে বিষয়ে অধিকার দিন। গ্রেপ্তার করবার অধিকার কেন দিচ্ছেন? অধিকার দেওয়া হচ্ছে পুলিস বা ভলান্টিয়ার ফোর্সএর উপর আদেশ দিবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি যখন মনে করবেন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে তখন যা কিছু করতে পারবেন, হয়ত তিনি গুলি চালাতে পারবেন। আজকাল তো সাধারণ কনেষ্টবল পর্যন্ত গুলি চালায়, তাতেও কি হচ্ছে না? যাদের পুলিস অফিসার বলে জানি না তাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে গুলি চালনার—সেইখানে আমাদের আপত্তি। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য যদি সত্যিকারের অপরাধ নিবারণের, যেমন—

snatching, rowdism, molestation, pick-pocket and communal trouble

জনিত যে সমস্ত শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তা বন্ধ করবার জন্যে চেষ্টা—তাহলে এদের হাতে সেই ক্ষমতা দিন আপনাদের সমর্থন করব। কিন্তু ব্যাপকভাবে এরকম ক্ষমতা দিলে আপত্তি আছে। বিশেষ করে এমন কতকগুলি লোকের হাতে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এর অপপ্রয়োগ করতে পারে। যদি কেউ চুরি

করে, ডাকাতি করে, হত্যা করে, পিক্-পকেট করে তখন অনেকগুলি লোক যদি গিয়ে তাদের ধরে তাহলে বুঝা যায় সত্যিকারের একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু একটি লোক তার খুসীমত অনেক সময় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিজের হাতের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। চিন্তা করে দেখলে মন্ত্রীমহাশয় বুঝবেন যে গ্রেপ্তারের অধিকার এদের দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আমরা জনসাধারণ হিসাবে দাবী করি যে অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিকভাবে কারও বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা না হলে তার স্বাধীনতা যেন কেড়ে নেওয়া না হয়, সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করার যে ক্ষমতা সেটা কতকগুলি লোকের হাতে দেওয়া অবিচারমূলক এবং অন্যায় এবং তাই অনুরোধ করব যে জাষ্টিস অফ দি পিস-এর হাতে গ্রেপ্তার করবার অধিকার যেন না দেওয়া হয়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার এই ব্যাপারে যে কয়টী এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে তার মধ্যে প্রথমে আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে ২৪ নম্বরে যেটা আছে সেটা ভুল আছে, ২২এ দ্যাট্ উইল বি বি। প্রথমে বক্তব্য হচ্ছে এই বিলে এই ধারাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং এ ধারার ভিতর দিয়ে জাষ্টিস অফ দি পিসের এ্যাপয়েন্টমেন্ট, এবং তার ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমার বক্তব্য যে ক্লজ ৩ আইটেম বি—

of the explanation of the proposed sub-section be omitted.

এখানে এই ধারাতে বলা আছে যে কলিকাতা এবং তার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল, যে সমস্ত অঞ্চলে নোটিফিকেশন দিয়ে জানান হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই বিলটি বিশেষ ভাল নয় এবং এর দ্বারা অনেক কিছু খারাপ হোতে পারে। তাঁরা প্রথমে এইটি কলিকাতার উপর দিয়ে একস্পেরিমেন্ট করুন তারপর ডিস্ট্রিক্ট-এর অন্যান্য এলাকায় চালু করবার চেষ্টা করবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বিলে সেই সমস্ত ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তার ফলে যে কারণ দেখান হয়েছে এবং যে এই কারণের জন্য বিলটি আনা হয়েছে সে কারণ মফঃস্বল অঞ্চলে খুব বেশী প্রযোজ্য হবে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম কথা হচ্ছে, মফঃস্বল অঞ্চলে যে পুলিস আছে পপুলেসনের তুলনায় তা যথেষ্ট। তারা জনসাধারণের উপর যে রকমভাবে উপকারই বলুন আর অপকারই বলুন যেভাবে করছে তার উপর আর পুলিসী ক্ষমতা অন্য লোককে দিয়ে তাদের উপর আর অত্যাচার করবার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। কলিকাতার পপুলেসন যদি এরা বেশী মনে করেন তাহ'লে সেখানে জাষ্টিস অফ দি পিস কি করে না করে দেখা যাক, তারপর অন্যান্য অঞ্চলে প্রযুক্ত করা ভাল হবে।

আমার দ্বিতীয় এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে যে, আমি অবশ্য নীতিগতভাবে বিরোধী যে এই জাষ্টিস অফ দি পিস-এর হাতে এ্যারেষ্ট করার এবং অন্যান্য ক্ষমতা দেওয়া হউক। তাহ'লে যখন মন্ত্রীমহাশয় ওটা করতে বদ্ধপরিকর তখন পুলিস ষ্টেশনে অফিসার-ইন-চার্জ্জ এবং পুলিস অফিসারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা সেই সমস্ত ক্ষমতা জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতে দেবার কোন প্রয়োজন নাই।

তৃতীয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, বিলের সাব-সেকশনে প্রস্তাবিত ২২ নম্বরে ১এর বি-তে যে কথা বলা আছে—

prevention of crime in general and particular,

পুলিস অফিসারকে সাহায্য করবার জন্য এই যে ক্ষমতা এটা অত্যন্ত খারাপ। তার কারণ হচ্ছে এই প্রিভেন্সন-এর ভেতর দিয়ে আমরা অনেক কিছু আইনের ফাঁক দেখতে পাই। পুলিস অফিসার অতীতে জনসাধারণের উপর এবং রাজনৈতিক কর্ম্মীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। আপনি বোধ হয় জানেন সিকিউরিটি এ্যাক্ট যেটা এখান থেকে পাশ হয়েছে তার সেকশন ১১(৩) সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রিভেন্ট করার জন্য পুলিসকে এ্যারেষ্ট

করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতাটি যে কি খারাপভাবে এবং কি অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তা বলা যায় না। আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। আমি আপনার কাছে এ-সম্বন্ধে বলছিলাম যে, প্রিভেন্‌শান অফ ক্রাইম—আমি ক্রাইম করতে যাচ্ছি মনে ক'রে পুলিস আমাকে ১১(৩) সিকিউরিটি এ্যাক্ট-এ এ্যারেষ্ট করল এবং আমায় ১১ দিন জেলের মধ্যে রেখে দিল। তারপর কোর্টের সামনে কোন কমপ্লেন আমার বিরুদ্ধে প্লেস করতে পারল না, তখন বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিল। এইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের আমি শুধু একটি উদাহরণ দিলাম। এইভাবে আরও যথেষ্ট ভুরিভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোথাও কিছু নাই কেউ হয় ত একটি স্লোগান দিয়েছে ব'লে ১১(৩) সিকিউরিটি এ্যাক্টে এ্যারেষ্ট করা হোল; কিংবা মনে করা যাচ্ছে যে এ হয় ত ভবিষ্যতে একটা অন্যায় কাজ করতে পারে সেজন্য এইভাবে আটক করা হোল। এইভাবে এটা অত্যন্ত খারাপভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। এখানে আমরা মনে করি এই প্রিভেন্সন করার এই ক্ষমতা জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতে দেওয়া উচিত নয়। কাজেই সেটা এই ক্লজ থেকে বাদ দেওয়া হউক।

চতুর্থত, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতে যে-সমস্ত সার্টিফিকেট এবং এ্যাটেষ্টেশনের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। প্রথম কথা সার্টিফিকেট ইত্যাদি ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয় যে কথা বললেন যে কোন ইনসিওরেন্স-এর টাকা তুলবার জন্য সার্টিফিকেট এবং এ্যাটেসটেসনের দরকার হয়। কিন্তু তারজন্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আছেন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আছেন, ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন এবং এম, এল, এ-রা আছেন, তাই যথেষ্ট। তা ছাড়াও জাষ্টিস অফ দি পিস ক'রে আইন করার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। কাজেই আমি মনে করি যে, প্রস্তাবিত সেকশন ২২-এর ৪ নং সাব-সেকশন বাদ দেওয়া হউক।

[11-10—11-20 a.m.]

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমার যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে পাওয়ার অফ দি জাষ্টিস অফ দি পিস সম্বন্ধে, তাদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতাকে আমি থামিয়ে দিতে চাই। এই আইনে যেভাবে ঢালাও ক্ষমতা দেওয়া হবে, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে এবং সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায় যে, এই ক্ষমতা দিলে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে। শুধু অপব্যবহার নয় কিছু কিছু সদস্য যে ইংগিত করেছেন, আমার মনে হয় ইলেক্‌সনের পূর্ব্বে সে ইংগিত করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখন থেকে যদি কিছু লোককে ওঁরা জাষ্টিস অফ দি পিস হিসাবে তৈরী ক'রে রাখেন তাহ'লে ১ বছর দেড় বছর বাদে যখন ইলেকসন আসছে সেই সময় তারা কাজে লাগাবে—ঐ উদ্দেশ্য যেন এর মধ্যে রয়েছে এবং এটা পরিস্কারভাবেই আমি মনে করি এবং সেই মনে করেই জাষ্টিস অফ দি পিসের ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে নেবার চেষ্টা আমরা করছি। এই কমিয়ে রাখাটা কেন দরকার? প্রথমে শ্রীগণেশ ঘোষ বলেছেন যে তাদের এ্যারেষ্ট করবার ক্ষমতার প্রয়োজন কেন। মন্ত্রী-মহোদয় প্রথম প্রস্তাবনার সময়েতে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে একটী মুখ্য কথা বলেছেন যে গ্রাম দেশে আজকাল এ্যাটেসটেশন ইত্যাদির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ্যাটেসটেশনের যদি প্রয়োজন থাকে তাহ'লে এ্যাটেসটেশন করবার যথেষ্ট লোকও গ্রামে আছে। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা আছেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা আছেন, আরও নানা সাত-পাঁচ আছেন, তাঁরা এ্যাটেসটেশন করতে পারেন। তার জন্য জাষ্টিস অফ দি পিস তৈরী করবার দরকার কি আছে? রাউডি, হোলিগ্যানিজম্‌দের যদি কেস করতে হয় এবং তারজন্য যদি জাষ্টিস অফ দি পিস করতে হয় তাহ'লে তাদের হাতে এইরকম ক্ষমতা দিলে তারা যাকে তাকে এ্যারেষ্ট করতে পারবে, যাকে খুসি বেঁধে নিয়ে যাবে, এই ক্ষমতা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তারজন্য পুলিস আছে, তারজন্য পাবলিক আছে এবং তারজন্য পুলিসে ত টাকা কম খরচ হচ্ছে না। সেখানে পুলিসকে 'ভাল ক'রে খাটান, পুলিসকে ভাল ক'রে কাজ করান তাহ'লে জাষ্টিস অফ দি পিস করবার দরকার হবে না। সেজন্য আমার সংশোধনী

প্রস্তাবের প্রথমে যে কথাটা আছে সে আগে শুধু এইটুকু করা হোক, যে আননেসেসারি হ্যারাসমেন্টের হাত থেকে রেহাই পেয়ে লোকে নির্ব্বিবাদে বাস করুক।

Mr. Speaker: The language is very vague; it is not suitable for legislation.

Sj. Biren Banerjee: This piece of legislation is very vague too.

আমি সেটা স্বীকার করে নিয়ে এই কথা বলব যে ঐ পিস অফ লেজিসলেশানটা অত্যন্ত ভেগ, তাঁরা কোন ডিফাইন করছেন না, যে কোন রকমের লোককে তাঁরা জাষ্টিস অফ দি পিস করবেন।

Mr. Speaker: That is no reason for your amendment to be vague.

Sj. Biren Banerjee:

লেজিসলেশানের ভেগ এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়ে তাদের ভেগলেশ আরও বাড়ান এবং আরও অপব্যবহার করতে যদি না চান তাহ'লে মন্ত্রী মহোদয়কে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি ঠিক সেই পর্য্যায়ের আছে। যদি সত্যসত্যই কোথাও মারামারি হয়, কোথাও কমিউন্যাল ডিণ্টারব্যান্স হয় বা কোথাও ঐরকমের রাউডি এলিমেন্টসরা হঠাৎ এসে পড়ে সেখানে, যদি কোন জাষ্টিস অফ দি পিস থাকেন এবং যাতে পুলিসের হাত থেকে আননেসেসারি হ্যারাসমেণ্ট না হয় তারজন্য প্রটেকশন করুন এবং এইজন্য আমার প্রথম প্রস্তাবটা, এই ২২এ এবং ২২-এর এ, বি, এই দুটো তুলে দিয়ে শুধু এইটুকু রাখুন যাতে ক'রে পুলিস হ্যারাসমেণ্ট না করতে পারে।

দ্বিতীয় এ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে, যদি জাষ্টিস অফ দি পিস রাখতে হয় এবং তাকে ঐ ষ্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে হয় অর্থাৎ মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করতে হয় তাহ'লে অন্ততপক্ষে দুজন রেসপন্সিব্যাল পারসনকে সাক্ষী রেখে সেই জবানবন্দী নেওয়া হউক। জাষ্টিস অফ দি পিস এ'রা হয় তো যাকে খুসি তাকেই করবেন এবং এ'দের মনে মনে যে কি আছে না আছে তা আমাদের সামনে পরিষ্কার নয়। আমার কথা হচ্ছে যে লোক জাষ্টিস অফ দি পিস হবেন তিনি অন্ততঃ দুটি রেসপনসেবুল পারসনকে সামনে এনে সেই মুমূর্ষু লোকের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী রেকর্ড করুন এবং সেই রেকর্ডটা ম্যাজিষ্ট্রিয়েল রেকর্ড হিসাবে পরিগণিত হউক, তা না হ'লে তিনি নিজের মন গড়া কি লিখবেন না লিখবেন কিছুই ঠিক নাই। আজকালকার যা অভিজ্ঞতা তাতে জানি যে ডাক্তারের কাছে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হওয়ার পরেতে এবং যদি সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া না যায় তাহ'লে দেখা যায় যে ডাক্তারের কাছে শেষ জবানবন্দীর যে ফাইণ্ডিংস তার বহু অদলবদল হয়ে গিয়েছে, আর কোর্ট কাছারীতে যাঁরা যান তাঁদের এবং মন্ত্রীমহাশয়ের নিজেরও এই বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। সেজন্য আমি বলব যে, জাষ্টিস অফ দি পিসের হাতে যদি এই ক্ষমতা দেন তাহ'লে দু'জন রেসপেকটেবাল লোকের সামনে সেই রেকর্ড করা হউক। এটা অত্যন্ত সোজা কথা এবং সেই সংগে সংগে ওরই রিলেশনে ডাঃ নারায়ণ রায়ের প্রস্তাব। এজন্য আমি বলি যে, এটা করার সংগে সংগে, স্পীকারমহাশয়, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহ'লে ঐটি আমার নামে মুভ করছি। সেটা ওর সংগে রিলেটেড এবং সেজন্য ঐ জায়গাটায় proposed section 22BII.

এটাকে অমিট করতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে যে জাষ্টিস অফ দি পিস যাকে করা হবে না হবে সে সম্পর্কে আমাদের সামনে কোন কিছু রাখা হয় নি। বাস্তবিক পক্ষে সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যথেষ্ট আশংকা আছে এবং এত কথাতেও সেই আশংকা নিরসন হচ্ছে না। মন্ত্রীমহাশয় যদি সেই আশংকার নিরসন না করতে পারেন তাহ'লে আমি বলব যে এই লেজিসলেশনে যেটা আনা হয়েছে এটা লুকিয়ে-চুরিয়ে আনা হয়েছে। জাষ্টিস অফ দি পিস কোন লোককে করতে চান, কোন পরিষ্কারভাবে তা বলা নাই। কোন ক্যাটিগরীর লোক জাষ্টিস অফ দি পিস হবে? যাদের সোশ্যাল ইনটিগ্রিটি আছে এবং অমুক আছে ইত্যাদি বললে যথেষ্ট হয় না। সেখানে স্পীকারমহাশয় যদি আপনি দেখেন

তাহ'লে ব্ঝতে পারবেন যে, যে ভেগনেস এর মধ্যে দেওয়া আছে, আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট তার থেকে কম ভেগনেস আছে ব'লে আমি মনে করি। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই জাস্টিস অফ দি পিস তৈরী করতে হোলে লোক বেছে কর্ন এবং সংগে সংগে তার পাওয়ারকে আনলিমিটেড করবেন না, তাকে সংযতভাবে প্রয়োগ কর্ন এবং তাকে দিয়ে যদি ম্ত্যুকালীন জবানবন্দীর রেকর্ড নিতে হয় তবে সেই ম্ত্যুকালীন রেকর্ডকে ২ জন সাক্ষীর সামনে নেওয়া হউক এবং সাক্ষীর সামনে নিয়ে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার-এর পর্যায়ে ধরবেন না। তিনি এ্যাটেষ্ট কর্ন বা দরখাস্ত কাউন্টার-সাইন কর্ন তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে জীবন-মরণ সমস্যা সেখানে লোককে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করবার সমস্যা, সেখানে প্লিসের জায়গা ক'রে দেওয়ার সময় ভেবেচিন্তে করা উচিত। সেজন্য আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এই য্ক্তিপ্র্ণ দ্ষ্টি দিয়ে দেখবেন।

[11-20—11-30 a.m.]

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা সবাই মনে করি 'জাস্টিস অফ দি পিস' নিয্ক্ত করবার কারণ নেই। কারণ, সমস্ত প্রদেশের চেয়ে প্লিসের সংখ্যা আমাদের বাংলায় বেশী। তা সত্ত্বেও যদি নিয্ক্ত করেন তাহ'লে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি তিনি যখন নিয্ক্ত করতে বদ্ধপরিকর তখন কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ, যোগ্য ব্যক্তিকে নিয্ক্ত কর্ন। তা যদি হয় তাহ'লে আমি যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি সেটা গ্রহণ করা উচিত। বিলে আছে—

> "Justice of the Peace for any local area shall have power in such area to call upon any member of the police force on duty or any volunteers."

আমি এখানে যোগ কোরতে চাই—

> "Or members of the public to aid him in taking on preventing the escape of any person and so on."

এই যে আমি 'মেম্বারস অব দি পাব্লিক' কেন বললাম, তার কারণ এই যে, যে-সময় দেখা যায় কোন দাংগা-হাংগামা হচ্ছে বা কোন রাউডি এলিমেণ্ট গোলমাল করছে সে সময় সেখানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্লিস থাকে না, বা প্লিসকে পাওয়া যায় না, আর ভলান্টিয়ারকেও আমরা দেখতে পাই না। এইসব জায়গায় সাধারণ ভদ্রলোক যদি জেনারেল পাবলিকের হেলপ নিয়ে এ্যারেণ্ট করেন সেটা তাঁরা করবেন না কেন?

এইজন্য আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে যে সাধারণ পাবলিককে নিয়ে যদি এ্যারেণ্ট করতে হয় বা রাউডি এলিমেণ্টকে দমন করতে হয় বা কোন রকম কমিউন্যাল ডিস্টার্ব্যান্স বন্ধ করতে হয়, বা কোন রকম চুরি, ডাকাতি বা হাংগামা হচ্ছে সেইসব বন্ধ করতে হয়, তাহ'লে তাঁরা জেনারেল পাবলিকএর সাহায্য কেন নেবেন না, তার কোন কারণ দেখতে পাই না। সেইজন্য আমি বলি এর সংগে সাধারণ লোকের সাহায্য নেওয়া দরকার; আর এইট্কু বিলের মধ্যে থাকলে ভাল হয়। এই এ্যামেণ্ডমেণ্টে আমার এইট্কু বক্তব্য।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, my friend Shri Bibhuti Ghose seems to think that the powers sought to be given to a Justice of the Peace would be that of a first class magistrate. I am afraid he has not read the Bill at all. The powers which are sought to be given to the Justices of the Peace are attestation of documents, issuing identity certificates and if in the process of preventing breach of the peace or preventing an offence being committed he arrests a person, his duty is to take him forthwith to the police-station and make him over to the police officer, and it is for the police officer to re-arrest him. If there is a breach of the peace he has got to make an enquiry and to make a report to the nearby Magistrate or the police officer. These are all the powers that are going to be given to a Justice of the Peace. Sir, the President, Union Board or a Member of the District Board cannot exercise these powers. Therefore, it is necessary that the powers should

expressly be given to a class of persons who are going to be selected and appointed by the Government for the exercise of these powers. Sir, when you pass an Act and appoint certain officers and you indicate there what powers he has to exercise and what duty he has to perform, it is essential that you should prescribe his territorial jurisdiction. Likewise it is necessary that you should indicate in his appointment the period for which he is appointed. You cannot make a statutory provision which will govern all cases fixing, say, six months or a year for the appointment of a particular person. The appointment has to be made according to exigencies, demand in the area, kind of persons available for appointment, and so on. Certain rules will be framed under this Act and the rules will indicate the circumstances in which the officer so appointed may be removed, so that, if you appoint him for a period and he is found satisfactory, you can re-appoint him or extend his appointment. If he is found to be not satisfactory, you need not re-appoint him or you may even remove him. If during the period for which he is appointed there is a complaint and you find him to be unsatisfactory, you can always remove him. The power of appointment also implies the power of removal. You need not take a referendum, you need not take votes or collect objections from the people of the locality. If there is well-founded objection by certain persons living in the locality then the officer is liable to be removed. Why should we wait until the people of the locality as a whole raise objection? There would be no difficulty at all. Sir, have you ever heard of a police officer or a magistrate being appointed upon election or by the people of the locality casting votes?

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

পুলিস কি ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Of course he will be a magistrate and a police officer. He has got to be selected and you have got to select the best man available in the area. The appointment cannot be limited to any particular profession or any particular class of people. You have to select the best man available in the area as far as possible. Now, if you have to depend on election, naturally the candidates will have to be supported by the different political groups and a very unsatisfactory result will follow. That is, Sir, my answer to some of the points raised by my friends. My friends have said that he should not have any power of arrest. Now, if you appoint a man for the purpose of preventing a breach of the peace it is assented that he should have power of arresting a person responsible for committing the breach of the peace, and the only power which will be given to this officer will be to arrest such a person, and take him to the nearest thana and hand him over to the police officer to make such enquiry and to take such action as may be desirable. Therefore, the power of arrest is necessary. It is true that the power which is given to this particular officer is slightly more than what is given to a private person under section 59 of the Criminal Procedure Code. But if you appoint a respectable man of the area, you must give him some responsibility and some power equal to the power of the officer in charge of police station or a magistrate conducting preliminary enquiry in a case.

I regret, Sir, I am unable to accept any of the amendments.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that in clause 3, in the proposed section 22, lines 2 to 4, for the words "for such period as may be specified in the notification" the words "for six months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3, in the proposed section 22, in line 5, after the words "may be made" the words "for the purpose" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that in clause 3, in the proposed section 22, lines 6 and 7, the words "and as to whose integrity and suitability it is satisfied" be omitted, was then put and lost.

[11-30—11-40 a.m.]

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that in clause 3, in the proposed section 22, lines 6 and 7, for the words "as to whose integrity and suitability it is satisfied" the words "who is either a Member of Parliament, or State Legislature or Elected Member of Corporations or Municipalities or Chairman of District Board or Union Board or Principal of a college or a Headmaster of a school" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—49.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—125.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal. Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya. Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Kanailal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra

Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Ramhari
Roy, Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 49 and the Noes 125 the motion was lost.

Sj. Jyoti Basu: My vote has not appeared on the board.

Mr. Speaker: It will be recorded. If there are other divisions, one door of the chamber will be kept open according to rules.

Sj. Bankim Mukherji: Our votes should have been 48 but it was 47 there.

Mr. Speaker: It has been noted down. It will be recorded accordingly.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 3, in the proposed section 22, in line 7, after the words "it is satisfied" the words "by process of election for the purpose held under rules prescribed by the Government" be inserted was then put and a division taken with the following result:

AYES—50.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon

Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—123.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Kanailal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Ramhari
Roy, Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas

Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 50 and the Noes 123 the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

"Provided that if the people of the local area object to any such appointment, there will be no such appointment".

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—51.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Ganapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—124.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Kanailal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan

Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Monj, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rahuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 51 and the Noes 124 the motion was lost.

Mr. Speaker: The vote of Sj. Jyotish Ghose has appeared on the board this time.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

> "Provided that if more than half of the population of the local area for which a Justice of the Peace is appointed demand the removal of such person or persons, the State Government shall immediately cancel his or their appointment as Justices of the Peace."

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—50.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon

Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—124.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari

Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 50 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 3, after the proposed section 22, the following proviso be added, namely:—

"Provided that no Justices of the Peace shall have power of arrest."

was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 3, item (*b*) of *Explanation* to the proposed section 22, be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 3, for the proposed section 22A(1) and 22A(2) the following be substituted namely:—

"22A. (1) A Justice of the Peace shall do everything in his power to prevent unnecessary harassment of the public and help the public in every possible way."

was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that in clause 3, in the proposed section 22A(1), line 2, the words "for the purpose of making arrest" be omitted was then put and lost.

The motion of Dr. Kanilal Bhattacharya that in clause 3, in the proposed section 22A(1), lines 4 to 6, the words beginning with "and of an officer-in-charge" and ending with "section 55" be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Bibhuti Bhushon Ghose that in clause 3, in the proposed section 22A(1), in line 6, after the words "section 55" the words "except the powers of making arrest" be inserted was then put and a division taken with the following result:—

AYES - 51.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. G[illegible]anada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Ray, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—124.

Abdullah, Janab S. M.
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyay, Sj. Sarojranjan
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Golam Hamidur Rahman, Janab
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Sambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 51 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3, after the proposed section 22A(1), the following proviso be added, namely:

"Provided that no arrest shall be made unless a thorough enquiry is made and there is *prima facie* a good case for arrest."

was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 3, in the proposed section 22A(3)(*i*), in lines 3 and 4, after the word "volunteer" the words "or members of the public" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 3, the proposed section 22A(3)(*i*)(*a*), be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3, in the proposed section 22A(3)(*i*)(*a*), line 1, for the words "in taking or preventing the escape of" the words "in arresting or in taking before the officer-in-charge of the nearest police-station or in preventing the escape of" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 3, in the proposed section 22A(3)(*i*)(*b*), lines 2 and 3, for the words beginning with "a breach of the" and ending with "tranquillity" the words "rowdyism, snatching, molestation, pick-pocket and breach of peace and tranquillity arising out of communal trouble" be substituted, was then put and lost.

The motion Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 3, the proposed section 22A(4) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 3, in proposed section 22B(1)(*c*)(*ii*), line 1, after the words "any statement" the words "in the presence of at least two respectable persons of the locality" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 3, the proposed section 22B(2) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং থার্ড রিডিংএ দেওয়া হয়েছে তাতে আমরা যা দেখছি এবং মন্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন তাঁর ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সএ, তাতে অবজেক্টস সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে বটে কিন্তু রিজন্স সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। অবজেক্টসএ কিছু প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেটা যেন "where more is meant than meets the ear."

অর্থাৎ যা আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে যা অপ্রকাশ সেটাই বেশী সত্য এবং ভয়ানক। যে বিলগুলি সরকার এই সেসনএ আনছেন তাদের দিকে দেখলেই দেখা যাবে যে

সেগুলি যদি একসঙ্গে আঁটি বাঁধা যায়, যদি তাদের একত্রীভূত করা যায় তা'হলে দেখা যাবে যে এই বিলগুলিকে সমষ্টিগতভাবে

"1957 election manipulation bill"

বলা যেতে পারে। এখানে জাষ্টিস অফ দি পিসকে এ্যাপয়েন্ট করবার জন্য বিল এনেছেন কিন্তু কি রকম, বা কোন ক্যাটেগরী অফ পিওপিল্কে করা হবে সে সম্বন্ধে চুপচাপ। কোন নির্দ্দেশ সে সম্বন্ধে একেবারেই নেই, এই ক্যাটেগরী ডিটারমাইন করবে কে? এখানে যে ইনটিগ্রিটী, সুইটেবিলিটীর কথা আছে সেটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ইট উইল ডিসাইড। এখানে ইট মানে হচ্ছে গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ তাঁরাই ডিসাইড করবেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে এই সম্বন্ধে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে কিরকম লোককে জাষ্টিস অফ পিস করা হবে এবং কিভাবে হবে সেটা নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনী গ্রহণ করা উচিত। কারণ এই সুটেবিলিটির মধ্যে অনেক জিনিষ থাকতে পারে। অনেক কিছু গুহ্য ব্যাপার সবই উহ্য থেকে যেতে পারে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। যাদের দ্বারা এ্যারেষ্ট করা হবে তাদের হাতে পুলিসের চেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই ক্যাটেগরী সৃষ্টি করে এক সুপার পুলিস বাহিণী তৈরী করা হচ্ছে। এই বিলএর প্রভিসন অনুযায়ী একজন জাষ্টিস অফ দি পিস একজনকে এ্যারেষ্ট করে থানায় ধরে নিয়ে গেলে

"the police shall re-arrest him".

এখানে পুলিস অফিসারএর কোন ডিসক্রিশান থাকবে না। পুলিস অফিসার এ্যারেষ্ট করাটা অন্যায় মনে হ'লেও তার কোনও ডিসক্রিশান থাকবে না। এই জাষ্টিস অফ ডি পিসকে সুপার পুলিসএর ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এখানে পুলিস অফিসার রি-এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য, কারণ বলা হচ্ছে

The police shall re-arrest him

আমার বন্ধুদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এটা বুঝে দেখেন। এই জাষ্টিস অফ দি পিসএর হাতে যে ভার দেওয়া হচ্ছে সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এই বিলটা সার্কুলেশনএ দেবার প্রস্তাব করলাম তাও নিলেন না। এখানে জাষ্টিস অফ দি পিস-এর হাতে এই এ্যারেষ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তার জাষ্টিফিকেশান হ'তে পারে একমাত্র এই ব'লে যে ক্রাইমস বেড়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা পুলিস রিপোর্ট-এ দেখতে পাচ্ছি এবং গভর্ণমেন্টও নিজেই বলছেন যে ক্রাইমস কমে যাচ্ছে। কংগ্রেস শাসনে ক্রাইমস কমে যাচ্ছে কিন্তু পুলিস বাজেটে দেখি যে ক্রাইম কমে যাওয়া সত্ত্বেও পুলিসের সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে, খরচ বাড়ান হচ্ছে। এখন আবার সুপার পুলিস সৃষ্টি করা হচ্ছে অর্থাৎ—

efficiency of the police varies inversely as the member of policemen—official and non-official.

যদি তাই হয় তাহ'লে তাঁদের কর্ম্মের দ্বারা গভর্ণমেন্ট নিজেদের সেন্সার করছেন। আমরা দেখছি যে--

inefficiency as regards police administration

এর জন্য বৎসরে বৎসরে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আগে আনডিভইডেড বেঙ্গলএ পুলিস বাজেটএ যে খরচ হ'ত এখন ওয়ান-থার্ড বাংলায় তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ ত হচ্ছেই, এ ছাড়া এই বে-সরকারী সুপার পুলিসএর হাতে ক্ষমতা দিতে হচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয় তবে

the sooner this Government goes into liquidation the better—

এখানে তাঁরা নিজেরাই তাদের ইনএফিসিয়েন্সীই প্রমাণ করে দিচ্ছেন। এইভাবে ক্রাইম কন্ট্রোল করতে পারবেন না।

[11-40—11-50 a.m.]

এই ধরণের এ্যারেষ্ট করবার ক্ষমতা জাষ্টিস অফ পিসকে দেবার কোন অর্থ হয় না এ্যাটেষ্টেড করা সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ না হয় দিন, কিন্তু পুলিসী ক্ষমতা দেবার

কারণটা কি? পুলিস কিছু ছাঁটাই করবেন কি? তা যদি না করেন তবে এদের বাড়ানো হচ্ছে কেন? দেহের চেয়ে যদি টিউমার বড় হয় তাহ'লে সে একটা সাংঘাতিক অবস্থা হবে!! জাষ্টিস অফ দি পিসকে এই বিপুল ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ এই যে আজ দেশের বড় দুর্দ্দিন— কংগ্রেসের বড় দুর্দ্দিন। আবাদী কংগ্রেসে

socialistic pattern of society

গৃহীত হবার পরও বলতে হবে কংগ্রেসের বড় দুর্দ্দিন এসেছে। গণতন্ত্রকে বধ করবার এমন হীন প্রচেষ্টা এর আগে আর হয় নি। সরকার বারবার বলতে চাইছেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ কিন্তু আগামী ইলেক্‌শানএর আগে যে-সমস্ত বিল আনা হয়েছে সেগুলিকে দেখলে তাঁদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে হয় ডি এল রায়ের ভাষায় "যাহার যেটা যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে"। নিজেরা বলছেন ক্রাইমস কমে যাচ্ছে তাহ'লে ক্রাইমস কন্ট্রোল করবার জন্য লোক বাড়ানো হচ্ছে কেন? জাষ্টিস অফ দি পিস কতগুলি করবেন জানি না। পকেটে হয় ত লিষ্ট এবং নাম তৈরীই আছে।

[Cries from the Congress benches.]

আমার এক বন্ধু ওদিকে খুব চেঁচামেঁচি করছেন, তাকে বোধ হয় চিফ জাষ্টিস অফ দি পিস করা হবে। এই বিলের দ্বারা গণতন্ত্রের গলা টিপে মেরে, যা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার একমাত্র প্যারালাল ইনষ্ট্যান্স পাওয়া যায় হিটলার-এর গেষ্টাপো সৃষ্টিতে। বাংলাদেশে প্রথম বোধ হয় সেই গেস্টাপো সৃষ্টি হচ্ছে আগামী ইলেক্‌শান-এ কি কোরে এটাকে ম্যানুপুলেট করা যায়, কি কোরে প্রতিদ্বন্দ্বী সায়েস্তা বা নির্যাতন করা যায় তারই জন্যে। তবে আমি বলি এই বিলের অপপ্রয়োগ যখন হবে তখন জনসাধারণের মধ্যে থেকে যে বিক্ষোভ, যে প্রতিবাদ উঠবে তখন বুঝবেন এটা ভাল কি মন্দ। তারপরে কারা যে জাষ্টিস অফ দি পিস হবেন তা নির্দেশ করে বলা হয় নি। বাংলাদেশে এম, এল, এ, হউক ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হউক, যাদের অধিকাংশ ঐ কংগ্রেস দলের, তবুও কেন নির্দ্দিষ্ট করে বলা হ'ল না। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, ভাল লোক যারা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নন। আমাদের দেশে যদি সত্যিই শিক্ষা বিস্তার হয়ে থাকে তাহ'লে এমন লোক কি আছেন যে জাষ্টিস অফ দি পিস হবেন অথচ কোন রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক নন। কোন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তাব কোন রাজনৈতিক মত থাকবে না। তা যদি হয় তবে তিনি সত্য সত্যই মানুষই নন। হিমালয়ের পাথরের পক্ষেই এই অবস্থা সম্ভব। এই অবস্থায় থাকা কোন জীবিত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মন্ত্রীমহাশয় এই রকম লোক কোথায় পাবেন। যদি তিনি সোনার পাথরের বাটী বের করতে পারেন তাহ'লে এই রকম লোকও পেতে পারেন। আমি দেখছি কংগ্রেসী বন্ধুরা বিশেষ ক'রে যারা কিছুদিন আগেও এইদিকে ছিলেন তাঁরা আমার কথায় বড় বেশী উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছেন। একটা কথা আছে যে হিন্দু যখন মুসলমান হয় তখন উইথ ভেনজেন্স গরু খায়। আমার শেষ কথা যে বিলটা আপনারা আনছেন হয় ত আপাতঃ আপনাদের এতে কিছুটা স্বার্থ সিদ্ধি হ'তে পারে কিন্তু পরে লজ্জা আসবে এবং দেশব্যাপী অভিশাপ দেবে।

[11-50—12 noon.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

সভাপাল মহাশয়, আমি এই বিলটা নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করবার জন্য দাঁড়িয়েছি। এটা যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেরকম উদ্দেশ্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যা পেয়েছি স্পষ্টভাবে জানতে দেন নি যে দেশের অপরাধির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আগের চেয়ে অশান্তি অথবা জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা যদি হিসেব দিয়ে, তথ্য দিয়ে বুঝাতে পারতেন যে এখানে আরও বেশী আইনের কড়াকড়ি করা দরকার তাহ'লে এদের আবশ্যকতা অনুভব করতাম, কিন্তু আমরা উল্টো দেখতে পাচ্ছি। কংগ্রেস পক্ষের বন্ধুরা সব সময় প্রচার করে বেড়ান এবং আইন সভায় বলেছেন যে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের খাদ্য সংকট দূর করেছি। বেকার সমস্যার সমাধানও ক্রমশঃ হচ্ছে, চুরী

ডাকাতি ক'মে যাচ্ছে, অপরাধ অনেক ক'মে যাচ্ছে। কিন্তু আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা হীরেন্দ্র বাবু যে বক্তৃতা করেছেন, আমিও সেইভাবে বলতে চাই যে যদি অপরাধ ক'মে গিয়ে থাকে, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো হয়ে থাকে তবে এই নীতি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন, সম্পূর্ণ গণতন্ত্রী বিরোধী; বিশেষ ক'রে যাঁরা অফিসার পদে নিযুক্ত হবেন তাঁরা অত্যন্ত অপকারমূলক হবেন ব'লে আমি মনে করি। আজ পল্লী অঞ্চলে এই রকম ধরণের আইনের কোন আবশ্যকতা নেই। আমরা যারা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী, আমরা জানি সেখানে যদি একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে সেখানে আর অপরাধ থাকে না। কংগ্রেস বন্ধুরা বলতে পারেন যে সমস্ত জেলায় টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ হয়েছে, সেখানে অপরাধ কত ক'মে গিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি স্বাভাবিক ফসল যে বছর হয়েছিল তখনও সেখানে অশান্তি ও চুরি-ডাকাতি, মারামারি, গোলমাল ছিল। লোকদের টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ দেওয়ার ফলে, বিশেষ ক'রে আমার কাঁথী মহকুমার কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি, সেখানে স্বাভাবিক ফসলের বছর অপেক্ষা অপরাধ একেবারে ক'মে গিয়েছে। অনেককে টেষ্ট রিলিফের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে লোকে কাজ পেলে আর অশান্তি সৃষ্টি বা অপরাধ করতে যায় না, তারা শান্তিপ্রয়াসী হয়। এ-কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি। আমি জোর ক'রে বলতে পারি অপরাধ সেখানে ক'মে গিয়েছে, লোকে এখন শান্তিতে বসবাস করছে। সুতরাং এ'দের এই যে নীতি—গাছের আগায় অবাধে জল ঢেলে গাছকে বাঁচাতে চান, তা কখনও সম্ভব নয়। অর্থাৎ পুলিস আরও বাড়িয়ে দিয়ে অপরাধ কমান যাবে না, এই রোগের কোন চিকিৎসা হ'তে পারে না। লোককে কাজ দিতে হবে, এবং কাজ দিয়েও অন্যান্য সমস্ত আয়ের ব্যবস্থা করে এই অপরাধ কমান যেতে পারে। আমি এই পুলিসী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করছি, নিন্দা করছি। আমরা বরাবর পুলিস বাজেটের নিন্দা করছি, এবং পুলিস কমানর জন্য তীব্রভাবে দাবী করেছি—এই নীতি কংগ্রেস পক্ষও স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা আপাততঃ বহু অবস্থার মধ্যে থাকায় এই পুলিসকে কমাতে পারি নি। তাহ'লে মন্ত্রী মহাশয় এমন কি তথ্য আমাদের দেখাতে পারেন যার জন্য এখন পুলিস ফোর্স আরও বাড়াতে হবে? আগে যে অবস্থা চলেছিল তার থেকে এখন এমন কি ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে, এমন কি অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গিয়েছে? সেই তথ্য যদি তিনি দেখাতে পারেন তাহ'লে আমরা এটা মেনে নিতে পারি। আমি পল্লী অঞ্চল ও সহরবাসীর তরফ থেকে এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ধরণের আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এর দ্বারা দেশে অপরাধ কখনও কমবে না। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি এই বিল এনে থাকেন, তাহ'লে আমি বলবো এর দ্বারা দেশে আরও অশান্তি বেড়ে যাবে, বিশেষ ক'রে দলীয়ভাবের জন্য। আমি লক্ষ্য করেছি কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে দলীয়ভাবে এই আইন প্রয়োগ করা হবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে পুনরায় অনুরোধ করবো বর্ত্তমান সময়ে এই আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা যথেষ্ট আছে। পল্লী অঞ্চলে আমরা শান্তি চাই, সুতরাং এই আইন প্রত্যাহার করুন, তাহ'লে দেশের লোক আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবে। দেশের লোককে কাজ দিন, দেশে শিল্প প্রসার করুন, মানুষের পেটে ভাত দিন, তাহ'লে অপরাধ আরও কমে যাবে। মন্ত্রী মহাশয় যদি জনসাধারণের কোন সভায় যান তাহ'লে দেখতে পাবেন তারা সকলে এই বিলের প্রতিবাদ করছে, কেউ এই বিল চায় না। সর্ব্বশেষে আমি আবার মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো, দেশের সর্ব্বসাধারণ এই আইন চায় না, এই বিলটা প্রত্যাহার করে নিন্।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটা যে এনেছেন, যদিও আকারে এটা ক্ষুদ্র, তাহ'লেও এটা যে কতখানি নকারজনক তা বিভিন্ন বক্তা এখানে ব'লে গিয়েছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে এই বিলটা এক্ষুণি প্রত্যাহার করে নিন্। তিনি এই বিলের সার্কুলেশান মোশান-এর জবাবে, আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট-এর জবাবে যে-সমস্ত কথা বলেছেন তার দ্বারা তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন এবং কংগ্রেস পার্টির সদস্য

মহোদয়রাও বুঝতে পেরেছেন যে, যে যুক্তির বলে এই বিল এনেছেন সেই যুক্তি আজকের দিনে খাটে না।

"For prevention and detection of crime"

এই কথা ব'লে তিনি যে বিলটি এনেছেন সে সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা তাঁদের যুক্তি দিয়ে বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এইভাবে জাষ্টিস অফ পিস-এর ক্ষমতা জনকতক লোকের হাতে দেবার কোন প্রয়োজন নাই। তা সত্ত্বেও যখন মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটি আমাদের সামনে জোর ক'রে পাশ করবার চেষ্টা করছেন তা থেকে বেশ ভালভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এখানে একটা অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। প্রথম যখন এই বিলের সার্কুলেশান মোশন নিয়ে আলোচনা হয় সেই সময় গণেশ বাবু যে কথা বলেছিলেন, তারই দু'-একটা পয়েন্ট এ কিছু ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সামনে নির্ব্বাচন আসছে অতএব কংগ্রেসের জনকতক ধামাধরা লোকের হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়ে, যাতে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট নেওয়া যায় তার একটা প্রচেষ্টা করা হবে এই বিলের মাধ্যমে। আমি তাঁকে এই কথা বলতে চাই—আমাদের দেশে পুলিসের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা আছে তাতে পুলিস জনসাধারণের উপর যেভাবে ব্যবহার করে—তাদের উপর জুলুম, অত্যাচার চালিয়ে যায় এটা সকলেই জানেন, এটা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষে যাঁরা আছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস পক্ষিয় সদস্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও বেশ ভালভাবে জানেন যে তাঁদের কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে এই সমস্ত পুলিস অফিসাররা কিভাবে অন্যায়, অত্যাচার করে জনসাধারণের কাছ থেকে ঘুষ প্রভৃতি আদায় করে। সুতরাং সেই সমস্ত ক্ষমতা যদি আবার এরকম সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয় তাহ'লে এই অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। আমি মন্ত্রী মহাশয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। যদিও আজ প্রায় আট বছর হ'ল আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি; এবং এই স্বাধীনতার পর বহু বক্তা জোর গলায় বলেছিলেন পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের আরও সহযোগিতা করা দরকার, ও পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের আরও উন্নতি করা দরকার। কিন্তু, যদি তাঁরা আজকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন বিভিন্ন জায়গায় পুলিস ও জনসাধারণের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ বেঁধেছে এবং এই পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে যে খণ্ড যুদ্ধ বেঁধেছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে পুলিসের বিরুদ্ধে এক বিদ্বেষমূলক মনোভাব জনসাধারণ পোষণ করছে, সে দেখছে যেখানে-সেখানে পুলিস জনসাধারণের উপর অন্যায় জুলুম, অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। এইভাবে যদি আবার তাঁরা জাষ্টিস অফ পিস নিযুক্ত ক'রে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, জুলুম চালায় তাহ'লে সেখানে জনসাধারণ তাদের ক্ষমা করবে না, এবং তাঁরা যে জন্য, যে উদ্দেশ্যে এই বিল এনেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সেইজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আবার বলবো এই বিল প্রত্যাহার ক'রে নিন্, এই বিল আনবার কোন যুক্তি বা প্রয়োজন নাই, যে-সমস্ত কারণ দেখিয়েছেন তা এখন দেশে বর্ত্তমান নাই।

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলের থর্ড রিডিংএর আলোচনার সময় এই কথাগুলি বলতে চাই—যখন মন্ত্রী মহোদয় বিলের প্রথম পর্য্যায়, প্রথম সংশোধনীর পর্য্যায় বক্তৃতা করছিলেন তখন তিনি কতকগুলি কথা বলেছিলেন এই বিলে যা আছে ঐ পল্লী অঞ্চলে এ্যাটেষ্ট করার ব্যাপারে, ডাইং ডিক্লারেশান রেকর্ড করার ব্যাপারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন এইসব কারণের জন্য এই বিল আনবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে কোন ব্যাপারে এ্যাটেষ্ট করতে হ'লে, সে চাকরীর ব্যাপারেই হোক বা যে কোন ব্যাপারে—তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে ইউনিভার্সিটীর কোন বড় অফিসার, বা

gazetted officer, M.L.A., M.L.C.

কিম্বা ডিষ্ট্রিকট্ প্রেসিডেন্ট এরা দরকার হ'লে এ্যাটেষ্ট করতে পারেন। সুতরাং হঠাৎ আজকে এই রকম একটা বিল আনবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে তা আমি বুঝতে পারি না।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ডাইং ডিক্লারেশান সম্বন্ধে। এতদিন পর্য্যন্ত কি লোকের ডাইং ডিক্লারেশান নেওয়া হয় নি? যতগুলি হসপিটাল আছে, বিশেষ ক'রে সাবডিভিসিওনাল এ্যান্ড ডিষ্ট্রিক্ট হসপিটাল—প্রত্যেকেই জানেন যে সেখানে হসপিটাল-এর ডাক্তার এসে দাঁড়ান, এবং হসপিটাল-এর ডাক্তার সেখানে উপস্থিত থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়ে রেকর্ড করান হয়। মফঃস্বলে এবং অন্যান্য জায়গায় ডাইং ডিক্লারেশান রেকর্ড করবার জন্য এইসব পন্থা রয়েছে, তা সত্ত্বেও আজ এই বিল আনবার প্রয়োজন হ'ল কেন?

[12—12-10 p.m.]

যদি কাজ চলে যায় তবে তার প্রয়োজন আজ কেন হয়েছে এবং তার জন্য এই ক্যামফ্লাজ কোরে আজকে পরিস্কারভাবে লোকের হাতে এইভাবে পাওয়ার দিয়ে যে পুলিসী ব্যবস্থা করার কথা উঠেছে সেটা চালু করা হবে? বিভিন্ন বক্তারা সে সম্বন্ধে বলেছেন, আমি আর বলব না। আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই যে বর্ত্তমান সরকারের বিভিন্ন রকম কর্ম্মধারা দেখে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে সরকারের বিশেষ কোরে সরকারের কর্ণধার যিনি—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—তাঁর কর্ম্মধারা দেখে আমরা আজকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে তিনি সব জায়গায় নিজের মনোমত লোক বসাতে চান এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় যারা তাঁর তাঁবেদার লোক তাদের বসাতে চান, এমন কি যদি উইমেন্‌স্ ক্যান্টীনএ যদি মেয়েদের পোষ্ট খালি থাকে তাহ'লে তিনি প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর বিরুদ্ধে টেলিফোন কোরে হউক বা যেমন কোরে হউক তাকে নিরস্ত করেন এবং আমার ক্যান্ডিডেট্ আছে বোলে তাকে বসাবার কথা বলেন; তিনি বাংলাদেশের সব জায়গার খবর রাখেন এবং সেখানে নিজের লোককে বসাতে চান। তাই আগামী ইলেকশন-এর পূর্ব্বে তিনি বাংলাদেশের মধ্যে বশংবদ লোককে নিজের বশংবদ ভৃত্যকে বসাবার জন্য ব্যবস্থা করছেন। এ্যাটেষ্টেশান করা, ডাইং ডিক্লারেশান করা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলব না। তবে এইভাবে পুলিসের ক্ষমতা নিতে চাইছেন। এইজন্য আমি বলি যে যদি ডিসেন্সীর জ্ঞান থাকে তাহ'লে এই বিল প্রত্যাহার করবেন।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে আমাদের সামনে যে প্রস্তাব এসেছে, মনে করেছিলাম যে, আমাদের বিচার সচিব মহাশয় তিনি ভাল উদ্দেশ্যে এটাকে এনেছেন। এতে মন্দ উদ্দেশ্য মোটেই তাঁর নাই, এটা তিনি স্বীকার করছেন। যদি কেউ কিছু মন্দ উদ্দেশ্য আরোপ করে তখন হয় ত তিনি সংশোধন ক'রে নেবেন এই আমাদের আশা ছিল। সেজন্য আমাদের এইখানে বিরোধ যে আইনের সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিষ এতে উল্লেখ থাকা উচিত। কিন্তু উনি "শতং বদ মা লিখ", মুখ দিয়ে অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু লিখবার পক্ষপাতী নন। আমাদের এত আলোচনার পর দেখছি যে এই আইনটা যেভাবে হচ্ছে তাতে আবার সেই আগেকার মত কতকগুলি অনাহারী হুজুর, ধর্ম্মাবতার সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এতদিন পর্য্যন্ত আহারী পুলিসরা যা না পারল এবারে সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করবে এই অনাহারী পুলিসরা, এবং অনাহারী হাকিমরা। কিন্তু আমি এটাকে অত্যন্ত মারাত্মক ব'লে মনে করি এবং আরও তাঁকে বলি যে, সকল প্রসারের শান্তিই যদি তাঁর উদ্দেশ্য থাকে তাহ'লে এ বিষয়ে সকলে একমত যে আইন সচিব মহাশয় আগে গ্রাম পঞ্চায়েত আইনটা [illegible]। পঞ্চায়েত আইন যদি আনতেন তাহ'লে এইরকমভাবে কিছু করতে হোত না। আমরা মনে করেছিলাম যে কংগ্রেস সমাজবাদী ধাঁচের কথা বলছেন কেন, সমাজবাদী ধাঁচে আমরা মনে করেছিলাম যে অন্ততঃ কিছুটা তার অভিনয় করা যাবে কিন্তু প্রথমে দেখছি যে কংগ্রেস যা বলেছিলেন পদে পদে তা পশ্চাৎপদ হচ্ছে। মনোনয়ন প্রথা সেখানে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। যদিও ইউনিয়ন বোর্ডের নমিনেশন উঠে গেল তবুও তাঁরা অন্য দিক দিয়ে মনোনয়ন প্রথা ধাপে ধাপে চালাচ্ছেন। যেমন স্কুল বোর্ডের নির্ব্বাচন প্রভৃতি। ইংরেজ রাজত্বে দেখা যেত যাঁরা গণ-আন্দোলনকে দমন করতেন, জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করতেন, সেই ফ্যামিলি থেকে এক-একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নেওয়া হোত এবং সেখানে এমন হোত যে তিনি যদি রায় লিখতে না জানতেন তাহ'লেও

ক্ষতি ছিল না। আমাদের বর্ধমানের এক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট মুখার্জি ক্রিয়ার ইংরেজী লিখেছিলেন 'ফায়ার ওয়ার্কস অন দি মাউথ"। [হাস্য] আবার সেই জায়গায় অনারারীর সৃষ্টি একেবারে অতি মারাত্মক, এটা কংগ্রেসের আদর্শ-বিরোধী এবং সংবিধান বিরোধী। তারপরে ধরুন সরকারী খেতাব যা ছিল এও উঠে যাবে বলা হয়েছিল, যেমন রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁ সাহেব প্রভৃতি। এখন দেখছি তার স্থলে ভারতরত্ন, পদ্মানন্দ, মহাপদ্মানন্দ অনেক কিছু এবং আরও কি সব মনেও থাকে না। অন্য দিক দিয়ে আমি বলব যেটুকু তাদের মধ্যে প্রগতি ছিল তা থেকে পিছিয়ে আসছেন এটা এই হাউসের মধ্যেও আমরা দেখছি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আছে যে কুলত্যাগিণীদের পল্লীসমাজে একধারে বাস করার ব্যবস্থা। কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমাদের যাঁরা কুলত্যাগ ক'রে গেলেন, কংগ্রেস এত লিবারেল যে, তাঁদের একেবারে অন্তঃপুরে গ্রহণ করতে পারলেন না। অবশ্য যদিও শ্রীনেপাল রায় মাঝে মাঝে উপমন্ত্রীদের গা ঘেসে বসেছেন। বাকী এ'দের গ্রামের একধারে রেখে দিয়েছেন। তাই ডাঃ রায়কে দেখছি তিনি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গোঁড়া—মোটেই লিবারেল নন।

[Interruption.]

নীল আলো জ্বলে গিয়েছে। আমার আর বলবার সময় নাই। আপনারা মনে করছেন যে এইভাবে বরাবর চালিয়ে যাবেন এবং গণতন্ত্রের মুখোসের যেসব বড় বড় কথা বলেন কিন্তু তাতে এইভাবে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আমি মনে করি যে এইভাবে যদি ওঁরা বলেন তাহ'লে আবার সেই আগেকার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মত জনসাধারণ আবার তেমনি বিদ্রোহী হয়ে আপনাদের মূলোৎপাটন করবে। আজ হয় ত মনে করছেন সংখ্যায় বেশী, এবং মনে করেন যে আমরা গুণে না হোক গুণতিতে বেশী হয়েছি কিন্তু ইংরেজ আমলেও এইভাবে ছিল। তৎকালীন বিদ্রোহী কংগ্রেস যখন যেত তখন অনেকে নাক সিটকাতো যে বেটাদের আস্পর্দ্ধা কম নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এখন তাঁরাই কংগ্রেসের বড় বড পাণ্ডা হয়ে গিয়েছেন। তাই আজকে যদিও আমরা সংখ্যায় কম হয়েছি, গুণতিতে কম হয়েছি, তাহ'লেও আমরা বলতে পারি যে, ভেজালগুলি চ'লে যেয়ে নির্ভেজাল যেগুলি আছে সেগুলি দিয়েই মহান কাজ হবে। আপনারা যে অন্যায় করতে যাচ্ছেন জনস্বার্থের জন্য অন্ততঃ সেগুলিতে বাধা দেওয়ার মত আমরা থাকবই।

Sj. Nepal Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আপনি হয় ত জানেন আমি ঐ যারা এখানে চিল্লাচ্ছে তাদের সঙ্গে যখন ছিলাম তখনও ঠিক এই কথাই বলেছি যে দেশে যে অরাজকতা, দেশে যে দুর্দ্দিন এসেছে, তারজন্য সরকারকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। তখন আমার ঐ বন্ধুদের দেখতে পাই নি। গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে আমি একলা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন ওঁরা কেউ আসেন নি।

[কংগ্রেস পক্ষ হইতে -"তখন ভয় পেয়েছিলেন" এবং "হিয়ার, হিয়ার" ধ্বনি]।

আমার এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির একজন ওয়ার্কারকে গুণ্ডারা বোমা মেরে হত্যা করে, তখন বঙ্কিমবাবু জ্যোতিবাবুকে ডাকি, কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যান্যকেও ডাকি, কিন্তু তাঁরা আসেন নি। আমি কমিউনিষ্ট পার্টির না হয়েও ঐ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়েছি।

[Interruption.]

স্যার, আমরা তখন ডাঃ রায়ের কাছে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম এবং গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলাম।

Mr. Speaker: Please be relevant. You are speaking on the third reading of the Bill.

Sj. Nepal Chandra Roy:

তখন ডাঃ রায়ের কাছে অপীল করেছিলাম এবং তিনি সেটা এ্যাক্‌সেপ্ট করেছিলেন এবং তখনই স্পেশ্যাল অফিসার কলিকাতার বুকে বসিয়েছিলেন।

Mr. Speaker: Speak on the Bill as settled in the Assembly. Be relevant.

Sj. Nepal Chandra Roy:

আজ এই জাস্টিস অফ দি পিস এই জিনিষটার দোষ দেখাচ্ছেন। কিন্তু গত বাজেট সেসনের সময় ঐখানে দাঁড়িয়ে এই দাবী করেছিলাম যে বিল এনে গুণ্ডাদের দমন করা হউক, তা না হ'লে, বাংলাদেশে মানুষ ভালভাবে বাস করতে পারবে না। তখন, স্যার, প্রত্যেকটি লোক ঐখান থেকে আমাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এখনও অনেকে আমাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং এটা নূতন নয়, আমার দাবী ছিল ঐখানে বসে, যখন আমি কংগ্রেস বিরোধী ছিলাম, যে আজকে দেশের মানুষের উপর যারা শয়তান শয়তানী করছে, যারা দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছে, যারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আমি তখন পুলিসের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলাম; তখন আমি পুলিসকেই একমাত্র পয়েন্ট করেছিলাম, যে এর জন্য পুলিস দায়ী; কিন্তু ঐখানে দাঁড়িয়ে, সরকারের বিরোধী দলে দাঁড়িয়ে সরকারের দুর্নীতির ক্রিটিসিজ্‌ম করেছিলাম, সরকার যা ভাল করেছেন তা তখন বলি নি।

[12-10—12-20 p.m.]

কারণ আজকে আমি এখানে বলবো সরকার যে খারাপ কাজ করছেন সেটা আমি আমার পার্টী-মিটিংএ বলবো।

[Cheers from the Congress Benches.]

আমি যখন ওদিকে ছিলাম, তখন আমি আমার পার্টীর জন্য সৈনিকের মতই কাজ করেছি। I am a soldier to my party.

আজ আমি এদিকে এসেছি, এখানে সেইভাবেই লয়্যাল সোলজারের মত কাজ করবো—

[Noise and interruptions from the opposition benches.]

Mr. Speaker: No explanation is necessary from you for joining this party or that party. You speak on the Bill.

Sj. Nepal Chandra Roy:

স্যার, এই বিলটাকে আমি সমর্থন করছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি? আজকে আমার ওদিকের বন্ধুরা যে কথা বললেন যে দেশে বেকারত্বের জন্যই দেশে এই অরাজকতা, আমি মোটেই তাদের এই কথা স্বীকার করি না। যারা গুণ্ডা, যারা গুণ্ডামী করে তাদের সম্বন্ধে আমি বলি যে তাদের শতকরা ১ ভাগও অভিজ্ঞতা নেই। আমার সে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে।

(এ ভয়েসঃ তুমি নিজেই ত একটা গুণ্ডা।)

যারা কলকাতায় লুণ্ঠন করে, দাঙ্গাবাজী করে, রাহাজানি করে, তাদের যদি দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন যে তারা বড় বড় ঘরের ছেলে, কলেজের স্টুডেন্ট, স্কুলের স্টুডেন্ট, তারাই দাঙ্গাবাজী, রাহাজানি ক'রে থাকে। তারা আমাদের সমাজের এ্যাসেট্‌, ষ্টেটের এ্যাসেট্‌। তাদের সংশোধন করবার দায়িত্ব আমাদের। তাই আজকে প্রয়োজন এই জাষ্টিস অফ দি পিসের। আমি সত্য কথা বলবো, স্যার, যে আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত পুলিসকে খুব আপনার করে নিতে পারে নি। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কাজেই পুলিসকে আজ আমাদের আপনার ক'রে নিতে হবে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশে গভর্ণমেন্ট পুলিসকে নিজের সমাজের লোক ক'রে নিয়েছে। আমাদের দেশে পুলিসকে সাধারণ মানুষ আপনার ব'লে মনে করে না। তাই আজকে দরকার আমাদের সমাজের যারা ভাল লোক, যা আমার বন্ধুরা বলেছেন, যে এটা একটা বিশেষ পলিটিক্যাল

বিল হওয়া উচিত নয়, এটা সত্য কথা। কারণ যদি রাজনৈতিক দলের লোক হয়, তাহ'লে একটা রাজনৈতিক দলের লোক অপর একটা রাজনৈতিক দলের লোককে অপদস্থ করবার চেষ্টা করবেন। সেইজন্যই, হেডমাষ্টার, প্রিন্সিপ্যাল বা যারা রিটায়ার্ড জাষ্টিস্, এই সমস্ত লোককে জাষ্টিস অফ দি পিস্ করা উচিত। কারণ এটা আর কিছুই নয়, এটা দুই ভাবে প্রযোজ্য হবে। এটা আমার বন্ধুরা বুঝতে পারেন নি, তাঁরা এটাকে তলিয়ে দেখেন নি ব'লে। এটা হ'লে বাস্তবিকপক্ষে পুলিস ঘুষ খেতে ভয় পাবে, কারণ যে জাষ্টিস অফ পিস্ হবে তিনি তাঁদের মুভমেন্ট সবসময় লক্ষ্য করবেন।

[At this stage red light was lit.]

আমাকে, স্যার, আরো দু'মিনিট সময় দিতে হবে।

Mr. Speaker: Take one minute,

এক মিনিটে শেষ করুন।

Sj. Nepal Chandra Roy:

সেইজন্য আমি বলছি জাষ্টিস্ অফ দি পিসের অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ আজকে আমাদের মানুষের সঙ্গে এবং গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যাতে একটা সহযোগিতার ভাব থাকে সেটা করতে হবে। যদি আমরা পুলিসকে ঘৃণা করি তাহ'লে পুলিস ভয়ে আমাদের কাছে আসবে না। আজকে জাষ্টিস্ অফ দি পিস যাঁরা হবেন তাঁরা লিয়াইজন অফিসার হিসাবে কাজ করবেন আমাদের সমাজের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্যার আমি এটা আগেই দাবী করেছিলাম যখন ওদিকে ছিলাম যে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য লিয়াইজন অফিসার এ্যাপয়েন্ট করা হোক্। লিয়াইজন অফিসার এ্যাপয়েন্ট করা হ'লে পুলিস ভয় পাবে এবং কোন কিছু খারাপ কাজ করতে তারা সাহস পাবে না। আজকে দেশের এ্যাডমিনিষ্ট্রেসনকে ভালভাবে যদি চালাতে হয়, যেটা আমার বন্ধুরাও চান, তাহ'লে ঐ রকম লোক এ্যাপয়েন্ট করা দরকার। এই রকম কিছু লোক এ্যাপয়েন্ট করতে গিয়ে ২।১টা খারাপ লোক হ'তে পারে -ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। এটা হ'লে লোকে কিছুটা রিলিফ পাবে। এই রকমভাবে আস্তে আস্তে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই আমার বক্তব্য স্যার।

আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমার নূতন বন্ধু যিনি সম্প্রতি এসেছেন চন্দননগর থেকে—সেখানে মাত্র ২২ হাজার ভোটার, তাই তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না--

[Noise and interruptions from opposition benches.]

আমি বলছি কিছুদিন থেকে দেখুন এখানে, তাহ'লেই সব বুঝতে পারবেন, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। আমরা এখানে পুরাতন পাপী, আমরা এইসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছি—

[Noise and interruptions.]

উনি নির্ব্বাচনের সময়ে ছিলেন ইনডিপেনডেন্ট আর এখানে এসে কম্যুনিষ্ট হয়ে গেলেন। উনি কেন নির্ব্বাচনের সময়ে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে ইলেকসনে কনটেষ্ট করলেন না?

[Noise and interruptions.]

Sj. Bankim Mukherji: Mr. Speaker, Hiren Babu should be allowed to give his personal explanation.

Mr. Speaker: No personal explanation. Sj. Ambica Chakrabarty may speak.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্ত্তমান বিলটার প্রয়োজনীয়তা আমরা কেউ অনুভব করতে পারছি না। যদি ওঁরা শান্তি ব্যাহত হয়েছে এমন একটা কথা বলতেন তাহ'লে বুঝতে পারতাম যে এই রকম একটা বিল—অথবা জাষ্টিস অফ পিস বিলটী নিয়ে আসার দরকার ছিল। পুলিসের দ্বারা কিছু হচ্ছে না বা বর্ত্তমান যে জাষ্টিস অফ পিস আছেন তাঁদের

দ্বারা কোন কাজ করান যাচ্ছে না। যখন এর আগে শান্তি ব্যাহত হয়েছিল যখন কমিউন্যাল রায়ট হয়েছিল, দেশে চুরি-ডাকাতি অনেক বেড়ে গিয়েছিল তখন কিছু করা হোল না। কিন্তু এখন সরকারই বলছেন যে তা কমে গেছে। কিন্তু এই অবস্থাতে জাষ্টিস অফ পিস নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কেন? এই শান্তির সময় জাষ্টিস অফ পিস এ্যাপয়েন্ট করা বা ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার কি প্রয়োজনীয়তা আছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। এখন পুলিস রাষ্ট্র চলছে—অসংখ্য পুলিস ওঁদের রয়েছে, পুলিস খাতে অনেক ব্যয় হচ্ছে। এই এত পুলিস থাকা সত্ত্বেও আবার একটা বিল আসছে ক্যালকাটা এ্যাণ্ড সুবার্ব পুলিস এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল। সেখানেও এই পুলিসের কাজে সহায়তা করবার জন্য একটা বিল নিয়ে আসছেন। আবার এর পরও আবার কতকগুলি জাষ্টিস অফ পিস করে তাদের হাতে পুলিসের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে যে লোকগুলি আসছে তারা অনারারী—এটা আমার বন্ধু বিভূতি বাবু বলেছেন। কিন্তু এখানে তা কিছু দেখছি না। তারা অনাহারী হবেন না আহারী হবেন, না ঘুষখোরী হবেন? এই তিনটার কোনটাই দেখতে পাচ্ছি না। আহারী হ'লেও বিপদ, অনাহারী হ'লেও বিপদ। আহারী হ'লে পাবলিক মানি পুলিসের খাতে এত যাচ্ছে আবার সেখানে আহারীর কাছে কত যাবে তা আমরা জানি না—আশা করি এটা নির্দ্দিষ্ট ক'রে মন্ত্রী মহাশয় বলবেন। আর যদি অনাহারী হন তাহ'লে এই অনাহারীরা দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের আহারের ব্যবস্থা ক'রে নেবেন—কেন না তাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজ করতে হবে। কারণ আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির যাঁরা প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি যাঁরা আছেন তাঁদের নামে নানা রকম দুর্ণাম বদনাম আছে। অনেকে টাকা পয়সা নিয়ে থাকেন সার্টিফিকেট দেবার জন্য। এ সমস্ত কথা আমরা শুনতে পাই। যাদের এতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তাতে যে দেশের লোকদের কাছে বিপদ ঘনাইয়া আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বলতে মোটেই লজ্জা বোধ করছি না যে দেশের লোকের এখন যা চরিত্র তাতে এতগুলি ক্ষমতা একটি লোকের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের এই ২শ বৎসরের বৃটিশ শাসনের ফলে আমাদের দেশের লোকের চরিত্র এমন নিম্নস্তরে গিয়েছে তা আর বলা যায় না। আমরা কি করে টাকা উপার্জ্জন করব এই আমাদের এখন মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে এবং আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই ঐভাবে টাকা সংগ্রহ করে। এখানে লোকগুলি কিরকম হবেন সেইটাই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাহ'লে এতে জনসাধারণের একটা আস্থা থাকত। অথবা জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে যদি এ'রা নিতেন তাহ'লে কোন কথা বলবার ছিল না। কারণ সরকার যাঁদের উপর সেটিসফাই হবেন তাঁদেরকেই নেবেন এই রকম কথাই এখানে রয়েছে। সেই লোকগুলি কারা? দলীয় লোক না অন্য কেউ? ধ'রে নিলাম যে যথোপযুক্ত লোককে নিলেন কিন্তু তাতেও কি কিছু হবে? আমি জানি কোন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা। তিনি সম্ভ্রান্ত লোক—কিন্তু তার চরিত্রগত অনেক দোষ আছে।

[নয়েজ]

না মশাই, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। এই শুধু শুনে রাখুন—নাম আর করতে চাই না। তার চরিত্রগত দোষের জন্য তিনি তাঁর পাড়াতে অত্যন্ত ঘৃনিত এবং তার পাড়াতে তাঁর উপর উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কাজেই এই লোকগুলি এই ক্ষমতা পেয়ে কি করবেন না করবেন তার নিশ্চয়তা নেই। ক্ষমতা যখন পাবেন অনাহারী হোন আর আহারী হোন তিনি লোকের প্রতি অবিচার করতে পারেন এই আশঙ্কা আছে। জনসাধারণ যদি প্রয়োজন মনে করেন এবং যদি তাদের বিশ্বাসে, তাদের নির্ব্বাচনে এই লোক যদি ঠিক করতেন তাহ'লে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। এই লোককে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

[12-20—12-30 p.m.]

গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা পুলিসের রয়েছে বা জনসাধারণেরও রয়েছে, আবার এদের কেন এই ক্ষমতা দেওয়া হোল। যারা সং নাগরিক তারা সব সময় চেষ্টা করে পুলিসকে

প্রতিনিধি হয়ে এক বাক্যে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে তাঁরা যে জনমতের দাবী করেন এবং ডাঃ রায় যে বলেন জনমত তাঁদের দিকে তবে আমরা যে বল্লাম যে বেশ সেই জনমতের বিচারের উপরে যে লোকগুলিকে এই জাষ্টিস অফ পিস করা হবে, তাদের জনতার দরবারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক। তারা নির্ব্বাচন করুক। তখন তিনি বল্লেন নির্ব্বাচন টির্ব্বাচন এসব বিরাট ব্যাপার, এসব হবে না। কেন হবে না? যদি নির্ব্বাচনের অধিকারে এসে তাদের এখানে এই কুখ্যাত আইন করবার অধিকার থাকে তাহ'লে এটা কেন হবে না? এই লোকটিকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে প্রয়োজনবোধে যেকোন মানুষকে সে গ্রেপ্তার করতে পারবে—যেকোন মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটাতে পারবে—যেকোন মানুষকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে ফেলতে পারবে—যে কেউ যদি তার ন্যায্য দাবী নিয়ে আন্দোলন করে সেখানে সেই জাষ্টিস অফ পিস তাকে কয়েদী করতে পারবে—যেখানে মজুর তার ন্যায্য দাবী নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করবে সেখানে কায়দায় তাকে আটকে রেখে দেওয়া হবে এটা কিরকম? শুধু তাই নয়, ঐ মানুষটিকে ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে এমন কি তাকে ডাইং ডিক্লারেসনের অধিকারও দেওয়া হচ্ছে। এত ব্যাপক ক্ষমতা একটি মানুষকে দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কংগ্রেসী সরকার তাদের জনতার সামনে দাঁড় করাতে কিন্তু কিন্তু করছেন। তার উদ্দেশ্যটা কি? কেন তাদের এই কিন্তু কিন্তু ভাব? কেন তাদের এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনোভাব। কিসের জন্য তারা ভয় পাচ্ছেন এই আইনটিকে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রচলিত করতে? তার ভয় পাবার কারণ আমি উল্লেখ করেছি—তিনটি কারণ আমি উল্লেখ করেছি। একটি হচ্ছে আজকে চাষীদের ঠ্যাঙ্গাবার দরকার আছে—তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ঠেকাবার দরকার আছে। মজুরকে ঠেঙ্গাবার দরকার আছে—তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবীকে ক্ষুন্ন করবার দরকার আছে। আর সবার চেয়ে প্রয়োজন আছে আগামী নির্ব্বাচনে সাধারণ মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত ক'রে তুলে জোর ক'রে, জবরদস্তি ক'রে তাদের দিকে নিয়ে আসার। এই হচ্ছে তিনটি কারণ। তিনি কোন যুক্তি দিতে পারেন না যে এই আইনের প্রয়োজন আছে। যে আইন ইংরাজ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল আজকে এই গণতান্ত্রিক যুগে, আজকে কংগ্রেস সরকার সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলবার জন্য এই আইনটিকে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া মানেই হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র। আমি সেইজন্য আবার অনুরোধ করছি। আশা করি তাদের সুবুদ্ধি উদয় হবে। তারা অন্ততঃ জনতার দাবী স্বীকার ক'রে নেবেন। জনমত এই আইনকে চায় কি না সেটা বিচার করবার জন্য এইটিকে সার্কুলেসনে দেবেন ব'লে আশা করি। তারা নিশ্চয়ই চান না এই আইনটিকে গায়ের জোরে পাশ করতে। এ-কথা ঠিক যে এই আইনের যে কুফল তা শান্ত জনতা মেনে নেবে না কিছুতেই। তাদের ন্যায্য অধিকারে হাত দিলে পরে তাহা রুখে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না, যদি আজ রাজনৈতিক কারণে তাদের জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া হয়। পশ্চিম-বাংলার মানুষ কিছুতেই এটা মেনে নেবে না যদি এটা ষড়যন্ত্রপূর্ণ হয় বা একটা দুরভিসন্ধিপ্রসূত হয় যাতে পশ্চিম-বাংলার মানুষকে কায়দা ক'রে কংগ্রেসে নিয়ে আসা হবে। সেইজন্য এখনও সময় আছে, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে এই কুখ্যাত আইনটিকে পশ্চিম-বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার পূর্ব্বে জনমত এটা চায় কিনা তা দেখবার জন্য আপনারা এটা প্রচার করুন। যদি এটা করতেই হয় তাহ'লে জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে নিয়ে করুন। আপনারা তৈরী করুন যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেসন তার কি হওয়া দরকার। যদি একটা চাকরীর জন্য আপনাদের কাছে এপ্লাই করতে হয় সেখানেও একটা কোয়ালিফিকেসন থাকে, আর আজকে যাকে এই ব্যাপক ক্ষমতা দিচ্ছেন তার মিনিমাম কোয়ালিফিকেসনটাকে বেঁধে দিতে ভয় পাচ্ছেন। কি অভিসন্ধি আছে আপনাদের মনে তা পরিষ্কার মানুষ বুঝতে পারছে। তাই আমি অনুরোধ করি যে এই কুখ্যাত আইনটিকে আপনারা প্রত্যাহার করুন এবং জনমতের দাবীকে স্বীকার করে নিন।

[12-30—12-42 p.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I do not see any virtue in repeating the same thing. No ground has been made out to justify the

suggestion made by my friends opposite. Sir, the next election is not our headache at all. If past history is any indication, my own feeling is that there will be nobody in the Opposition benches after the next election.

This measure is undoubtedly a democratic measure, because it does not propose to strengthen the hands of the police. On the other hand, it proposes to vest a respectable gentleman of an area with certain powers to assist the people of the locality and also the administration. The object of this Bill is to enable the Government to select a respectable gentleman of the locality, about whose integrity there cannot be any doubt and invest him with certain powers to maintain peace and law and order in the area. He will also assist the people in getting their papers and documents attested. An M.L.A. cannot attest every document which requires attestation. Therefore you have to invest some officer with powers to attest all documents properly. So far as these officers are concerned, they will not be remunerated, because if it is a question of giving them any remuneration you have to provide for that in the Bill, but there is no such provision in the Bill at all. Sir, if the best man of the locality is a dishonest man, if that is the idea of my friends, then God bless us!

Sir, I have indicated briefly the reasons for bringing this Bill before the House. At the present moment there is necessity for such officers in different parts of the mufassal. There has been an influx of refugees. They have got to take loans from the Government and their papers have to be attested. As a result of the partition, passports have to be obtained; people have to apply for visas, and so on and so forth. Therefore there is a demand for such officers in various parts of the province.

There is another necessity. Section 22 of the Criminal Procedure Code which enables the Government to appoint Justices of the Peace does not set forth his powers or duties. Therefore it is necessary that such powers and duties should be prescribed.

Sir, comment has been made that the Justice of the Peace will make over the person arrested to the officer-in-charge of the Police Station, and then he shall arrest him. It is necessary, and that is consistent with the Criminal Procedure Code that the arrested person should be formally rearrested by the officer-in-charge of the Police Station for taking the next step or further action. It is for him to release the person concerned on bail or let him off altogether upon the result of the investigation or detain him.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—111.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan

Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj, Koustuv Kanti
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

NOES—43.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 111 and the Noes 43, the motion was carried.

Ruling on the point of order raised by Sj. Ganesh Ghosh regarding the admissibility of the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955.

Mr Speaker: As regards the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, Sj. Ganesh Ghosh raised a point of order as to whether under one Amending Bill two Acts can be amended. Well, this is the first time this question has been raised in this House. I could not lay my hands on any previous ruling, but I have hunted up several precedents both of this House and of the Centre and of the House of Commons, and I find that not only Amending Acts but there have been instances where by one Act several Bills have been consolidated, by one Act several Bills have been repeated, by one Act several Bills have been amended. An identical question has been raised for the first time in this House. So far as the Central Assembly is concerned under the Government of India Act, 1935, Section 321, 18 Acts were repealed partially and wholly. As late as 1955 under the Finance Act, 1955, three Acts were amended namely, Income-tax Act, Indian Tariff Act, and Central Excise Act. Under the Representation of the Peoples Amendment Bill now pending before the House two Acts—Part III States Amendment Act as also Provisions of the Indian Penal Code are being amended. In this House in 1952 an identical Act, The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill was passed whereby the Calcutta Police Act as also the Suburban Police Act were amended. Apart from that I had to consider the technical objections. For every technical objection I have to see how does it affect the merits of the case. The only point is that if Government had brought two Bills the same discussion would have been made. So how is the Legislature affected? Therefore, I do not think there is any bar for one Amending Bill to be brought to amend two Acts. In that view of the matter I hold that on Monday after the questions the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, will be taken up. The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday next.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 12-42 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 22nd August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 22nd August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 192 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Appointment of teachers under "Special Cadre" Scheme in Malda district

***68. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলার ১৯৫৪ সালের জান্‌য়ারী মাস পর্যন্ত কতজন স্পেশাল ক্যাডারকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে;

(খ) কতজনের দরখাস্ত পড়িয়াছিল, এ'দের মধ্যে I.A./I.Sc., B.A./B.Sc., M.A./M.Sc. ও Matric-এর সংখ্যা কত;

(গ) স্পেশাল ক্যাডার নির্বাচনের জন্য সরকার যে বোর্ড তৈরী করিয়াছেন তাহার সভ্যদের নাম কি;

(ঘ) স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতিপত্রে সই করাইয়া লওয়া হয় কিনা; এবং

(ঙ) হইলে, কির্‌প প্রতিশ্রুতিপত্র সই করান হয়?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) কাহাকেও না। এই পরিকল্পনা ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

(খ) ৪৯৫ জনের—

(*a*) I.A./I.Sc.	... ...	৭৮ জন
(*b*) B.A./B.Sc.	.. ..	১৮ „
(*c*) M.A./M.Sc.	... ...	২ „
(*d*) Matric	... .	৩৯৭ „

(গ) মালদহ জেলা নির্বাচনী সমিতির সভ্যগণের নাম—

(১) শ্রীযুত রামপ্রসন্ন রায়—সভাপতি, জেলাবোর্ড, মালদহ।

(২) শ্রীমতী উমা রায়।

(৩) শ্রীযুত শচীন মিত্র।

(৪) মালদহ জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শক।

(ঘ) না।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Pay of primary school teachers under "Special Cadre" Scheme

***69. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) স্পেশ্যাল ক্যাডার-এ বর্তমান বৎসরে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার কত;

(খ) সমযোগ্যতাসম্পন্ন পূর্বনিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার কত;

(গ) ইহা কি সত্য যে, ২৪-পরগণা জেলার ৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়মিত বেতন পাইতেছেন না এবং অনেক শিক্ষকের ৩ মাস হইতে ৪ মাস পর্যন্ত বেতন বাকী পড়িয়া আছে; এবং

(ঘ) সত্য হইলে, তাহার জন্য দায়ী কে এবং সরকার ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) বিবৃতি এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(খ) ম্যাট্রিকুলেট সর্বসমেত ৫৭৷৷· টাকা।

(গ) না। ২৪-পরগণা স্কুলবোর্ড কর্তৃক পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের বেতন ১৯৫৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Statement referred to in reply to clause (ক) of starred question No. 69

এম্-এ, এম্-এসসি, বি-এ, বি-এসসি অনার্স অথবা শিক্ষণপ্রাপ্ত বি-এ, বি-এসসি।	বেতন ১০০৲+মাগ্গীভাতা ৩৫৲=সর্বসমেত ১৩৫৲ টাকা।
বি-এ, বি-এসসি ...	বেতন ৭০৲+মাগ্গীভাতা ৩৫৲=সর্বসমেত ১০৫৲ টাকা।
আই-এ, আই-এসসি ...	বেতন ৬০৲+মাগ্গীভাতা ২০৲=সর্বসমেত ৮০৲ টাকা।
ম্যাট্রিকুলেট ...	বেতন ৪৫৲+মাগ্গীভাতা ১২৷৷· =সর্বসমেত ৫৭৷৷· টাকা।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

যখন স্পেশাল কেডারের শিক্ষকদের প্রথম নিযুক্ত করা হয় তখন স্পেশাল কেডারের শিক্ষকেরা পেতেন ৫৭৷৷০ টাকা বেতন আর স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ৪৭ টাকা ছিল কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

তখন ঐ রকমই ছিল এখন সমান করে দেওয়া হয়েছে, সকলেই ৫৭৷৷০ টাকা পান কেবল প্রধান শিক্ষক ৫৭৷৷০+৫=৬২৷৷০ টাকা পান।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তরে বলেছেন যে ২৪-পরগণা জেলা স্কুল বোর্ড কর্তৃক পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের বেতন ১৯৫৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে——

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি ত আগেই বললাম যে জুলাই মাস পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

কিন্তু ১৯৫৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাকি ছিল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

পাঁচ মাসের বাকি ছিল কি না জানি না, ২।১ মাস বাকি হতে পারে। তার কারণ জানা আছে এবং একাধিক বার বলেছি।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে পাঁচ মাস বেতন বাকি ছিল সে বাকি বেতন দেবার জন্য দায়ী কে ছিল—সরকার, না আর কেউ?

The Hon'ble Pannalal Bose:

পাঁচ মাস বাকি ছিল—স্বীকার করি না।

Sj. Biren Banerjee:

আপনি যে বলেছেন ২।১ মাস বাকি ছিল—তাই বা থাকে কেন?

Mr. Speaker:

উনি ত তা অনেকবার বলেছেন।

The Hon'ble Pannalal Bose:

হতে পারে বলেছি। প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয় ১টা ফাণ্ড থেকে, সেস্ এবং এডুকেশন ট্যাক্স সেই ফাণ্ডে যায়। আর যদি কম পড়ে গভর্ণমেন্ট দেন, সেসের আদায় অনিশ্চিত, সব বছর সমান নয়, দ্বিতীয়তঃ এডুকেশন ট্যাক্স এমনভাবে এসেস্ড হয় যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যরকম কম বলে মনে হবে, আর তৃতীয়তঃ নভেম্বর মাসে যে বাজেট দেওয়া হয় অনেক সময় বাজেটে টাকা থাকে না, কাজেই এমনও হয়েছে যে গভর্ণমেন্টকে ক' লক্ষ টাকা দিয়ে পূরণ করতে হয়েছে।

Collection of information about the activities of the teachers and students of schools in the State

***70. Sj. Biren Banerjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Education Department of the West Bengal Government is collecting information about the activities of the teachers and students of West Bengal schools for the last seven years;

(*b*) whether an urgent circular was sent to all the schools of West Dinajpur from the Office of the District Inspectress of Schools, Jalpaiguri, asking them to furnish reports about the activities of students and teachers;

(*c*) if so, the nature of the report that is being collected; and

(*d*) the purpose for which it is being collected?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Yes, in relation to strikes and indiscipline.

(*b*) Yes.

(*c*)(*i*) Cause and nature of the incident;

(*ii*) Part played by students and/or teachers;

(*iii*) Measures taken by the authorities of the institution; and

(*iv*) Steps taken, if any, against students and/or teachers.

(*d*) For the information of Government.

Sj. Biren Banerjee:

এ খবর নিয়ে কি করা হয়েছিল?

The Hon'ble Pannalal Bose:

খবর নিয়ে কিছুই করা হয় নাই, তবে গভর্ণমেন্টের এইসব খবর রাখা দরকার যে কোন স্কুলে কিরকম ডিসিপ্লিন আছে বা নাই; কিন্তু এতে করে কোন স্যাকশন নেওয়া হয় নাই।

Sj. Biren Banerjee:

তাহলে এই খবর নেওয়াটা কি শুধু খবর নেওয়ার সেক-এই না এর অন্য কোন পার্পাস আছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমার মনে হয় এডুকেশন মিনিষ্টার-এর কর্ত্তব্য সমস্ত স্কুল কিভাবে চলছে তা লক্ষ্য রাখা এবং কোথায় ষ্ট্রাইক হয়—বা ছাত্রদের মধ্যে ইনডিসিপ্লিন আছে কি নাই মাঝে মাঝে সেটা খবর রাখা দরকার।

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ইনফরমেশনগুলো কার কাছ থেকে নেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এ সব ইনফরমেশন হেডমাষ্টাররাই দেন।

Sj. Subodh Banerjee:

হেডমাষ্টারদের সম্বন্ধে ইনফরমেশন কে দেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় ইন্‌স্পেক্টারদের কাছ থেকে নেওয়া হয়।

Directions from Government to all secondary schools of Midnapore district for submission of detailed reports on students' strikes since 1947

***71. Sj. Amulya Charan Dal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সম্প্রতি মেদিনীপুরের সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর নিকট একটি সার্কুলার পাঠাইয়াছেন, এবং

(২) সার্কুলারে সেক্রেটারীকে ১৯৪৭ সালের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার স্কুলে ছাত্রদের যে-সব ধর্মঘট হইয়াছে বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কাহার নির্দেশে এরূপ রিপোর্ট চাওয়া হইয়াছে, এবং

(২) এরূপ রিপোর্ট চাহিবার কারণ কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) হ্যাঁ।

(খ)(১) সরকারের নির্দেশে।

(২) সরকারের অবগতির জন্য।

Sj. Mrigendra Bhattacharjya:

এই যে ২নং উত্তরে বলেছেন সরকারের অবগতির জন্য এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি?

Mr. Speaker:

অবগতির আর অন্তর্নিহিত অর্থ কি থাকতে পারে?

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাতে কত শিক্ষক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

নোটিশ না দিলে বলতে পারব না।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যে সব শিক্ষক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছেন তাদের কোন প্রকার শাস্তি দেবার ইচ্ছা সরকারের আছে কি?

Mr. Speaker:

উনি ত বলেই দিয়েছেন, ভালো করে পড়েন না কেন?

Realisation of education tax during the last five years

***72. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the amount of money realised under education tax in each district of West Bengal during the last five years;

(*b*) how the money realised on account of education tax has been spent;

(*c*) whether the primary teachers were so long exempted from paying the tax;

(*d*) if it is a fact that from this year they are to pay this tax;

(*e*) if so, under what rule or regulation the primary teachers are made to pay this education tax from this year; and

(*f*) what is the rate of taxation fixed for the primary teachers?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) A statement is laid on the Table.

(*b*) Utilised by the respective District School Boards for purposes mentioned in section 38 of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930 (Act VII of 1930).

(*c*) Yes, prior to the amendment of section 34 of the Bengal (Rural) Primary Education Act, 1930, by the West Bengal Government (West Bengal Act XXIV of 1950) in April, 1950.

(*d*) No, from 1951-52.

(*e*) Does not arise in view of the reply given at (*c*) above.

(*f*) Same as in other cases.

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 72

Name of the district.	Amount of education tax realised during the years—														
	1949-50.			1950-51.			1951-52.			1952-53.			1953-54.		
	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.	Rs.	a.	p.
24-Parganas ..	612	0	0	3,249	4	0	1,932	8	3	2,504	6	0	5,346	11	6
Midnapore ..	3,809	11	0	13,288	2	6	20,815	2	3	30,026	1	7	34,124	8	6
Hooghly ..	13,228	0	0	13,139	0	0	13,971	0	0	13,363	15	3	13,232	5	6
Jalpaiguri ..	5,000	0	0	3,000	0	0	4,379	0	0	3,000	0	0	5,131	0	0
West Dinajpur	5,314	0	0	2,756	3	6	3,639	2	0	5,665	4	9	5,607	0	6
Nadia ..	2,171	6	3	1,466	7	6	3,079	8	0	12,632	8	0	24,377	14	9
Howrah ..	6,566	4	9	7,112	10	9	10,783	1	9	13,167	2	6	7,704	7	6
Birbhum ..	27,598	13	4	28,845	0	9	25,917	0	0	36,774	0	9	27,013	6	6
Murshidabad ..	2,694	0	0	4,219	0	0	6,540	0	0	7,899	0	0	10,016	0	0
Darjeeling ..	Nil			Nil			Nil			Nil			160	4	0
Burdwan ..	18,965	6	6	24,784	8	3	24,729	0	9	27,674	15	2	17,254	9	3
Bankura ..	8,800	10	6	6,881	5	9	7,616	14	6	8,833	11	9	20,365	3	6
Malda ..	5,502	3	6	4,487	0	0	4,118	3	6	3,112	11	0	5,386	0	0
Cooch Behar ..	Education tax has not been introduced in the district.														

Introduction of free and compulsory primary education in the State

***73. Sj. Surendra Nath Pramanik:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether the Government have any scheme for introduction of free and compulsory primary education throughout the State of West Bengal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how long Government will take to implement the scheme;

(*ii*) what are the main features of the scheme; and

(*iii*) what is the total number of primary schools which have been proposed for Midnapore district in the said scheme and the number of such schools that have been recognised and aided by the District School Board of Midnapore?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) Yes. There is a plan for the introduction of universal compulsory free primary education in rural araes in the State of West Bengal.

(*b*) (*i*) As funds are available and within about ten years.

(*ii*) The plan "A Ten-Year Plan for Free Compulsory and Universal Primary Education for Rural West Bengal" is laid on the Table.

(*iii*) Under the Free Primary Education Scheme there are now 3,840 free primary schools including "new" primary schools set up by the Board under the Expansion Scheme in the district of Midnapore. Total enrolment in these schools stand at 348,842 against a total school-going population of

465,921, i.e., 75 per cent. are already in attendance. This indicates that pupils are being attracted to schools without compulsion. Government are, however, reviewing the position. Introduction of compulsion in Midnapore district is not contemplated, so long as the voluntary scheme remains effective.

Statement referred to in reply to clause (b)(ii) of starred question No. 73

The Ten-Year Plan, which will have to be introduced gradually in well-provided areas, will proceed from area to area, covering each year about one-tenth of the rural areas of the districts. With a view to making adequate provision for accommodation for the additional children to be brought under this scheme, and also for providing proper facilities for the education of the children of workers, arrangements have been made to run the existing schools in two shifts for which provision has also been made for two additional teachers for each school on an average. Besides, provision has been made under the Ten-Year Plan for the training of teachers required for the schools. The Ten-Year Plan is further strengthened by starting new schools under the scheme for expansion of education and social welfare services in rural areas and also by appointing additional teachers in existing schools having regard to the increase in the number of scholars.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: Has the scheme been started?

The Hon'ble Pannalal Bose: The scheme is being given effect to.

Dr. Atindra Nath Bose: My question was, whether this 10-Year Plan was started or is it yet to start?

The Hon'ble Pannalal Bose: We are making considerable progress with the scheme.

Sj. Ganesh Ghosh: In answer (*b*) what age group has been contemplated to be included in the Plan.

The Hon'ble Pannalal Bose: Until recently the age group was 6 to 11. Now we are taking 12 years, viz., class V.

Sj. Ganesh Ghosh: After ten years——?

The Hon'ble Pannalal Bose: In ten years class V will be taken as part of the primary education.

Sj. Sasabindu Bera: With respect to (*b*)(*i*) "within about ten years"—from which date is it?

The Hon'ble Pannalal Bose: Ten years from today.

Sj. Sasabindu Bera: How is that? The scheme has not started yet or has it started?

The Hon'ble Pannalal Bose: The scheme is running today, as it appears from day to day the number is varying; I keep information about admissions. The total number of students in free primary schools is nineteen lakhs twenty-one thousand odd.

Dr. Atindra Nath Bose: What is the Hon'ble Minister's latest information about the progress of the scheme.

Mr. Speaker: That is not a proper supplementary question.

Opening of free primary schools in Chhatna constituency in Bankura district

***74. Sj. Probodh Dutt:** *Will the Hon'ble Minister-in-charge of* the Education Department be pleased to state—

(*a*) how many schools with their locations have been started up till now in Chhatna constituency, district Bankura, for imparting free and compulsory education to the boys and girls; and

(*b*) whether Government consider the desirability of increasing the number of such schools in the rural areas of the said constituency?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*)(*i*) 128 in Chhatna police-station; (*ii*) 57 in Saltora police-station; and (*iii*) 49 in four Unions (viz., Hatagram, Brahmandiha, Raghunathpur and Bheduasole) of Indpur police-station.

(*b*) Government are prepared to consider the question if and when the number of children of school-going age in the said constituency so justifies.

Status of the primary school teachers who have passed the Matriculation examination in one subject

***75. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) প্রাথমিক শিক্ষকদের কেহ ম্যাট্রিকের প্রধান বিষয়গুলির যে-কোন একটিতেও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষকের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া একটি সার্কুলার সরকার হইতে প্রচারিত হইয়াছিল কিনা; এবং

(খ) এইরূপ এক বিষয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষকদিগকে ম্যাট্রিক-পাশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ও (খ) না।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

আপনি উত্তরে না বলেছেন, ইউনিভার্সিটি থেকে নোটিশ ছিল এবং সরকার থেকে সেটা অনুমোদন করা হয়েছে এবং বহুদিন যাবৎ শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছিল (ম্যাট্রিক ষ্ট্যান্ডার্ডের) এটা ঠিক কি না এটা আপনি জানেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এ প্রশ্ন কেন করেছেন তা আমি জানি। কোন কোন ট্রাইবাল এরিয়াতে ট্রাইবাল টিচার্স যারা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি কিন্তু ইম্পর্টান্ট সাবজেক্টগুলি পাশ করেছিল তাদের কখন কখন নেওয়া হয়।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানায় কোন কোন ঘটনা হয়েছে——

Mr. Speaker:

পটাশপুরের প্রশ্ন এখানে এপ্লাই কেন করা হচ্ছে?
Potashpur does not apply here.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

উনি ট্রাইবাল এরিয়ায় নেওয়া হয়েছে বলেছেন, আমি বলছি ট্রাইবাল এরিয়া নয় এমন জায়গায়?

Mr. Speaker: In the supplementary question the *Minister is not* expected to be ready with answer in respect of a particular union.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

একটা বিষয়ে একজামিন দিয়ে পাশ করে সে ম্যাট্রিকুলেট সার্টিফিকেট পেয়েছে কি না (যেটা ট্রাইবাল এরিয়া নয়)?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ট্রাইবাল এরিয়ায় নয় এমন কোন জায়গায় আজকাল নেওয়া হয় নি।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

আজকালকার নয়, ৪।৫ বছর আগে?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন আসে না। এটা পুরানো খবর।

Implementation of Minimum Wages Act, 1948, in the case of agricultural labour

***76. Sj. Ajit Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that in the case of agricultural labourers Minimum Wages Act, 1948, has not been implemented in West Bengal, though it was to have been by 31st December, 1953;

(*b*) if so, the reasons thereof; and

(*c*) whether Government have any scheme for the implementation of the said Act throughout the State this year?

Minister-in-charge of the Labour Department (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) No. In the first instance, the Act had been made applicable to Darjeeling and Jalpaiguri districts by 31st December, 1953.

(*b*) and (*c*) Government propose to implement the Act gradually to other districts.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এই আইন প্রবর্ত্তনের পর কি অভিজ্ঞতা তাঁরা লাভ করেছেন?

Mr. Speaker: Experience is not a question of fact.

Sj. Monoranjan Hazra:

কি ঘটনার উপর গ্রাজুয়ালী তাঁরা অন্যান্য জেলায় করবেন সে ঘটনাগুলি জানাবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আপনার প্রশ্নটা সঠিক বুঝতে পারলাম না।

Sj. Monoranjan Hazra:

দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতে মিনিমাম ওয়েজেস্ এ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের পর অন্যান্য জেলায় যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে, তথ্য দিয়ে সেগুলি বলবেন কি?

Mr. Speaker:

তথ্য দেবেন কি করে নোটিশ না দিলে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেখানে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

Sj. Jyoti Basu: With respect to answer (*a*) the Minister has said "No", but there were two parts of that question. My question is, was the Act to have been implemented in West Bengal by the 31st December, 1953.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have already said in my answer that it has been extended to the two districts of West Bengal.

Sj. Jyoti Basu: My question is, was it to have been implemented in the whole of West Bengal according to that Act by December, 1953?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: My answer is quite categorical. It was not wholly implemented in the whole of West Bengal but it was implemented in so far as the two districts of West Bengal are concerned.

Sj. Jyoti Basu:

আমি বাংলায় বলছি। উনি বুঝতে পারছেন না।

Mr. Speaker:

উনি ত পয়েন্ট ক্লিয়ার করেছেন।

Sj. Jyoti Basu:

আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালের মধ্যে এটা সমস্ত বাংলাদেশে করার কথা ছিল কি না আইনানুযায়ী এটা জানাবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আইনানুযায়ী মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট—

The Act was extended to Jalpaiguri and the district of Darjeeling, but the Government of India subsequently amended the provisions of the Act and they have given sufficient power to the State Government because of the fact that none of the State Governments were in a position to implement the Act in the whole of those States.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: With respect to Darjeeling and Jalpaiguri is the Minister aware that despite the fact that it has been extended there, the agricultural labourers are not getting the minimum which has been fixed?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I am not aware of the fact because agricultural labourers have not approached the Government on any specific grievances of theirs.

Sj. Jyoti Basu: With respect to other districts when is the plan likely to be ready?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I cannot give you a definite date but we are corresponding with the different departments of the State Government, the Agriculture Department and other allied departments, so that we might take a decision in the matter at an early date.

Implementation of the Minimum Wages Act, 1948, in the State

***77. Dr. Ranendra Nath Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*i*) in how many industries the Minimum Wages Act, 1948, has been implemented in this State; and

(*ii*) whether, in accordance with the Act, Minimum Wage Boards or Sub-Committees have been set up in those industries where the Act has been implemented?

(*b*) If the answer to (*a*)(*ii*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the present minimum wages have been fixed up for those industries in consultation with the Boards or Sub-Committees, if any;

(*ii*) whether the Government is considering the revision of the existing minimum wages scale in consultation with the Boards and Sub-Committees formed in those industries;

(*iii*) in how many industries such Boards or Sub-Committees have been formed according to Minimum Wages Act; and

(*iv*) how many Boards are functioning at present?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*)(*i*) Eleven.

(*ii*) Yes. Committees, Advisory Committees and Advisory Board have been set up.

(*b*)(*i*) In five employments minimum wages have been fixed on the basis of the reports submitted by the Minimum Wages Committee appointed under section 5(1)(*a*) of the Act for the purpose. In other employments procedure under section 5(1)(*b*) of the Act was adopted.

(*ii*) Yes.

(*iii*) Five.

(*iv*) One Minimum Wages Advisory Board is functioning at present as required under section 7 of the Act.

Sj. Biren Banerjee: Supplementary question, Sir.

আপনি এ(১)এর উত্তরে বলেছেন ইলেভেন—তার নামগুলি বলবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Yes. Rice mill, flour mill, tobacco including *biri* manufacture, cinchona, tea plantation, oil mill, local authority, road construction and building operations, public motor transport, tannery and leather manufacture, agriculture in Darjeeling and Jalpaiguri districts.

Employees' State Insurance Scheme

***78. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) when the Employees' State Insurance Scheme is going to be wholly implemented in West Bengal;

(*b*) whether from the very beginning the families of the workers will be covered by the scheme;

(*c*) if not, when the Government propose to include workers' families in this scheme;

(*d*) what arrangements the Government propose to make for the specialised treatment of workers;

(*e*) what arrangements there will be for supply of costly medicines, X-ray plates and certificates for laboratory tests to the workers free of charge or at a concessional rate;

(*f*) whether the Government has considered the demand of All-India Trade Union Congress for representation in the Central and Medical Benefit Council and its Regional Councils;

(*g*) when the Statutory Regional Board for West Bengal is going to be formed; and

(*h*) till its formation, whether the Ad Hoc Regional Board is in existence?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) On the 14th August, 1955.

(*b*) No.

(*c*) Government will consider this after the scheme is applied to workers.

(*d*) Adequate arrangements are being made for specialised treatment. A scheme has been drawn up by the Medical and Public Health Department and approved by the Cabinet.

(*e*) Costly medicines, X-ray plates, etc., will be supplied to the workers free of charge.

(*f*) The State Government is not concerned. It is a matter for the Government of India.

(*g*) A Regional Board has already been set up.

(*h*) Does not arise.

Dr. Narayan Chandra Ray: Supplementary question, Sir.

এই যে এখানে আনসার (সি)তে বলেছেন

"Government will consider this after the Scheme is applied to workers" mean after it extends to the whole of Bengal

না যেটুকু করেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যেটুকু হয়েছে সেটুকু।

Dr. Narayan Chandra Ray: Supplementary question, Sir, to answer (*e*). Costly medicines এর

এ কথা বলা হয়েছে—এর মানে কি এই যে, যা আপনাদের সিডিউলএ দেওয়া আছে, না ডাক্তার যেসব কষ্টলি মেডিসিন দেবেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সিডিউলএ দেওয়া আছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

(এফ)এ যে কমিটির কথা বলছেন সে সম্পর্কে

is there any Trade Union included at all? A.I.T.U.C.-

এর প্রশ্ন রয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হয়েছে, রিজিওনাল বোর্ড হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কোন ইউনিয়ন?

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee: Regional Board, A.I.T.U.C., I.N.T.U.C., Hind Mojdoor Sabha.

Dr. Narayan Chandra Ray: Regional Board

স্থাপন করেছেন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট না গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Government of India.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আনসার্ (এইচ)এ আগেকার এড্হক রিজিওনাল বোর্ড যেটা ছিল is that now a statutory Board?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That was not a statutory Board. It was formed by the Government of India for a specific purpose and for a specified period and it was dissolved by the Government of India.

Dr. Narayan Chandra Ray: And it was a new one?

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee: Yes.

Employees' State Insurance Scheme

***79. Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) whether Employees' State Insurance Scheme is going to be launched in the industrial areas around Calcutta;

(*b*) if so, when it is going to be launched;

(*c*) if it is a fact that the workers are not putting their signature on the agreement paper; and

(*d*) if so, the reasons therefor and the steps Government propose to take in the matter?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) Yes, in Calcutta city and Howrah district.

(*b*) On the 14th August, 1955.

(*c*) and (*d*) Yes, 133,218 out of 236,000 workers got their names registered up to 26th March, 1955. The A.I.T.U.C. raised certain objections. The points have, however, been clarified by correspondence and discussion and work of registration is proceeding. The total number of workers registered as on the 19th July, 1955, comes to 143,036.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখন বর্তমানে হোয়েন ইট ইজ ইন অপারেসন কোন অবজেকসন পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অবজেকসন অনেক জায়গা থেকে এসেছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

যেসব অবজেকসনস এসেছে তার দুই একটা ইনষ্টান্স বলতে পারবেন কি? এবং অন হোয়াট গ্রাউণ্ড এসেছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অবজেকসন নানা জায়গা থেকেই এসেছে। কাজে কাজেই বিশদভাবে বলতে হলে নোটিশ ছাড়া বলা সম্ভব নয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

রেজেষ্ট্রী করেছে এমন ওয়ারকার্সদের টোটাল পার্শেন্টেজ কত?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ফিগার ত দেওয়া হয়েছে।

Sj. Biren Banerjee:

আপ টু ডেট ফিগার আপনার কিছু আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আজ পর্য্যন্ত নাই, কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত পেয়েছিলাম। দেড় লক্ষ একসিড করে গিয়েছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

১৪ তারিখের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনার কাছে কোন রিপোর্ট নাই কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বলেছি ত কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত দেড় লক্ষ একসিড করে গিয়েছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

এই যে সমস্ত প্রশ্ন এ,আই,টি,ইউ,সি দ্বারা সমাধান হয়েছিল তারপর ১৪ তারিখে এটা ইম্প্লিমেন্টেড হবার পর ওয়ারকার্সরা এটা রিফিউজ করেছে কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যেখানে ইম্প্লিমেন্টেড হয়েছে সেখানে ১০০ পার্শেন্টই হয়েছে। এর বাইরে কোথাও সম্ভব হয়নি। বম্বেতে রেজিস্ট্রেশন ৪ লক্ষের মধ্যে২৫ হাজার নিয়ে ষ্টার্ট করেছিল, আমরা ২ লক্ষ ৩৩ হাজারের মধ্যে দেড় লক্ষ নিয়ে ষ্টার্ট করেছি। আগে থেকে রেজেষ্ট্রী করা সম্ভব নয়।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যতদূর জানি ভলান্টারি রেজিষ্টার করেছে।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

আমি জিজ্ঞাসা করেছি রিফিউজ করেছে কি না।

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

শ্রমিকদের মধ্যে যারা মিনিমাম ওয়েজেস পায় তাদেরও বেতনের কার্টেলমেন্ট হবে বলে এই প্রশ্নটা এসেছে, স্যার।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যখন ইম্প্লিমেন্টেড হবে তখন কনসিডার করা হবে—
when implemented all the provisions of the Act will come into operation.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে কনট্রিবিউসন করা হবে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তা কাটবার অধিকার আছে কি না। মিনিমাম বেসিক ওয়েজই ঠিক হল না, আইনতঃ এরকম ফোর্সিবল কার্টেলমেন্ট করার অধিকার আছে কি না?

Mr. Speaker: That is a matter of interpretation of the Act.

Sj. Jyoti Basu: Is it a fact that the A.I.T.U.C. representative urged for including the workers' families in the scheme?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Yes.

Sj. Jyoti Basu: And since then what has happened?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Nothing has happened because it can be done only on an All-India basis.

Sj. Jyoti Basu: Has the recommendation been sent by the Labour Minister to that effect?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It was discussed when the Labour Minister of the Union Government came here.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বলেছেন দেড় লক্ষ রেজিষ্ট্রেসন করেছে, সব কি ভলান্টারি রেজিষ্টেসন হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

নিশ্চয়ই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মালিকদের পক্ষ থেকে কোন কোয়ারসন হয়েছে কিনা?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই রকম কোন রিপ্রেজেন্টেসন এসেছে কিনা।

Mr. Speaker: It is a question about facts. That is not a supplementary arising out of this question.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এই যে দেড় লক্ষ লোক রেজিষ্ট্রেসন হয়েছে, তারা কি ইচ্ছা করেই রেজিষ্ট্রেসন করেছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Registration voluntary হয়েছে, আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন সেরকম কোন ঘটনা হয়েছে কি না I have already said that I am not aware of it.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আচ্ছা, আমার প্রশ্ন——

Mr. Speaker:

আরও সাপ্লিমেন্টারিজ?

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি যদি এভাবে ইমপেসেন্ট হয়ে পড়েন তাহ'লে আমাদের পক্ষে প্রশ্ন করা মুস্কিল হয়ে পড়ে

Mr. Speaker: Can you say how many supplementaries have been rejected?

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya: This is the first time I am putting.

আপনি এখানে বলেছেন যে
the Act has been wholly implemented in West Bengal.
অথচ এখানে বলা হয়েছে, হাওড়া এবং ২৪-পরগণা।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The Act has been wholly implemented in certain parts of West Bengal.

Dr. Kanailal Bhattacharya: But certain parts of West Bengal এখনও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করছি অন্যান্য এলাকায় কতদিনের মধ্যে এটা ইমপ্লিমেন্টেড হবে সে সম্বন্ধে কোন স্কীম আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I cannot tell you definitely.

Sj. Biren Banerjee:
ইহা সত্য নয় যে রিজিওনাল বোর্ড
along with the Government recommend
করেছেন যাতে ফ্যামিলি ইনক্লুডেড হয়?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I had a discussion with the Central Minister on the basis of certain discussions with the Regional Board.

Sj. Biren Banerjee: My question is whether Government has sent any recommendation or not?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I am not aware of it. I have discussed this point with the Central Minister, but whether a letter has been formally forwarded to him I do not know.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানেন কি যে হাওড়া জেলায় বিভিন্ন চট্‌কল এবং সূতাকল সমবেতভাবে তাদের অথরিটিজ-এর কাছে স্টেট ইনসিওরেন্স-এর জন্য কনট্রিবিউসন না করার জন্যে অনুরোধ করেছে?

Mr. Speaker: Put a separate question.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:
কেন, সেপারেট কোয়েশ্চেন কেন, এ থেকেই তো আসে।

Mr. Speaker:
স্পেশালি করলে কি করে হবে?
It does not arise out of this.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:
জানেন কি না কোন কোন মিলে এরকম ঘটনা ঘটেছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
আমার কাছে এরকম রিপ্রেজেন্টেসন স্পেসিফিক্যালি আসেনি।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:
খবরের কাগজে দেখেন নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
খবরের কাগজে দেখার কথা এর মধ্যে কি আছে?

Closure of a number of depots by Messrs. Allen Berry & Co.

***80. Sj. Biren Banerjee:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that Messrs. Allen Berry & Co. have closed down their departments at Jodhpur, Hazra Road and Howrah; and

(*ii*) that a large number of their employees have become unemployed?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reason for closing down of their various departments; and

(*ii*) what steps Government propose to take to save those employees from unemployment?

(*c*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether there have been disputes between the employees and the management of the said firm in respect of wages, salaries and Provident Fund at the time of closing down those departments;

(*ii*) if so, whether Government set up any tribunal for settling the dispute;

(*iii*) if not, why;

(*iv*) whether Government have any information about the stock of commercial cars remaining undisposed at the time of closing of the depots; and

(*v*) whether Government extended any help to the firm to save the industry?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) The closure of some of the departments was due to slump in business and financial difficulties.

(*ii*) A court of enquiry was set up under section 6 of the Industrial Disputes Act, 1947, to investigate the reasons of closure of so many depots in quick succession. Besides, the following cases of—

(1) dismissal of the employees of Howrah Depot *en masse*,

(2) dismissal of 490 employees of Head Office and Hazra Works, and

(3) closure of Head Office and Hazra Works,

were referred for adjudication.

(*c*)(*i*) The Company's depots at Jodhpur, Sodepore, Howrah, Brooklyn, Ondal and Konnagar were closed down in quick succession in 1949. When the depots at Howrah and Jodhpur were closed down, certain demands relating to pay, dearness allowance, etc., were pending conciliation. During the early part of 1952, the workshop and Head Office at Hazra Road, the showroom at Park Street and other godowns in the suburbs were closed down, but no disputes of general nature over pay, dearness allowance, Provident Fund, etc., were pending at the time of such closure.

(*ii*) and (*iii*) No, since the closure of many depots in quick succession gave rise to the more important issue of unemployment, Government set up a court of enquiry to find out the reasons of such closure.

(*iv*) No.

(*v*) No, and the Company did not ask for any assistance from Government.

Dismissal of workmen by Messrs. Albert David & Co.

***81. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that about 600 workers out of a total of 700 employed by Messrs. Albert David & Co., Ltd., have been served with chargesheet and subsequently with discharge orders; and

(*b*) if so, what are the circumstances which led to this development?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) and (*b*) Yes, 353 out of a total of 578 and not 700 for inciting workers to stage a stay-in-strike as also participating in an illegal strike in spite of directions given by the Company to resume work. Of the 353 workers, 195 were allowed to resume their work on submitting their explanations; of the remaining 159, 50 casual labours, whose services the company did not subsequently require, were dispensed with. The Company sought permission to dismiss 108 workmen under section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947. However, as the Tribunal became *functus officio*, the petitions under section 33 could not be disposed of and the said workmen were dismissed by the Company.

Sj. Ganesh Ghosh: In view of the fact that the Tribunal became *functus officio* before it could dispose of the petitions under section 33, what steps did the Government take to safeguard the interest of those workers from being dismissed?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The aggrieved persons approached the Appellate Tribunal and the Appellate Tribunal dismissed their petitions.

Sj. Ganesh Ghosh: Before they could approach the Appellate Tribunal, what steps did your Labour Department take to prevent these dismissals?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Because the workers approached the Appellate Tribunal, there was no scope for my department to take any action in the meantime.

Sj. Ganesh Ghosh: Is the institution considered to be a public utility concern?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Which one?

Sj. Ganesh Ghosh: Messrs. Albert David & Co.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: No, not public utility concern.

Sj. Ganesh Ghosh: Then in view of the fact that notice of strike was submitted in due time, why was this strike considered to be illegal?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Because the matter was pending before the Industrial Tribunal, so that strike became an illegal one.

Dispute between the workers and the management of the Bengal Lamp Company, Limited

***82. Dr. Ranendra Nath Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the award of the 1948 Major Engineering Tribunal has not been implemented by the employers of the Bengal Lamp Co., Ltd., Jadavpur;

(*ii*) that the Trade Union of Bengal Lamp Workers have placed a list of demands before the employers, and also placed the matter before the Labour Directorate, Government of West Bengal; and

(*iii*) that due to disputes, the workers went on strike for half an hour and that the Company discharged two workers on account of that?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, are proposed to be taken by the Government in this respect?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*)(*i*) No.

(*ii*) Yes.

(*iii*) The workers went on stay-in-strike for half an hour on the 15th February, 1955, but the Company did not discharge any worker on account of the strike.

(*b*) On the intervention of the Labour Directorate a settlement of the dispute was arrived at on the 16th March, 1955.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Canning Girls' School

34. Sj. Lalit Kumar Sinha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ক্যানিং বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে কত সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে;

(খ) ১৯৫৪-৫৫ সালে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; এবং

(গ) বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটি (যাহা ১৯৫৪ সালে পুনর্গঠিত হইয়াছে) সরকারের অনুমোদনলাভ করিয়াছে কিনা?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose):

(ক) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্থা ১৯৫৩-৫৪ সালে ৯৬০৲ টাকা সাহায্য দিয়াছে।

(খ) ৯৬০৲ টাকা।

(গ) হ্যাঁ, ২৪-পরগণার জেলা-শাসক কর্তৃক গত নভেম্বর মাসে অনুমোদিত হইয়াছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

আচ্ছা, এই যে অনুমোদিত তালিকা এ থেকে সবচেয়ে বেশী যিনি ভোট পেয়েছেন তাঁকে বাদ দেওয়া হ'ল কেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

আপনাকে আমি জানাচ্ছি, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আপনি বললে করব না কেন?

Condition of service of Special Cadre Teachers

35. Sj. Lalit Kumar Sinha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) এ-কথা কি সত্য যে, ভারত সরকার স্পেশ্যাল ক্যাডার শিক্ষকদের চাকুরীর আংশিক দায়িত্ব ৩ বৎসরের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(খ) সত্য হইলে, ৩ বৎসর পরে স্পেশ্যাল ক্যাড্যার শিক্ষকদের পুরা দায়িত্বগ্রহণ করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) আছে।

Sj. Sasabindu Bera:

ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা আছে তাতে তাদের কি স্পেশাল ক্যাডার টিচার স্ট্যাটাস্ মেনটেন করা হবে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

হ্যাঁ, কিছু কিছু আছে।

Sj. Sasabindu Bera:

কি পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

যেমন আছে তাই থেকে যাবে।

Sj. Sasabindu Bera:

সরকার কি মনে করেন এখন যত সংখ্যক স্পেশাল কেডারস রয়েছে তাদের বরাবর এইভাবে মেন্‌টেন করতে পারবেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমার তো বিশ্বাস তাই, নাহলে এটা বলতাম না।

Formation of Works Committees in different industries

36. Dr. Ranendra Nath Sen: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) in how many industries the "Works Committees" have been formed, and how many "Works Committees" are functioning in West Bengal;

(b) in which industries other than Jute Industries these Committees are working in accordance with the "Industrial Disputes Act";

(c) whether the Unions were consulted before election of these Committees as stated in the "Industrial Disputes Act";

(d) if not, the reasons therefor;

(e) what is the procedure taken by the Labour Directorate to record votes by the voters in the double constituency;

(f) how many Works Committees, if any, have been formed in the Cotton Textile Industries in accordance with the said Act;

(g) if it is a fact that in certain mills the Puja Committees have been declared as to function as Works Committees; and

(h) if so, the reason thereof?

Minister-in-charge of the Labour Department (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) In 13 industries 537 "Works Committees" are functioning.

(b) Cotton Industry, Engineering, Rubber, Printing, Oil, Electric, Flour Mills, Glass, Chemical, Hosiery, Tea Estates, Leather, Miscellaneous.

Most of these Committees have been functioning satisfactorily in accordance with the Industrial Disputes Act and Rules.

(*c*) Yes.

(*d*) and (*h*) Do not arise.

(*e*) In double-seated constituency, each voter has got two votes and he is provided with two ballot papers which he distributes among the candidates of his constituency in the manner he thinks fit.

(*f*) Twenty-seven.

(*g*) No.

Cancellation of statutory leave of workers by several jute mills

37. Sj. Biren Banerjee: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact that the statutory leave for the year 1953 obtainable to workers in the year 1954 has been cancelled by the authorities of the following jute mills of West Bengal, namely—

(*i*) Clive Mills Co., Ltd. (Metiabruz);

(*ii*) Hanuman Jute Mills (Salkia); and

(*iii*) Naskarpara Jute Mills (Salkia)?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons stated by the authorities for this cancellation;

(*ii*) whether the Government received any deputation on behalf of the workers concerned for this;

(*iii*) if so, what action, if any, Government took after receiving this deputation;

(*iv*) whether any enquiry was made or tripartite conference was called by Government to adjudicate this dispute of the workers; and

(*v*) if not, why not?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (*a*) Yes, in Clive Mills Co., Ltd., and Sree Hanuman Jute Mills.

(*b*)(*i*) The workers went on illegal strike on the 30th September, 1953, and as such their continuity of service was broken on that date.

(*ii*) Yes, in respect of—

(1) Clive Mills Co., Ltd., and

(2) Sree Hanuman Jute Mills.

(*iii*) and (*iv*) The matter was taken up for conciliation by the Labour Directorate. The managements of the two concerns refused to grant statutory leave for the reason stated in reply to (*b*)(*i*). They were not willing to change their decision based on law.

(*v*) Does not arise.

Sj. Biren Banerjee:

আচ্ছা, এই এনকোয়ারির রেজাল্ট কি হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

৩৭(৩) এনকোয়ারির রেজাল্ট আছে। মালিকদের সেদিনের বেতন দিতে বাধ্য করান সম্ভব হয়নি; কারণ তারা আইনের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। আইনতঃ যেটা দেওয়া নেই সেটা দিতে তারা স্বীকৃত নয়।

Sj. Biren Banerjee: Clive Jute Mill and Hanuman Jute Mill যারা সেদিন মাইনে দেয়নি তাদের সম্পর্কে সরকার আর কোন্ মেজার্স নিচ্ছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আর কিছু নেওয়া যায় না, অবশ্য এ্যাক্ট এমেণ্ড করা হচ্ছে।
Section 79(a) of the Factories Act has been amended,
যে অজুহাতে তারা পেমেন্ট করে নি হরতালের একদিন, সেই আইন বদ্লান হচ্ছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বলবেন কি এই পাল্টা অবস্থাটা এখন কি দাঁড়িয়েছে, ওয়ারকার্স'রা বেতন পাবে কি পাবে না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না পাবে না। রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দেবার কোন ব্যবস্থা নাই।

Sj. Biren Banerjee:

এটা কি সত্য যে মালিকরা কোর্টে গিয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তা আমার জানা নেই।

Sj. Biren Banerjee:

ইহা কি সত্য যে মালিকরা কোর্টের যে রায় হয়েছিল সেটা না মেনে, তারা আবার এপিল করেছে?

[No reply.]

Unemployment among Engineers in the State

38. Dr. Saurendra Nath Saha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) what is the figure of unemployment among the middle-class in West Bengal at present;

(b) how many of the unemployed persons are Engineers (Civil, Mechanical, Electrical, Chemical); and

(c) what is the scheme of Government with regard to giving employment to the unemployed Engineers, if any?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (a) According to a survey conducted by the State Statistical Bureau the number of unemployed middle-class people seeking full-time employment in urban areas in West Bengal is about 2.3 lakhs. The survey covered only a small fraction of the rural areas and so it is not possible for the Bureau to give dependable figures, but on a rough estimate the State Statistical Bureau is of opinion that the corresponding figures of the rural areas would be between 1 lakh and 1.5 lakhs.

(b) Such figures are not available. There are about 271 Engineers registered with the Employment Exchanges.

(c) The various Development Projects including major and minor irrigation projects have opened up avenues of employment for Engineers and, in fact, many of them are being absorbed in Development Projects in the public sector. There is also good scope for employment in the private sector. The occupation of Engineers has a good employment potential now.

Points of Information.

Sj. Jyoti Bosu: Sir, before we pass on to the next item on the agenda I seek information as to what has happened to these two statements which were to come—one from Shri Prafulla Chandra Sen and the other from Dr. Roy about Darjeeling and North Bengal Flood.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I shall give it early next week, because some of the cases are still being investigated. The preliminary report which I have received is not good enough to place before the House.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: About the North Bengal flood the Hon'ble Irrigation Minister will give a report tomorrow.

Sj. Jyoti Basu: Another information I want from you Mr. Speaker, Sir. You said that you would enquire.

Mr. Speaker: I will call, if possible, tomorrow or day after a meeting of all the party leaders and discuss the subject with them.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উনি যে বললেন নর্থ বেঙগল ফ্লাড সম্বন্ধে একটা ষ্টেটমেন্ট দেবেন, সে সম্পর্কে কি কোন ডিবেট এখানে হবে?

Mr. Speaker: There will be no debate.

GOVERNMENT BILL

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, before I put the case of the amending Bill before the House, I want to say a few preliminary words regarding the constitution or administration of the police in West Bengal, because it seems to me from the nature of the amendments that many of my friends do not know the manner in which the Police Force is distributed, and work in Bengal.

Bengal Police was being administered under Act V of 1861 which is an all-India Act. Since 1866, there were two other Acts framed in Bengal. One was the Calcutta Police Act and the introduction of this Act says: "Whereas it is expedient to amend and consolidate the Act of 1860 which was also of the Calcutta Police, this Act may be called the Calcutta Police Act." Then it says "This Act will be applied to the town of Calcutta." The town of Calcutta is described as all places within the local limits of the jurisdiction of His Majesty's High Court of Judicature at Fort William in Calcutta. Therefore a portion of Calcutta which is under the Original Side jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William in Calcutta, these areas are operated on under the Calcutta Police Act of 1866, which is the Act amended from the previous Calcutta Act. Under this Act there are 12 thanas within the Calcutta area. The word "town" is definitely described in that Act. In the Calcutta Suburban Police Act however it was laid down: "Whereas it is expedient to exclude the suburbs of the town of Calcutta from the general police district of Bengal

and to make provision for the better regulation of police within the district so excluded it is enacted that it shall be lawful for the Lieutenant Governor of Bengal to exclude the suburbs of the town of Calcutta or any portion thereof from the general police district of the province subject to his control." "For the suburbs of thetown of Calcutta", the word "town" is used. I say this because there is a proposal to change the word "town" into city; the town of Calcutta was defined as aforesaid—there shall be a police force, etc., etc. Uuder this Act, namely, the Suburban Police Act, there were 15 thanas. These thanas work not under the all-India Police Act but under the Act of 1866, the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act.

My next point is that we are considering the question of giving statutory power to the Commissioner of Police to have police officers. Under the All-India Act of 1861, a provision is already there for the rest of Bengal for having a special police constabulary reserve. In fact, it is laid down that the organisation is purely voluntary and non-official in nature, and it is open to gentlemen who are British subjects not already members of any auxiliary or territorial force unit. Then it goes on to say that the object of the organisation is how they will be recruited, what are their powers and what are their duties, etc., etc., so that for the rest of Bengal the powers which are now provided in this Act are already there in the Act itself. In the case of the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Act, however, in both, there are provisions for the formation of special police. There is a litlte difference between the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act which this particular amending Bill is trying to more or less systematise. The Calcutta Police Act says that the Commissioner of Police may on his own authority appoint special constables to assist the police force in any temporary emergency. Here under the Calcutta Police Act there is no provision for special police officers but only for special police constables. In the Calcutta Suburban Police Act under section 12 the Commissioner of Police may on his own authority appoint special police officers to assist in a temporary emergency, but there is no provision in this Act for special constables. Therefore while in the Calcutta Police Act there is a provision for special constables but no provision for police officers, in the case of the Calcutta Suburban Police Act there is a provision for police officers but no provision for police constables. You are all aware that there has been a *de facto* organisation of honorary police officers who have been working in this city since 1949.

[3-50—4 p.m.]

It has now become a very popular body. There are 936 officers. There are no constables at the present moment but there are only officers. They have rendered very useful service. Among them are found members who are distinguished citizens. They are enrolled from all walks of life. Many of you may have seen these officers working in important streets of Calcutta and in the playgrounds in the Maidan. They are dressed like policemen and they either control traffic or control the Maidan crowd. Besides this, each officer is expected to maintain peace in the area he lives in. We are pressing in this amending Bill to make this organisation, a *de facto* organisation into a *de jure* one. As I said before there is a provision of special police staff in both the Acts but there is a difference as regards the type of people which these two Acts envisaged. Again, the Commissioner of Police's difficulty has been that there are no rules for recruitment of such special police staff and the ordinary rule is that they could only be recruited in times of emergency. We have found that unless these officers are trained properly it would not be possible for them to function during emergency. The result has been that although some of these officers have

taken training of their own accord there is no systematic training given to these police officers. If there is a training given they are bound to be more useful. Then, again, the superior officers whom the Commissioner of Police has recruited have no power to exercise control over the rank and file. There is no provision either for appointment of a particular type of officers in one or the other Act. These organisational defects to our mind are responsible for impairing the efficiency of this useful body. The suggestion is that there should be a permanent force of unpaid special police officers in this city and suburbs of Calcutta. I have got great faith in the usefulness of such officers because they will form a link—a liaison—between the people and the police and often enough a responsible special officer is able to quel a disturbance or uprising in the local area much more easily than an ordinary police officer. We have been often approached by various organisations in the city and the suburbs who came and told us that they found difficulties some time in protecting themselves or in taking any preventive step when suddenly a gang of rowdies attack them. I have always suggested to them that they should enrol a certain number of their officers as special officers under the Government and also have a number of special constables in their local area so that long before any news could come to the thana about any incident happening in a particular area, the local officers and men would be able to take early steps perhaps to prevent a further progress of rowdism. It is for this reason that this amending Bill has been placed before the House. You will notice that it is not an amending Act at all, it is an amendment of one provision in both the Acts where the power is given either for appointing an honorary police officer or appointing an honorary police constable, to make the provision a little more systematic and in line with the provision that now exists in the Act of 1861 which is applied to the rest of West Bengal.

With these words, Sir, I move for the consideration of this Bill.

Mr. Speaker: I take it that all the circulation motions are moved. I find that there are 14 circulation motions. Out of which 10 come from the Communist party and so I would request the lady member of the party to speak first. (Sjkta. MANIKUNTALA SEN: No, Sir, I won't speak.) Then the Leader of the party may select two speakers from his group.

Sj. Jyoti Basu: There will be many speakers from this side and I hope you will not put any restriction as to the number of speakers.

Mr. Speaker: But this is always done. I am not shutting out the discussion. But it is only one motion. So I was giving a chance to the leader to select his speakers.

Sj. Jyoti Basu: In other Bills, you have permitted quite a number of speakers to speak and I do not know why you have this time chosen that only the leaders should speak on this motion.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল; এ বিল সম্বন্ধে প্রত্যেককে বল্‌তে দেওয়া উচিত, কারণ, প্রত্যেককেই তাঁর ভাব প্রকাশ করতে হবে। যদি একজন বা দুজনকে বলতে দেন তাঁরা নিজের মনোভাবই বলবেন, কিন্তু অন্যের মনোভাব বলতে পারবেন না। এটা সাধারণ বিল নয়; এরকম একটা মারাত্মক বিল সম্বন্ধে যাঁর যা বক্তব্য তিনি যেন তা বলতে পারেন। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দিক থেকে বলতে পারেন; কাজেই সে অধিকার তাদের দেবেন।

Mr. Speaker: All right, Mr. Basu will speak first.

Sj. Ambica Chakrabarty: Sir, I beg to move that the Calcutta and *Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of* eliciting opinion thereon by the 31st December, 1955.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th December, 1955.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th December, 1955.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 2nd December, 1955.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 7th November, 1955.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 2nd November, 1955.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1955.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th October, 1955.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1955.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 19th September, 1955.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, although just now for what reasons I have not yet appreciated a 19th century Police Act under the British has been explained to us—certain provisions of it—by the Chief Minister, but I think that those are technical matters. It has actually nothing to do with the provisions of the Bill. Therefore as far as we on this side are concerned we are totally opposed to this Bill. Not only because we feel that it will not help or protect the citizens but we also feel that these measures would further harass the citizens of Calcutta and suburbs. I also maintain that the contact and co-operation with the people for the fostering of civic duty amongst the people which are the declared objectives of the Bill will not be achieved by any means by appointing a few officers to be chosen by the arbitrary powers of the Police Commissioner. The Bill is in fact I feel an indictment against the police personnel—the entire Police Department and the Home Department under the Home Minister, Dr. B. C. Roy —because despite the fact that about Rs. 11 crores have been budgeted for with direct and indirect expenditure on the police we are told that the paid police with all their officers, with all their armed paraphernalia, with all their informers prowling about the streets of Calcutta and suburbs they are unable to do their duty.

[4—4-10 p.m.]

We are told and I think that must be correct, that crime also has not gone down appreciably. On the contrary, petty crimes have increased in large number in Calcutta and in the suburbs of Calcutta. Sir, so despite the fact that we talk about a welfare State, a socialistic pattern of society, I think as far as the co-operation of the public with the police is concerned, it is still distant and far removed. I think this was the aspect which should have been gone into by the Government in order to find out where lies the evil. But instead of doing that a very technical Bill has been brought. We are told that the petty officers are not sufficient but that if unpaid and honorary officers are appointed, it will be sufficient. The disease, according to us, which is eating into the vitals of our society is indeed demoralising and painful and the increase of a few police officers or even constables will not help to remedy the state of affairs. We had been informed a few days back by the Chief Minister in answer to a question from this side of the House by Dr. Narayan Chandra Ray that during the period from 12th July, 1954 to 31st December, 1954, 15,538 persons had been arrested of whom 14,100 persons have been convicted as unsocial elements. We have been further told on eliciting information from the Chief Minister that in 1955 in about six months' time another 25,000 or so had been arrested by the police as being anti-social. Now I take it that if so many thousands of people have been arrested, there must be many more thousands who have not been detected nor arrested and who are going about freely inside and outside Calcutta. Sir, besides these petty offences of which these people have been convicted, there are other offences committed by such unsocial elements in the industrial belt of Calcutta and also in Calcutta. The Government have not been able to suppress these crimes within these seven or eight years. But my concern is that these 15,000 or 25,000 people who have been arrested or convicted—most of them, we find, are young people and are not the ordinary criminals. They are young people who are our neighbours, who live amongst us. But they are young people without any aim in life; without any jobs; they are unemployed. And the Government and its policies are responsible, according to us, for creating this vast army of anti-social elements if they are to be called so. Sir, therefore, you will agree with me that the remedy for this does not lie in creating a few police officers or even a few police constables or spending money by the crores for the police force. This only shows the utter bankruptcy of the Government and its policies that so many unsocial elements, anti-social elements, should still be prowling about in and around Calcutta. Is it their fault that such a thing has taken place? Surely even the Chief Minister will agree with me that unless their energies are diverted to constructive channels, unless they are given an aim in life, unless they are provided with jobs, such a situation is bound to continue and I am sure it is no honour for Government to admit such a state of affairs after seven or eight years of independence.

Now with regard to detection and prevention of crimes for the alleged purpose for which this Bill has been brought, why is it the Chief Minister should ask himself and everybody should ask himself that the police—the paid police—do not get public co-operation? We think the majority of the people would agree with us if we say that the police today are feared by the people and disliked by the people. The entire machinery of the police has been inherited from the old times. We have found that it is no fault of the people if on seeing a policeman their civic sense of duty is not roused because everybody knows—it is his experience that it is the same police force with the same mentality which is continuing from British days. We know that it is a by-word that the police are corrupt.

Even for very petty little things everybody has to pay bribe to the police. Of course, whenever we talk about this matter the Chief Minister gets up and says that it is only people with dirty minds who accuse others of taking bribes. But in all earnestness I would ask the Chief Minister to consider this point because it is a fact. No amount of abuses from the other side will get rid of this fact that the police do take bribe at all levels and for the petitiest to the gravest of things they take bribe. In police-stations if you go and make some report, you have to pay eight annas or a packet of cigarettes or two rupees. Such things take place daily. We know at street corners from lorries these policemen take bribe. We also know that it is not only the constables and so on but the entire system is rotten to the core from officers to the lowest personnel. This is the system which is prevailing right from the old times. That is why we see that the police are disliked. That is why the public do not come forward to support the police in any measure which they take. Even when they are good measures they do not get the support of the people and they are not likely to get if they remain so corrupt. We have found that the most oppressive officers of the old times were promoted as soon as we got independence—the most oppressive people, anti-national police officers got promotion. Therefore, how can citizens be expected to co-operate with such people?

Then as far as the present situation is concerned, I have already stated before during the Budget session and I state again that the police officers are in league with the anti-social elements and with the Goonda elements because we know that sometimes they are rounded up but again they are released and on occasions during strikes, during elections these people are utilised on the Congress side, on the Government side against their opponents. I am sure that everybody will agree with me, because that is our experience since the riot took place in Calcutta in British days, that unless these Goonda elements get the support of the police, they cannot do what they do in certain areas of Calcutta every now and them. It is impossible. I am not talking about small boys who are picked up in police lorries, put inside jails and then after three weeks are let off—I am not talking about them.

[4-10—4-20 p.m.]

But there are confirmed criminal elements who run gambling dens, who are utilised by the police to break up strikes. All these things cannot take place without the support of the police. In Kidderpore area the things that take place cannot take place—the riots and other things, beating up of their opponents—all these things cannot take place without the support of the police. I am sure of that. But since these things do take place, that is why my accusation lies against the Government, Government's policies, and the police officers who conduct such operations. Again, we find that the police are utilised to bring also cases by the thousands in West Bengal, specially under section 107. In rural areas, in town areas, everywhere by the thousands such false cases are brought by the police, and in a few cases naturally thereafter they can get the people convicted. But all the same the peasants, the workers, the ordinary people, they are all harassed. That is our experience with regard to the police. We find the police being utilised even to break legal strikes. We have found, on the other hand, that as far as adulteration is concerned, as far as blackmarketing is concerned, tax-dodging by big profiteers is concerned, as far as the running of massage clinics is concerned, there the police do not intervene. There the police do not arrest the monied vested interests. That is our experience with regard to the police. There we find that it is the Government policy which is to

blame because even when such adulterators are caught red-handed, thereafter not even their names are published in the Press, and after some time everything is suppressed. Even with regard to medicine we find such things happening in Calcutta. Can the Chief Minister tell me in how many of these cases have such people, when they have been caught, been heavily punished, heavily sentenced—how often has it taken place? It has not taken place. But, on the other hand, workers, peasants and ordinary people, when they go on strike, when they lead their movements, they are fired upon, they are suppressed, false cases are brought against them, and section 107, Security Act, Preventive Detention Act, all these are applied against them. Therefore, to ask co-operation from the public in such a situation, I think, is ridiculous and fantastic. Therefore, Sir, these in short are the reasons for the lack of public co-operation and the ineffectiveness of the police. Hence, how can the addition, I wonder, of a few honorary policemen help the Government out of this situation? Secondly, who will be appointed? We are told just now by the Chief Minister that there are about 900 odd such officers who had been appointed earlier, I mean such honorary police officers. I do not know exactly where, whether outside Calcutta altogether, but they are already in existence *de facto*, they are there. Then, why is it that crimes have not been prevented? Why is it, again, that further powers are being given to them? That is also not known. We are told they are very popular. But when such commotions take place, really at least in my experience I have never found these honorary gentlemen coming out to help, to quell those disturbances, because many a time telephone calls have come to us, we have rung up the police-station or Lal Bazar or gone there personally to ask the police to take steps. I do not know where these gentlemen are. Then, as a friend was telling me—and this is a peculiar logic of Dr. Roy—in advance we shall got information if such officers are there in the locality—such honorary gentlemen! But these honorary gentlemen would surely be employed gentlemen, or will they all be unemployed gentlemen doing honorary service for the Government? If they are employed, then they will surely not be informed in their office when a commotion takes place in their locality. So, there is no question of the Government or the police getting advance information before the commotion breaks out in a particular locality, because they will be at their jobs, they will be doing their business. It is only in spare time, if a commotion takes place at that particular moment, that they may give some help. That one can understand. The peculiar thing is, as in the case of the previous Bill which we discussed here the other day with regard to the Justices of Peace, similarly here no qualifications are stated with regard to the police officers who will be appointed. What must they be? What qualifications must they possess? We are told that they will be respectable citizens, but that does not satisfy us, because we know from experience specially for the last few years that as far as this Government is concerned, the entire State machinery is used for party purposes, for its own party purposes, to support the Congress Party. That is our experience, and whenever they appoint people they do it with that aim in view—whether it be with regard to giving relief to the people or otherwise, it must be done through Congressmen, through Congress heads, through Congress Secretaries. If it is a question of vigilance parties or resistance groups, sometimes even the dregs of society are organised. The only guarantee should be that they will help the Congress during election and at other times. This is all we find from experience. We find from experience that even the special cadres of teachers who are being appointed are being appointed and utilised—many of them are being utilised—for Congress Party purposes in the villages. Government is paying them,

but they are being utilised as Congress volunteers in villages. We even find from a recent report that has come to us that even the Red Cross which during the British days had no part in politics—that body had been kept apart from politics—even that body is being utilised by the present Government, with Shri P. C. Sen as one of the leaders in that organisation, for Congress purposes. Hence it is dangerous. Therefore, when we do not know who are going to be the officers, what are their qualifications, when our experience tells us that the entire State machinery is utilised by the Congress Government for party purposes, when we know that if a person holds Marxist views or Communist or Leftist views he is not promoted, even when such things take place in academic fields, when such persons are driven out of their teaching jobs, when such things take place in West Bengal—it has taken place even in a college like the Presidency College—an eminent Professor was superseded not because he was a member of the Communist Party, he was not a member of the Communist Party, but just because he held progressive views, Marxist views, he was an eminent historian and his claim was superseded and somebody else got his place—when such things take place, how can we have any faith that such people, Special Police Officers who will be appointed with all the powers of police officers, will not go against the democratic movements and against the opponents of the Congress Government in that particular area? That is why we cannot be at all enthusiastic about this measure. On the contrary, we are filled with forebodings and, hence, our total opposition to this measure.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, here is another piece of purposeful, on-the-eve-of-election legislation. Sir, by this Bill it is proposed that the Commissioner of Police or for the matter of that the Government of West Bengal will have extensive powers to appoint as many persons as they would like as Special Police Officers, and their duty would be the duty of ordinary police officers.

[4-20—4-30 p.m.]

Sir, this Bill at once suggests a pertinent question to oneself. Is it possible, is it feasible to have any person who will have the willingness, who will have the time, who will have the tenacity, who will have the leisure to go on doing all sorts of police duties day in and day out, all the year round from one year to another although he will not be paid a single farthing from the public exchequer or from anywhere else as remuneration? Well, Sir, this reminds one of the Bengali proverb which goes to say that there is none to drive wild buffaloes while taking his meals at his home. I therefore say there would not be any person, any sincere or honest person, who would be willing to accept these services although he knows fully well that he will have to take all the trouble of doing the arduous duties of a police officer but he will be paid nothing. Therefore, Sir, you can easily imagine what sort of people will come as such special police officers. I should say that they must come from the riff-raffs of the society, they must be third-rate or fourth-rate people and therefore instead of rendering service to the people or to the regular police force they will harass the general public and they will loot money with both their hands.

Now, Sir, the police officers that already exist, although they have got a decent remuneration and they have got decent emoluments, still, Sir, they are given to bribery and corruption so much so—and it gives me pain to say this time and again on the floor of the House—that the word police at least in the State of West Bengal has turned almost synonymous with bribery and corruption. When this is the state of things with regularly paid and maintained police officers, what would be the state of

things when these persons will join as special police officers and will not be paid anything from anywhere? Therefore, they would be given all the more, more than any other regular police officer, to bribery and corruption. Therefore, instead of doing any service to the people they will be a menace to the people and therefore any such proposal like this should be avoided.

Now, Sir, we know that there is too much policing at least in the city of Calcutta and it is nobody's case that there is any dearth of police personnel and so far as the objects and reasons go it is not stated that other police personnel or additional police staff or personnel is necessary for the proper maintenance of peace and order and so on and so forth—it is not stated here. Here this specious reason is given, "It is believed that the appointment of such officers will bring the public into closer contact with the police and help the police to get co-operation from the public, without involving Government in any extra expenditure. It is also hoped that the proposed measure will foster a sense of civic duty amongst members of the public." I would beg to submit, Sir, the opposite results will certainly follow and I must say that these people who will come in will function as badly as ordinary police officers. I would say, Sir, that the policemen will be all the more oppressive, as I have already submitted and the people would dislike the entire police force more than they have done heretofore and there cannot be any such state of things as co-operation between the public and the police.

Now, Sir, I should say if really Government wish that there should be some co-operation between the public and the police, instead of doing this they should set up committees consisting of representatives, respectable and responsible gentlemen, of every ward here in Calcutta, of every thana in the districts and these committees should be given sufficient supervisory power over the actions and doings of the police officers and it may be made a healthy convention with the Government that their reports and their submissions and their instructions should be treated with great respect and the help of such committees—ward committees or thana committees—should also be taken in the matter of selecting the proper personnel for the police service. I should also say, Sir, our Government in order to improve and upgrade the police service should come into some arrangement or understanding with the United Kingdom Government so that every year we may send as many youngmen as possible who will be our prospective police officers, to England and they should be trained there under the direct control and supervision of the Scotland Yard and the arrangement should also include some such thing like this that after the training period is over they should get some appointment there, of course at our expense. If it is done, I think they would imbibe the true spirit of police duties or police service and if such gentlemen or youngmen of ours come here I think they will be able to cleanse the Augean Stable of the police force of Bengal or Calcutta to some extent and in such a context, Sir, there may be some hope of the police service of ours being redeemed to a certain extent. Therefore, Sir, I very strongly feel that this proposal that is made in this Bill for the appointment of police officers, honorary police officers, for serving as ordinary police servants here in Calcutta would not serve the purpose, that would do more harm than benefit, as I have already submitted. Of course, there are anti-social elements, but increasing the police staff is not the way of doing a way with the anti-social elements in the society.

I should submit, Sir, this Government out of their regard for some pseudo-secularism would sedulously try to avoid all sorts of moral education or cultural education or religious education. This is why there

are so many anti-social elements in this country and that is why all these anti-social activities are not being checked in any way. Therefore we should pay more attention to the cultural and moral aspect of our education which we are not doing in any way, but on the other hand we are sedulously fostering the ape and the tiger in the man by all sorts of method, direct and indirect. This should be checked.

Therefore, Sir, I oppose this Bill and I propose that this Bill be at least circulated for eliciting public opinion.

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই "ক্যালকাটা এ্যান্ড সুবার্বন পুলিশ এমেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৫৫" যার আলোচনা এখানে হচ্ছে তা একটা সংশোধিত বিলের সংশোধন। এর পূর্বে যে সংশোধন এসেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্যালকাটা পুলিশ কমিশনারের হাতে সুবার্বন এরিয়ার যে পুলিশের ফোর্স সেটাকে এনে দেওয়া। এই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন উপস্থিত বিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নূতন উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যটি বুঝি হচ্ছে যে close contact with the people and seeking co-operation from the people. পিপল থেকে যদি সহযোগিতা চাওয়া হয় তাহলে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির কি প্রয়োজন হয়? এ একটা স্ব-বিরোধী পরিকল্পনা। যদি সহযোগিতায় বিশ্বাস করা হয় তাহলে পুলিশ ফোর্স কম লাগবে। পুলিশ ফোর্স সেখানে ক্রমেই কমে আসবে। যদি পুলিশ তাদের ব্যবহারে জনপ্রিয় হতে থাকে তাদের আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে ইমপারসিয়াল ওয়েতে অগ্রসর হয় তাহলে সেখানে তাদের সংখ্যা কমাতে হবে। পুলিশ যদি বাড়তে থাকে—যেমন জাষ্টিস অফ দি পিস এবং এখানে যে নূতন পুলিশ সৃষ্টি করা হচ্ছে—এবং তাদের হাতে যদি এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে তারা অবাধে গুলি করবে, গ্রেপ্তার করবে অথচ প্রকাশ্যে বেতন নেবে না, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে যে এর উদ্দেশ্য কখনই জনপ্রিয়তার ধারেপাশেও নয়। জনসাধারণকে ঠান্ডা করবার ভয়ে আড়ষ্ট করবার জন্য এবং সহযোগিতার নামে একটা করে পুলিশ প্রতি নাগরিকের গলার কাছে খাড়া করে রাখবার জন্য এর প্রয়োজন থাকতে পারে। জনসাধারণের সহযোগিতা যদি কাম্য বস্তু হয় তাহলে এই স্ববিরোধী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে।

[4-30—4-40 p.m.]

তারপর এখানে প্রশ্ন আসছে, যেমন এখানে মাননীয় প্রস্তাবক বলে গেছেন তাতে দেখছি, যেন নূতন কিছুই করা হয় নি—যে ক্ষমতা ছিল তার একটু হের ফের করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল কিছু বদল করা হয়নি। এই কথার মধ্যে আমি একটা গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করব এই কথা বলে যে যে এ্যাক্টটি এখানে আলোচনা হচ্ছে তার ১২নং সেকসনে যে কথা রয়েছে তাতে পুলিশ অফিসার করার যে অধিকার সেটার সম্বন্ধে যে একটা কন্ডিসন ছিল—আমি সেটা পড়ে শুনাচ্ছি—

The Commissioner of Police may of his own authority appoint special Police Officers to assist in any temporary emergency.

অথচ সেই ইমারজেন্সী কথাটা এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়ে গেল এবং এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল পুলিশ অফিসারস-এর স্থানে পুলিশ কনষ্টবল—স্পেশাল কনষ্টবল। কেমন কনট্রাইভেনস্! দেখুন যে এর পরই সেখানে একটা ফুল ফোর্স খাড়া করবার মতলবে নূতন একটা সেকসন তৈরী হয়ে গেল এবং সেই সেকসনেতে ইমারজেন্সীর কোন বালাই নেই—সেখানে যে কোন অবস্থাতে এমন কি স্বাভাবিক অবস্থাতে পুলিশ ফোর্স যে কোন সংখ্যায় বাড়ান চলবে। একমাত্র সরকারের মর্জির উপর তার সীমা থাকবে। এটা কে এপয়েন্ট করবে? সেটা করবেন পুলিশ কমিশনার। তারপর তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের প্রমোসন, ডিমোসন, এপয়েন্টমেন্ট, ডিসমিস্যাল যা কিছু সমস্ত পুলিশ কমিশনার করে যাবেন। এর মধ্যে আর কারো কিছু বলবার নেই। এখানে সংখ্যারও সীমা নেই এবং কোনদিকেই কোনরকম বারণ নেই—বলা হচ্ছে টাকা লাগবে না। এ টাকাটা অন্য খাত থেকে আসবে। টাকা লাগবে না এ

কথাটা সত্য নয়। এটা ভ্রান্তিমূলক কথা যে টাকা লাগবে না। ভীষণ টাকা লাগবে। কারণ এদেরকে যখন সংখ্যাতীতভাবে রিক্রুট করা হবে তখন তাদের শিক্ষা দীক্ষা কাজকর্মে দেদার টাকা লাগবে; শুধু এইসব রেমুনারেসনের নাম হবে এলাউয়েন্স। বিনা পয়সাতে তারা এসে রাস্তায় খাড়া হবে না। জনসাধারণকে অত্যাচার করবার জন্য বিনা পয়সায় ও'রা আসবেন না। বরং তখন প্রকাশ্যভাবে সরকার তাদের এলাউয়েন্স দেবেন, ইউনিফরম পরাবেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়, তারা একটা আনলিমিটেড
right of corruption, right of oppression upon the people
এবং সমস্ত লোককে শোষণ করার, ভয়াবহ করার অধিকার নেবে। তার জন্য তাদের সেখানে কিছু পেট প্রতিপালনের ব্যবস্থা তারা করে নেবেন।

তারপর আসছে পাওয়ার—এদের পাওয়ার থাকবে রেগুলার পুলিশ ফোর্সের সমান। অদ্ভূত ব্যাপার! তাহলে রেগুলার ফোর্স করে আর প্রয়োজন কি আছে। স্পেশাল ফোর্সে রেগুলার ফোর্সে তফাতটা কোথায়? টাকার কথা যদি ধরি তাহলে বলতে হয় যে তারা শিক্ষা দীক্ষা নেবেন এবং যত কিছু ডিউটি আছে সব তারা করবেন কিন্তু তারা দাতা কর্ণ হবেন, টাকা প্রকাশ্যভাবে নেবেন না।

তারপর এই যে এ'রা উপস্থিত বিলটি ড্রফ্ট করেছেন তার মধ্যে দেখা যায় একটা অদ্ভূত মনোভাব। মূল বিলে, যেখানে ২০নং সেকসান সেখানে ডিউরেসন অফ এক্সাইজ লাইসেন্স নিয়ে কারবার; সেটার ডিউরেসন কত দিন চলবে না চলবে এবং ডিউরেসন চলে গেলে পর সেখানে সাইনবোর্ড রাখা চলবে কি না চলবে তার মধ্যে একটা ক্লজ ঢুকিয়ে ২০এ সেকসন অনুপ্রবিষ্ট করা হল—তার নাম হচ্ছে যে ক্যালকাটা পুলিশ ফোর্সকে এডিসন করা হবে—এটা সুবার্বন পুলিশের এ্যাক্ট-এর মধ্যে ঢোকাতে হলে আর কোথায় ঢোকান যায়? সেখানে 'বিল' রচয়িতা আবিষ্কার করে ফেললেন যে সেকসন অব্ লাইসেন্স ডিউরেসনের মধ্যে তার স্থানটা থাকছে। সেখানে একটা পুলিশ ফোর্স—ক্যালকাটা পুলিশ ফোর্স করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ২০এ সেকসন করে। আর যেখানে সুবার্বন পুলিশের ব্যাপার সেখানে এইমাত্র আমি বললাম যে ইমারজেন্সী কথাটা তুলে দেওয়া হয়েছে। যদি একটা সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, স্পেশাল পুলিশের দরকার হয় অর্থাৎ দেখা যায় যদি কোথাও আমাদের দেশ সর্বস্বান্ত হতে চলেছে, উচ্ছন্ন হতে চলেছে তখন আমরা সবাই সেখানে হাত মিলিয়ে দেশকে বাঁচাতে যাবো এই বিশ্বাসটা সরকারপক্ষের থাকা উচিত। তা না হলে তো এসেমব্লী করে লাভ নাই। তাহলে করতে হয় একদিকে শত্রু আর একদিকে মিত্র। তাছাড়া কিছু থাকে না। যদি এই অবস্থা না হয় তাহলে যেখানে ১৪নং সেকসনে আছে
Penalty for Special Police Officer neglecting or refusing to serve, etc.
সেখানে একদিকে 'পুলিশ ফোর্স'-এর স্থলে 'স্পেশাল কনষ্টেবল্' করে দেবার, এবং অপর দিকে নূতন ১৪এ সেকসন-এর বলে স্পেশাল পুলিশ অফিসার-এর এক গোটা বাহিনী গঠন করার অস্বাভাবিক দাবী কি করে উঠল? কিন্তু সেই স্পেশাল পুলিশ অফিসার আছে কাজের জন্য নয়। এখানে একটা স্পেশাল কনষ্টেবল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং ইমারজেন্সীকে লোপ করে দেওয়া হোল। নূতন যে পুলিশ ফোর্স সেটা ঢুকল কোথায়? যে কোন জায়গায়। কাজেই সরকার যদি ইচ্ছা করে, এবং মেজরিটি নাম্বার যখন আছে, যা খুশী পাশ যখন তাঁরা করতে পারেন, তখন কোন বিলে কি ঢুকিয়ে দেবেন তার কিছুই ঠিক নাই। কোন সেকসনের পিছনে কি যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তার কিছুই ঠিক নাই। এইজন্যই বলছি যে এই বিলটা একটা অসঙ্গতিতে পূর্ণ। এটা একটা ভয়াবহ বিল হয়ে সমস্ত দেশকে ভয়ার্ত করবার জন্য আসছে। এটা জনসাধারণের সঙ্গে কো-অপারেসন করবার জন্য নয়। সেইজন্য এখনও কর্তৃপক্ষকে বলছি এটাকে সার্কুলেসন-এ দিয়ে জনসাধারণের মত নিন। নইলে এই যে তাড়াতাড়ি যেখানে যা খুশী ঢুকিয়ে দিয়েছেন এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এমন ধারা তাড়াহুড়া করবেন না। সংযত হয়ে এটাকে আনুন এবং যদি জনপ্রিয় কাজই করতে চান তাহলে জনগণের সামনে এই বিলকে ছেড়ে দিন এবং সবাই সেটাকে বিবেচনা করুক। তারপর তার মতামত নিয়ে নিজেদের শান্ত মনে

এটাকে আবার নূতন করে ড্রাফ্‌ট করুন। এতে এটা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। তাহলেই কার্যতঃ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, ক্যালকাটা এ্যান্ড সুবারবান পুলিশ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল-এর আমি বিরোধিতা করি। বিরোধিতার প্রথম কারণ হল এই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের দেশে কায়েম হয়েছে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার দীর্ঘ ৭ বছরের ইতিহাসে এইটুকু আমরা দেখেছি যে, জনসাধারণের স্বার্থ এখানে রক্ষিত হচ্ছে না। কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিক থেকে, কি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে, বিশেষ একটি শ্রেণীর অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য সমস্ত শাসননীতি চালিত এবং শাসনযন্ত্র নিয়োজিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে নূতন ক'রে পুলিসবাহিনী বৃদ্ধির অর্থ সেই শাসনযন্ত্রকে আরও সংবদ্ধ ও শক্তিশালী করা, জনসাধারণকে অত্যাচার করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি করা। তাই পুলিশ বৃদ্ধির প্রস্তাবের আমরা বিরোধিতা করি।

আইনে আছে যে, পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিযুক্ত। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের হয়েছে যে, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সাধারণ মানুষকে হয়রাণি করে এবং ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই পুলিশের একমাত্র কাজ। শ্রমিক আন্দোলনের দিকে যদি তাকান তাহলে দেখবেন যে, জোর করে ধর্মঘট ভাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যতরকম দালালির কাজ আছে তার সব কয়টি পুলিশ করে আসছে। চাষী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল এই যে, বর্গাদার আইনের সমস্ত ধারাকে উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করে সাধারণ চাষী, বর্গাদারকে গ্রেপ্তার করে তাদের হয়রান করা পুলিশের কাজ। এমনও দেখেছি যে, জমিদার, জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সাধারণ চাষী পরিবারের ইজ্জৎ পর্যন্ত এরা রাখেনি। বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে, সব জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচারও পর্যন্ত করেছে। শান্তি শৃঙ্খলার নামে এদের কাজের নমুনা হল এই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ টিকিয়ে রাখার নাম শান্তি রক্ষা; আমাদের দেশের পুঁজিপতি এবং জমিদার, জোতদারদের শোষণ ব্যবস্থা রক্ষা করে পুলিশ শান্তির নাম করে। তাই যারা এই শোষণের প্রতিবাদ করে তারাই পুলিশের চোখে শান্তিভঙ্গকারী। এই কারণেই সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, সেই হিসাবে আমাদের দেশেও, পুলিশ শাসনের ইতিহাস হল শ্রমজীবী মানুষকে অত্যাচার করার ইতিহাস। তাই তারা আরও অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হউক এটা আমরা চাই না। এই অত্যাচারের জন্য আমি কনষ্টেবল, দারোগা বা জমাদারদের তত দোষ দেব না, যত দোষ দেব শাসনযন্ত্রের, শাসননীতির ও পরিচালকবর্গের অর্থাৎ সরকারের। কারণ এইসব ক্ষুদে পুলিশরা আদতে কি? They are mere logs in the entire machinery of administration. যে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র যন্ত্র চালিত হচ্ছে, সেই শ্রেণী জনতাকে অত্যাচার করার জন্য দায়ী, সেই শ্রেণীর মুখপাত্র সরকার এবং সরকারী নীতি এর জন্য দায়ী। সুতরাং সেই ধনিক শ্রেণীর সরকারের হাতে নূতন করে পুলিশ বৃদ্ধি করার কোন ক্ষমতা আমরা দিতে রাজী নই—এই কথা পরিষ্কার করে আজকে বলতে চাই।

[4-40—4-50 p.m.]

তারপর দ্বিতীয় কথা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, যাদের এই বিশেষ পুলিশের কাজে নিযুক্ত করা হবে তারা দায়িত্বশীল ও সাধু নাগরিক হবে। দায়িত্বশীলতা ও সাধুতার নমুনাও আমরা দেখেছি। জাষ্টিস অফ দি পিস নিয়োগের বেলায় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, খুব ভাল ভাল লোককে ঐ কাজে নিযুক্ত করা হবে। আমরা শুনলাম যে, কেশোরাম কটন মিলসের সঙ্গে সংযুক্ত ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কাজে লিপ্ত, ট্যাক্স এনকোয়ারি কমিটি কর্তৃক তিরস্কৃত একজন 'বাগরি'কে সরকার জাষ্টিস অফ পিস নিযুক্ত করেছেন। এই ব্যাপার হচ্ছে। এই যখন আপনাদের সততার নমুনা, তখন বিশেষ পুলিশ বাহিনীতে কারা আসবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আপনারা কি ধরণের লোক নেবেন তা আমরা পরিষ্কার করে জানি। তাছাড়া

আরও আমরা দেখছি যে, এই বিশেষ পুলিশ বাহিনীর লোকেরা হবে অনারারী অফিসার। বিনা মাহিনায় খাটলে, চলবে কেমন করে তাদের সংসার। বিনা মাইনের অফিসার আজকের দিনে হতে পারেন দুই জাতের লোক। এক যাদের প্রচুর টাকাপয়সা আছে, ব্যাঙ্কে মোটা ব্যালান্স আছে, যাদের না খেটে খেলে চলে তাঁরাই এই ধরণের অনারারী সার্ভিস দিতে পারেন। কিংবা তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা অসাধু এবং অনারারী সার্ভিসের নাম করে অসাধু উপায়ে কিছু পয়সা কামিয়ে নেওয়া যাদের উদ্দেশ্য। একটা গল্প আছে যে, সমুদ্রের ঢেউ গুনতে দেওয়া হয়েছিল একজন অফিসারকে, সেই সমুদ্রের ঢেউ গোণার মধ্য দিয়ে সে প্রচুর টাকা কামিয়ে নিয়েছিল। এখানেও সেইরকম অবস্থা হবে কি না কে জানে। বিনা মাইনের কাজ কেন, মাইনে দিন, ঘুষ নেবার দরকার থাকবে না। তাহলে দেখা গেল যে, এই কাজ দিতে হবে ধনীর ছেলেদের, যাদের মাইনে না নিলেও চলবে। এই ধরণের বিশেষ পুলিশ অফিসার সেই শ্রেণী থেকে আসবে যে শ্রেণী হচ্ছে ধনবান, যে শ্রেণী হচ্ছে পুঁজিপতি, জমিদার শ্রেণী। এই শোষক শ্রেণীর বিদ্বেষ এবং ঘৃণা সাধারণ মানুষের উপর কি তা আমরা ভাল করে জানি। সেইদিক থেকে বিচার করলে এতটুকুও সন্দেহ থাকে না যে এই বিশেষ পুলিশ বাহিনী সাধারণ মানুষকে চূড়ান্তভাবে অত্যাচার ও শোষণ করবে। তাই আমি বলব যে, বিলে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া দরকার সাধারণ মানুষ হতে স্পেশাল অফিসার নেওয়া হবে। ডাঃ রায় বলেছেন স্পেশাল কনষ্টেবুলারি ডি ফ্যাক্টো জিনিষ; তাকে ডি-জ্যুরে করা হচ্ছে এই বিলের দ্বারা। জিজ্ঞাসা করি এই স্পেশাল কনষ্টেবুলারীর মধ্যে কারা এতদিন ছিলেন? বড় বড় অফিসার, গভর্ণমেন্ট অফিসার এবং বড়লোকের ছেলেরা মোটর গাড়ী যাদের আছে এ'রাই সব ছিলেন এতে। এই কাজের জন্য সাধারণ মানুষকে কোনদিন কি ডেকেছেন? যদি বলেন যে দেশে শান্তি রক্ষা করতে হবে, যদি বলেন দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ভালো করে রক্ষা করতে হবে—যা মুখে বলছেন—তাহলে জনসাধারণের কাছে খুলে দিন এই সমস্ত পদ। আপনারা কেন ভাড়াটে পুলিস রাখেন? জনসাধারণকে শিক্ষা দিন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে; জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষা দিন; আর্মস এ্যাক্ট তুলে দেবার জন্য আপনারা আন্দোলন করুন। জনতার হাতে আজকে অস্ত্র তুলে দিন, তাদের সংগঠিত করান। তারা চোর, ডাকাত, সামাজিক শত্রুদের প্রতিরোধ করবে। জনতার উপর যদি আস্থা না থাকে তাহলে আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলবেন না। বলতে পারেন যে এ্যান্টি-স্যোসাল এলিমেন্টস আছে। আমি মেনে নিলাম যে সমস্ত লোক সমান নয়, কেউ কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত আছে। জনতা যদি সশস্ত্র থাকে, তারা যদি সংগঠিত থাকে তাহলে এই সমাজবিরোধী শক্তি থাকলেও তারা মাথা তুলতে পারবে না; তাদের দূর করবে সশস্ত্র সংগঠিত সাধারণ মানুষ। সরকারের ঐ ভাড়াটে পুলিসের দরকার হবে না। কিন্তু তা সরকার করতে রাজী নন। কেন রাজী নন? কারণ সরকার এবং তাঁদের অনসৃত নীতি জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁরা চান ধনিক শ্রেণীর শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে। তাই জনসাধারণ যদি সশস্ত্র ও সংগঠিত হয় তাহলে জনসাধারণ যে কোনদিন এই কায়েমী স্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে দিয়ে গণরাষ্ট্র কায়েম করবে, তারা পুলিসি রাষ্ট্র ভেঙ্গে দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। সেজন্য যাতে জনসাধারণ সংগঠিত এবং সশস্ত্র না হতে পারে তার পাকা ব্যবস্থা করার জন্য এই বিল আনা হচ্ছে। সুতরাং আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে, যদি আপনি মনে করেন যে সমাজবিরোধী শক্তিকে দূর করা দরকার, যদি আপনি মনে করেন যে, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বন্ধ করা দরকার তাহলে ধনীরদুলালদের বিশেষ পুলিস অফিসার নিযুক্ত করে তা হবে না। সেজন্য সাধারণ মানুষকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করার ব্যবস্থা করুন তাহলে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। আর আপনি যদি সাধারণ মানুষের আস্থা-ভাজন হন, তাহলে নিশ্চয় তারা আপনার কথা শুনবে। অস্ত্র পেলে তারা খুন খারাপি করবে এমন কোন মানে নেই। অন্যান্য দেশে আর্মস এ্যাক্ট নেই। সেখানকার লোকেরা পরস্পরের মধ্যে খুন খারাপি করছে না। আমাদের দেশের জনসাধারণ বা তাই করবে কেন?

সর্বশেষে বোঝা দরকার এই খুন খারাপি বা অপরাধপ্রবণতা দূর করা যায় না পুলিস রেখে। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দিন, তার দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করুন, শোষণ বন্ধ করুন। মানুষ যখন বুঝবে এই রাষ্ট্র তার, মানুষ যখন বুঝবে সাধারণের স্বার্থের জন্য এই সরকার এগিয়ে এসেছে, সরকারী নীতি সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে, তখন মানুষ সরকারের সঙ্গে

সহযোগিতা করবে। তার আগে যত বড়ই প্রচার বিভাগ রাখুন না কেন, যত বড়ই ঢাক পেটান না কেন জনতা কোন দিনই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: Mr. Deputy Speaker, Sir, when this Bill is read with the Bill that was enacted on Saturday last regarding the appointment of Justices of the Peace—one who has eyes to see will not hesitate in saying that both these Bills have been brought as an outcome of a well-laid conspiracy to deprive the people of the little civil liberty that is left to them and to establish a completely police Raj in the country. Dr. Roy is thinking in the line what the Britishers thought about a hundred years ago. The difference is what they hesitated to do he is anxious to accomplish that. The provisions are there already for reserve forces to be called only in cases of emergency but what he is trying to do now is to make a permanent force—a permanent establishment. The other day the Judicial Minister while explaining the purport of that Bill wanted us to believe that it was a simple Bill but in fact it was not so. So did Dr. Roy today while introducing this Bill as if it were quite innocent and innocuous but we know what he is going to do and we shall resist him in doing that with all the powers that we have. We would like to hear Dr. Roy explaining to the House how is he going to shape the welfare State—a socialistic State—with police force all around us. We thought that he will be gradually diminishing the police force—a man like him would devise ways and means by which the police force could gradually be eliminated. We thought that good relations would be brought amongst the people in various classes so that the intervention of the police may be at least diminished. If he is at all a capable man, if he has really done something good to the people why is he seeking the help of more police force? Is he going to maintain his power with the help of that police force, is it necessary that before the election he should increase his power and that of his party men who, he thinks, will not be able to come to the Assembly in majority? If that is so, let him have it. If that is not so, if it is not to the interest of the State he should explain to the people why he has brought in this Bill.

[4-50—5 p.m.]

In the Statement of Objects and Reasons it has been tried to explain that this Bill is being brought to foster a sense of civic duty among the members of the public. If that is so, we would appeal to the Chief Minister to circulate this Bill among the people to ascertain their views, whether really they feel that by this Bill civic duty would be fostered in them. Sir, it will create confusion; it will bring about complications; there will be no bounds so far as corruption is concerned if this Bill is introduced. I will presently explain the inconsistencies in the Bill but before I do that one has to bear in mind that if a Bill like this is enacted it will bring perpetual misery to the people. Dr. Roy will not be able to get out of it; if once he is police-minded he will continue to be so up to his last day. He has already increased the police expenditure; he has already increased the number of police in this truncated West Bengal. Expenditure under police head is mounting up year by year. He is still trying to have more police. If he does not get out of this police-mindedness he will involve us in an atmosphere where we will see danger, difficulty and chaos.

This Bill has been very ill drafted. It is full of lacunae. No responsible Government would bring a Bill of such importance without even caring to look at it as to what they contain. Sir, firstly, it shall

consist of special police officers. The number is not given. How many? A hundred or a thousand or tens of thousands? This force shall consist of as many special police officers as may be appointed by the Commissioner of Police. So the Commissioner of Police can go on appointing as many police officers as he likes. Are we not entitled to know—the people of the country and the members of the Opposition—what is your number? Why don't you disclose the number of this force? This number is going to be specified by the State Government. When? In what manner? Why should the Government keep back the number of this force? Tell us, is it one thousand, two thousand or five thousand? This vague language about the number cannot be tolerated by us.

Now, the Commissioner of Police by this Bill has been authorised to frame regulations, but there is nothing about the power—he has not been given any authority to prescribe the powers of the police officers. That being so, we have to take it that these officers will have the unrestricted powers of police officers as stated in clause 4: that is, they shall have the same powers, privileges and protection and the same duties and shall be liable to the same penalities as ordinary police officers. What are the powers of these police officers? Who are these police officers? I think a person is a police officer from the Commissioner of Police to an Assistant Sub-Inspector, unless he is a constable; if he is not a constable he is a police officer. By this statute the powers of the police officers are given to these special police officers. There is no restriction about these. There is nothing to indicate that any rules will be prescribed by Government for giving them any particular power. They are having all the powers of the police officers, and in my view Government will be in extreme difficulty in prescribing powers for these police officers as they have not chosen to do so in the Bill itself.

Now, Sir, these officers will be part-time and honorary. I do not believe any gentleman worth the name will accept the position of a police officer who will be a part-time man and who will serve honorary. He has got to get something. He has got to earn his living out of it. If he is employed elsewhere, and if he is working there during the day, you have to keep these people for night work. Even then, can you expect a man working every night as a police officer, while he is working elsewhere in day time to earn his living, to do it for nothing? He must make money out of it. There is a proverb that a mother in Bengal prays that her son be appointed a Daroga, a police officer. Why? Not for the salary of the police officer that Dr. Roy pays—because of other advantages—because of the money that is available from other sources. That is why this is aspired after by a common man. You will appoint a man who is without employment and vest him with unrestricted powers and then let him loose to loot the people, to harass the people. You will be bringing in a reign of terror everywhere, in every locality. You will make the life of the people intolerable. We want to live peacefully and not in hell. We are getting a thing which will be creating a hell o f this city. If in a locality a person whom you will appoint as an honorary special police officer, is not respected and honoured every morning he will do mischief; he will create faction; he will side with the people who will wish him selam and put some money in his hands. He will take people to the local thana and see that they are victimised. If this be the contact of the people with the police I leave you here. But this is no contact, this is really torture of the people and by torturing them you will keep them at your disposal. The people who are bad, the people who are notorious in the locality will veer round these officers, form a group of themselves with these officers at their head and have a link with the Chief Minister to let us down. That is not the proper way of doing things.

[5—5-10 p.m.]

You have not made out any case whatsoever to justify this measure. So we are justified, we are entitled to say that this is being done to suppress all sorts of legitimate and legal movements and legal demonstrations in the locality. One should have the right to express himself freely and openly. If you guard each and every individual by a police officer in every lane that is not fair to him. Even if you want to do it, have the courage to face the people, go to the people with this Bill and have their views on this Bill. I am sure you will not be able to face a single meeting in the town of Calcutta and I am sure that no gentleman worth the name will support these nefarious activities of yours. With these words I will again request Dr. Roy to have this Bill circulated and to elicit public opinion on this Bill. It is a very serious Bill, it is the death blow to democracy. Sir, it will kill the entire civil liberty of the people and he must face people so that the people can know him in his real garb.

Sj. Jogesh Chandra Gupta: Mr. Speaker, Sir, I was filled with dismay when I heard sweeping condemnation from the other side of the police from top to bottom, police who belong to our community and have not come from any foreign land, and I say that if there is such wide range corruption amongst the police officers, then do we not admit the necessity that we must curb their anti-social activities? We must also have more public vigilance so that the corrupt police officials may not go on doing their nefarious work. Sir, it is said that we should elicit public opinion. I ask you, Sir, is it necessary to circulate this Bill to get the public opinion that anti-social elements must be curbed? Is it necessary to circulate this Bill in order to find out what public vigilance can be arranged to put down anti-social elements as also corruption amongst the police?

[Interruptions.]

I have heard without any interruption. Why are you so impatient? Why are you trying to interrupt me, I do not know. Just listen to what I say. I am as painfully conscious as my friends on the other side, I am as much ashamed to own that the police force is not better, I mean the lower ranks are not better than what they are.

[Interruptions.]

Do they say that the Commissioner of Police and the Deputy Commissioner of Headquarters who are concerned in the matter of recruitment are corrupt? I have seen their activities. Do they say Rai Bahadur Satyendra Nath Mukherji, who has practically by his drive against anti-social elements made Calcutta safer, is corrupt? Therefore why condemn all and sundry? Therefore if the top is not corrupt for a very long time the subordinates will not be allowed to go on in the way that they are doing. What here is sought for is this that we shall bring in from amongst the members of the public some people who will exercise public vigilance both against the anti-social elements as also against the activities of the corrupt police. (Dr. KANAILAL BHATTACHARYA: That is not the object of the Bill.) It has been said that is the object. If you want to attribute some motive in order to justify some of the speeches from the opposition benches, Dr. Roy or the Congress Party cannot help. I can tell you at once that there can be no election motive in this matter.

The next point that has been made is there is not a single man who will come forward to work in an honorary capacity. That again is a very sweeping condemnation of ourselves. I have seen, I shall tell you there are men who have worked, who have come forward to work in the special constabulary without payment. I know Sir L. P. Misra, I know

Dr. Trivedi, I know P. K. Sen and others who are Deputy Commanders of the Calcutta Special Constables. They work hard. They think that they should render some service to make a better India. There are, I hope, many men and I do not share their pessimism that there are no men available in Calcutta who will not work for the betterment of the life of the Calcutta citizens without getting some money. That again is condemning ourselves, each one of us I say. Therefore, I say I am filled with dismay. If you want to oppose then during opposition speeches I expect that the hon'ble members will be so responsible that they would not condemn themselves and condemn the whole of the Calcutta citizens that there is not a single man who will be available without payment. I have seen them at work. I have tried to co-operate with them.

[Interruptions.]

There is no doubt I have myself seen that amongst the Special Constabulary also some people are there who are trying to further their own interest. Well, I have this much faith that if this is brought to the notice of the authority, the Deputy Commissioner, Headquarters, or the Commissioner of Police is certainly going to remove those people who are doing that kind of work.

Sir, the question has been asked why don't you fix the number. Then again we have given answer to that question. The number will be according to the number of men who will come forward—respectable men who will come forward and will serve. I am of opinion that if a very great number will come forward then only we shall be able to stop corruption amongst the ranks, then only we will be able to minimise the cost, the mounting cost under the head "Police". (Sjkta. MANI KUNTALA SEN: আড়াই কোটি মানুষকে পুলিশ বানিয়ে দিন।)

We ought to be, each free Indian, if it is in his heart that he will see that corruption is a thing of the past, that crime does not spread. The sooner we realise that each free citizen would be more vigilant as to devote more time for the purpose of improving the police force as also putting down the anti-social elements the better for us; so that let us all think—we at least the members of this Legislature ought to think—that it is our duty to be policemen, it is our duty to do it and we ought not to be ashamed in furthering this cause.

[Interruptions.]

[5-10—5-20 p.m.]

Therefore, I say it is not necessary for the purpose of finding out the public opinion to circulate this Bill. We know the public are tired of anti-social elements, they want the corrupt police not to go on, they want that the police expenditure should not mount up. Therefore, this attempt to enlist non-official help in this matter will be welcomed by the public. The success of the scheme will depend upon the persons who will come forward and I have no doubt that reliable persons will come forward.

The police of the lower ranks may be corrupt, but I must say—I have taken a little interest in vigilance parties and special constabulary—I have seen that in the upper ranks the Commissioner of Police, the Deputy Commissioner of Headquarters and persons like Sj. Satyendra Nath Mukherji are working in such a way that you can depend on them and you can come forward to co-operate with them.

Dr. Narayan Chandra Ray:

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিলটা আনবার সময় যেমন মিষ্ট ভাষায়, নরম সুরে কথাটা আনলেন, তাতে এই কথাটা বলতে হচ্ছে যে তিনি সিংহ রাশির

পুরুষ, সিংহ গর্জ্জনে কথা বলাই তার শোভা পায়, নরম সুরে বললে আমার ভাল লাগে না। তিনি আমার মাস্টার মহাশয়, তার ঐ সিংহ মূর্ত্তিই পছন্দ করি। যাই হউক তিনি বলেছেন যা ছিল ডি-ফ্যাক্টো তাই হলো ডি জিওর। এটা কি সত্য যারা রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করতো, ফুটবল মাঠে গোলমাল থামাতো তারা হলো ডি ফাক্টো এটা হলো ডি জিওর। আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন এর মধ্যে আরও গভীরতর ব্যাপার আছে। শুধু ডি ফাক্টো, ডি জিওর ব্যাপার আছে তা নয়। লিআইসন কথাটা এখানে অপব্যবহার হয়েছে। এটা পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের ভেদ সৃষ্টি করাই হয়েছে। যদি এই পুলিস অফিসার সাধারণ মানুষ দ্বারা নির্বাচিত হতো এবং তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করবে এইরকম বিধান থাকতো তাহলে বুঝতাম লোকের পুলিসের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। একজন মেম্বার অত্যন্ত বেদনা পেয়েছেন পুলিসকে কেন এত অবিশ্বাস করছি। কারণ তিনি বলেছেন পুলিসের নীচের লোকের মধ্যে কেউ কেউ চুরী করতে পারে কিন্তু বড় বড় অফিসারদের মধ্যে কেউ করে না। তিনি একটা কথা ভুলে গিয়েছেন যে আজ থেকে ১০।১২ বৎসর আগেকার কথা ঐ পুলিস তার উপর কি ব্যবহার করেছেন। ১৯৩০ সালে যখন মেদিনীপুরে মেয়েদের উপর পুলিসের অত্যাচার চলেছিল তখন তিনিই পাঠিয়েছিলেন তা ইনভেষ্টিগেসন করতে। কেউ কখনও শুনেছে স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে লোক যত বেশী পিটিয়েছিল তাকে তত বেশী বড় পোষ্ট দেওয়া হবে। যে লোক জেলে গেল, স্বাধীনতার পরও গুলি খেল যে, সেতো আপনার এই স্বাধীনতাকে সন্দেহ না করে পারে না। আজকে যদি আপনি মনে করেন যে এই পুলিসদের সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই, তার অর্থ এই যে সেই পুলিস আজ আপনাকে সেলাম করছে সাহেবের বদলে, আপনার সামনে হাসিমুখে কথা বলছে কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা তাদের সামনে দাঁড়াচ্ছে, তারা গুলি আর লাঠি পেটা খাচ্ছে। আগে তারা শিকার করতে যেত বনে, আর এখন তারা শিকার করে রাস্তার মানুষ। আমার আসল বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এবার বলছি। আপনি দুই দিন আগের প্রশ্নের জবাবে একটা জবাব দিয়েছিলেন যে রাস্তায় মেয়েদের দিকে চেয়েছে তার থেকে আরম্ভ করে খুন খারাপি, সবই এ্যান্টি-সোসিয়াল একটিভিটিজ-এ ফেলেছেন। আমি বলবো বাংলার মনীষীদের মধ্যে আপনি একজন মিসগাইডেড মনীষী। আপনার সুপিরিয়ার এনালিটিকাল পাওয়ার আছে কিন্তু আপনি প্রবীণ লোক হলেও এইখানে অতি সাধারণ বুদ্ধির কাজ করছেন। একটা স্কুলের ছেলে কোন মেয়েদের দিকে চেয়েছিল সেই অপরাধ কি রাহাজানি বা অন্য জঘন্য অপরাধের পর্য্যায়ে ফেলবেন? খবর আপনি যা পেয়েছেন পুলিসের কাছ থেকে পেয়েছেন, আমাদের কাছ থেকে জানতে চান নি। আপনি যে ২৫ হাজার লোকের কনভিকসন দিয়েছেন আপনি কি নিজে অনুসন্ধান করেছেন কোন কোন টাইপএর লোক এরা। আপনি কি জানেন যারা এখানে বসে আছেন তাদের প্রত্যেকেই ছেলে বয়সে মেয়েদের দিকে তাকাতেন। আমার মনে আছে আমি তখন স্কুলের ছাত্র, বেথুন কলেজের মেয়েদের গাড়ীর দিকে তাকাতাম—সেই অপরাধে যদি আমার কনভিকসন হতো তাহলে আজ আমার এখানে এম,এল,এ, হয়ে আসতে হতো না। আপনি ডাক্তার হিসেবে ছোট ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলেন, আপনি এই শিশুরাষ্ট্রকে বড় কোরবেন তা না আপনি কোথায় কোন ছোট ছোট ছেলেরা কোন মেয়েদের দিকে চেয়েছে তারজন্য তাদের ঐ পকেটমারা, গুণ্ডা, প্রভৃতিদের সঙ্গে একসঙ্গে ফেলে কনভিকসন দিলেন।

[5-20—5-30 p.m.]

কলিকাতার সহরে যারা পকেট মারে, যারা চুরী করে, যারা ছোরা মারে, যারা ক্রিমিনাল ব্যাড ক্যারেক্টার্স তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ লিষ্ট পুলিসের কাছে আছে আপনি খোঁজ করে দেখুন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি তিনি যদি সত্যিই সিরিয়াস হন, তিনি যদি জানতে চান তাহলে লিষ্ট অফ অফেন্ডার্স খুলে দেখুন যে, যারা আপনার ড্রাইভএর আগে এ-যাবৎকাল লিষ্টেড ছিল, তারা পুলিসের কাছে সাজা পেয়ে থাক বা না থাক, সত্যি করে বলুন এই সমস্ত অফেন্ডার্স যারা লিষ্টএ আছে তাদের কয়জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে? আপনার ২৫ হাজারের মধ্যে যদি ১০০ জনকেও সাজা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও আমি বলবো আপনার কাজ ব্যর্থ হয়েছে। (এ ভয়েসঃ কে বললে এদের ধরা হয় নি?)

আপনি আমার কাছ থেকে শুনে নিন, সত্যিকার যারা ক্রিমিনাল অফেন্স করে আসছে, তাদের কেউ জেলে যায় নি। তারা চুপ করে বসে আছে। হয়ত পুলিস বলবে তারা এখন ত কিছু করে নি, অতএব তাদের কি করে ধরবো। কেন, আপনাদের ত প্রিভেন্টিভ ডিটেনসন এ্যাক্ট রয়েছে, ইচ্ছা করলেই তাদের আটক করতে পারেন? অথচ আজকে একটি ছেলে কোন মেয়ের দিকে একটু তাকিয়েছে বা হেসে ফেলেছে বলে তাকে ধরেছেন। আর যে চিরকাল চুরী করে আসছে, তিন মাস আগেও যে চুরী করেছে তাকে ধরা হয়নি কেন? আপনি ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার এটা এনালিসিস করে দেখা দরকার। যারা অফেণ্ডার্স তারা টেম্পোরারিলি সত্যেন মুখার্জীর ভয়ে হয়ত অফেন্স না করতে পারে। আর একটি স্কুলের ছেলে তার জীবন ব্যর্থ করে দেবেন, তার এই সামান্য অপরাধের জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি তাদের যে সাজাগুলি দিয়েছিলেন এগুলি কোর্ট ক্রাইম বলে গণ্য হবে কি না? আপনি তাদের উপর যে ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন, তাতে ভবিষ্যতে যখন তারা বড় হয়ে উঠবে তখন তারা চাকরী করতে পারবে না। ইফ ইউ আর সিরিয়াস তাহলে এ সম্বন্ধে খোঁজ করুন, ছেলেদের গার্ডিয়ানসদের প্রাইভেটলি ডেকে পাঠান, পুলিসকে ডাকবেন না, কারণ তারা পুলিসকে যমের মত ভয় করে, দেখবেন কত এইরকম ধৃত ছেলে পুলিসের কাছে টাকা ঘুষ দিয়ে খালাস পেয়েছে।

সত্যিকারের যে সমস্ত অফেণ্ডার্স তাদের কয়জন ধরা পড়েছে, সেটা এনালিসিস করে দেখুন। পুলিসের চেয়ে আপনাকে আমরা বেশী বিশ্বাস করি; আপনি যদি মনে করেন যে আমি ভুল বুঝে থাকি তাহলে আপনি আমাকে সংশোধন করবেন।

[At this stage the Red Light was lit.]

আমার লালবাতি জ্বলে উঠেছে, সুতরাং আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আমি শেষ যে পয়েন্টগুলি উল্লেখ করে বললাম, আশা করি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তার রায় দেবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটি পেশ করতে গিয়ে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে যে কথাগুলি শুনলাম তার সঙ্গে আমরা বাস্তব যে ছবি দেখি তার বিশেষ কোন মিল দেখতে পেলাম না। স্পেশাল পুলিশ অফিসার কোনদিন চোখে দেখিনি; তবে স্পেশাল কনষ্টেবল বলে যাদের কলকাতার খেলার মাঠে দেখি অথবা যাদের কলকাতার রাস্তায় সময় সময় ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখি, তাদের যে ক্ষমতা এবং এই বিলে আজকে স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় হয়ত কোন তফাৎ না দেখতে পারেন, কিন্তু, আমি মনে করি এর মধ্যে যথেষ্ট আকাশপাতাল তফাৎ রয়েছে। স্পেশাল কনষ্টেবল যেগুলি গ্রামের মধ্যে দেখতে পাই তারা সাধারণতঃ ক্রিমিনালস হয়, তারা পুলিশ থানায় হাজিরা দেয় এবং তাদের একটিভিটিজ যাতে কন্ট্রোল করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদেরকে সরকারকে স্পেশাল কনষ্টেবলস নিযুক্ত করতে দেখেছি। কিন্তু এখানে স্পেশাল পুলিশ অফিসারসদের যে কাজে তুলে দেওয়া হচ্ছে তা যদি সত্যই হয় তাহলে আমি মনে করবো আমাদের দেশের গণতন্ত্রের সমাধি হতে চলেছে। এই বিল শুধু একটা ন্যাক্কারজনক তা নয়, এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয় তাহলে বুঝতে হবে বাংলা দেশের জনসাধারণের পক্ষে একটা মস্ত বড় দুর্দ্দিন আসছে; এবং তার কারণ ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এণ্ড রিজনসএ যাই দেওয়া থাক না কেন, আমরা মনে করি এই বিলের সাহায্যে সাধারণ জনকতক মানুষকে পুলিশ অফিসারের সমস্ত ক্ষমতা হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে আজকে আমাদের পুলিশ যে জনসাধারণের সেবক না হয়ে জনসাধারণের শোষকরূপে বিরাজ করছে, সেই পুলিশ অফিসারকেই আরও বাড়ান হবে এবং তার দ্বারা জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করে বলা হয়েছে গণসংযোগ স্থাপন করবার জন্য এই সমস্ত পুলিশ অফিসারস নিয়োগ করা হচ্ছে। আমি মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই বর্ত্তমানে পুলিশ ফোর্সে যে সমস্ত পেড পুলিশ অফিসারস আছেন, তারা কি আমাদের সোসাইটির নন্? তাঁদের সঙ্গে কি আমাদের সোসাইটির যোগাযোগ নেই যে হঠাৎ জন কয়েক লোককে স্পেশাল পুলিশ অফিসারএর পদে য়্যাপয়েন্ট করে দিলেই পুলিশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে,

অথবা আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন হবে? আমি মনে করি এই বিলের পিছনে আরও কতকগুলি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ কয়েকদিন পূর্ব্বে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এ্যাক্ট সম্পর্কে যে এমেণ্ডেড বিল আনা হয়েছিল, সেইসময় ঐ বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম জাষ্টিস অফ দি পিসকে যেসমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় নি আজ এইসমস্ত স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষমতা যদি তারা পায়, তাহলে তাদের মাইনা না পেলেও চলবে। আমরা বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে দেখিয়েছি যে পুলিশ অফিসারদের মধ্যে দুর্নীতি কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য জনসাধারণ কিভাবে দুর্ভোগ ভোগ করছে। এই বিল পাশ হলে যে অবস্থা সৃষ্টি হবে, তাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যাবে। সেই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় চিয়াং কাই সেকএর আমলে চীনের যে অবস্থা ছিল। চীন-এতে সেই সময় আমরা শুনেছি ওয়ার লর্ডসরা তাদের সৈন্যদের মাইনে দিতে পারত না বলে জনসাধারণের মাঝখানে তাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ত এবং তারা জনসাধারণকে লুঠপাট করে তাদের নিজেদের পকেট ভরাত। এখানেও সেই প্রসেসটা নেওয়া হবে, তবে ততটা ব্রুট হবে না, কিছুটা মার্জিত হবে; কিন্তু তাহলেও বলবো সরকারের এই জনকতক সমর্থকদের পুষ্ট করবার জন্য তাদের সরকারী অর্থে পুষ্ট না করে জনসাধারণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে খানিকটা ক্ষমতা দিয়ে এবং যে ক্ষমতার বলে তারা জনসাধারণকে শোষণ করবে, তাদের উপর জুলুম চালাতে থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই বিলের মধ্যে স্পেশাল পুলিশ অফিসারসদের কোয়ালিফিকেসনস সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়া নাই। যে সমস্ত পুলিশ অফিসার বর্তমানে বাংলাদেশে আছে তাদের গুণাগুণ জানা আছে; তাদের গুণাগুণ বিচার ক'রে তবে তাদের এপয়েন্ট করা হয়, এবং তার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বসে। কিন্তু এই সমস্ত স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের ডাইরেক্ট এপয়েন্ট করবেন পুলিশ কমিশনার। তাদের কি গুণাগুণ হলে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে এই বিলের মধ্যে কোন কিছু মেনসন্ নেই। সেদিক থেকে আমি মনে করি, এবং যেকথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা সুধীরবাবু ব'লে গেলেন যে ভদ্রলোকের ছেলেরা এই কাজ করতে এগিয়ে আসবে না; বেশীর ভাগ যারা আসবে তারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত মহাশয় বলেছেন বেশী লোক না এলেও যে কয়জন আসবে, তাদেরই এই পুলিশ অফিসারের পদে নিয়োগ করা হবে, এবং তাদের নিয়ে কাজ চালান হবে। কিন্তু আমি বলবো যারা আসবে তারা উচ্চ শ্রেণী থেকে আসবে না, তারা হবে নিম্নশ্রেণীর, অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক। এবং তাদের হাতে যদি এই ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহলে তারা সেই ক্ষমতার বলে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করবে। এ ছাড়া হয়ত কিছু লোক একটা রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, অর্থাৎ কংগ্রেস দল থেকে কিছু লোক আসবে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য। তাঁরা এই ক্ষমতা হাতে নিয়ে জনসাধারণকে শোষণ করবার জন্য ভর্তি হবেন। সেইজন্য এই ধারাগুলি বিলের মধ্যে থাকার দরুণ, আমি তার প্রতিবাদ করছি এবং সব দিক দিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করছি।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Rameswar Panda:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে বিল এসেছে এর নাম
Calcutta and Suburban Police Amendment Bill.

এর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—এতে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে কনটাক্ট হবে এবং তারা কো-অপারেশন পাবে। আমার মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জেগেছে—এতকাল যে আইন চ'লে এসেছে যে আইনের বলে পুলিস প্রায় ৯০ বছর কাজ করে এসেছে, তাতে তারা জনসাধারণের সঙ্গে বেশী সংযোগ স্থাপন করতে পারে নাই বা জনসাধারণকে তারা আকর্ষণ করতে পারে নাই, এবং সেই দোষ নিবারণ করার জন্য নূতন স্পেশাল কনষ্টেবল ও স্পেশাল পুলিস অফিসারের পদ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে মনে হয়, বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা স্পেশাল পুলিস অফিসার হবেন, তাঁদের গুণ, তাঁদের কর্ম, তাঁদের এলোকেসন অফ ডিউটি, তাঁদের প্রমোসন, ডিসিপ্লিন, এমন কি পানিসমেণ্ট, লিভ এবং রেজিগনেসন্ যা কিছু সব পুলিশ অফিসারদের

মতন হবে। যদি পুলিস এতদিন ধরে গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করে জনসাধারণর আস্থা, প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পেরে থাকে, তাহলে এইরকম নূতন শ্রেণীর যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা কি করে জনসাধারণের আস্থাভাজন হবেন তা বুঝতে পারি না। একমাত্র যা প্রভেদ সাধারণ পুলিসের সঙ্গে এ'দের তা হচ্ছে এ'রা বিনা পয়সায় কাজ করবেন,—অনারারী অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। অনারারী অফিসার হিসাবে কারা কাজ করতে পারেন? দুই শ্রেণীর লোক কাজ করতে পারেন, এক যাঁদের পয়সার কোন অভাব নাই, আর যাঁরা ভাগ্যান্বেষী কিছু পয়সা করতে চান। সেইজনাই বোধ হয় যে লোকেরা নিযুক্ত হবেন, তাঁদের যোগ্যতার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। যাই হোক না কেন তাঁরা যে গভর্নমেন্টকে সন্তুষ্ট করতে, গভর্নমেন্টের মনোমত লোকদের পেটোয়া লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, তাতে সন্দেহ নাই।

তাদের পয়সা না দিলেও, তাদের পানিসমেণ্টের ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে, চাকরীর বেতন নাই অথচ পানিসমেণ্ট!! প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে তা সাধিত হবে বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাস্তবিকপক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিসের ক্লোজার কনটাক্ট দ্বারা কো-অপারেশন এণ্টাবলিস করার দরকার হয়, তাহলে পুলিসকে এরকম শিক্ষা দেওয়া হোক যাতে জনসাধারণের শ্রদ্ধা প্রীতি ও আস্থা অর্জন করতে পারে। এ পর্যন্ত যদি পুলিশ জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে থাকে তাহলে নূতন একদল লোক নিযুক্ত করলেই যে তারা জনসাধারণের আস্থা লাভ করতে পারবে এ বিশ্বাস আমি করি না।

Sj. Amarendra Nath Basu:

আজ এই যে বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে আমি খুব সংক্ষেপে দু-চার কথা বলতে চাই। এই বিলটির মধ্যে আমরা এইটুকু পাচ্ছি যে, পুলিশের কাজে পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য, অবসর সময়ে পুলিসের কাজ করবার জন্য কিছুসংখ্যক লোককে পুলিস সাজ-পোষাক পরিয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেটা থেকে তাঁরা একটা জিনিস পাবেন সেটা হচ্ছে পুলিস জনপ্রিয় হবেন তাঁদের চেষ্টায়। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বাড়বে এবং মোটামুটি সেটা একেবারে নিখরচায়। এমন একটি ভাল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষরা দাঁড়িয়েছেন এতে মনে হয় নিশ্চয়ই কংগ্রেসপক্ষের অনেকে ভাবেন যে সমালোচনা করা বা গাল দেওয়া এদের স্বভাব। কিন্তু আমি বলি তা নয়। এ বিলটি এমনি একটা মারাত্মক বিল, বিপদজনক বিল, এই বিলে আমি বলছি আমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না কিন্তু জনসাধারণ যারা, নিরীহ লোক তারা আরও বিপদে পড়বে। গণসংযোগ হাজার হাত দূরে চলে যাবে। আজ যদি পুলিসের সংখ্যারই অভাব হতো, যদি পুলিশের প্রয়োজন হোত এবং বর্তমান কংগ্রেস সরকার তা যদি অনুভব করতেন তাহলে তাঁদের বলা উচিত ছিল আর দিন কতক অপেক্ষা করা। সামনের বাজেট যখন আলোচনা হবে তখন ১১র জায়গায় না হয় ১৫ কোটি টাকা করে নিতেন। আমরা সকলে মিলে বাধা দিলেও যেহেতু আপনারা সংখ্যায় অধিক আছেন তা ক'রে নিতে পারতেন এবং পুলিসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারতেন। রাবণের দশটা মাথা ছিল এবং সে দশটা মাথা রাম সামলাতে পেরেছিল এবং আর দুটো মাথা থাকলেও তা সামলাতে পারত। পুলিসের যে সংখ্যা আছে তার উপরে যদি আরও বেশী সংখ্যা ক'রে দেন তা হ'লেও—যতই আপনারা ভাবেন—বিরোধী দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। এই কথার উপর আমি দুটো কথার জোর দেব। এই যে আপনারা মনে করেছেন যে, এতে জনসাধারণ তাদের কাজের সহযোগিতা করবে এবং এতে জনসাধারণ একটু প্রীত হবেন, পুলিসের উপর তাঁদের যে মনোভাব আছে সেটা তাদের দূর হবে, এটা একেবারেই ভুল। পুলিসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে রাগ তা দু'দিক থেকে। একদিক থেকে হচ্ছে গভর্ণমেন্টের নীতি। শ্রমিক মহিলাদের উপর গুলী চালালেন, তাদের মেরে ফেললেন—এতে পুলিসের উপর সাধারণ মানুষের ভাল ভাব আসবে না। হাড়কলে মেয়ে-পুরুষদের পুলিস লাঠি দিয়ে পেটালে তা দেখে পাড়ার হাজার হাজার লোকের ভালবাসা আসবে না। কাজেই সরকারের নীতিটা যদি সেদিক থেকে পরিবর্তন হয় তখন পুলিশের উপর আর রাগ ঘৃণা হবে না। গুপ্ত সাহেব ' বলেছেন যে, পুলিসের মধ্যে এরকম অসৎ লোক নেই, আবার বলেছেন আছে। আমার কথা হচ্ছে এই যে, পুলিসের' মধ্যে যাঁরা কাজ করছেন, সংখ্যায় কম ব'লে যে তাঁরা ভাল কাজ করতে পারছেন না তা নয়, সংখ্যায় আরো বেশী হ'লে যে তাঁরা ভাল কাজ করতে পারবেন তা নয়। আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে এই দেখেছি যে, সাধারণ চোর

ডাকাত যারা মদ বিক্রী করে তাদের সঙ্গে পুলিসের সঙ্গে মনে হয় যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগের জন্য যদি পাড়ার লোক ফোন করেও তাদের ডাকে যে অমুক জায়গায় একটা অন্যায় হচ্ছে আপনারা আসুন, তাহলে তারা আসতে দেরী করে এবং এলেও পরে দেখা যায় তার কোন ফল হচ্ছে না। এমন কি আমি যখন নিজে কোন পুলিসের বড় অফিসারকে বলি যে, আপনারা তো সেই পুরাতন পুলিস, একটা ভাঙ্গা রিভলবার ধরতে কত অত্যাচার করেছেন, আর চোখের সামনে এইগুলো হয়, আপনারা পারেন না ঠিক করতে। তাঁরা বলেন, আমরা জানেন তো একটা কনষ্টেবলকে ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, সে দু'-চার টাকা খেয়ে এইরকম কাজ করে। কাঁহাতক আমরা কি করি। সেইজন্য এইভাবে লোকসংখ্যা না বাড়িয়ে পুরাতনকে যদি ছাঁটাই করতে হয় তা করে নূতন কিছু ভাল লোক, দেশে যেসব ভাল ছেলে আছে তাদের নিযুক্ত করুন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক যদি ভাল ঢুকতে পারে তাহলে তার দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হবে। আর একটা কথা হচ্ছে যে বিনা মাহিনায়। এই সভাতেই যখন আমাদের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি যে, অমুককে তিন হাজার টাকা মাইনে দিয়ে কেন রাখা হচ্ছে আপনারা দেড় হাজার টাকা তাকে দিন তখন মন্ত্রী মহাশয়রা একসঙ্গে চিৎকার করেছেন যে, কম মাইনে দিলে কর্মচারী সৎভাবে কাজ করতে পারে না। সৎ থাকতে পারবে না। এই কথা এই সভাতেই মন্ত্রী মহাশয়রাই বলেছেন। কিন্তু আজকে তাঁরা বলছেন যে, বিনা মাইনেতে তোমরা সৎভাবে কাজ করবার জন্য এসো।

[5-40—6 p.m.]

আর একটা কথা, যারা আজ এ কনষ্টেবলের কাজ করে যাচ্ছে এবং যাদের প্রচুর প্রশংসা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় করলেন তারাও যে কিরকম কাজ করে, অতটুকু ক্ষমতা পেয়েও যে তারা জনসাধারণের উপর কিরকম অত্যাচার করে, সে খবর ওঁর কাছে আসে না, এলেও তিনি শোনেন না। আমি জানি যে, দুর্গাপূজার সেবাকার্যের সময় তারা ভাল কাজ করে। আমি এও জানি স্পেশাল কনস্টেবল যারা ঐ পুলিসের ধাঁচে তারা সার্বজনীন দুর্গাপূজার মাঠে মদ খেয়েও ঢুকেছে এবং সাধারণ মানুষ তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। পাড়ার দুই পক্ষে গুণ্ডা মারামারি করছে, রাত ১২টার সময় আমি গিয়ে উপস্থিত, দেখেছি যে ঐ দু'পক্ষেরই স্পেশাল কনস্টেবল হচ্ছে সর্দার। এটাও আমি নিজে দেখেছি। লাভের মধ্যে এই হবে, সাধারণ মানুষের যারা ১০০ হাত দূরে থাকত তারা আজ পাড়ায় পাড়ায় থানা তৈরি করবে ডাঃ রায়ের ইচ্ছায়। ঐ যে অফিসারটি স্পেশাল অফিসার হবেন তাঁর বাড়ীতে আরও জনকতক লোক জুটবে এবং সেখানে একটি ছোটখাট থানা হবে এবং তাতে পাড়ার নিরীহ লোকরা এতদিন হয়ত দশজনকে সেলাম দিয়ে আসছিল আজকে তাদের আবার এই ১১ জনকে সেলাম দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এর দ্বারা জনসাধারণের পুলিসের উপর তাদের মনোভাব বদলাবে না। এর দ্বারা সাধারণ মানুষের কোন উপকার হবে না। এর দ্বারা বরঞ্চ পল্লীর লোকের উপর পীড়নই চলবে এবং পল্লীর লোকের যে ঘুষ দেবার মাত্রা সেমাত্রা আরও কিছু বেড়ে যাবে। আমি জানি একটা খবর—থানায় একটি সাধারণ মানুষকে নিয়ে গিয়ে মারপিট করা হোল—তারপর তিনি যখন পুলিস কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করলেন এবং যখন পুলিস কমিশনার বিচার বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন, তখন সেই অফিসারের বিরুদ্ধে তখনই এক দল লোক লেগে গেল, ভাই তুমি এ কেসটা মিটিয়ে নাও, এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেও না—ও নাহয় এক থানা থেকে আর এক থানায় চলে যাবে। এইসব কাজ কারা করছে? এইসব কাজ করছে, গুপ্ত সাহেব যাদের প্রশংসা করলেন, এই স্পেশাল কনষ্টেবলরা। এখনও ঐ ধাঁচের লোক আছেন। সেইজন্য আমি মোটামুটি এই কথা বলি, এর দ্বারা কোন উপকার হবে না। যদি কিছু অন্ততঃ ভাল হ'ত তাহলে নিশ্চয় আমরা এটা বিবেচনা ক'রে দেখতাম। আজ যদি সরকার সত্যিই জনপ্রিয় হতে চায় তাহলে তার অন্য পথে যাওয়া উচিত। আজ যদি সরকার এটা করতেন যে, আমরা এই কলকাতার সহরে ১ হাজার নৈশ বিদ্যালয় খুলব, বিনা মাইনেতে আমরা এক হাজার লোক চাই যারা পড়াতে পারবে—আমরা ঘর দেবো, বাড়ী দেবো, আলো ক'রে দেবো—বিনা মাইনেতে শিক্ষক আসুক—তাহলে আমরা সবাই মিলে যোগাড় করে দিতাম এক হাজার ছেলে। এক হাজার ছেলে তাদের পড়াত, তাদের অন্ততঃ কিছুটা লেখাপড়া শেখাত এবং তার দ্বারা সত্যিই সরকার জনপ্রিয় হ'ত, তার দ্বারা তারা আমাদের সহযোগিতা পেতেন।

আজকে চার পাঁচ রকমের পুলিস বিভাগ আছে, সশস্ত্র আছে, শস্ত্রহীন আছে, আবার এমন এক-রকমের পুলিস আছে তারা স্কুলে আছে, কলেজে আছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেতে আছে, পল্লীতে আছে, ক্লাবে আছে এবং সব জায়গায় আছে এবং তাদের উৎপাতের ঠেলায় সাধারণ মানুষ বিপন্ন। আবার এইরকম একটা আধা পুলিস, পুলিসের ধাঁচে আর একটা পুলিস বাহিনী করবার কি কারণ আছে? তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করি, এটা প্রত্যাহার ক'রে নিতে, এ আর জনমতের নিকট পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই এবং এটা প্রত্যাহার করে নিয়ে আপনি যেটা বলেন সময় নষ্ট না করা তাই করুন। আমিও সময় নষ্ট করতে চাই না। এইরকম বাজে বিল নিয়ে এসে ওরকম সময় নষ্ট যেন না করেন।

[At this stage the House was adjourned till 6 p.m.]

(*After adjournment.*)

[6—6-10 p.m.]

Janab A. M. A. Jaman:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এই যে বিলটা এসেছে—

Calcutta Police and Suburban Police (Amendment) Act

এই সম্বন্ধে অনেক কথা এ'রা বলেছেন। আমরা সব সময় দেখে আসছি যে, যখনই গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে কোন সুষ্ঠু ও ভাল জিনিস আসে তখনই বিরোধী দলেরা তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা জানেন যে, গভর্নমেন্ট যদি পপুলার হয়, গভর্নমেন্ট যদি ভাল কাজ করে জনসাধারণের সহযোগিতা পায় তাহ'লে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। তার প্রমাণ দেশ-বাসী পেয়েছেন। তাঁদের অনেক অভিযোগের মধ্যে তাঁরা একথাও বলেছেন যে, সেই পুরানো পুলিসই রয়ে গিয়েছে। পুরানো তো অনেক কিছুই হতে পারে। পুরানো বাংলাদেশ তথা পুরানো ভারতবর্ষ রয়ে গিয়েছে। এ'দের কথামত করতে গেলে পুরানো ভারতবর্ষ ছেড়ে দেওয়া দরকার। বাংলাদেশও ছেড়ে দেওয়া দরকার। ইংরাজ এসেছিল, এখন চলে গিয়েছে। এখন কংগ্রেস রাজত্ব চলছে। অন্যরকম পলিসি চলছে। তাই পুলিসেরও আর সেইদিন নাই। একথাটা যদি তাঁরা চিন্তা ক'রে দেখেন তাহ'লে আমার মনে হয় তাঁদের বলবার কিছু থাকে না। এই যে স্পেশাল পুলিস হচ্ছে তাঁরা সব অনারারি হবেন। এই নিয়ে কিছু কথা হয়েছে। একটা কথা বলা হয়েছে বেতন ছাড়া কে কবে কাজ করেন। এখানে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, এই যে তাঁরা এখানে এসেছেন—এসেম্বিতে এসেছেন, তাঁরা কি শুধু বেতনের জন্যই এসেছেন?—শুধু ২০০৲।২৫০৲ টাকা পাবেন বলেই এসেছেন? এটাই কি তাঁরা মনে করেন? এই দিকটা একটু ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। আর একটা কথা, তাঁরা ভুলে গিয়েছেন দেশের লোক বুঝি দান করতে চায় না। শ্রমদানের কথা তো বেশীদিনের কথা নয়। এটাকে তাঁরা শুনেন নি? দেশবাসীর ত্যাগের কথা কি এ'রা ভুলে গিয়েছেন? দেশ-বাসীকে উচ্ছৃংখল জনতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সমাজসেবার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসেন এটা কি তাঁরা ভুলে গিয়েছেন? এ'রা লালচোখে দুনিয়াকে দেখেন—সেই চোখে দেখা এখন চলবে না। এই জিনিসটা একবার ভেবে দেখবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করি। এখন কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। থানা বহু দূরে থাকার দরুণ জনসাধারণ প্রয়োজনের সময় পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না, নানারকম হয়রাণির দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে হয়। এই বিলের দ্বারা প্রতি পল্লীতে পল্লীতে পুলিস অফিসার হবে—আর তাহ'লে অনেক উপকারই হবে—এতে তাঁদের ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হবে না। গুণ্ডার উপদ্রব কমবে। তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। যদি দেশবাসীকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, ট্রামবাস পুড়িয়ে মানুষকে উচ্ছৃংখলতার পথে এগিয়ে না নিতে চান তাহলে দেশে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে; দেশে শান্তি বহাল করতে হবে। গুণ্ডামী বদমাইসী দ্বারা কাজ হবে না, রাস্তাঘাটে গুণ্ডামী করা চলবে না।

Sj. Ambica Chakrabarty: On a point of order, Sir,

উনি কি আমাদের লক্ষ্য করে এসব ব'লছেন?

Mr. Speaker: He is not attacking anybody in particular.

Janab A. M. A. Jaman: Special Police Officer সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁরা ঘুষ খাবেন। আমি এখানে বলতে চাই, যাঁরা দেশের কাজ করবেন তাঁরা ঘুষ খেয়ে কাজ করবেন এমন আশঙ্কাপ্রকাশ অমূলক এবং ভুল। আমাদের মধ্যে কয়জন এম, এল, এ, ঘুষ খেয়ে কাজ করেন? আমি আবার বলছি দেশে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বিনা প্রতিদানে দেশের স্বার্থে দানই করে যেতে চান। আর সেইসব লোককেই স্পেশাল পুলিসে নেওয়া হবে। আমার আরেক বন্ধু বলেছেন যে, যেভাবে বিল করা হয়েছে তাতে এই কাজে যোগদান করার জন্য শুধু নিম্নশ্রেণীর লোকই এগিয়ে আসবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি স্পষ্ট করে ওঁদের জানিয়ে দিতে চাই যে, নিম্নশ্রেণীর কথা এইপ্রথম ওঁদের মুখে শুনা গেল। ওঁদের মুখে এসব কথা শোভা পায় না। আরেকটা কথা বলতে চাই। অমরদা বলেছেন পুলিসের উপর দুই কারণে লোকের রাগ রয়েছে। একটা হচ্ছে পুলিস গভর্নমেন্টের পক্ষ নেয়। দ্বিতীয় হচ্ছে পুলিস লোকের উপর গুলী চালায়। আজকাল দেশে একটা অনিষ্টকর প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। যখন তখন যেকোন কারণে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রদের মুখরোচক কথা ব'লে এসেম্বি্ল ঘেরাও করার জন্য নিয়ে আসেন —তাদের বলা হয় এসেম্বি্ল ঘেরাও করলে বোনাস পাওয়া যাবে, এটা সেটা পাওয়া যাবে, দাবী-দাওয়া আদায় হবে। এ'রা কোন মুখে একথা বলেন জানি না। পুলিস জনসাধারণের সেবার জন্য, শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যেই রয়েছে—এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার জন্য। একথা ভুলে গেলে চলবে না। এ'রা যা বলেন, সেটাই যদি সত্য হ'ত তাহলে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের ১২।১৪ আনা লোক ওঁদের দলেই থাকত, কংগ্রেসে থাকত না। আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, এই এসেম্বি্ল ৩য় বর্ষ গিয়ে ৪র্থ বৎসরে পড়ল—এই কয় বৎসরে জনসাধারণ তাঁদের মনোনীত মেম্বারদের দ্বারা এই ধারণার অপোজ করে এসেছে। স্পেশাল পুলিস বিলটা সার্কুলেট করার কথা অনেকে বলেছেন। বলেছেন এই বিলের দরকার নাই, কোন যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু দেশবাসী তাঁদের কথা মানে না। আজ আর দেশবাসীকে ভুল বোঝান চলবে না—চলে না। এজন্য আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজ জনসাধারণ গভর্নমেন্টের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলিয়ে চলতে শিখেছে। আজ জনসাধারণের মধ্যে থেকে স্পেশাল পুলিস বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসবে। কাজেই আমার মনে হয় জনসাধারণ তাঁদের ভাঁওতায় ভুলবে না।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Raipada Das: Mr. Speaker, Sir, the co-operation between the public and the police is undoubtedly desirable. But the measure that has been contemplated in the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, is a most impractical one. For, who are the people that will be prepared to render unpaid services to the police? Either they must be men who have dedicated themselves to the service of humanity and have nothing to expect in return. Or, they must be a class of vagabonds who have got nothing to do but to go about loafing and often indulging in anti-social activities. The first type of men are very rare in the country. Indeed, they have become rarer after independence. Again, the few that are available will resent being appointed special police officers and dancing to the tune of the Commissioner or Deputy Commissioner of Police. They have their own way of serving their country and her people. The second type is not very hard to get. But the unholy combination of these people with the corrupted police will not help cure the malady the Government seeks to cure. These people will harass the public in various ways, accept illegal gratification in lieu of pay, as they would, of a certainty, come to look upon it, both on their own behalf and on behalf of the masters they serve. Thus, the proposed measure, instead of creating a civic sense among members of the public, will help a section of them practise corruption with impunity and oppress people in season and out of season on the flimsiest grounds. They will be a standing menace to the healthy and normal life of the society. The crying need of the country is to check and eliminate corruption which seems to have been let loose since

independence. It has vitiated not only the police but all categories of service from the top to the bottom. Our social life itself has been devastated by this ever-growing and ever-spreading vice. *It must be* checked and not only checked, but rooted out if free India is to remain free and move towards progress and prosperity. The contemplated measure will not touch even the fringe of the colossal problem. In no way will it help society but will result in making it more depraved and more unhealthy.

There are enough police in the land. What the Government has got to do is that it must not only increase the efficiency of the police but must look to their integrity. The corrupted police cannot be expected to check corruption—far less to eradicate it. Let Government face this stupendous problem boldly and in a realistic way with a view to finding out a proper solution, instead of tinkering with such half-hearted measures as the one contemplated in the Bill before us. Mere multiplication of police without any attempt at improving their efficiency and integrity will never deliver the goods. The police hold a key-post in the administration. If it gets weak and cankerous, the whole administration will crumble down.

Sj. Ganesh Ghosh:

স্পীকার স্যার, কলকাতা এবং উপকণ্ঠে স্থায়ী পুলিস ব্যবস্থা বাড়াবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে, অথচ বলা হচ্ছে যে, পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা এবং জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করা এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কিভাবে জনসাধারণের নাগরিক কর্তব্যের চেতনা বৃদ্ধি পাবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। এই বিশেষ পুলিস অফিসারের কি ফাংসন তারও আভাষ দেওয়া হয় নি। স্বভাবতঃ বর্তমানে যে পুলিস অফিসার যে কর্তব্য করেন এবং যেভাবে করলে নতুন অফিসারেরা যে তার চেয়ে নতুনভাবে কিছু করবেন সে সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেন নি। এই সমস্ত পুলিস অফিসার হিসেবে যাদের নিয়োগ করা হবে তাদের কি গুণ থাকবে তার কিছু বলা হয় নি। গত পরশু যে জাষ্টিস অফ পিস সম্বন্ধে আলোচনা হলো সেথায় বলা হয়েছে

"They must be citizens of India and as to whose integrity and suitability the Government is satisfied."

এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই যে পুলিস অফিসার, কনস্টেবল নেওয়া হবে

with all the powers of the police officers

তাদের গুণের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। সুতরাং

any cattle-lifter, horse thief, pick-pocket, smuggler

যে-কেউ এই পুলিস অফিসার হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন, এমনকি গুপ্তচরও বাদ পড়বেন না। এই পুলিস অফিসারের কি কেডার হবে বলা হয় নি। শেষকালে দেখা যাবে যে, একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের চেয়ে একজন স্পেশাল পুলিসের জন্য টাকা বেশী খরচ হবে। কেন বলা হল না, এদের জন্য কিছু খরচ করা হবে না। আশ্চর্য এই যে, এতদিন বাদে কংগ্রেস মন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে পুলিসের সংযোগ নাই। এবার সেই সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯৪৭এর পর থেকে সমস্ত বড় বড় নেতারা বলে থাকেন, পুলিস বদলে গেছে। বর্তমান পুলিস জনসাধারণের সেবক। তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। জনসাধারণ যেমন ক'রে ১৯৪৭ সালে পুলিসকে সন্দেহ করত, ভয় করত, বর্জন করে চলত আজকের দিনেও কি তা বদলে গিয়েছে? সাধারণ পুলিসের প্রতি আজও সেই সন্দেহ পোষণ করে যে, তারা ধনিক, মালিক কিম্বা জমিদার—এদের পক্ষে। তাই সাধারণ মানুষের পুলিসের প্রতি বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস, তাই থানায় যাবার নাম শুনলে কেঁদে ফেলে। নেতারা যখন বলছেন, জনসাধারণের সেবক হচ্ছে পুলিস—জনসাধারণ সে কথায় বিশ্বাস করে না কেন? কারণ ১৯৪৭ সালের আগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা পুলিসকে যেমন মনোভাব তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন, জনসাধারণকে শত্রু হিসেবে দেখতো, তাদের প্রতি যেমন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতো, আমাদের শাসকেরা সেই নীতি অনুসরণ ক'রে চলছেন। তাই আজও পুলিসের প্রতি জনসাধারণের সন্দেহ, ভয়, ঘৃণা একটুও কমেনি। ১৯৪৭ সালের আগে তারা জনসাধারণের

বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ করেছিল, বৃটীশ শাসকদের নির্দেশে তারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অত্যাচার করেছিল। আজও দেখা যায় জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ, অত্যাচার করা হয়। আমাদের শাসকেরা তেমনি তাদের প্রশ্রয় দেন। এই যে পুলিসের জঘন্যতম অত্যাচারের অগণিত উদাহরণ আছে; এই যে কোচবিহারে গুলী চললো, অসহায় নরনারী প্রাণ দিলু, এই যে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবীর ফলে সরকার হাইকোর্টের জাজ দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেখানে আমরা জানি, বিশ্বাস করবার অনেক কারণ আছে, বিচারপতি গুহরায় পুলিসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন এবং তাদের শাস্তির দাবী করেছেন। কিন্তু আমাদের সরকার কি করলেন—রায় চেপে দিলেন এবং বল্লেন, জন-স্বার্থের জন্য সেটা প্রকাশ করা হবে না। দাবী উঠল অপরাধীদের সাজা দাও। আমরা জানি সেই জঘন্যতম অত্যাচারী পুলিস অফিসারের প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে।

[6-20—6-30 p.m.]

বৌবাজারের মোড়ে বাংলাদেশের মেয়েরা—তাদের স্বামী ও সন্তানদের মুক্তির জন্য দাবী করলে তাদের গুলী ক'রে হত্যা করা হ'ল। বলা হ'ল—তারা বোমা ফেলেছে। আমরা জানি মেয়েরা বোমা ফেলে নাই, অন্যেরা ফেলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নারীরা মরলো পুলিসের গুলীতে। কিন্তু এই নারী হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় তদন্ত পর্যন্ত হ'ল না। অথচ সেই পুলিসের প্রমোশন হয়েছে। বিগত ট্রাম আন্দোলনের সময় লালবাজার হেড-কোয়ার্টার্সের বড় বড় দু'-তিনজন অফিসারের বিরুদ্ধে—গুপ্তমহাশয় বললেন, বড় বড় অফিসাররা খুব ভাল হয়--ব্যাপক বিক্ষোভ হ'ল। কংগ্রেসী কাগজ লিখলো বাংলাদেশের পুলিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জারজ সন্তান। তাদের বিরুদ্ধে দাবী উঠলো বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। তা করা হ'ল কি? নারীদের ধর্ষণ করা হ'ল, বাড়ীর চারতলা থেকে চুল ধরে নামিয়ে আনা হ'ল, তাদের সাজা হ'ল কি? আমরা জানি তাদের উল্‌টে প্রমোশন হয়েছে।

তারপর বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানায় পুলিস গিয়ে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীদের উপর অত্যাচার করলো, ধর্ষণ করলো, তার ফলে ব্যাপক দাবী উঠলো বিভাগীয় তদন্তের। কি হ'ল? কিছুই হ'ল না। মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে মিথ্যা কথা নয়, বাড়ী লুট হয়েছে সেটাও মিথ্যা কথা নয়। তারা কি সেজন্য সাজা পেয়েছে? বিভাগীয় শাস্তিও কিছু দেওয়া হয় নাই। এবং তারা প্রমোশন পেয়েছে।

তারপর চিৎপুর থানার একজন সার্জেন্ট একটা ছোট ছেলেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বেদম মারলো। তার গায়ে ১৮টি বড় বড় ঘা হ'ল। ছেড়ে দেবার পর সে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে দেখিয়ে সার্টিফিকেট নিল এবং আদালতে মামলা করলো। সে বিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠলে বলা হলো মোকর্দমা হচ্ছে, এখন কিছু করতে পারবো না। তিনি বললেন—

You will realise that it will be difficult for me to intervene at this stage. I will, however, keep in touch with the case and as soon as the enquiry is over, I shall be in a position to come to a decision.

তিনি আরো বললেন—

He also said,—I may also say, that I have had enquiry made departmentally, but I cannot give you the details at this stage.

এই ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারিতে তিনি স্যাটিসফায়েড হয়েছেন কি? থানায় ধ'রে নিয়ে একটা ছেলের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হ'ল। তার সাজা হয়েছে কি? পুলিস তাদের ভয় দেখিয়ে মামলা মিটমাট করেছে। সেখানে পুলিসের সাজা না হয়ে বরং প্রমোশন হয়েছে। এইভাবে কি পুলিসকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না?

তারপর বীরভূমে যে ঘটনা হয়ে গেল, সে সম্পর্কে এখন কিছু বলবো না। পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন না করে, অপরাধী পুলিসের কঠিনতম সাজা না দিয়ে, জন-সাধারণের কাছে পক্ষপাতহীন কোন উদাহরণ না দেখিয়ে, এই পুলিসের সঙ্গে গণসংযোগ করতে বলা অর্থহীন। এই বিল সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন, তাঁরা সত্য কথা বলেন নি। এর উদ্দেশ্য অন্য কিছু। এই কলিকাতা সহরে স্পেশাল কনস্টেবল সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে।

তার উপর আবার স্পেশাল পুলিস অফিসার সৃষ্টি করা হবে। অপরাধ কি দেশে বেড়েছে? দেশে পুলিসের সংখ্যা কত বেড়েছে তার একটু- তুলনামূলক হিসাব দেখাচ্ছি। ইংরেজ আমলে ১৯৪২ সালে ছিল ২,০৮২ জন লোকের জন্য একজন পুলিস; ১৯৪৬ সালে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় ১,৮৬৬ জন লোকের জন্য একজন পুলিস ছিল; আজকে কলিকাতায় অগণিত ডি. আই. বি. ওয়াচারে ছেয়ে আছে. ডিটেকটিভে ভরে গেছে, তাদের ও ইণ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলস্কে বাদ দিয়ে, ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার ফোর্স বাদ দিয়ে, এখন ১৯২·৩ জনের জন্য একজন পুলিস আছে। তারপর এক হাজার আই. বি. ওয়াচার ও ডি. ডি. ওয়াচার ধ'রে নিয়ে দেখা যায় ১৮৭·৫৭ জন লোক পিছু একজন ক'রে পুলিস আছে। তার উপর শুনলাম ৯৪৭ জন স্পেশাল পুলিস অলরেডি আছে। তাহ'লে দেখা যাবে ১৬৬·১ জন লোকের জন্য একজন পুলিস আছে। এতেও যদি অপরাধ না কমে, এতেও যদি জনসংযোগ না হয়, তাহ'লে আর কিছুতেই হতে পারে না। বর্তমান দুর্নীতিপরায়ণ পুলিসকে দিয়ে গণসংযোগ হবে না।

ওঁরা বলেছেন বড় পুলিস ভাল। বর্তমান কংগ্রেসী বন্ধু নেপাল রায় গতবার উত্তর কলিকাতার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর প্রমোশন হয়েছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জী প্রতি বাজেট সেসনে পুলিসের বিরুদ্ধে বলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। ইংরেজ আমলের মত পুলিস জঘন্যতম অপরাধ করবার পরও এই কংগ্রেসী সরকার তাদের সস্নেহে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যে পুলিসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ আছে, সেখানে জনসংযোগ হয় না। তাসত্ত্বেও পুলিস বাড়ান হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। আমি বলবো এই পুলিস বাড়িয়ে বিরোধী পক্ষকে দখল করা যাবে না। যতক্ষণ সামর্থ্য থাকবে, বিরোধী পক্ষ লড়াই করে যাবে। সত্যি যদি চান—তাহ'লে পুলিসকে এমন শিক্ষা দেন যাতে জনসংযোগ হতে পারে, পুলিস সত্যিকারের জনসেবক হতে পারে।

Sj. Nepal Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটু আগে গণেশবাবু যে কথা বললেন যে, কয়েকজন পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে--আমরাও চাই না এইরকম কোন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার এখনও থাকুক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ডাঃ রায় নিশ্চয়ই এই সমস্ত দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিস অফিসারদের নিশ্চিহ্ন করবেন। (এ ভয়েস্ ফ্রম অপোজিসন বেঞ্চঃ উনি আপনার কেসে কি করেছেন?) আমরা কখনই বরদাস্ত করবো না দেশের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ কোন পুলিস অফিসার আর থাক্। ইংরাজ যা করেছে, তা করেছে; কিন্তু আমরা আর কিছুতেই এই দুর্নীতি সহ্য করবো না. দেশের মধ্যে দুর্নীতি আর কিছুতেই চালাতে দেবো না।

[বিরোধী পক্ষ হতে তুমুল গোলমাল।]

ওঁদের সম্বন্ধে যদি বলতে যাই তাহলে অনেক ইতিহাস বলতে হয়। আমি কারও পার্সোনাল ম্যাটার নিয়ে, কাউকে এটাক করতে বা আলোচনা করতে চাই না। আমি, স্যার, কিছু কিছু এই বিলকে সমর্থন করি। (এ ভয়েসঃ কিছু কিছু সমর্থন করেন কেন?) আজকে বোধ হয় আপনাদের ভয় হচ্ছে আগামী ইলেকসন্-এ জিততে পারবেন না বলে, এবং সেইজন্য আপনারা নার্ভাস ও অস্থির হয়ে পড়েছেন। [বিরোধী পক্ষ হতে তুমুল হট্টগোল।] (ভয়েসেসঃ বেরোও ওখান থেকে। যা জিতবে খালি নেপাল রায়।) এই স্পেশাল কনস্টেবলদের সম্বন্ধে আমি দু'-একটা কথা বলবো। আমি কয়েক বছর ধ'রে কলকাতায় আছি এবং ইতিপূর্বে আমি এই সমস্ত স্পেশাল কনস্টেবলদের বিষয় নিয়ে ক্রিটিসাইজ করেছি, তার কারণ তাদের সম্বন্ধে আমি সব জানতাম না। (এ ভয়েস্ ফ্রম অপসিসন্ বেঞ্চেস্ঃ এখন কি আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয়েছে?) আমি আপনাদের মত হিপক্রিট নই, আমি যেটুকু জানি তা সোজাসুজি বলি।

Mr. Speaker: You need not address them. You address me.

Sj. Nepal Chandra Roy: Special constable

সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার আছে তা থেকে আমি বলছি। (এ ভয়েস্ঃ হঠাৎ আজ কোথা থেকে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?) তাঁরা আমাদের খেলার ফুটবল মাঠে পাবলিক

সার্ভিস্ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখেছি, এবং কলকাতার সহরের নানান রোগ যখন এপিডেমিক ফর্ম-এ দেখা দিয়েছে তখন জনসাধারণের সেবা করেছেন, কলেরার ইনঅকুলেশন দিয়েছেন, বসন্তের টিকা দিয়েছেন। এই সমস্ত জনহিতকর কাজ করতে আমরা দেখেছি। (বিরোধী পক্ষ থেকে জনৈক সদস্যঃ তার জন্য পুলিস অফিসারকে পাঠিয়ে দিতে হবে নাকি?)

[6-30—6-40 p.m.]

স্যার, আজকে আমি এখানে একটা জিনিষ রাখতে চাই, আজকে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিষ সেটা হ'ল আমাদের দেশের রাউডিজম্। (নয়েজ ফ্রম দি অপোজিসন বেঞ্চেস্ঃ তোমাদের মত লোক বাহিরে আছে, সেইজন্য রাউডিজম কর্মপ্লিটলি বন্ধ হ'তে পারে না।) স্যার! গুণ্ডাইজম এণ্ড রাউডিজম পুলিসকে আজ বন্ধ করতে হবে। আজ কলিকাতার একটা থানার এলাকায় ৩ লক্ষ লোকের বাস, আর থানায় থাকে সামান্য কয়েকজন অফিসার এবং কনষ্টেবল। এ অবস্থায় তারা রাউডি এলিমেন্ট বন্ধ করতে পারে না। অতএব তা যদি করতে হয় তাহলে আজ স্পেশাল পুলিস অফিসারের সত্যই প্রয়োজন। একথা, স্যার, আমি যখন ও দলে ছিলাম তখনও বলেছি যে, রাউডিজম বা উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হ'লে, ডাকাতি বন্ধ করতে হ'লে আজকে সরকারের প্রয়োজন বজ্রকঠিন হস্তে তাদের দমন করা। স্যার! আমি দেখেছি, স্পেশাল কনস্টেবল যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তারা ভাল ভাল ঘরের ছেলে; সেইরকম দেখেই নেওয়া হয়েছে। ২।৪ জন খারাপ যে নেওয়া হয় নি তা বলছি না; দু'চারটে খারাপ লোক ঢুকে পড়েছে, ওদের আজকে বেছে বেছে সরিয়ে দিতে হবে; তাহ'লে ফোর্স ভাল হবে।

স্যার! আমার অপোজিট পার্টির ওঁরা বলেছেন যে, তাঁরা ২৫ হাজার লোককে নাকি ধরেছেন। রায়বাহাদুর মুখার্জী এ বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। একথা সকলেই জানেন যে, এই ২৫ হাজারের মধ্যে কয়েক হাজার লোককে গুণ্ডা ব'লে ধ'রে ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সত্যিকারের যারা ক্রিমিনাল তাদের কনভিকসন দেওয়া হয়েছে এবং এটা ভালভাবে নিরীক্ষণ এবং বিচার ক'রেই দেওয়া হয়েছে। এসব আমি বেশ ভালই জানি; কারণ, আমি পুলিসকে সহায়তা করেছি, একাজে তাদের সহযোগিতা দিয়েছি; কিন্তু আজকে যাঁরা লম্বা লম্বা কথা বলছেন, তাঁরা তার কিছুই করেন নি। তাঁরা দূর থেকে ঢিল মারতে চান।

তারপর অনেকে বলেছেন, খরচ হবে। কিন্তু স্যার! আমি বলছি এই স্পেশাল কনস্টেবল যারা আছে তারা নিজেদের জামাকাপড় নিজেরাই ক'রে নিয়ে কাজ করছে। একটা পয়সাও স্পেশ্যাল কনষ্টেবলের জন্য সরকারের খরচ নেই; অথচ আমরা কি পাচ্ছি? আজকে স্পেশাল কনষ্টেবল মানে ডিসিপ্লিনড্ বাংলার যুবক। আজ দেশের যারা ইন্ডিসিপ্লিনড্ তাদের ডিসিপ্লিন্ শিক্ষা দেবার জন্য কয়েক হাজার লোকের প্রয়োজন এই কলিকাতা শহরেই। কয়েক হাজার লোকের মধ্যে এই শিক্ষা দিয়ে আমরা সমাজকে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে এগিয়ে দিতে পারব, অন্ততঃ বাঙালীকে কেউ ইন্ডিসিপ্লিনড্ বলবে না। আজকে বলতে পারি—

"it is a boon to the country"

যদি বিপক্ষীয় বন্ধুরা বিরোধিতার খাতিরে এই বিরোধিতা করেন তাহ'লে এটা অত্যন্ত দোষের হয়। স্যার! আমার বন্ধু সুবোধ ব্যানার্জী কয়েকটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই স্পেশাল অফিসার বা স্পেশাল গার্ড হয়ত স্ট্রাইকের ব্যাপারে ঠেঙাবার কাজে তাদের লাগান হবে। একটা এক্জাম্পলও কি দিতে পারেন যে, কখন কোন স্পেশাল কনস্টেবলকে মিলের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? কোন জায়গায় তা দেখাতে পারবেন না। তাই যেমন যাদের কুকুরে কামড়ায় তারা জল দেখলে ভয় পায়, তেমনি আজকে ওঁদের অবস্থাও তাই হয়েছে; জল দেখেই ভয় খাচ্ছেন। (বিপক্ষ দল হইতেঃ "ব'স, ব'স"।)

আমি স্যার! আর একটা কথা ব'লব, সেটা হচ্ছে ওঁরা বলেছেন যে, "ইলেকশন ক্যাম্প" তৈরী করছেন। আমি বলি তোমরা ইলেকশনে এত ভয় পাও কেন? এই যে গুণ্ডা দমন করার জন্য এই সব করা হচ্ছে এ না হলে পরে হয়ত ওঁদের ঐ সামনের বেঞ্চে ৩।৪ জনের বেশীই থাকবে না ব'লেই মনে হয়। স্যার! আমি এই বিলটা সমর্থন করছি এবং বলছি

যে, বারবার এজন্য দাবী তুলেছি—যাতে বাংলার লোক শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। যখন ওদিকে ছিলাম তখনও সমর্থন করেছি, আজও করি। কিন্তু ওঁরা যে কেন বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছি না।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের সামনে আর একটি অনিষ্টকর এবং আপত্তিকর বিল আনা হয়েছে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, গত শনিবার দিন তাঁরা যে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন বিলটি ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নিয়েছেন তার থেকে তাঁদের সুবুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। সেদিন বিরোধী দল বিলটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন নিবেদন করেছেন, বিরোধিতা করেছেন, তৎসত্ত্বেও একটু কোন পরিবর্তন না করে সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি তার দ্বারা সরকার সমস্ত পশ্চিমবাংলার পল্লীতে পল্লীতে পুলিস রাজ কায়েম করবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন। আজকে আবার লক্ষ্য করছি কোন অস্বাভাবিক অবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সহরের জন্য ঐ ধরনের অন্য একটি বিল এনেছেন। আমি স্বীকার করি অস্বাভাবিক অবস্থায়, যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকালে অতিরিক্ত পুলিস বাহিনীর প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে বিরাট পুলিস বাহিনী গ'ড়ে তোলা হয়েছে, বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও আবার কলিকাতা ও সুবার্বাণ পুলিস আইন সংশোধন করে অবৈতনিক স্পেশাল পুলিস অফিসারদের অন্য একটি বিরাট বাহিনী গ'ড়ে তোলা হচ্ছে কেন? আমার মনে হয় কিছুদিন পূর্বে পুলিশেরা যেভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল ডাঃ রায় সেজন্য হয়ত এখন আর তাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং সেজনাই এই বিশাল পুলিস বাহিনী গঠন করছেন, অথবা আমি মনে করি যে, জাগ্রত জনসাধারণের পশ্চাতে পুলিশ দল লেলিয়ে দেবার জন্য—তাদের ন্যায়সংগত দাবীকে চুরমার করে দেবার জন্য, আবার একটি পাকাপাকিভাবে পুলিসবাহিনী তৈরী করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি যে, হয়ত তাঁরা মনে করছেন, এই পুলিসবাহিনীর দ্বারা গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, অলিগলিতে পুলিস সৃষ্টি করে, সেখানে কৃষক আন্দোলনকে, সেখানে শ্রমিক আন্দোলনকে, সেখানে ছাত্রদের আন্দোলনকে, সেখানে যুবসমাজের আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পারবেন এবং শেষ পর্যন্ত আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য এই পুলিস বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারবেন। তাঁরা সেদিন বলেছেন যে, গণতন্ত্রকে বজায় রাখবার জন্য তাঁরা এইসব করছেন। যাঁরা কথায় কথায় বলেন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কিন্তু তাঁরা যে পুলিসী রাষ্ট্র করতে যাচ্ছেন তার জন্য তাঁদের লজ্জা পাওয়া উচিত। যাঁরা কথায় কথায় অহিংসা এবং শান্তির কথা বলেন, কিন্তু এইরকম বন্দুক উঁচিয়ে, লাঠি উঁচিয়ে শান্তির কথা বা অহিংসার কথা বলা যায় না—একথা তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত। জামান সাহেব কিছুক্ষণ পূর্বে বৃটিশ সরকারের শাসনের কথা উল্লেখ করেছিলেন, আমি সেই বৃটীশ সরকারের শাসন সম্পর্কে এই কথা বলতে চাই, তারা একদিন এই ফৌজদারি কার্যবিধি আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে জাগ্রত ভারতবাসীকে—মুক্তিকামী ভারতবাসীকে পর্যুদস্ত করবার জন্য ও তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করবার জন্য কাজে লাগিয়েছিল।

[At this stage the blue light was lit.]

Mr. Speaker:

রিপিট করছেন সব।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

যে কুখ্যাত এণ্ডারসনী শাসন—উইলিংডনী শাসন এই বাংলাদেশে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে আজ ডাঃ রায় সেই উইলিংডনী শাসনের—এণ্ডারসনী শাসনের প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছেন এবং আমি মনে করি যে, আজও ডাঃ রায় যদি সতর্ক না হন, আজও যদি এই বিল প্রত্যাহার করে না নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখকরা তাঁকে বাংলাদেশের টেগার্ট নামে—বাংলাদেশের এণ্ডারসন নামে, আখ্যাত করবে—একথা আজ তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে। এই বিলে পুলিস অফিসারের ক্ষমতা দিয়ে যে স্পেশাল পুলিস অফিসার নিয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমি মফঃস্বলের লোক—তাই আমি বলতে চাই যে, মফঃস্বলে এখনও

পর্যন্ত দারোগার যে ব্যাপক অত্যাচার, সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কথা বলব।

[At this stage the red light was lit.]

আর দু' মিনিট, স্যার। গণেশ ঘোষ মহাশয় পুলিস অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, আমি তার পুনরুল্লেখ করব না। আমি আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কথা বলছি। গত ২৫শে এপ্রিল আমার নির্বাচনকেন্দ্র রামনগর থানার পুলিসেরা সেরপুর নামক একটি গ্রামে ঢুকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, তা ১৯৪২ সালের পুলিসী অত্যাচারকে হার মানিয়ে দেয়। পুলিস গ্রামের মধ্যে ঢুকে মারপিট করেছে, লাথি মেরে ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে এবং জিনিসপত্র তছনছ করেছে-লুটপাট করেছে। ঐ পুলিসের অত্যাচারে গ্রামের লোক ৩।৪ দিন পালিয়ে গিয়েছিল।

[6-40—6-50 p.m.]

এইসব কারণে আজকে জনসাধারণ পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। আর এই অবস্থায় তিনি নূতন পুলিসবাহিনী গঠন করতে যাচ্ছেন। পুলিস সেখানে জনসাধারণের সহযোগিতা পাবে না, এবং সেখানে জনসাধারণের নাগরিক বুদ্ধি ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হবে না। আজকে শতকরা ৯৫ জন পুলিসের সঙ্গে গুন্ডা দলের, ডাকাত দলের এবং পকেটমার দলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে—এটা কে না জানে। কাজেই যদি মনে করেন যে, সত্যকারের গুন্ডাদমন করতে হবে এবং পকেটমারকে দমন করতে হবে, তাহলে এ উপায়ে কোনদিন হতে পারে না। কারণ যে পুলিসের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন দুর্নীতিপরায়ণ রয়েছে তাদের দিয়ে সমাজের মঙ্গল হতে পারে না। শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে, তাদের ভিতর যদি ভদ্রলোক যায় তাহলে তারা সৎ হতে বাধ্য। কিন্তু পুলিসের কাজে কোন ভদ্রলোক সহজে যেতে প্রস্তুত নয়। সেখানে আমি বলি যে, তাঁরা নূতন করে আবার বিল নিয়ে আসুন এবং এই বিলকে প্রত্যাহার করে নিন। বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে এবং যাতে বাংলাদেশের উপর অত্যাচার না হয়, কোন অপকার না হয় সেইদিকে তাকিয়ে এই বিলকে প্রত্যাহার করুন এবং সত্যিকারের জনসাধারণের সেবার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের সত্যিকারের সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করুন।

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এই বিল আনার মূল উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে কারুর বাকী নেই। কারণ এই রাষ্ট্রে বেতনভোগী অনেক পুলিস রয়ে গেছে। নিম্নপদস্থ উচ্চপদস্থ অনেক পুলিস অফিসার রয়ে গেছে এবং অবিভক্ত বাংলা থেকে এখন পুলিসের সংখ্যা বেড়েছে এটা প্রত্যেকেই জানেন। আগে ১৩ মাইলে একজন পুলিস ছিল, আর এখন ১০ মাইলে তিনজন পুলিস হয়ে গেছে এবং এত পুলিস থাকা সত্ত্বেও যেখানে গণসংযোগ হচ্ছে না এবং জনগণের নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য পালন করা হচ্ছে না সেখানে আবার কয়েকটা স্পেশাল পুলিস অফিসার নিয়োগ ক'রে জনসংযোগ যে হবে একথা কি ক'রে সম্ভবপর। একথার যৌক্তিকতা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তবে জনগণের সঙ্গে গণসংযোগ করতে পুলিস অফিসারের দরকার হচ্ছে এই কারণে যে বিভিন্ন দিক দিয়ে সরকারি সংগঠনকে গ'ড়ে তুলবার আজ প্রয়োজন। সেই কথা না ব'লে ভুয়া গণসংযোগের নাম দিয়ে স্পেশাল অফিসার কতকগুলি নিযুক্ত ক'রে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই লোকগুলি কে হবে, সেকথা এখানে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বুঝবার বাকী নেই যে কে এই সমস্ত ঘরের খেয়ে মামার বাড়ির মহিষ চরাবে। এই লোকগুলি কারা আমাদের বুঝবার একটুও বাকী নেই। যারা ঘরের খেয়ে মামার বাড়ির মহিষ চরায় তাদের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্লেষণ করবারও প্রয়োজন নেই।

আমি আমার নিজের কন্সটিটিউয়েন্সিতে যে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে বলবো। গত এক বৎসর আগে আমি বলেছিলাম যে, স্পেশাল কনস্টেবলরা হাই পুলিস অফিসারদের এজেন্ট। তারা সেখানে গিয়ে তাদের নর্তকী সরবরাহ করতেন, বিনা ভাড়ায় প্রমোদাগার যোগাড় ক'রে দিতেন। সেখানে নাচ-গান-বাজনা-স্ফূর্তি হবার জন্য তারা সব কিছু সরবরাহ করতেন, না করলে তাদের বিপদ ছিল। আবার পাড়ার লোকেরাও তাদের ভয়ের চোখে দেখতো।

এইরকম স্পেশাল কনস্টেবল এখনও আছে এবং কোন্ শ্রেণী থেকে তারা আসে তাও জানা আছে। এই স্পেশাল অফিসাররা অবৈতনিক। অতএব যিনি আগ্রহ ক'রে এতে আসবেন তিনি যে কোন্ শ্রেণীর লোক হ'তে পারেন সে বিষয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর বিনা বেতনে কাজ করতে যারা আসবেন তারা পার্টটাইম অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য আসবেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁরা কতখানি কাজ করতে পারবেন? যাঁরা এত সময় পেয়েও জনসংযোগ করতে পারলেন না, আর বিনা বেতনে অল্প সময়ের জন্য লোক এসে কি ক'রে জনসংযোগ করবে?

[Noise and interruptions from Congress Benches.]

একটা কথা উঠেছে যে পুলিস ভাল লোক, পুলিসের অনেক প্রশংসা সরকার পক্ষ করেছেন। পুলিস যদি ভাল লোক হবে, পুলিসের এত প্রশংসায় যদি পঞ্চমুখই হবেন, তবে পুলিস গত সাত বৎসরে গণসংযোগ করতে পারলো না কেন? তাহ'লে আজকে এই স্পেশাল পুলিস অফিসারের প্রয়োজন হ'ল কেন?

Mr. Speaker:

একথা অনেকে ব'লে গেছেন, নূতন কিছু বলুন।

Sj. Ambica Chakrabarty:

কাজেই এই বিলের দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, মন্ত্রীমহাশয় পুলিসের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছেন। এই বিলের মধ্যে, স্যার, পুলিসের প্রতি অনাস্থার ভাব রয়ে গেছে। তা যদি না হবে তাহ'লে এই পুলিসকে বাদ দিয়ে আবার এই স্পেশাল পুলিস নিযুক্ত করার কি কারণ আছে? কাজেই বিরোধী পক্ষের যে সমালোচনা, সেই সমালোচনা যে যথাযথ সেজন্য আমি এইটুকুন বলতে চাই যে, এই পুলিস অফিসারদের গুণকীর্তন না ক'রে যদি অনাস্থাই এই পুলিসের উপর থাকে তাহ'লে এই স্পেশাল পুলিসের উপরে কি ক'রে সাধারণ মানুষের আস্থা আসবে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

[Noise and interruptions.]

গুপ্তমহাশয় ব্যারিস্টার লোক। তিনি তাঁর ব্যারিস্টারি বুদ্ধিতে বলেছেন যে, পুলিসরাও আমাদের দেশের লোক, তাদের প্রতি আপনাদের এত বিক্ষোভ, এত নিন্দা করার কি কারণ আছে। সত্যি কথা, তিনি ব্যারিস্টার মানুষ, দেশের লোক যদি চোর হয় তাহ'লে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না যেহেতু তারা দেশী। দেশী চোরদের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা বিদেশী মনোভাব হবে। তিনি চোরডাকাতদের মামলা নেন, দেশী চোরদের তিনি মামলা নিয়ে থাকেন। কারণ তারা দেশী চোর। তাদের মামলা নিতে কোন আপত্তি নেই। বিদেশী চোর হ'লে হয়ত তিনি মামলা নেন না। তাঁর কথার এই হচ্ছে অর্থ যে, দেশী অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না। আমাদের কথা হচ্ছে, স্পেশাল পুলিস অফিসার নিযুক্ত ক'রেও গণসংযোগ হবে না। জনসাধারণকে বুঝতে দিন এটা জনসাধারণের রাষ্ট্র। পুলিসেরা জনসাধারণের সেবক।

যে পুলিস বাহিনী আপনাদের আছে তাদের আপনারা হটাতে পারেন না। কারণ আপোষে আপনারা ক্ষমতা নিয়েছেন। সেই সময় যে পুলিস ছিল, সেই পুলিসের হাতে ডাঃ রায়ের হাত-পা সমস্ত বাঁধা আছে। তাদের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করতে পারেন না। আমাদের যখন এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে আটক করেন তখন ডাঃ রায়কে যখন বলি তখন তিনি বলেন যে, আমি ত বুঝি বাবা, কিন্তু পুলিস অফিসার তোমাদের বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট দিচ্ছে তাদের কি ক'রে বোঝাই। কাজেই এখানে যারা স্পেশাল পুলিস অফিসার হবে তাদের আওতায় গিয়ে হয়ত ডাঃ রায় পড়বেন। যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবেন সেই সরষের মধ্যে হয়ত ভূত থেকে যাবে। কাজেই এটা যে জনগণের রাষ্ট্র এই কথাটা জনসাধারণকেও বুঝতে দিন এবং পুলিসদেরও বুঝতে দিন। তাহ'লে স্পেশাল পুলিসের দরকার হবে না।

জনগণের স্বার্থে যখন এই স্পেশাল পুলিস হবে সেখানে জনগণের মতামত গ্রহণ করুন। কমিশনারদের হাতে ক্ষমতা দিতে যাচ্ছেন অথচ যে কমিশনারকে তার নিজের দেশে অর্থাৎ বর্তমান পুলিসেরা তাকে বাবা ব'লে ডাকলো না আর পরের, অন্য ছেলেদের নিয়ে এলে তাঁকে

তারা বাবা ব'লে ডাকবে এ কি ক'রে বিশ্বাস করা যায়! তাঁর বেতনধারী পুলিসরা তাঁর হুকুম মানে না, জনসংযোগ করে না, সৎপথ অবলম্বন করে না। আর বিনা বেতনধারী পুলিস কি তাঁর হুকুম মানবে, জনসংযোগ করবে? এটা কোনদিনই সম্ভব হতে পারে না। কাজেই পুলিস কমিশনারের হাতে এই ক্ষমতা না দিয়ে জনগণের স্বার্থে যদি এই পুলিস অফিসার নিযুক্ত করেন তাহ'লে জনগণকে বাদ দিয়ে হবে না। গুপ্তসাহেব বলেছেন যে, দেশে সৎলোক আছে। জানি দেশে তাঁর মতন সৎলোক অনেক আছেন। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এই স্পেশাল পুলিস অফিসার নিযুক্ত হবার ব্যবস্থা করুন। কমিশনারের হাতে ক্ষমতা দিবেন না যদি হয় তাহ'লে আমাদের কিছু বলবার থাকবে না। আর এই স্পেশাল পুলিস এই নাম না দিয়ে যদি শান্তিরক্ষক নাম দিতেন তাহ'লে ভাল হোত। পুলিসের নাম দেওয়াতে এটা খুবই ঘৃণিত হয়েছে। যে পুলিসের নাম লোকে শুনতে চায় না, সেই পুলিসের নাম না দিয়ে যদি আপনারা অন্য একটা নাম দিয়ে এই বিলটা নিয়ে আসতেন তাহ'লে আমাদের কিছু বলবার থাকত না।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ওঁরা যে বিল এনেছেন সেই বিল যে কত দুর্বল তার প্রমাণ হিসাবে আমি বলতে চাই যে, যারা দু'দিন আগে এই সাইডে ব'সে খুবই পুলিসের বিরুদ্ধে গলাবাজি করেছে তারা যখন গলাবাজির যৌক্তিকতা সমর্থন করবার জন্য আজ সরকার পক্ষে উঠে গেছেন তখন বুঝা গেছে এই বিল কত দুর্বল। কাজেই এই বিল সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি বলছি এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাস্টিস অফ পীস করছেন, স্কুলের শিক্ষকদেরও স্পেশাল কেডার করছেন এবং কংগ্রেস সেবাদল তৈরি করছেন, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কেডার করছেন, তার উপর একটা স্পেশাল পুলিস ক'রে যে সরকার ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছে তাকে ঠেস দিয়ে রাখবার এই ব্যবস্থা কেন? কিন্তু এসব ক'রে কিছুতেই কিছু হবে না। আগামী ইলেকশনে জিতবেন কি হারবেন সেটা প্রশ্ন নয়। জনগণ আপনাদের চায় কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তাই আমি অনুরোধ করছি এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলটা সার্কুলেশনে দেবার জন্য।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I understand that there are thirteen members from one party of the Opposition, the Communist Party, who are vocal on this Bill. That gives me the impression that in their heart of hearts they feel the weakness of their position. They want to strengthen the argument by repeating the argument over and over again. Not only that, they begin to indict the conduct of the Police when they are considering the special police officers.

[6-50—7 p.m.]

The Speaker was helpless—you, Sir, were helpless—because though the police was there, it was a different type of police from the police about whom we have heard so much criticism. Before I answer these criticisms I want to bring to the notice of members something which I said before and I repeat again—because from one or two of the speeches I found that they have not appreciated the position. The position today is that under the Police Act of 1861 there is today the arrangement for a special police force in the whole of Bengal except that portion which is controlled by the Acts of 1866, namely, the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act. If you look at the rules that have been framed under the Act of 1861, you will find there a paragraph which says "in order that this organisation may be efficient in time of emergency it is essential that instructions should be given in times of peace. Occasional or periodical parades shall be held at which lectures should be delivered by regular officers on their powers and duties." Therefore, whatever you do with regard to the present Amending Bill, the Act which governs the whole of Bengal provides not merely for a Special Constabulary, Special Police Officers and Constables such as we are proposing in this Bill, but there are also given to these police officers powers of all special constables for arresting any person committing in their view any of the following

offences, namely, murder, murderous assault, robbery and arson. A special constable may arrest without a warrant any person committing in his presence in any public street or public place for assault or any other offence, and if when asked by such special constable to give his name and address, he refuses to give his name or gives a name and address which such special constable has reason to believe to be false or is unknown or when the person is unknown to such special constable and his name and address cannot be ascertained, such police constable is given the power of restraining him if there is any obstruction or any other form or method to prevent any one from going to his work or business, stopping or turning back any vehicle, forcing any one to get down from his conveyance, placing barriers across any public road to hinder traffic or cutting any telegraph, telephone or electric wire. Throughout the whole of Bengal this Act is now in operation, and therefore all that we did was or attempted to do was to bring the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act in tune with the provisions of the Act for the whole of Bengal. For some reason or other in the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act this particular method has not been properly dealt with, nor have there been any rules governing the recruitment, etc., or indicating the powers, the privileges as well as the liabilities of such police officers. Paragraph 2 is meant to be included in the Calcutta Police Act and paragraph 4 is meant to be included in the Calcutta Suburban Police Act. If you look at 2 and 4, you will find that they are practically identical in terms and language. Then, as regards paragraph 3—I do not know why—but in the Calcutta Suburban Police Act there is a provision for police officers without any other arrangements made for recruitment, etc.—there is no provision for constables. Sir, whenever you think in terms of a police officer you have got to think in terms of constables. In the Act of 1861 which applies to the whole of Bengal, there is a provision for police officers as well as police constables. This particular amending Bill is merely for the purpose of regularizing what has happened or what is happening in the rest of Bengal today, what operates in the rest of Bengal today. Sir, somebody thought that I was trying to make a fun of it. The Special Police Force contains such persons—I can give out certain names and then you can judge for yourself whether they are মাধরা of the police or they have anything to do with the Government. The first name I find is Sir L. P. Misra, Kt., who is now General Manager of the Hindusthan Motors; the second is Dr. B. P. Trivedi, M.B. (Cal.), D.B. (Lond.), F.N.I., who has now retired from Government service; the third name is Professor S. P. Biswas, M.A., Vice-Principal, Scottish Church College; the fourth name is Dr. Sunil Chandra Dutt, who is a prominent public worker, an ex-army officer and a local influential person; the fifth name is Shri P. K. Sen, Manager, Calcutta Insurance Company, a prominent public worker; the sixth name is Shri Ganesh Chandra Dey, Manager, A. H. Wheeler & Co. and Secretary, Calcutta South Club, and a prominent social worker; the seventh name is Shri B. B. Roy, the well-known judge of wrestling tournaments; the eighth name is Shri K. C. Bose, Zeminder and ex-A. R. P. Officer. Then there is Ram Chandra Sarma, Zeminder and local influential person. I find here the name of Shri K. C. Das, Director, Calcutta Insurance Company. There is also Shri P. N. Mullick, Assistant Electrical Engineer, Government of West Bengal. The names of Shri T. A. Gasper, businessman and prominent social worker, Hrishikesh Mitra, prominent public worker, Himangshu Sekhar Mitra, prominent public worker and ex-Civic Guard Officer, Shri Monindra Dutta, Advocate, and prominent public worker, Shri Sailendra Nath Mitra, ex-Government employee, Cossipore Gun and Shell Factory, Shri H. P. Mukherji, local influential person, Dr. J. C. Banerji,

M.B., Professor, Calcutta Medical College Hospital and Shri J. K. Sarbadhikari, prominent public worker and local influential person are also there. They are neither members of the Congress nor are they murderers and pick-pockets such as my friend Shri Ganesh Ghosh was depicting. It is an evil day when we begin to think that our best men who have given of their best in the last five years or six years to the service of humanity free of charge cannot be trusted by us. I have sympathy, I have pity for my country, for my province. I still maintain that Bengal has got the reputation of giving forth prominent persons who have lived a life of self-abnegation and selfless work. Look at the different hospitals in Calcutta. Hundreds of doctors have been treating patients there free of charge. Look at the different areas where we are now working up National Extension Development Block and the Community Development Block and you will find that the country has far moved beyond the ken of my friends on the opposite side. My friend Shri Jyoti Basu says I am thinking of a hundred year old Act. I am thinking of what Bengal is to be in future. If you have not got prominent men who are prepared to devote their life for the sake of their country, I feel very sad. I am perfectly sure that every member who comes, as my friend Zaman has very rightly said, every member who comes here to serve the Province as a Member of the Assembly, surely does not come here for the purpose of Rs. 200. There is the service which people do to their own sphere of life and it is only for us to find out the proper men and give them the proper facility for work. What this particular Bill has done is to try and make arrangements so that these officers may have a particular training, may have some control over the policemen with whom they have to deal and may be responsible for keeping order in a certain area.

[7—7-10 p.m.]

Sir, at the present moment they are doing jobs such as control of the traffic, control of the crowds that come to the football matches or control of the crowd during festivals—Holi and so on. It is possible that when they are properly trained and when they are properly selected they may be utilised for taking a larger share in the protection of the people. Sir, it has been said that these men would be the limb of the police. There is no greater travesty of truth than to utter this particular phrase. My friend Shri J. C. Gupta will know and I have said the other day in answering a particular question that whenever it has been found that a Vigilance Party like the East Karaya Vigilance Party has been found not to do work properly, I think, at the instance of the Karaya people, this Vigilance Party was taken off the road. As I have said there may be some people coming to the Special Constabulary whose work may not be very satisfactory and it would be the duty both of the Police Commissioner and of the Government to see that these men go out of it, but just what I want to do is I want each one of them to be the protector of the area in which he lives. There should be continuous touch between the people of the locality and the leader. There is in the Act of 1861 a provision that there should be a Section Leader; here also these men should be such as would be selected for the purpose of getting in touch with the people of the locality so that the evil elements which are there may not take the upper hand.

It has been said that these men have got the power to arrest. I hope they have the power to arrest and they will arrest in a proper manner, legal manner, whenever they find that the police is not on the spot and some urgent action has to be taken. Sir, I am assuming Shri Jyoti Basu's statement that the police is corrupt, the police takes bribe. What I said the other day was if the police takes bribe the man who gives the bribe is equally guilty—I maintain that. Therefore assuming that the police

takes bribe, assuming that they oppress the people, what is the remedy? They are your people; as Shri J. C. Gupta said, they are your kith and kin, but there will be a time lag. I am glad to say—I am wanting to give a certificate in this connection because the police have been wantonly attacked in this hall today—I assure you that the police is getting better and better everyday—I say this without any fear of contradiction. Look at the way the police behaved the other day on the 16th August, how they managed the crowd on that day, the crowd which was in tension, and I admire the way in which the police have restrained themselves and went through the whole day's travail without any great incident. Everybody has appreciated that except those who do not have eyes to see or ears to hear.

Sir, I do not want to pursue this particular point any further. I do say it would be a calumny to say that the 800 or 900 men who are now serving are not honest men unless they are proved to be otherwise or that they do not know how to serve the people without fear and hindrance without getting any remuneration for that purpose, and I hope and trust thousands will come forward in this manner to help the people, to help the Government and the police.

With these words, Sir, I move my motion.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1955, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—42.

Baguli, Sj. Haripada
Bandyopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sinha, Sj. Lalit Kumar
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—127.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abdul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath

Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hansdah, Sj. Bhusan
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hembram, Sj. Kamala Kanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj, Koustuv Kanti
Kazim Ali Meerza, Janab
Khatick, Sj. Pulin Behary
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammad Mumtaz, Maulana.
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Munda, Sj. Antoni Topno
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Rai, Sj. Shiva Kumar
Rajkut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Mahitosh
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 42 and the Noes 127, the motion was lost.

Mr. Speaker: The rest of the amendments fall through.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-10 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 23rd August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, Tuesday, the 23rd August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 195 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Procession of refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta, on 18th November, 1954

***39. Sj. Ambica Chakrabarty:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that about 2,000 refugees (men and women) were going in a procession to see the Hon'ble Minister in charge of Refugee Rehabilitation Department of the Government of India with a view to place their demands before the latter on the 18th November, 1954; and

(*ii*) that police resorted to *lathi* charge on those refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reasons as to why police resorted to *lathi* charge on the refugees;

(*ii*) how many persons—men, women and children—were injured due to *lathi* charge on that day;

(*iii*) how many persons both men and women were arrested;

(*iv*) is it a fact that a number of refugee men, women and children were found missing after the incident;

(*v*) if so, number of men, women and children found missing; and

(*vi*) whether they have been found out by this time?

Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department [the Hon'ble Renuka Ray (on behalf of the Minister-in-charge of the Home (Police) Department]: (*a*)(*i*) On 18th November, 1954, about 600 deserter refugees (including women and children) from Bihar and Orissa collected in front of the gate of the Branch Secretariat, Ministry of Rehabilitation, Government of India, at Middleton Row and tried to force their way into the premises.

(*ii*) and (*b*) (*iv*) No.

(*b*) (*i*), (*ii*), (*v*) and (*vi*) Do not arise.

(*iii*) 27 men and 4 women were arrested.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মিডলটন রোতে যে সময় রিফিউজিরা গিয়েছিল-সেই সময় কি সেকসন ১৪৪ জারী ছিল?

The Hon'ble Renuka Ray: They tried to force their way into the premises and that had to be prevented. They were sitting there for three hours and they were told that Mr. Khanna and other officers were at the Government House. They went on sitting there till 11-35. Then they tried to force their way into the premises and it was then that the Police had to interfere.

Sir, I can read out the whole statement.

Mr. Speaker: The question is a simple one whether section 144 was enforced in that area.

The Hon'ble Renuka Ray: I do not think so.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মিনিস্টারদের সঙ্গে রিফিউজিরা ওখানে সব সময় দেখা করতে পারে—এই রীতি আছে, এটা ঠিক কি না?

The Hon'ble Renuka Ray:

দেখা করবার সময় আগে ঠিক ক'রে নিলে দেখা করতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু যখন গভর্নমেন্ট হাউসে অফিসারদের নিয়ে মিনিস্টার্স কনফারেন্স হচ্ছিল সেই সময় ওখানে তারা দেখা করতে আসে। সেই সময় তাদের সঙ্গে কি ক'রে দেখা করা সম্ভব? তখন তারা সেখানে ছিলেন না।

Sj. Ambica Chakrabarty:

পুলিশ এদের বাধা দেবার কারণ কি?

The Hon'ble Renuka Ray: They tried to force their way into the premises. It was only then that the Police interfered. There was no *lathi* charge.

Sj. Ambica Chakrabarty:

সেখানে মিনিস্টার্স কোয়ার্টারে যে রেগুলার পুলিস থাকে, তা ছাড়া আর কোন অতিরিক্ত পুলিশ ছিল কি না?

The Hon'ble Renuka Ray:

অতিরিক্ত পুলিশ ছিল না তবে লোকগুলি যখন জোর ক'রে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল তখন কয়েকজনকে ডাকা হয়েছিল।

Sj. Ambica Chakrabarty:

সেখানে কতজন পুলিশ ছিল?

Mr. Speaker: That does not arise.

Sj. Ambica Chakrabarty:

কোন পুলিশ রিকুইজিশন করা হয়েছিল কি না রেফিউজীদের উপর লাঠি চার্জ করবার জন্য?

The Hon'ble Renuka Ray: There was no *lathi* charge.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি বলেছেন সেখানে কোনরকম লাঠি চার্জ হয় নি; কিন্তু যুগান্তর, আনন্দবাজার ও বসুমতী কাগজে তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়েছিল ব'লে রিপোর্ট বেরিয়েছিল—তার কোন প্রতিকার গভর্নমেন্ট তরফ থেকে করা হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Renuka Ray: I cannot help that. I am telling you the fact.

Sj. Ganesh Ghosh: How did the Police interfere? What was the procedure, what was the method in which the Police interfered when the refugees forced their way into the office?

The Hon'ble Renuka Ray:

পুলিশ ভালভাবেই তাদের নিষেধ করেছিল।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ভদ্রভাবে।

Sj. Ganesh Ghosh: I did not get my answer.

Mr. Speaker: What is your question?

Sj. Ganesh Ghosh: It is stated that the Police did not resort to *lathi* charge but interfered when the refugees forced their way into the office. I asked "how did the Police interfere?"

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They pleaded with them.

Sj. Ganesh Ghosh: I want it from her.

The Hon'ble Renuka Ray: I can give the full reply, but it will take a little time to read out.

Mr. Speaker: That is not wanted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have said that the Police pleaded with them, argued with them, cajoled them and they went away.

Sj. Ganesh Ghosh: Did the injuries occur simply due to cajoling and arguing? How did the refugees get injuries?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot give you any more answer.

Mr. Speaker: What is your question?

Sj. Ganesh Ghosh: The question is there, how many persons were injured. She said there was no *lathi* charge. The Police interfered. I wanted to know "how did the Police interfere".

The Hon'ble Renuka Ray: Three policemen were injured. When the refugees tried to force their way into the building—

Sj. Ganesh Ghosh: Was there any communique to this effect that three policemen were injured?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Kanksa camp in Asansol subdivision

***59. Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমায় কাঁকসা ক্যাম্পের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে;

(খ) উক্ত জঙ্গলের পরিমাণ কত ছিল এবং কতজন লোককে এজন্য খাটানো হইয়াছিল; এবং

(গ) এই কাজ যখন হইয়াছিল তখন কে জেলা রিলিফ অফিসার ছিলেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay [on behalf of the Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department (the Hon'ble Renuka Ray)]:

(ক) ২৭,২০৫৷৷০ টাকা, কিন্তু পুনর্বাসনের জন্য নহে।

(খ) আনুমানিক ২০০ একর জঙ্গল ছিল। ২,৭১৩ জন লোককে এইজন্য খাটানো হইয়াছিল।

(গ) শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে (ক) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ২৭,২০৫৷৷০ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু সেটা পুনর্বাসনের জন্য নয়; তাহ'লে এই টাকাটা কিসের জন্য খরচ হয়েছে বলবেন কি?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ক্যাম্প করবার জন্য।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে (খ)তে আছে আনুমানিক ২০০ একর জঙ্গল ছিল, সমস্ত ক্যাম্পটা কি এই এলাকায়?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

ওটা একটা মিলিটারী এরিয়া, বহুদিন পড়ে থাকায় তার চারপাশে জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। ঐ ক্যাম্পের সমস্ত ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার জন্য যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেইজন্য ওটা পরিষ্কার রাখা হয়েছে। শুধু ক্যাম্পের সাইডটাই নয়, তার চারিপাশে অসুখবিসুখ বা কোন ডেঞ্জার না আসতে পারে, তার জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই আসানসোল মহকুমায় আরও অনেক ফাঁকা জায়গা রয়েছে, সেখানে ক্যাম্প না ক'রে এই জঙ্গলে কেন ক্যাম্প করেছেন?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

আলাদা ক্যাম্প তৈরী করতে গেলে খরচ অনেক বেশী পড়তো। কাজেই সেখানে যে হাটমেন্ট ছিল তার চারিপাশের জঙ্গল পরিষ্কার না করলে ক্যাম্প করা যায় না।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে ২,৭১৩ জন লোককে এইজন্য খাটান হয়েছে, তার মধ্যে কতজন উদ্বাস্তু?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

তাদের সকলেই উদ্বাস্তু।

Settlement of refugees in the Andaman Islands

***60. Dr. Atindra Nath Bose:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) whether any representation has been made by any section of the people of the Andaman Islands to the members of the West Bengal Cabinet visiting the Andaman Islands that settlement of outsiders in the Andamans should be on the basis of equal quota from all the States in India and that there should be no preference for East Bengal refugees; and

(*b*) if the reply to (*a*) is in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps Government have taken to impress upon the Government of India that the arrangements now obtaining in the matter of settling East Bengal refugees in the Andamans should not be disturbed?

Sj. Bijesh Chandra Sen (on behalf of the Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Rehabilitation Schemes for Nangi-Batanagar refugees

***61. Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) whether the Nangi 1st Scheme in the district of 24-Parganas was abandoned after its publication in the *Calcutta Gazette;*

(*b*) if so, what is the reason therefor and at whose recommendation the said scheme was finally dropped;

(*c*) whether Government have dropped the Nangi 2nd and Jogannathnagar Schemes;

(*d*) if so, the reasons therefor;

(*e*) when the Bangla-Jogtala Scheme was finalised;

(*f*) the reason for the delay, if any, for implementing the scheme; and

(*g*) what steps, if any, Government propose to take to secure land for early rehabilitation of the Nangi-Batanagar refugees?

Sj. Bijesh Chandra Sen: (*a*) and (*c*) Yes.

(*b*) On the Collector's recommendations as the lands were found to have been brought under cultivation.

(*d*) As the area was considered to be too small for making a colony feasible.

(*e*) It has not yet been finalised.

(*f*) Filing of petitions of objection to the acquisition.

(*g*) Government are trying to find out waste lands and to acquire them.

Relief to refugee students of primary schools under Bongaon Municipality

***62. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্বাস্তু ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তকক্রয় ও বেতন বাবদ পুনর্বাসন দপ্তর হইতে সাহায্য দেওয়া হয় কিনা;

(খ) ১৯৫৪-৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ পর্যন্ত ঐ সাহায্যের পরিমাণ কত;

(গ) বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থাপিত হইবার পর ছাত্রদত্ত বেতনের হার কমিয়া যাওয়ায় পুনর্বাসন সাহায্যের অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) উদ্বৃত্ত টাকা মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যর্পণ করিয়াছে কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

(ক) হ্যাঁ, দেওয়া হয়।

(খ) ৪,৭৪৪॥• আনা।

(গ) হ্যাঁ, হইয়াছে।

(ঘ) এই প্রশ্ন উঠে না, কারণ পুনর্বাসন দপ্তর হইতে সাহায্যের টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়, মিউনিসিপ্যালিটির তাহা প্রাপ্য নয়।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

স্কুল কর্তৃপক্ষ সে টাকা ফেরৎ দিয়াছিল কিনা?

Sjkta. Purabi Mukhopadhyay:

সব টাকা ফেরৎ দিয়েছে।

[3-10—3-20 p.m.]

Medical aids to refugee T.B. patients in the State

***63. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) what are the medical facilities in respect of tuberculosis and other diseases like typhoid, etc., given to—

(*i*) refugees in camps,

(*ii*) refugees scattered over the city of Calcutta, and

(*iii*) refugees in suburbs of Calcutta;

(*b*) to which department the application for medical help is to be made by the refugees; and

(*c*) whether the help is given in money or in goods?

Minister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department (the Hon'ble Renuka Ray): (*a*)(*i*) Separate hospitals for T.B. patients have been provided at Dhubulia and Chandmari with a total number of 150 beds. As for other diseases, preventive measures such as vaccinations, etc., are given; besides there is a provision in every camp for a hospital at the rate of one bed for every thousand inmates.

(*ii*)(1) 150 beds are maintained.

(2) Outdoor Dispensary attached to K. S. Roy Hospital at Jadavpur for outdoor patients.

(*iii*) Refugees in suburbs of Calcutta—

Tuberculosis.—There is provision for 200 free beds for refugee T.B. patients. There are also 4 mobile units for treatment of T.B. patients at their houses with headquarters at Krishnagar, Kanchrapara, Chinsura and Barrackpore.

Other diseases.—There is no special provision but highest priority is given to admission of refugees in free beds at hospitals in the muffasil.

(*b*) For admission to different beds the non-camp refugees in Calcutta should apply to Special Officer, Medical Relief, attached to the Office of the Controller of Relief and Rehabilitation, Calcutta, at 10A, Auckland Road, Calcutta. Others should apply to the District Officer.

(*c*) Help is given by way of actual treatment either in hospitals or even at home as specified above. Besides this there is provision for sanction of grants for purchase of medicine and food to different patients in general and T.B. patients in particular.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে .

150 beds in Dhubulia and Chandmari

তাদের ষ্ট্যান্ডার্ড কি অর্ডিনারি টি, বি, হাসপাতালের

standard?

or just a shelter to die in.

The Hon'ble Renuka Ray: They are sheltered there, treated there and it is on the same basis as in Jadabpur. I may inform the honourable member that we are having 250 more beds and have applied for 3,000 beds to the Government of India.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে ১৫০ বেড্স আর মেনটেইন্ড যা (ii) (ii)(1)এর উত্তরে দিয়েছেন সেটা কোথায়?

where are these beds?

The Hon'ble Renuka Ray: They are at Jadabpur, Kanchrapara and Beliaghata.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে ১০০ বেড হাসপাতাল-এর মধ্যে কি বেলেঘাটা ইনক্লুডেড?

The Hon'ble Renuka Ray: Beliaghata is included. I think now separate beds are maintained in other places.

Dr. Narayan Chandra Ray: 200 beds for T.B. patients outside Calcutta—

এ কি কাঁচরাপাড়া আর ডিগ্রিতে?

The Hon'ble Renuka Ray:

হাঁ।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে ১৫০ আর ২০০ বেড্স ৫০০ বেডের মধ্যে, আপনি যে তিন হাজার বেডের এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন তার ভিতর কি ইনক্লুডেড?

The Hon'ble Renuka Ray:

এইসব বেড আগে থাকতেই ছিল।

We had a survey made recently some months back of the number of T.B. patients and from that we found that we need 3,000 beds. We have sent up a recommendation for 3,000 extra beds and 250 have been sanctioned.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে রেফিউজি টি, বি, বেড এর জন্য কি

have you got a selection board as in other hospitals.

না এম্নি দরখাস্ত দিলেই হয়।

The Hon'ble Renuka Ray: The Public Health Department does it.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Refugee colonies within Midnapore district

30. Sj. Amulya Charan Dal: Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার কোন্ কোন্ জায়গায় উদ্বাস্তু কলোনী তৈরী করা হইয়াছে;

(খ) এই কলোনীগুলির নাম কি এবং কোন্ কলোনীতে কত উদ্বাস্তু পরিবার থাকেন;

(গ) কত একর জমি এই পরিবারগুলির মধ্যে বিলি করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) এই পরিবারগুলিকে অন্য কোন কলোনীতে স্থানান্তরিত করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Renuka Ray):

(ক) খড়্গপুর থানার অন্তর্গত তালবাগিচা, মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত খয়েরউল্লা চক ও তান্তিগোরিয়া, ডেবরা থানার অন্তর্গত বান্‌সদা, এবং গড়বেতা থানার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা রোড অঞ্চলে উদ্বাস্তু কলোনী তৈরী করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বালিয়া শ্যামেশ্বরপুর, শালবনি থানার অন্তর্গত চণ্ডিপুর ও খাস জঙ্গল অঞ্চলে কলোনী স্থাপনের জন্য উন্নয়নকার্য সুরু করা হইয়াছে।

(খ) কলোনীর নাম।	উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা।
(১) তালবাগিচা আরবান কলোনী	৩৬৩
(২) খয়েরউল্লা চক আরবান কলোনী	২৩৩
(৩) তান্তিগোরিয়া কলোনী	২৫
(৪) বান্‌সদা বারুজীবি কলোনী	৮৯
(৫) চন্দ্রকোণা রোড কলোনী	৩৪

(গ) ২১৩.৫৪ একর।

(ঘ) না।

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি যে বলেছেন, মেদিনীপুর জেলায় এত উদ্বাস্তু পরিবার রয়েছে, তারা কি এখনো সেখানে বাস করছে?

Sj. Bijesh Chandra Sen:

এখনো সেখানে আছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি যে বলেছেন তাঁতিগোরিয়ায় ২৫, বাঁশদা ৮৯ আর চন্দ্রকোণায় ৩৪ জন—এত অল্পসংখ্যক লোকের কত পরিমাণ জমিতে বাসস্থান আছে?

Sj. Bijesh Chandra Sen:

টোটাল দেওয়া হয়েছে, আলাদা জানতে চাইলে নোটিশ চাই।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এখন কত সংখ্যক লোক আছে? ২৫, ৩৪, ৮৯—এতে খুব কম ক'রেই আছে। সেখান থেকে বাস্তুহারারা কি ডেজার্ট ক'রে চলে গেছে?

Sj. Bijesh Chandra Sen:

ওটা ছোট জায়গা; অল্প লোকই থাকে।

Dr. Jatish Ghosh:

এ ছাড়া, মেদিনীপুর জেলার আর কোন জায়গায় উদ্বাস্তু ক্যাম্প আছে কি না?

Sj. Bijesh Chandra Sen:

এ তো আলাদা প্রশ্ন; সেটা জানাতে পারি কি ক'রে?

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Forestry in Sagar and Kakdwip police-stations

***83. Sj. Haripada Baguli:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forests Department be pleased to state—

(ক) সাগর থানায় ও কাকদ্বীপ থানায় সরকারী ও বে-সরকারী সংরক্ষিত বনের পরিমাণ কত (পৃথক্ পৃথক্ভাবে), এবং ইহা মোট জমির কত অংশ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, বাউণ্ডারী বাঁধের বহিঃপার্শ্বস্থ প্রায় সমস্ত বন লাটদারগণ প্রজাবিলি করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ২৪-পরগণা খাসমহল কর্তৃপক্ষ খাসমহলের অধিকৃত বন অঞ্চল প্রজাবিলি করিতেছেন;

(গ) উক্ত অঞ্চলে বনসংরক্ষণ ও বনসৃষ্টির জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(ঘ) থাকিলে, তাহা কিরূপ?

Minister-in-charge of the Forest and Fisheries Department (the Hon'ble Hem Chandra Naskar):

সাগর থানা

সরকারী সংরক্ষিত বনের পরিমাণ—৬৬৩·২১ একর।

কোন বে-সরকারী সংরক্ষিত বন নাই।

মোট জমির শতকরা প্রায় ·৪৬২ অংশ।

কাকদ্বীপ থানা

সরকারী সংরক্ষিত বনের পরিমাণ—১২১,৬৬৯·৪০ একর।

কোন বে-সরকারী সংরক্ষিত বন নাই।

মোট জমির শতকরা প্রায় ৭৭·৩৪ অংশ।

(খ) (১) বাঁধের বহিঃপার্শ্বস্থ বন লাটদারগণ কর্তৃক বিলি সম্বন্ধে সরকারের কিছু জানা নাই।

(২) খাসমহলের কোন বনে প্রজাবিলি হয় নাই।

(গ) সরকারী সংরক্ষিত অঞ্চলে ২৪-পরগণা ভুক্তির কার্যপদ্ধতি অনুসারে বনসংরক্ষণ ও পুনর্জননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) এই অঞ্চলের বনে নানাজাতীয় গাছ আছে। উহা বাড়ে কম এবং আকারে ছোটই থাকিয়া যায়। এইসকল বনকে স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণ করিতে হয়। সেইজন্য গাছ কাটিবার সময় বেশী ফাঁক রাখিয়া কাটা হয় না। যেখানে গাছ বেশী ঘন সেখান হইতে কাটিয়া জঙ্গল পাত্লা করা হয় এবং আগাছা, রোগাক্রান্ত ও নষ্ট গাছ কাটিয়া

ফেলা হয়। যাহাতে ভাল গাছগুলি স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে গাছকাটার সময় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। ইহা ব্যতীত উপযুক্ত স্থানে বীজ রোপণ করিয়া গাছ জন্মাইবার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে।

Sj. Biren Banerjee:

এই যে এখানে দেওয়া আছে—সাগর থানায়, কাকদ্বীপ থানায় মোট জমির পরিমাণ, সাগর থানায় আপনি দেখিয়েছেন জমির শতকরা দশমিক ৪২৬ অংশ, কাকদ্বীপ থানায় মোট জমির প্রায় শতকরা ৭৭·৩৪ অংশ—এই অঙ্কের কোন ইতরবিশেষ হয় কি?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

কোন কোন জায়গায় হয়, কোন কোন জায়গায় হয় না।

Sj. Biren Banerjee:

আমার প্রশ্নটা ছিল—এ সম্পর্কে সরকারী দপ্তরে হিসাব রাখা হয় কি না?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

সকল জায়গায়ই ওয়ার্কিং প্ল্যান আছে, সেই অনুসারে গাছ কাটা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়।

Sj. Biren Banerjee:

আপনি বলেছেন খ(১) বাঁধের বহিঃপার্শ্বস্থ বন লাটদারগণ কর্তৃক বিলি সম্বন্ধে সরকারের কিছু জানা নাই—তার মানে কি?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

এগুলি বেসরকারী বন; যেগুলি সরকারী সেগুলি আমরা জানি। কিন্তু যেগুলি লাটদারদের জমি, লাটদারগণ কোথায়, কাকে বিক্রয় করছে কি না, সেগুলি আমাদের অফিসাররা আমাদের সংক্রান্ত নয় ব'লে খবর রাখেন না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Biren Banerjee:

এটা কি সত্য যে, সুন্দরবনে বন কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

Sj. Biren Banerjee:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, সাগর থানা এবং কাকদ্বীপ থানায় বন বাড়ছে না কমছে?

Mr. Speaker: That is a broad question and does not arise out of this as a supplementary.

Sj. Biren Banerjee:

প্রতি বছরে বন বাড়বার কথা, কিন্তু এই যে বললেন ৬৬৩·২১ একর পরিমাণ সংরক্ষিত বন আছে, সেখানে বাড়ছে না কমছে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

বন বাড়ছে। আপনাদের জানান হচ্ছে যে, সাগর থানায় যদিও ৬৬৩·২১ সংরক্ষিত বন আছে, তা বাড়াবার জন্য, নূতন বন সৃষ্টির জন্য, কালেক্টরের কাছে প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে।

Sj. Biren Banerjee:

প্রোপোজাল কবে দেওয়া হয়েছে।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

এই বছর দেওয়া হয়েছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় (ক)-এর উত্তরে বলেছেন যে, সাগরদ্বীপ থানা ও কাকদ্বীপ থানায় বন মোট জমির ৭৭·৩৪ অংশ, কিন্তু এই তথ্যটা তিনি কোথায় পেলেন?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আমাদের রেকর্ড থেকেই বলছি।

Sj. Dasarathi Tah:

ওখানে একজাতীয় গাছ আছে যা নাকি বাড়ে কম, সেগুলি ছোটই থেকে যায়। সেগুলি বাড়াবার জন্য কি ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

সুন্দরবনে এমন অনেক গাছ আছে যা ৭। ৮ বৎসরেও বাড়ে না; তবে আমরা সেজন্য ব্যবস্থা করছি।

Sj. Provash Chandra Roy:

মন্ত্রীমহাশয় এই যে বললেন, কাকদ্বীপ ও সাগর থানায় মোট জমির ৭৭·৩৪ অংশ বন, সেটা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে একটু তদন্ত করবেন কি?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Scarcity of fuel wood in the rural areas of Bankura district

*84. **Sj. Probodh Dutt:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forests Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that there is scarcity of fuel wood in the rural areas of Bankura district; and

(*b*) if so, what steps, if any, Government propose to take to increase the fuel wood resources of the district?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

বাঁকুড়া জেলায় জ্বালানী কাঠের অভাব নাই এই তথ্য তিনি কোন্ ভিত্তিতে বলছেন?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আগে আমরা দরখাস্ত পেয়েছিলাম, তারপর আর পাই নি। গাছ কেটে নেবার জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল এই ব'লে যে কাঠের অভাব হয়েছে। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি যে, এখন সেখানে নূতন কাঠের অভাব হয় নি।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, ১৯৫৪ সালে কোন্ জঙ্গল থেকে কত কাঠ কাটা হয়েছে?

Mr. Speaker: The question relates to scarcity of fuel wood in the district of Bankura. The question of felling of trees does not arise out of it.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

১৯৫৩-৫৪ সালে ফেলিং কম হয়েছে না বেশী হয়েছে?

Mr. Speaker: Felling is not a question of Forest. That supplementary does not arise out of this.

Sj. Rakhahari Chatterjee:

জঙ্গলের গাছ ছাড়া বাঁকুড়ায় ফুয়েলের আর কোন ব্যবস্থা আছে কি?

Mr. Speaker: That is what you are assuming.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে কয়লা সেখানে যায়।

[Laughter.]

Sj. Rakhahari Chatterjee:

আচ্ছা, বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর ফুয়েল আছে, এটা জানলেন কোথা থেকে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

অনুসন্ধান ক'রেই জানতে পেরেছি।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

বাঁকুড়া থেকে আপনার কাছে দরখাস্ত এসেছে, সেগুলি পেয়েছেন কি না? ফুয়েলের যে অভাব নাই এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন কি?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

সেই সব দরখাস্ত অনুসন্ধান ক'রে আমি দেখেছি যে, কাঠ সেখানে মজুত আছে।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

ফুয়েল যাতে পাওয়া যায় সেজন্য কোন নির্দেশ আপনার ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছেন কি?

Mr. Speaker: You cannot cross-examine the Minister to get the information.

Different products of Government forests in Sunderbans Division

***85. Sj. Nalini Kanta Haldar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forests and Fisheries Department be pleased to state—

(*a*) the different varieties of the products of Government forests in the Sunderbans; and

(*b*) their quantities and the value each fetched in 1951-52, 1952-53, 1953-54 and 1954-55?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: (*a*) The following products are available in the Government forests in the Sunderbans Division:—

A.—Major—

(*i*) Timber.

(*ii*) Fuel.

B.—Minor—

(*i*) Honey.

(*ii*) Bees wax.

(*iii*) Golpatta.

(*iv*) Hantal.

(*v*) Dhani grass.

(*vi*) Miscellaneous (shell, etc.).

(*b*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 85

	1951-52.		1952-53.		1953-54.		1954-55.	
	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.	Quantity.	Value.
		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.
Timber ..	2,224,000 c.ft.	2,83,470	1,742,000 c.ft.	1,78,620	1,340,000 c.ft.	2,09,054	1,320,500 c.ft.	1,98,832
Fuel ..	1,366,000 c.ft.	86,320	2,050,000 c.ft.	67,340	961,000 c.ft.	94,588	1,461,600 c.ft.	1,21,233
Honey ..	814 mds. 35 srs.	77,965	635 mds. 7 srs.	59,807	529 mds.	48,024	289 mds. 15 srs. 6 chs.	30,619
Bees wax ..	80 mds. 7 srs. 13 chs.	20,844	76 mds. 25 srs.	13,132	88 mds. 20 srs.	15,225	131 mds. 30 srs.	22,749
Golpatta ..	45,200 mds.	4,987	31,701 mds.	3,175	67,650 mds.	7,446	64,372 mds.	7,209
Hantal ..			890,125 mds.	4,960	88,675 mds.	3,548	159,053 mds.	6,399
Dhani grass		42,944 (Hantal, Dhani grass and Miscellaneous together)	950 mds.	38	1,200 mds.	48	500 mds.	20
Miscellaneous (shell, etc.).			88,450 mds.	25,296	88,675 mds.	25,384	124,225 mds.	24,218

Sj. Nalini Kanta Haldar:

স্টেটমেন্টে দেখছি ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫তে মধুর কোয়ান্টিটি কমে কমে ২৮৯ মণ ১৫ সের ৬ ছটাকে এসে দাঁড়িয়েছে—এর কারণ কি?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না।

Mr. Speaker: He wants to know why there is a reduction in the value of money.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আগে চিনি যা পাওয়া যেত তার চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে। লোকে বেশী চিনি পাচ্ছে ব'লে মধুর চাহিদা কমে গিয়েছে। হানি সেই পরিমাণ নিচ্ছে না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—প্রোডাকশন কমেছে না বিক্রী কমছে?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

প্রোডাকশন যথেষ্টই আছে। হানি রিফাইন ক'রে বিক্রী করা হয়। যদি ডিমান্ড না থাকে তবে গভর্নমেন্ট হানি রেখে অনর্থক টাকা নষ্ট করতে চায় না। আমরা ৭০০।৮০০ মণ কিনে যা বিক্রী করি তা ছাড়াও কিছু কিছু প্রাইভেট সেল হয়। ডিমান্ড যদি বেশী হয় তাহ'লে আমরা আরও স্টক করতে পারি।

Sj. Nalini Kanta Haldar:

এই মধু বিক্রী করছেন সেটা কি গভর্নমেন্ট খাস থেকে বিক্রী হয় না প্রাইভেট এজেন্সী মারফৎ?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

কতক কো-অপারেটিভ মারফৎ, কিছু আলিপুর অফিস থেকে এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিক্রী হয়।

Sj. Nalini Kanta Haldar:

মধু কিনে নিয়ে গভর্নমেন্ট যেটা বিক্রী করেন সেটা জেনুইন কি না বলতে পারেন কি?

Mr. Speaker: That is not a supplementary arising out of this question.

Sj. Sasabindu Bera:

হানি তৈরী হবার পর এই যে বিজ ওয়াক্স থাকে সেটা দ্বারা কি করা হয়?

Mr. Speaker: That is not a proper supplementary question.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy:

এই যে ফিগার দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১-৫২ সালে যা তিনি বিক্রী করেছেন তার পরিমাণ ২২ লক্ষ ২৪ হাজার কিউবিক ফুট, ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০—এই কমবার কারণটি কি বলবেন?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

প্রত্যেক জিনিষ একটা ওয়ার্কিং প্ল্যান অনুযায়ী যেরকম দরকার সেইরকম ফেলিং করা হয়। কাজেই কোন বছর বেশী কোন বছর কম। তাতে বন কমে নি, ১৬।১৭ মাইল বন যা আছে তাই আছে।

Sj. Biren Banerjee:

বার বার আপনি ওয়ার্কিং প্ল্যানের কথা বলছেন—ওটা কি জিনিষ?
What is that working plan?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

আপনি দয়া ক'রে অফিসে আসবেন, বুঝিয়ে দেব।

[Laughter.]

Sj. Provash Chandra Roy:

এই ফিগার থেকে কি বুঝায় যে তাঁর পরিচালনার ফলে.........

Mr. Speaker:

'বুঝায়'
আপনি যা খুসী বুঝতে পারেন।

Sj. Provash Chandra Roy:

যা ছিল ১৯৫১ সালে, ১৯৫৪ সালে দেখা যায় তার অর্ধেক মাত্র। এই হারে কি কমতে থাকবে?

Mr. Speaker: That is not a supplementary.

Sj. Dasarathi Tah:

মন্ত্রীমহাশয় জানিয়েছেন, মধুর চাহিদা কমে যাচ্ছে। এই মধু শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের হাউসের মেম্বারদের কিছু মধু পান করাবার পরিকল্পনা আছে কি না?

[Laughter.]

Repair of different Khals in Midnapore district

***86. Sj. Nagendra Dalui:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার নিম্নলিখিত খালগুলি সংস্কারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেনঃ—

(১) শ্রীকণ্ঠ খাল (ময়না),

(২) পুরানো খাল (ময়না—তমলুক),

(৩) শঙ্করড়া (তমলুক),

(৪) প্রতাপ খাল (মহিষাদল),

(৫) বাঁগুর খাল (তমলুক), এবং

(৬) দেওয়ান খাল (পাঁশকুড়া); এবং

(খ) ইহা কি সত্য যে, এই খালগুলির সংস্কার অভাবে চাষের ক্ষতি হইতেছে?

Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) (১) শ্রীকণ্ঠ খালের বহিঃস্থ ও আভ্যন্তরিক অংশ
(outer channel and inner channel)
সংস্কার করার কাজ বর্তমান বৎসরে (১৯৫৫-৫৬) আরম্ভ হইয়াছে।

(২) পুরানো খাল নামে কোন খাল আছে বলিয়া সরকারের জানা নাই।

(৩) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

(৪) তমলুক ও মহিষাদল থানায় প্রতাপখালি খাল (প্রতাপ খাল নহে) সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

(৫) তমলুক সাবডিভিসনে বাঁগুর খাল নামে কোন খাল আছে বলিয়া সরকারের জানা নাই।

(৬) পাঁশকুড়া থানায় দেওয়ানখালি খাল (দেওয়ান খাল নহে) সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

(খ) সম্পূর্ণ সত্য নহে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে বলেছেন (ক)(১)এ বহিঃস্থ সংস্কার করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ যেটা সেটা কত মাইল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ঠিক বলতে পারি না, মাইলখানেক হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলেছেন, সে কি শুধু খাল সংস্কার না নতুন ধরণের কোন প্ল্যানও আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এই খাল সংস্কারের প্ল্যানে তাকে বাড়িয়ে দেওয়ার আরও এক্সট্রা করার তাই ব্যবস্থা আছে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তারপর এখানে যেটা বলেছেন (ছ)(খ), 'সম্পূর্ণ সত্য নয়'.... ...

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তার পরিমাণ কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পার্সেন্টেজ কষা নেই।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তমলুকের বাঁপুর খাল--বাগুড় নয়--সম্পর্কে বলতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

নূতন প্রশ্ন করবেন জবাব দেব। এই প্রশ্নে উনি বাগুরই লিখেছেন।

Irrigation schemes within Nayagram, Sankrail and Gopiballavpur police-stations

***87. Sj. Dhananjoy Kar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর থানায় সেচ বিভাগদ্বারা কোথাও কোন সেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা;

(খ) হইয়া থাকিলে, কোথায় ও কি প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে; এবং

(গ) হইয়া না থাকিলে, সরকারের ঐসকল এলাকায় সেচ-ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং তাহা কিরূপ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু অংশে সেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে। নয়াগ্রাম থানায় এখনও কিছু ব্যবস্থা হয় নাই।

(খ) সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু অংশে সেচ বিভাগ কৃত ঝাড়গ্রাম ইরিগেশন প্রজেক্টের চম্পা ও কাওয়ারী খালের মধ্যে পাকা বাঁধ (weir) দিয়া সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(গ) গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানায় নিম্নলিখিত সেচ-পরিকল্পনাগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে:—

গোপীবল্লভপুর থানা

(১) দোলং পরিকল্পনা; ও

(২) কেন্দুগেড়িয়া বাঁধ পরিকল্পনা।

নয়াগ্রাম থানা

(১) কাঞ্চন খাল বাঁধ পরিকল্পনা;

(২) মুরলী খাল বাঁধ পরিকল্পনা; ও

(৩) রঙ্গিয়াম খাল বাঁধ পরিকল্পনা।

Sj. Dhananjoy Kar:

এই যে বলেছেন, চম্পা কাওয়ারী খালের মধ্যে পাকা বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, এতে কি পরিমাণ জমিতে জল পায়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পাঁচ হাজার একর।

Sj. Dhananjoy Kar:

আচ্ছা, এই যে দোলং পরিকল্পনা, এটা কি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও তৈরী হয় নি, সুতরাং কি ক'রে হবে?

Sj. Dhananjoy Kar:

এটা স্বতন্ত্রভাবে করবেন, না পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ফেলবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এখন থেকে কিছু বলতে পারি না।

Sj. Dhananjoy Kar:

কেন্দুগেড়িয়ার বাঁধ সেদিন আদিবাসী মন্ত্রী বলেছেন শেষ ক'রে দিয়েছেন—সেটা না আর একটা এটা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা বলতে পারব না।

Sj. Dhananjoy Kar:

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ দিকে কোন খাল করার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

দক্ষিণ দিকে কি কি খাল আছে আমার মুখস্থ নেই।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

এই যে দোলং পরিকল্পনা যা বলছেন, এটা কোথায় কি পরিকল্পনা হচ্ছে বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

দোলং নদীকে বেঁধে তার থেকে সেচ দেওয়া যায় কি না এই পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

সেটা কোথায় বাঁধা হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কি জায়গা বলতে পারব না।

Supply of bonemeal for Narayangarh police-station, Midnapore

***88. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার জন্য বর্তমান বৎসরে সরকার কি পরিমাণ bonemeal দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন;

(খ) প্রতিমণ bonemeal-এর মূল্য কত;

(গ) ইহা কি সত্য যে—

(১) বর্তমান বৎসর স্থানীয় কৃষি বিভাগীয় কর্মচারীর পারমিট দ্বারা উক্ত সার বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিয়া সরাসরি এজেন্টের মাধ্যমে free sale-এ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং

(২) উক্ত এজেন্ট চাষীদিগের নিকট ১/ মণ ধান লইয়া এক মণ bonemeal দিতেছেন এবং কোন কোন চাষীর নিকট নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা প্রতিমণে ২৲ টাকা অতিরিক্ত লইতেছেন; এবং

(ঘ) যদি (গ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা?

Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed):

(ক) মেদিনীপুর জেলায় বিক্রয়ের জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালে ১,৪০০ টন, অর্থাৎ ৩৮,১৫০ মণ bonemeal বরাদ্দ করা হইয়াছে। নারায়ণগড় থানার প্রয়োজনীয় bonemeal ঐ বরাদ্দের মধ্যে ধরা আছে।

(খ) মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় ডিপো হইতে খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রতিমণ bonemeal-এর নিম্নলিখিত মূল্য ধার্য হইয়াছে ঃ—

মেদিনীপুর (সদর—উত্তর)	৭৸৹ আনা
মেদিনীপুর (সদর—দক্ষিণ)	৭৸৶৬ পাই
তমলুক	৭৸৶৬ পাই
ঘাটাল	৭৸৶৹ আনা
কাঁথি	৮৲ টাকা
ঝাড়গ্রাম	৮৲ টাকা

(গ) (১) হ্যাঁ।

(২) সরকারের নিকট এইরূপ কোন অভিযোগ আসে নাই।

(ঘ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Madan Mohon Khan:

গত বছর দামটা কি ছিল বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

গত বছর বোনমিল বিতরণ করি নি। তখন ৬ৄ টাকা প্লাস ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ যা হত। এবারে ওপ্‌ন ক'রে দিয়েছি যা খুসী লোকে নিতে পারে। ট্রান্সপোর্টেশন চার্জের জন্য ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা হয়েছে।

Sj. Madan Mohon Khan:

মেদিনীপুর জেলাতে এ বছর কোন্ তারিখে বোনমিল পেঁছবে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

তারিখ মুখস্থ নেই।

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি কি জানেন চাষীরা বোনমিল পাচ্ছে না?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমার মনে হয়, ট্রান্সপোর্টেশনের অসুবিধার জন্যে কিছু দেরী হয়েছে, কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় সব জায়গায় পেঁছে গিয়েছে এটা ঠিক।

Sj. Madan Mohon Khan:

বোনমিল কি দরে আপনি কেনেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: I ask for notice.

Scheme for construction of embankments within Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations

***89. Sj. Dhananjoy Kar**: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানায় ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে সেচ বিভাগের সেচের জন্য কোন বাঁধ করার পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি এরূপ কতগুলি বাঁধ করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

(ক) সেচ বিভাগ হইতে ১৯৫৪-৫৫ সালে গোপীবল্লভপুর থানায় আশুই ধর্মপুর গ্রামে একটি বন্যানিবারণী বাঁধ পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছে।

(খ) আপাততঃ অন্য কোন বাঁধের পরিকল্পনা নাই।

Sj. Dhananjoy Kar:

বন্যানিবারণী বাঁধ দ্বারা কি সেচের কাজও চলছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এতে সেচের কাজও চলছে, এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

সেচের কাজও হচ্ছে কি?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

সেচের কাজও হচ্ছে বলেছি তো।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Dhananjoy Kar:

এই বাঁধ বন্যায় যাতে না ভেঙ্গে যেতে পারে তার জন্য কি কোন আলাদা বন্দোবস্ত করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এ বিষয়ে আমি কোন তদন্ত না ক'রে উত্তর দিতে পারি না।

Sj. Dhananjoy Kar:

এই বাঁধের দ্বারা বন্যা নিবারণের কাজ ছাড়াও কি সেচের কাজ চলছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

হাঁ, এতে সেচের কাজও চলছে। এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

বন্যা নিবারণ করা হচ্ছে, না সেচের কাজ হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমি ত পূর্বেই বলেছি—সেচের কাজ হচ্ছে।

Sj. Dhananjoy Kar:

কিভাবে সেচের কাজ হচ্ছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

নোটিশ দিলে উত্তর দেবো।

Sj. Dhananjoy Kar:

এই বাঁধের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এই বাঁধেতে সম্পূর্ণ খরচ হয়েছে—
Rs. 2,88,244 including bills in hand amounting to Rs. 20,836.

Sj. Dhananjoy Kar:

বন্যার জলে এই বাঁধটা যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য কোন আলাদা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে কি না বাঁধকে রক্ষা করবার জন্য?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

এ বিষয় তদন্ত না ক'রে উত্তর দিতে পারি না।

Reconstitution of the Board of Wakfs, West Bengal

*90. **Janab Lutfal Hoque:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(a) when the present Board of Wakfs, West Bengal, was constituted;

(b) when the election to fill the elected seats of the Board was last made; and

(c) whether the Government have any scheme for selecting Muslims from different districts for the seats to be filled up by appointment by the State Government?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (a) The present Board of Wakfs was constituted on 4th June, 1949.

(b) December, 1954.

(c) Government will appoint seven members, but the Act does not say that the appointment will be district-wise.

Sj. Provash Chandra Roy:

এই যে প্রশ্নের (সি)তে বলা হয়েছে, সাত জন মেম্বারকে পরে এ্যাপয়েন্ট করা হবে, এখানে কি নীতির ভিত্তিতে তাদের এ্যাপয়েন্ট করা হবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

খুব ভাল ভাল লোকদের বেছে নিয়ে তাদের এ্যাপয়েন্ট করা হবে।

Sj. Provash Chandra Roy:

খুব ভাল লোক, এটা স্থির করবেন কে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

খুব ভাল লোকদের মধ্যে মুসলমানও আছে।
He must be a Muslim.

Sj. Provash Chandra Roy:

এটা কে ঠিক করবেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

গভর্নমেন্ট ঠিক করবেন।

Sj. Provash Chandra Roy:

তার মাপকাঠি, যোগ্যতা কি কি হবে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ভাল লোকের মাপকাঠির সংজ্ঞা নির্দেশ করা বা ঠিক করা কোন মানুষের সাধ্য নাই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তাহ'লে কি বুঝতে হবে গভর্নমেন্ট অতিমানুষ?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি—এই যে ওয়াকফ্, এতে কি মুসলমান ছাড়া হিন্দু নিয়োগ করা চলে না?

Mr. Speaker: That is not a supplementary question. That is almost a fundamental conception.

Sj. Provash Chandra Roy:

১৯৪৪ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচন কি পদ্ধতিতে করা হয়েছে, সেটা একটু উদ্ধৃত ক'রে মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

Mr. Speaker: That question does not arise out of this.

Non-payment of salaries of the primary school teachers of Howrah

***91. Sj. Lalit Kumar Sinha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনানের সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং হাওড়া জেলার অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গত ডিসেম্বর মাস হইতে বেতন পাইতেছেন না;

(খ) অবগত থাকিলে, ইহার কারণ কি; এবং

(গ) এই প্রাথমিক শিক্ষকগণ যাহাতে অবিলম্বে তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন পান তাহার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কিনা?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী, এই দুই মাসের বেতন সময়মত শিক্ষকগণ পান নাই।

(খ) জেলা স্কুলবোর্ডের তহবিল নিঃশেষিত হওয়াই ইহার কারণ।

(গ) হ্যাঁ।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে ফান্ড নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে বলেছেন—সেটা পূরণ করবার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এই তহবিল কম হ'লে তৎক্ষণাৎ গভর্নমেণ্ট থেকে একটা গ্রাণ্ট দিয়ে সেটা পূরণ ক'রে দেওয়া হয়। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে একটু দেরী হতে পারে। আপনারা শুনে হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন এই হাওড়া জেলায় এ বৎসর দশ লক্ষ টাকা পাঠান হয়েছে।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে দুই মাসের টাকা বাকী হয়ে পড়ে ছিল, তখন শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা কিরকম ছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta

***92. Dr. Atindra Nath Bose:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state whether Government have given any grant or aid to the Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the amount of grant or aid given from time to time; and

(*ii*) what is the constitution of the Governing Body of the J. N. Roy Infant and Nursery School and whether there is any nominee of the Government on the Governing Body?

(*c*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether there are any other Infant or Nursery Schools in the State to which grants or aids were given by the Government; and

(*ii*) if so, what are the names of these schools and what is the amount of grant or aid received by each of them from time to time?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) and (*c*)(*i*) Yes.

(*b*)(*i*) Maintenance grant of Rs.600 per mensem.

(*ii*) A statement regarding the constitution of the Governing Body is laid on the Table. There is no Government nominee on the Governing Body.

(*c*)(*ii*) A list of other aided Infant/Nursery Schools is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (*b*)(*ii*) *of starred question No. 92*

CONSTITUTION OF GOVERNING BODY OF J. N. ROY INFANT AND NURSERY SCHOOL, CALCUTTA

Name.	Address.	Category of representation.
(1) Shri Charu Chandra Biswas, M.A., B.L.	58, Puddapukur Road, Calcutta.	President.
(2) Dr. H. N. Ray, M.B., F.R.C.O.G. (London).	19/4, Madan Mitra Lane, Calcutta.	Honorary Treasurer.
(3) Mrs. Mrinmayie Ray	Ditto.	Honorary Secretary and Teachers' representative.
(4) Dr. Radha Binod Pal, M.A., D.L., Ph.D.	21, Beadon Street, Calcutta.	Eminent citizen.
(5) Dr. Srikumar Banerjee, M.A., B.L., Ph.D.	31, Southern Avenue, Calcutta.	Educationist.
(6) Shri Amrita Lal Majumdar, B.L.	39, Beadon Street, Calcutta.	Donors' representative.
(7) Mrs. Kanaklata Chatterjee.	166, Bowbazar Street, Calcutta.	Donor and benefactor.
(8) Mrs. Anjali Mukerjee	Ditto.	Ditto.
(9) Shri B. P. Khaitan, Attorney-at-Law.	1, Old Post Office Street, Calcutta.	Ditto.
(10) Shri H. K. Datta, B.E.	12, Mission Row, Calcutta	Benefactor.
(11) Mrs. Sarajubala Ghose	C/o *Amrita Bazar Patrika*, Ananda Chatterjee Lane, Calcutta.	Guardians' representative.
(12) Mrs. Manimala Das	125, Vivekananda Road, Calcutta.	Ditto.
(13) Dr. A. C. Dey, L.M.F.	4B, Benode Saha Lane, Calcutta.	Foundation Member of the Governing Body.

Statement referred to in reply to clause (c)(ii) of starred question No. 92

LIST OF AIDED INFANT/NURSERY SCHOOLS

Names of other aided Infant/Nursery Schools in the State.	Amount of annual maintenance grant.
	Rs.
(1) Sishu Niketan, 32/10A Beadon Street, Calcutta-6 ..	4,800
(2) Sishu Bhawan, 8 Bethune Row, Calcutta-6 ..	1,200
(3) Sishu Niketan, Jalpaiguri	2,400
(4) Sishu Mahal, Jalpaiguri	3,600
(5) Purnima Sammilani, Howrah	600
(6) Kindergarten School, Howrah, Sibpore	600

Dr. Atindra Nath Bose: Are there any rules regarding appointment, salary and service conditions of the teachers in that school?

The Hon'ble Pannalal Bose: As regards nursery schools, we do not accept any other responsibility except to the extent of seeing that the money we pay is properly spent.

Dr. Atindra Nath Bose: Is not that one of the criteria to judge whether the money is properly spent or not?

The Hon'ble Pannalal Bose: I visited the school once and found the ladies, who were teaching the little children, were very sensible.

Dr. Atindra Nath Bose: That was not my question. The Minister may say that he cannot reply. I wanted to know whether he is aware of any rules regarding the salary, service conditions, etc., of the teachers of that school. That was my question.

The Hon'ble Pannalal Bose: I cannot say without notice.

Dr. Atindra Nath Bose: Are there any tests or examinations to assess the attainments of the students of that school? Government is giving a grant to the school.

Mr. Speaker: Government is giving grants to 2,000/5,000 schools.

Dr. Atindra Nath Bose: What are the considerations upon which Government give grants to schools?

The Hon'ble Pannalal Bose: One consideration is the result of examinations, as you know.

Dr. Atindra Nath Bose: Is it a fact that the school is taking tuition fee in the primary section?

The Hon'ble Pannalal Bose: There is no primary section in the nursery school.

Dr. Atindra Nath Bose: This is a nursery and infant school and not merely nursery school. My question is, is there any primary section in that school?

The Hon'ble Pannalal Bose: No, primary section means a section for boys between the ages of 6 to 11 and their education must be free in the rural area—not here in Calcutta.

Sj. Biren Banerjee: Item (5) of the statement referred to in reply to clause (*c*) (*ii*)—Purnima Sammilani, Howrah—where is this situated?
এর ঠিকানাটা জানাবেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এটা আমি জানি যে, এদের ৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ঠিকানাটা ঠিক আমি বলতে পারলাম না।

Formation of Governing Bodies of colleges

***93. Sj. Mrityunjoy Pramanik:** Will the Hon'be Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have laid down any rules or regulations guiding the aided colleges in forming their Governing Bodies;

(*b*) if so, what are those rules;

(*c*) whether any provision has been made for inclusion of a representative of guardians in the Governing Body of an aided college;

(*d*) whether the Burdwan Raj College receives any grant-in-aid from the Government;

(*e*) if so, from what year; and

(*f*) whether there is any guardian representative in the Governing Body of the said college?

The Hon'ble Pannalal Bose: (*a*) No, but it is reported that the Calcutta University which is the appropriate authority has the matter under their consideration.

(*b*) Does not arise.

(*c*) It is understood that the University has issued circulars to principals of affiliated colleges where two guardian representatives are proposed to be included in the Governing Bodies of the colleges.

(*d*) Yes, in lump but not on a permanent recurring basis.

(*e*) 1950-51.

(*f*) None at present.

Dr. Atindra Nath Bose: With respect to answer (*f*), did the Hon'ble Minister enquire why there were no guardians' representatives on the Governing Body of the Burdwan Raj College?

Mr. Speaker: It is said here that this is done by the University and not by the Government. How can the Minister answer that question?

Dr. Atindra Nath Bose: But that comes within the answer.

Mr. Speaker: The initiative is taken by the University. How can Government give the answer?

[3-50—4 p.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: Can the Hon'ble Minister state as to whether at present there is any guardian representative in the governing body of that college?

The Hon'ble Pannalal Bose: For the information of the honourable member I may tell him that the rules for the constitution of governing body are different in the case of aided schools, colleges, sponsored colleges and merely affiliated colleges and not aided. And then there is a fourth class specially constituted under a special constitution. The University has postponed consideration of the last class, so that Maharaja of Burdwan's college governing body cannot now be interfered with.

Dr. Atindra Nath Bose: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if there are any representatives of guardians in the governing body of the college now?

The Hon'ble Pannalal Bose: No.

Dr. Atindra Nath Bose: What is it—whether you cannot say or whether there is no member?

The Hon'ble Pannalal Bose: That is a very special constitution of Maharaja's nominees.

Adult Education Centres in the State

***94. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলায় কতটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে;

(খ) এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কতজন শিক্ষক আছেন;

(গ) এই শিক্ষকদের মাসিক কত করিয়া বেতন দেওয়া হয়;

(ঘ) এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কি কি সাহায্যের ব্যবস্থা আছে;

(ঙ) শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর কোথায় কি ব্যবস্থা আছে; এবং

(চ) বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) ১৯৫৩-৫৪ সালে—

আক্ষরিক শিক্ষাকেন্দ্র	৪৬৪
পূর্ণাঙ্গ সমাজশিক্ষাকেন্দ্র	৩২২
মোট ...	৭৮৬

(খ) ১৯৫৩-৫৪ সালে—

আক্ষরিক শিক্ষাকেন্দ্র	৪৬৪
পূর্ণাঙ্গ সমাজশিক্ষাকেন্দ্র	৬৪৪
মোট ...	১,১০৮

(গ) ও (ঙ) বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত হইল।

(ঘ) শিক্ষকের ভাতা ও বোনাস বাদে আনুষঙ্গিক বিবিধ খরচ বাবদ মাসিক ১০৲ এবং একযোগে বই, শ্লেট, পেন্সিল, ইত্যাদি ও পেট্রোম্যাক্স আলো দিবার ব্যবস্থা আছে। কোথাও কোথাও কতকগুলি নিয়মাধীনে রেডিও দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

(চ) সাক্ষরকারী শিক্ষক প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই ভাল হয়; তাঁহার সমাজশিক্ষা ট্রেনিং থাকা চাই। সামাজিক শিক্ষাদানের শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষার মান উচ্চতর স্তরের হইবে; তাঁহার সমাজসেবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সঙ্গীত, অভিনয় ও জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতা এবং সংগঠনী শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়।

Statement referred to in reply to clause (গ) *of starred question No. 94*

আক্ষরিক শিক্ষাকেন্দ্র

	টাকা।	
আক্ষরিক শিক্ষকের ভাতা	১০৲	(মাসিক)
নিরক্ষরকে সাক্ষর করা বাবদ বোনাস (গড়ে)*	১০৲	"
মোট ...	২০৲	"

*একজন বয়স্ককে সাক্ষর করিতে পারিলে মাথাপিছু ১৲ টাকা।
একজন বয়স্কাকে সাক্ষর করিতে পারিলে মাথাপিছু ২৲ টাকা বোনাস দেওয়া হয়।

পূর্ণাঙ্গ সমাজশিক্ষাকেন্দ্র

	টাকা।	
সামাজিক শিক্ষাদানের শিক্ষকের ভাতা	৩০৲	(মাসিক)
আক্ষরিক শিক্ষকের ভাতা	১০৲	"
নিরক্ষরকে সাক্ষর করা বাবদ বোনাস (গড়ে)	১০৲	"

Statement referred to in reply to clause (ঙ) *of starred question No. 94*

ইতোপূর্বে প্রতিবৎসর বাণীপুর বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সামাজিক শিক্ষা-শিক্ষণ শিবিরে শিক্ষকগণকে ৬ সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করা হইত।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিতে শিক্ষকগণ ট্রেনিং গ্রহণ করেন:—

(১) পশ্চিমবঙ্গ বয়স্ক শিক্ষা সমিতি।
(২) বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠন বিভাগ।
(৩) বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতি।
(৪) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া।

শিক্ষকগণকে লোকসঙ্গীত, কথকতাপাঠ ও অন্যান্য লোকরঞ্জন কলা বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা হয়:—

(১) বঙ্গবাণী, নবদ্বীপ।
(২) রাধারমণ ভাগবত মহাবিদ্যালয়, নবদ্বীপ।
(৩) পণ্ডিত প্রভাতচন্দ্র গোস্বামীর চতুষ্পাঠি, কুচবিহার।

(৪) বাঁশীপুর লোকশিক্ষা সদন, ২৪-পরগণা।

(৫) কালিম্পং লোকশিক্ষা সদন, দার্জিলিং।

উপরোক্ত (১—৩নং) কেন্দ্রগুলিতে সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। ৪—৫নং প্রতিষ্ঠান দুইটি খাস সরকারী পরিচালনাধীন।

Sj. Madan Mohon Khan:

আপনি বলেছেন, আক্ষরিক শিক্ষা কেন্দ্রে যে শিক্ষকেরা ১০৲ টাকা ভাতা পান ওরা পার্টটাইম ওয়ার্কার না ফুলটাইম ওয়ার্কার?

The Hon'ble Pannalal Bose:

পার্টটাইম ওয়ার্কার কিছু আছে।

Sj. Madan Mohon Khan:

ওরা স্পেশাল কেডার ছাড়া হতে পারে কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ওরা স্পেশাল ক্যাডেরের শিক্ষক নয়।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

স্পেশাল ক্যাডেরের শিক্ষকেরা ওখানে শিক্ষকতা করতে পারে কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এখনো করে নাই।

Sj. Madan Mohon Khan:

স্পেশাল ক্যাডেরের শিক্ষকেরা আক্ষরিক শিক্ষাকেন্দ্রে পার্টটাইম শিক্ষক হতে পারে কি না?

Mr. Speaker: It is not a question about special cadre. That question does not arise.

Sj. Madan Mohon Khan:

উনি ত বলেছেন ওরা পার্টটাইম ওয়ার্কার।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

আপনি বলেছেন ৭৮৬টা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে, এই কেন্দ্রগুলিতে কতগুলি ছাত্র অধ্যয়ন করে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আক্ষরিক মোট শিক্ষাকেন্দ্র ৭৮৬টা আছে—গড়ে ১০০ ক'রে ধরতে পারেন, আর পূর্ণাঙ্গ যেটাও প্রায় ১১০ বয়স্ক, মোট প্রায় এক লক্ষ।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় স্কুলের সংখ্যা দিয়েছেন, সে স্কুলের এগজিস্টেন্স আছে কি না মাঝে মাঝে সে খোঁজ নেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমাদের সব জেলায় ইন্সপেক্টর অব এ্যাডাল্ট এডুকেশন আছে।

Sj. Ambica Chakraborty:

এই সব শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, জনসভায় বক্তৃতাদানের ক্ষমতা এবং সংগঠনী শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়—এদের দ্বারা কি কি অর্গানাইজেশন সংগঠন করা হয়? এবং কি কি বিষয় বক্তৃতা দেওয়া হয়?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এখানে সমস্তটা বলতে পারব না। তবে সমস্ত জিনিষগুলি যে সে লোকের কর্ম নয়—এ্যাডাল্ট এডুকেশন দেবার ক্ষমতা খুব কম লোকের আছে। একটা লোকের গ্রামে গিয়ে গ্রামের লোকদের ডেকে লেখাপড়া শেখানো—তার মধ্যে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী শিক্ষাই বেশী রয়েছে, তারপর নৈতিক শিক্ষা এবং গ্রামের লোকদের হাইজিন শিক্ষা দেওয়া—এসব সহজ কথা নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন তাদের সংগঠনের ক্ষমতা থাকা দরকার এবং এতগুলি কাজ করতে হবে—আপনি কি মনে করেন ১০৲ টাকা বেতন দিয়ে এত কাজ করান যায়?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে বলেছেন, আক্ষরিক শিক্ষাকেন্দ্রে এবং পূর্ণাঙ্গ সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে একশ ক'রে ছাত্র শিক্ষা পায়—এ তথ্য তিনি কার মারফৎ পেয়েছেন তা জানাবেন কি?

Mr. Speaker:

উনি ত অনেকবার বলেছেন ডিপার্টমেন্ট থেকে,

It is a waste of time putting similar questions. Why do you put this question every time.

গভর্নমেন্ট কোথা থেকে আর পায়?—এই সব প্রশ্ন করায় সময় নষ্ট হয়ে যায়।

Sj. Provash Chandra Roy:

এই তথ্য সম্পর্কে তিনি ভাল ক'রে খোঁজ নেবেন কি?

The Hon'ble Pannalal Bose:

দরকার হ'লেই নেব। কোন জায়গায় ১০০, কোন জায়গায় ১২০, এইরকম ছিল।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই ধরণের কোন স্কুলে আপনি নিজে গিয়ে দেখেছেন একবারও?

The Hon'ble Pannalal Bose:

না, এ ধরণের স্কুল দেখি নি।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বই, শ্লেট, পেন্সিল, পেট্রোম্যাক্স আলো, রেডিও দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে; এজন্য কি টেন্ডার আহ্বান করা হয়, না বাজার থেকে কেনেন?

Mr. Speaker: That is not a proper supplementary question.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এ জিনিষগুলো কেনা হয়?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Subodh Banerjee:

আপনি বলেছেন যে আক্ষরিক শিক্ষকের ভাতা ১০৲ টাকা এবং সামাজিক শিক্ষাদানের শিক্ষকের ভাতা ৩০৲ টাকা—এদের কোন বেতন দেন না? এঁরা কি অনারারী সার্ভিস দেন?

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন পার্টটাইম ওয়ার্কারের এ্যালাউন্স হিসাবে দেন।

Sj. Subodh Banerjee:

এটা এ্যালাউন্স না স্যালারী?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এই শিক্ষকেরা ১০৲ টাকা ভাতা, ১০৲ টাকা বেতন আর ইকুইপমেন্ট, পেন্সিল প্রভৃতি.........

Sj. Subodh Banerjee:

বেতন ত দেখছি না—
where is the salary?

[No reply.]

Sj. Balailal Das Mahapatra:

পার্টটাইমের জন্য ১০৲ টাকা দেওয়া হয়; তারা কতক্ষণ কাজ করে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তার মধ্যে রেডিও শোনাও আছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়——

Mr. Speaker: Question time is over. The Hon'ble Irrigation Minister will now make a statement about the North Bengal flood.

PRESENTATION OF PETITION ON WEST BENGAL LAND REFORMS BILL, 1955.

Secretary: Sir, under rule 88, I have to report that one petition as per statement laid on the table, has been received relating to the West Bengal Land Reforms Bill, 1955, which was introduced in the Assembly by the Hon'ble Satyendra Kumar Basu, on the 24th February, 1955.

Petitions relating to the Bill to reform the law relating to land tenure consequent on the vesting of all estates and of certain rights therein in the State, which was introduced in the West Bengal Legislative Assembly on the 24th February, 1955:

Number of signatories.	Town or village.	District.
49	Arbandha Boalia	Nadia

[4—4-10 p.m.]

Mr. Speaker: Now the Irrigation Minister will make a statement about the North Bengal Flood.

STATEMENT ON THE FLOOD SITUATION

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Mr Speaker, Sir, as in the last year, this year also several districts of the State—Jalpaiguri, Cooch Behar, Darjeeling, Malda, West Dinajpur and Murshidabad—have been stricken with floods. The full report about the flood situation in these districts and the measures taken by Government is naturally rather a long report. I do

not want to take up the valuable time of the House in reading out the full report. I am having it printed and shall have it distributed to the Members of the House some day next week. Meanwhile, I would like to make a concise report to the House.

After the devastating floods of last year, which had very seriously disrupted the communications in West Bengal, both the Railways and the Works and Buildings Department of this Government took up the urgent task of restoration of the communication system. They have accomplished this task very well. All the bridges on the roads and railways were either repaired or replaced by new bridges, permanent or temporary. The two rivers which have, however, remained unbridged were the Char Torsa and Sil Torsa. The bridging of these rivers involves a difficult technical problem which can be solved only after careful investigations.

With the assistance of the Government of India, the Irrigation Department of the State Government set themselves to tasks—first, investigations and surveys to serve as the basis of fundamental flood control measures and second, emergency protection works for certain limited areas.

The investigations and surveys have progressed well. The catchment areas of the river Teesta and its tributaries have been reconnoitered by teams of technical experts. A chain of hydrological observation posts has been set up, and a mass of data from different sources has been collected and is being correlated. The aerial photographic survey of the flooded area and the work of spot levelling, both undertaken by the Government of India, have made progress and will be completed during the next cold weather. With the co-operation of the Government of Bhutan a chain of river-gauge and rain-gauge stations are being set up in Bhutan. Most of them will be provided with wireless to serve as Flood Warning Stations also.

Emergency protection works were undertaken at different places at a total estimated cost of rupees two crore and nine lakhs. With the exception of one, the embankment in the Domohoni-Barnes areas, all of them have stood up to the floods this year. These works have protected several towns—Jalpaiguri, Cooch Behar, Alipur Duar, Siliguri and Mathabhanga and several tracts of the country-side against erosion and floods this year.

The floods which have taken place in various districts this year have affected a total area of about 1,250 square miles. Naturally great suffering has been caused as also damage, particularly to crops. Several hundreds of houses have had to be dismantled and removed from flooded or threatened areas, and about a hundred and fifty more houses have been virtually buried in silt and rendered permanently uninhabitable. But there have fortunately been very few losses of human lives or of cattle—thanks to the very prompt and energetic rescue and relief operations undertaken by the local officers of Government, leading men of the localities and non-official organisations. Only two deaths have been confirmed so far and one more reported. The reported loss of cattle is about fifty heads. Hundreds of families have been rescued from affected or threatened areas and given temporary shelter and relief.

This year's floods again disrupted railway and road communications at very many points. But restoration of communications has been prompt. At the moment all the breaches on the railway have been closed except for one on the Main line to Assam. The breaches on the major roads have also been restored. Free ferries have been provided across the unbridged rivers.

Necessary medical, sanitary and veterinary measures have been taken in the flooded areas and I am glad to be able to say that there has been no epidemic, either among men or animals, anywhere in the affected areas. Relief given by Government has taken the form of food, gratuitous relief,

boat-hire, free supply of clothes and blankets, water supply at places where people have taken shelter, agricultural loans, house-building grants and free supply of concentrates for cattle. About Rupees Six lakhs have been sanctioned for relief so far. Relief is continuing .in the affected areas Philanthropic organisations, such as the Red Cross and the Bharat Sevak Samaj and others, have also rendered valuable services to the affected people in various ways. By the free supply of aman seeds, for which Rs. 36,500 has been sanctioned so far, the people are being assisted to bring the lands back under cultivation.

The investigations and surveys for the formulation of fundamental flood control measures will be expedited to the utmost possible extent. The House, will, however, appreciate the fact that this will take some time, particularly when the rivers have their origin and their catchment areas in remote and inaccessible mountainous regions of Nepal, Sikkim, Bhutan and Tibet. Meanwhile, the trends of the rivers, the causes of flooding, the erosions during the present flood season have been carefully observed. Several more short-term protection schemes are being formulated now and will be executed before the next flood season. Moreover, the Government are proposing to provide about Rs. 7 crores for flood control works in North Bengal in the 2nd Five-Year Plan. The House will agree, I hope, Sir, that the engineers of the Railway and the State Government deserve congratulations in the manner in which they have worked against heavy odds since the last flood season and the success they have achieved in restoring communications both before and during the floods and in carrying through the emergency protection works. They can be relied on to do the very best possible in the future also.

Sj. Jyoti Basu: Sir, we have been told by the Minister that this is a very short statement and that the fuller one will be circulated to us next week. Therefore, we would like to have a debate on the statement otherwise one side of the picture, namely, that of the Government side, will be before us.

Mr. Speaker: When the statement will be circulated, we shall see that.

Now we shall take up the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, clause by clause.

GOVERNMENT BILL

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955

Clause 1

Mr. Speaker: The amendment of Sj. Madan Mohon Khan is out of order.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

[*Mr. Speaker: I take it that all the amendments are moved including those which have been given notice of by Sj. Balailal Das Mahapatra.*]

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 2, for the words "special police officer" and "special police officers" wherever occurring, the words "gentleman entrusted with duties of police" and "gentlemen entrusted with duties of police" be respectively substituted.

Dr. Narayan Chandra Ray: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A, for sub-section (1) the following sub-section be substituted, namely:—

"(1) There shall be a Reserve Force of Special Police Officers for the town of Calcutta, to be recruited from amongst the following categories of people, viz.:—

(a) Lawyers, (b) Doctors, (c) Professors, (d) Engineers, (e) Teachers of High Schools and such other persons who pay Income-tax. The services of those Reserve Special Police Officers shall only be requisitioned in cases of Communal trouble.".

Sj. Jyotish Joarder: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 1, after the words "there shall be" the words "in case of a state of emergency being declared by the State Government" be inserted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), line 3, for the word "town" the word "city" be substituted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "as defined in the Calcutta Municipal Act, 1951" be inserted.

Sj. Ambica Chakrabarty: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(2), lines 1 to 4, for the words beginning with "as many" and ending with "by the State Government" the words "as many officers as there are police stations in Calcutta" be substituted.

Sj. Jyotish Joarder: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(2), in line 2, after the words "as may be appointed" the words "subject to the approval of a Selection Board elected by the State Assembly on proportional representative basis" be inserted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I beg to move that in clause 2, the proviso to the proposed section 20A(2) be omitted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(4), line 4, the word and comma "powers," be omitted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(5), in line 3, after the words "police officer" the words "but shall be provided (free) with uniform and equipment" be inserted.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(5), lines 7 to 9, the words beginning with "or the Deputy Commissioner" and ending with "in writing" be omitted.

Sj. Balailal Das Mahapatra: I beg to move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 1, after the words "There shall be" the words "in an abnormal state of emergency only" be inserted.

I move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), line 3, the words "town of" be omitted.

I move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "Municipal area" be inserted.

I move that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "who shall be recruited from the respectable and trustworthy persons of the locality concerned" be inserted.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

माननीय স্পীকারমহাশয়, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে,

in clause 2, in the proposed section 20A, sub-section (1)

এর পরিবর্তে

"there shall be a reserve force of Special Police Officers for the town of Calcutta"

ইত্যাদি এইটা এখানে আমি দিয়েছি। এ কথাটা এখানে উহ্য থাকলেও এটাকে আপনারা পার্মানেন্ট ক'রে নিচ্ছেন, "ডি জুরে" হিসাবে থাকলেও কার্যতঃ এটাকে আপনারা "ডি ফ্যাক্টো" হিসাবেই চালাবেন। দ্বিতীয়তঃ, এ্যামেন্ডমেন্টের শেষ অংশে আমি ক্যাটিগোরিক্যালি দিচ্ছি—

"lawyers, doctors, professors, engineers, teachers of high schools and such other persons who pay income-tax."

এটাকে দিচ্ছি এজন্য যে, পুলিশ কমিশনারকে আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ, এ পর্যন্ত এমন কোন কার্যকারণ ঘটেনি যাতে তাঁকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। সেজন্য তাঁর হাতে যেসমস্ত এমপ্লয়মেন্ট হবে তাঁরা কি ধরণের লোক হবে তার একটা ক্যাটিগোরি যদি না বেঁধে দেওয়া হয় তাহ'লে এর পরে যিনি পুলিশ কমিশনার হয়ে আসবেন তিনি হয়ত ভালো লোক নাও হতে পারেন, ফলে শান্তি রক্ষা না হয়ে শান্তিভঙ্গ হতে পারে। সেজন্য ক্যাটিগোরি বেঁধে না দিলে শান্তিরক্ষক হিসাবে যাঁরা রিক্রুট হবেন তাঁরা শান্তিরক্ষক না হয়ে শান্তিভঙ্গকারী হতে পারেন। আর সেজন্যই আমি "সাচ আদার পার্সন্স", যাঁরা ইনকাম-ট্যাক্স দেন, তাঁদের ইনক্লুড করতে চাচ্ছি। কারণ, দেখা গিয়েছে যে, এমন লোককে পুলিশে নিযুক্ত করা হয়েছে যাঁরা নিজের কাজের জন্য ব্যস্ত রয়েছেন ব'লে সাধারণ মানুষের লাভ হয় নি, যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। সেজন্য আমি ক্যাটিগোরি বেঁধে দিচ্ছি। যদি করতেই হয় তাহ'লে এমন লোককে করুন যাঁদের বিচারবুদ্ধির উপর সাধারণ মানুষ আশা রাখতে পারে। আমরাও চাচ্ছি যে, স্পেশাল পুলিশ হোক, কিন্তু যারা চুরি করে, যারা ভেজালের ব্যবসা করে, এইসমস্ত লোকের এ্যান্টি-সোশাল এ্যাক্টিভিটিজের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেন এমন পার্সন্যালিটি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে যাতে নিযুক্ত করা হয় তারই জন্য এটা ক্যাটিগোরিক্যালি করতে বলছি। এটা শুধু গভর্নমেন্টের মর্জির উপর রেখে দিলেই চলবে না, আমার এ্যামেন্ডমেন্টে আরেকটা কথা আমি দিয়েছি, সেটা হচ্ছে এই যে, রিজার্ভ ফোর্স যখন তখন ব্যবহার করা—যেমন কোথাও একটা স্ট্রাইক হ'ল, কিম্বা একটা সাধারণ আন্দোলন হ'ল তা' দমন করার জন্য এই ফোর্স ব্যবহার করা চলবে না। সেজন্য আমি কতকগুলি সার্টেন ইমার্জেন্সি কথা ব'লে দিচ্ছি, যেমন

in cases of communal trouble

এই ব্যবস্থাটা যদি না করা হয় তাহ'লে—ধরুন কোথাও টিচারদের একটা আন্দোলন হ'ল, আর অমনি পুলিশ বেরিয়ে আসবে। ট্রাম নিয়ে আন্দোলন হ'লেও বেরিয়ে আসবে। এটা ঠিক নয়। আমাদের আশংকা রয়েছে এরকম বেঁধে না দেওয়া হ'লে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধেই এটা বেশী ব্যবহার হবে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে, (১) এদের রিজার্ভ ব'লে ডিক্লেয়ার করা হোক, (২)

ক্যাটিগোরি বেঁধে দেওয়া হোক, (৩) আমরা চাচ্ছি কেবল স্পেশাল অকেশনে, যেমন কমিউন্যাল ট্রাবল বা এই ধরণের ব্যাপারেই ব্যবহার করা হবে। আমার এ্যামেন্ডমেন্টে এই দাবী রেখে এখানে শেষ করছি।

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, আমার দু'টি এ্যামেন্ডমেন্ট আছে আলোচ্য ধারার উপরে। তার মধ্যে একটি ১৮নং এবং আর একটি ২২নং। প্রথমটির তাৎপর্য হচ্ছে, উপস্থিত বিলে ২নং ধারার (১) নং উপ-ধারাতে প্রথম লাইনে যেখানে আছে—

"There shall be a force of Special Police Officers for the town of Calcutta",

আমার সেখানে সংশোধনী আছে—"দেয়ার শ্যাল বি" এই কথাটার পরে

"in case of a state of emergency being declared by the State Government".

এই কথাটা আমি যুক্ত ক'রে দিতে চাচ্ছি। আর (২)য় উপ-ধারার ১-২ লাইনে যেখানে আছে—

"such force, etc., Special Police Officers as may be appointed by the Police Commissioner, etc.,"

সেখানে "এ্যাপয়েন্টেড" শব্দটির পর আমি যুক্ত ক'রে দিতে চাই একটি কন্ডিশন; যথা—

"subject to the approval of a Selection Board elected by the State Assembly on Proportional Representation basis"

এ দু'টিই আমার এ্যামেন্ডমেন্ট।

প্রথমটির তাৎপর্য প্রাঞ্জল। একটা সংকটপূর্ণ বিশেষ অবস্থা যদি বর্তমান থাকে তাহ'লে এই স্পেশাল পুলিশ ফোর্সের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সার্কুলেশন বিরোধী কথা প্রসঙ্গে এ কথাটা বলেছেন যে, মূল আইন -যার বলে আলোচ্য বিল আনা হয়েছে -তাতে এই "ইমার্জেন্সি" কথাটা নাকি আছে। যদি থেকে থাকে তাহ'লে তো আমার সংশোধনী গ্রহণ করতে কোন মুস্কিল থাকে না। এখানে দেখতে পাচ্ছি

Calcutta Suburban Police Act, 1860, Bengal Act II—

যার এ্যামেন্ডমেন্ট হিসাবে এ বিল উপস্থিত—তার ১২নং সেকশনে স্পেশাল পুলিশ নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে টেম্পোরারি ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে। যথা,

"The Commissioner of Police may on his own authority appoint Special Police Officers to assist him in any temporary emergency".

তাহ'লে "ইমার্জেন্সি" কথাটা সেখানে আছে। অথচ উপস্থিত বিলে স্পেশাল পুলিশ অফিসারের বেলায় "ইমার্জেন্সি" কথাটা সামহাউ ওয়েভড অফ হয়ে গেছে। যদি ভুলক্রমে ওয়েভড অফ হয়ে থাকে তাহ'লে সংশোধন ক'রে নেওয়া হোক। আর যদি সেটা ডেলিবারেট থাকে তাহ'লেও সংশোধন করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, উপরিউক্ত ১২নং সেকশনে, যেখানে ছিল "স্পেশাল পুলিশ অফিসার" সেখানটাতে "স্পেশাল কনস্টেবল" সাবস্টিটিউট ক'রে স্পেশাল পুলিশ অফিসারের জন্য আলাদা দু'টি নতুন ক্লজ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ১৪নং অরিজিন্যাল সেকশনের পর একটি এবং ২০নং সেকশনের পর আর একটি—একটি সাধারণ পুলিশের উদ্দেশ্যে এবং অপরটি ক্যালকাটা পুলিশের উদ্দেশ্যে। দু'টোই প্রায় আইডেন্টিকাল এবং দু'টোকেই এইভাবে এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। অথচ দু'টোতেই ইমার্জেন্সি কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহ'লে কথাটা উঠছে যদি ইমার্জেন্সি কথাটার কোন মানে থাকে তাহ'লে সেখানে এটা মেনশন করতেই বা আপত্তি কি? ইমার্জেন্সি ছাড়াও একটা পার্মানেন্ট পুলিশ নতুন ক'রে রেজ করা হবে কি? উপরন্তু এখানে মৌখিক আশ্বাসের ভাবে আছে—এই পুলিশবাহিনীর জন্য বেতন লাগবে না। আমি জানি, টাকা অনেক লাগবে।

তবু আমার প্রস্তাব অনুযায়ী ইমার্জেন্সি কথাটাও অন্ততঃ ওখানে যদি থাকত তাহ'লে এ ধারাটি গ্রহণ করা যেত। মূল আইনে যদি এ সম্বন্ধে আপত্তি না থাকে তাহ'লে আলোচ্য স্থলে ইমার্জেন্সি কথাটা উল্লেখ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

তারপর আমার দ্বিতীয় এ্যামেন্ডমেন্টটা হ'ল এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধে। উপস্থিত বিলের ২নং ধারায় (২) নং উপ-ধারার বলে স্পেশাল পুলিশ অফিসারের

recruitment, training, organisation, promotion, demotion, dismissal, appointment.

এইসমস্ত নির্ভর করছে পুলিশ কমিশনারের উপর। এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে বিশেষ ক'রে সরকার শুধু করবেন যে সংখ্যাটি দরকার তারই নির্ধারণ। এইরকম একটা ক্ষমতা যদি কারো হাতে দেওয়া যায় সেই মানুষটি ভাল কি মন্দ সে কথা আসে না। ক্ষমতামাতাল ব'লে একটা কথা আছে। অতিরিক্ত ক্ষমতা বিনা কারণে যদি কারো হাতে দেওয়া যায় তাহ'লে তার অপব্যবহার না হয়ে যায় না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে কেন এটা করা হচ্ছে? আর প্রয়োজন যদি সত্যিই থেকে থাকে, সে প্রয়োজনটা কি তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া ভাল। তা ছাড়া, এর প্রয়োজন, নিয়োগ এবং প্রয়োগ সব কিছুই যদি ব্যক্তিমাত্রের হাতে থাকে তাহ'লে তো এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত একটা প্রাইভেট আর্মি হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও কথার ভাবে মনে হচ্ছে যে পুলিশ কমিশনার আজ সরকারী কনফিডেন্সেই তো আছেন। আজ আমাদের সরকার এইরকম একটা প্রাইভেট আর্মি তাঁর হাতে তুলে দেবার চেষ্টা কেন করছেন? আজ হয়ত আপাতদৃষ্টিতে সুবিধা কিছু হতেও পারে, কিন্তু এই সুবিধাটাই একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে অচিরে।

"Power corrupts; and absolute power corrupts absolutely."

এই কথাটাই এখানে এসে পড়ে। সেজন্যই আমি বলছি, এই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রেসপেক্টেবল পার্সন্সদেরকে যদি সরকার পেতে চান তাহ'লে একটা

Respectable Selection Board

তারা করুন। এবং তারই মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য হতে রিক্রুটমেন্ট ক'রে নিন। তাতে তো কোন অসুবিধা নেই। বরং এই বোর্ডের রেসপেক্টিবিলিটিটা দেখে দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করবেন যে, এতে একটা রেসপেক্টিবিলিটি আছে। এই ব্যাপারে সরকারপক্ষ এবং বিশেষ ক'রে আমাদের চীফ মিনিস্টার কাল এই সভাগৃহে স্পেশাল অফিসার হিসাবে কয়েক জন বিশিষ্ট নাগরিকের নাম উল্লেখও করেছেন। কিন্তু তার সংখ্যা নগণ্য।

[At this stage the blue light was lit.]

আমি আর দু' মিনিট পেতে পারি?

[4-20—4-30 p.m.]

তাহ'লে এই বাহিনীতে রেসপেক্টেবল মানুষকে যদি এ্যাট্রাক্ট করতে হয় তাহ'লে বিশিষ্ট নির্বাচনের সাহায্যে একটি সুযোগ্য সিলেকশন বোর্ড খাড়া করবার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হ'লে আমি বলবো যে এর ফল ভাল হবে না। একটা রেন অব টেরর শুধু সৃষ্ট হবে। পৃথিবীর ইতিহাসের বেদনাদায়ক শিক্ষা বা তুর্কী ও গ্রীক জেনেসারী ও প্রিটোরিয়ান গার্ডের উত্থান-পতনের করুণ কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ যাঁকে এ্যাবসলিউট পাওয়ার দিচ্ছেন, করাপটেড হবার অফুরন্ত সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁরই হাতে সরকার নিজের বিপদ ডেকে আনছেন। বিপদ তো শুধু সরকারের নয়, বিপদ সারা দেশের। সেজন্য তাঁদেরকে আমি সাবধান করছি। এবিপদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবেই আমি সংশোধনী এনে বলছি এই ব্যাপারে এসেম্বলি সভ্যদের দিয়ে প্রোপোরসনেট রিপ্রেজেন্টেসান বেসিসে নির্বাচন ক'রে একটা সিলেকশন বোর্ড তৈরী করা হোক। এই সিলেকশন বোর্ডের নামে দেশের মানুষকে ডেকে আনা হোক। তাহ'লে দেখা যাবে, যারা স্পেশাল কনস্টেবল হবেন তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিই হবেন। এই সিলেকশন বোর্ডের নির্বাচনে কংগ্রেস মেজরিটি কার্যকরী হবে তা আমি জানি। সে যাই হোক, প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনই আমরা চাচ্ছি। তা পেলে সর্ব দলের ও সকল জনের সম্মতি তাতে পাওয়া যাবে। তারপর মেজরিটি রুল হয় হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই।

এই ব'লেই আমি দাবী জানাচ্ছি—আমার এ দু'টো সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক।

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, যখন পুলিশ আইন পাশ হয়েছিল তখন আমাদের হাউসে যারা আছেন তাদের কারো জন্ম হয় নি, কাজে কাজেই তখনকার দিনে আমরা ক্রমশঃ উন্নতি করেছি, তখন বলা হতো টাউন অব ক্যালকাটা—এখন একে সিটি নাম দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীমহাশয় নিজের বক্তৃতায় দু'বার সিটি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ আমরা অনেক উন্নতি করেছি। আমরা যদি আবার টাউন বলি, তাহ'লে বলতে হবে আমরা ৯০ বৎসর আগে আছি। এখন সিটি হয়ে গিয়েছে, তার আয়তন, পপুলেশনের কথা বিবেচনা করা দরকার। আমার সংশোধনী যে আইন ১৯।২০ নম্বর তাতে আমি বলেছি

City of Calcutta as defined in the Calcutta Municipal Act of 1923

তাহ'লে কলকাতার এরিয়া টালিগঞ্জ নিয়ে অনেকখানি হবে।

Mr. Speaker: We are not changing the original Act. You cannot change the original Act. You go to your other amendment.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury:

২৬-এ আছে। আমি জানি না, যারা স্পেশাল অফিসার তারা সরকার থেকে কোন ইউনিফর্ম এ্যান্ড ইকুইপমেন্ট পান কি না। এখন বললেন, তারা যদি ফ্রী ইউনিফর্ম এ্যান্ড ইকুইপমেন্ট পান তাহ'লে এরাও পাবেন। আমি বলি, এরা যখন বিনা বেতনে কাজ করবেন এদের ফ্রী ইউনিফর্ম এ্যান্ড ইকুইপমেন্ট পাওয়া দরকার।

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে ক্লজ ২তে কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তিনি যেকোন সংখ্যক স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করতে পারবেন। এই পুলিশ কমিশনার যে এ্যাপয়েন্ট করবেন সেই এ্যাপয়েন্টমেন্টের উপর আমরা আস্থা রাখতে পারছি না। যদি এরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতো তাহ'লে খুব ভাল হতো।

Mr. Speaker: On which amendment are you speaking? 21?

Sj. Ambica Chakrabarty: Yes.

Mr. Speaker: That does not concern election.

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই যে ক্ষমতা

as many officers as may be appointed by the Commissioner of Police...........

Mr. Speaker: That is not election.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, এখানে ক্লজ টুতে যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করবার ক্ষমতা কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে সেইজন্যই আমি আপত্তি করছি। তিনি যত খুসী লোককে এ্যাপয়েন্ট করবেন শুধু গভর্নমেন্টের এ্যাপ্রুভাল নিয়ে? যেসমস্ত লোককে তিনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন, সে এ্যাপয়েন্টমেন্টের উপরে বিশেষ আস্থা রাখতে পাচ্ছি না, যদি পুলিশ কমিশনার এ্যাপয়েন্ট না করে ইলেকসান হত, সাধারণ মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হত তাহলে আপত্তি করবার থাকত না। এই যে কোন সংখ্যক লোককে এ্যাপয়েন্ট করবার ঢালাও ক্ষমতা কমিশনারকে না দিয়ে প্রত্যেক থানাতে এইরকম একজন ক'রে অফিসার এ্যাপয়েন্ট করবার ক্ষমতা দেওয়া হোক। তাহ'লে দেখা যাবে তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন হবে কি না! মনে যখন এত সন্দেহ আছে, তা দূর হবে। পুলিশ কমিশনারকে এই যে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তিনি যত খুসী অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নিযুক্ত করবেন—খালি মাত্র গভর্নমেন্টের এ্যাপ্রুভাল লাগবে। আমি তাই বলছি এই এরিয়া বেঁধে দেওয়া দরকার। এক এরিয়ায় একজনের বেশী যেন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া না হয়। এই হচ্ছে আমার এ্যামেন্ডমেন্টের মূল উদ্দেশ্য।

Mr. Speaker: Mr. Ganesh Ghosh.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Mr. Speaker, in the absence of Mr. Ghosh, I want to speak on the amendment of Mr. Ghosh as well as on mine because they are related. The first thing is—Mr. Ghosh's amendment seeks to omit...............

Mr. Speaker: What is your amendment?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Mr. Ghosh's amendment is to the effect that the proviso to sub-clause (2) be omitted. My amendment is No. 37, concerning clause 3............

Mr. Speaker: Your amendment is for clause 3. When we come to that clause we will take that up.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: The object of Mr. Ghosh's amendment is quite clear. It aims at providing the power of appointment only to the Police Commissioner and not to the Deputy Commissioner—that is, paragraph 2 of clause 2. His object is that, if at all, the power of appointment should be kept in the hands of a more responsible person than the Deputy Commissioner, and therefore he has put in this amendment, and on his behalf I have spoken on this amendment.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্টের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্লজ ২, সেকশন ২২এ(৫), সেখানে বলা হয়েছে—

> "A special police officer appointed under this section shall be a part-time officer and shall not be entitled to any remuneration for his services as such special police officer. His appointment may, without prejudice to the exercise of any powers of punishment conferred by any regulations under sub-section (3), be at any time cancelled by the Commissioner of Police or the Deputy Commissioner of Police, as the case may be, after giving him one month's notice in writing."

আমি চাই

> "or the Deputy Commissioner of Police, as the case may be, after giving him one month's notice in writing".

এইটা বাদ দেওয়া হোক। এর পিছনে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যাকে ডিসমিস করা হচ্ছে, সেই স্পেশাল পুলিশ অফিসারকে যদি এক মাসের একটা লিখিত সময় দিয়ে তাকে যদি সেই পোস্টে রাখা হয় তাহ'লে আমার ধারণা ডিসমিস তাকে যে জন্য করা হয়েছে, তাকে সমর্থন করবার জন্য এক মাস ধরে খানিকটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেইজন্য আমি মনে করি, এই ধরণের সুযোগ যাতে আর না থাকতে পারে, সেটা করা দরকার। যে অন্যায় করেছে তাকে এক মাস সুযোগ দিলে সে সেই এক মাসের ভেতর আরও অনেক বেশী অন্যায় করবার চেষ্টা করবে। পরে ডিসমিসের প্রশ্ন আসছে কেন? যখনই স্পেশাল পুলিশ অফিসারের গলদ দেখা দেবে, তখনই তাকে সরাবার প্রশ্ন দেখা দেবে। তাকে যদি এক মাস সুযোগ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে গলদটা ঢাকবার চেষ্টা সে করবে। সে দিক থেকে আমার মনে হয় আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটা খুব যুক্তিযুক্ত। এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় মেনে নেবেন।

[4-30—4-40 p.m.]

Mr. Speaker: Speak that in the third reading. When you talk on the amendment it must be relevant.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমি যা বলছি তা কি ঠিক হয় নাই? আর' একটা কথা হচ্ছে যে, আমরা এমন কোন নজীর এ পর্যন্ত বঙ্গীয় সরকারের কোন আইনের মধ্যে দেখি নি যেখানে কেউ অন্যায় করলে তাকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, লেবার সম্বন্ধে যেসমস্ত আইন আছে

সেখানে যাকে ডিসমিস করা হয়, তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডিসমিস করবার চেষ্টা করা হয় যদি সে আইনের কোন ব্যতিক্রম ক'রে থাকে। সেখানে কোনরকম সুযোগ যখন দেওয়া হয় না, তখন এখানেই বা সে সুযোগ থাকবে কেন? সরকারের অন্যান্য বিভাগে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরও সেরকম কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। এই স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের সম্পর্কে এই সুযোগ কেন দেওয়া হবে? এটা বোঝা গেল না। তাই আমার যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে, এটা খুবই যুক্তিযুক্ত। আশা করি, মন্ত্রীমহাশয় আমার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব খুব ছোট। আমি বলছি, এখানে যে পাওয়ার কথাটি আছে, এই কথাটি বাদ দেওয়া হোক। তার কারণ, এই যে বিল আনা হয়েছে, আমরা আগেই বলেছি যে, এটা অত্যন্ত খারাপ ধরণের বিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সাধারণ মানুষকে, যে ধরণের হোক না কেন, তাকে টেনে এনে যদি বা কিছু পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা আছে তার হাতে দেওয়া হয় তাহ'লে আমি মনে করি যে ক্ষমতা ব্যবহারের চেয়ে অপব্যবহারের চান্স খুব বেশী। আমরা এবং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ জানে পুলিশ তার ক্ষমতার ব্যবহার যেভাবে করছে তার চেয়ে সবচেয়ে বেশী অপব্যবহার করতে দেখেছি। কাজেই, আমরা বলছি যে এই ক্ষমতা আবার আমাদের সাধারণ মানুষ জনকয়েককে অর্পণ করা হোক, এটা আমরা চাচ্ছি না। যদি সরকার মনে করেন যে, জনসাধারণ এবং পুলিশের মধ্যে সংযোগ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহ'লে আমি মনে করি, এই যে পুলিশ অফিসার এ্যাপয়েন্ট করা হোক সাধারণ পুলিশ অফিসারের প্রিভিলেজ এবং প্রোটেকশন যা আছে তাই থাক, তারা পুলিশের ডিউটি করুক, কারণ তাদের দ্বারা জনসংযোগ সম্ভবপর হবে। শুধু শুধু তাদের কিছু ক্ষমতা দিয়ে আজকে সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের চেষ্টা করাকে আমরা ভালো ব'লে মনে করি না। সেজন্য আমি মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব এখন এই ক্ষমতা তাদের দিয়ে কাজ নেই। পরে তাদের যদি ভালভাবে কাজ করতে দেখা যায়, তাহ'লে পরে সেটা চিন্তা করা যাবে। আর তার সঙ্গে আর একটা কথা আছে—এই যে ক্ষমতা পুলিশ অফিসারদের কতখানি দেওয়া হবে, সেটা এই বিলের মধ্যে খুব ভালভাবে নেই এবং পুলিশ অফিসার বলতে সমস্ত পুলিশ অফিসারকে মিন করা হয়। এখানে যদি থাকত, পার্টিকুলারলি যে সাব-ইন্সপেক্টরকে যেসমস্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে তাই দেওয়া হবে তাহলেও হতো, কিন্তু এখানে পুলিশ অফিসার বলে আছে। কাজেই সে দিক থেকে আমি আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটাকে গ্রহণ করার জন্য মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি এই ক্লজ টুতে ৪টা এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আমরা এই বিলের বিরোধিতা করছি। কিন্তু এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে গণসংযোগ এবং নাগরিক অধিকার বোধ উন্নয়নের জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও কাল এই কথা বলেছেন। এইজন্য আমি মনে করি, যদি একান্তই পুলিশ ফোর্স রাখতে হয়, তবে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সময় যদি রাখা হয় তাহ'লে আমাদের বলবার কিছু নাই। সেইজন্য আমি এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি—

"There shall be in an abnormal state of emergency only."

অর্থাৎ একমাত্র জরুরী অবস্থার সময়ই তাদের নেওয়া হবে। আজ যদি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় সে অবস্থায় তাদের রাখা উচিত, আর যদি পারমানেন্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রাখা হয় তাহ'লে আমি মনে করি ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। যখন জনসাধারণের ধনপ্রাণ বিপন্ন হবে,—সেই অবস্থায় যদি রাখা হয়, আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই।

দ্বিতীয় কথা, এই বিলের কোথাও নাই, কোন্ শ্রেণীর লোককে নেওয়া হবে। এইজন্য আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্টে বলেছি—

"who shall be recruited from the respectable and trustworthy persons of the locality concerned".

যখন স্পেশাল পুলিশ ফোর্স গঠন করা হবে, সেই অঞ্চলের যারা বিশ্বাসভাজন এবং সম্মানিত লোক, তাদের ভিতর থেকে যেন গঠন করা হয়। তাহ'লে তাঁরা গণসংযোগ করতে পারবেন। এবং বিলের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেন। যেখান সেখান থেকে যদি লোক নিয়োগ করা হয় তাহ'লে গুণ্ডা দমন করতে পারবেন না। বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর বাছাই করা লোক যদি না নেওয়া হয় এবং যাকে তাকে যদি এই ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহ'লে সেই অঞ্চলের লোকদের তারা ইউনিফর্মের জোরে বিপন্ন করবে। এইজন্য আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি।

তারপর আমি আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি যে, "কলকাতা" টাউনের জায়গায় সমস্তটা মিউনিসিপাল এরিয়াকে কলকাতা বোঝাবার জন্য বলেছি। এবং আর একটাতে "টাউন অব" তুলে দিতে বলেছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, it seems to me that there are certain difficulties with regard to understanding the meaning of the present Bill. The present Bill only attempts to alter the provision of one section of the Calcutta Police Act and another section of the Calcutta Sub-urban Police Act. Sir, the Calcutta Police Act itself is not being changed and the Calcutta Police Act of 1866 says, "An Act to amend and consolidate the provisions of the Act for regulating the Police of the town of Calcutta", and the town of Calcutta has been defined in the Act as "It shall include all places within the legal limits of the jurisdiction of Her Majesty's High Court of Judicature at Fort William in Bengal", the area which is under the original jurisdiction, as it is called, of the High Court. Therefore, there can be no amendment with reference to the words 'town', 'municipal area', etc., or even with regard to the question of adding the word 'Superintendent' to the words 'Deputy Commissioner' because there is no Superintendent within the town of Calcutta. Therefore, these are amendments which have no basis.

The second group of amendments is that we cannot trust the Police Commissioner to select proper persons. Sir, the proof of the pudding is in the eating of it. If you look at the list, I have read out certain names yesterday, they consist of doctors, teachers, professors, ex-army officers, Assistant Director of film production, President of the Bar Association, film artists like Jahar Ganguly, Pahari Sanyal, public prominent workers, members of the university, etc. We are perfectly satisfied that the Police Commissioner has used his utmost judgment in selecting the proper type of persons. There is no reason why we should alter that at the present moment.

The third point that has been raised is why should we have a group of persons except in case of emergency. Even if we assume that, in order that a person can work in an emergency he must be trained.

[4-40—4-50 p.m.]

It is not like that you just issue an order today, and one hundred or two **hundred people come round trained** and able to meet the situation. That is the reason why it is deliberately stated in this Amending Act that they will be a permanent feature. Although some of my friends have been good enough to say that they will be the limb of the Police, they will be a permanent feature on the Statute Book whereby they will get training under certain conditions. Here the question has arisen that we should not give them any powers, that they should be ঠুঁটোজগন্নাথ that they should have no power, that they should simply stand there. Sir, the very idea is that they should be given certain powers. I am not surprised at the

criticisms of the other side. A man who does not trust himself cannot trust any other person in the world. That is the psychology behind it.

As regards the actual work that has been performed by these special constables I may give you some examples. They assist the Police by giving report about some crimes and criminals. They assist the Police in tackling the problem of traffic. They control crowds in improtant games and on festive occasions, ceremonial gatherings, ceremonial parades and important social functions. They managed to vaccinate 9,148 persons of the city within a short period of 26 days under the mass vaccination scheme when there was an epidemic outbreak in the year before last. They assist the Police to form Vigilance Parties and Defence Parties in different parts of Calcutta. They performed short-weight drives in markets occasionally co-ordinating with Police which was very much appreciated by the Police. They assist the Police to apprehend the criminals, and many of them succeeded so far to arrest criminals with stolen properties, live bombs, daggers, etc. They have attended to stranded motors and injured persons on the streets, and removed tuberculosis patients from streets to the hospitals. None of these is of the nature of what is described as communal. Of course it is a drive against those who tried to injure the society as such. I am not simply saying that they have been given certain powers. I may be allowed to quote a few instances when a section leader detected and supplied to Police information and whereabouts of the motor car involved in a dacoity case. He also managed to avert a clash between the Hindu and Muslim citizens of Jorasanko and Kalabagan areas. There is another officer who while on duty arrested one man who was trying to cheat the public by selling a brass bar representing it to be made of gold. He made over the culprit to the Police. There is another officer, a group commander, who while passing along Maidan in plain clothes found a large number of students ready to attack a Calcutta Police tent. After an altercation with them this gentleman alone opposed the students in spite of his sustaining injury and attracted the Police to take steps. There is another section leader who on several occasions arrested several criminals while committing crimes in that area, and a few of them have already been convicted by the Court. There is another officer who arrested a lorry driver with 84 bags of grams which were found to be stolen property. There is another deputy section leader who founded a Vigilance Party on account of which in Shampukur area for some time no crime was committed, because the party started functioning. There is another deputy group commander who did excellent traffic arrangements during the Durga Puja festival and so on. Therefore, it is not a question merely of employing them on certain specific occasions as has been mentioned there.

There is another point raised and that is this: whether you should give powers to the Deputy Commissioner. As I said, the Deputy Commissioner is a very high officer and often in the absence of the Commissioner he acts as the Commissioner. Therefore, there is no reason why he should not be given some powers if the Commissioner thinks that he should be given those powers.

In the amendments there is no other particular point. The only point is—and this matter was brought over to me as Minister of Home—so far as the names of persons who have so far been selected as such are concerned, I think we may feel proud that such men have taken upon themselves the arduous and onerous task of defending the citizens of this city.

With these words I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2, for the words "special police officer" and "special police officers" wherever

occurring, the words "gentleman entrusted with duties of police" and "gentlemen entrusted with duties of police" be respectively substituted, was then put and lost.

[4-50—5 p.m.]

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 2 in the proposed section 20A, for sub-section (1) the following sub-section be substituted, namely:—

"(1) There shall be a Reserve Force of Special Police Officers for the town of Calcutta, to be recruited from amongst the following categories of people, viz.:—

(a) Lawyers, (b) Doctors, (c) Professors, (d) Engineers, (e) Teachers of High Schools and such other persons who pay Income-tax. The services of those Reserve Special Police Officers shall only be requisitioned in cases of communal trouble,".

was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—51.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—131.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas

Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 51 and the Noes 131, the motion was lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 1, after the words "there shall be" the words "in case of a state of emergency being declared by the State Government" be inserted was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—51.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh

Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—129.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya. Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta. Sjkta. Mira
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath

Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 51 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2, in the proposed section 20A(1), line 3, for the word "town" the word "city" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "as defined in the Calcutta Municipal Act, 1951" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ambica Chakrabarty that in clause 2, in the proposed section 20A(2), lines 1 to 4, for the words beginning with "as many" and ending with "by the State Government" the words "as many officers as there are police stations in Calcutta" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 2, in the proposed section 20A(2), in line 2, after the words "as may be appointed" the words "subject to the approval of a Selection Board elected by the State Assembly on proportional representative basis" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 2, the proviso to the proposed section 20A(2) be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 2, in the proposed section 20A(4), line 4, the word and comma "powers," be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury that in clause 2, in the proposed section 20A(5), in line 3, after the words "police officer" the words "but shall be provided (free) with uniform and equipment" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that in clause 2, in the proposed section 20A(5), lines 7 to 9, the words beginning with "or the Deputy Commissioner" and ending with "in writing" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 1, after the words "There shall be" the words "in an abnormal state of emergency only" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that in clause 2, in the proposed section 20A(1), line 3, the words "town of" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "Municipal area" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Balailal Das Mahapatra that in clause 2, in the proposed section 20A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "who shall be recruited from the respectable and trustworthy persons of the locality concerned" be inserted, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—51.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—131.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar

Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 51 and the Noes 131, the motion was lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—131.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas

Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

NOES—51.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mulliok Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar

Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sahu, Sj. Janardan
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 131 and the Noes 51, the motion was carried.

Clause 3.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4.

Dr. Narayan Chandra Ray: I beg to move that in clause 4, in the proposed section 14A for sub-section (1), the following sub-section be substituted, namely:—

"(1) There shall be a Reserve Force of Special Police Officers for the suburbs of the town of Calcutta to be recruited from amongst the following categories of people, viz.—

(a) Lawyers, (b) Doctors, (c) Professors, (d) Engineers, (e) Teachers of High Schools and such other persons who pay Income-tax. The services of those Reserve Special Police Officers shall only be requisitioned in cases of communal trouble."

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 4, in the proposed section 14A(1), line 3, for the word "town" the word "city" be substituted.

Sj. Ambica Chakrabarty: I beg to move that in clause 4, in the proposed section 14A(2), lines 1 to 4, for the words beginning with "as many" and ending with "by the State Government" the words "as many officers as there are police stations in the suburbs of this town of Calcutta" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: I beg to move that in clause 4, the proviso to the proposed section 14A(2) be omitted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that in clause 4, in the proposed section 14A(4), line 4, the word and comma "powers," be omitted.

Sj. Jnanendra Kumar Chaudhury: I beg to move that in clause 4, in the proposed new section 14(5), in line 3, after the words "police officer" the words "but shall be provided (free) with uniform and equipment" be inserted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I beg to move that in clause 4, in proposed section 14A(5), lines 7 to 9, the words beginning with "or the Deputy Commissioner" and ending with "in writing" be omitted.

Sj. Balailal Das Mahapatra: I beg to move that in clause 4, in the proposed section 14A(1), in line 1, after the words "There shall be" the words "in an abnormal state of emergency only" be inserted.

I move that in clause 4, in the proposed section 14A(1), line 3, the words "town of" be omitted.

I move that in clause 4, in the proposed section 14A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "Municipal area" be inserted.

I move that in clause 4, in the proposed section 14A(1), in line 3, after the word "Calcutta" the words "who shall be recruited from the respectable and trustworthy persons of the locality concerned" be inserted.

All the motions were then put and lost.

[5—5-10 p.m.]

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—131.

Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram).
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Kazim Ali Meerza, Janab
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Massey, Mr. Reginald Arthur
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Kali
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan

Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

NOES—47.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Jatish (Ghatal)
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mukherji, Sj. Bankim
Mulliok Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 131 and the Noes 47, the motion was carried.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, যে বিলটি আনা হয়েছে, এই বিলটি শনিবারের বিলের একটি পরিশিষ্ট বলা চলে। এই বিল আনবার সময় মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন, এই এ্যাক্টটা ১৮৬৬ সাল থেকেই আছে এবং স্পেশাল পুলিশ করবার তাতে একটি বিধি ছিল। দেখা যাচ্ছে যে, ৮৯ বছর পূর্বে এই বিলটি তৈরী হয়েছিল এবং ৮৯ বছর ধরে যে স্পেশাল পুলিশের কাজ করাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটা এই বিলের ভিতর দিয়ে আবার আজকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিলটা যখন আনা হয়েছিল তখন বলা হয়েছে যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশের আর জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। অর্থাৎ এই বিলটাকে, "ঘটক বিল" বলা চলে। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের "ঘটকালি" করবার জন্য আর একটি বাহিনী দরকার, অর্থাৎ "ঘটক বাহিনী" তৈরী করতে হবে। ৮৯ বছরেতে সেই ঘটক বাহিনী দ্বারা যা সম্ভব হয় নাই, আজকে সেই অসম্ভব জিনিষটা মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় সম্ভব করতে চাইছেন। ৮৯ বছর পূর্বে অর্থাৎ ইংরাজ আমল থেকে স্পেশাল পুলিশ তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছিল, যে কর্তব্য তারা সম্পাদন করবে তাও ঠিক হয়েছিল, কিন্তু আমি মুখ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই তাদের সেই বিলের উদ্দেশ্য কি সার্থক হয়েছিল? ৮৯ বছর ধরে "ঘটকালি" ক'রে যদি

জনসাধারণ এবং পুলিশের সঙ্গে সংভাব না ঘটে থাকে, তাহ'লে আজকে কোন স্পর্শমণির স্পর্শেতে হঠাৎ এই ঘটক বাহিনী তৈরী করামাত্রই ৮৯ বছরের সেই ব্যর্থতা আজকে সার্থকতায় পরিণত হবে।

দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে, এই বিলকে সার্থক করবার কথায় এবং এই স্পেশাল পুলিশ এবং পুলিশের কাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের মাননীয় মিঃ গুপ্ত বারবার সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন। অতএব এই একটি মাত্র পুলিশ অফিসার ছাড়া আর দ্বিতীয় জনের কথা তাঁর মনে আসে নি। তিনি খুঁজে বার করতে পারেন নি, তাতেই মনে হয়
Exception proves the rules
সেইজন্যই তিনি একজনের বেশী নাম করতে পারেন নি। যদি মনে হত যে আমাদের সমস্ত পুলিশ অফিসার এফিসিয়েন্ট, তাহ'লে তিনি অন্ততঃ একজনের নাম উল্লেখ না ক'রে বহু লোকেরই নাম উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু সে দিক থেকে যতবারই তিনি উল্লেখ করেছেন, ততবারই তিনি ঐ একটি লোকের নাম ক'রেই স্তব্ধ হয়েছেন।

তারপর কথা হচ্ছে, এই যে পুলিশ অফিসার হচ্ছে, এই পুলিশ অফিসারদের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মাইনে করা বেতনভোগী যে পুলিশ অফিসার আছে তাদেরই সমান এবং তাদের সমান অধিকারও থাকবে। আমরা জানি যে বেতনভোগী পুলিশ অফিসার যখন এ্যাপয়েন্ট করা হয় তখন তাদের জন্য একটা সিলেকশন কমিটি হয়, তাদের গুণাবলীর একটা বিচার হয় এবং তাদেরও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত একটা কমিশন আছে, যারা তাদের গুণাবলীর বিচার ক'রে তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট রেকমেন্ড করেন। কিন্তু যদি ডিউটিজ ও পাওয়ার একই হয়, তাহ'লে এদের নিয়োগের জন্য এইরকম কমিশনের দ্বারা গুণাবলীর বিচারের পদ্ধতি নেই কেন এবং সেজন্য এই পদ্ধতির অভাবে তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার যে যৌক্তিকতা আছে সেটা আমরা স্বীকার করতে পারছি না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভেতর দিয়ে যদি এই সিলেকশনটা হ'ত, বা সেই কমিশনের ভেতর দিয়ে যদি তারা আসতেন তাহ'লে তারা অনারারীই হোন আর যাই হোন, কাহারো আপত্তি থাকত না। তা না ক'রে, এইরকম একটা প্রাইভেট সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ একা পুলিশ কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনারের দ্বারা সিলেকশন ও এ্যাপয়েন্টমেন্টের কি প্রয়োজন আছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। ঠিক এইজন্যই দেশের সাধারণের বিশ্বাস তাদের উপর কমবে এটা স্বাভাবিক, এতে অন্ততঃ আপত্তি করবার কিছু কারণ নেই। এ ছাড়া আমাদের এক বন্ধু প্রস্তাব করেছেন যে, অন্ততঃ এই এ্যাসেম্বলির প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে গঠিত যদি একটা সিলেকশন কমিটি হয়, তাহ'লে সেটা একটা কমিশনের মতনও হ'ল এবং তার উপরে জনসাধারণের পূর্ণ রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে, সুতরাং তার উপর জনসাধারণের আস্থা থাকবে, অতএব তার ভেতর দিয়ে আসবার কি যে প্রতিবন্ধক হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।

তারপরের কথা হচ্ছে, পুলিশ রিপোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রাইমস ইন ক্যালকাটা কমছে। আমি পুলিশ রিপোর্ট থেকে যে ফিগার্সগুলি পাচ্ছি সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি যে ১৯৪৮ সালে কগনাইজেবল অফেন্স কোলকাতায় হয়েছিল প্রায় ১৮ হাজার, ১৯৪৯ সালে ১৬ হাজার ৩০০, ১৯৫০ সালে ১৪ হাজার ৮০০। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট খাতে আমরা দেখছি যে, বাংলাদেশের পুলিশের খরচা দিনের পর দিন বাড়ছেই। সেটার হিসাব হচ্ছে ৫ ক্রোর ৩০ লাখ ছিল ১৯৫১-৫২ সালে, ৫ ক্রোর ৭০ লাখ ছিল ১৯৫২-৫৩ সালে, ৫ ক্রোর ৮০ লাখ হ'ল ১৯৫৩-৫৪ সালে এবং ৫ ক্রোর ৯৭ লাখ অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি হ'ল ১৯৫৪-৫৫ সালে। এই বাজেট ফিগার্স ও ক্রাইমসের ফিগার্স তুলনা করলে দেখা যায় যে ক্রাইমসের গ্রাফের যখন ডাউন-ওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট তখন খরচের গ্রাফের আপওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট।

[5-10—5-20 p.m.]

আমার কয়েকজন বন্ধু, যাঁরা এখন ওদিকে আছেন, তাঁরা তাঁদের গত মার্চ মাসে বাজেট স্পীচে বলেছিলেন অনেক কিছুই এই পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে। শ্যামপুকুর থানার পুলিশ

স্টেসনের ও,সি,র ইল-বিহেভিয়ারের জন্য একজন বন্ধু ১০০ টাকার কাট মোশন এনেছিলেন, যেমন—

"failure of the Government in stopping gambling".

এর জন্য সেই বন্ধুটিই এনেছিলেন ১০০ টাকার কাট মোশন, যেমন—

"Malpractices prevail in the Traffic Police Department"

তারজন্য এনেছিলেন ১০০ টাকার কাট মোশন, যেমন—

"Police atrocities on street hawkers"

তারজন্য এনেছিলেন ১০০ টাকার কাট মোশন সবই সেই একই বন্ধু। আমি জানি না, তিনি আজকে তাঁর ঐ মত পোষণ করেন কি না। আর এক বন্ধু, যিনি আজ ওদিকে আসন নিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে যখন কোলকাতায় ভীষণ কম্যুনাল রাইঅট হচ্ছিল—১৯৪৬ সালে, তখন কোলকাতায় আর্মড পুলিশের সংখ্যা ছিল ৪২৬ এবং তার মধ্যে অফিসার ছিল ৫৬ জন্য; এবং তাদের পোষাকের জন্য খরচ হয়েছিল ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। আর ১৯৫৪-৫৫ সালে, যখন কংগ্রেস শাসনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে, তখন আর্মড পুলিশ ফোর্সের সংখ্যা হ'ল ২ হাজার ৯৪২ এবং অফিসার হ'ল ৫০১ জন। অর্থাৎ কম্যুনাল রাইঅটের সময়ে যে আর্মড পুলিশ ফোর্স ছিল তার সাধারণ সংখ্যার চেয়ে বর্তমানে তার অফিসারের সংখ্যা বেশী এবং এদের পোষাকের খরচা হ'ল ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল অপেক্ষা প্রায় দশ লক্ষ টাকা বেশী। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এই যে জিনিষটা হচ্ছে ক্রাইমের জন্য এ সম্বন্ধে যদি ডিবেট করতে হয়, তাহ'লে এখানকার পুলিশের উপরেতে লোকের আস্থা থাকে না। তিনি আমার চেয়ে অনেকবার বিলেত গেছেন, আমি মাত্র একবার গেছি। তিনি সেখানে সেখানকার পুলিশের কার্যপদ্ধতি দেখে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট স্পীচেতে বলেছিলেন যে, লন্ডন পুলিশ নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে ৭৫ পারসেন্ট ডিটেকশন অব ক্রাইমস সেখানে জনসাধারণ করে পুলিশের সাহায্য ব্যতিরেকে। আমি জানতে চাই, এখানে জনসাধারণ সেই ৭৫ পারসেন্ট ক্রাইমস ডিটেকশন করে না কেন? তার কারণ সকলেই জানেন। এখানে জনসাধারণ পুলিশকে আস্থার চক্ষে দেখে না, বিশ্বাস করে না। যাঁরা বিলাতে গেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে সেই দেশের পুলিশ হচ্ছে জনসাধারণের বন্ধু, জনসাধারণের আস্থাভাজন। আমি যখন গিয়েছিলাম সেখানকার কোন রাস্তা চিনি না। কিন্তু যেমনি আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব স্টেশন থেকে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম অমনি ১০ সেকেন্ডের মধ্যে পাশে এসে একজন পুলিশ হাজির এবং বললেন—

"At your service, Sir. Can I help you?"

এটাই ছিল তার প্রথম কথা। প্রত্যেক জায়গায় আমি এইরকম দেখেছি। পুলিশের এই বন্ধুসুলভ ব্যবহার ও শিষ্টাচার পেয়েছি। এডিনবারোতে পাশপোর্ট অফিসে গেছি, সেখানেও গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে প্রথম কথা তার বললে—

"Good morning, Sir, at your service. Can I help you?"

আর এখানকার পুলিশের কথা—শ্যামবাজারের মোড়ে একটি বৃদ্ধ বাস্তুহারা বৃদ্ধার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেতে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন পুলিশ কনস্টেবল, ডিউটি করছিলেন অর্থাৎ খৈনী টিপছিলেন। বৃদ্ধ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "উল্টাডাঙ্গা যাবো কোন্ রাস্তায়?" তার উত্তর হ'ল, "আরে কেয়া জানে, সিধা চলা যাও"। পুলিশ শুধু বৃদ্ধকে কামড়াতে বাকী রেখেছিল। এই যে পুলিশের ব্যবহার এই ব্যবহারের পর জনসাধারণের আস্থা পুলিশের উপর কি ক'রে থাকবে? কি ক'রে সহানুভূতি এবং ভালবাসা হতে পারে? অতএব এই বিলের আয়োজন না ক'রে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় যদি কোলকাতায় এবং বাংলাদেশে পুলিশদের শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা শিক্ষা দেবার জন্য জনসাধারণের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য অন্ততঃ একটি স্কুল বা কলেজ স্থাপন করতেন, তাহ'লে জনসাধারণ সত্যিই কৃতজ্ঞ হত। জনসাধারণ বিপদে পড়লে পুলিশ যদি স্বেচ্ছায় সেখানে যায়, যেমন বিলেতের পুলিশ যায়, বন্ধুর মতন যদি সাহায্য করে ও পরামর্শ দেয়, তাহ'লে এই "ঘটক বাহিনী" স্পেশাল পুলিশের প্রয়োজন হয় না।

তা ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী এই যে এ্যান্টি-সোশাল ক্রাইমসের কথা বলেছেন, এসব ক্রাইমস কেন হয়—কিসের জন্য বেড়ে চলেছে—কিসের জন্য হচ্ছে সেটা খোঁজ করা দরকার। তা না ক'রে শুধু ঘটক বাহিনী স্থাপন করলেই ঐসব ক্রাইমস চলে যাবে? আমি যে পাড়ায় বাস করি সেই পাড়ায় আমি নিজে দেখেছি যে ভদ্রঘরের ছেলে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল, কিন্তু সে কলেজে ঢুকতে পারল না, অথবা ফেল করলে সে বেকার হয়ে বসে থাকল। প্রত্যেক পাড়ায় রাস্তার মোড়ে এইরকম ছেলেরা ছেঁড়া হাফসার্ট গায়ে বসে আছে, তাদের কোন চাকরী নেই চাকরীর আশাও নেই। পাশের দোকান থেকে এক তাড়া বিড়ি বিনা পয়সায় আদায় করে, তারপরে তাদের উন্নতি হয় এবং এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট আদায় করে। তারপরে সে পাড়াতে যখন ফলওয়ালা ঢোকে তার মাথা থেকে একটা ক'রে ফল তুলে নেয়। তারপর নজর পড়ে স্কুল-কলেজের মেয়েদের উপর, কুৎসিত কটাক্ষ, ইঙ্গিত, ইত্যাদি। তারপর আর বাকীটা ডারউইনের থিওরি অব ইভলিউশন অনুযায়ী পাক্কা গুণ্ডা, এ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্টে পরিণত হয়। বর্তমান গভর্নমেন্ট মৌলিক কারণ এই বেকার সমস্যার সম্বন্ধে এ্যাবসলিউটলি ইনডিফারেন্ট, তাঁদের এই ঔদাসিন্যই, অক্ষমতাই এরজন্য দায়ী এবং সেইজন্য এই গভর্নমেন্টকে গুণ্ডা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, আনলিমিটেড, আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাঁদেরই ইনএফিসিয়েন্সি, ইনডিফারেন্সেতে গুণ্ডা তৈরী করছেন। আবার নিজের সৃষ্ট গুণ্ডামি রোধ করবার জন্য তাঁরা তৈরী করছেন এই "ঘটক বাহিনী"। এই দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। ই.আই.আর. রেলেতে একটা লোক দেখেছিলাম। সে নস্যি বিক্রি করতো, সে বলতো—"আমার নস্যির এমন গুণ যে যদি কারো মাথা ধরে থাকে, তাহ'লে এই নস্যি নিলে তার মাথা ছেড়ে যাবে। আর যদি কাহারো মাথা না ধরে থাকে তবে অন্ততঃ ধরিয়ে উপকার দেবে"। তাই বলছিলাম—সরকারী নীতিতে গুণ্ডা তৈরী হচ্ছে এবং সেই গুণ্ডা দমন করার জন্য আবার বিল তৈরী হচ্ছে। সরকারের কৃপায় বর্তমান অর্থনীতির যা পরিস্থিতি তার কোন প্রতিকার না করে, অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন না ক'রে যদি শুধু "ঘটক বাহিনী" তৈরী করলেই যে এ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্টস লোপ পেয়ে যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না এবং জনসাধারণ, যাদের অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তি আছে, তারাও বিশ্বাস করবে না।

এই ঘটক বাহিনী সৃষ্টি করবার কথা ৮৯ বছরের পুরানো আইনে ছিল তা আমরা জনি। আরও অনেক আইন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আমলেও ছিল। মাস্টারমহাশয় অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যখন সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রথম ইলেকটেড হন তখন আমরা তাঁর হয়ে ভলান্টারী করেছি। তখন এ্যাসেমব্লিতে গিয়ে শুনেছি যে তাঁরাই রেগুলেশন ৩ অব ১৮১৮কে রাস্টি রেগুলেশন বলতেন। আজ সেই প্রকারই রাস্টি রেগুলেশন ৮৯ বছর আগেকার ক্যালকাটা পুলিশ আইনের দোহাই দেওয়াটা দেখে লজ্জা হয়, দুঃখও হয়। আজকের দিনে পুরাতন ইংরাজ আমলের আইনের দোহাই দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। জনসাধারণ এবং পুলিশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে যদি "ঘটক বাহিনী" সৃষ্টি করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করা হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাঙ্করাপ্টসি হয়েছে এবং কোন দিক দিয়ে এই প্রব্লেমকে এ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, গতকাল থেকে এই বিলের আলোচনা হচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীমহাশয় যে উক্তি করেছেন তার মধ্যে দিয়ে এই বিলকে সমর্থন করবার মতন কিছুই পাওয়া যায় নি। তিনি প্রথমে বলেছেন এ্যাকট ১৮৬১তে সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল, মাত্র সেই সেই সর্তগুলি এনে এই এ্যাকট অব ১৯৫৬-এর মধ্যে সংযুক্ত করা হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যদি ১৮৬১ সাল থেকে এই স্পেশাল পুলিশ অফিসার না নিয়ে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা চলতে পারে, তাহ'লে হঠাৎ এমন কি কারণ হ'ল যার জন্যে এটার নূতন করার প্রয়োজন থাকতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, অপরাধের সংখ্যা কমে আসছে। সুতরাং নূতন ক'রে আবার একটা বেসরকারী পুলিশ বাহিনী গঠনের কি আবশ্যকতা থাকতে পারে? যদি বুঝতাম এবং যদি তার মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশ পেত যে, বেসরকারী পুলিশ বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পুলিশের খরচা কিছু কমে যাচ্ছে, তার নাম্বার কিছু কমান হচ্ছে, তাহ'লে বুঝতাম যে এটার

একটা সার্থকতা আছে। যদি আমাদের মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় এই কথাই বলতেন যে, বাংলাদেশের পুলিশ স্ট্রাইক করেছিল, আবার কোন সময়ে কি কারণে স্ট্রাইক করবে তার ত কিছুই ঠিক নাই, অতএব বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য এবং ইমারজেন্সির জন্য কিছু স্পেশাল পুলিশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে তাহ'লেও বুঝতাম যে তাঁর যুক্তির মধ্যে কিছু সারবত্তা আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে কোন কিছুই তিনি বলেন নি। শুধু একটিমাত্র কথা তিনি বলেছেন; সেটা হচ্ছে জনসাধারণ এবং পুলিশের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তার মধ্যে একটা ব্রীজ তৈরী করা বা একটা সেতু নির্মাণ করাই হবে এই পুলিশ বাহিনীর কাজ। তাতে কিন্তু অনেক বিপদ হবে।

এখন বর্তমান পুলিশকে যে পরিমাণে সেলাম এবং সেলামী দেওয়া হয়, এই বেসরকারী পুলিশ বাহিনী মধ্যবর্তী এলে, যে কথা ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছেন যে নতুন ঘটক তৈরী হচ্ছে এবং জনসাধারণ সেখানে বড় বিপদে পড়বেন। তিনি এই কথা তাঁর প্রথম পর্যায় আলোচনার সময়ে বলেছেন এবং এই ৯০০ লোক নিযুক্তের মধ্যে সেই নৈবিদ্যের উপর রম্ভা কিম্বা একটা চিনির বলদের মতন জনকয়েকের নাম করেছেন। তাঁরা নাকি খুব বড় বড়। তাঁদের মধ্যে এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেকটর আছেন, ডাক্তার আছেন, প্রফেসর আছেন, এ্যাড্‌ভোকেট আছেন। কিন্তু বাকী ৯০০ জন লোকের মধ্যে আর সব কি স্তরের লোক সে কথা আজও আমরা জানতে পারলাম না। ২।৪ জন পোষাকী লোক থাকতে পারেন, কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে অনেক।

যদিও ১৮৮৬ সালের পুলিশ এ্যাক্ট অনুসারে এই স্পেশাল কনস্টেবল মফঃস্বলে আগে হয় নি, কিন্তু১৯৫১-৫২ সালে এটার নূতন পত্তন করা হচ্ছে। সেখানে আমরা দেখছি কম্যানডান্টের নাম নিয়ে অতি অযোগ্য, যিনি চলৎশক্তিহীন অথচ নামডাক আছে এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কখনও ড্রিল বা প্যারেড এ্যাটেন্ড করতে পারেন না, যাঁর পক্ষে বাহিরে যাওয়াও সম্ভব নয়, তিনি পোষাকী নাম নিয়ে বসে আছেন। আর বাকী সমস্ত লোক ঠিক ধর্মের ষাঁড়ের মতন চরে খাচ্ছে। তারা বিনা পয়সায় রিকশা চাপছে এবং যা কিছু করা সম্ভব, এই বাঁকুড়া সহরে তাই করছে। তার যে পুনরাবৃত্তি কোলকাতায় হবে না তারই বা কি গ্যারাণ্টি রয়েছে। বরং সাধারণ পুলিশ অফিসার যারা বেতনভোগী তাদের একটা সার্ভিস রুল আছে, প্রোমোশন হ'লে বেতন বাড়বে, তাদের একটা ভয়ের কারণ আছে চাকুরী যাবে, তার মিনস অব সাবসিস্টেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সে বরং জনসাধারণকে ভয় ক'রে চলবে এবং যাতে তাদের অপরাধটা ধরা না পড়ে কিম্বা তাকে যাতে অপরাধ করতে না হয় সে সেই মনোবৃত্তি নিয়েই চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু এদের মধ্যে তার কোন বালাই নেই। বিজনেস হ'লেই বা কি আর গেলেই বা কিছু তাতে যায় আসে না। সুতরাং জনকয়েক বিরাট লোকের নাম ডাঃ রায় করার ফলেই যে সিচুয়েশনের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এইরকম কারণও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, যদি ডাঃ রায় বিলের উদ্দেশ্যের কথায় বলতেন যে বাংলাদেশের বেকার সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে, সুতরাং এটা বেনামীভাবে, সরকারের বিনা খরচায় এবং বিনা আয়াসে এই বেকার সমস্যা সমাধানের একটা প্রচেষ্টা তিনি করছেন তাহ'লে আমাদের বলার কিছু নেই। যেটা আমরা নিজেরা পারছি না, অতএব তোমরা পার তো একটু চরে খাও। এবং এই পাঞ্জাপাট্টাও দিয়ে দিচ্ছি। এইরকম আমরা মোগল যুগেও দেখেছি এবং এক সময়ে জমিদারদের গল্পেও শুনতে পাওয়া যায় যে সেইরকম ব্যবস্থা নাকি ছিল। যদি তিনি এইরকম বলতেন তাহ'লে আমরা বুঝতাম যে, বেনামীতে তাদের একটা ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। তাও যখন তিনি স্বীকার করেন নি তখন বিলের যে কি উদ্দেশ্য তা যদি তিনি আমাদের বোঝাতে পারতেন তাঁর যুক্তিতর্কের দ্বারা, তাঁর রিজন্স প্রয়োগের দ্বারা যে বাস্তবিকই বাংলাদেশের এমন অবস্থা হচ্ছে যার জন্য এখানে একটা বেসরকারী পুলিশ বাহিনী গঠন না করলে বাংলার ক্ষতি হতে পারে, তাহ'লেও আমরা অন্ততঃ বুঝতাম। কিন্তু এইরকম কিছুই তিনি দেখাতে পারেন নি। সুতরাং এটা একটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং এর পেছনে রিজন্স বা লজিক নেই। অবশ্য তিনি পুনঃপুনঃ বলেছেন এবং তিনি নিজেও স্বীকার করেন এবং বিশ্বাসও করেন যে, যে আইন আসুক না কেন তা পাশ হবেই। সুতরাং বিরোধীপক্ষের যুক্তির মধ্যে যতই সারবত্তা থাক, ডাঃ রায় অস্বীকার করলেও তিনি মনে মনে

অন্ততঃ বোঝেন যে, এর মধ্যে কোন ম্ল্যু আছে কি না। আমি তাঁকে সেজন্য অন্রোধ করব যে বাস্তবিকই এর কোন প্রয়োজন আছে কি না, তিনি সেটা চিন্তা করে দেখ্ন। যেটা এতদিন ছিল না, তার হঠাৎ পত্তন ক'রে তিনি কেন লোকের মনে অহেতুক সংশয় এবং সন্দেহের কারণ ঘটাবেন।

[5-20—5-30 p.m.]

তিনি সেদিন ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোডের যে প্রকার একসটেন্ড ক'রে গেলেন জাস্টিস অব পিস এ্যাপয়েন্ট ক'রে, তার সংগে সংগে স্পেশাল প্লিশ এবং কনস্টেব্লারী, এবং তার সংগে সংগে আবার সিকিউরিটি এ্যাকটকে আরও পাঁচ বছর জীবন দান ইত্যাদি ক'রে এমন একটা বিভীষিকার রাজত্ব তৈরী করা হবে তার আর বলবার প্রয়োজন হয় না। ডেপ্রটি স্পীকার-মহাশয়, সকলেই জানেন যে এক প্লিশের নামে ঊর্ধ্বতন তিন প্রুষ এবং নিম্নতন তিন প্রুষ সাধারণ লোকের হ্ৎকম্প হয়। আর এ শ্ধ্ব প্লিশ নয়, এ আবার স্পেশাল প্লিশ। একে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের মাঝে এবং এরা আবার বেতনও নেবে না। স্তরাং বিনা বেতনে এরা কাজ ক'রে যাবে।

ডাঃ রায় মাত্র ৯ জনের নাম করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের কার্যতালিকায় তাঁরা কতদিন প্যারেডে গিয়েছিলেন, কতদিন ড্রিল এ্যাটেন্ড করেছিলেন এবং মাসের মধ্যে কত ঘণ্টা বা কতদিন তাঁদের কর্তব্য কর্মে নিয্ক্ত ছিলেন, যে ৯ জনের নাম ডাঃ রায় করেছেন। আমার মনে হয়, বছরে ২।১ দিন ঐ সেরিমোনিয়াল প্যারেড এ্যাটেন্ড করেছিলেন কিম্বা খেলার মাঠে গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলাও দেখা হ'ল আর পোষাকও পরা হ'ল। এরকম ছাড়া দ্বিতীয় কিছ্ কাজ করেছেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আমার আছে। তাই আমি বলব, বিনা পয়সায় লোক ছাড়তে হ'লে যেসব লোকের দরকার সেই লোক রিক্রট করতে গেলে আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হয়েছিল যে সিলেকশন বোর্ড কর্ন, তা না করলে হবে না। কারণ আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি যে, অনেক লোকও এর মধ্যে গিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, যদি কিছ্ ভাল কাজ করা যেতে পারা যায়। কিন্তু দ্রভাগ্যের কথা হচ্ছে যে, কিছ্দিন পরে দেখা গেল যে সেই সমস্ত লোকদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ২।১টি লোককে নেহাৎ বাদ দেওয়া যায় না ব'লে তাদের রাখা হয়েছে। বাকী সমস্ত লোককে রেখে দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা হয় কোন দলবিশেষের লোক কিম্বা তাঁদের অন্রাগভাজন। কারণ, যেখানে অনারারী সার্ভিসের কথা বলছেন, দেশরক্ষা করার প্রয়োজনের কথা বলছেন, অথচ সেখানে ভালো লোককে নেওয়া হয় না। তাঁরা এ্যাটেন্ড করা সত্ত্বেও, এ্যাপ্লিকেশন করা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণ আছে জানি না তাঁদের আস্তে আস্তে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বাদ দেওয়া হয়েছিল যেহেতু

They do not subscribe the view with the ruling party.

এই ব্যাপার আজকে ঘটছে। এ যদি জানতে চান আমি দেখিয়ে দেব। স্তরাং একটা কথা আছে —"কাজ নাই আমার বেতনে—মেরে দিব তোমায় খেটনে"। ঐ খেটনের লোক যদি ছেড়ে দেন তাহ'লে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না উদ্দেশ্যটাকে ভাল করবার।

মিঃ গ্প্ত কালকে বলেছেন যে, প্লিশের মধ্যে অনেক খারাপ লোক রয়েছে। সেই খারাপ প্লিশকে ভাল করবার জন্য যদি আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে খণ্ডিত বাংলার বিরাট প্রুষ ব'লে যে দাবী আপনার আছে এবং অনেকেই এই ধারণাও করেন, সেখানে আপনি যদি এই অযোগ্য প্লিশী ব্যবস্থার সংগে কিছ্ আবার ফারদার প্লিশ এ্যাড করেন, তাহ'লে তাতে কি যোগ্যতা হবে না অযোগ্যতার পরিমাণ ব্দ্ধি হবে? সেটা আপনার সর্বাগ্রে চিন্তা করা দরকার। মিঃ গ্প্ত হয়ত বিলটার উদ্দেশ্য ভাল ক'রে না পড়েই সমর্থন করতে উঠে বলেছিলেন যে, এই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লিশের মধ্যে যে দ্নীতি রয়েছে সেই দ্নীতি যাতে দ্রীভূত হয় তারই জন্য তাঁরা এটার দ্বারা একটা প্রচেষ্টা করছেন। কৈ, এই বিলের মধ্যে সেসব কিছ্ কোথাও নাই? তাও যদি করাতে পারেন তাহ'লে সেটা এখনই সম্ভব এবং আমরাও সানন্দে এটাকে গ্রহণ করব। নিজেদের অফার করব এবং আমরা সেই প্লিশ ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল প্লিশে নাম

লেখাব। তা না হয়ে ১০ আনা ৬ আনার কারবার সেখানে চলবে এবং চলছে। সুতরাং আপনার মতন লোকের এইসব সমর্থন করা উচিত নয়। এমন আইন আপনি করুন যাতে পুলিশকে চেক করা যেতে পারে এবং সেজন্য লোকও আপনি পাবেন। নচেৎ শুধু সমর্থন করতে হবে ব'লেই সমর্থন করবেন, এটা অন্ততঃ আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করি নি।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, এই যে বিল আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনেছেন এইটির পক্ষে বিপক্ষে সমর্থনে অসমর্থনে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। একটা সবচেয়ে বড় জিনিষ আপনারা তলিয়ে দেখলেন না যে ডাঃ রায় কি ভুল করছেন! দিন কয়েক আগে ডাঃ রায়ের প্রধান স্নেহাস্পদ শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষমহাশয়ের নগর সংকীর্তন, যাতে দেশের চোর-ডাকাত-গুণ্ডা হতে সকল শ্রেণীর নরনারী মাতোয়ারা হ'ল, এর ফলে সমস্ত দেশের এবং কলকাতার অনাচার দূর হবে ব'লে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম; কিন্তু ডাঃ রায় তার প্রতি অনাস্থা জানালেন এই বিলের দ্বারা (হাস্য)। এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। যেটা আমার কথা রাখহরিবাবু বললেন যে অন্য দেশের পুলিশ গণসংযোগ করছে আর আমার দেশের পুলিশ তার কাছে মানুষ গেলেই অর্থাৎ কিনা লোকজনকে দেখলেই 'তেরি' ব'লে এমন একটা অশ্লীল ভাষা ব'লে দিল যাতে লোকে তখনই বুঝল যে সামাজিকতা ব'লে যদি কিছু থাকে তাহ'লে তার এই পুলিশই হ'ল শত্রু। আপনি ব্রহ্মচারী লোক, ঘরসংসার করেন নি, আপনি হয়ত বুঝলেন যে ভাল ঘরের ছেলেদের এনে বিলেতের মত পুলিশ ক'রে দিই। আপনার পুলিশের নাম জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে এখনও দু'টি যুগ যাবে। আপনি যদি একটা অন্য নাম দিতেন, যেমন—নগর সংকীর্তন বাহিনী অথবা সংস্কৃতি বাহিনী ইত্যাদি, সে একটা মন্দ জিনিষ হত না; কিন্তু এ যে উপ-পুলিশ—সেই নূতন চৈতন্যের মত নূতন এক ধরণের যদি বদলান হয়ে গেল বলেন তাহ'লে সে বদলান ঠিক হবে না। এখন আসল কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে, আমাদের যে ধরছেন এবং তার জন্য যদি আরও আইন কড়া করেন তার জন্য আমরা ভীত নই। কারণ, একটু গরম ক'রে না দিলে আমরা, স্যার, থাকতে পারব না। কারণ, এই হাউসেই তো অস্থির ব্যাপার। আমরা যারা গ্রাম থেকে আসি তাদের এমন ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছেন যে তাতে আমাদের চর্বি জমে যাচ্ছে। আমি কোট পরে এসেছি। আজকে যত কিছু ব্যবস্থাই করুন তাতে আমাদের কিছু হবে না, কারণ আমরা জানি এটা আমাদের জন্য হচ্ছে, কারণ এটা করলে তো আমরা শক্তিশালী হয়ে যাবো—ডাঃ রায়, তিনি ভাল ডাক্তার, তিনি এটা ভাল ক'রেই জানেন। এ কাবুলি দাওয়াই আমাদের দেবেন না। দেবেন রাস্তার লোককে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এ কাজের জন্য কাদের নেওয়া হবে। তালিকা করলেন ভাল কথা—তার মধ্যে আর্টিস্টদের নাম আছে দেখলাম—মহিলা আর্টিস্টদের কথা এখনও উঠে নি, আর্টিস্টদের গণসংযোগ হচ্ছে জানি—মহিলা পুলিশ কাজ করছে তাও জানি। কিন্তু জমিদার বা বড় বড় লোক জমিদারী দখল আইন প্রভৃতিতে যদিও তাদের এই দাঁত ভাংগা যাচ্ছিল, কোন কোন লোক এতে মনে করছিল যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে কিছুটা হচ্ছে। আপনাদের সংগে আমাদের যে অমত যে জমিদারী কেড়ে নেওয়ার পর তাদের পুরষ্কার না দেওয়া বা যারা আজ পর্যন্ত দাপটে জমিদারী চালিয়ে লোকের উপর অত্যাচার করেছে তাদের কিছু না দেওয়া। কিন্তু এই আইনের ফলে এখানে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা হচ্ছে। তাদের বলা হ'ল তোমরা বেঁচে থাক। তোমাদের একটা একটা ক'রে অনাহারী পুলিশ ক'রে দিচ্ছি যার ফলে তোমরা লোককে আগের মতই চোখ রাঙাতে পারবে। যাদের সম্পত্তি বেশী, যাদের টাকাকড়ি বেশী, তাদের ইনফ্লুয়েন্স কমে যাচ্ছিল ব'লে আপনারা তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটি ক'রে দিলেন। এর ফলে জনসাধারণ আবার আতঙ্কিত হবে। তাই তারা তুমুলভাবে লড়বে এই বিষয়ে। আমরা মনে করি যে, আপনি কিছুটা শক্তিশালী হয়েছেন এই পশ্চিম বাঙলায় এবং কংগ্রেসও শক্তিশালী হয়েছে। মানুষ যখন দুর্বল হয় তখনই তো পুলিশ ডাকে! আপনি যেরূপ পুলিশী ব্যবস্থা করছেন তাতে মনে হয় উপরেই আপনারা বড়—ভিতরে কিছু গলদ আছে। সেইজন্য এখনও আপনাদের বলছি যে, যদি কিছু শক্তিশালী হন তাহ'লে অন্ততঃপক্ষে জনসাধারণকে প্রমাণ দেখাবার জন্য এইসব পুলিশ কমান। নূতন অনাহারী পুলিশ রেখে আপনাদের যে পজিশন তাকে আপনারা খাটো করবেন না। গুপ্ত সাহেব—উনি গুরুজন ব্যক্তি বরাবরই মেনে থাকি—উনি যা বলেছেন তা

হচ্ছে সকলকে পুলিশ হতে হবে দুই বাহু তুলে। [হাস্য] ও'র একটু এ বিষয়ে বরাবর টান আছে, উনি এককালে সিভিক গার্ড ছিলেন শুনেছি......[নয়েজ]

যাক, তিনি বলছেন—না। যাই হোক, তিনি পুলিশপ্রেমী এবং সত্যিকারের তাঁর ও'দের প্রতি দরদ আছে। তিনি যদি ভাল পুলিশ দিতেন তো ভাল কথা। উনি সত্যেনবাবুকে দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে যেসমস্ত পুলিশ রয়েছে, যারা চাঁদা তুলে বেড়ান—পুলিশি চাঁদা না দিলে তোমরা এখানে টিকতে পারবে না, সেগুলো কি উনি দেখেন নি? এই স্পেশাল পুলিশ দ্বারা ঐসমস্ত পুলিশের কার্যের তদন্ত বা সংস্কারের ব্যবস্থা হ'ত, তাহ'লেও না হয় বুঝতাম! ভাল কথা বললেও ডাঃ রায় তা শোনেন না। তিনি একবার যেটা ঠিক করেছেন আর সেটাকে সংশোধন করবেন না। এ তাঁর অন্যায় জেদ! বলে ফেলেছেন গাই, তবুও যদি সেটা বলদ হয় তাহ'লে সেটা বলবেন গাইমুখো বলদ। শুনবেন না কিছুই—তবুও জানাচ্ছি যদিও আমরা বিরোধী জনসাধারণ বা বিরোধীপক্ষের লোক।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহাশয়, আজকে পুলিশ বিলের তৃতীয় ধারা আলোচনাকালে বিভিন্ন সদস্যরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। বিশেষ ক'রে সমালোচনার আর কিছু বাকী আছে ব'লে মনে হয় না। আইন যখন তাঁরা তৈরী করেছেন এবং তাঁদের যখন এই হাউসে ভর্তি লোক রয়েছে, তখন এই আইন পাশ হয়ে যাবে। আমি কেবল একটুখানি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজকে সত্যই উপর তলার পুলিশ থেকে নীচের তলার পুলিশের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে কেন? একটা কারণ আছে—হয়ত ডাক্তার রায় নীচের তলার পুলিশের উপর বিশ্বাস রাখতে পাচ্ছেন না। যদি সেকথা ঠিক হয়, তাহ'লে পুলিশ তিনি কমিয়ে দিন, দিয়ে স্পেশাল পুলিশ করুন এবং তাঁর যত কেন খুসী অনুযায়ী তিনি এই পুলিশ শাসনকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চালাবার চেষ্টা করুন। কিন্তু তা হচ্ছে না, পুলিশ কমানো হচ্ছে না এবং কি কারণে আজকে স্পেশাল পুলিশের আইন ৮৬ বছর পরে তিনি আবার এদেশে চালু করতে যাচ্ছেন তার যুক্তিযুক্ত কারণ তিনি দেখাচ্ছেন না। তিনি অবশ্য এর পূর্বে ব'লে গেলেন কতকগুলি ভদ্রলোকের নাম এবং বললেন যে যাঁরা এইসমস্ত পুলিশ অফিসার হয়েছেন, তাঁরা খুব বড় বড় কাজ করেছেন। ভাল কাজে আমাদের কোন আপত্তি নেই। যদি এইরকম ধরণের পুলিশ অফিসার—জহর গাঙ্গুলীর মত লোককে পুলিশ অফিসার করেন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, তিনি সংখ্যা নির্ধারণ ক'রে দিচ্ছেন না। তিনি নয়টি লোকের নাম কি আটটি লোকের নাম করেছেন। কিন্তু তিনি যে এত ব্যাপক ক্ষমতা কমিশনার, ডেপুটি কমিশনারদের দিচ্ছেন, তবে কেন তাঁদের সংখ্যা নির্ধারিত করা হয় নি? কত সংখ্যক থাকবে, কত লোককে পুলিশ অফিসার করবেন তিনি তা নির্ধারিত ক'রে দেন নি। আমাদের জে, সি, গুপ্তমহাশয় ব'লে গেছেন যে, পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ পুলিশ হবে। আমি বলি তা নয়—পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ, ভদ্রলোকের পুলিশ হয়ে আর কাজ নেই। কারণ আজকে পুলিশের যা চেহারা, তাতে সেইসমস্ত লোকেরা ভদ্রলোক হোক, কিন্তু পুলিশ হোক —এই আশীর্বাদ গুপ্ত সাহেব আর করবেন না। সেইজন্য তিনি নিজে একটা সংখ্যা নির্ধারণ ক'রে দিন যে, এত লোক এই এলাকায় থাকবে, এই এলাকার মধ্যে এতজন থাকবে। তিনি কোনরকম একটা স্পেসিফিক নাম্বার দিচ্ছেন না। একটা এলাকা নির্ধারণ করছেন না যে কতখানি এলাকার মধ্যে ক'জন পুলিশ থাকবে। অতএব আমরা ধরে নিলুম, অগণিত পুলিশ থাকবে। কিন্তু অগণিত পুলিশ এই পশ্চিম বাংলার জীবনকে কিভাবে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে তা সকলেই জানেন। তারপর সত্যেনবাবু যে আইন তৈরী করেছেন, বর্গাদার আইনের কথা আমি বলছি এই যে চাষীদের উচ্ছেদ করবার ব্যবস্থাটা তিনি প্রবল ক'রে তুলেছেন, আজকে তিনি যদি গাঁয়ে গাঁয়ে যান তাহ'লে দেখবেন যে সেখানে পুলিশ এবং জোতদারেরা কতদূর তাঁর আইনের মর্যাদা রেখেছে। এটা যদি তিনি দেখেন এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন তাহ'লে আমি বলছি—তিনি যদি বলেন আমি তাহ'লে নিশ্চয়—উনি যদি আমায় বলেন আমি সেইসমস্ত সংবাদগুলি ও'র কাছে ডিটেলস দিতে পারি। কোথায় কিভাবে অত্যাচার হচ্ছে,

অন্ততঃ আমার যেটুকু জানা আছে, কোথায় কি অত্যাচার হচ্ছে এবং কিভাবে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে। আইন তৈরী করবেন ঠিক কথা, তৈরীও করেছেন—আপনারা আইন মেজরিটির জোরে পাশ করিয়ে নেন, কিন্তু কিভাবে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে সেটা আপনারা দেখেন না। আপনারা নিজের চোখে দেখেন না, নিজের কাণেও শোনেন না, যদি কিছু দেখেন তা পরের চোখেই দেখেন। সত্যেনবাবু গাঁয়ে কমই যান। সাঁকরাইলে তাঁর বাড়ী হতে পারে। সেখান থেকে তিনি দাঁড়াবেন, কাজেই মাঝেমাঝে সেখানে যেতে হবে। পাড়াগাঁয়ের কাদাজল ভেঙ্গে তিনি যেতে চান না এবং দেখেনও না তাঁর আইনের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কি না? ডাক্তার রায় বলেছেন যে, তিনি কারো সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। কিছু বললেই বলেন—যাঁরা নিজেদের বিশ্বাস করেন না, তাঁরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা বলছি এর উদ্দেশ্য উনি খোলাখুলিভাবে বললে পরে সেখানে যদি বিশেষ কিছু থাকে তাহ'লে আমরা বিশ্বাস করবো, না অবিশ্বাস করবো এটা সত্যিকারের ঘটনা নয়। সেইজন্য সেটা উনি পরিষ্কার ক'রে বলুন। আজকে পুলিশের ভেতর যে গলদ ঢুকেছে, আজকে পুলিশ যেভাবে শাসনযন্ত্রকে পরিচালনা করছে, উনি সে দিকটা লক্ষ্য রেখে আজকে এই পুলিশ বিভাগকে ভাল ক'রে তৈরী করবার ব্যবস্থা করুন। কালকে প্রথম ধারার বক্তৃতায় জ্ঞানবাবু ব'লে গেছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তিনি কিছু খরচ ক'রে লোক পাঠান, ভাল ছেলেদের সেখানে পাঠিয়ে দিন, তারা শিখে আসুক, শিখে এসে সত্যিকারের তারা দেখুক সেখানকার পুলিশ কিভাবে চলে আর এখানকার পুলিশও কিভাবে চলে।

আপনারা এত টাকা ধার করছেন, না হয় আরও কিছু টাকা হাওলাত করুন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিন, শিখে আসুক সত্যিকার পুলিশের কর্তব্য কি। এইভাবে পুলিশ বিভাগকে পরিষ্কার করুন। আজকে
anti-social element, unsocial element
এর কথা বলছেন। আজ যদি পাড়ায় অসামাজিক কিছু ঘটে, কোন গুণ্ডা বা ডাকাতের উপদ্রব বা আক্রমণ হয় তাহ'লে আমরা জানি যে, যারা সৎলোক, যারা ভদ্রলোক আছেন, তারা এগিয়ে আসবে সেই গুণ্ডা বা ডাকাতকে ধরবার জন্য। আজকে যদি গুণ্ডা বা অসামাজিক লোকেরা অভিযান কোথাও চালায় তাহ'লে সেই ভাল লোকেরাই নিশ্চয়ই সমবেতভাবে সাহায্য করবে। এর জন্য আইন ক'রে পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটী কমিশনারের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে যদি মনে করেন এইসমস্ত লোক দিয়ে দেশ শাসন করবেন তাহ'লে আমি মনে করি যে তারা ভুল ক্যালকুলেশন করেছেন। যে ক্ষমতা আইন ক'রে এইসমস্ত লোককে দিচ্ছেন, তাতে যদি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করাই কাম্য না হয় তাহ'লে এই বিল প্রত্যাহার ক'রে প্রমাণ করুন। আমি সেজন্য বলছি এই বিল প্রত্যাহার করুন।

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মাননীয় ডেপুটী স্পীকারমহোদয়, ক্যালকাটা এ্যান্ড সুবার্বান পুলিশ এ্যামেন্ডমেন্ট বিল ১৯৫৫, যেটা আনা হয়েছে, আমরা তার বিরোধী। আমরা জানি যে, এই সরকার মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে জনসাধারণকে বঞ্চিত করছেন তাদের উপজীবিকা থেকে, তাদের ভালভাবে, কল্যাণ-জনকভাবে বাঁচবার অধিকার থেকে। তারা যাতে তাদের অভিযোগ প্রকাশ করতে না পারে তারই জন্য আমরা মাঝেমাঝে দেখতে পাই, এই মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে পুলিশের বিল আনছেন পুলিশী রাজত্ব বহাল করবার জন্য। যে বিল এখানে এসেছে তার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই স্পেশ্যাল পুলিশ ব'লে একজাতীয় পুলিশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, এইসমস্ত স্পেশাল পুলিশদের নিয়ে পুলিশের মধ্যে আজ যে দুর্নীতি দেখা দিচ্ছে সেইসমস্ত দুর্নীতি যাতে দূর করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে চাই, যদি তাই হ'ত তাহ'লে পরে যে স্পেশাল পুলিশ এসট্যাবলিসমেন্ট বিভাগ আছে তারা পুলিশের বিরুদ্ধে এমন কি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও তাদের দুর্নীতি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে পারে। সেইজন্য তাদের আজকে শক্তিশালী করা উচিত ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে পুলিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ এবং পুলিশ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ

আছে সেই পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য এই স্পেশাল পুলিশ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্পেশাল পুলিশের পরিচয় যতটুকু আমরা পেয়েছি, তাতে দেখেছি যে, ঐ পুলিশ দেশের উপকার করা তো দূরের কথা, অপকারই করছে। আমি জানি, যেসব অঞ্চলে মদ চোলাই হয়, যেসব অঞ্চলে জুয়া খেলা হয়, যেসব অঞ্চলে বেশ্যাবৃত্তি অত্যন্ত প্রখর, সেইসমস্ত অঞ্চলে স্পেশাল পুলিশ, জাতীয় সেবাদল ও সরকারী এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সাধারণ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে জঘন্য উপায়ে অর্থোপার্জনের ভাগ বাটোয়ারা ব্যাপারে তারা লিপ্ত রয়েছে। এইসমস্ত স্পেশাল পুলিশের মধ্যে ভাল মানুষ দু'-একজন থাকতে পারেন। কিন্তু ১ হাজার পুলিশের মধ্যে ভাল ৯ জনের নাম আমাদের মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় এই সভায় করতে পারলেন কিন্তু বাকী পুলিশ কিরকম সেটা তিনি জানাবেন কি?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমি ক' মিনিট বলব?

Mr. Deputy Speaker:

আপনার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

সকলেই কি পাঁচ মিনিট বলেছেন?

Mr. Deputy Speaker:

হাঁ।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমি আর খানিকটা বলব—আর মিনিট তিনেক। আমি তো খারাপ কথা কিছু বলছি না। ভাল কথাই বলছি।

Mr. Deputy Speaker:

আচ্ছা বলুন।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মাননীয় সহকারী সভাপতিমহাশয়, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, স্পেশাল পুলিশ সৃষ্টি ক'রে দেশের ভিতর কল্যাণ করা যাবে না। যদি তাঁরা সত্যিই কল্যাণকর রাষ্ট্র করতে চান তাহ'লে দেশের যে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সে দিকে বিবেচনা করতে হবে। আজ বেকার সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে। আজ তারই ফলে এ্যান্টি সোশাল এলিমেন্টের বৃদ্ধি হচ্ছে। কিছুদিন আগে যিনি পুলিশ কমিশনার ছিলেন তিনি একথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং এই যে অর্থনৈতিক দিকটা তার দিকে কোনরকম দৃষ্টি না দিয়ে শুধু পুলিশের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে যান তাহ'লে "এ্যান্টি সোশাল এলিমেন্ট" দমনের নামে আমরা শুধু একটা দেশের বুকে ত্রাসের সৃষ্টি করব। আমরা সেইজন্যই এই মন্ত্রীসভার কাছে আশা করি—দেশকে গঠন করবার জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যেসমস্ত বিল আনা উচিত সেইরকম বিল তাঁরা আনবেন। তাহ'লে দেখতে পাবেন আমরা বিরোধীপক্ষরা দেশের কল্যাণের জন্য তাঁদের সহযোগিতা করব। কিন্তু তার বদলে এইসমস্ত জঘন্য বিল এনে যদি উপস্থিত করেন এবং নিজেদের যে টলমল অবস্থা তাকে পুলিশী সন্ত্রাস দিয়ে টিঁকিয়ে রাখবার অপচেষ্টা করেন তাহ'লে বলব ভুল করছেন। বর্তমানে দলত্যাগী কোন একজন কংগ্রেস এম,এল,এ, বলেছেন যে, আমরা এই যে আন্দোলন করছি বিরোধীপক্ষ থেকে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী নির্বাচন; এবং তাতে আমাদের আশা না কি সুদূর অরণ্যে। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জনসাধারণের কল্যাণই হচ্ছে আমাদের কাম্য। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি আমাদের এ্যাসেম্বলী থেকে চলে যেতে হয়, তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁরা যেন মনে না করেন যে, তাঁদের এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁদের আমি অঙ্গুলি সংকেত করতে চাই পূর্ব বাংলার দিকে। সেখানে মুসলিম লীগ প্রাধান্য যখন ছিল তখন তাঁরাও বর্তমান কংগ্রেসী বন্ধুদের মতো ভাবতেন যে এই মসনদ থেকে কেউই তাঁদের নামাতে পারবে না। কিন্তু জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ

ও তাদের জাগ্রত চেতনা মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্মূল করে দিয়েছিল পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত গত নির্বাচনে। আমরা তাই বলি, দেওয়ালে যে কথা লেখা আছে তাই স্মরণ করুন।

Sj. Jogesh Chandra Gupta:

সহকারী অধ্যক্ষমহাশয়, বিরোধীপক্ষ থেকে যখন কোন অনুরোধ হয়েছে তখন সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে স্বীকার করতে হবে। কয়েকটি কথা যা এখানে বলা হয়েছে বিশেষ ক'রে আমার উক্তি নিয়ে সে বিষয়ে কিছু বলবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। প্রথমতঃ ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছেন যে, আমি নাকি একটি নাম করেছি আর নাম খুঁজে পাই নি—রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি। তা নয়, আমি আরও নাম করেছি। তাঁদের কারও এখানে দোষারোপ করার সুযোগ বা অবকাশ হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, একটি কথা বলেছেন যে ৮০ বৎসর পর্যন্ত এই যে ধারা চলে আসছিল সেটা কোন কাজে আসে নি; এখন কেন এটা আনা হচ্ছে। আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি।। আমাদের স্বাধীনতা যখন এসেছে তার আগে জনসাধারণের ভিতরে অন্যায় বন্ধ করার ক্ষমতা কিম্বা যেখানে আন-সোশাল এলিমেন্ট আছে তা রুখে দেবার কথা বিদেশী শাসকরা কখনও মনে করে নি। কিন্তু আজ আমরা সোশাল ওয়েলফেয়ার স্টেট আনতে যাচ্ছি, আজ জনসাধারণের সহযোগিতা সমস্ত কাজে দরকার। তা না হ'লে কোন বিভাগেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হব না। সুতরাং যে ক্ষমতা আগে ছিল, এতদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসকরা যে ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি সেই ক্ষমতা যদি আজ আমরা ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহ'লে আমরা কিছুতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপরাধী করতে পারি না। একটা কথা বারবার বলা হয়েছে যে, 'হাঁ, আমাদের সকলকে পুলিশ হতে হবে' একথা বলেছি। আমি আপনাদের একটি দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

[5-50—6-15 p.m.]

কয়েক মাস পূর্বে হঠাৎ রাত্রি ১১টার সময় একটা গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। প্রথম একজন লোক আমার কাছে এলেন যে, থানায় টেলিফোন ক'রে দিন। তারপরে আর একজন লোক এল এবং বললে যে ওখানে যেরকম অবস্থা হয়েছে তাতে এখুনিই একটা কমিউন্যাল রাইঅট হয়ে যাবে। ঘটনা হচ্ছে এই যে, একটি টাইপরাইটিংয়ের দোকান থেকে দুটি টাইপরাইটার চুরি হয়ে গেছে। সে ওয়াচ করছিল কারা করেছিল দেখাবার জন্য। ওয়াচ ক'রে দেখে রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় দুটি লোক তালা ভেংগে ঢুকছে তার ভিতরে। তারপর তাকে গিয়ে দৌড়ে ধরে ফেলে। চোর ধরলে পরে একটু মারধোর করে তা আপনারা জানেন। যে চোরটিকে ধরেছে সে একজন মুসলমান। তারপর তার সংগে যারা ছিল তারা বললে যে, মুসলমান ছেলেকে হিন্দুরা ধরে মেরে ফেলছে। অমনি প্রায়১০০।১৫০ মুসলমান গোরাচাঁদ রোডের কাছে এসে হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করতে লাগল। আমি খবর পেয়ে সেখানে পেঁ'ছলাম এবং দেখলাম সবাই গোলমাল করবার চেষ্টা করছে। একটা কম্যুনিস্ট ছেলে দেখলাম গোলমাল যাতে না হয় তার চেষ্টা করছে। পুলিশ তখন এসে পড়েছে। তারা বললে যে, আমরা চার জন এসে যখন গোলমাল দেখলাম তখন আরও পুলিশ ডাকলাম। পুলিশ আসতে একটু দেরী হয়েছে। যাই হোক, আমরা যদি না এসে পড়তাম তাহ'লে সেখানে একটা কমিউন্যাল রাইঅট হয়ে যেত। পুলিশ আসতে দেরী হওয়ার কারণ হ'ল সেকেন্ড অফিসার বাড়ী চলে গেছে, আর অফিসার-ইন-চার্জ মাত্র খেতে বসেছে। সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেছেন যে লোকালিটিতে যদি সংগে সংগে পুলিশ গিয়ে না পড়ে তাহ'লে অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটতে পারে। আপনাদের পার্টির লোক জানেন সেখানে কিরকম ব্যাপার হয়েছিল। সুতরাং যদি আমি বলি সকলকে পুলিশের মত অধিকার দেওয়া থাকবে তাতে কোন অন্যায় হবে না। তারপর আর একটা কথা বলেছেন। আমাদের রাখহরিবাবু যে, 'তিনি কি এটা বলতে পারেন যে স্পেশাল পুলিশ হ'লে করাপশন বন্ধ হবে?' আমি রাখহরিবাবুকে একটি খবর দিচ্ছি। ভিজিল্যানস পার্টি আমরা ওখানে অরগানাইজ করেছিলাম। দুই জন ভলেনটিয়ার্স আর এক জন কনস্টেবল পাহারা দিতেন। রাত্রি ১২টায় যান আর সাড়ে চারটার সময় ফেরে। আমাকে ভলেনটিয়াররা এসে বলল যে, স্যার, যে কনস্টেবলটি আমার সংগে গিয়েছিল সে বলে যে, এই মাত্র আমি কনস্টেবল হয়েছি ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এবং বিবাহ করেছি। তারপর বাড়ীভাড়া দিতে হয়। এতে চলে না। রাত্রিতে লোক টোক ধরলে ২।১ টাকা ক'রে পাওয়া যায়। কিন্তু সংগে থাকায় সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক

এইরকমভাবে যদি ভিজিল্যান্স পার্টি বা স্পেশাল পুলিশ করা হয় তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে করাপশন বন্ধ হবে। আমি একথা কখনও বলি না যে ঢুকলেই ডিসমিসালের পাওয়ার থাকবে না। আমি নিজে ব্যবস্থা করেছি কোন স্পেশাল পুলিশের দুর্নীতি দমন করবার জন্য। কাজেই আপনারা যদি এটা কোন প্রেজুডিস নিয়ে না দেখেন তাহ'লে এখানে দোষের কিছু থাকে না। আমি যে আপনাদের বলছি এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে। (নয়েজ) আমি জানি সেই কনস্টেবলের ব্যাপারে পুলিশ অফিসার স্টেপ নিয়েছে। অবশ্য বিবাহ ইত্যাদি করেছে ব'লে সাবধান ক'রে দিয়ে এইসব দূর করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বলছি, যে কথা রাখহরিবাবু উঠিয়েছেন যে, এইরকম হ'লে পরে এ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্ট কম হবে। আমি তো দেখছি যেটা হয় এবং সর্বদাই যেটা হাতে বাধ্য। কেন আমি বলি এরকম পুলিশ আমাদের হওয়া কর্তব্য—আমি একটা তার উদাহরণ দেবো। রাইঅটের সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ দেখা গেল পার্কসার্কাসের দিকে, একটা আওয়াজ পাওয়া গেল খুব গোলমাল হচ্ছে। ছুটে বেরুলাম আমরা দু'-একজন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একজন মাতাল এ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান একটি মুসলমান ছেলেকে তাড়া করছে। আমরা যখনই গিয়ে পেঁছিলাম তখন দু'টো বন্দুকের গুলি হয়ে গেল। সেই লোকটা আঘাত পেয়েছে। কিন্তু আমরা তখন গিয়ে না পেঁছিতাম তাহ'লে কেউ বিশ্বাস করত না সেই অঞ্চলে যে হিন্দু ঐ মুসলমানটাকে আঘাত করে নি—এটা কমিউন্যাল ব্যাপার নয়--একটা এ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান করেছে। এখানে এইরকম করলে খুব ভাল হবে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা দু'টো কথা বললাম, আরও কতকগুলি আছে। আমি যখন আপনাদের অনুরোধ করি তখন আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি যে, রাইঅট যখন হয় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি এইরকম ব্যবস্থা করা হয়। আমার কোন পুলিশপ্রীতি নেই। আমি যত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বা যত রিপোর্ট করেছি এরকম কেউ করে নি। আমাদের এই ভিজিল্যানস পার্টিতে হয়ত কোন পুলিশ কমিশনার এলেন—তাঁর সপ্তাহে আসা চাই—আমি তাঁকে ব'লে কনস্টেবলদেরএগেনস্টে স্টেপ নিই। আপনারা নিজেরা যদি এ বিষয়ে একটু অগ্রসর হয়ে এটা করেন তাহ'লে আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝতে পারবেন যদি আপনারা ওয়েলফেয়ার স্টেট তৈরী করতে চান বা যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই যে অবস্থা এটাকে উন্নত করতে হবে—আমাদের এ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্ট বন্ধ করতে হবে। যদি সব দিক দিয়ে এটা বিচার করেন তাহ'লে আপনারা এটাকে উপহাস করবেন না।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[6-15—6-25 p.m.]

Mr. Speaker: Sj. Provash Chandra Roy may now speak.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I shall speak on the third reading.

Mr. Speaker: All right.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপালমহাশয়, ডাঃ রায় আমাদের সামনে এই বিলটা উপস্থিত করেছেন এবং ইতিপূর্বে আমরা একথা বলেছি যে, এই বিলটা জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী এবং সেজন্য এই বিলটা জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব আমরা করেছিলাম। ডাঃ রায় কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন এবং অগ্রাহ্য করা উপলক্ষে তিনি কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করেছেন। সেইসমস্তের পর আমরা বিভিন্ন ধারায় যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেই প্রস্তাবগুলিও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন এবং সেই অগ্রাহ্য করা উপলক্ষে তিনি কয়েকটী যুক্তি আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় যেসব যুক্তি উপস্থিত করেছেন এই বিলের সমর্থনে, আমরা বিরোধীপক্ষরা মনে করি সেই যুক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল এবং এই বিলকে যে সমর্থন করা যায় না তারই প্রমাণ করে তাঁর সেই যুক্তিগুলি। তিনি যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না সেটাও তাঁর যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। আপনার মাধ্যমে তাঁর সেই যুক্তিগুলি খণ্ডন করবার জন্য আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। আমাদের পক্ষ থেকে অন্যতম সদস্য বন্ধুবর ডাঃ নারায়ণ

রায় বলেছেন—যদি ডাঃ রায় এটা চান যে, সত্যিকার জনসাধারণের কল্যাণ করবেন, তাহ'লে এইরকম লোকদের স্পেশাল পুলিশ অফিসার করা হোক—যারা ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার এবং হাইস্কুলের শিক্ষক। এই ধরণের লোকদের মধ্যে থেকে বেছে এই স্পেশাল পুলিশ অফিসার করা হোক। আমরা জানি, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ডাঃ রায় কোন যুক্তি দিতে পারেন নি যে এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত নয়। একথাও জানি, যারা আজ পর্যন্ত সমাজের মধ্যে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব'লে পরিচিত আমাদের দেশে, তাঁরা হচ্ছেন এই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর এবং হাইস্কুলের শিক্ষক। এ'রা সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। এ'দের মধ্যে থেকে স্পেশাল পুলিস অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেছেন কেন, তা তাঁর কাছে জানতে চাই। প্রস্তাব করা হয়েছিল, যদি তিনি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাহ'লে একটা বোর্ড মারফৎ তাদের নিয়োগ করা হোক। আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর নির্বাচিত বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি করা হোক, সেই কমিটি এই স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করবেন। যদি তিনি সত্যিই সৎ মানুষ চাইতেন এই স্পেশাল পুলিশ অফিসারের জন্য, তাহ'লে আমরা জানি তিনি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সাহস করেন না। তার মানে হচ্ছে, এই বোর্ড মারফতে যাদের এ্যাপয়েন্ট করা হবে, তাঁরা তাঁর হুকুম তামিল করতে পারবে না। সেইজন্য তিনি এই বোর্ড মারফৎ স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন।

Mr. Speaker:

ঐ পার্টিকুলার এ্যামেন্ডমেন্টে বক্তৃতা করছেন কেন? এটা থার্ড রিডিং, স্পেসিফিক এ্যামেন্ডেমেন্টে বলবার দরকার নাই।

Sj. Provash Chandra Roy:

সব পয়েন্টগুলির উত্তর দিচ্ছি, স্যার।

Mr. Speaker:

এখন থার্ড রিডিং চলছে। বিলের এ্যামেন্ডমেন্ট তো হয়ে গেছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

আমি থার্ড রিডিংয়ে বলছি। তিনি এই পয়েন্টগুলির উত্তর দিলে খুসী হব। কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। তিনি যে ৯।১০ জনের নাম করেছেন, তার মধ্যে আমরা দেখেছি কয়েকজন কারখানার ম্যানেজার ও জমিদারদের নাম রয়েছে। সেটা তিনি করেছেন এইজন্য—তিনি জানেন, কারখানার যারা ম্যানেজার ও জমিদার সেই কারখানার মজুর এবং কৃষকদের দমন করবার জন্য এই ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই বেকার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে না পেরে, সেই বেকার সমস্যা সমাধানের আন্দোলন দমন করবার জন্য বাংলার কৃষক-মজুর-জনসাধারণের আন্দোলন দমন করবার জন্য সরকার তাদের স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন পুলিশ কমিশনার, ডেপুটী কমিশনারের মারফৎ এইসব স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা হবে। কিন্তু আমরা জানি, তাঁরা যে ব্যাপকভাবে পুলিশ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে ডেপুটী কমিশনার বা পুলিশ কমিশনার শুধু দেখে দেখে লোক ঠিক করবেন না, তাদের অধীনস্থ দারোগা কর্মচারীরা তাদের নাম পাঠাবেন, তাদের দেওয়া নাম এ'রা গ্রহণ করবেন। আমরা জানি, এই নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে কাদের নাম আসবে। নাম আসবে তাদের, যারা থানার সঙ্গে, থানা অফিসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যারা সমাজ-বিরোধী কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে। সেইজন্য আমি বলছি—এই ব্যাপকভাবে পুলিশ রিক্রুটের মধ্য দিয়ে সরকার সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদের এই স্পেশাল পুলিশ অফিসাররূপে নিযুক্ত করবেন। যারা গ্রামের মধ্যে তাদের দলীয় লোক, তাদের দলীয় মতকে সমর্থন করবেন, এইসমস্ত লোককে সরকার স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করবেন। বাংলাদেশে কি জন্য মানুষের দুর্বৃত্ত মনোভাব জাগে, সে দিক দিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে, এই সমাধানের পথ নিয়েছেন।

Mr. Speaker: You have got a large number of speakers from your side. Please sit down. Dr. Atin Bose, you may speak now.

Dr. Atindra Nath Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, কিছুক্ষণ আগে কংগ্রেসপক্ষের মাননীয় সদস্য জে, সি, গুপ্তমহাশয় যে যুক্তি দিয়ে বিলকে সমর্থন করলেন, আমি সেই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এবং তিনি সেই যুক্তিকে যেমন দু'-একটা ঘটনার দ্বারা সমর্থন করেছেন, তেমনি.........

Mr. Speaker:

বিলকে তো সমর্থন করা হয়েছে। এখন থার্ড রিডিং চলছে।

Dr. Atindra Nath Bose:

আপনি যদি চান আমি বসে পড়ছি। তিনি কয়েকটি পয়েন্ট বলেছেন, আমি তার জবাব দিতে চাচ্ছি।

If it is a debate, then the Opposition Member has every right to answer to any point raised by a member on the other side.

Mr. Speaker: It is my duty to see how to conduct the debate. I am only telling you how the Third Reading should be conducted.

Dr. Atindra Nath Bose: May I be told where I am wrong?

Mr. Speaker: Third Reading is on the Bill as passed.

Dr. Atindra Nath Bose:

আমি কোনটা বলতে ভুল করেছি, ইররিলিভেন্ট বলেছি তা বলুন।

Before I speak my point you interfere. What does this mean?

Mr. Speaker: Third Rreading does not mean that you have to reply to every point.

Dr. Atindra Nath Bose: A member has every right to answer to the point raised by the other side.

Mr. Speaker: You have to speak in support of the Bill as passed.

Dr. Atindra Nath Bose:

তিনি একটা ঘটনার দ্বারা তাঁর যুক্তির সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করছেন। আমিও তেমনি আর একটা ঘটনার বর্ণনা করছি। আমি দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে যাব না। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় জে, সি, গুপ্তমহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ঐ কেন্দ্রে শ্রীসমর গুহ। তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের অফিস ছিল ৪০, সার্কাস এ্যাভিনিউ। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল গুণ্ডা গিয়ে সেই কেন্দ্রের অফিসে হানা দেয় এবং সমর গুহ ও কিছু স্বেচ্ছাসেবককে আহত করে। থানায় সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু থানার পুলিশ এসে কোন গুণ্ডাকে ধরতে পারে নি বা কোন প্রতিকার করতে পারে নি। জে, সি, গুপ্তমহাশয়ের বাড়ী খুব নিকটে। তখন যদি এই আইন থাকত এবং তিনি যদি স্পেশাল পুলিশ হতে পারতেন তাহ'লে নিশ্চয় এমন ঘটনা হ'তে পারত না। তাঁর ইন্টারভেনশনের ফলে নিশ্চয়ই তার বিরোধীপক্ষের উপর এই যে গুণ্ডারা হামলা করলে সেটা হ'তে পারত না।

Sj. Jogesh Chandra Gupta:

হামলা আমার বাড়ীতেই হয়েছিল।

Dr. Atindra Nath Bose:

তিনি ছিলেন না ব'লেই এইরকম হয়েছিল। আগামী সাধারণ নির্বাচনের সময়—যখন এই বিল আইন হবে তখন—এই আইনের ফলে কংগ্রেস পক্ষের অধিকাংশ সভ্যেরা এইরকম হামলা

নিশ্চয় বন্ধ করতে পারবেন, কারণ এই আইন তাঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেবে। সেখানে স্পেশাল কনস্টেবল হিসাবে নিজেদের এনরোল ক'রে এইরকম হামলা বন্ধ করতে পারবেন।

Sj. Bankim Chandra Kar: Mr. Gupta's house was attacked by a mob.

Mr. Speaker: That is for Mr. Gupta to say.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:: Are you an agent of Mr. Gupta?

Sj. Bankim Chandra Kar: Yes, I am entitled to say that.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: No, you are not.

Sjkta. Mani Kuntala Sen:

স্পীকারমহাশয়, এই বিলের সম্পর্কে আমি তীব্র বিরোধিতা করি। যদিও বিলটা কার্যতঃ পাশ হয়ে গেছে তথাপি শেষ সময়ে হ'লেও আমি প্রতিবাদ জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করি। ডাঃ রায় বিলের যোগ্যতা সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত আমাদের কাছে কোন যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তাঁর নিজের কথাই আমি নিজে ঘুরিয়ে বলছি। তিনি বলেছেন—

"The man who does not trust himself cannot trust others".

সম্ভবতঃ উনি কোন লোককে বিশ্বাস করতে পারেন না, সেইজন্য তিনি পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে বসে থাকতে ভালবাসেন, অথবা তিনি কোন লোককে বিশ্বাস করেন না এবং সমস্ত লোককে পুলিশ পরিবেষ্টিত ক'রে রাখতে চান। এই দুটোর একটা কারণ না হ'লে এরকম একটা আইন, এরকম একটা বিল হঠাৎ আনবার কি প্রয়োজন ঘটেছিল তা আমার অন্ততঃ মাথায় আসে না। তিনি সেই ১৮৬১ সালের এবং ১৮৬৬ সালের যে আইন ছিল সেই আইনটাকে এখন সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার কথাই শুধু বলেছেন এবং যুক্তি হিসাবে ঐটাই দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম না যে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার দরকার কেন? সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার কথা কিসে ওঠে? এ আইন সে সময়ও কেউ পছন্দ করেন নি, এ সময়ও কেউ পছন্দ করবে এ ধারণা করবার ও'র কি কারণ আছে? বৃটিশ আমলে যে আইন ছিল তাতে সেই স্পেশাল পুলিশ করবার তাদের ক্ষমতা ছিল। সেই স্পেশাল পুলিশ ক'রেও তারা সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে পারে নি। উনি যে ওকে তা করতে পারবেন সে সম্ভাবনা কোথা থেকে আসবে? তিনি যেসমস্ত নামের তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই যেসমস্ত লোককে করেছি তারা কোন পার্টিবিশেষের পক্ষপাতী নয়। তারা যে কংগ্রেসের বিশেষ পক্ষপাতী অথবা সরকারের বিশেষ সমর্থক—এরকম কোন গুণাবলী তাদের নাই। এই জিনিষটা প্রমাণ করতে তিনি ১০।১২ জন লোকের নাম উল্লেখ করেছেন, অথচ বাকী ৯৯০ জন লোকের নাম প্রকাশ করেন নি। স্পেশাল পুলিশ এবং স্পেশাল কনস্টেবল এ পর্যন্ত যা করেছেন তার সম্বন্ধে আমাদের বহু অভিজ্ঞতা আছে, তিনি তাদের গুণাবলীর যথেষ্ট বর্ণনা এখানে করেছেন। কিন্তু যে ১০।১২টি নাম তিনি তার কথার প্রমাণে করেছেন সে প্রমাণ টেঁকে না। বৃটিশরাও এই আইন করেছিল, তারাও বলত যে, যেসকল লোক দিয়েছি তারা নন-অফিসিয়াল, নিরপেক্ষ লোক; কাজেই এটা কোন কথাই নয় যে, এই নিরপেক্ষ লোকদের আমরাও বাছাই ক'রে নিচ্ছি। বিশেষতঃ যে কটা নাম আছে তার মধ্যে একজন আছেন এক্স জেনারেল ম্যানেজার অব রেলওয়ে। তিনি এখন 'হিন্দ মোটর' কারখানার জেনারেল ম্যানেজার। এইসমস্ত লোক কি ক'রে নিরপেক্ষ হয় তা জানি না এবং কি ক'রে যে তাঁরা গণসংযোগ করবেন, কোথায় জনতার কাছে গিয়ে মিশবেন তা বুঝি না। জনতা তাঁর কাছে যাবে কি ক'রে? তিনিই বা কোথায় জনতার কাছে মিশবেন? তাঁর কাছে লোকজন গিয়ে দেখা করবে—এইটাই কি উনি আমাদের বোঝাতে চান, না বিশ্বাস করাতে চান? অথবা তাঁরা লোকজনের কাছে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গণসংযোগ করবার মত লোক? এক্স আর্মিমেন—তারা গণসংযোগ করবেন—এইটা কি বিশ্বাস করাতে চাইছেন? সুতরাং তাঁরা সরকারপক্ষের লোক নন, বা কংগ্রেসপক্ষের লোক নন—একথাই কি বিশ্বাস করাতে চান? কয়েকজন শিল্পী, রাইটার, প্রফেসর এইরকম লোকের নাম দিয়েছেন। অথচ যে গুণ্ডা বাহিনীকে পুলিশভুক্ত করলেন, তাদের হয়ত স্পেশাল পাওয়ার অনুযায়ী গ্রেপ্তার করবারও

ক্ষমতা দিচ্ছেন। তিনি নিজে জানেন, যে পাড়ায় বাস করেন—মুচিপাড়া থানা ও তালতলা থানায় যেসমস্ত গুণ্ডা বাহিনী থাকে—তাদের নামের দরকার নাই—তিনি জানেন তা। সেইসমস্ত লোক, যারা তাঁর নাকের ডগায় বাস করে, তাদের কি খবর পুলিশ রাখে না, পুলিশ কি তাদের জানে না? আজ পর্যন্ত তাদের দমন করবার, আজ পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করেছেন? সেখানে তারা স্পেশাল পুলিশ অফিসার হ'লে যে কি হবে তা বুঝতে পারি। এনটালী ইলেকশনের সময়—আমরা জানি—হয়ত নরেশবাবু এখানে উপস্থিত আছেন—সেই সময় কারা সেখানে গুণ্ডামী করেছিল? এবং কার নেতৃত্বে করেছিল? স্পেশাল কনস্টেবলকে নেতৃত্ব করতে দেখেছি সেইসমস্ত গুণ্ডা বহিনীর—হয়ত এখন স্পেশাল কনস্টেবলের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণ্ডা বাহিনীকে স্পেশাল অফিসার করবেন। মাঝখানে হবে যেসমস্ত গুণ্ডা বাহিনীকে দমন করা প্রয়োজন; তাদের বেসরকারী নাম দিয়ে তাদের পদস্থ পুলিশ বাহিনী ক'রে রেখে দেবেন গ্রেপ্তারের জন্য। তিনি আরও একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন উত্তর দেবার সময় যে, তারা কি কি ভাল কাজ করেছে। জে, সি, গুপ্তমহাশয় বলেছেন, তারা অনেক ভাল কাজ করেছে। তারা যেসমস্ত কুকার্য ক'রে থাকে স্পেশাল পুলিশ অফিসারেরা ও পুলিশ অফিসারেরা তাও সত্যি ক'রে বলা উচিত ছিল। একটা লোকের গুণাবলী ব্যাখ্যা করলে আর বাকী লোকের যে দোষ তা চাপা দেওয়া ঠিক কাজ হয় না।

[6-25—6-35 p.m.]

তারপরে একটা কথা স্ববিরোধী মনে হয়। তিনি বলেছেন গণসংযোগ হবে। গণসংযোগ করে কি স্পেশাল কনস্টেবল? গণসংযোগ আজ পর্যন্ত করেছে। তারা ভাল করছে কি মন্দ করছে তা জানেন। কিন্তু গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা কেন দেওয়া হচ্ছে? 'জাস্টিস অব দি পীস'কে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন? স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা কেন? পুলিশেরই ত গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা আছে। মীরা দত্তগুপ্ত জাস্টিস অব দি পীস এখনও আছেন। 'জাস্টিস অব দি পীস'এর উপরে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। মীরা দত্তগুপ্ত জনপ্রিয় লোক; গণসংযোগ কি ক'রে করতে হয়, আশা করি তিনি তা জানেন এবং ক'রে থাকেনও। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি নিজের মর্যাদাবোধ থাকে তাহ'লে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেবার পর তিনি হয়ত গণসংযোগের কাজ করা ছেড়ে দেবেন। তখন আর তাঁর সেখানে থাকবার কোন কারণ থাকবে না। জাস্টিস অব দি পীস হিসাবে, আমার মনে হয়, গণসংযোগ করবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়াণা দেবার মত ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাই শুধু মনের ভিতর এই আশঙ্কা করি—এদের হাতে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য গণসংযোগ নয়, বরং তা আর একটা জঘন্য উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। সেটা এই যে নির্বাচনে এইসমস্ত লোককে ব্যবহার করবেন। এইসমস্ত লোককে নির্বাচনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য আগে থেকেই তাদের গ্রেপ্তারী পাওয়ার দেওয়া; পুলিশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত গুণ্ডা বাহিনীকে অতঃপর পুলিশ বাহিনী হিসাবে আমাদের দেখতে হবে।

Dr. Krishna Chandra Satpathi:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আজকে আমাদের সামনে যে বিল উপস্থিত করা হয়েছে এবং তার সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়ে গেল তার মধ্যে মোটামুটি আমরা যা দেখতে পাচ্ছি এবং এর "এমস এ্যান্ড অবজেকটসে"র মধ্যে বলা হচ্ছে যে, "স্পেশাল পুলিশ" নিয়োগ করবার ক্ষমতা যা "বেঙ্গল পুলিশ এ্যাকটে"র মধ্যে ছিল, সেটাকে "সুবারবান এবং ক্যালকাটা পুলিশ এ্যাকটে"র ভিতর নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় একটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, গণসংযোগ করবার জন্য এই "স্পেশাল" পুলিশ নিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে। তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে বলা হচ্ছে যে, সমাজবিরোধী কাজ যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থার জন্য এই "স্পেশাল" পুলিশ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ রাখতে গেলে তাঁদের সর্বাগ্রে যেটা করার দরকার ছিল সেটা না ক'রে পুলিসের সাহায্যে সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করতে গেলে সমাজের ভেতর যেসব অন্যায়-অবিচার চলছে তার প্রতিকার আগে প্রয়োজন। জনসাধারণ তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে মন্ত্রীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য অনেক চিঠিপত্র দেয় এবং আবেদন নিবেদনও করে, কিন্তু তারা জবাব কোনদিন পায় না, প্রতিকার

ত দূরের কথা। কাজেই শুধু "স্পেশাল" পুলিশ নিয়োগ ক'রে কেমন ক'রে যে জনসংযোগ হবে তা আমি বুঝতে পারি না।

তারপর কথা হচ্ছে—"স্পেশাল কনস্টেবল" নিয়োগের ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে পূর্বে জনসাধারণকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে, দমন করার উদ্দেশ্যে এবং শাসন করার উদ্দেশ্যে "স্পেশাল কনস্টেবল" নিযুক্ত হয়েছিল। তারপর এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অন্যান্য মফঃস্বল সহরে যেসব "স্পেশাল কনস্টেবল" নিযুক্ত হয়েছিল সৎ উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি সমাজের উচ্চস্তরের লোকেদের এবং অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের যখন "ট্রেনিং"য়ের ব্যবস্থা করা হ'ল, "প্যারেডে"র ব্যবস্থা করা হ'ল, তখন তাঁরা সকলেই একযোগে ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন। কাজেই আজ মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে যেসব বিশিষ্ট লোকের নাম বললেন, যাঁরা স্পেশাল কনস্টেবলের কাজ ক'রে আসছেন, তাঁদের যদি এইরকম "প্যারেড" করান হয় এবং অন্যান্য পুলিশের শিক্ষামূলক ব্যবস্থা যদি তাঁদের ভিতরে চালান হয়, আমি জানি না, কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে তার মধ্যে থাকবে,—সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তারপর যদি মনে হয় যে, এমন একটা বিশেষ অবস্থা দেশের মধ্যে আসছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করবার জন্য, তাদের আন্দোলন দমন করবার জন্য যদি "স্পেশাল পুলিশের" দরকার হয়ে থাকে, তাহ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আজকে সেরকম কোন ঘটনা আমাদের সামনে নেই। তারপর আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, কোন্ "ক্যাটিগোরির" লোকদের নেওয়া হবে তার একটা ব্যবস্থা স্থির করবার জন্য। সেই সম্বন্ধে সরকারপক্ষ কিছুই স্বীকার করলেন না। আমার আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমরা এসেছি সাধারণের সেবা করবার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের নির্বাচনের সময় দেখা যায়.........

[At this stage the red light was lit.]

স্যার, আমার ২।৪ মিনিট সময় আরও লাগবে।

[6-35—6-45 p.m.]

সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে দরখাস্ত করে "সারকেল অফিসারের" কাছে, "এ.ডি.এমে"র কাছে—দরখাস্তে লেখেন যে, "আমাকে এই প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত পদটি দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হোক"। হয়ত সেইরকম শ্রেণীর লোক এই "স্পেশাল পুলিশ"রূপে নিযুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন। আবার এইসব প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের মধ্যে এমন লোক আছে, খবর বেরিয়েছে এবং খবরকাগজেও আমরা দেখেছি যে, ৫।৭ বছরের ছেলে মালিকের অনুমতি না নিয়ে হয়ত তার গাছের থেকে আম পেড়ে খেয়েছিল, তার জন্য তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সারাদিন বেঁধে, বসিয়ে রেখে, ৫।৬ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে তাদের থানায় উপস্থিত করেছিলেন। যদি এইভাবের লোক "হুজুর মালিক নিবেদন ইতি" মনোভাবের যেসব লোক, বা "এই পদটী দিয়া প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হোক" এই প্রকৃতির সেইসব লোক, যদি "স্পেশাল পুলিশ" নিযুক্ত হয়ে আসে তাহ'লে পর সমাজের উপর কিরকম অত্যাচার সুরু করবে চিন্তার বিষয়।

তারপর আমার আর একটি কথা বলবার বিষয় এই যে, যদি সত্যিই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হয়, তাহ'লে পর আমার মনে হয় যেমন গ্রাম্য রক্ষীদল গঠিত হচ্ছে, সেইরকমভাবে কোলকাতা এবং "সুবারবানের" মধ্যে এইরকম রক্ষীদল গঠন করা হোক প্রতি পল্লীতে এবং তাদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পরিচালিত ক'রে এসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করবার চেষ্টা করা হোক। তাহ'লে পর সেটা সংযত হ'ত। তা না হ'লে এই "স্পেশাল পুলিশ" নিয়োগ ক'রে এই উদ্দেশ্য আপনাদের কোনদিনই সফল হ'তে পারে না। সেজন্য আমার মনে হয় অনর্থক যে আইন প্রণয়ন হতে যাচ্ছে সেটা বন্ধ হওয়াই উচিত। আমার মনে হয় সরকারপক্ষ থেকে এটা প্রত্যাহার করলেই ভাল হ'ত।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিল সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে এবং আমরা অনেক সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি। এবং আমাদের তরফ থেকে এই বিলের কেন বিরোধিতা করছি সেটা বহু বক্তা বহু যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ডাঃ রায় এবং তাঁর অনুচরেরা এটাকে

তাঁদের আত্মরক্ষার কবচ হিসাবে মনে করছেন ব'লে এই বিলকে কার্যকরী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে এটা বারবার বলেছি যে, বিরোধী শক্তি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন নষ্ট করবার জন্যই এই ধরণের বিল আনা হয়েছে, সে জিনিষটা আমি দু'-একটি ঘটনা দিয়ে আপনার কাছে রাখতে চাই। আমি এখন যে জায়গায় বাস করি সেটা ডাঃ রায়ের বাড়ীর কাছাকাছি। ডাঃ রায়ের স্পেশ্যাল পুলিশ বাহিনী আছে, পুলিশ বাহিনী আছে এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত তার বাড়ীর সামনে তারা পাহারা দেয়। যে ঘটনার কথা বলছি সেটা ডাঃ রায়ও নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁরই বাড়ীর কাছাকাছি একটা রাস্তা আছে সেখানে একটা মিশনারির স্কুল আছে.........

Mr. Speaker:

এটা থার্ড রিডিংয়ের সাবজেকট নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি শুধু, স্যার, একটা ঘটনার কথা বলতে চাই। সেখানে হত্যাকারী একটি মহিলাকে ছিন্ন মস্তকে ফেলে পালিয়ে গেল অথচ সেখানে পুলিশ ছিল, স্পেশ্যাল কনস্টেবল ছিল। আমি জানি এইসব পাড়ায় নাম করা রেজিস্টার্ড গুণ্ডা আছে, যাদের সঙ্গে পুলিশের, স্পেশ্যাল কনস্টেবলদের যোগাযোগ আছে। আর এ ধরণের মানুষকেই এরা স্পেশ্যাল কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এবং তাদের উপরই বিশেষ ক্ষমতা, গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা দিচ্ছেন। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই ধরণের লোককে যদি স্পেশ্যাল পুলিশ ক'রে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহ'লে পাড়ায় কোন মানুষ বাস করতে পারে না। আমি গ্রামে বাস করি, গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গ্রামে ভিলেজ রেজিসট্যান্স পার্টি রয়েছে। আমি আমার কনস্টিটিউয়েন্সীতে গিয়েছিলাম তখন কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ইনক্লুডিং এ ওম্যান। রাত ১০.৩০টার পর ফিরবার পথে তারা ভিলেজ রেজিসট্যান্স পার্টির হাতে এ্যারেস্টেড হয় এবং সব কিছু বলা সত্ত্বেও তাদের সেই রাত্রিতে একটি স্কুলে আটক ক'রে রাখে। পরে আমি থানায় যেয়ে ইন্সপেকটরের সঙ্গে দেখা ক'রে ছাড় করি। অথচ এই ভিলেজ রেজিসট্যান্স পার্টিতে কংগ্রেস পঞ্চায়েত আছে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আছে, স্পেশ্যাল ক্যাডের আছে। এইসব লোককে যদি স্পেশ্যাল কনস্টেবল করা হয় এবং তাদের হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহ'লে দেশের অবস্থা যে কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আজকের দিনে এই বিল আনার কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাই না। এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে, এই বিলের দ্বারা পুলিশ এবং জনসাধারণের মধ্যে গণসংযোগ করার ব্যবস্থা হবে। শুনেও আশ্চর্য লাগে এই গভর্নমেন্ট গণসংযোগ করবেন—এবং এই পুলিশ দ্বারা। এই বিল আনয়নের উদ্দেশ্যই নাকি গণসংযোগ গঠন করা। আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এর দ্বারা নাকি নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে। এই বিলের রচয়িতাকে আমি বলতে চাই, নাগরিক অধিকার কি পুলিশ দ্বারা রক্ষা করা হবে? রাজা রামমোহনের দেশে, বিদ্যাসাগরের দেশে, পুলিশের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার শিখতে হবে? অন্যরকম রাস্তা কিছু নাই? এর জন্য আইন করার সার্থকতা আছে কি? আমি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করব তিনি যেন এই বিল আইনে পরিণত না করেন। যদি করেন তবে এই বাংলাদেশ সম্বন্ধে তিনি যে স্বপ্ন দেখেন এবং যে মোহ তাঁর আছে তা কখনো পূরণ হবে না। এই বিলের মধ্যে তিনি যে সংগঠনের কথা বলতে চেয়েছেন তা পুলিশ বাদ দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে। এই আমার নিবেদন।

[6-45—6-55 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপাল মহাশয়, সম্প্রতি আমরা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একটা ভাষণ শুনেছি—পাটনায় গুলিচালনার ব্যাপার উপলক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন যে, এদেশে এখনও পর্যন্ত পুলিশ সেই পুরাণ মনোভাব রেখে আছে -জনসাধারণের উপর শাসন করবার যে মনোভাব তার পরিবর্তন

প্রয়োজন। আমি মনে করি, এইটেই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের লোকের মনোভাব যে, সমস্ত পুলিসের ভিতরকার একটা পরিবর্তন দরকার। যে প্রয়োজনে পুলিশ তৈরী হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা যে প্রয়োজনে করেছিল তা আজকের দিনে বর্তমান নেই। আমরা জানি, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হবার ৪ বৎসর পরে বেঙ্গল পুলিশ, ৯ বছর পরে ক্যালকাটা পুলিশ এ্যাক্ট আসে। সিপাহী বিদ্রোহ গুলি মেরে ঠান্ডা করবার পর দেশ তখন খুব গরম, তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের লোককে লয়াল করা যায় নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে কুইন ভিক্টোরিয়া রাজত্ব নিয়েছেন অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন একেবারে সামনে এসে শাসন করছেন। সেই সময়ের যে পুলিশ এ্যাক্ট আমরা আশা করেছিলাম তা ওলোটপালট ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল যাকিছু ছিল তা বদলান হবে, কিন্তু আশ্চর্য হলাম যে বাংলা কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী, তিনি আনলেন পুলিশ এ্যাক্টের ভিতরে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল যে অংশটুকু, সেকশনগুলি অর্থাৎ যেখানে স্পেশাল কনস্টেবল করবার কথা। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আমলে ইংরেজের চর ছিল পুলিশ কনস্টেবল—আমাদের পিটান এবং ধরে জেলে নিয়ে যাওয়া ছিল এদের কাজ। এর মধ্যে কোন ভদ্রলোক যেতে ঘৃণা বোধ করতেন। অথচ ডাঃ রায় করলেন কি না তার মধ্যে যা কিছু ত্রুটি আছে অর্থাৎ এক পা এখানে আর এক পা আর এক জায়গায় ইত্যাদি যা রয়েছে তিনি সেই দু' পা একত্র করছেন। যুক্তি শুনে সেদিন অবাক হ'লাম। এই পুলিশের কাজ কি ছিল? আমরা জানি, আজ পর্যন্ত এই পুলিশ কেন এত হেয়, কেন আজও কোন ভদ্রলোক কোন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে চান না। আজ বাংলার সমাজে পুলিসের এই স্থান হবার কারণ কি? ক্যালকাটা স্পেশাল কনস্টেবল—যাদের নিয়ে এই পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাদের প্রধান কর্তব্য কি ছিল? ইংরাজ প্রভুদের শুধু ধনসম্পত্তি রক্ষা নয়, তাদের ইজ্জৎ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া—তারা যে শাসক এটা সর্বতোভাবে প্রকাশ করা। রেলওয়ে স্টেশন, পাবলিক প্লেসেস, সর্বত্র এরা মোতায়েন থেকে ইউরোপিয়ান অফিসারদের মর্যাদা রক্ষা করত। এদের অত্যাচার আমরা বহু বৎসর ধরে ভোগ করেছি, আজ প্রয়োজন ছিল এই পুলিশ কর্মচারীদের মনোভাবের পরিবর্তন করা।

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, 15 members of your party have already spoken and yours is like the first reading speech. You may consider the Bill as passed. This is the third reading.

Sj. Bankim Mukherji: The Bill is not yet passed.

আমার এখনও পর্যন্ত আশা আছে, হয়ত ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ডাঃ রায়ের শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধি আসবে। আপনি যদি বলেন, অরণ্যে রোদন হবে তাহ'লে বলব না। যাই হোক, আমরা দেখেছি এই তাঁদের কাজ। তারপর এদেশের বড় বড় লোক যারা তাদেরও কিছু কিছু করা হ'ত, যারা ইংরাজ প্রভুদের অতি বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে দেশের সর্বনাশ করতেন। আশ্চর্যের বিষয় কয়েকজন মেম্বার, যারা পুলিশের বিরুদ্ধে ব্রাইবারী ইত্যাদি নানারকম চার্জ এনেছিলেন এই ৬ মাস আগে, আজ তারা এই বিলটি সমর্থন করছেন—জানি না কেন। আমার প্রধান বক্তব্য, আজকে প্রয়োজন ছিল এই সেকশনগুলি তুলে দেওয়া, এর পাদপূরণ করা নয়। যে সময় কংগ্রেস সোশালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটি সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সেই সময় এই যে অগণতান্ত্রিক মনোভাব দেখছি, এটা সত্যিই লজ্জার কথা। একজন লোকের কাছে তার ধনসম্পত্তি এবং জীবন যতখানি মূল্যবান তেমনি তার স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা কি এমন তুচ্ছ জিনিষ যে যে-কোন লোকের উপর আমাদের গ্রেপ্তার করবার ভার দিতে পারি? ফ্রান্সে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট ছাড়া কোন পুলিশ অফিসার কিছু করতে পারে না। ইংল্যান্ডে গ্রেপ্তার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হয়। আমাদের এখানে পুলিশের অনেক ক্ষমতা আছে। আসলে এরা চাইছেন, যাদের এ'রা ভালমন্দ করবেন, ইচ্ছামত তাদের গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা, তাদের স্বাধীনতা হরণ করবার ক্ষমতা যাতে এ'দের পার্টির উপর রুলিং পার্টির লোকের উপর কোন আঘাত না পড়ে। শ্রীযুত অতীন্দ্র বসুমহাশয় ব্যঙ্গচ্ছলে যে কথা বলেছেন যে ও'রা আমাদের রক্ষাকর্তা, আসলেই তাই। তাই আজকে বারবার এই কথা উঠছে, আজকে নির্বাচনের পূর্বে এই প্রকার কতকগুলি সাধারণ লোকের হাতে এই প্রকার ক্ষমতা দেওয়ায় আমরা আশঙ্কিত হতে পারি। পূর্বে যা দেখেছি সেই হিসেবে

আশঙ্কিত হ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পুলিশের পরিবর্তনের কি দেখলাম, এই অফিসারদের কি দেওয়া হবে? ট্রেনিং দেওয়া হবে উল্লেখ আছে। ড্রিলিং, প্যারেডিং শিক্ষা দেওয়া হবে অর্থাৎ আর সব তাদের জানা আছে। যদি বুঝতাম সিভিক ডিউটি ইত্যাদি ট্রেনিং হবে তাহ'লেও বুঝতাম। পুলিশ এ্যাকটে ড্রিলিং, প্যারেডিং এটা বড় কথা নয়, জনসাধারণকে সেবা করবার শিক্ষা ইংরেজরা যা কোনদিন দেয় নি আজকে দেশের সেই শিক্ষাই প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, শ্রেণী বিচার ক'রে নেওয়া হবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেওয়া হবে না। আজকে কোন্ শ্রেণী থেকে জাস্টিস অব পীস করা হবে? সাধারণ চাষীমজুর থেকে কি করা হবে? একটা প্রিভিলেজ ক্লাস থেকে এঁদের নেওয়া হবে। যারা এক্সপ্লয়েট করবে, শোষণ করবে আর শাসন করবে।

[6-55—7-5 p.m.]

বড় বড় মিলমালিক ডিরেক্টারদের জাস্টিস অব পীস ও স্পেশাল পুলিশ অফিসার ক'রে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীকে একটি বিশিষ্ট পজিসন ও বিস্তারিত ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এই ক'রেই কি আপনারা সোশালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি তৈরী করবেন? এটা সাংঘাতিক জিনিষ। তবে এতে ক'রে আমাদের পক্ষে সুবিধা হচ্ছে—এইসমস্ত লেজিসলেশনের স্বরূপ আজকে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ ক'রে দিতে পারছি। এর জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Speaker, Sir, I have seldom listened to speeches which are both wandering and irrelevant. I was wondering why they are bringing in the Police while discussing this particular Bill because, as Mr. Dasarathi Tah said, if it had been a *sanskritik bahini* or if the Police had not been mentioned there, probably there would have been no such opposition. In the course of the debate you have heard Police being maligned right and left. I do not want to say much about the honorary police volunteers because they have been working for the last six years. It is nothing new. But I have felt that while they are working they have not much power under the Act as it stands today. My friends think that an Act which is sixty or eighty years old should not be touched. We have been touching many old Acts including the Permanent Settlement. Why be afraid of it? The question is whether these men would be useful in public life. One of the objections has been that they would be selected by the Police Commissioner and, therefore, my friends attacked them. That is the sort of argument which has been furnished. I do not want to say anything about the Police, but I may be permitted to read out extracts from three or four letters which I have received from persons, which bear unsolicited testimony to the Police.

This is from Sj. Bishalakha Bose:

"It is the cry of the day that the world of today is in the hands of the devil, and villany and not honesty is the order of the day Whenever there is any talk in a society of men, both cultured and uncultured, the only refrain is that corruption is rampant and that in today's world there is no room for goodness and no scope for honesty. As I listen to these talks I am pained at heart. In my young days people had profound faith in the inherent integrity and sincerity of humanity. I am today 68 and am glad to report to you of an incident which will speak out for itself and will perhaps remind the unbelievers that every dark cloud has a silver lining, that all is not bad in this world even today, though it may happen that the storm of evil sometimes blinds our eyes for a while.

I have been a daily passenger from Burdwan to Howrah since 1925. Yesterday I travelled in the Down Punjab Mail of the E. I. Railway from Burdwan to Howrah with one of my distinguished

friends. After entraining at Burdwan I put off my coat and hung it on the hook. The coat contained the following amongst other articles, (1) six bearer cheques for the value of Rs. 8,000 only; (2) two hundred and odd rupees in cash; (3) small coins worth fourteen annas; (4) one golden pocket watch; (5) one pair of golden spectacles; (6) one first class monthly ticket from Burdwan to Howrah; and (7) a few other important papers.

My friend and myself got down at Howrah Station at 10 a.m. I completely forgot all about the coat and it remained hanging in the first class compartment of the train in which we travelled. My friend also did not notice that I did not wear my coat and that I had only my shirt and *chadar* on.

I took my friend in my car to the High Court where he got down. Then I went to the Writers' Buildings. Before getting down from the car I searched for the coat and found it missing. I asked my driver about it and he said that while I detrained at Howrah station I did not wear any coat. I then realised that the coat remained hanging in the compartment in which I travelled while I detrained. and became sorry to have lost it. But my driver said that perhaps it could be found if I went to the station direct.

A drowning man catches at a straw and I, therefore, decided to take a chance and started for the Howrah station at once. When I reached platform No. 6 of the Howrah station where the train came it was quarter to eleven. The train still stood at the platform lifeless and inert it seemed. There were then very few men on the said platform and as I rushed to the first class compartment in which I travelled a ticket-checker challenged me for ticket. I got annoyed and said, "Don't you now trouble me for the ticket. I have lost my coat and I have come back for it'. At once did he reply, 'There is your coat' and, lo! to my utter surprise a gentleman ordinarily dressed holding my coat in his hand and coming to me smilingly handed it over to me. I found everything intact and wanted to reward the gentleman who very politely refused my offer. I thanked him, but no thanks could be too much for him. The gentleman in plain dress appeared to me to be a Police official. I would request you, Sir, to find out the gentleman and reward him in the way you think best for this piece of excellent service rendered by him to the member of the public. His name is Rakhal Das Bose. Now he is in the C.I.D."

So it is not only Sj. S. N. Mukherji who is to be praised.

Then there is another letter which I received—it was written on the 14th August, 1955—from a man named Sj. Ramana Rao of Vizianagram. He is not a Congressman, nor a *badmash*, nor a pick-pocket, nor a murderer. He wrote to us—

"I write this letter to convey to you my sincere and high appreciation of the Calcutta Traffic Police. I visited Calcutta recently and did the trip by car all the way from here. I stayed there for fifteen days. I was new to the city and quite ignorant of the traffic regulation. But for the unfailing courtesy, great consideration and sympathetic attitude shown by the policemen I should have undergone great trouble and inconvenience. Every single policeman without exception was so ready to proffer a helping hand, so affable to talk to, so correct in their guidance

and so pleasingly polite that they had evoked my heartfelt admiration. Will you please take a suitable opportunity to convey to them my very best sincere thanks, and my even greater esteem for them? A compliment to them is a compliment to you. Please convey my appreciation to the Commissioner of Police and the Deputy Commissioner of Police.

Sir, I will read out two more letters and then I will finish. This letter is with reference to an incident which happened in front of the Great Eastern Hotel. It is written by a gentleman called Sj. Birendra Chandra Purkaista, dated the 12th May, 1955:

"This is an appreciation of the conduct of some of your officers, issued from the pen of an humble person. I am relating this episode in a few words. At about 6-30 p.m. on Tuesday, the 10th May, 1955, while I was passing through Old Court House Street my attention was drawn to a crowd gathered in front of the Great Eastern Hotel. I found a poor old woman was being assaulted by one of the durwans of the Hotel. I ascertained from her that after alighting from a Howrah tram while she was waiting for the bus for Bhawanipur she enquired of a person who was standing by where the bus stop was and the durwan who was standing near-by presumably mistaking it for her solicitation for begging, twisted her hands and gave her a slap on the cheek. The public got enraged at this and the durwan scenting trouble got inside the hotel premises. Nobody was seriously trying to console the poor creature. I volunteered to do my humble bit for her.

[7-5—7-15 p.m.]

"First I took her to the Information Room, Lal Bazar, where the officers sympathetically heard my narration. They showed us the Control Room. Here was an Anglo-Indian gentleman. He noted down my statement and said that as the incident had occurred within the jurisdiction of the Hare Street thana he would be phoning there and would also send us there. Myself and that old woman were sent in a police van to the Hare Street thana. Here we met the officer on duty as the O/C was temporarily absent. This officer patiently heard me and requested me to write down my story. Within 15 minutes the O/C returned. He had been on a visit to the Great Eastern Hotel. I was shown to him. He said that he had come from the Hotel and had been told by the hotel people that the public created a row when the hotel durwan tried to drive away the begger woman. I explained everything to him and he also examined the poor woman and from her deposition it was clearly understood that she was a retired school teacher and not a beggar woman. When he was satisfied with the truth of our version he asked me what was our minimum demand. I replied that I would not be satisfied with anything less than an unqualified apology from the hotel people. He phoned the Hotel Manager and explained everything to him and told him that unless an unqualified apology was tendered, the matter would go up to the Law Court. The Manager agreed to the proposal and the Assistant Manager and the durwan appeared at the thana in due course and tendered an apology. Being an old political worker I still hold a prejudiced view against the Police Department as a whole but inspite of that I cannot but

appreciate the humane conduct and the sense of duty of all the police officers I met on this occasion and in this connection I make a special mention of Mr. Mukherji, O/C, Hare Street thana. I shall be glad if the Police Department as a whole can gradually undergo complete metamorphosis."

There, again, it is not Mr. S. N. Mukherjee who may be considered in this connection.

Last but not the least I am putting before you the testimony of a person who is a *persona grata* with the opposition. He presided at the meeting on the 17th at the Maidan—no less a person than Mr. Mrinal Kanti Bose whose letter I received last evening after I went away from the Assembly. It is this:

"I feel it my duty to communicate to you an important part of my Presidential Speech at the Maidan Rally held on Wednesday last which had been omitted in the newspaper reports. For myself and on behalf of the vast gathering I express my gratitude for the splendid behaviour of the police, in sharp contrast to that of the Bombay police, on the occasion. I am sure this was done on your initiative. The peacefulness of the *hartal* in the situation, the biggest within living memory was due to the excellent management of the police authorities. The growing spirit of co-operation between the police and the public we all welcome."

Sir, this is the testimony of a person who is speaking on behalf of the large number that crowded at the Maidan on the 17th of August last, so that, it is not that I am saying anything in favour of the police but the hundreds of letters I have got here from different persons who have written these letters unsolicited tell us how the police gradually is getting more and more humane and responsive. My friends opposite perhaps remember the olden days when they were hunted down by the police and naturally they have got an understandable resistance to the word 'police'. I would beg of them that it is by trusting anybody—and this is what I would mean in reply to what Sjkta. Mani Kuntala Sen suggested—that it is by trusting them and having some faith in human nature that they will be able to raise the very policemen, about whom they are complaining, into being real servants of the people, about which Pandit Govind Ballav Pant spoke the other day.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—125.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Kanailal (Ausgram).
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dev, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj Satyendra Chandra
Giasuddin, Janab Md.
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal

Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jha, Sj. Pashu Pati
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj, Koustuv Kanti
Kazim Ali Meerza, Janab
Khatick, Sj. Pulin Behary
Lahiri, Sj. Jitendra Nath
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

NOES—33.

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Basu, Sj. Amarendra Nath
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Dey, Sj. Tarapada
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Khan, Sj. Madan Mohon
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Saha, Sj. Madan Mohon
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 125 and the Noes 33, the motion was carried.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-15 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 24th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 24th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers. 12 Deputy Ministers and 199 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Procedure for appointment of Assistant Headmasters in Government High Schools

***95. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) what is the usual procedure for appointment of Assistant Headmasters in Government High Schools;

(*b*) if it is a fact that a Provincial Panel was prepared for promotion to the post of Assistant Headmasters in 1949;

(*c*) if so, how many were enlisted in that panel, how many of the panel were since promoted and how many left out;

(*d*) if it is a fact that before the first list of 1949 was exhausted a new panel was formed; and

(*e*) if so, whether all the teachers left out of the first panel were included in the subsequent panel?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) By promotion and by direct recruitment.

(*b*) Yes.

(*c*) 12 empanelled of which 9 were promoted and 3 were left out.

(*d*) Yes, as it lapsed in the usual course, i e., after two years.

(*e*) No.

Sj. Gnnesh Ghosh: With regard to answer (*c*), will the Hon'ble Minister please tell us why the three were left out?

The Hon'ble Pannalal Bose: Because before promotions were made, two years had passed and the list lapsed.

Sj. Ganesh Ghosh: With regard to your answer (*e*), why, when a fresh list was prepared, the names of these three persons were not included in the fresh list?

The Hon'ble Pannalal Bose: You know the appointments are made by a Selection Committee. The Committee selects—that is a statutory thing and sometimes they make a panel, i.e., supposing they find that in two years there is likely to be ten vacancies or so, they make a panel of, say, 12 and as

the vacancies occur, they go on filling them, but the list in the panel can last only for two years, according to the Government orders, because many things may happen in two years—even there may be difference in qualifications—so that after 9 persons were appointed out of that panel, the panel lapsed.

Sj. Ganesh Ghosh: What becomes of those persons then whose names are left out or who do not get any chance?

The Hon'ble Pannalal Bose: They might get included in the next panel if they are considered fit.

Daspara Free Primary School, Domjur, Howrah

***96. Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত উত্তর ঝাপড়দহ ইউনিয়নের দাসপাড়া ফ্রী প্রাইমারী স্কুল সরকারের স্পেসাল ক্যাডার স্কীমে বর্তমান বৎসরে অনুমোদন লাভ করিয়াছে কিনা;

(খ) এই স্কুলে কতজন ছাত্র অধ্যয়ন করে;

(গ) কতজন সরকারের অনুমোদিত এবং কতজন অননুমোদিত শিক্ষক শিক্ষকতা করিতেছেন;

(ঘ) ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি এবং তিনি কি ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক; এবং

(ঙ) সত্য হইলে, তিনি কি সরকার নিযুক্ত শিক্ষকরূপে গণ্য?

The Hon'ble Pannalal Bose:

(ক) হ্যাঁ, করিয়াছে।

(খ) ১১৪ জন।

(গ) অনুমোদিত ৩ জন; অননুমোদিত কোন শিক্ষক নাই।

(ঘ) শ্রীযুত রামব্রহ্ম ঘোষ মহাশয় এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিতেন এবং তিনি ৮ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে কার্য করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা (Scheme for Expansion of Education and Welfare Services) আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন আর ঐ বিদ্যালয়ে কার্য করেন না।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি (গ)-এ বলেছেন, অননুমোদিত শিক্ষক নেই, যখন এই স্কুলকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছিল সেই সময় কি কোন অননুমোদিত শিক্ষক ছিল? বর্তমানে নাই বলেছেন, কিন্তু স্যাংশন যখন করেছিলেন তখন ছিল কি না?

The Hon'ble Pannalal Bose:

যে কয়জন শিক্ষক সেখানে আছেন, তাদের এখান থেকে অনুমোদিত ক'রে পাঠান হয়েছিল। সেখানে যদি কোন এইরকম লোক থেকে থাকে তা আমি জানি না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি বলেছেন যে, শ্রীযুত রামব্রহ্ম ঘোষমহাশয় জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা আরম্ভ হবার পূর্বেই শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কতদিন আগে ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

ছেড়ে চলে গিয়েছেন?—আট বৎসর আগে।

Sj. Tarapada Dey:

না, না, তিনি আট বৎসর কাজ করেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, তিনি কতদিন আগে ছেড়ে চলে গিয়েছেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ঘোষমহাশয় এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিতেন এবং তিনি ৮ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে কার্য করিয়াছিলেন। আর জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা আরম্ভ হয় ১৯৫৪এ——

Sj. Tarapada Dey:

কতদিন আগে ছেড়ে চলে গিয়েছেন?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি তা জানি না।

Sj. Tarapada Dey:

তিনি ছেড়ে যাবার পর অন্য কোন শিক্ষক কাজ করছিলেন কি?

Mr. Speaker:

এইসব প্রশ্নের উত্তর কি ক'রে দেবেন?

Sj. Tarapada Dey:

আপনি বলেছেন যে, স্কীম হবার পূর্বেই তিনি ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন অথচ আপনি বলছেন যে, তিনি ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন - এটা কি ক'রে হতে পারে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

বুঝতে পারলাম না। আবার বলুন।

Sj. Tarapada Dey:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্ভুক্ত উত্তর ঝাপড়দহ ইউনিয়নে দাসপাড়া ফ্রী প্রাইমারী স্কুল সরকারের স্পেশাল ক্যাডার স্কীমে বর্তমান বৎসরে অনুমোদন লাভ করিয়াছে কি না? কিন্তু এখন বললেন যে, তিনি স্কুল আরম্ভ হবার আগেই চলে গিয়েছেন অথচ এখানে বলছেন যে, তিনিই এই বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন—এটা কি ক'রে হতে পারে?

The Hon'ble Pannalal Bose:

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এই নিউ ক্যাডার টিচার সিস্টেম তৈরী হয় তার আগে চলে গিয়েছেন।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি কি জানেন যে শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ঘোষমহাশয় এই বিদ্যালয় করেন নি, তিনি তার ১০ মাইল দূরে করেছিলেন?

Mr. Speaker:

এটা ত আপনি জানেন।

What you know don't ask, what you do not know you ask. It is not for corroboration or confirmation but to get information.

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি এটা জানি না।

Sj. Tarapada Dey:

এটা কি সত্য যে, এই স্কুলটি রণজিত মুখার্জি মহাশয় তৈরী করেন?

Mr. Speaker:

এটা এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে আসে না।

That question does not arise out of this. You know that information. You cannot have it confirmed by this question.

Sj. Tarapada Dey:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, রণজিত মুখার্জি এই স্কুল করেছিল কি না?

Mr. Speaker: Don't argue: I have given my decision.

Sj. Tarapada Dey:

আপনি কি জানেন যে, এই স্কুলে তিনি কাজ করেছিলেন এবং দরখাস্ত করেছিলেন তাঁর নিয়োগের জন্য?

Mr. Speaker:

সে ত আপনি জানেন।

The Hon'ble Pannalal Bose:

না, এইরকম দরখাস্ত পাই নি।

Sj. Tarapada Dey:

এটা কি সত্য তাদের ঐ স্কুলে কাজ করার জন্য অনুমোদন দিয়ে পাঠালেন, কিন্তু হাওড়া জেলার সিলেকশন কমিটি তাদের নেয় নি আপনার অনুমোদন সত্ত্বেও?

The Hon'ble Pannalal Bose:

আমি জানি না।

Sj. Tarapada Dey: Supplementary questions, Sir——

Mr. Speaker:

একটার উপর কত কোয়েশ্চেন করবেন?

Sj. Tarapada Dey:

ওঁরা স্কুল তৈরী করবেন আর এদের নেবেন না, তাড়িয়ে দেবেন, এরা বেকার হয়ে থাকবে। আবার প্রশ্ন করতে গেলেও আপনি প্রশ্ন করতে দেবেন না?

Mr. Speaker:

২৫টা ত প্রশ্ন করলেন, আবার বলছেন যে প্রশ্ন করতে দিচ্ছেন না? আপনি এটা উইথড্র করুন।

Sj. Tarapada Dey: I have got my right.

Mr. Speaker: I have given you that right.

Sj. Tarapada Dey: I think you are curtailing my right.

Mr. Speaker: Next question

Publication of the magazine of the Barasat Government Intermediate College

***97. Dr. Atindra Nath Bose:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that magazine fees are collected from students of the Barasat Government College;

(*b*) if so, how many issues of the magazine, if any, have so far been published;

(*c*) whether there are any extra-curricular activities in the college; and

(*d*) if so, what?

Minister-in-charge of the Education Department (the Hon'ble Pannalal Bose): (*a*) and (*c*) Yes.

(*b*) Three.

(*d*) Outdoor and indoor games, such as football, cricket, volley-ball, badminton, table-tennis and carrom; wall magazine, Common Room Library, Debate and Discussion, Social Gathering.

Dr. Atindra Nath Bose: What is the amount of magazine fee collected every year from this college?

The Hon'ble Pannalal Bose: The magazine is published annually and the fee is Rs. 2 per year.

Dr. Atindra Nath Bose: For how many years is this magazine fee being collected?

The Hon'ble Pannalal Bose: Three issues in three years.

Dr. Atindra Nath Bose: Your answer does not say three years. Your answer only says that three copies of the magazine have been published. My question is, during how many years these three copies have been published? For how many years is this college going on? What is the life of this college?

The Hon'ble Pannalal Bose: There have been three issues in three years.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Atindra Nath Bose: My question is for how many years is this College going on?

The Hon'ble Pannalal Bose: When the College was started I do not know exactly. It was during the time of my predecessor in office.

Dr. Atindra Nath Bose: Obviously this is more than three years. How do you say that three copies of the magazine were published in three years?

Mr. Speaker: What is your question?

Dr. Atindra Nath Bose: If it was done during your predecessor's time then obviously the life of the college is more than three years.

Mr. Speaker: Please put your question.

The Hon'ble Pannalal Bose: I do not know when the college was started.

Dr. Atindra Nath Bose: My question is during how many years were these three issues of the magazine published?

The Hon'ble Pannalal Bose: I have told you that this is an annual magazine one issue per year and there have been three years. From that I judge that the magazine has been running for three years.

Dr. Atindra Nath Bose: How many years after the foundation of the college was the first issue of the magazine published?

The Hon'ble Pannalal Bose: On this specific point I want notice.

Dr. Atindra Nath Bose: When was the third issue, i.e., the last issue of the magazine published?

The Hon'ble Pannalal Bose: I am afraid, I want notice.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Requirement and supply of fish in Calcutta

39. Sj. Ajit Kumar Basu: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

(*a*) what is the total requirement of fish for the city of Calcutta per day·

(*b*) what is the average daily supply in Calcutta at present;

(*c*) what are the percentages of—

(*i*) local supply,

(*ii*) import from East Pakistan, and

(*iii*) import from other States; and

(*d*) what is the amount of catches made by the two Government cutters namely, "Baruna" and "Sagarika" each year from 1950-54?

Minister-in-charge of Forests and Fisheries Department (the Hon'ble Hemchandra Naskar): (*a*) About 5,500 maunds per day.

(*b*) 2,656 maunds (during the year 1954).

(*c*) Percentage of supply in the year 1954—

(*i*) West Bengal—20·6.

(*ii*) East Pakistan—40·3.

(*iii*) Other States—39·1.

(*d*)—

	Maunds.
1950-51	3,077
1951-52	7,949
1952-53	11,322
1953-54	9,039
1954-55	4,676
Total ...	36,063

Sj. Biren Banerjee:

माननीय मन्त्रीमहाशय प्रश्नोत्तर (डि)ते "वरुणा" এবং "সাগরিকা" দ্বারা ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যন্ত কত মণ মাছ ধরা হয়েছে তার যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখছি সবচেয়ে বেশী মাছ

ধরা হয়েছে ১৯৫২-৫৩ সালে—১১,৩২২ মণ। অথচ কলকাতায় দৈনিক মৎস্য লাগে ৫,৫০০ মণ। এখন এত অল্প মৎস্য ধরবার জন্য "বরুণা" ও "সাগরিকা" রাখার সার্থকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন কি?

Mr. Speaker: You are asking a question about the whole policy of fishing. That is not a supplementary arising out of this question.

Sj. Biren Banerjee:

আমি আর একটা প্রশ্ন করি। প্রত্যহ কলকাতায় ৫,৫০০ মণ মাছ প্রয়োজন বলেছেন—এ তথ্য নিশ্চয়ই আপনার অফিস থেকে নয়?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

সেন্সাস রিপোর্টে বৃহত্তর কলকাতায় যে পপুলেশন দেওয়া আছে তারই হিসাবে ৪০ লক্ষ লোকের বাস—তার মধ্যে ২০ পারসেন্ট ছেড়ে দিয়ে বাকী পপুলেশনের মাথা পিছু ২ আউন্স ধরে এবং সেভাবে হিসাব ক'রে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মণ মাছ লাগে এবং ধরা হয়েছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

আপনি (বি)-এর উত্তরে যা বলেছেন—২,৬৫৬ মণ মাছ কলকাতায় সরবরাহ করা হয় (১৯৫৪ সালে এরূপ হয়)। এই পরিমাণ বাড়ছে না কমছে?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

আগেকার চেয়ে সরবরাহ বাড়ছে। আমাদের পার্টিশনের আগে ১৯৪৫ সালে—১,৭৫০ মণ ইষ্ট বেঙ্গল থেকে আসত, ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে হ'ত ৩০০ মণ এবং আদার স্টেটস থেকে হ'ত ৪৫০ মণ; ১৯৪৮ সালে ইষ্ট বেঙ্গল থেকে কলকাতায় আসত ১,৪৮৭ মণ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে ৩১১ মণ, আদার স্টেটস ৪২১ মণ; ১৯৫৪ সালে ইষ্ট বেঙ্গল থেকে আসত ১,০৬২ মণ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে ৫৫৮ মণ এবং আদার স্টেটস থেকে ১,০৩৬ মণ; আর ১৯৫৫ সালের প্রথম ৬ মাস যে সংখ্যা তাতে গড়পড়তা কলকাতায় দৈনিক মাছ সরবরাহ হয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল ১,৭৭৯ মণ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ৫০৬ মণ এবং আদার স্টেটস থেকে ১,০৮৮ মণ।

Sj. Provash Chandra Roy:

প্রশ্নোত্তর সি-(থ্রী-আই)এ বলেছেন, আদার স্টেটস ৩৯·১ পারসেন্ট মাছ আসে। আদার স্টেটস বলতে কোন্ স্টেট এবং কত আসে ১৯৫০ সাল থেকে বলবেন কি?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

কোন্ কোন্ স্টেট থেকে আসে বলছি। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, বিহার, বোম্বাই, ইউ,পি, এবং দিল্লী ইত্যাদি স্টেট থেকে আসে।

Sj. Provash Chandra Roy:

"বরুণা" এবং "সাগরিকা" দ্বারা আমাদের লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে, এটা দয়া ক'রে বলবেন কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Biren Banerjee:

এই যে আপনি সি (আই), (টু আই), (থ্রি আই)তে উত্তরে বলেছেন—পারসেন্টেজ অব ইস্ট পাকিস্তান, ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যান্ড আদার স্টেটস—এটা ১৯৫৪ না ১৯৫৫র?

Mr. Speaker: It is written there "in the year 1954".

Sj. Biren Banerjee:

এই পারসেন্টেজ আগের চেয়ে বাড়ছে না কমছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Biren Banerjee:

ওয়েষ্ট বেঙ্গলের অর্থাৎ লোকাল প্রোডাকশন এ্যাভারেজ আগের চেয়ে বাড়ছে না কমছে?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

বাড়ছে। ১৯৪৫ সালে ছিল ৩০০ মণ, ১৯৪৮ সালে হ'ল ৩১১ মণ এবং ১৯৫৪ সালে হ'ল ৫৫৮ মণ। এবং এবারে প্রথম ৬ মাসের যে হিসাব তাতে দৈনিক সাপ্লাই ৫০৬ মণ—সুতরাং বাড়ছে।

Sj. Ajit Kumar Basu:

১৯৫৪-৫৫ সালে ৪,৫০০ মণের কিছু বেশী মাছ "বরুণা" ও "সাগরিকা" দ্বারা ধরা হয়েছে। সারা বছরে এত কম মাছ হবার কারণ কি?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

নোটিশ দিলে জেনে বলতে পারি।

Sj. Ajit Kumar Basu:

সারা বছর চালু রাখার জন্য এই "বরুণা" ও "সাগরিকাতে" কত খরচ বলবেন কি?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

এই প্রশ্ন উঠে না, এটা মাছ সরবরাহের প্রশ্ন।

Sj. Ajit Kumar Basu:

ফিসারমেনরা গভর্নমেন্টের কো-অপারেশন না পেলে কনভেয়ান্স ফেসিলিটি ইত্যাদি ব্যাপারে, কি ক'রে তারা মাছ আনবে?

Mr. Speaker: That is not a proper supplementary arising out of this.

Absorption of Food Department employees in Fisheries Department

40. Sj. Dasarathi Tah: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that a circular from the Chief Secretary, West Bengal, was issued to all Departments of Government that unless employees from the Food and Civil Supplies Department were absorbed, outsiders would not be taken in; and

(*ii*) that several Assistant Fishery Officers were recruited in violation of that order?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reason of violating the order of the Chief Secretary;

(*ii*) whether Government received any complaint as to preferential treatment in the matter of new appointment under the Fishery Directorate;

(*iii*) if so, what is the number of such Assistant Fishery Officers; and

(*iv*) if they were appointed through the Public Service Commission?

The Hon'ble Hemchandra Naskar: (*a*) (*i*) Yes.

(*ii*), (*b*)(*ii*) and (*iv*) No.

(*b*)(*i*) and (*iii*) Do not arise.

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় মৎস্যমন্ত্রীমহাশয় এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, চীফ সেক্রেটারী একটি সার্কুলার দিয়েছেন যতক্ষণ না ফুড ডিপার্টমেন্টের উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের চাকুরিতে নিযুক্ত করা হয়, ততক্ষণ বাইরে থেকে কোন কর্মচারী ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হবে না। কিন্তু এই সার্কুলার অমান্য ক'রে এমন একজনকেও কি নেওয়া হয়েছে যিনি ফিশারী ডাইরেকটরের বড় কুটুম্ব সুশেন সাহ?

Mr. Speaker: What is your question?

Sj. Dasarathi Tah:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এই চীফ সেক্রেটারীর সার্কুলার অমান্য ক'রে অন্ততঃ একজনকেও রিক্রুট করেছেন কি না, যিনি মিঃ কে, সি, সাহা, ফিশারী ডাইরেকটারের বড় কুটুম্ব? [লাফটার]

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

আমাদের ফিশারী ডিপার্টমেন্টে একজন ক্লার্ক হিসাবে কাজ করত। তিনি আই,এস,সি, পাশ করেন এবং বি,এস,সি, পাশ করেন। তিনি ডিপার্টমেন্টেরই লোক, তার প্রমোশন হয়েছে এ,এফ,ও, হিসাবে। আর যে লোক নেওয়া হয় সেটা স্পেশাল অফিসারের এমপ্লয়মেন্টের অনুমতি অনুযায়ীই নেওয়া হয়।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

এ্যাসিস্ট্যান্ট ফিশারী অফিসার নিয়োগে আপনি এই ফিশারী ডিপার্টমেন্টে কোন পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী করেছেন কি?

The Hon'ble Hemchandra Naskar:

সেটা এতে কি ক'রে আসে?

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে উক্ত ডাইরেকটরের পাঁচজন শালাকে নেওয়া হয়েছে কি না?

Mr. Speaker:

অপরের শালাদের খবর উনি কি ক'রে জানবেন?

Sj. Dasarathi Tah:

তাঁর আরো পাঁচজন শালাকে নিয়োগ করা হয়েছে কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Repair of embankments in Kakdwip, Sagar and Mathurapur police-stations in 1954-55

41. Sj. Haripada Baguli: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

১৯৫৪-৫৫ সালে সুন্দরবনে বাঁধ মেরামতের যে পরিকল্পনা আছে তাহাতে সাগর, কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানার কোন্ কোন্ বাঁধ ও লাটদারগণের কোন্ কোন্ বাঁধ মেরামত করা হইবে?

Minister-in-charge of Irrigation and Waterways Department (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

১৯৫৪-৫৫ সালে সাগর, কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানায় নিম্নলিখিত বাঁধগুলি মেরামত করা হইয়াছে:—

সাগর থানা

(১) কচুবাড়িয়া ও মুড়িগঙ্গা;
(২) নরহরিপুর, কৃষ্ণনগর; ও
(৩) কাশিমারার চর।

কাকদ্বীপ থানা

(১) মন্মথপুর;
(২) মৃণালনগর; ও
(৩) গোপালনগর।

মথুরাপুর থানা

(১) দক্ষিণ জয়কৃষ্ণপুর;
(২) পূর্ব শ্রীধরপুর;
(৩) উত্তর গোপালপুর;
(৪) রাধাকৃষ্ণনগর;
(৫) কৃষ্ণপুর;
(৬) দক্ষিণ গোপালপুর;
(৭) মাধবনগর;
(৮) রামগঙ্গা;
(৯) দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর;
(১০) গোবিন্দপুর;
(১১) উত্তর ও দক্ষিণ সুরেন্দ্রগঞ্জ; ও
(১২) শ্রীধরনগর।

Filling up of permanent posts of Overseer-Estimators under Irrigation Department

42. Sj. Tarapada Dey: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that advertisement inviting applications from both the temporary hands in Subordinate Engineering Service as well as outsiders was published in *The Weekly West Bengal* on the 19th August, 1954, for filling up 90 permanent vacancies in the said cadre; and

(*ii*) that claims of those temporary incumbents whose process for confirmation was already complete as per usual procedure obtaining in the departments concerned prior to the Government order amalgamating the cadres of Overseers and Estimators were not taken into account?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons for not taking into account the claims of those incumbents?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) (*i*) Yes.

(*ii*) and (*b*) Government have since decided that selection of candidates for appointments to the existing permanent vacancies in posts of Overseer-Estimators under the Irrigation and Waterways Department should be made only from persons who are employed as temporary Overseer-Estimators under that Department and that the suitability of the temporary Overseer-Estimators for appointment to the permanent posts should be considered on the basis of their merit.

Sluice gate in Uttarbhag-Dabu Khal, 24-Parganas

43. Sj. Lalit Kumar Sinha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত উত্তরভাগ-ডাবু খালের স্লুইস গেট প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইয়াছে;

(খ) এ-গেটগুলি এক্সপার্ট দিয়া পরীক্ষা করানর পর কন্ট্রাক্টরের বিল মিটানো হইয়াছে কিনা;

(গ) এ-গেটগুলির মধ্যে কয়টি কার্যকরী আছে;

(ঘ) উত্তরভাগ-ডাবু খাল খননের জন্য কত জমি একোয়ার করা হইয়াছে;

(ঙ) এ-জমির বদলে চাষীদের জমি দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(চ) না থাকিলে, ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন;

(ছ) ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমির মূল্য নগদ টাকায় দেওয়া হইবে কিনা; হইলে, বিঘাপ্রতি কত টাকা দেওয়া হইবে; এবং

(জ) ক্ষতিপূরণ বাবদ জমি অথবা টাকা কত দিনে জমির মালিককে দেওয়া হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১,৩৮,৫০২, টাকা খরচ হইয়াছে। বাকী কাজের বিল এখনও মিটানো হয় নাই।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) সব কয়টিই কার্যকরী আছে।

(ঘ) প্রায় ৬৪০·৬৪ একর বা ১,৯২২ বিঘা।

(ঙ) না।

(চ) ও (ছ) চব্বিশ পরগণা জেলা-শাসক কর্তৃক জমি বাবদ ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় দেওয়া হইবে এবং ক্ষতিপূরণের হার জমির প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঐরূপ জমির বর্তমান দর অনুসারে বিচার করা হইবে।

(জ) যত শীঘ্র সম্ভব হয়।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Revision of pay scales and other facilities of Health Assistants

*98. **Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) whether West Bengal Government Health Assistants appointed during and from 1943 are still treated as temporary hands;

(*b*) whether along with the revision of pay scales of other Government employees of this State the pay scale of those Health Assistants was revised;

(*c*) whether there is any housing facility for these Health Assistants; and

(*d*) what steps, if any, are proposed to be taken by the Government to redress the grievances of the Health Assistants?

The Minister of State for Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji): (*a*) Yes.

(*b*) The pay scale of the Health Assistants appointed for general anti-epidemic work has been revised. The Health Assistants appointed in health centres however draw fixed rate of pay and fixation of a pay scale for those Health Assistants is under consideration.

(*c*) There is no housing facility for the Health Assistants appointed for general anti-epidemic work. The Health Assistants posted in health centres are provided with free quarters.

(*d*) No specific grievance has so far been put up before Government.

Dr. Narayan Chandra Ray: Am I to understand from answer (*b*) that there are two categories of Health Assistants—one for epidemic and the other for Health Centres?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The terms of appointment are different. One set is appointed for epidemic work and the other is appointed for fixed work.

Dr. Narayan Chandra Ray: Those who were appointed in 1943 are they in one category or they are divided?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: They are mixed up. There is no water-tight compartment. They can elect to serve in either of the categories.

Dr. Ranendra Nath Sen: How long the Health Assistants will be kept on a temporary basis?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The question of their permanency is under the active consideration of Government and very soon the decision will be arrived at.

The Kanchrapara T.B. Hospital

*99. **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) how many beds there are in the Kanchrapara Government T.B. Hospital;

(b) how many of these beds are free;

(c) what is the procedure of getting admission to Government free beds at the Kanchrapara T.B. Hospital;

(d) whose recommendation is necessary for getting admission to Government free beds;

(e) if it is a fact that recommendation of among others a "Congress Leader" is necessary for getting admission;

(f) if so, what is meant by the term "Congress Leader";

(g) whether there is any board for selecting patients to be admitted to Government free beds; and

(h) if so, who are the members of this board?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (a) 600.

(b) 488.

(c) Applications are to be submitted in the prescribed form along with recent X-ray photograph of the lungs which are considered by the Selection Committee and on the priority given by it, the patients are admitted when their turn comes.

(d) Nobody's recommendation.

(e) No.

(f) Does not arise.

(g) Yes.

(h) (1) Principal, Medical College, Calcutta—*Chairman*.

(2) Deputy Director of Health Services (Medical Relief);

(3) Deputy Director of Health Services (Public Health); and

(4) Dr. A. C. Ukil—*Members*.

(5) Superintendent, Kanchrapara T.B. Hospital—*Secretary*.

Dr. Narayan Chandra Ray: With reference to answer (c) is there any directive as to the category of priority?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: No directive is given. They are all eminent medical men and they have been given full discretion as to the selection of patients fit for admission. All cases that need hospitalisation are considered by them and according to serial order names are sent to the Superintendent who sends the patients intimation as soon as vacancies occur.

Dr. Narayan Chandra Ray: Is there any directive that infective cases who live among others may be given priority?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I do not think any T.B. patient indicating positive bacilli in the sputum can be distinguished from others, whether they are fit cases for isolation and treatment. These cases are given due consideration.

Dr. Narayan Chandra Ray: Have you ever seen the application form?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Yes, I have seen.

Dr. Narayan Chandra Ray: But in answer (e) you have said "No".

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Yes, I have seen the form. There is no question of recommendation by any leader of a particular community.

Sj. Jyoti Basu: Is there a line in the form in which it is said that a residential certificate has to be given by the local M.L.A. or a Congress leader?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Yes, it is there.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি বলেছেন—

"the patients are admitted when their turn comes."

এই যে টার্ন আসে এটা কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর টার্ন এসেছে তা জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তা বলতে পারি না।

Sj. Jyoti Basu: Who is considered a Congress leader?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: A Congress leader is a Congress leader who is reckoned by the local people as such and gives his seal of recommendation to the application form.

Sj. Jyoti Basu: Has a T.B. patient to take the opinion of several thousands of people to find out who is a Congress leader?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: There are so many persons who have been authorised to recommend about the bona fide character of the patient and the Congress leader is one of them. The patient can go to an M.L.A. or any other person mentioned in the application form.

Sj. Jyoti Basu: My question is whether a list has been made out by the Government as to who is a Congress leader whose certificate will suffice?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: There is no such list prepared by Government. It is for the people to select whose recommendation they will take.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Has it been determined by a resolution of the Congress?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: It has not been determined by any resolution but if I may say so it is the people who elects a leader.

Sj. Jyoti Basu: Is any four-anna member of the Congress a Congress leader?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I think that question does not arise out of this.

Mr. Speaker: Yes, it does not arise.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker you may realise the difficulty of a T.B. patient who has to get a certificate about his residence from a Congress leader.

Mr. Speaker: That is the reason why I have allowed 30 supplementaries.

Sj. Jyoti Basu: Who is to judge who is a Congress leader? Will any Congressman's certificate suffice?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I have mentioned the position of a Congress leader explicitly enough and I do not think I can add any further information for the knowledge of the House.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Why only Congressmen are included?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Because this organisation is broadbased all over the country and people can get its assistance readily from a leader belonging to the Congress group.

Sj. Jyoti Basu: Is it a fact that this broadbased organisation and its representatives got only 39 per cent. of the votes in West Bengal?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: You may judge that for yourself.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: Who is to judge who is a Congress leader?

Mr. Speaker: That has been answered many times.

Scheme for giving medical aids to T.B. patients

***100. Dr. Narayan Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state whether Government have under consideration any new scheme for giving medical aids to T.B. patients in the State?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of including in the said scheme the system of free distribution of antibiotics to the T.B. patients during the period when their applications for medical aids remain under consideration by Government?

(*c*) If the answer to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of giving priority to patients who have been declared positive?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) Yes.

(*b*) Antibiotics are already supplied to the indigent T.B. patients free of charge. It is not possible to extend the concession to all T.B. patients.

(*c*) Does not arise.

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray: My question, (*b*) was—"is the system of free distribution of anti-bioties to the T. B. patients during the period when their applications for medical aids remain under consideration". My question was not for all T. B. patients.

যারা এ্যাপ্লিকেশন করেছে এখনো বেড পায় নি, হয়ত ছয় মাস পরে বেড পাবে, এই ইণ্টারমিডিয়েট পিরিয়ডে তাদের কোন বেড দিতে রাজী আছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তারা যদি এ্যাপ্লিকেশন ক'রেও বেড না পায়, তাহ'লে যতদিন না সেই বেড পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যে ডাক্তার দেখছেন—চেষ্ট ক্লিনিক ডাক্তারের প্রেসক্রপশন সহ যারা দরখাস্ত করেছিলেন তাদের এ্যান্টিবাইওটিক ঔষধ লিবার্যালি দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত আটশো জন লোককে এই এ্যান্টিবাইওটিকস ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কোন্ ফাণ্ড থেকে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have collected a fund which is with the Director of Health Services, and another fund is with me; whenever application comes the money is paid.

Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital), Calcutta

***101. Sj. Biren Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) the present market value of the buildings (block by block) as stood on 31st March, 1954, that constituted the Presidency General Group of Hospitals;

(*b*) the estimated cost of equipping the newly-constructed block;

(*c*) the names of parties who gave donations towards the construction and maintenance of the group of hospitals together with the amounts noted against each donor (both individuals as well as companies, if there be any);

(*d*) the total area of the land covered by this group of hospitals;

(*e*) the area of land covered by Medical College Group of Hospitals;

(*f*) list of donors of land and/or money towards the construction of the Calcutta Medical College Group of Hospitals; and

(*g*) total market value of structures of the Calcutta Medical College Group of Hospitals?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*), (*c*) and (*f*) Statements are laid on the Table.

(*b*) Rs.8,63,000.

(*d*) 99B. 7K. 1Ch. 79 s.ft.

(*e*) 47B. 5K. 0Ch. 30 s.ft.

(*g*) Rs.39,79,857.

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 101

(*i*) The present market value of the existing buildings (block by block) as stood on 31st March, 1954, that constituted the Presidency General Group of Hospitals—

(*a*) Presidency General Hospital (Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital)—Value of structures Rs.29,58,011.

(*b*) Subordinate Medical Officers' quarters at 242, Lower Circular Road—Value of structures Rs.2,08,383.

(*c*) Surgeon Superintendent's quarters at 243, Lower Circular Road—Value of structures Rs.1,01,992.

(*d*) Medical Officers' quarters at 245, Lower Circular Road—Value of structures Rs.1,64,322.

(*ii*) Value of the new buildings under construction in Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital)—

Blocks.	Value.
(*a*) Heart block (*b*) Outpatients block (*c*) Mortuary (*d*) Laundry (*e*) Eye and E.N.T. (*f*) Infectious ward (*g*) Pump house (*h*) Outdoor and Heart (extension portion). (*i*) Obstetrics and Gynæcology Ward (extension portion). (*j*) New servants' quarters and cookshed for menials. (*k*) Pathological laboratories (*l*) Operation theatre (*m*) R.C. water reservoir	Total value of the buildings under construction as booked up to 31st March, 1954, is Rs.29,34,000 including electrical works. The total cost has been booked to the main scheme and not to block by block. It is therefore not possible to allocate the value block by block at this stage.

Statement referred to in reply to clauses (c) and (f) of starred question No. 101

LIST (I)—SETH SUKHLALL KARNANI MEMORIAL HOSPITAL

		Rs.
(1)	Lord Cable Bequest Trust Fund	5,59,742
(2)	Pilgrim Memorial Fund—Organised by the Bengal Chamber of Commerce	61,776

LIST (II)—MEDICAL COLLEGE, CALCUTTA

List of donors of land

Land for construction of Calcutta Medical College Group of Hospitals.	Late Mutty Lal Seal.
Eye Hospitals	Late Shyam Charan Law made a munificent gift for the construction of the Eye Hospital.
Ezra Hospital	Through the munificence of Mrs. E. D. J. Ezra, Ezra Hospital was built.

List of cash donors	Amount.		
	Rs.	a.	p.
Old Fever Hospital subscription	58,366	10	8
New Fever Hospital subscription	39,800	0	0
Balance of Lottery Committee Fund presented by the Government	57,771	13	11
Donation from Raja Pertab Chunder Singh (Burdwan) ..	50,000	0	0
Interest realised on the old and new Fever Hospital funds ..	25,462	12	0
Discount gained on the purchase of Company's paper ..	158	11	11
Premium gained on the sale of Company's paper as per statement of Government Agent	2,015	2	0
By sale of old materials	3,197	0	0
W. N. Hedger, Esq.	2,000	0	0
Amount of Police "Fines" presented by G. S. Fagan, Esq. ..	2,250	0	0
Owen John Elias, Esq.	6,600	0	0
J. P. Wise, Esq.	300	0	0
G. S. Fagan, Esq., Magistrate of Calcutta	600	0	0
J. B. Roberts, Esq.	600	0	0
H. H. The Maharajah of Ulwar	1,000	0	0
H. H. Prince Gholam Mohammed	53,000	0	0
H. H. The Maharajah of Durbhanga—Through H. R. H. The Prince of Wales	90,000	0	0
Mrs. D. King	15,300	0	0
H. E. The Countess of Minto	20,000	0	0
Executors of the late Nistarini Dassi	36,000	0	0
Buldeodas Birla, Esq.	50,000	0	0
Indian Football Association	20,000	0	0
Executor of the Estate of Narendra Kumar Ghosh ..	5,000	0	0
Mr. Satya Charan Nandy	4,893	0	6
Mr. Balai Chand Ghosh Mr. Nanda Lal Ghosh Mr. Nirmal Chunder Ghosh }	3,005	0	0
Allotment out of H. E. H. The Nizam of Hyderabad and Berar's donation	2,000	0	0
Messrs. M. A. H. Ispahani and M. M. Ispahani ..	5,000	0	0
Mr. Bhupati Nath Deb	99,179	4	0
Kumar Kamala Ranjan Roy of Kassimbazar ..	50,000	0	0
Rai Moongtulal Thaparia Bahadur	20,000	0	0
Sir Hari Sanker Paul and Mr. Hari Mohan Paul ..	20,000	0	0
Calcutta Corporation	20,000	0	0
Mr. Jwala Prosad Bhartia	15,000	0	0
Mr. Surajmall Nagarmall	5,000	0	0
The Hon'ble Sir B. P. Singh Roy	4,000	0	0
Mr. D. D. Audicarie	2,000	0	0
Mr. D. D. Audicarie	1,500	0	0
Messrs. Mackinnon Mackenzie & Co.	1,500	0	0
Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co.	1,500	0	0
Messrs. Bird & Co.	1,500	0	0
Messrs. Jardine Skinner & Co.	1,500	0	0
Messrs. James Finlay & Co., Ltd.	1,500	0	0
Messrs. Duncan Bros. & Co., Ltd. . .	1,500	0	0
Messrs. Thomas Duff & Co., Ltd.	1,500	0	0
Colonel W. M. Craddock	1,000	0	0
Hon'ble Mr. S. D. Gladstone and Mrs. Gladstone ..	1,000	0	0
Hon'ble Sir E. C. Benthall	1,000	0	0
Mr. Amulya Charan Banerji	1,000	0	0

List of cash donors	Amount.		
	Rs.	a.	p.
Dr. B. C. Law	1,000	0	0
Sir Badridas Goenka	1,000	0	0
Mr. B. M. Birla	1,000	0	0
Dr. Sir Upendra Nath Brahmachari	1,000	0	0
Mr. Lakshman Proshad Poddar .. .., ..	1,000	0	0
Anonymous	1,000	0	0
Rai Hazarimull Doodwalla Bahadur	1,000	0	0
Messrs. Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. ..	1,000	0	0
Lady D. P. Sarvadhikary	1,000	0	0
Mrs. S. P. Sarbadhikary	1,000	0	0
Professor P. C. Sarbadhikary	1,000	0	0
Mr. P. N. Tagore	1,000	0	0
Messrs. J. Thomas & Co.	750	0	0
Messrs. Place, Siddons & Gough	750	0	0
Honorary Secretary, The Calcutta Parsi Amateur Dramatic Club	501	0	0
Mr. Badridas Tulsham	500	0	0
Mr. Chandi Churn Law	500	0	0
Mr. Baijnath Bajoria	500	0	0
Mr. G. G. Cooper	500	0	0
Mr. J. Reid Kay	500	0	0
Messrs. Imperial Chemical Industries (India) Ltd. ..	500	0	0
Messrs. Imperial Tobacco Co. of India Ltd.	500	0	0
Major-General D. P. Goil	500	0	0
H. K. M.	500	0	0

Sj. Biren Roy: Arising out of the answers given will the Hon'ble Minister-in-charge be pleased to state whether the new constructions are from the money donated by Seth Sukhlall Karnani?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Part of the money has been utilised; the rest has been contributed by the Government.

Sj. Biren Roy: What part? How much?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: The new building has cost us Rs. 45 lakhs 89 thousand and we have got donation of Rs. 17 lakhs.

Sj. Biren Roy: What is the cost of 12 bighas of land in the area in which the building stands?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: I am not a valuer myself and I have supplied whatever information the questioner wanted. If he wants to know the valuation I have to refer to the valuer for information.

Sj. Biren Roy: Will the Hon'ble Minister-in-charge be pleased to state if taking into consideration the fact that the value of land in that area is Rs. 6,000 per cotta the total area on which the building stands will cost rupees——

Mr. Speaker: That is a matter of calculation and you are basing your question on a hypothesis.

Sj. Biren Roy: Would the Hon'ble Minister consider whether part of the hospital which is now being built as the Karnani Hospital should be retained as the Presidency General Hospital?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Government has decided otherwise.

Sj. Biren Roy: Government have decided to re-name the hospital. But was there any contract?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If Sj. Biren Roy gives me Rs. 17 lakhs we shall name any hospital after him.

Drive against adulteration of foodstuffs in the State

***102. Sj. Ambica Chakrabarty:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া বাজারে বিক্রী হইতেছে, তাহা কি সরকার অবগত আছেন;

(খ) অবগত থাকিলে, তাহা দূরীকরণের কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে;

(গ) ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার অভিযোগে কোন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে কিনা;

(ঘ) অভিযুক্ত করা হইয়া থাকিলে, তাহার সংখ্যা কত; এবং

(ঙ) ঐ সময়ের মধ্যে কি কি খাদ্যদ্রব্য ভেজাল মিশানো অবস্থায় ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার পরিমাণ কত?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

(ক) ও (গ) হ্যাঁ।

(খ) স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আইনানুযায়ী এই ভার ন্যস্ত থাকায় সরকার যথারীতি নির্দেশদান ও সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন।

উপরন্তু লোকসভায় সম্প্রতি যে খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে অপরাধীর অধিকতর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) ৬,৭৪৬।

(ঙ) বিবরণী উপস্থাপিত হইল।

Statement referred to in reply to clause (ঙ) of starred question No. 102

		মণ।	সের।	ছটাক।
(১)	দুধ	৩১৬	১০	০
(২)	দই	০	২০	০
(৩)	ছানা	২২	০	০
(৪)	ঘি	২৯৫	২	১ এবং ৩ টিন
(৫)	মাখন	৭	৮	৬ এবং ২ টিন
(৬)	সরিষার তৈল ..	৯২১	৭	৩ এবং ৮১ টিন
(৭)	ময়দা	০	২	৮ এবং ৩ ব্যাগ
(৮)	আটা	৭	১৫	০ এবং ৫ ব্যাগ
(৯)	চা	২,০১৩	৭	৮ এবং ৬,৮২১ ব্যাগ ১,০৪১ বাক্স।
(১০)	চিনি	১	০	০
(১১)	অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ..	২২,০৩০	১৬	০

Sj. Ambica Chakrabarty:

স্বায়ত্তশাসন বিভাগের নির্দেশদান এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করা ছাড়াও গভর্নমেন্টের নিজস্ব কোনরকম পরিকল্পনা আছে কি না এইসমস্ত ভেজাল দূর করবার জন্য?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Food Adulteration Act and Calcutta Municipal Act-

এর অধীনে এই কাজগুলি পরিচালিত হয়। গভর্নমেন্ট থেকে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার দ্বারা যাতে ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান সাফল্যমণ্ডিতভাবে চালান হয়। তার ফলে কিছু সময় ধরে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালান কিছু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই ধৃত ৬,৭৪৬ জনের মধ্যে কতজন সাজা পেয়েছে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

৪,২৫৭ জনের সাজা হয়েছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই যে ৩,৮২১ ব্যাগ ও ১,০৪১টি বাক্স চা ধরা হয়েছে, এগুলো কোন্ কোম্পানীর?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

নোটিশ না দিলে তা বলতে পারব না।

Dr. Atindra Nath Bose:

এই যে সব ভেজাল ধরা পড়ে যাদের সাজা হয়, তাদের নাম কি সরকারের প্রকাশিত পত্রিকায় ছাপান হয়?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আর একবার এখানে বলেছিলাম, এখানে যে আইন আছে, তাতে এই নাম প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নাই। তবে সম্প্রতি লোকসভায় আইন পাশ হয়েছে, তাতে এই নাম প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে এবং যারা অপরাধী তাদের কস্ট-এ নাম যাতে প্রকাশিত হয়, তার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বিচার ক'রে নির্দেশ দিতে পারবেন।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি এই
under the Prevention of Adulteration Act
অনুযায়ী এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Just in operation.

Sj. Rakhahari Chatterjee: It was passed five months ago.

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

তার কতকগুলি সাবসিডিয়ারি রুলস তৈরী হতে দেরী হচ্ছে।

Sj. Subodh Banerjee:

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, কেন্দ্রীয় সরকারের ভেজাল খাদ্য ধরবার যে আইন আছে তাতে একটা ধারায় আছে যে অন্যায়ভাবে কোন ভেজাল ধরবার পর যাকে ধরা হয়, তখন যে অফিসার তাকে ধরেছিলেন তাকে সাজা পেতে হবে এবং এইজন্য করপোরেশন ফুড ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেকটর যাঁরা ভেজাল ধরেন, তাঁরা সতোন মুখার্জির সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সে খবর আমার জানা নাই।

Sj. Subodh Banerjee:

আপনার ডিপার্টমেন্টও কি আপনাকে সেটা জানায় নাই?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

না, তেমন কোন খবর নাই।

Sj. Biren Banerjee:

যে চা আজকে ভেজাল ব'লে প্রমাণিত হ'ল, সেটা কেস হবার পরে কি হবে?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

এটা সাধারণ বুদ্ধিতেই জানা যায় ম্যাজিস্ট্রেট সেটা কনফিসকেট করবার অর্ডার দেন, তবে এই কেসে কি হয়েছে আমি জানি না।

Sj. Biren Banerjee:

এই ভেজাল চা বহুল পরিমাণে বাজারে বিক্রী হয়?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

আমার তা মনে হয় না। নোটিশ দিলে তথ্য নিয়ে জানাবো।

Drive against adulteration of foodstuffs in Calcutta and Howrah

***103. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) how many persons, if any, have been arrested in the recent drive against adulterated foodstuffs in Calcutta and Howrah;

(*b*) amount of adulterated foodstuffs unearthed in the course of this drive;

(*c*) how many of the arrested persons are whole-sellers and how many are retailers;

(*d*) how many of the arrested persons have been subsequently punished and what is the nature of punishment;

(*e*) whether Government received from the public allegations of police partiality towards wholesale merchants in this drive;

(*f*) if so, what action, if any, has been taken by the Government on these allegations;

(*g*) whether Government consider the desirability of bringing in legislations for checking such crimes; and

(*h*) if so, when?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) None in Howrah; and in Calcutta 416 persons up to 31st December, 1954.

(*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) Whole-sellers—158.
Retailers—258.

(*d*) 44 persons convicted so far—sentenced to fines ranging from Rs.35 to Rs.1,000.

(*e*) No.

(*f*) Does not arise.

(*g*) and (*h*) There is already State legislation. Central Government have since passed an Act which will come in force in different States very soon.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 103

QUANTITY OF ADULTERATED FOODSTUFFS UNEARTHED IN THE COURSE OF THE DRIVE UP TO 31ST DECEMBER, 1954, IN CALCUTTA AND HOWRAH

(1) Sabudana	About 20,000 mds.
(2) Black pepper	About 989 mds.
(3) Tea	About 113 mds. 14srs., 259 chests and 2,652 bags.
(4) Mustard oil	About 1,460 mds. 23 srs.
(5) Mustard seeds	390 mds.
(6) Ghee	162 mds. 2¼ srs.
(7) Butter	7 mds. 19 srs. 6 ch.
Butter (Maxam Brand)	50 boxes containing about 2,400 lb.
(8) Milk	145 mds.
(9) Milk powder	100 kilos and 21½ srs.
(10) Vegetable oil products	(*i*) Shivaji Brand 8 mds.
	(*ii*) Baby Brand 3 mds. 30 srs.
	(*iii*) Pratap Brand 2 mds. 20 seers.
	(*iv*) No Brand 7 mds. 23 srs.
(11) Cocoanut oil	327 mds. 6 srs. and 6 drums.
(12) Haldi powder	654 mds.
(13) Jeera	2 mds.
(14) Glucose D	42 lb.
(15) Allenbury's Rusk Biscuits	513 lb.
(16) Catechu	445 mds.
(17) Bengal Sati Food	7 boxes.
(18) Curd	9 srs.
(19) Chhana	17 mds.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখানে নাম্বার অব পার্সনস ৪১৬ যেটা দিয়েছেন, তাতে এ্যাম আই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে বাকী যা এর আগের প্রশ্নে যেখানে ৬,৭৪৬ জন শাস্তি পাওয়ার কথা বলেছেন, তা rest of it is in all areas of West Bengal?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: Possibly so.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে (ডি) উত্তরে বলেছেন ৪৪ পার্সনস কনভিকটেড সো ফার, এর মধ্যে হোলসেলার কত জন এবং রিটেলারই বা কত জন?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

সেটা বলতে পারবো না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এ ব্যাপারে কোন পার্শিয়ালিটি দেখান হয়েছে কি এই হোলসেলারদের প্রতি?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji:

গভর্নমেন্ট কোন পার্শিয়ালিটি করে ব'লে আমার মনে হয় না।

Drive against spurious drugs in Calcutta and Howrah

***104. Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) how many persons, if any, have been arrested in the recent drive against spurious drugs in Calcutta and Howrah;

(*b*) amount of spurious drugs unearthed in the course of this drive;

(*c*) how many of the arrested persons are wholesalers and how many are retailers;

(*d*) how many of the arrested persons have been subsequently punished and what is the nature of punishment;

(*e*) whether Government received from the public allegations of police partiality towards wholesale merchants in the drive;

(*f*) if so, what action, if any, has been taken by the Government on this allegation;

(*g*) whether Government consider the desirability of bringing in legislations for checking such crimes; and

(*h*) if so, when?

The Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji: (*a*) From 1st January, 1954 to 31st January, 1955, 35 persons in Calcutta but none in Howrah.

(*b*) (1) Dr. Majumder's Anti-Bactrine—449 phials.
(2) Redistilled water (Pyrogen free)—about 11,800 ampoules.
(3) Normal Saline—about 1,000 ampoules.
(4) Grimault's Syrup—24 phials.
(5) Anacin tablets—about 80.
(6) Cibazol tablets—about 1,700.
(7) Sulphadiazine tablets—650.
(8) Neva Quin tablets—750.
(9) M.B.693 tablets—50.
(10) Emetine Hydrochloride—75 ampoules.
(11) Penicillin of 2 lakhs strength—23 vials.
(12) Qumaresh—about 100 phials.
(13) Caffeina P.B. of Bengal Chemical—2 bottles.
(14) Chloromycetin—1 phial (12 capsules and 12 loose capsules).
(15) Mecolin—4 dozen phials.
(16) Aminozyne—3 dozen phials.

(*c*) Fourteen were wholesalers and the rest retailers.

(*d*) One person has been convicted and sentenced to six months' rigorous imprisonment.

(*e*) No.

(*f*) Does not arise.

(*g*) and (*h*) Matter concerns the Central Government who have taken necessary legislative measures in this regard.

Permanent improvement of Sunderban areas

***105. Sj. Lalit Kumar Sinha:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact that the Planning Commission has informed the West Bengal Government that it is agreeable to recommend for a loan of Rs.1 crore for the implementation of schemes for the permanent improvement of the Sunderban areas?

(*b*) Whether West Bengal Government has prepared any scheme for the purpose?

(*c*) What is that scheme and when it is going to be implemented?

(*d*) What is the amount of money going to be spent, item by item?

(*e*) Whether the question of the abolition of the Latdari system in Sunderbans has been included in the scheme?

(*f*) If not, the reason thereof?

The Deputy Minister-in-charge of Development Department (Sj. Tarun Kanti Ghosh): (*a*) and (*b*) Yes.

(*c*) and (*d*) A statement is laid on the Library Table.

(*e*) No.

(*f*) Because already provided in the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে যে প্রাইমারী এডুকেশন এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনের উন্নয়ন করবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে—কিভাবে উন্নয়ন করা হবে তারজন্য যে স্কীম সে বাবদ টাকা——

Mr. Speaker:

কোথায় আছে?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আছে স্যার, লাইব্রেরী টেবিলে।

Mr. Speaker:

লাইব্রেরী টেবিলের স্টেটমেন্টের উপরে আবার প্রশ্ন! গভর্নমেন্ট থেকে এখানে যে স্টেটমেন্ট দেন তার উপর প্রশ্ন করুন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি দয়া ক'রে শুনুন তাহ'লে দেখবেন এখানে এ প্রশ্ন ওঠে কি না; আপনি যদি চান আমি পড়ে শোনাতে পারি।

Mr. Speaker:

আচ্ছা, আপনার বক্তব্য বলুন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনের এই টাকা থেকে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে, এই প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনের উন্নয়ন করবার প্ল্যানটা কিভাবে হবে?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী এডুকেশন প্ল্যান সারা দেশে যেরকম হচ্ছে সেইরকমভাবেই হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন এই প্রশ্নের বিষয়ে যে, ইরিগেশনে ব্যয় করা হবে; আমার প্রশ্ন ছিল সুন্দরবন ডেভেলপমেন্টের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা কিরকমভাবে ব্যয় হবে? উনি এক কথায় উত্তর দিয়েছেন, "ইরিগেশন"; এই ইরিগেশন কোথায়, কিভাবে করবেন তার কোন প্ল্যান করেছেন কি?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

ডিটেল্‌স যদি জানতে চান, নোটিশ দিলে জানিয়ে দিতে পারি।

Construction of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing the local bustee-dwellers affected by fire in 1953

***106. Sj. Ambica Chakrabarty:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that last year a fire broke out at 13, Bowel Mallik Lane Bustee, Tollygunge, resulting in a destruction of nearly 300 huts of the bustee; and

(*ii*) that the Government promised to the bustee-dwellers to erect a pucca structure there?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether, according to the assurance given by the Government, the construction work of a pucca structure has been started there;

(*ii*) if so, when it is going to be finished; and

(*iii*) if not, the reasons as to why the construction work has not yet been started?

Sj. Tarun Kanti Ghosh: (*a*)(*i*) Yes. The bustee is located in the Bowali Mondal Road and not in Bowel Mallik Lane.

(*ii*) No assurance was given. It was, however, decided by Government to construct six blocks of multi-storeyed buildings containing 192 flats on the area devastated by fire for housing the poorer section of the people and also the bustee-dwellers whose houses were gutted by fire.

(*b*)(*i*) Yes, as per decision referred to in (*a*)(*ii*).

(*ii*) By March, 1956.

(*iii*) Does not arise.

Sj. Ambica Chakrabarty:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, ১৯২টা ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কতগুলি ঘর আগুনে নষ্ট হয়েছে এবং কয়টা পরিবারের?

Mr. Speaker:

কতগুলি ঘর এইটা কি আপনার প্রশ্ন?

Sj. Ambica Chakrabarty:

শুধু ঘর নয়, কতটি পরিবারের; এখানে দিয়েছে ১৯২টা ফ্ল্যাট।

Mr. Speaker:

উনি ত উত্তর দিয়েইছেন ১৯২টা ফ্ল্যাট! আপনার প্রশ্ন কি?

Sj. Ambica Chakrabarty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বস্তীতে যেসমস্ত পরিবারের ঘর ধ্বংস হয়েছে, তার সব গরীব পরিবারের কি ব্যবস্থা হয়েছে?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

আমি ত বলেইছি—পুওরার সেকশন অব পিপল।

Sj. Ambica Chakrabarty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কতটা পরিবারের ঘর ধ্বংস হয়েছিল?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

আমার তা জানা নাই, নোটিশ দেবেন।

Sj. Ambica Chakrabarty:

উনি বলেছেন, আড়াই শো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে ফ্ল্যাট করেছেন মাত্র ১৯২।

Mr. Speaker:

এখানে পরিবারের কথা কোথায় আছে?

Sj. Ambica Chakrabarty:

আছে, স্যার। আপনি ১৯২টা পরিবারের বেশী ত আর ঐ ফ্ল্যাটে জায়গা দিতে পারবেন না, আপনি যদিও পুওরার সেকশনের কথা বলেছেন।

Mr. Speaker:

আপনি কি অতসব ডিটেলস বলছেন, আর ফ্যাকটস নিয়ে না ব'লে কোয়েশ্চেন করুন।

Sj. Tarun Kanti Ghosh: The answer to the second question is, 250 families.

Sj. Biren Banerjee:

আপনি এই কোয়েশ্চেনের জবাব দিয়েছেন, জবাবে বলেছেন—
300 huts of the bustees were destroyed.

Mr. Speaker: We are now in 106 and not 107. You are putting questions on 107.

Sj. Biren Banerjee:

উনি বলেছেন ৩০০ হাটস পুড়ে গেছে আর ১৯২টা ফ্ল্যাট তৈরী করেছেন, তাতে সমস্তের এ্যাকোমোডেশন হবে কি ক'রে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

উত্তরটা খুব সহজ। যেটুকু জায়গা আমরা পেয়েছি তাতে ১৯২টার বেশী ফ্ল্যাট হয় না। কিন্তু আপাতত আমরা তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করছি, আরো জায়গা দিন আমরা আরো বাড়াব। (কিন্তু আপাততঃ যে জায়গা আছে, তাতে এর বেশী হয় না।)

Sj. Subodh Banerjee:

মাথার উপর উঠে না কি?—ইনটেনসিভ বিল্ডিং?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মাথার উপর উঠতে টাকার অংকও মাথায় উঠবে, সে টাকা দিন, তাহ'লে মাথার উপর উঠবে। তেতালার উপর যদি বিল্ডিং করা যায় তাহ'লে খরচও বেশী হবে।

Construction of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing local bustee-dwellers affected by fire in 1953

***107. Sj. Ambica Chakrabarty:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that in 1953, Bowel Mallik Lane Bustee of Tollygunge, Calcutta, was destroyed by fire; and

(*ii*) that Government sanctioned eight lakhs of rupees for construction of the destroyed bustee?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether reconstruction of the said bustee has been started;

(*ii*) if not, the reason thereof;

(*iii*) whether Government are aware that 250 families of the destroyed bustee are in great distress for want of shelter; and

(*iv*) if so, what immediate action Government propose to take for their relief?

Sj. Tarun Kanti Ghosh: (*a*)(*i*) Yes. The bustee was located in the Bowali Mondal Road and not in Bowel Mallik Lane.

(*ii*) Government sanctioned 9·54 lakhs of rupees for construction of a multi-storeyed building of six blocks containing 192 flats on the area devastated by fire for housing the poorer section of the people and also the bustee-dwellers whose houses were gutted by fire.

(*b*)(*i*) Yes. A multi-storeyed building as stated in (*a*)(*ii*) is being constructed.

(*ii*) Does not arise.

(*iii*) Yes.

(*iv*) New tents and blankets were supplied for the relief of the distressed persons.

Sj. Ambica Chakrabarty:

আপনি যে বলেছেন, ২৫০টা পরিবারের বাসস্থান আগুনে নষ্ট হয়েছে আর জায়গা করেছেন ১৯২টার, বাদবাকী পরিবারের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা করবেন?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই, আপাততঃ টেন্ট এবং ব্ল্যাঙ্কেট সাপ্লাই করা হয়েছে প্রত্যেকটা পরিবারকে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

কতদিন আগে টেন্ট এবং ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হয়েছে?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

যখন হয়েছিল তখনই সাপ্লাই করা হয়েছিল।

Sj. Ambica Chakrabarty:

সেই টেন্ট এবং ব্ল্যাঙ্কেট নষ্ট হয়ে গেছে জানেন কি?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

এরকম কোন খবর আমার কাছে আসে নাই।

Sj. Ambica Chakrabarty:

অনেকে যে দরখাস্ত করেছেন জানেন কি?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এর একটু আগেই প্রধান মন্ত্রীমহাশয় বলে গেলেন জায়গা পাওয়া যায় নি ব'লে——

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেটা একটা কারণ, টাকাও একটা কারণ।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এ কথা কি সত্য, এখানে আপনারা যে জায়গাতে যে ঘর করেছেন তা ছাড়া আরো ঘর করা যেতে পারে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

উপমন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ১৯২টা ফ্ল্যাটস হচ্ছে—

"for housing the poorer section of the people and also the bustee-dwellers whose houses were gutted by fire,"

এতে বলেন নি—

some of the bustee-dwellers.

যা আনসার আছে তার মানে হচ্ছে যতগুলি বস্তি ডোয়েলার্স তাদের সকলকেই এ্যাকোমোডেট করবেন সুতরাং আনসার একটু বদলে দেওয়া উচিত ছিল।

Mr. Speaker:

এটা সাপ্লিমেন্টারী নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে, এই বাড়ীটা ক'তলা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তিনতলা বাড়ী।

Sj. Ambica Chakrabarty:

যাদের বাড়ী পুড়ে গিয়েছে তাদের সকলের জন্যই কি এ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করা হবে?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

আমি ত বলেছি ১৯২টা ফ্ল্যাটস আছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

উনি বলেছেন, এ্যাসিওরেন্স দেওয়া হয় নি। এখানে ১৯২টি ফ্ল্যাট আছে। এর মধ্যে পুওরার সেকশনকেও এ্যাকোমোডেশন দেওয়া হবে, কিন্তু যাদের বাড়ী পুড়ে গিয়েছে তাদের এ্যাকোমোডেশন দেওয়া হবে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই ১৯২টি ফ্ল্যাটস ছাড়াও বাদবাকী যে পরিবার থাকবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

জিনিষটা হচ্ছে এই যে, গরীব লোকদের জন্য বাড়ী করার লো কস্ট হাউসিংয়ের একটা প্রোগ্রাম আছে। আমাদের এ বৎসরে এর বেশী টাকা ছিল না—৯½ লক্ষ টাকা, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কিছু টাকা রেখেছি। ইতিমধ্যে দেখা গেল রেলওয়ে জমি এখন দিতে পারছে না, বলছে দেবে। যদি দেয় এবং আমাদের টাকা যদি থাকে তাহ'লে যাদের বাড়ী পুড়েছে শুধু তারা নয়, তাদের আশেপাশে গরীব যারা থাকবে, তাদেরও দেওয়া হবে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

১৯২টি ফ্ল্যাট যা তৈরী করেছেন তাতে সর্বপ্রথমে যাদের বাড়ী পুড়ে গিয়েছে তাদের নেওয়া হবে কি না সেই এ্যাসিওরেন্সটুকু দেওয়া যায় কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাদের প্রথমে অফার করা হবে। তারা যদি না নেয় তাহ'লে অন্য লোককে দেওয়া হবে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

কত ভাড়ায় দেওয়া হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেটা এখনও ক্যালকুলেট করা হয় নি। ৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

আপনার মনে আছে কি না, ওদের সঙ্গে যখন বারবার দেখা করা হয় তখন তাদের বলা হয়েছিল যে নূতন পাকা বাড়ী তোলা হচ্ছে। সেখানে যে ঘরবাড়ী হবে তাতে তারাই অগ্রাধিকার পাবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি ত উত্তর দিয়েছি। তাদেরই প্রথমে দেওয়া হবে। তারা যদি না নেয় বা ভাড়া দিতে না পারে তবে অন্য লোককে দেওয়া হবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যখন ফ্ল্যাটগুলির ভাড়া ঠিক করা হবে, তখন গরীব লোকেরা যাতে নিতে পারে সেইরকম ভাড়া ঠিক করা হবে কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সে ত নিশ্চয়ই।

Prospecting of minerals within Shampur police-station, Howrah

***108. Sj. Sasabindu Bera:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের ভূনিম্নে খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কোন্ কোন্ গ্রামে কি কি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,

(২) সঠিকভাবে তথ্য অনুসন্ধানের কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে,

(৩) খনিজ পদার্থের উত্তোলনের কার্য কতদিনে আরম্ভ করা হইবে, এবং

(৪) গ্রামবাসীদের অপসারণ ও পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা করা হইবে?

The Deputy Minister-in-charge of Commerce and Industries Department (Sj. Sowrindra Mohan Misra):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Sasabindu Bera:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, সরকার কর্তৃক কোন কাগজে এই সংবাদ প্রচার হয়েছিল কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise; that is not a supplementary.

Sj. Sasabindu Bera:

শ্যামপুর থানায় এইজন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছিল?

Mr. Speaker:

সে ত হয় নি বলেছেন।

West Bengal Financial Corporation

***109. Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that a State Industrial Finance Corporation has been set up in West Bengal; and

(*ii*) that the Corporation has started functioning?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to lay on the Table of this House a statement containing the report of the working of the Corporation since its inception with particular reference to the following information, namely:—

(*i*) rules and regulations framed by the Corporation with regard to the granting of loans to industrial units;

(*ii*) total amount of loan given up to date by the Corporation;

(*iii*) amount of loan recovered up to date;

(*iv*) names of the industries and number of industrial units that have been granted loans;

(*v*) amount of loan granted to each industry;

(*vi*) authorised capital of each industry who have received loans; and

(*vii*) profit and loss account of the Corporation.

The Chief Minister and Minister-in-charge of Commerce and Industries Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*)(*i*) Yes.

(*ii*) Yes, with effect from 1st March, 1954.

(*b*)(*i*) A copy of the regulations framed by the West Bengal Financial Corporation and duly approved by Government is laid on the Library Table.

(*ii*) Total amount sanctioned but not yet disbursed—Rs.10,25,000.

(*iii*) Does not arise.

(*iv*) Engineering (2 units), Rubber goods manufacturing industry (1 unit), Glass manufacturing industry (1 unit).

(*v*) Engineering—Rs.75,000; Rubber goods manufacturing industry—Rs.1,50,000; Glass manufacturng industry—Rs.8,00,000.

(*vi*) The information cannot be furnished according to established banking practice and convention.

(*vii*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (vii) of starred question No. 109

WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION

Profit and Loss Account as on 31st January, 1955

	Rs.	a.	p.		Rs.	a.	p.
(1) Establishment ..	59,488	3	0	Interest on—			
(2) Directors' fee and expenses [not paid (approximate figure)].	2,625	0	0	(1) S. T. deposit (received)	87,223	0	2
(3) Auditors' fees ..	..			(2) Treasury bills ..	71,039	1	0
(4) Rent, taxes, insurance, light, etc.	11,282	2	0	(3) Accrued on S. T. deposit.	22,783	8	6
(5) Law charges ..	1,769	13	0	(4) Accrued on treasury bills.	6,475	7	0
(6) Postage, telegraph and telephone charges.	943	10	9				
(7) Stationery, printing, etc.	663	6	3				
(8) Medical expenses ..	8	0	0				
(9) Depreciation and repairs to Corporation's property.	..						
(10) Interest paid ..	..						
(11) Contribution to Staff and Superannuation Funds.	..						
(12) Miscellaneous expenses	969	3	6				
(13) Provision for taxation	..						
(14) Newspaper and advertisement.	473	9	0				
Net profit C/D ..	1,09,298	0	8				
	1,87,521	0	8		1,87,521	0	8

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আপনি এখানে ৪নং প্রশ্নের জবাবে বলেছেন,

"Engineering (2 units), Rubber goods manufacturing industry (1 unit), Glass manufacturing industry (1 unit)."

আপনি দয়া ক'রে বলবেন কি, এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

নোটিশ চাই, বলতে পারি না। তা ছাড়া,

according to the banking practice those who are applicants for loan

তাদের নাম বাইরে প্রকাশ করা হয় না।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে ৬নং সম্পর্কে নয়, ৪নং সম্পর্কে। আমি যেটা বলেছি names of the industries and number of industrial units that have been granted loans,

এখানে অনুগ্রহ ক'রে বলেছেন

"engineering (2 units), rubber goods manufacturing industry (1 unit), and glass manufacturing industry (1 unit),"

এই যেসমস্ত ফার্ম এইগুলির নাম আমি চাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

নাম আমরা দিতে পারি না।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আপনি জানেন কি যে, সোদপুর গ্লাস ফ্যাক্টরি এই ইউনিটের মধ্যে পড়ে, গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যারা লোন পেয়েছে তাদের মধ্যে পড়ে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন নামের কথা আমি জানি না। সে বিষয়ে ডিসকাস করতেও আমি প্রস্তুত নই।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

এখানে যাদের টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা আদায় সম্পূর্ণ করা হয় নি, এইরকম একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি জাপানের কি কোন ফার্মের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is not yet disbursed.

Sj. Jyoti Basu: Is it a fact that the members of the Assembly are not entitled to know the names of those companies to which money will be given—money sanctioned by the Assembly?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Exactly, no.

Sj. Jyoti Basu: Is it known to the Chief Minister that in Parliament the exact opposite thing has happened and the names of all the companies who applied for loans and who have got loans have been supplied to the members there?

Mr. Speaker: That was in connection with the report of the Investigation Commission in connection with the Industrial Finance Corporation.

Sj. Jyoti Basu: In any case they knew the names; they were supplied with the names of companies to which money had been given because a part of the money had been sanctioned by the Assembly.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, no banking concern anywhere in the world would give the names of those firms who have applied for loan unless it is a question of investigation into a particular banking concern which is a different matter altogether.

Sj. Jyoti Basu: But in view of the fact that the Assembly is not a bank or a banking concern whether we are entitled to know the names of the companies for which money has been sanctioned.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Assembly is not a bank but the West Bengal Finance Corporation works under banking rules.

Sj. Subodh Banerjee: With respect to answer given in (vi),
এখানে কোয়েশ্চেনটা ছিল
authorised capital in each industry.
অনুমোদিত মূলধন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় না, ব্যাঙ্কিংয়ের নাম না বলতে পারেন, ক্যাপিটাল দেবার কি অসুবিধা আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot say anything more than what I have said.

Sj. Jyoti Basu: This is a very serious question of privilege. The Minister may not reply to the question because I do not know how the banking rules come in here in operation, but our point is that certain monies have been sanctioned for this Finance Corporation by the Assembly and under it in the budget discussions we are surely entitled to know the companies to which monies have been sanctioned by this Corporation. As such it is our privilege to know the names of the companies to which monies have been sanctioned and no rules of any banks can prevent this and I think that our privilege cannot be taken away by any rules of any bank or Banking Corporation.

Mr. Speaker: What is the exact point of privilege?

Sj. Jyoti Basu: This is the privilege, that we have sanctioned money for a particular concern. The Government according to that has set up that Corporation. Moneys have been sanctioned by that Corporation to certain concerns. As such it is our privilege to know the names of the companies which have had the privilege of getting that loan from the Government.

[4—4-10 p.m.]

This is a very serious question of privilege, and I would request you very seriously to consider and give us your opinion whether we are entitled to know it, for I am sure that in Parliament such information is not kept back from the members.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I shall read out the Parliamentary Privileges at page 26. It is written there: "Any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of the House in the discharge of his duty or which has a tendency directly or indirectly to produce such results may be treated as a contempt."

Mr. Speaker: That does not arise.

Point of Privilege

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই সম্পর্কে আরেকটা কথা পয়েন্ট অব প্রিভিলেজে বলতে চাই। কোন কোম্পানীর যখন প্রসপেকটাস বের হয়, তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয় তখন তারা অথরাইজড ক্যাপিটাল অব সাচ ইন্ডাস্ট্রিও দিয়ে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে সেটাই হচ্ছে আইন। এখন সেইরকম কোম্পানী যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স করপোরেশনের কাছে লোন পাবে তখন তাদের নাম এবং তাদের অথরাইজড ক্যাপিটাল কত এটা কেন এ্যাসেম্বলিতে প্রকাশ করা হবে না? যদি তা না করা হয় তাহলে এ্যাসেম্বলির প্রিভিলেজ হরণ করা হয়। তাই আমার অনুরোধ এটা এখন এখানে প্রকাশ করা হোক।

Mr. Speaker: It is the same point as that of Sj. Jyoti Basu.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি বলছি অথরাইজড ক্যাপিটাল সম্বন্ধেঃ

Mr. Speaker: Sj. Jyoti Basu also said about the name and capital. I shall consider that.

GOVERNMENT BILLS.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to introduce the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, I will, if I may, shortly indicate what our proposal contained in the Bill is. If you kindly turn to section 2, sub-section (*d*) of the Act you will notice that there are five purposes which are mentioned there as "public purpose". Sub-section (*d*) defines "public purpose". One of such purposes is the settlement of immigrants who migrated to West Bengal on account of circumstances beyond their control. Section 8 of the Act deals with assessment and payment of compensation. You will notice that in the proviso compensation is to be paid according to the market rate as under section 23 of the Land Acquisition Act. There is also a provision that "if such market value exceeds by any amount the market value of the land on the 31st day of December, 1946, on the assumption that the land had been at that date in the state in which it in fact was on the date of publication of the said notification, the amount of such excess shall not be taken into consideration." That is to say, upon an acquisition of land for the pubilc purposes mentioned in sub-clause (*d*) of clause 2, the compensation which will be payable is to be assessed in accordance with the value of the land as on the 31st December, 1946, which is less than the value calculated on the basis of the provision of the Land Acquisition Act.

Sir, this provision was held to be *ultra vires* by the High Court, and the decision of the High Court was upheld by the Supreme Court. If we have to pay compensation at a rate other than the rate prevailing on the 31st December, 1946, it will involve us in payment of more than Rs. 5 crores in excess. The State Government approached the Central Government, and the Central Government agreed to include this Act—which was passed in 1948—in the 9th Schedule to the Constitution so as to give protection to this condition. The Centre agreed to this course on condition that the compensation to be assessed in the manner indicated in section 3 is limited to only acquisition for settlement of immigrants who migrated to the State of West Bengal on account of circumstances beyond their control. We agreed to do that, and the Central Government also suggested that this provision should be made retrospective. We promulgated an Ordinance on the 8th April and the Centre was pleased to include this Act in the 9th Schedule of the Constitution.

The other amendments are minor or formal amendments. I shall tell you what the other amendments are. In section 4(*2*) towards the end the following words are sought to be deleted namely, "or other chief revenue officer of the district". Sir, these words occur in the concluding portion of the proviso: "Provided that the person so authorised, shall, at the time of such entry pay or tender payment for all necessary damage to be done

as aforesaid, and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the decision of a Collector"—I want to stop there, because the Collector should decide and not "other Chief Revenue Officer of the district". These words are sought to be deleted, because it is proper that such a decision should be made by the Collector. The proviso concludes by saying that such decisions shall be final. Then we seek to provide that any objection to the acquisition should be made within thirty days. The other proposal is, as you are aware, that in the case of acquisition under this Act a scheme has to be prepared, and the preparation of the scheme is a condition precedent to further steps being taken for the purpose of acquisition. There is a standard scheme for the distribution of land among the refugees upon land being acquired. So in those cases it is not necessary to prepare a scheme beforehand. The process is commenced by the issue of a notification. If objections are raised, these objections are heard and considered. After the objections are decided, steps are taken for acquiring the land and distributing the same among the refugees. In section 6 a specific provision is being made that in acquiring the underground mines and minerals may be excluded. We really want the surface land, not any underground right. In acquiring land we may by declaration exclude mines and minerals from acquisition. Then the first portion of section 9 is to be omitted. That portion says "Notwithstanding anything elsewhere contained in this Act or in any rule or order made thereunder, the State Government may, if it so considers expedient, retain, let on hire, lease, sell, exchange or otherwise dispose of any land acquired in pursuance of this Act". The State Government does not intend to utilise any land for some of these purposes, for hire, for exchange, etc. Therefore, we have omitted this portion of section 9.

These are broadly the amendments that have been proposed in this Bill.

Mr. Speaker: With regard to circulation motions I may tell something to the members of this House. I find that these circulation motions are sometimes tabled as a dilatory measure; the purpose of those motions is not simply to oppose the Bill, because there is a substantive motion for consideration, and any member who wants to oppose the Bill can speak on that motion, any member who wants to support the Bill can also speak on that motion, any member who partially supports or partially opposes the Bill can also speak on the consideration motion. But I find that circulation motions are always tabled as a matter of dilatory tactics. Therefore, I think that so many circulation motions are not necessary to be tabled.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, here there are only two circulation motions.

[4-10 4-20 p.m.]

Mr. Speaker: If you support the Bill there is no scope for your moving any circulation motion. You can kill the Bill by opposing the motion of the Hon'ble Minister that the Bill be taken into consideration. Whatever you have got to say you may speak without tabling any circulation motion.

Sj. Sudhir Chandra Rai Chaudhuri: Sir, the other day because I had no circulation motion I was not allowed to speak first. I was allowed when all those who tabled circulation motions spoke. So unless a member moves a circulation motion he does not get the first chance to speak.

Sj. Haripada Chatterjee: Sir, if I oppose the consideration motion then I will have first preference.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I think the circulation motion is not always tabled or moved with a view to make some delay in the introduction and in

the passing of the Act. I think the intention of the member to circulate a Bill is that he is more concerned with the object of getting the opinion of the public on the Bill——

Mr. Speaker: I fully realise your point. You need not make a long speech for that. I have seen that members who have tabled circulation motions support the Bill in their speeches. This is against the fundamental principle of circulation motion. If you table a circulation motion you cannot support the Bill. This is a contradiction which often happens in this House. I want to prevent that contradictory attitude.

Sj. Subodh Banerjee: But the motive of the member in moving a circulation motion may not always be the delaying tactics.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th of November, 1955.

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, এই

West Bengal Land Development and Planning

সংশোধনী বিল এসেছে; আপাতদৃষ্টিতে একে নির্দোষ ব'লে মনে হ'লেও আমরা ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, এর মধ্যে সত্যি সত্যি জনসাধারণের ক্ষমতা অপহরণ করবার একটা অপচেষ্টা রয়েছে। এর উদ্দেশ্যের ফিরিস্তিতে অনেক কিছু আছে। তার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে যে, এ বিলের বলে জমি দখলের বেলায় ক্ষতিপূরণের একটা হার বাদ দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে আসল কথা হচ্ছে যে, সে বাদের বোঝা গরীবকেই বহন করতে হবে। তারপরে সেখানে অত্যন্ত একটা মামুলী কথা আছে—এ বিলের প্রয়োগকালে ভারত সরকারের অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় অর্থাৎ ভারত সরকারের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি তার অধিকার যেন বেদখল না হয়ে যায়। এর পূর্বে যে মূল এ্যাক্ট ছিল, তার মধ্যে আছে সহর নির্মাণ, মডেল টাউন, রুরাল ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। সেখানে বাস্তুহারাদের জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। মূল আইনের ২নং ধারার (ডি) উপধারাতে এরকম যেখানে কতকগুলি ক্ষমতা আছে সেখানে "পাবলিক পারপাস" বলে যা ইনক্লুডেড ছিল তার মধ্যে ছিল একটি বাস্তুহারাদের ব্যবস্থা, সহর, মডেল ভিলেজ নির্মাণ আর একটা আরবান এলাকায় বেটারমেন্ট অব লাইফ। এখন সরকার যে বিলটা এনেছেন তাতে বলা হয়েছে ভারত সরকারের অনুরূপ অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তারজন্য

"but does not include a purpose of the union"

—এই কথাগুলি অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেওয়া হোক। কাজেই এটা মামুলী ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নেই। এর পরে আছে এই বিলেতে যাদের জমি দখল করা হবে তাদের একটা অধিকার দেওয়া হবে; সে অধিকার হচ্ছে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার। আমরা পুরাণ এ্যাক্টের ৪নং সেকশন যদি খুলি তাতে দেখব সেখানে কমপেনসেশনের ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি আসে তাহ'লে সেটা উত্থাপন করা যেত এবং তার ডেফিনিশনও পরিষ্কার ছিল। এখানে বলা হয়েছে, যদি আপত্তি কারও থাকে সেখানে কালেকটরের কাছে তা বলতে পারবেন। যাঁরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জমি দখল করবেন তাঁরা সেটা দখলের পূর্বে নোটিফাই করবেন। এবং তখন সেখানে যাবেন এবং তার অধিকার কি কি তা শুনবেন। তারপরে প্রয়োজনবোধে তিনি মূল আইনের ৪ ধারা বলে সেখানে নালি কাটতে পারেন, স্ট্যান্ডিং ক্রপস নষ্ট করতে পারেন, ওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে পারেন এবং নানারকম ক্ষমতা আরও তাঁর আছে। এইসমস্ত ব্যাপারে তিনি যদি কোথাও যান, শুধু "নোটিফায়েড এরিয়া"র যোগ্যতা নির্ধারণ করতে এইসব ধ্বংসের কাজ তিনি করতে পারবেন। এই বিলে অধিকার দেওয়া হচ্ছে যার জমি দখল করা হবে তিনি কালেকটরের কাছে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু কালেকটর ওপ্‌ন হিয়ারিং নেবেন না, তিনিই বলবেন এটা ন্যায্য বা অন্যায্য হয়েছে। যদি সেখানে থাকত ওপ্‌ন কোর্টে বিচার হবে, যদি থাকত হাইয়ার কোর্টে প্রয়োজনবোধে তিনি যেতে পারবেন তাহ'লে বুঝতাম। জমি নেওয়া যা হবে সেটার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা দরকার, সেই জমি কাজে লাগান দরকার। পূর্ব বিলে ছিল

কমপেনসেশনের ব্যাপারে কালেকটরস ডিসিশন ফাইনাল হবে। এখানে দেখছি তাঁর ডিসিশন ফাইনাল হবে।

আর একটা কথা বাস্তুহারাদের অধিকার সম্বন্ধে অরিজিনাল বিলেতে পরিষ্কার রয়েছে। সেকশন ২, ক্লজ (ডি)(আই)-এ আছে যে বাস্তুহারাদের স্বীকার করা হচ্ছে, তাদের জন্য যদি জমি দখল করতে হয় সেটা "পাবলিক পারপাস" ডেফিনিশনে পড়বে। এটা নতুন কথা নয়। এখানে দেখছি বাস্তুহারাদের জন্য জায়গা দখল ক'রে সেই জায়গা নিয়ে টালবাহানা করা যাবে, কিন্তু কোন স্কীম ডিক্লেয়ার করা আবশ্যক হবে না। কারণ কি? একটা স্কীম যদি সরকার ঘোষণা করেন সেটা যদি বদলাতে না পারেন, পরে সংকট হতে পারে। তা সত্য হ'লে সেখানে আমাদের আপত্তি না থাকতে পারে। কিন্তু বস্তুত সমস্যাটি আদৌ তেমন ধারার নয়। দেখা যাচ্ছে, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন ডেফিনিশন না দিয়ে জায়গা আটকে রাখা। যদি জমি জরুরী কাজে লাগান ইচ্ছা হত তাহ'লে হত। সেকশন (৭) অব দি অরিজিনাল এ্যাকটের বলে সেখানে এমন অধিকার দেওয়া আছে যার ফলে জরুরী অবস্থা বিবেচনায় ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল না ক'রেও জমি দখল করতে পারা যায় এবং সেকশন (৭)-এ আছে, যখন খুসী ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট না ক'রেও অধিকৃত নামে জমি ছেড়ে দিতে পারা যায়, বিক্রী ক'রে দিতেও বাধা নেই। স্কীম দাখিল না ক'রে যত ডিক্লেয়ারড এরিয়া বলে জমি আটকে রাখা যাবে তাতে সত্যিসত্যিই লোকের তত অধিকার খর্ব করা হবে। তাই এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হ'ল, বাস্তুহারার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রতিটি নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণার সংগে এক একটি বিশেষ সরকারী স্কীম যুক্ত ক'রে দিতে হবে।

[4-20—4-30 p.m.]

তা ছাড়া, এই বিলের রচনার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, বহুরকম গলদ রয়েছে, তার মধ্যে আমি একটা মেনশন করবো।' যদি সত্যসত্যই এই বিল আনতে হয় এই হাউসের মধ্যে তাহ'লে অন্তত এইটুকু দেখা দরকার যে, এই যে "প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট" ও "প্রভিন্স" নামক অকেজো শব্দগুলো আছে সেগুলো পরিবর্তন ক'রে দিলে কোন কনট্রোভার্সির যখন অবকাশ নেই, তখন সময়োপযোগী সংশোধন যেন করা হয়। তাড়াহুড়া ক'রে মামুলী সংশোধন বিল আনা হচ্ছে, তারজন্য সময় ও অর্থ নষ্ট হচ্ছে, সেটা যেন বন্ধ হয়। অরিজিনাল বিলের সেকশন এই যে দু'টা কথা রয়েছে—প্রভিন্স এবং প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট—এই দু'টা কথা বিলের সেকশন থেকে উঠিয়ে দিলে ভাল কাজই করা হবে, এবং এতে কেউ আপত্তি করবে না। কারণ, বর্তমান অবস্থায় এ শব্দগুলি অবান্তর, এর কোন অর্থ নাই। অথচ অরিজিনাল বিলটা যখন এ্যামেন্ড করা হচ্ছে তখন যেটা অবসোলিট সেটাকে বাদ দিয়ে করা হ'ল না। এর মানে হচ্ছে, তারা ক্ষমতা অপহরণ করতে এত ব্যস্ত। সুতরাং তাঁদের এইসমস্ত ত্রুটি দূর করার দিকে খেয়াল থাকে না, এইরকম একটা অবসোলিট ব্যাপার, অন্যায় জিনিষ তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা মুখে বলছেন এক আর কাজের বেলায় করছেন অন্যরকম। সেইজন্য আমার শেষ অনুরোধ এই যে, বিলটিকে জনমত সংগ্রহের জন্য সার্কুলেশনে দেওয়া হোক। এবং জনমতের আলোকে নূতন ক'রে যুক্তিপূর্ণভাবে আবার রচনা করা হোক।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, এই বিলে যে সাবট্যানসিয়াল পরিবর্তন আনছেন সেটা অত্যন্ত গুরুতর, অন্যগুলি টেকনিকাল, মামুলী ব্যাপার। আসল যে জিনিষ সেটা মন্ত্রীমহাশয় প্রথম এই বিল উত্থাপনের সময় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—"এখন চাষীদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন পাবলিক পারপাসের যে জমি নেওয়া হবে তার জন্য পূর্বে ১৮৯৪ সালের ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাকটে যে বন্দোবস্ত ছিল অর্থাৎ মার্কেট ভ্যালু যা তার উপর ১৫ পারসেন্ট ক'রে তারা মূল্য পাবে। কিন্তু এখন যেটা ক'রে দিচ্ছেন তাতে তারা ঐ ১৫ পারসেন্ট পাচ্ছে না। তা ছাড়া, তিনি বক্তৃতায় বলেছেন ১৯৪৬ সালে জমির যে মার্কেট ভ্যালু ছিল সেই অনুসারে তারা মূল্য পাবে, এই জিনিষটা খুব গুরুতর হয়েছে। কারণ ডি.ভি.সি.র জন্য এবং অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য সাধারণ চাষীর বহু পরিমাণ জমি নেওয়া হচ্ছে। কোন ইন্টারমিডিয়ারি বা জমিদারের জমি নেওয়া হ'লে অবশ্য এ প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু আজ প্রশ্ন উঠছে এইজন্যই যে, সাধারণ কৃষক যাদের মাত্র

দু'-এক বিঘা ক'রে জমি আছে, সেটা সরকার নিচ্ছেন। ধরুন, যেহেতু একজন কৃষক মার্কেট ভ্যালু ধরে স্বেচ্ছায় তাঁর জমি বিক্রয় করেছে, সেখানে যা মার্কেট ভ্যালু পেলো সেটা সে নিতে পারে। কিন্তু এখানে জোর ক'রে তাদের জমি নেওয়া হচ্ছে, সুতরাং ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট, বহু পুরাণ এ্যাক্ট, তাতে ১৫ পার্সেন্ট বেশী মূল্য দেওয়া প্রয়োজন মনে ক'রেছিলেন এবং তা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এখানে সেই জিনিষটা চলে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, ১৯৪৬ সালে জমির যে মূল্য ছিল সেটা দেওয়া হবে। অথচ এ'রা বলে থাকেন নানারকম বিভিন্ন ডেভ্লপ্মেন্ট স্কীমে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমির মূল্য বাড়ছে। এবং এমন হতে পারে যে, ১৯৪৬ সালের পরে যারা জমি কিনেছে বেশী দাম দিয়ে, সেই জমি এখন গভর্নমেন্টকে নিতে গেলে তাকে কম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে; এটা অত্যন্ত অন্যায়। এবং এর অর্থ কি তা আমরা বুঝি না। সেইজন্য এই যে তাঁরা নূতন এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন, এটা অত্যন্ত অন্যায়, অযৌক্তিক ব'লে আমরা মনে করি। এই যে সাবস্ট্যানটিভ পরিবর্তন এসেছে, এতে কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। মন্ত্রীমহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে গেলে, তিনি বলেন, "আপনারা ত বলেন, জমির মালিককে কমপেনসেশন দেবার বিরুদ্ধে উইথ ভেনজিয়েন্স"। কিন্তু আমি বলতে চাই, যেখানে আদৌ কমপেনসেশন না দেবার কথা সেখানে তাঁরা অকুণ্ঠিতভাবে কমপেনসেশন দিচ্ছেন এবং যেখানে গরীব সাধারণ চাষীর প্রশ্ন, যেখানে আসলে কমপেনসেশন দেওয়া উচিত, সেখানে তাঁরা দিতে চাচ্ছেন না। তারপর বলতে হয়, এইসমস্ত সাধারণ চাষীর স্থায়ী রুজি-রোজগারে পথের জন্য শুধু মূল্য দিলেই, সেখানে তাদের উচিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। অনেক জায়গায় দেখা যায়, চাষীরা চাচ্ছে তাদের জমির বদলে জমি। কিন্তু অনেক জায়গায় জমি নেওয়া হয়েছে অনেক কম মূল্যে এবং সেটা ফেরৎ দিতে হ'লে যা বর্তমান মূল্য তার চেয়ে অনেক কম দিয়ে যদি সেই জমি দিতে চান তাহ'লে অন্যায় করা হবে। সেইজন্য এটা বিবেচনা করা দরকার। বিশেষ ক'রে যখন সাধারণ কৃষকের বহু পরিমাণ জমি সরকারের নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নেওয়া হচ্ছে; সেক্ষেত্রে এইরকম ধরণের একটা বিল আনা অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে।

Sj. Biren Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, বিনয়বাবু যে কথা বললেন সেটা যেন তিনি মেনে নেন।

The motion of Sj. Jyotish Joarder that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Satyendra Kumar Basu that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 4, for the proposed section (4A) the following be substituted, namely:—

"4A. Person or persons interested in land within a notified area may either individually or collectively within sixty days from the date of issue of the notification specifying the area to be notified area object to the acquisition of the land in which the person or persons are interested."

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 4A(*1*), line 3 for the words "thirty days", the words "sixty days" be substituted.

Sir, I further beg to move that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), in line 1, after the word "objection", the words "either individually or collectively" be inserted.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), line 3, after the word "objector" the words "or, his agent duly authorised" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), lines 3 to 8, for the words beginning with "and shall" and ending with "on the objections" the words 'in open court and shall pass an order on the application of objection" be substituted.

Sir, I further beg to move that in clause 4, after the proposed section 4A(*2*), the following sub-section be added, namely:—

"(*3*) The objector may appeal to the District Judge against the order of the Collector within 30 days of passing the said order".

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 4, to the proposed new section 4A, the following proviso be added, namely:—

"Provided that, before submitting his report, the Collector shall duly consider the injury that the acquisition in question may cause to the objector or to the local public and also whether public purpose will be served if some other suitable land is acquired".

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, আমার যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আছে, তার মধ্যে প্রথম সংশোধনী প্রস্তার হচ্ছে এই যে, যখন কোন জায়গায় নোটিফাই করা হ'ল যে, "এই জায়গাটা নেওয়া হবে", তখন সেখানে আমি দেখেছি যে সময়ের যে অসুবিধা থাকে, সেই অসুবিধাটা যাঁরা জমির প্লটের মালিক তাঁদেরই ভোগ করতে হয়। কলকাতায় গেজেটে বেরুলো, তারপর সেটা গ্রামের চাষীদের পক্ষে জানতে বেশ কিছু দেরী হয়। আমরা দেখেছি, Collector's office or Subdivisional Officer's office notification-টা দিয়ে দেওয়া হ'ল; তারপর যখন সেটা গ্রামে গেল তখন দেখা গেল, দু'তিন দিন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তারপর এর জন্য যখন অবজেকশন দিতে যাওয়া হয় তখন দেখা যায়, একটা গ্রামের ১০টা কি ১২টা প্লট এ্যাকোয়ার করা হবে ব'লে ঠিক হয়ে যায় এবং দেখা যায় সেখানে ১০ জনের মধ্যে দুইজন মাত্র সচেতন আর বাকী ৫ জন সচেতন নন এবং বাকী হয়ত ৩ জন অফিসারের সঙ্গে একটা রফা ক'রে নিয়েছেন। এইরকম যখন অবস্থা তখন সেখানে ঠিক অবজেকশন দেওয়া হয় না এবং সকলেই বলেন, সময় জানেন না ব'লে খুব মুস্কিল হয়। সুতরাং এখানে আমার বক্তব্য, এই জন্য উপযুক্ত সময়, দেওয়া উচিত; অর্থাৎ ৩০ দিনের বদলে ৬০ দিন সময় দেওয়া হোক—এইটা হ'ল আমার এক নম্বর এ্যামেন্ডমেন্ট। আর দুই নম্বর হচ্ছে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে না ক'রে কালেকটিভলি একসঙ্গে যাতে অবজেকশন দিতে পারে

কালেকটরের কাছে তাহ'লে তাদের পক্ষে ভাল হয়। আমি মনে করি, এটা সবাই বুঝতে পারবেন। এ ছাড়া, অন্য দিক দিয়ে আরও অসুবিধা আছে। যেগুলির সম্বন্ধে আমি এ্যামেন্ডমেন্ট দিতে পারি নি, কারণ মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে শুনেছি সেটা লাগে না। তারপর কোর্ট ফীজ স্ট্যাম্প দাবী করা হয় এবং সেখানে যে অবজেকশন থাকে সেটা সব সময় করা যায় না। সেইজন্য এই কোর্ট ফীজ স্ট্যাম্প ব্যাপারে আমি একটা সংশোধনী এনেছি যে, এখানে একটা সময় দেওয়া হোক যাতে তারা অবজেকশন দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, তারা যাতে ইন্ডিভিজুয়ালী অর কালেকটিভলি অবজেকশন দিতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। এটা যদি করা হয় তাহ'লে তাদের ব্যক্তিগত অবজেকশন কালেকটরের কাছে সময়মত রাখতে পারে এবং সকল দিক দিয়ে কাজ যুক্তিযুক্ত হয়। এইজন্যই আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধনী আনবার উদ্দেশ্য।

[4-30—4-40p.m.]

Sj. Jyotish Joarder:

স্পীকারমহাশয়, আলোচ্য ৪নং ক্লজের যে উপ-ধারাগুলো তার মধ্যে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট ৬নং, ৭নং এবং ৮নং। আমার মনে হয় যে, এ্যামেন্ডমেন্টগুলো পড়লে এর তাৎপর্য বুঝা যায় এবং এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার প্রয়োজন হয় না। ২নং উপ-ধারাতে আছে যে, যখন কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবজেকশন তুলবেন সে সম্বন্ধে লিখিত দরখাস্ত তাঁকে দাখিল করতে হবে। উক্ত ধারার ৩য় লাইনে "অবজেকটর" শব্দটির পর আমি যুক্ত করে দিচ্ছি—"অর হিজ এজেন্ট ডিউলি অথরাইজড"।

কাজেই এইটুকু যে আমি এ্যাড ক'রে দিচ্ছি, এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। তারপরে আছে যে, যদি অবজেকশন করেন তাহ'লে কালেকটরের কাছে শুনানী হবে এবং এই শুনানীর পরেতে আমি বলছি যে প্রাইভেট হিয়ারিং,—প্র্যাকটিক্যালি এটা কোন কোর্টের কথা নয়,—আমি এখানে বলছি যে ওপ্ন কোর্টে সেটা হউক। আমি সেই জায়গাতে এ্যাড ক'রে দিচ্ছি—যেখানে আছে যে, কালেকটর

"will give the objector an opportunity of being heard"

সেখানে আমি বলছি, এই "হার্ড" শব্দটির পর থেকে

"in open court and shall pass an order on the application of objection,"

এই কথাগুলো যুক্ত ক'রে দেওয়া হোক। অর্থাৎ একটা ওপ্ন কোর্টে হিয়ারিং নিয়ে কালেকটর সেখানে সত্য নির্ধারণ ক'রে তাঁর অর্ডার দিন—এই আমার বক্তব্য।

তারপরে ৩নং অণুচ্ছেদ হিসাবে আমি একটি সাব-ক্লজ এ্যাড ক'রে দিচ্ছি; এবং ২নং উপ-ধারায় ৩য় লাইনে এই যে একটা পোরশন আছে, সেখানে "এ্যান্ড শ্যাল" দিয়ে শুরু ক'রে ৮ম লাইনে "অবজেকশনস" দিয়ে শেষ হয়েছে এবং মোদ্দা কথাটা আছে যে, কালেকটর প্রয়োজন বোধ করলে এনকোয়ারী করবেন না এবং তার ফলাফল যা তিনি মনে করেন সেটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে সাবমিট করবেন। এই কথা সবটাই আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ ক'রে তিনি যদি সেখানে ওপ্ন কোর্টে বিচার করেন তাহ'লে তার রুলস এবং অর্ডারগুলি সেখানে প্রাইভেটলি সাবমিট করতে হবে না। প্রাইভেট হিয়ারিংয়ের প্রাইভেট রুল আর গভর্নমেন্টের কাছে দিতে হবে না। তারপরে সাব-সেকশন ৩ এ্যাড ক'রে দিচ্ছি, সেটার অর্থ হ'ল—

"The objector may appeal to the District Judge against the order of the Collector within 30 days of passing the said order."

অর্থাৎ যদি ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার সম্বন্ধে তাদের কোন আপত্তি থাকে তাহ'লে এই অধিকার তাদের দেওয়া হোক। কারণ তাদের জায়গাটা যখন বেদখল ক'রে নেওয়া হবে বা পাবলিক পারপাসে নেওয়া হবে তখন ন্যায্য কোর্টে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হোক এবং আপীল করবার সুযোগ দেওয়া হোক। এই হচ্ছে আমার ৩টি ক্লজের উদ্দেশ্য। কাজেই এখানে মাননীয় বিল-উত্থাপক আপত্তির সুযোগটি, সেটি যখন উত্থাপন করেছেন তখন আমার মনে হয়, এখানে

আমার এ্যামেন্ডমেন্টের সঙ্গে তার মৌলিক কোন বিরোধ নাই; এবং সেইহেতুই এইভাবে এটা গ্রেটফুলি গ্রহণ করতে পারবেন আমি আশা করি।

Sj. Tarapada Bondopadhyay: My objection is very simple and it has been brought in to clarify the proposed clause 4A. Of course it is well and good that provision has been made for the person whose property is acquired or whose land is acquired to raise objections before a Collector. This is the new section 4A. "Any person interested in any land within a notified area may, within thirty days from the date of issue of the notification specifying the area to be a notified area, object to the acquisition of the land in which he is interested." This is well and good. Because, Sir, it is a compulsory sale or compulsory acquisition. Therefore provision must be made for allowing the person whose property is taken or acquired to represent his case or his grievances properly. Sub-clause 2 of this proposed section 4A says that the Magistrate should take into consideration all the objections and shall finally report the matter with his recommendations on the objections. But, Sir, it has been our experience that in cases like this the objections raised by the person whose property is going to be acquired are rather unceremoniously and summarily rejected or disposed of. There is no criterion which should guide the deliberations of the Collector who is to hear these objections. Therefore I am here for giving some criterion which should guide the mind of the Collector in the matter of disposal of those objections. How is he to guide himself when he would consider these objections? Now, Sir, as I have already submitted this is a compulsory acquisition and therefore the process of this acquisition and the acquisition itself should be made as humane as possible. Therefore, I have stated that among other things, while disposing of these objections, the Collector should guide himself by the following principle, namely, that before submitting his report the Collector shall duly consider the injury that the acquisition in question may cause to the objector or to the local public and also whether public purpose will be served if some other suitable land is acquired. I should like to lay stress on the fact that in all cases the petition of a particular person should be allowed when it is seen that the acquisition of that land of the particular person will entail a heavy loss or injury upon him or cut him to the quick so to say, and that there is some alternative land which may be acquired and which may also serve the purpose of that acquisition. These two things should be considered side by side. This is the whole purpose of my amendment.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I want to speak on amendments 3 and 9. I lend my support to these two amendments. The Bill should provide for collective objection when notice is given for acquisition of land, for it may happen on many occasions that land which is already used for public purposes, for instance, grazing or cremation ground or such other ground, may be notified for acquisition. In such cases there should be provision for collective objection. In the case of individual objection it may be withdrawn, but collective objection is the proper safeguard against acquisition of land in which the local public is interested and which is used for local public purposes.

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এটা আমি এজন্য সাপোর্ট করছি যে, এক মাসের যে নোটিশ দেওয়া হবে তাতে বড়ই অসুবিধা হবে। অনেকে যাঁরা মফঃস্বলে থাকেন তাঁদের পক্ষে জানা অসম্ভব; কারণ সাধারণ গেজেট নোটিশ দেওয়া হ'লে প্রায় লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব যে গেজেটে কবে বেরিয়েছে না বেরিয়েছে। সেইজন্য এটা জানা অসম্ভব, তাই এটা দু'মাস করা হউক এই কথা বলছি।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, with regard to the point taken by my friend Dr. Atin Bose, I am afraid he has not read the Bill because by this Bill the explanation to section 8, sub-section (*1*), is being deleted. The explanation says "for the purpose of this clause the decision of the State Government as to whether any land is or is not waste or arable land shall be final". That is being deleted, so that if any person is affected by any acquisition the door is open to him to agitate the matter.

With regard to the objection taken by my friend Shri Benoy Chowdhury, I was rather surprised. He did not probably listen to me when I was explaining to the House the purpose of this Bill. I made it clear that the rate of compensation on the basis of the market rate as on the 31st December, 1946, applies only to acquisition of lands for the settlement of displaced perssns from East Bengal.

[4-40—4-50 p.m.]

It does not apply to any acquisition for any other purpose whatsoever. In the case of acquisition by the Damodar Valley, this amendment does not apply. The usual rule for payment of compensation will be followed.

My friend has made another mistake. In section 8, which is a section which deals with compensation, there is no provision for payment of the extra 15 per cent. by way of solatium, but there is a reference to section 23 of the Land Acquisition Act. That section of the Act provides for such extra payment. We thought it better to clear it up and we have done so by the amendment of another Act. The West Bengal Acquisition and Requisition Act, 1948, was amended so as to do away with the liability of the State Government to pay this 15 per cent. extra.

With regard to acquisition for re-settlement of refugees, I will inform my friends that generally big blocks are acquired—blocks which previously belonged to intermediaries or large owners.

One of my friends has suggested that power should be given to file joint objections. There is no objection to that. In fact, I will draw the attention of my friends to section 14(*a*) of the General Clauses Act where it says that the singular includes the plural. In fact, very often applications are filed jointly and if it is convenient, that may be done, but I do not think it is necessary to amend the clause in the Bill. With regard to the time within which objections have to be made, I think, Sir, thirty days is a reasonable time. What happens now is that the Collector hears objections. Objections come in driblets. The objectors are misled—they do not know when to apply, with the result that some of them come after the Collector has made his report and the objections already filed have been considered. That is very inconvenient. Therefore, a time is sought to be fixed within which objections must be filed so that all objections may be considered together and a report made to the State Government. The State Government considers the report and the objection and all the papers which are filed and then comes to a decision as to whether any acquisition should be made and, if so, what is the area of the land that should be acquired. These are Sir, very urgent cases. Therefore, we must proceed with a certain amount of expedition. It is common law that a party can always be represented by an agent. For that purpose no specific provision is necessary. The Collector is not a court. Therefore, he makes a report in his capacity as an executive officer. That report is placed before the Government and the Government comes to a decision and, in accordance with that decision, proceeds. There fore, there is no question of appeal to the District Judge.

With regard to the objection of my friend Sir Tarapada Bandyopadhya he says that the Collector should take into consideration the question of injury to the local public and so on. These are all covered by the amendment

which is indicated in the Bill. I do not think any specific provision need be made. The Collector must take into consideration all the circumstances relating to the acquisition of the property. I do not think any of the amendments is necessary and I oppose them.

Dr. Atindra Nath Bose: Will you kindly explain how the omission of the proviso to section 8 eliminates the possibility of notification upon land which is used for public purpose?

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: We can only acquire, as I told you, for public purpose, mentioned in section 2(*d*). "Public purpose" has been defined there. We have provided here that only where the land is acquired for public purpose, mentioned in section 2(*d*)(*i*), i.e., settlement of immigrants who have migrated into the State of West Bengal on account of circumstances beyond their control, that the provision in section 8 as regards payment of compensation will apply. What is going to be omitted is the explanation.

Dr. Atindra Nath Bose: Is there anything in your Bill which prevents the Collector from issuing notice upon a piece of land which is already being used for public purpose by the villagers?

The Hon'ble Satyendra Nath Basu: If the people of the village claim the land to be a land used by the public of that area, the Callector will take that into consideration and eventually he will make a report and the State Government will decide whether that land should be acquired or not.

Dr. Atindra Nath Bose: That is why we seek the modification. You have provided that none can object. All that we wanted is that the villagers collectively may also give objection to such notification.

The Hon'ble Satyendra Nath Basu: There is no objection to that. I have told you that section 14(*ii*) of the General Clauses Act enables you to do it—singular always includes plural.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4, for the proposed section 4A the following be substituted, namely:—

> "4A. Person or persons interested in land within a notified area may either individually or collectively within sixty days from the date of issue of the notification specifying the area to be notified area object to the acquisition of the land in which the person or persons are interested."

was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4, in the proposed section 4A(*1*), line 3, for the words "thirty days", the words "sixty days" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), in line 1, after the word "objection", the words "either individually or collectively" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), line 3, after the word "objector" the words "or, his agent fully authorised" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 4, in the proposed section 4A(*2*), lines 3 to 8, for the words beginning with "and shall" and ending with "on the objections" the words "in open court and shall pass an order on the application of objection" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 4, after the proposed section 4A(*2*), the following sub-section be added, namely:—

"(3) The objector may appeal to the District Judge against the order of the Collector within 30 days of passing the said order,"

was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in clause 4, to the proposed new section 4A, the following proviso be added, namely:—

"Provided that, before submitting his report, the Collector shall duly consider the injury that the acquisition in question may cause to the objector or to the local public and also whether public purpose will be served if some other suitable land is acquired,"

was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that clause 5(*a*) be omitted.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that in clause 5(*a*) in the proposed proviso, line 4, after the words section 2" the words "in case a specific Government scheme of Rehabilitation be announced along with the declaration under section 6 of the original Act" be inserted.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সেটা হ'ল এই বিলের ৫নং ধারার ১নং উপ-ধারায় যে প্রভাইসো যোগ করতে চাওয়া হয়েছে সেটা বাদ দেওয়া হউক। এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হ'ল, এই প্রভাইসোটা এই বিলে নূতন ক'রে কেন যোগ করতে চাওয়া হচ্ছে? চাওয়া হচ্ছে এইজন্য যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে জমি দখল করা হবে তার জন্য যাতে কোন ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল করার দরকার না পড়ে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য এই প্রভাইসোটা আনা হয়েছে। আমার বক্তব্য, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল করার প্রয়োজন আছে। কেন? প্রথম কথা, সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকার কর্তৃক কোন জমি অধিকার করার সময় কি উদ্দেশ্যে জমি দখল করা হয় তা বলা হয় এবং জমি নিয়ে কি করা হবে তা ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীমের মধ্যে দেওয়া থাকে। এইসমস্ত ক্ষেত্রে সরকার যে জমি দখল করেন তাও

for public purpose and not for private purpose:

সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে জমি অধিকারের জন্য সরকারকে যদি ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল করতে হয় তখন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য জমি দখল করার বেলায় কেন ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল করতে হবে না? উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের অহেতুক প্রভেদ টানার কোন যুক্তি থাকতে পারে ব'লে আমি মনে করি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা অন্য দিক থেকেও আছে। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি। দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলের কোন একটা বিশেষ জায়গায় সরকার জমি দখল ক'রে নিলেন কোন এক পাবলিক পারপাসের জন্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে জমি অধিকার করা হ'ল তা সরকার করলেন না, উপরন্তু তাঁরা করলেন কি? কিছু খাতিরের লোককে সেই জমিগুলি পরে সরকার বিলি ক'রে দিলেন। আমার বক্তব্য যদি ডেভেলপমেন্ট স্কীম থাকত তাহ'লে সেই স্কীম অনুসারেই সরকারকে কাজ করতে হত, সমস্ত যাদের জমি অধিকার করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে হত। ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম না থাকার জন্য এই ক্ষেত্রে কোনটাই করা হ'ল না। এই ফাঁক যাতে না থাকে এবং পক্ষপাতিত্ব যাতে না করা যেতে পারে সেইজন্য জমি দখল করার সময় ডেভেলপ্‌মেন্ট স্কীম

দাখিল করতে হবে—এই কথা বলছি। যে জমি পুনর্বাসনের নাম ক'রে অধিকার ক'রে নিয়েছেন সেটা অন্য কাজে খরচ করা কিংবা পুনর্বাসনের নাম ক'রে বড় বড় লোকদের মধ্যে বিলি ক'রে দেওয়া—এ ব্যবস্থা হবে ডেভেলপমেন্ট স্কীম না দাখিল করলে। যেসব উদ্বাস্তু আজকে ভাল ভাল জমি পাচ্ছে তাদের খুব কমই আদতে বাস্তুহারা; তাদের অধিকাংশই হ'ল বাস্তুঘুঘু। এদের পোষার জন্য সরকারের হাতে আমরা অঢেল ক্ষমতা দিতে রাজী নই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অন্যান্য পাবলিক পারপাসের জন্য দখল করার ক্ষেত্রে যদি ডেভেলপমেন্ট স্কীম দাখিল করতে হয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও সেইরকম স্কীম দাখিল করতে হবে এবং সেই স্কীম অনুসারে কাজ করতে হবে। কাজ না হ'লে যার জমি অধিকার করা হয়েছিল সেই জমি তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এই জিনিষটা থাকার দরকার আছে।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এখানে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে আমি মনে করি, যেকথা আমি দিয়ে দিয়েছি ১১নং এ্যামেন্ডমেন্টের বেলায়, সেখানে এটা পরিষ্কার এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়। এখানে যে প্রভাইসো সম্বন্ধে মাননীয় সভ্য সুবোধবাবু বলে গেলেন, তাঁর প্রস্তাব যদি এখানে মাননীয় বিল-প্রস্তাবক গ্রহণ করতে পারেন তাহ'লে আমার বিশেষ কিছু আপত্তি থাকে না, যদিও আমি জানি যে, আমাদের প্রস্তাবের কিছু ফল হয় না। কাজেই দেখ্‌ছি যে, আমার এ্যামেন্ডমেন্টটাকে অন্ততঃ গ্রহণ করতে পারেন কি না। এখানে তিনি বলেছেন যে, প্রভিশনে বলা হচ্ছে বাস্তুহারাদের ক্ষেত্রে কোন স্কীম দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এটাকে আমি ভয়াবহ মনে করি। কারণ, বাস্তুহারাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী স্কীম দেওয়ার প্রয়োজন। আন-প্ল্যানড অবস্থায় বাস্তুহারাদের যে অবস্থা হয়েছে এবং এত বৎসর ধরে যা চলেছে সে অবস্থায় বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে প্ল্যান কেন দেওয়া যাবে না, বিশেষ ক'রে ৭নং ধারাতে (অরিজিন্যাল এ্যাক্টে) একটা কথা আছে যে, সেখানে তাঁরা "ইমারজেন্সি" মনে করলে উইদাউট সাবমিশন অব দি স্কীমেতে তাঁরা সেই জায়গাটা দখল করতে পারেন। কাজেই ৭নং স্কীমে অলরেডি সেই ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা যেখানে "ইমারজেন্সি" মনে করেন সেখানে তাঁরা সেইভাবে দখল করতে পারেন। এবং বাস্তুহারাদের ক্ষেত্রে যদি মনে করেন যে "ইমারজেন্সি", তাহ'লে সেইভাবে দখল ক'রে নিতে পারেন। সেখানে উপস্থিত বিলের ৫(এ) উপ-ধারার অনুবর্তী প্রভাইসো রাখার দরকার হয় না। আর যদি এটা তাঁরা রাখতে চান তাহ'লে তার শেষে আমি জুড়ে দিচ্ছি

"in case a specific Government scheme of rehabilitation be announced along with the declaration under section 6 of the original Act". Section 6 of the original Act—

এর মধ্যে আছে যে ডিক্লারেশন করতে হ'লে একটা স্কীম লাগবে। আমি বলছি যে, সেই স্কীমটা পাবলিককে ডেকে টেন্ডার কল ক'রে নানাভাবে না ক'রে নিতে পারলেও সেখানে তাঁরা গভর্নমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড স্কীম দিয়ে দিন এবং বলুন যে এই স্কীম আমরা ঠিক কার্যকরী করব। তাতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু একটা স্কীমের সঙ্গে জুড়ে দিন এবং সেই স্কীম পরে যদি প্রয়োজন হয় সেটা বদল করতে পারবেন এবং ৯নং সেকশন অব দি অরিজিন্যাল এ্যাক্টে তার স্কোপ আছে। কাজেই সেটা যদি প্রয়োজন হয়, বদল করতে পারবেন। আর আর্জেন্ট বা ইমারজেন্সি যদি কিছু হয় তাহ'লে সেখানে উইদাউট স্কীমে কর্তৃপক্ষ জমি অকুপাই করতে পারেন এবং এটা শেষ পর্যায়ে আছে। কাজেই বাস্তুহারাদের প্রতি দরদ যদি সত্যই থাকে তাহ'লে মিছামিছি এইরকম একটা নিগেটিভ ক্লজ কেন যুক্ত করছেন? এই প্রভাইসোর অর্থ হচ্ছে যে, বাস্তুহারাদের এতদিন যে ইনক্লুড করা হয়েছে পাবলিক পারপাসের মধ্যে এবং এখানে যে এ্যামেন্ডমেন্ট এই বিলেতে এসেছে সেটার উদ্দেশ্য হবে যে, সেটা নিগেট ক'রে দেওয়া, সেটা ব্যর্থ ক'রে দেওয়া। কাজেই আমি এখানে বলছি যে, সুবোধবাবুর যে প্রস্তাব রয়েছে যে এই প্রভাইসো বাদ দিয়ে দিন নয়ত আমার যে এ্যামেন্ডমেন্ট সেটা গ্রহণ করুন। তাহ'লে এখানে কোন ক্ষতি হবে না এবং এখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বাস্তুহারাদের জন্য সত্যই বিশেষ দরদের কারণ আছে এবং সরকারের মনে সেই ইচ্ছা আছে।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, in answer to my friend Sj. Subodh Banerjee, I may point out to him that this Bill is seeking to restrict the power of the State Government to divert the land acquired to other purposes. We are deleting these words in section 9 of the original Act, namely, "Notwithstanding anything elsewhere contained in this Act or in any rule or order made thereunder, the State Government may, if it so considers expedient, retain, let on hire, lease, sell, exchange or otherwise dispose of any land acquired in pursuance of this Act." These words have been deleted, so that this is in consonance with what my friend has suggested.

With regard to preparation of schemes prior to declaration you are perhaps aware that lands are acquired on large scale for the purpose of rehabilitating displaced persons from East Bengal. They are also acquired for regularising squatters' colonies. The squatters are already there. It is no use preparing a scheme before steps for acquisition are taken. You have to acquire the land and then you may arrange for allotment of different parcels of land so occupied to different squatters. In a case other than for rehabilitation of refugees a scheme may be prepared as a condition precedent to acquisition, but in the case of rehabilitation of refugees a standard scheme is followed. Therefore there is no point in having a separate scheme with regard to each acquisition. The standard scheme is that which is sanctioned by the Central Government as for residential purposes you have to allot a fixed area per family and for agricultural refugees you have to allot so much per family and after the land is acquired a lay-out is prepared, and the land is eventually distributed among the refugees, so that in a case like this there is no point in having a scheme prepared as a condition precedent to taking further steps in the process of acquisition of land.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that clause 5(*a*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 5(*a*), in the proposed proviso, line 4, after the words "section 2" the words "in case a specific Government scheme of Rehabilitation be announced along with the declaration under section 6 of the original Act" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 6.

Sj. Jyotish Joarder: Sir, I beg to move that in clause 6(*a*), in the proposed sub-section (1*a*), line 2, for the words "any report submitted" the words "any final result of objection" be substituted.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 6(*b*), in the proposed section 3, in line 4, after the word "that", the words "agricultural land" be inserted.

Sj. Jyotish Joarder:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই ৬নং ধারায় যে উপ-ধারা তার ১এ-তে দ্বিতীয় লাইনে আছে যে, এনি রিপোর্ট সাবমিটেড। এই কথাটা ৪নং ধারার ২নং উপ-ধারার একটা ফল। এই বিষয়টাতে আমার যে এ্যামেন্ডমেন্ট তার বলে এখানে যদি সংগতি রক্ষা করতে হয় তাহ'লে আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন হয়। আমি যেখানে ওপ্‌ন কোর্টেতে বিচার চেয়েছি সেখানে আমায় বলতে হচ্ছে—

any final result of objection under clause 4 above,

এখন সেখানে যদি কোন কোর্টের রুলিং হয় বা কোর্টের ডিসিশন হয় তাহ'লে অটোমেটিক্যালি ডিসিশন হয়ে সেটা সবরকমের কাজে আসবে। কাজেই সেখানে বিবেচনার বিষয় আছে। অতএব এখানে যদি 'প্রাইভেট হিয়ারিং' না থাকে তাহ'লে "এনি রিপোর্টে"র কোন প্রয়োজন

হবে না। আর সেখানে ফাইন্যাল রেজাল্ট অব অবজেকশন আন্ডার ক্লজ ফোর—সেটা সেখানে প্রয়োজন হবে। এইভাবে আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি যে, এটা গ্রহণ করা হোক।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি, সেটা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড সম্পর্কে। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড এর থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন ব'লে মনে হয়। তা না হ'লে এতে স্থানীয় কৃষকদের এবং সমবেতভাবে দেশের ক্ষতি হবে। কতগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছে—এই রিষড়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি জায়গায়। সেখানে সমস্ত চাষের জমি এ্যাকোয়ার করা হয়েছে এবং সেখানে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে বহু চাষের জমি গিয়েছে। বাস্তুহারাদের সঙ্গে স্থানীয় লোক—বিশেষ ক'রে কৃষকদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে প্রতিনিয়ত মামলা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বাস্তুহারাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন এবং তাদের ভাল করতে চাচ্ছেন—এটা আশার কথা, কিন্তু বাস্তুহারাদের ভাল করতে গিয়ে কৃষকদের মারা না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে বলছি। বাস্তুহারাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক। দুই দিকই যাতে রক্ষা করা যায় তাই ভেবেই আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আশা করি, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি মনোরঞ্জনবাবুর এই এ্যামেন্ডমেন্টকে সাপোর্ট ক'রে বলছি যে, কেন এটা হওয়া উচিত। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি। বিশেষ ক'রে আমাদের জেলার—২৪-পরগণা জেলার দু'একটা ঘটনা আমরা জানি। পুনর্বসতির নামে যেভাবে জমিগুলি দখল করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে আসলে আরও কিছু লোককে বাস্তুহারা করা হচ্ছে। সেটা উনি জানেন—এরকম বহু দরখাস্ত আমরা তাঁকে দিয়েছি। বিশেষ ক'রে যেখানে ঘনবসতি অঞ্চল, যেমন হাড়োয়া থানা এবং ভাঙ্গড় থানা, রাজারহাট, ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ও'রা যেসমস্ত জমি দখল করবার ব্যবস্থা করেছেন তার শতকরা ৮০ ভাগ জমি হচ্ছে চাষের জমি। একথা আমরা রিফিউজি বিভাগে জানিয়েছি। এই রিকুইজিশনে প্রকাশ্য বাজার, চাষের জমি, এমন কি স্কুলবাড়ী পর্যন্ত পড়ে। যদি এই ধারাটাকে যোগ করা হয় তাহ'লে দু'টো দিক হয়। একটা হচ্ছে, এতে একটা সেফগার্ড থাকে। সেটা হচ্ছে, যাঁরা এ্যাকুইজিশন করেন, তারা প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত না ক'রে,—যে আসলে এটা চাষের জমি কি না,—যেটা পুরোনো অভিজ্ঞতা আছে তার থেকে তারা যে এ্যাকুইজিশন করেন, সেটা আর করতে পারবেন না। একটু খেটেখুটে তারা দেখেন না। সেটা ও'রা স্বীকার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন ডেপুটেশনে গিয়ে এসব আলোচনা করেছি তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, লোকাল অফিসাররা ভাল ক'রে তদন্ত না ক'রেই এইগুলি করেন। এইরকম ঘটনাই ঘটবে; কারণ এ মেসিনারী দিয়েই তাদের এই কাজগুলি করতে হবে। ফলে যে ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট করবার চেষ্টা করছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের আছে এটা করতে গিয়ে গ্রাম্য এলাকাতে তাতে ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট তো হবেই না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ঘটনার জন্য যেটা আমাদের জানা আছে যে, শতকরা ৮০ ভাগ জমি এই হাড়োয়া, রাজারহাট প্রভৃতি থানাতে আমরা দেখেছি যে সংখ্যালঘু যারা তাদের মধ্যে এই ডেভ্‌লপ্‌মেন্টের নামে এবং পুনর্বসতির নামে সেইসব চাষীদের উৎখাত করবার চেষ্টা চলেছে। এটা আমরা দেখেছি। সেইজন্য আমরা এটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি এবং অনুরোধ করছি যে, যেটা তাদের অভিজ্ঞতা, সেটাকে তাদের সামনে রেখে এটাকে গ্রহণ করলে পর অনেকটা সেফগার্ড থাকবে। এবং তাতে পুনর্বসতির দিকটায় কিছুটা অগ্রসর হতে পারবেন। এইজন্যই আমি বলি যে, এই ধারাটি গ্রহণ করা হোক।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, among these refugees there are also agricultural families. They have got to be resettled in West Bengal and land has to be provided to them so that they can carry on agriculture. In fact, as far as possible, many families have been sent outside Bengal because there is not much land within the State. So far as land acquired for homestead is concerned care is taken to avoid agricultural

land as much as possible but you will see that in considering the acquisition of an area there may be one or two small patches of agricultural land which may fall within the lay-out. In these circumstances it is not always possible to exclude or avoid those patches of agricultural land. I can assure my friends that for homestead purpose Government will try to avoid acquisition of agricultural land as far as possible. The Collector makes a report and that report is not final. It comes up before the Government and the report, objections and everything connected with the proposed acquisition—all are considered by a committee on which there are officers of different departments. I can assure my friends that we try to avoid as much wastage of agricultural land as possible. Therefore I oppose the amendments.

The motion of Sj. Jyotish Joarder that in clause 6(*a*), in the proposed sub-section (1*a*), line 2, for the words "any report submitted" the words "any final result of objection" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 6(*b*), in the proposed section 3, in line 4, after the word "that", the words "agricultural land" be inserted was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 7(*2*) in the proposed sub-section (*2*) lines 5 to 7, the words beginning with "but no amount" and ending with "the award" be omitted.

Mr. Speaker, Sir, my amendment comes in this way. In the Statement of Objects and Reasons it has been stated that this Bill provides among other things for the exclusion of the additional compensation of 15 per cent. payable under sub-section (*2*) of section 23 of the Land Acquisition Act of 1894 from the amount of compensation payable under the West Bengal Land Development and Planning Act of 1948. With this end in view the old original clause 2, section 8, has been proposed to be recast and re-written and this is the proposal that when the amount of compensation has been determined under sub-section (*1*) the Collector shall make an award in accordance with the principle set out in section 11 of the said Act, but no amount referred to in sub-section (*2*) of section 23 of the said Act shall be included in the award. Of course, the Hon'ble Minister has stated that already as the law stands it is not possible or feasible for the person whose property is compulsorily acquired to get this 15 per cent. but still to clarify the matter this has been specifically introduced here in this Bill. Of course, it is a matter of interpretation. When the Hon'ble Minister has thought it fit to introduce this amendment in specific terms it must be discussed in its proper perspective. Now, there has been a healthy and wholesome practice to give as compensation to the person whose property is compulsorily acquired not only the market value of the property but also something more and according to the Land Acquisition Act it is 15 per cent. Well, Sir, it is not for nothing that the sum is paid. I submit that it is a reasonable practice that when a man has to part with his property compulsorily under the provisions of some Act certainly the market value of that property is not his proper compensation. There is something like a permanent loss—a recurring loss—and in order to compensate an additional solatium of 15 per cent. is given to him. This is very much reasonable because if a fertile land or a tank of mine which is very paying is compulsorily acquired today by the Government then I am deprived of the benefits of the produce or income from that land and from that tank.

Although the market price is given to me it may not be possible for me in the near future or throughout my life to buy with that money another piece of land or another tank equally fertile, equally valuable or equally productive. Therefore, in cases like these it is proper and reasonable that in order to make up for this permanent loss, recurring loss, something more than an addition to the market value of the particular property should be given. I should say that this amendment should not be introduced. If this is done then the State will try to thrive at the cost of the individuals. Of course it is the duty of the individual to co-operate with the Government in all weighty matters, but it must be seen that the individual is properly compensated. If he is not properly compensated there will be unrest, there will be anger which I think no Government would like to invite. I have given my amendment to the effect that in clause 7(*2*) in the proposed sub-section (*2*), lines 5 to 7, the words beginning with "but no amount" and ending with "the award" be omitted. It is the trend of Congress legislation nowadays to thrive at the cost of the individual. Any encroachment upon the fundamental rights of the individual should not be encouraged.

[5-10—5-20 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আগেই একটা জিনিষ ক্লিয়ার করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটা রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য যে ল্যান্ড নেওয়া হবে সেই ল্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি ১৯৪৬-এর ভ্যালুয়েশন দেওয়া হয় সেটা কি ওনলি ওয়েষ্ট ল্যান্ড? চাষীদের হাত থেকেও যেসমস্ত জমি নেওয়া হচ্ছে সেগুলিকে যদি ওয়েষ্ট লান্ড বলা হয় তাহ'লে আমরা দেখেছি অন্ততঃপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের ফিগার হচ্ছে ২৯ লক্ষ একর ওয়েষ্ট ল্যান্ড আছে।

Mr. Speaker: But you have no amendment to that effect.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এ বিষয়ে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। আমি কমপেনসেশন সম্বন্ধে আসছি। ও'রা বলেছেন ১৯৪৬-এর ভ্যালুয়েশন ধরে কমপেনসেশন দেবেন। সেটা ইন্টারমিডিয়ারি ও জমিদারদের দিলে হবে। ওয়েষ্ট ল্যান্ডের সংজ্ঞা যদি ক্লিয়ার হ'ত, তাহ'লে ভাল জমি ও ওয়েষ্ট ল্যান্ড যা গভর্নমেন্ট নিয়েছেন তার তারতম্য অনুসারে কমপেনসেশন দেওয়া যুক্তিসংগত হ'ত। তাহ'লে আর এই নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিত না।

অন্যদিক দিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা হচ্ছে ব্যাপকভাবে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভ্‌লপ্‌-মেন্ট এ্যাক্ট অনুসারে জমি নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ চাষী, যারা দু' বিঘা চার বিঘা জমির মালিক, তাদের জমিও নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে কম্পেনসেসন জমিদার ও ইন্টারমিডিয়ারিদের যা দিচ্ছেন, তা থেকে যদি এদের বেলায় কোন ফান্ডামেন্টাল ডিসটিংশন করা না হয়, তাহ'লে আমার বক্তৃতা ক'রে কিছু লাভ নাই। এখানে বহু পরিমাণ জমি নানা পারপাসে নেওয়া হচ্ছে। তাই সমস্যা হচ্ছে, এই ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন ভ্যালুয়েশন নিয়ে ; কিভাবে তাদের ভ্যালুয়েশন তারা পাবে। এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যারা পয়সা ব্যয় করতে পারবে, যাদের অনেক জমি আছে, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু অন্য যাদের তেমন পয়সা নাই, যাদের মাত্র সামান্য দু' বিঘা তিন বিঘা ভাল জমি আছে, তিনশো টাকা যার বিঘার দাম, সে জমি তাদের নেওয়া হয়েছে, অথচ এখনও তারা কোন টাকা পায় নি। কাজেই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি কতকগুলি কারণে এই কমপেনসেশন দিতে হয়। তাঁরাও বলেছেন, একটা এ্যাড ইন্টারিম পেমেন্ট যাতে দেওয়া যায় তার জন্য একটা প্রভিশন ঐ ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাকটে থাকা দরকার। আইনের মধ্যে এইরকম একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। যতক্ষণ তাঁরা ফাইনাল কমপেনসেশনের এস্টিমেট না দিতে পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জমি এ্যাকোয়ার ক'রে পজেশন নেবার পর উইদিন এ মান্থ একটা এ্যাড ইন্টারিম পেমেন্ট দেবেন। তাহ'লে সাধারণ

চাষীর অসুবিধা কম হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, দু' বছর, চার বছরেও কোন কমপেনসেশন লোকে পায় নাই। এমন লোক আছে যার দশ বিঘা জমি যা ছিল সবই নেওয়া হয়েছে অথচ আজও তার কোন কমপেনসেশন দেওয়া হয় নাই। এসব ক্ষেত্রে একটা এ্যাড ইন্টারিম পেমেন্ট দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে একটা হিউম্যান স্পিরিট থাকা উচিত, সেই স্পিরিটে নেওয়া হচ্ছে না। অথচ ব্যাপকভাবে চাষীদের হাত থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের চেষ্টা হচ্ছে যত কমমূল্য চাষীদের দেওয়া যায়। ও'রা বলছেন, আপনারা কমপেনসেশনের পক্ষ বলছেন কেন? আপনারা ত কমপেনসেশন দেবার বিরুদ্ধে। এখানে কারা ইনভলভড সেটা দেখবেন। এখানে লক্ষ লক্ষ চাষী ইনভলভড—তাদের জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাই আমি দাবী জানাব প্রত্যেকটি ব্যাপারে ন্যায়সংগত বিচার ক'রে ফেয়ার প্রাইস তাদের দিতে হবে।

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, it is too late in the day to contend that anything in excess of the market rate should be paid by way of compensation. The Constitution does not require payment of any amount in excess as a solatium. My friend, when asking for amendment of the section, says that an extra 15 per cent. ought to be paid. I have pointed out to him that this rate of compensation applies only to lands which are acquired for a particular public purpose, viz., rehabilitation of refugees. In the Act as it stands there is no provision for payment of this extra 15 per cent., but in proviso (*a*) there is a reference to section 23—the first clause of section 23 of the Land Acquisition Act which merely says market rate. As there is a reference to the Land Acquisition Act a confusion may arise. Therefore, in order to clear it up we have proposed an amendment such as is contained in the Bill. In fact there is another Act, of this State, as I have told you, viz., the Acquisition and Requisition Act, 1940, which has been already amended and as a result of the amendment 15 per cent. is not payable.

I oppose the amendment.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in clause 7(*2*) in the proposed sub-section (*2*), lines 5 to 7, the words beginning with "but no amount" and ending with "the award" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 8, in the proposed section 9(*1*), lines 7 and 8 for the words beginning with "on such terms" and ending with "the State Government" the words "on the same terms under which the land in question was acquired" be substituted.

Sj. Raipada Das: Sir, I beg to move that in clause 8 in the proposed section 9(*1*), lines 7 and 8, for the words beginning with "on such terms" and ending with "by the State Government" the words "on the same terms on which the land was acquired from the person or persons" be substituted.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, আমার এই সংশোধনী খুব ছোট। গভর্নমেন্ট যেসমস্ত জমি এ্যাকোয়ার করবেন, সেই জমিগুলির যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহ'লে যাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল তাদের এইরকম প্রাইঅরিটি দেওয়া হয়েছে, এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু সংগে সংগে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, স্টেট গভর্নমেন্ট ইন দি ম্যানার, যে ম্যানার তাঁরা পছন্দ করবেন সেইভাবে ঠিক করবেন। এখানে একটা পরিষ্কার কথা এই, যদিও মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন একটা কথা ব'লে,—আগে

আমার বক্তৃতা বলি। এই স্টেট গভর্নমেন্ট যে দামে জমি নিয়েছিলেন সেই দাম যদি তখন দিতে হয়, তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে তার চেয়ে কম স্টেট গভর্নমেন্ট দিতে পারেন—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ কথা বলতে পারবেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে, যেভাবে নেওয়া হয়েছিল, সেইভাবে দেওয়াই ভাল। কেন না, তাহ'লে লোকসান বা লাভ করবার কোন ইচ্ছা থাকবে না।

কাজেই যেভাবে জমি নেওয়া হয়েছিল, সেইভাবে ফিরিয়ে দিলে ভদ্রতা ও আইনকানুন সব ঠিক থাকবে, সেটা করুন। এই ব'লে আমার এই সংশোধন প্রস্তাব রাখছি।

Sj. Raipada Das:

আমার বলবার বিশেষ কিছু নেই। একটা কথা মনোরঞ্জনবাবু যা বলেছেন আমারও সেই বলবার কথা। যদি জমি নেবার পর প্রয়োজন না হয় তাহ'লে সেই জমি যাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে যে কন্ডিশনে সেই কন্ডিশনে তাদের যেন ফেরত দেওয়া হয়।

[5-20—5-45 a.m.]

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: The words objected to are already in the Act itself. It is obvious that, I have not altered the language of the section at all or in any way. We do not acquire a land on any terms and conditions but on payment of prescribed compensation. My friend said that land will be made over again to the last owner on the same terms and conditions. The amendment which is proposed is most inappropriate because when you acquire land you do not acquire it on terms and conditions. You assess the compensation, pay him the compensation and take the land. Therefore, the amendment which is proposed is inappropriate. There is also this difficulty. The Government acquires the land. There are so many parties interested in the land—the proprietors, a series of people who have intermediate interest and the people who are actually in possession. When you acquire a piece of land the compensation is distributed among the different grades of persons, who have interest in the land. When you return the land you have to return it to the person who was in actual possession. He was paid a portion of the total compensation money; so that the suggestion which has been made by my friend that the land should be returned to him on his paying or refunding the amount of compensation which he had received is not reasonable.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 8, in the proposed section 9(*1*), lines 7 and 8, for the words beginning with "on such terms" and ending with "the State Government" the words "on the same terms under which the land in question was acquired" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Raipada Das that in clause 8 in the proposed section 9(*1*), lines 7 and 8, for the words beginning with "on such terms" and ending with "by the State Government" the words "on the same terms on which the land was acquired from the person or persons" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Satyendra Kumar Basu: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: With the leave of the House, we may take up now a small one-clause Bill before we take up the Sports Bill—that is, the Motor Spirit Sales Taxation Bill. It will take only five minutes.

(HONOURABLE MEMBERS: Yes.)

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, the House will recall that the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act, 1941, was amended last year providing for taxation on motor spirit used for the purpose of civil aviation at the rate of 3 annas per gallon. The Amendment Act came into force on the 22nd October, 1954, from which date tax on aviation spirit was being collected. Now, "motor spirit" has been defined in the Act as any liquid or admixture of liquids, which is ordinarily used directly or indirectly as fuel for any form of motor vehicle or stationary internal combustion engine and which has a flashing point below 76 degrees Farenheit. An important dealer in Calcutta has raised the point that the words "motor vehicle" ocurring in the definition means a vehicle for use on roads only. As such the words "motor spirit" for the purpose of aviation become meaningless and cannot connote aviation spirit. The purpose of the present Bill is to place the matter beyond doubt by adding an explanation to the definition of "motor spirit".

The motion was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Sir, I beg to move that in the proposed explanation to clause 2, after the words "any means" the words "or mechanism or mechanic contrivance" be inserted.

Sir, of course an amendment of the Act is necessary—there cannot be any doubt regarding that. Some tax is being evaded, as our Hon'ble Chief Minister has stated, under cover of the expression "vehicle" which is being interpreted as a vehicular means of carriage on road only. Therefore, there should be some amendment. My amendment is for better expression. We are to see whether some other better expressive words can be introduced here or not, instead of "means of carriage, conveyance or transport, by land, air or water" as has been proposed in the Bill. "Means" is something abstract. "Means" means a process. It does not seem to mean any practical or tangible thing like a carriage or aeroplane or anything like that. Therefore, Sir, I have ventured to move that the words "or mechanism or mechanic contrivance" should be added. This would be better expression. Of course, Sir, nowadays we are very much at a disadvantage not to be in a

position to consult the authority on English, Dr. Banerjee. I do not think, Sir, he has even been consulted by the other side. Had he been consulted by Dr. Roy, then perhaps this amendment would not have come in this way, and we should have thought of some better expression. Therefore, I should say, Sir, for the sake of better expression the words "or mechanism or mechanic contrivance" should be added to the word **"means"** which is meaningless.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I repeat the same expression which my friend has used? To my mind his amendment is meaningless. The word "means" includes all means including mechanism, etc. I oppose the amendment.

The motion of Sj. Tarapada Bandopadhyay that in the proposed explanation to clause 2, in line 3, after the words "any means" the words "or mechanism or mechanic contrivance" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: We shall take up the Sports Bill after the interval. The House stands adjourned for fifteen minutes.

[The House was then adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-45—5-55 p.m.]

Point of Privilege.

Sj. Biren Banerjee:

আজকে এইমাত্র স্পোর্টস বিলে সেট অব এ্যামেন্ডমেন্টস দেওয়া হয়েছে এবং শর্ট নোটিশ এ্যামেন্ডমেন্টসও দেওয়া হয়েছে——

Mr. Speaker: They are formal amendments.

Sj. Biren Banerjee: Not formal amendments. Sir,

আমি দেখলাম যে, এখানে এ্যামেন্ডমেন্টের এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে——

Mr. Speaker: That I will accept.

Sj. Biren Banerjee:

আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি ইতিপূর্বে এইরকম এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া নিষেধ করেছিলেন কিন্তু চীফ হুইপ তা সত্ত্বেও দিয়েছেন।

Mr. Speaker: I cannot help that. If they do it I have to allow you also. This is Sj. Ganesh Ghosh's amendment; I am accepting it. These are accepted on the floor of the House, but if there are substantial amendments time has been fixed for that and there will be no further difficulty in future. But these amendments if they do come I have got to accommodate both sides.

Sj. Biren Banerjee:

স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে এ্যামেন্ডমেন্টগুলি চীফ হুইপের নামে ছিল তার মধ্যে অসংগতি ছিল, সেই অসংগতি দূর করবার জন্য তাড়াতাড়ি এই এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন।

Mr. Speaker:

সকলেরই অবজেকট হচ্ছে এই আইনটাকে ভাল করা।

Sj. Biren Banerjee:

আইনটা ভাল করবো কি ক'রে যদি লাস্ট মোমেন্টে এ্যামেন্ডমেন্ট আসে? আমাদের সবচেয়ে আপত্তি হচ্ছে যে, তাঁরা আপনার নির্দেশকে কেয়ার করে না। এটা আপনার চোখের সামনে তুলে ধরছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhury:

আমাদের সকলকে আরো সময় দিলে আরো ভাল হবে।

Mr. Speaker: I am always prepared to do that.

Sj. Subodh Banerjee:

চীফ হুইপের কাছ থেকে যে এ্যামেন্ডমেন্টগুলি এসেছে তাতে
it has changed the character of the Bill, materially it has altogether changed the character.

Mr. Speaker: For the better or for the worse?

Sj. Subodh Banerjee: For the worse. It means concentration of power in the hands of the Government.

সমস্ত এ্যাসোসিয়েশন, কমিটিগুলিকে ডামি ক'রে রেখে দিয়ে গভর্নমেন্টের নমিনেটেড গ্রুপদের হাতে সমস্ত দিয়ে দিচ্ছেন।

Mr. Speaker: Discuss it during the amendment.

Sj. Subodh Banerjee: How can we?

Mr. Speaker: The Bill is not going to be finished today. Discussion will go on tomorrow. You will have enough time to table your amendments which I will accept on the floor of the House.

Yes, Dr. Roy.

The Calcutta Sports Bill, 1955.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Calcutta Sports Bill, 1955.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Calcutta Sports Bill, 1955, be taken into consideration.

Sir, I admit that this is the first time in the history of this province that a Bill of this character has been placed before the House, but the reason why the Government has taken upon itself this task has been the incidents that we are witnessing in the playground within the recent past. Everybody desires to go and see the various matches being played in the different seasons of the year. Sometimes in the cricket field or in the hockey ground there may be some disturbances but in the case of football these disturbances have become so prominent as to create a sense or horror in the mind of every right-thinking person. Even attacking the referee is

not an unusual scene in the football field. We have been discussing this question with various groups and parties and with members of the various sports associations and one thing has come out of this discussion and that is that we must have a stadium in Calcutta. The question is who would undertake to erect the stadium, what would be the method of obtaining the finances for construction of the stadium, who would control the assets that would be formed out of any grants the Government may make or any loan which the Government or its nominees may take for the purpose or erecting a stadium.

Sir, I do not think there are two opinions on the question that there should be a stadium in Calcutta. As a matter of fact, there are other States in India which have constructed not one but two or three stadia. The difficulty is that a stadium would cost at least Rs. 50 lakhs, if not more, in order to accommodate 75 thousand people. In fact, some of the experts who have come and seen me had told me if we provide a stadium for 1 lakh 25 thousand people, it is then only we would be able to provide arrangements for the people to see the games in quietness, without disturbance and for the authorities to control the crowd. I have also heard there have been many instances of disturbances created owing to various types of betting that go on or to purchasing a ticket and then selling at a higher rate if there is a game to be played between two favourites and so on. All those things have to be very carefully looked into.

I will again remind the House that if the stadium is to be constructed it should be constructed by a Board whom we have designated in this Bill as the Sports Board. I realise that some people may feel that this Sports Board may be an elected board. I refuse to accept that proposition because the Sports Board will have not merely the duty of raising funds to construct the stadium but also of managing such assets as the Government may give to it. Therefore the pivotal body in the whole scheme is this Sports Board. If you look at section 5 you will find that the Sports Board has been given power with the approval of the State Government to raise loans of such amounts and in such manner as may be prescribed. The repayment of such loans shall be guaranteed by the State Government. Therefore I join issue with those who think that the Board should be an elected body and all sorts of sundry people might come in through election.

[5-55—6-5 p.m.]

It would be our duty to select such persons who can be trusted not merely to construct the stadium but also to keep control of the purse of the whole organisation until the stadium has become loan-free. You will, therefore, find, as Mr. Subodh Banerjee has just now said, that the whole structure has been altered. It is true. The whole trouble is: who would erect the stadium, who would control the asset, who would have control over the finance? You may ask what are the other provisions of the Bill? The other provisions of the Bill are that there shall be an Association. This Association will have its own members. As you know there are several associations already in existence in Calcutta who control and regulate the games of football, hockey, cricket and so on. Many clubs are affiliated to these respective associations. The Bill, as it is today, is not going to interfere with any of these clubs which are associated with any particular association. We have also provided that any member of any association or of any club who has paid to his club a sum of money which is equal to the sum that we have prescribed as the membership fee of the Sports Association will automatically become member of this Association and enjoy all the privileges of the membership of this Sports Association. There are several bodies who came to me and told me they had taken money from their members on the guarantee that they

would get the privilege of attending the matches free of charge, if they had paid a certain sum. We have provided in this Bill that the Sports Association will frame rules according to which such privileges will be granted. It is essential that in order that the stadium may be effective and may have proper matches played in that, the different associations controlling football, cricket, tennis, etc., whatever games there are, these associations should also exist. Therefore, we have provided in this Bill for three bodies. We have conceived three bodies—one is the general body of members of the Sports Association that is envisaged in the Bill who paying a certain sum of money have become the members of the Association—whether directly paying to the Association or paying to the clubs. We have by an amendment made by the Chief Whip also provided that in certain important cases exemption may be granted according to the rules, in the case of very brilliant sportsmen whose presence in the Association would be of value but who would not be able to pay the requisite fees. This is because various suggestions were made to us to make such exceptions. Again the Association alone will not be able to get the clubs to play or make arrangements for games to be played in the stadium. Therefore, we have made provision for what is called the Sports Control Committee. This Sports Control Committee will be representative of the different associations—football, cricket, hockey, etc. Twelve of them will become members. Then there will be four members to be elected by the Association, by the Central Sports Association itself. There will be four members to be nominated by the State Government, and there will be members of the Board *ex officio*. So that what will happen is that of the 25 members 12 will be elected by the various associations, 4 by the General body of members of the Association, 4 to be nominated by the State Government. We visualise that there should be five members of the Board of Trustees. Now the reasons why we have to give a place to this Sports Control Committee are two-fold. The stadium may be constructed by the Board, but the games can only be played through the agency of different associations. Therefore, these associations must be maintained, and not only that, these associations must continue to have the same control and relation with the clubs that they are having so far. That is to say, the Football Association has got a large number of football clubs affiliated to it. They can continue to exist and they can continue to have their own games. There is no proposal in the Bill to interfere with playing a game by the clubs nor with the relationship between the clubs and the Association itself. This Sports Control Committee, according to some of the amendments that will be moved by my friend Shri Gopika Bilas Sen Gupta, will have the power on the one hand to take steps to develop sports and the training of sportsmen. I admit that this idea was given to me by an amendment moved by my friends opposite that they should arrange and manage and control sports and matches and regulate the award of prizes and to have the approval of the Board to use the playground in the stadium under such conditions as may be prescribed. But we are also providing for delegation of powers by the Sports Control Committee to its sub-committees which will be established for each one of the branches of the sports, namely, football and so on, to find out in case of any incident which may happen which involved any player, in which the player has done something which is unsportsmanlike. This sub-committee may make enquiries and even take such steps that may be found necessary on the spot, and then report the matter to the Committee. The Sports Control Committee is not a committee consisting of only footballers or cricketers, but it is a committee of sportsmen of different types, and if there is an incident that has happened on the cricket ground or on the football ground in which one particular player has been guilty of unsportsmanlike conduct, it will be judged not merely by a committee of the football people, but it will also

be judged by a committee of experts. It has also been provided that if a particular member is found to have behaved in the manner which needed some steps being taken against him, these steps have been indicated in the Bill and in the amendments that have been put forward.

[6-5—6-15 p.m.]

Sir, it is true there is a change in the aspect of the whole matter so far as the control of the purse is concerned. It was at first thought that the association should be the supreme body of the sports. We felt on further consideration and on considering the various suggestions that were made to us that in the beginning it would be safer to have the Sports Board to control the finances, and the Control Committee to control the management of the play of the games and the Sports Association to be the topmost body. It is possible that later on with our experience we might be able to give more power to the association, but seeing what we have seen in the recent past, it would be better perhaps not to be simply swayed by any democratic idealism. First of all, assure the construction of a stadium, assure that the stadium is properly maintained, assure that the realisation from the games that are played in the stadium would contribute sufficiently to pay back the money that has been borrowed for the construction of the stadium and keep a reserve and at the same time assure that there is a place where games can be played without let or hindrance by goonda elements that attack the football and cricket fields. As I said before, it is a venture of a new character. The reason why we have kept the operation of this Bill to Calcutta is that all these associations with which the Bill is concerned are in Calcutta. If we find by experience that in Calcutta the arrangements have been successful, there will be no difficulty in extending the area of operation of this organisation. You will find in many places we have put down "subject to such rules as may be framed for the purpose". I confess that at this stage we cannot realise what the difficulties would be in future in the progress of events. Although other States have got their own stadium but they have not, as far as I am aware, got an Act of this character. Government has decided to invest money not merely for the purpose of getting a stadium constructed, which may be done even by loan, but for the purpose of developing sports. It has been the experience of most of us who watched sports last year that the standard is not as good as it used to be say 45 or 50 years ago. I do not want to enter into a controversy but the fact remains. Therefore, help should be given to the clubs and associations for developing sportsmanlike conduct and arrangements should also be made so that clubs and organisations not only from outside Bengal but also from outside India may come and participate in our games. In order to develop our standard a question has been raised as to whether we should have one stadium or two stadia. Theoretically speaking we should say that we should have one stadium for rougher games, viz., football and hockey and another for cricket, lawn tennis, badminton and so on and so forth. There are two difficulties in the way of our having two stadia. One is the difficulty of funds for two stadia. As I said before on rough calculation one stadium costs nearly 50 lakhs. Considering the amount that the Cricket Club has spent for constructing one-sixth of the stadium in the Eden Garden one would be justified in putting it at Rs. 50 lakhs per stadium, which means 1 crore for two stadia. Football matches bring a fair and good return and sufficient money is realised to cover the construction of a stadium but it is not so with regard to cricket matches. Moreover, the cricket matches are played in the Eden Gardens some time once a year and some time no match is played in the whole year. But recently there has been a good sign, in that we now witness an era when good teams from all parts of the world are anxious to visit Calcutta and play matches here. We should take advantage of this

particular attitude and temperament on the part of the clubs outside India. The other difficulty is with regard to the finding of sites for the construction of two stadia. There has been an old rule that no permanent structure can be erected on the Government of India's land within 2,000 yards of the ramparts of the Fort William. That is an old rule passed in 1907. Sir, perhaps you have an idea that the distance between the ramparts of the Fort William and Chowringhee is not even a mile and 2,000 yards is more than a mile. I may tell the House, of course, that I am moving very earnestly in the matter to get the rule changed. According to Government of India Act, 1935, in 1939, the Government of India issued a notification by which they maintained that whole of the area to the west of Chowringhee—whole of the Maidan—belongs to them. They said that the Government of West Bengal will have control over that area but they will have to take permission from them and from the Military Department in case of any construction. You will recall that the tramway track from Chowringhee to Kidderpore is on the land which belongs to the Government of India. These are the difficulties that are there. If we think of two stadia then the only land which may be available is a portion of the Eden Gardens where the cricket stadium is situated.

[6-15—6-25 p.m.]

There is a piece of land which is called the Polo Ground for which I have applied; I am trying my best to get it sanctioned; it is just on the south-east of the Fort William and it is just big enough for having a stadium. It has been suggested to me that other parts of Calcutta, for instance, Park Circus and so on, might be utilised. It may be possible to consider it but the difficulty is that when you have got to deal with a crowd of more than 75 thousand people, or perhaps even a lakh, you have to consider various aspects, not merely the aspect of the erection of the stadium. These are matters that require a certain amount of clarification. But before we do that we want to have an authority to whom we could give the duty of constructing the stadium.

I feel that the stadium or stadia will probably take at least two years to construct after we receive permission. Therefore, we have said in our amendment to the Act that the two years be increased to four years, because the Sports Board should have at least two years to go and the Committee should have another two years before they actually settle down to something very definite.

This is the main outline of the Bill that I have presented before the House. If in any particular there is any lacuna I shall be glad to hear where the lacuna is and I shall try to cover it. So far as we are concerned we have tried to give our best thoughts to the proposal contained in the Bill, viz., to have an association which will prescribe certain fees and give certain privileges to its members. That is one way by which we can recover a certain amount of money that we shall spend for the stadium. Some friend was telling me that there may be 10,000 members of the Association. Of course I do not think that is likely. But if Rs. 500 happen to be the fees then we will have Rs. 50 lakhs which is a decent sum to begin with. But there is the Association which is practically a sort of a whole-time body so far as the general approach towards sport is concerned; there is the Sports Control Committee; and there is the Sports Board carrying the responsibility of keeping the assets and protecting the finances of the whole organisation to be nominated by the Government; the others will be elected according to rules.

With these words I move that the Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker: Before I call on the circulation motions, may I repeat observations I made this morning in connection with the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955. I find that there are not too many circulation motions. Any member who will support the Bill on principle or oppose it, or partly support it or partly oppose it, will have the opportunity to speak on the consideration motion. When I call the circulation motions, I would request the member in whose name a particular motion stands to say if he wants to move it or not. Now, amendment No. 1, Sj. Gangapada Kuar.

Sj. Gangapada Kuar: I do not want to move it.

Mr. Speaker: Dr. Krishna Chandra Satpathi.

Dr. Krishna Chandra Satpathi: I do not want to move it.

[As their names were called by Mr. Speaker Dr. Atindra Nath Bose, Sj. Bibhuti Bhushon Ghose, Sj. Madan Mohon Khan and Dr. Kanailal Bhattacharya said that they would move their amendments.]

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereoen by the 31st December, 1955.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1955.

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th October, 1955.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1955.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhury: Mr. Speaker, Sir, nobody denies that it is high time that Government should take some positive steps to provide Calcutta with its long sought for stadium and come in aid of the sporting organisations and clubs. But the question is whether through a machinery as envisaged by this Bill the Government is going to achieve its ends. We agree with Dr. Roy when he said that everything was not all right in the sporting world of our country, but the question is whether there would be any improvement in that or there would be a transference of power from one section of vested interest to another section of vested interest—from frying pan to fire. The whole object of this Bill, as I can see, is to have control over the sporting organisations and clubs irrespective of what the Government is going to do for the development of these clubs. The Bill is quite clear in acquiring powers but its provisions are quite obscure as to what they are going to do, item by item, to develop sports in this country, both financially and technically. If this Bill was intended to be for the benefit of the Province, I cannot follow why should it only extend to Calcutta. The stadium may be in Calcutta but it may be extended in future to other districts of the Province. But why, what is the idea behind confining the provisions of this Bill only to Calcutta and its suburbs. In my oponion, it should be extended to the whole of West Bengal.

By this Bill three bodies have been created. I have not yet been able to follow why. As we find from this Bill, really the Association has nothing to do excepting electing four members at its Annual General Meeting for the purposes of the Sports Control Committee. The items set out in clause 4, sub-clause (4) are more or less formal. It has not been given any powers

worth the name though it is sought to be set up for the purposes of eliminating all the existing sporting associations. It is for Dr. Roy to think whether more powers should be given to the Association than to the Board and the Sports Control Committee. It is a curious composition.

[6-25—6-35 p.m.]

The main body is having no power whereas the Sports Control Committee has been given more powers than the parent body and the Government nominated Board practically all the powers. This Board will have to handle finance and that is why it should, as stated by Dr. Roy, consist of Government nominees. I think Sir, he should give more thought over this issue whether it should not be from the sports world and consist of men who have long experience. He should also prescribe the other qualifications of such men. He should also see whether such men could be elected to this Board. Sir, you have got to get an elected body—at least that is what democracy demands. If you say that this Board could be properly conducted by people in your Secretariat, Sir, we would respectfully differ from you. You have not prescribed in this Bill any qualifications for these five men. As is usual, a Director would be appointed, Deputy Directors would be appointed and they will be placed in charge of the management of the sports of this Province. It is desirable that we should make the position clear by telling that these five members would be recruited from the sporting world with necessary experience on the subject. Sir, Dr. Roy has admitted that though he is constituting this Board, this Association and this Committee, their operation will be in abeyance for two years. Sir, it was not quite clear to me why this Association and this Committee should be kept in abeyance. Is it because the stadium should be acquired? That is one aspect of the Bill and the power to do that has been proposed in this Bill to be vested in the Board. But, for that, why should you keep in abeyance the other considerations for improving the sports in this country? Sir, what we are apprehensive of is that the Government is taking time to gradually extend its control over the Clubs and Sporting Associations for political motives and for political purposes. That is the way I have found Dr. Roy working in every matter. Even today during the question hour it was revealed that a person seeking admission in a Tuberculosis hospital would, have some preference if he could get a certificate from a Congress member. (Question.) Sir, what we find is that there is a motive to get more powers for controlling the sporting organisations and clubs than to do real good to them. We should have an assurance from Dr. Roy that each and every club, each and every sporting organisation will have proper place under this statute, will receive proper considerations, aids and other privileges from the Government irrespective of their being attached to any political creed or party.

Sir, this is a Bill in which if really the Government desire to do something to improve the sports, they can do something, of course with necessary alterations as would be and have been suggested from this side of the House But we admit that we are not in a position to believe Dr. Roy. Sir, we are sure that to maintain his power he will simply look at the control side of the thing and sports will never be developed and they are bound to be ignored in his hands. One thing, Sir, which is striking me is this that today there are various associations for various sports such as football, hockey, badminton, cricket, and there are also Swimming Associations. They are all affiliated with an Indian body or association or federation. They in their turn again, Sir, are affiliated with the Indian Olympic Association who again are affiliated with the World Association. Sir, there is nothing in this Bill as to how the sporting relationship with the world through the

Olympics would be maintained. If the associations here have not played their part properly, they have at least made Indian sports and sportsmen known in places abroad. That side of the thing has been totally ignored in this Bill, as it should be when it is coming straight from the Secretariat. Sir, we have seen in the newspapers that even the other sporting associations have not been consulted with regard to this Bill. There was in the newspaper a statement made by important persons and their main grievance is that they were not consulted. Sir, we see that these associations are bound to be eliminated. They are bound to be superseded by the present Association, but with all their faults those associations did some service to the country and it was in the fitness of things that they should have been consulted. I am, Sir, feeling, if I may admit, very half-hearted over this matter. If something really good comes out of it, we should welcome it. But if Dr. Roy utilises it for his power, for his political purposes, Sir, the entire object will stand frustrated.

Sir, the previous Governments never had an eye on these sporting institutions. They never wanted to use them for their own purpose or to put them into their pockets, but I must say that this has been done by the present Government for political purposes by making Ministers President of the Indian Football Association. However, Sir, I will not take any more of your time. I hope that Dr. Roy will at least do something so that we can remember him as there is a great desire in the people to have a stadium without any further delay. But let him not take advantage of it. By setting up a stadium before us, let him not have the entire control for his own use. That is my appeal to him.

[6-35—6-45 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল যে উদ্দেশ্যে আনা উচিত ছিল সেই উদ্দেশ্যের কিছুই বর্তমান বিলের অবজেকটস এ্যান্ড রিজন্সে দেখি না এবং বিলের বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যেও তা চোখে পড়ে না। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশে, বিশেষ ক'রে কলকাতায় খেলাধুলার রাজ্যে, চরম দুর্নীতি এবং কায়েমী স্বার্থ রাজত্ব করছে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই; আমিও তা অস্বীকার করি না। আমি মনে করি যে, কলকাতার তথা বাংলাদেশের খেলার মান উন্নত করতে হ'লে খেলোয়াড়দের প্রতি যে যত্ন নেওয়া দরকার, খেলার জগৎকে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চালিত করার দরকার, বর্তমান এ্যাসোসিয়েশনগুলির কর্মকর্তারা কেউই তা করছে না। বর্তমান এ্যাসোসিয়েশনগুলির কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র কোনরকমে খেলা পরিচালনা করা। এ ছাড়া, আর কিছুই দেখি না। কিন্তু এইসমস্ত দুর্নীতি, কায়েমী স্বার্থ এবং কর্তব্যহীনতা, যা খেলার জগতকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, তা দেখে আমরা এমন কিছু করতে পারি না যার ফলে ক্রীড়া-জগতে যতটুকু ব্যক্তিগত সুষ্ঠু পরিচালনা লক্ষিত হয় মাঝে মাঝে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে, গণতন্ত্রের গলা টিপে মারা হবে আরও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন গুটিকয়েক লোকের হাতে খেলাধুলা পরিচালনা চলে যাবে। প্রথমে আমি যে কথাটা বলেছিলাম সেটা আবার বলছি। একথা ঠিক যে, সমস্ত খেলার পরিচালন ব্যবস্থা কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন একচেটিয়া ব্যবসা দেখা যাচ্ছে, কার্টেল এবং ট্রাস্ট গড়ে উঠেছে, খেলার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ক্রিকেট বলুন, হকি বলুন, ফুটবল বলুন, যে কোন খেলাই বলুন, তাদের পরিচালনার ভার দুই-একটা লোকের হাতে রয়েছে। বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন সংস্থা আছে ঠিক, কিন্তু সমস্ত সংস্থাই পি, গুপ্তের মত কয়েকজন ক্ষমতাশালী অখেলোয়াড় দখল ক'রে বসে আছে। খেলার উন্নতির দিকে এদের দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি আছে কেমন ক'রে দু' পয়সা লোটা যায়। এই অব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই এবং এর প্রতিকার করা দরকার, এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া দরকার 'সে বিষয়েও সকলে একমত। কিন্তু তাই ব'লে ভাঙ্গার নাম ক'রে আমরা কি এমন ব্যবস্থা করবো যার ফলে আরো কমসংখ্যক লোকের হাতে সব খেলা পরিচালনার ক্ষমতা চলে যায়? তা নিশ্চয় আমরা করতে পারি না। আমাদের

উদ্দেশ্য হওয়া দরকার সংস্থাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক করা নামে নয়, কাজে। আই.এফ.এ, কন্সটিটিউশন অনুযায়ী 'এ' ডিভিশন, 'বি' ডিভিশনের দলগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে লীগ সাব-কমিটি; তারপর শীল্ড খেলা পরিচালনার জন্য অন্য কমিটি আছে। সেখানে বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি আছে। বর্তমান বিলে কি সেরকম প্রতিনিধিত্ব আছে? সমস্ত খেলা কন্ট্রোল করবে স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি। এই স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতজন সদস্য নির্বাচিত হবেন? ১২ জন। নির্বাচনের নীতি কি হবে? বিভিন্ন ধরণের খেলা যাতে প্রতিনিধিত্ব পায় তার ব্যবস্থা থাকবে। তারপর পড়ে দেখুন ২(এইচ) ধারা, যেখানে স্পোর্টসের সংজ্ঞা দিচ্ছেন। সেখানে দেখবেন 'খেলা' বলতে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিনটন, আর আর আউটডোর গেম বোঝায়। অন্যান্য খেলা ছেড়ে দিলেও ওটা খেলার নাম করা হয়েছে। অন্যান্য খেলা ধরলে কমপক্ষে সবশুদ্ধ ১২টা হবে। এই ১২ জাতের-খেলার প্রতিনিধিত্ব করবে কত জন লোক স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিতে? ১২ জন। আরও কি বলা হয়েছে? প্রতিটি বিভাগের জন্য স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি এক-একটি সাব-কমিটি নির্বাচিত করবে এবং এই সাব-কমিটি বিভাগীয় খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা করবে। এই নীতি ঠিকভাবে চালালে প্রত্যেকটি বিভাগীয় খেলার জন্য একজন লোক নিয়ে সাব-কমিটি গঠিত হবে সেই একজনই ঐ বিভাগীয় খেলা পরিচালনা করবে। অর্থাৎ ১২ জন লোকের যদি ধরে নিই দু' জন লোক ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব করছে তাহ'লে এই দু' জনকে নিয়ে ফুটবল সাব-কমিটি গঠিত হবে এবং এই দু' জন লোকের হাতে সারা বাংলাদেশের ফুটবল খেলার পরিচালনার ভার পড়বে। আই.এফ.এ.কে আমরা বলি আমলাতান্ত্রিক; এখানে দেখছি স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি তার চেয়েও বেশী। একে আমরা কি বলবো? খেলার জগতকে এই বিলের দ্বারা কন্ট্রোল করার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয় জিনিষ, যা আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে দিয়েছিলাম, সুখের কথা কি দুঃখের কথা জানি না, সরকারপক্ষ আমার সংশোধন প্রস্তাব থেকে একটিমাত্র কথা তুলে নিয়েছেন আর বাকীগুলি সমস্ত ত্যাগ করেছেন। এই বিল যদি পড়েন তাহ'লে এই বিলের প্রতি ছত্রে ক্ষমতা দখল করার উদগ্র বাসনা দেখতে পাবেন। আমরা ত' জানি ক্ষমতার কথা যখন বলবো তখন সাথে সাথে দায়িত্বের কথাও বলতে হয়। কর্তব্য ছাড়া কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় না। কর্তব্যহীন ক্ষমতা কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ, আমরা জানি

power without duty engenders bureaucracy

এ ক্ষেত্রে দেখবেন যে, স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটির কোন কর্তব্য নেই, কিন্তু ক্ষমতা আছে। ৬নং ধারার ৫নং উপ-ধারা দেখুন—

"The Committee shall have power to arrange, organise and manage sports and matches and shall, etc."

কর্তব্য সম্বন্ধে কোন ধারা বা উপ-ধারা নেই।

আমি সেখানে দিতে চাচ্ছিলাম এই কমিটির কি কি কর্তব্য হবে। কর্তব্যটা পরিষ্কার ক'রে বুঝা দরকার। বাংলাদেশের ক্রীড়াজগতের সমস্যাগুলি কি? একথা ঠিক, বাংলাদেশের ক্রীড়া-জগতের সমস্যাগুলির মধ্যে স্টেডিয়াম-সমস্যা একটি। এখানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হবে না, সিঙ্গল স্টেডিয়াম হবে সে প্রশ্ন আমি ছেড়ে দিলাম। স্টেডিয়াম-সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু এটাই কি বাংলাদেশের খেলার জগতে একমাত্র সমস্যা। বাংলার ফুটবলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আগেকার দিনের খেলার চেয়ে আজকালকার খেলার মানের অনেক অবনতি হয়েছে। যাতে বাংলাদেশের ক্রীড়ার মানকে উন্নত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ক্রীড়ার মান উন্নত করতে হ'লে প্রথম নজর দেওয়া দরকার বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের প্রতি—

"For physical fitness positive and concrete steps should be taken.

বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা আজ কোথাও দাঁড়াতে পারে না, ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রাও কোথাও দাঁড়াতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন বা অলিম্পিকে গিয়ে অমাদের দেশের খেলোয়াড়রা হেরে আসে। প্রায় প্রত্যেকটি খেলায় তাঁরা হেরে আসে। এর কারণ, বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য নেই। থাকবে কোথা থেকে? ৫টা পর্যন্ত অফিস ক'রে তারপর সে খেলতে আসে। সে খেলবে কি ক'রে; জিভ ত খেলার আগেই বেরিয়ে যায় এক হাত। খেলার মান স্বাস্থ্যের

অভাবের জন্য পড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণের জন্য জীবনধারণের মানের অবনতি হচ্ছে। সে দিক থেকে খেলোয়াড়দের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। যাতে তারা অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়ে অপটু না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। উঠতি নূতন খেলোয়াড়দের উপর সজাগ দৃষ্টিই রেখে তাদের মধ্যে থেকে ভাল ভাল খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে তাদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা দরকার।

[6-45—6-55 p.m.]

সেরকম কিছু ব্যবস্থা বিলে দেখছি না। আমি চেয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে খেলার আগে উন্নতি করুন। কিন্তু সরকার বলছেন, আগে কন্ট্রোল; উন্নতির কথা কোথাও নেই। অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে কি হয়। রাতারাতি বড় খেলোয়াড় হয় না। সেসব দেশে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে এবং সংসার প্রতিপালনের চাপে পড়ে যাতে তাদের প্রতিভা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু এ বিলের মধ্যে সেই ব্যবস্থা কোথাও নাই। কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যপালন করার কোন কথা নাই। সুতরাং সমস্ত বিলটার দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, খেলাকে হাতের মধ্যে আনা অথচ কর্তব্যপালন না করা। তাই আমি বলছি, শুধু লোকের স্টেডিয়াম সম্বন্ধে সেন্টিমেন্ট, বিশেষ ক'রে কলকাতার লোকের সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করলে চলবে না, এতে বাংলাদেশের খেলার সমস্যা মিটবে না। খেলার জগতে আমূল পরিবর্তন করা দরকার। আমি জানি, আমার সংশোধনী প্রস্তাব আউট অব অর্ডার হয়ে যাবে। শুধু খেলা কন্ট্রোল করলেই চলবে না। দেশে স্পোর্টিং এ্যাটমসফিয়ার তৈরী করা দরকার। আজ খেলার মাঠে গুণ্ডামী হয়, মারামারি হয়। মাঝে মাঝে রেফারীকে মারা হয়। আজ দেশে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হেলদি কম্পটিশনের বদলে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়াজগতে। কিন্তু সেদিকে সরকারের নজর নাই। মুসলিম লীগের আমলেও সাম্প্রদায়িকতার জন্য বাংলাদেশের স্পোর্টিং স্পিরিট এভাবে ব্যাহত হয়েছিল। এখন, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী এইরকম মনোভাব ক্রীড়াজগতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এই সরকার যেভাবে রাজ্যশাসন করছেন এবং যেভাবে এই বিল এনেছেন, বাংলাদেশের খেলার উন্নতির জন্য, তাতে তার মধ্যে সরকারের যে প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি তাতে কোন সন্দেহ থাকে না সরকার কি চান। বিলে যে এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হচ্ছে তাকে এতটুকুও ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, সমস্ত ক্ষমতা সরকার নিজের হাতে রেখে দিচ্ছেন বোর্ডের মাধ্যমে। সাধারণ লোকে অর্থ দেবে অথচ প্রতিনিধিত্ব করবে সরকার মনোনীত ৫ জন লোক। যারা খেলা দেখবে, পয়সা দেবে তাদের একজনেরও প্রতিনিধি থাকবে না এই বোর্ডে। কারণ, তারা হচ্ছে ডাঃ রায়ের মতে অল এ্যান্ড সানড্রি দলভুক্ত। সরকার গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করতে পারেন না; সব কিছুই এ'দের খেয়াল খুসীমত চলবে। এ'রা নির্বাচনে ভয় পান। যদি নির্বাচনে ভয় না পান তবে বোর্ডে জনসাধারণের প্রতিনিধি নিচ্ছেন না কেন? কিন্তু সেদিকে মস্ত বড় ফাঁক রেখে দিয়েছেন। অনারারী মেম্বার কাদের নেওয়া হবে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ক'রে কিছু বলা নাই। খেলার সঙ্গে জড়িত এমন লোককে নিতে কি ভয় আছে বুঝতে পারি না। সংবাদপত্রে যাঁরা ক্রীড়া সম্পাদকের কাজ করেন তাঁদের এবং গোষ্ঠ পালের মত খেলোয়াড়দের মত নিয়ে একটা কম্প্রিহেনসিভ বিল আনা উচিত, যাতে বাংলাদেশের খেলার মান উন্নত হতে পারে।

Dr. Srikumar Banerjee: Mr. Speaker, Sir, I am glad that the Sports Bill has been introduced by the Government in response to long-standing and persistent demand on the part of the sporting public, and also that my friends in the Opposition have taken this Bill in a good spirit.

Sir, normally speaking sports and games ought not to be the subject of legislation. But on account of unfortunate developments that have taken place in the world of sports the hands of the Government have been forced to undertake this legislation.

Sir, the most important point for consideration is what is the reason for the trouble and disturbances which have become such a recurring feature of our important sports and games. The first reason is the want of a stadium. For a long time there has been a persistent demand for a stadium

to accommodate hundreds and thousands of spectators who assemble to see an important match. If one could see the large crowds of spectators that assemble on the rampart of the Fort, that will provide adequate ground for the utmost expedition for the construction of a stadium. If we begin with the construction of a stadium, if we create objective conditions under which the creation of a stadium will be feasible, then we shall have time to look at the other aspects of the question and to take constructive steps for the improvement of the spirit of games and sports and for the atmosphere of sports.

Sir, exception has been taken to the fact that the Board which is to be entrusted with the power of constructing the stadium and to take financial management is to be a purely nominated body. Sir, this may be unfortunate from the democratic point of view, but if you look at the realities of the situation I cannot think of any other condition under which our dream for a stadium will come to be realised. Look at the history of the cricket stadium which is being built in the Eden Gardens, which is an unfinished misshapen structure, it testifies to the gulf between our aspiration and our executive ability. We entrusted the building of a cricket stadium to a body of people not having the sanction of Government behind it; and the result is that the building remains today in an unfinished condition.

[6-55—7-6 p.m.]

The problem is not to satisfy our democratic aspirations but to create confidence in the mind of the public about the financial stability of the body of men who are going to undertake the building of the stadium. (Interruptions......) Sir, if you are not persuaded by facts speeches cannot persuade you. Therefore it is absolutely necessary that for the construction of the stadium and for the provision of this financial guarantee we should have a board which is composed of people who have the power to carry out the financial commitment, who will be able to raise money from the public, who will be able to utilise the money properly, who will be able to present us with the construction of the stadium in the course of two years. After that the democratic principles may again be better introduced. But I hope our friends who are really interested in games and sports will acquiesce in the temporary suspension of the democratic principles in order to make it possible for the stadium to come into existence.

Then, Sir, my friend Sj. Sudhir Rai Chaudhuri has pleaded that the operation of the Bill should be extended to the whole of Bengal. That is certainly a desirable state of things, but unless we are quite sure with respect to our activities in Calcutta, unless our experiments are attended with some degree of success in the city of Calcutta where the problem is most acute, where the question of management is most difficult, where the crowds are unprecedented, I think it would be over-taxing our strength if at the very beginning we try to extend the sphere of the Bill to the whole of West Bengal. I am quite sure that if the Bill materialises and succeeds in its objective in the city of Calcutta, the scope of the Bill then may be extended to the whole of West Bengal. For that a little exercise of patience is necessary. Now let us take the first step, the most important step, the most difficult step, and if we succeed in the difficult mission to control the sports and games in Calcutta, the rural districts will present a comparatively less difficult and less complicated problem and then naturally the sphere of the Bill will be extended.

Sir, a complaint has been made that no power has been given to the parent body which is the Sports Association. Sir, what is the present state

of things? The present state of things is that the Indian Football Association meets only once a year and all the executive control is vested in the Governing Body of the Indian Football Association. Sir, it is impossible for a big and unmanageable body to control the daily affairs of the sports and games and therefore in all properly constituted bodies executive function is allotted to the Control Committee or the Executive Committee. Here there has been no departure from the accepted principle and there is no special reason why the executive control has not been vested in the parent body but in the Sports Control Committee which is the Executive Committee, and which is elected largely by the Sports Association. The size of the Sports Association is as yet undefined. We do not know what would be the number of people who would pay the membership fees to be enlisted as members of the Association. It is quite conceivable that 2,000 or 5,000 may become members of the Association, if they are prepared to pay fees under clause 2. We can also include sportsmen, men interested in sports and games and sports editors, as suggested by my friend Sj. Subodh Banerjee. Therefore you see, Sir, that we have no clear idea as yet of the size of the Sports Association. It may come to 5,000 members and if we have to deal with such an unmanageable body, well my friends will clearly understand the impossibility of entrusting the executive functions of a delicate character to such a big body which will meet once or twice in the course of a year. Moreover there is no departure from the existing practice of allocating respective functions of the parent body and the executive committee. That is one of the reasons why the powers of the parent body have not as yet been very clearly defined or it has not been given very extensive power because of the element of uncertainty that prevails in respect of the size and shape of the Association.

The next point is about the constitution of the Sports Control Committee. My friends have objected that this will be a composite body consisting of the representatives of the different branches of sports. Therefore the number of representatives for each particular branch of sports cannot be expected to be large and adequate. This apprehension may be a reasonable one, but the point is that people who will be elected to the Sports Committee, people who will represent the different kinds of sports will have an understanding of the requirements of all kinds of sports. As a matter of fact there are many common members in the Governing Body of the Football Association as well as in the Governing Body of the Cricket Control Club so that there may be large number of common members who understand the different kinds of sports and games and they will be able to offer necessary guidance and control with respect to the different branches of games and sports.

Then, Sir, exception has been taken to the fact that in the Bill there are no words or phrases indicating as how to improve the standard of the sports. I do not think that the mere inclusion of high-sounding words in the Bill could have any very appreciable effect upon the quality of sports and games. That is implied. The very fact that a new body is going to be set up, the very fact that the Government is coming forward with a Bill of this nature for the betterment of games and sports presupposes that Government is not shirking its responsibilities in the matter of providing for the welfare of the players and putting a stop to those abuses and corruptions which have been mentioned by some members, putting a stop to unhealthy competition and rowdyism and indiscipline in the football field, putting a stop to unhealthy practices and imporving and developing the tone and temper of the games and sports. Sir, let us for a moment purge our mind of suspicion. After all games and sports are matters which do not come within the purview of party politics. Let us hope that with respect to this particular Bill we shall discuss the Bill on its merits. Let us have suggestions—constructive

suggestions—as to how the Bill can be imporved. Let us devote ourselves to a real and consolidated effort to improve the Bill, to make it serve its purpose and to make the games and sports flourish once more in the land of Bengal, did our minds of party prejudices and suspicions. Therefore, I urge that as this Bill has been brought in response to persistent and sustained public demand extending over many years past, there is no case for circulation of the Bill. The Bill was drafted in consulation with the representatives of the different games and sports and in consonance with public demand. Let us improve this Bill on the floor of the House, but there is no reason for circulating the Bill which will simply defeat our purpose in having a stadium built at the earliest possible opportunity.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-6 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 25th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 25th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 199 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Stamp vendors in the State

***110. Sj. Gangapada Kuar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) the total number of Stamp vendors in the State; and

(*b*) whether the Government have any scheme for increasing the existing rate in view of the distressing condition of the Stamp vendors?

Chief Minister and Minister-in-charge of the Finance Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Nine hundred and ninety-four.

(*b*) No.

Proposed retrenchment of five hundred employees of the Secretariat and different Directorates

***111. Sjkta. Manikuntala Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state if it is a fact that Government have drawn up a plan to retrench five hundred employees of the Secretariat and different Directorates?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many employees of the Secretariat and of the Directorates of the Government of West Bengal are going to be retrenched;

(*ii*) the reasons of this retrenchment; and

(*iii*) whether any arrangement has been made to provide alternative employment for these retrenched hands?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Expenditure on account of travelling allowance, etc., of Secretaries, Deputy Secretaries and others

***112. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) amount of money taken by each Secretary, Deputy Secretary, Joint Secretary, Assistant Secretary to the Government of West Bengal and each Director, Deputy Director, Assistant Director,

Commissioner and Deputy Commissioner under different departments of the Government of West Bengal, as travelling allowance and other emoluments from January to September, 1953;

(*b*) number of times travelling allowance was drawn by each of the officers mentioned in (*a*) during this period; and

(*c*) purpose in each case for which travelling allowance was drawn by them during this period?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is not possible to give an answer to such an omnibus question as it involves too much labour to prepare the answer.

Sj. Ganesh Ghosh: Can the Minister give us an idea as to how much labour was necessary?

Mr. Speaker: May I suggest one thing? Why don't you split up your question into different departments? Then it will be easy. As it is, it comprises the whole of West Bengal.

Sj. Ganesh Ghosh:: If you wish me to do that I can do it if I will get an answer within this session.

Mr. Speaker: You are getting answers to all your questions, Mr. Ghosh.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, if you will permit me, I will show you a list containing questions given in 1952 which still remain unanswered.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If he gives us a question of this kind, it will take us till 1965 to give an answer. (Laughter.)

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, you split up your question into different departments.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah

44. Dr. Saurendra Nath Saha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Medical and Public Health Department be pleased to state—

(*a*) when Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah, was established and what are its financial resources;

(*b*) whether there is any Board of Management of the hospital;

(*c*) if so, whether Government have any control over the board;

(*d*) what is the number of (*i*) beds, (*ii*) doctors including resident doctors, and (*iii*) nurses in this hospital;

(*e*) what are the types of cases treated in this hospital; and

(*f*) whether the hospital is open to persons of all communities?

Minister of State for Medical and Public Health Department (the Hon'ble Dr. Amulyadhan Mukharji): Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah, being a non-Government institution, it is not possible for Government to supply the information sought for. The same can be obtained from the authorities of the said institution.

Contracts given in the Community Development Blocks

45. Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) the names of persons who have been given different types of contracts, stating the particulars of these contracts in connection with the Community Development Projects for each Block in West Bengal;

(*b*) whether before giving such contracts tenders were invited; and

(*c*) what are the terms and conditions prescribed by Government in giving contracts in connection with the Projects mentioned in (*a*)?

Deputy Minister for Development Department (Sj. Tarun Kanti Ghosh): (*a*) A statement is laid on the Table.

(*b*) Yes.

(*c*) The usual terms and conditions laid down in West Bengal Form No. 2911. A copy is placed on the Library Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 45

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
1	Saktigarh ..	(1) Messrs. A. K. Ghosh & Co.	Construction of creteway and waterbound road.
		(2) Messrs. Kundu Brothers	
		(3) Shri N. L. Sen ..	
		(4) Messrs. India Water Supply Corporation, Ltd.	Sinking of 6" tube-wells.
		(5) Messrs. Friends United Construction Co.	Land acquisition, reclamation, development of roads and construction of houses.
		(6) Shri Bisweswar Sen ..	Construction of buildings.
		(7) Messrs. Dhar & Co. ..	Ditto.
		(8) Shri Biswa Sen ..	Ditto.
2	Fulia ..	(1) Messrs. S. P. Mullick & Co.	Construction of pump house.
		(2) Messrs. Standard Tubewell and Engineering Works, Ltd.	Sinking of 6" diameter tube-well.
		(3) Messrs. Deb Chatterjee & Co.	Silt clearance.
		(4) Messrs. Alliance Engineering	Construction of pump house and tube-well operator's quarters.
		(5) Messrs. Deb Chatterjee & Co.	Construction of leading channels for three tube-well units.
		(6) Messrs. P. C. Biswas & Co.	Construction of vented sluices.
		(7) Commissioner, Refugee Rehabilitation.	Silt clearance.
		(8) Shri N. C. Kundu ..	Construction of creteway.
		(9) Shri M. K. Roy ..	

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
3	Mahammad Bazar	(1) Md. Hanif ..	Construction of R. C. C. ring-wells.
		(2) Shri Paresh Nath Mitra ..	
		(3) Shri Ananda Bhushan Banerjee.	
		(4) Shri Shyama Poda Acharjee	
		(5) Shri Haradhan Ghosh ..	
		(6) Shri Gopinath Bhattacharjee.	
		(7) Shri Dhana Krishna Saha	
		(8) Shri Banshidhar Ghosh ..	
		(9) Shri Nirmal Sib Ghosh ..	
		(10) Shri Haridas Mookherjee	
		(11) Shri Sibram Saha ..	
		(12) Shri Atul Krishna Saha ..	
		(13) Shri Purna Chandra Mandal	
		(14) Shri Ram Chandra Mandal	
		(15) Md. Abdul Khair ..	
		(16) Md. Ismail Khan ..	
		(17) Shri Rajyadhar Mandal ..	Casting of R. C. C. rings.
		(18) Shri Haradhan Ghosh ..	
		(19) Shri Dhana Krishna Saha	
		(20) Messrs. Popular Builders' Corporation.	Construction of waterbound roads.
		(21) Messrs. Banerjee Brothers & Co.	
		(22) Shri B. N. Choudhury ..	Settling tank, coagulation tank and in-take jetty.
		(23) Messrs. Alliance Engineering.	Construction of high lift and low lift pump house.
		(24) Messrs. S. P. Mullick & Co.	Construction of street tanks.
		(25) Shri B. N. Choudhury ..	Laying of pipe lines.
		(26) Shri B. N. Ghosh ..	Sinking of 4' 0" internal diameter R. C. C. ring-well.
		(27) Messrs. Howrah Cement Works.	
		(28) Shri A. K. Dastidar ..	Reclamation and construction of roads.

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
		(29) Messrs. S. C. Chandra & Co.	Construction of buildings.
		(30) Messrs. N. B. Mazumdar & Co.	Ditto.
		(31) Messrs. Howrah Construction & Co.	Ditto.
		(32) Messrs. S. C. Chandra & Co.	Construction of inspection bungalow.
		(33) Messrs. Reliable Engineering.	Sanitary and plumbing works in buildings.
		(34) Messrs. J. M. Goswami & Sons.	Ditto.
		(35) Shri B. N. Choudhury ..	Ditto.
		(36) Messrs. S. C. Chandra & Co.	Construction of godown.
		(37) Shri Kamal Bhaduri ..	Construction of buildings.
		(38) Shri Biswa Sen ..	Construction of health centre.
4	Jhargram ..	(1) Shri Sunil Chandra Sarkar	
		(2) Messrs. S. C. Chakravorty & B. N. Chakravorty.	
		(3) Shri D. N. Bhowmick ..	
		(4) Shri Anath Nath Santra	
		(5) Secretary, Village Committee (Wells)— (*a*) Radhanagar .. (*b*) Gahamı. (*c*) Amlachati. (*d*) Andharia. (*e*) Gamaria. (*f*) Rasua. (*g*) Sreerampore. (*h*) Brindabanpur. (*i*) Patharchakri. (*j*) Kajla. (*k*) Shyamsundarpur. (*l*) Goaldanga. (*m*) Periabhanga. (*n*) Bamunmara. (*o*) Dharkhuli.	Sinking of 4′ 0″ internal diameter R. C. C. ring-well.
		(6) Shri Phani Bhushan Dutta	
		(7) Shri Kali Pada Saha ..	Construction of waterbound road.
		(8) Shri S. K. Dutta ..	
		(9) Messrs. Howrah Cement Works.	Sinking of 6′ 0″ internal diameter R. C. C. ring-wells.
		(10) Messrs. Alliance Engineering.	
		(11) Shri Biswéswar Sen ..	Construction of buildings.
		(12) Shri Madan Mohan Basak	

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
		(13) Shri J. B. Das ..	Construction of dormitory block.
		(14) Shri Madan Mohan Basak	Construction of thana buildings including staff quarters.
		(15) Shri N. L. Sen ..	Construction of basic training schools with staff quarters.
		(16) Messrs. A. P. B. & Co. ..	Reclamation, roads, culverts, etc
		(17) Messrs. Bose, Dutta & Co.	Sanitary works for 188 houses.
		(18) Messrs. Buildings and Engineering Corporation.	Construction of Technical Training Centre.
		(19) Shri T. D. Chowdhury ..	Wood works for buildings.
		(20) Shri R. A. Misir ..	Ditto.
		(21) Shri Sachindra Nath Basak	Clearing of jungles in road areas.
		(22) Shri Modan Mohan Basak	Clearing of jungles in building areas.
5	Nalhati ..	(1) Shri Bhola Nath Sinha ..	Construction of 40′ deep 4′ 0″ internal diameter masonry well.
		(2) Shri Raghunath Sahu ..	
		(3) Shri Parboti Charan Sinha	
		(4) Shri Iyad Mandal ..	
		(5) Shri Abdur Rab ..	
		(6) Shri Jagannath Mandal ..	
		(7) Md. Abdul Hasib ..	
		(8) Mir Md. Abu Hanib ..	
		(9) Shri Golam Mostafa ..	
		(10) Shri Bholanath Mandal	
		(11) Shri Siteswar Sinha ..	
		(12) Shri Benoy Kumar Mandal	
		(13) Shri Kumarish Chandra Mandal.	
		(14) Shri Barada Kanta Mandal	
		(15) Shri Radhyashyam Mandal	
		(16) Md. Yasin	
		(17) Shri Lambodar Karmakar	
		(18) Shri Sourendra Mohan Chakravorty.	
		(19) Messrs. Calcutta Co., Ltd.	Construction of creteways.
		(20) Shri N. C. Kundu ..	Construction of waterbound road.

(Entries (1)–(18) of Nalhati are bracketed together against "Construction of 40′ deep 4′ 0″ internal diameter masonry well.")

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
6	Sonamukhi ..	(1) Shri Bejoy Chand Bit ..	Sinking of R. C. C. rings 3′ internal and 3′ 5″ external diameter 1′ high reinforced.
		(2) Shri Gopal Chandra Chandra.	Sinking of R. C. C. rings 4′ internal and 4′ 6″ external diameter 1′ high reinforced.
		(3) Messrs. K. Lahiri & Co.	Mooram and stone metal supply and construction of culvert.
7	Guskara ..	(1) Messrs. S. P. Mullick & Co.	Clearing jungles and trees obstructing the flow of Koonoor river.
		(2) Shri Nerode Baran Paul	Construction of waterbound road.
		(3) Shri R. Mitra ..	Sinking of $1\frac{1}{2}''$ diameter tube-wells with deep well pumps.
		(4) Shri A. K. Ghosh ..	
		(5) Messrs. Calcutta Co., Ltd.	Construction of waterbound road.
8	Ahmadpur ..	(1) Nimdanga Village Kupnirman Samity.	Sinking of 4′ 0″ diameter R. C. C. ring-well.
		(2) Majhigramdanga Village Kupnirman Samity.	
		(3) Barasangra Kup Khanan Samity.	
		(4) Dewash Kup Khanan Samity.	
		(5) Nonadanga Kupnirman Samity.	
		(6) Shri Satya Deb Mandal ..	
		(7) Chowhatta Kup Khanan Samity.	
		(8) Dubsa Kupnirman Samity	
		(9) Hirapore Kupnirman Samity.	
		(10) Gopdighi Kupnirman Samity.	
		(11) Goraipur Kupnirman Samity.	
		(12) Patharghat Kupnirman Samity.	
		(13) Uttardurgapur Kupnirman Samity.	
		(14) Rakhareswar Kupnirman Samity.	
		(15) Fulur Kupnirman Samity	
		(16) Kalikapur Kupnirman Samity.	
		(17) Amarpur Kup Khanan Samity.	
		(18) Dhandanga Kupnirman Samity.	
		(19) Baharpur Kupnirman Samity.	
		(20) Paschim Sahapur Kupnirman Samity.	
		(21) Hatora Kupnirman Samity.	
		(22) Udha Kup Khanan Samity	
		(23) Shri Ram Kinkar Sarkar	
		(24) Janab Noor Mahammad ..	
		(25) Md. Manjural Haque ..	

Serial No.	Name of Block.	Names of persons to whom contracts were given.	Particulars of contract.
1	2	3	4
		(26) Shri Ram Kinkar Sarkar	Casting of 4′ 0″ diameter R. C. C. rings.
		(27) Shri Ram Sarup Agharwalla	Casting of 3′ 0″ diameter R. C. C. rings.
		(28) Messrs. J. Bhattacharjee & Co. (29) Messrs. Banerjee Brothers & Co.	Construction of waterbound road.
9	Baruipur ..	(1) Messrs. A. K. Ghosh & Co.	Construction of creteway.
		(2) Shri M. P. Maitra ..	Construction of waterbound road.
		(3) Shri Ajit Kumar Ghosh ..	Ditto.
		(4) Messrs. Mahamuni Construction. (5) Messrs. Punith Lal Sinha & Brothers.	Construction of creteway and waterbound road.
		(6) Shri N. N. Ghosh .. (7) Messrs. Lakshmi Narayan Engineering Co.	Sinking of tube-wells.
		(8) Shri D. N. Mandal ..	Setting up a Demonstrative Windmill for pumping water from tube-well.
		(9) Shri D. N. Mandal ..	Construction of masonry drain including retaining walls.
		(10) Shri D. N. Mandal ..	Sinking of 1½″ diameter tube-well and construction of well-latrine.
10	Dinhata ..	(1) Shri Sailendra Nath Roy (2) Shri Satish Chandra Ghosh	Construction of timber bridge over village roads.

Inclusion of irrigation schemes for Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations in the Second Five-Year Plan

46. Sj. Dhananjoy Kar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন সেচ পরিকল্পনা আছে কিনা?

Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়নি।

Construction of a waiting room at Canning Motor Launch Ferry Ghat

47. Sj. Lalit Kumar Sinha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ২৪-পরগণা জেলার ক্যানিং থানার ক্যানিং মোটরলঞ্চ ঘাটে লঞ্চ-যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার ও লঞ্চ সিণ্ডিকেটের কার্যালয় নির্মাণের জন্য সরকার অর্থ-সাহায্য দিতেছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ কত, এবং

(২) সরকারের দেয় অর্থ মোট খরচের কত অংশ?

Chief Minister and Minister-in-charge of the Development Department (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক) লঞ্চ সিণ্ডিকেটের কার্যালয় নির্মাণের জন্য সরকার কোন অর্থ মঞ্জুর করেন নাই; তবে নৌকা এবং লঞ্চে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য এবং নিকটস্থ বাজারে আগন্তুকদের জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণার্থ অর্থ মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে।

(খ)(১) ১০,০০০৲ টাকা।

(২) অর্দ্ধাংশ।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই সরকার যে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন ব'লে বলেছেন, সেই টাকা সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা কি না?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Lalit Kumar Sinha:

এই যে উত্তরে বলেছেন, নৌকা এবং লঞ্চে যাতায়াতকারী যাত্রীদের বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী করা হয়েছে—এই ঘরটা নির্মাণে কত খরচ পড়ছে?

Sj. Tarun Kanti Ghosh:

২০ হাজার টাকা।

Cinchona industry at Mungpoo

48. Dr. Saurendra Nath Saha: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(*a*) total capital invested up to date in the Government Cinchona industry at Mungpoo;

(*b*) amount of quinine produced in West Bengal each year from 1948 to 1954;

(*c*) amount of profits, if any, earned by the West Bengal Government from Cinchona industry each year from 1948 to 1954;

(*d*) amount of quinine imported to West Bengal during the same period; and

(*e*) the price per pound of the quinine produced in West Bengal and that of quinine imported from outside each year from 1948 to 1954?

Deputy Minister for Commerce and Industries Department (Sj. Sowrindra Mohan Misra): (*a*) Rs. 46,23,084.

(*b*)—

		Lb.
1948-49	.. .. ..	67,285
1949-50	.. .. ..	62,920
1950-51	.. .. ..	35,985
1951-52	.. .. ..	47,212
1952-53	.. .. ..	58,750
1953-54	.. .. ..	56,000

(*c*)—

		Rs.
1948-49	.. .. ..	Nil
1949-50	.. .. ..	5,32,420
1950-51	.. .. ..	13,54,637
1951-52	.. .. ..	Nil
1952-53	.. .. ..	13,52,451
1953-54	.. .. ..	12,51,387

(*d*) Figures of import of quinine, exclusively for West Bengal, are not available.

(*e*)—

		Price of quinine produced in West Bengal. (Per lb.) Rs. a.	Price of quinine imported from outside. (Per lb.) Rs. a.
1948-49	..	37 0	49 8
1949-50	..	37 0	40 12
1950-51	..	43 0	46 0
1951-52	..	48 8 to 51 0 (according to quality and the total quantity taken at a time).	50 4 (B.P. 1948).
1952-53	..	44 8 to 47 0 (according to quality and total quantity taken at a time).	50 4 (B.P. 1948).
1953-54	..	41 0 to 45 0 (according to quality and quantity taken at a time).	A ban has since been imposed on import of quinine with effect from 1st January, 1953.

Sj. Saurendra Nath Saha:

১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে এই দুই বৎসরে কুইনিনের প্রডাকসান কম হবার কারণ কি মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

Sj. Sowrindra Mohan Misra:

আগে গভর্ণমেন্ট ষ্টাণ্ডার্ডে কুইনিন তৈরী হ'ত কুইনিন ফ্যাক্টরীতে; তারপরে যখন বি, পি, ষ্টাণ্ডার্ড করা হয়, সে বছর, আগে যা গভর্ণমেন্ট ষ্টাণ্ডার্ডে তৈরী হ'ত তা থেকে বি, পি, ষ্টাণ্ডার্ড করায় নর্মাল প্রডাকশন কম হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

যে টাকা প্রফিট পাওয়া যায় তার কত পারসেন্ট লেবার ওয়েলফেয়ারে খরচ হয়?

Mr. Speaker: That does not arise out of this question. That is a separate question for the Labour Department.

Sj. Saurendra Nath Saha:

১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫১-৫২তে প্রফিট না হওয়ার কারণ কি?

Sj. Sowrindra Mohan Misra:

সে বছর বাইরে থেকে অনেক কুইনিন আসে, এবং এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল ড্রাগসও বেশী বিক্রয় হয়েছে, কাজেই গভর্ণমেন্ট কুইনিন বেশী বিক্রয় হয় নাই; কম বিক্রয় হয়েছিল ব'লেই প্রফিট্ হয় নাই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এটাতে কি ধ'রে নিতে হবে যে গভর্ণমেন্ট কুইনিনের এফিকেসি কম ব'লে———

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Ganesh Ghosh:

কুইনিন যে দামে বিক্রয় হয় সেটা কত পারসেন্ট প্রফিটে বিক্রয় করা হয়?

Sj. Sowrindra Mohan Misra:

নোটিশ চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may tell the House that when we came into the scene in 1948 we found that there was in existence an order for a very large quantity of Mepacrine which is a product manufactured by May & Baker, although we had in our stock something like 1,20,000 lbs. of quinine. Obviously during the war and soon afterwards Paludrin and Mepacrine were being pushed in order to sell products from outside keeping back our own products. We stopped that order, which was not till then executed, for imports from outside and gradually worked up. As a matter of fact at the beginning they did not prepare quinine here up to the B. P. Standard. Then we had quinine which would compete with foreign imports and the first step that we took was to get the quinine converted into the standard quinine of the pharmacopical brand.

Sj. Ganesh Ghosh: What I wanted to ask from you is whether any profit is kept for selling this quinine to the patients or the people in general.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, Sir. As a matter of fact we do not make any profit although you will see that the price is lower than the price of the imported goods. We do not make any profit. We just pay our way.

Sj. Ganesh Ghosh: How does this profit accrue then?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That big profit has been invested in increasing the machinery that is necessary, for the purpose of converting crude quinine into finished product.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Relief to the people in distress due to destruction of crops in Narayangarh and Keshiari police-stations

***113. Sj. Surendra Nath Pramanik:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ী থানার যে-সকল ইউনিয়নে শস্যহানি ঘটিয়াছে সেইসকল ইউনিয়নবাসীদের "রিলিফ" দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to starred question No. 113

থানার নাম।	টেষ্ট রিলিফের কাজ।			খয়রাতি সাহায্য।
	মজুরের সংখ্যা। (Man-days of work.)	মজুরী বাবদ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ।	মজুরী বাবদ যে চাউল দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ।	খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা।
		টাকা।	মণ।	
নারায়ণগড় ..	১,৮৬,০০৭	১,৩৫,৫৪৪৲	১১,৬৬০	১৪,৩৬৯
কেশিয়াড়ী ..	১,৩৪,৪৮১	৮০,২৬৫৲	১০,১৭০	৭,৫৭৫

থানার নাম।	সাহায্য বাবদ মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ।		
	কৃষিঋণ।	মধ্যবিত্ত পরিবারকে প্রদত্ত ঋণ।	কারিগরী ঋণ।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
নারায়ণগড় ..	২৭,০০০৲	১৮ ০০০৲	৯,০০০৲
কেশিয়াড়ী ..	১৩,৯০০৲	৯,৭০০৲	২,৫০০৲

Distress among the agricultural labourers within Jhargram and Sadar subdivisions of Midnapore district

***114. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ও সদর মহকুমার গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক ক্ষেত-মজুর ও গরীব কৃষক কাজ ও খাদ্যের অভাবে নিজ নিজ গ্রাম ও জেলা ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন;

(খ) অবগত থাকিলে, খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য মেদিনীপুর জেলার সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কতগুলি সস্তা দরের চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে; এবং

(গ) দুঃস্থ ক্ষেত-মজুরদের রিলিফের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) কর্মক্ষম দুঃস্থদের জন্য ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলিফ এবং অক্ষম দুঃস্থদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ক্ষেত-মজুরেরা চাষের কাজ করিতেছে এবং অক্ষমদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে। চাউলের দর বৃদ্ধি পাইলে ন্যায্য মূল্যে চাউল বিক্রীর দোকান খুলিবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে (ক) প্রশ্নে লেখা আছে বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি—এই বর্তমান কোন বৎসরের তা জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I think it refers to the month of June upto the midle of July, 1955.

Sj. Saroj Roy:

গত এক মাস পূর্বে মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন যে-সব টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক বন্ধ হয়েছে সেগুলি তাড়াতাড়ি সুরু করা হবে; মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কতদিনে টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক সুরু করা হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may tell the honourable member that test relief works were continued up till 9th of July, 1955. When transplantation started, test relief work was stopped. We intend to start test relief work again as soon as weather permits.

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

বর্তমান বছরে এখন এই সকল টেষ্ট রিলিফ করা দরকার বোলে কোন দরখাস্ত এসেছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন

"As soon as weather permits"

এটা একটু পরিষ্কার কোরে বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Weather is not conducive to test relief work. It is not possible at this time of the season.

Sj. Saroj Roy:

ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং সদর মহকুমার বহু জায়গায় বর্ষা হওয়া সত্ত্বেও মাটি কাটা হ'তে পারে, সেটা জেলা কর্তৃপক্ষ স্বীকার কোরেছেন এবং সেখানে বহু বেকার আছে।

Mr. Speaker: That is a hypothetical question. If it is to elicit information, it can be answered.

Sj. Saroj Roy:

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু হ'তে পারে; সেই সমস্ত জায়গায় শীঘ্র কাজ সুরু করা হবে কি?

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may tell the honourable member that the District Magistrate has been instructed to undertake test relief works as soon as weather conditions permit.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে বলেছেন যে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইলে ন্যায্য মূল্যে চাউল বিক্রীর দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করার কথা—সেই ন্যায্য মূল্য কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ন্যায্যমূল্য

is Rs. 17-8 per maund retail.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

মেয়েদের কাজের জন্য যে টেষ্ট রিলিফএর কাজ, ধান ভাঙ্গার পরিকল্পনা ছিল, সে বিষয় সরকার কি করছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may tell the honourable member that paddy-husking work is going on in a number of centres in the district of Midnapore.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে ধানভাঙ্গা স্কীমএ ধান নিয়ে আসা এবং চাল নিয়ে যাওয়ার যে খরচ সেটা কি সরকার দেবেন ব'লে স্থির করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Wherever necessary that will be borne by Government.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যে-সমস্ত জায়গায় ধান নিয়ে আসা হচ্ছে এবং চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই বহনের খরচ দাবী করা হয়েছে, সেটা সরকার দেবেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যেখানে গভর্ণমেন্ট প্রয়োজন মনে করবেন সেখানে নিশ্চয়ই দেবেন।

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

এই সময় ঝাড়গ্রাম বা সদরে চালের দর কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

চালের দর ১৬৷৷৹ থেকে ১৬৸৹ টাকা মণ।

Sj. Nripendra Gopal Mitra:

১৭৷৷৹ টাকায় পাওয়া যায় কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে।

Sj. Saroj Roy:

সদর মহকুমা ঝাড়গ্রামের যে সমস্ত অঞ্চলে ১৫৷৷৹ টাকা দরেও লোকে চাল কিনতে পারছে না, তাদের কম দামে চাল দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question, you are assuming something, put a straight question.

Sj. Saroj Roy:

এখানে লোকে ১৫॥৹ টাকা দরেও চাল কিনতে পারছে না। এর কমে চাল দেবার কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না?

Mr. Speaker: That is also conditional.

Sj. Sudhir Chandra Das:

এই যে চালের দরের কথা ১৫-১৬ টাকা বললেন, এটা কোন সপ্তাহের, কোন মাসের?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি ১৫-১৬ টাকা বলি নি। আমি বলেছি ১৬॥৹ টাকা থেকে ১৬৸৹ টাকা।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এখানে মাটীর কাজ ছাড়া অন্য ধরণের টেষ্ট রিলিফএর কাজ করার পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is again a hypothetical question.

Sj. Dhananjoy Kar:

গত সপ্তাহে গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানায় ২০ টাকা মণ চালের দর গিয়েছে, এটা আপনি জানেন কি?

Mr. Speaker:

এটা ত এক বৎসর আগেকার কোশ্চেন।

Sj. Dhananjoy Kar:

না, স্যার, এটা এখনকারই। উনি বলেছেন চালের দর কম। সেইজন্য আমি বলছি গত সপ্তাহে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রামে ২০ টাকা মণ দরে চাল বিক্রী হয়েছে, এ খবর জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, সেটা আমি জানি না।

Sj. Dhananjoy Kar:

দয়া ক'রে খবর নেবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নেবো।

Surplus personnel of Food Department

***115. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(*a*) how many employees of the Food, Relief and Supplies Department of the Government of West Bengal have been declared surplus;

(*b*) how many of those surplus employees have been absorbed in other departments of the Government;

(*c*) how many of those surplus employees have been discharged from service up till now;

(*d*) if it is a fact that many surplus employees of the Food Department have been retrenched after being allotted to other departments;

(*e*) if so, how many employees have thus been retrenched;

(*f*) what is the policy of the Government with regard to those employees who have not yet been declared surplus;

(*g*) if it is a fact that deputation of the Food and Supply Department's employees waited upon the Chief Minister to discuss the question of absorption of the surplus staff; and

(*h*) if so, what is the result of the deputation?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) Up to 15th July, 1955, 12,352 persons, viz., 7,684 in superior service and 4,668 persons in inferior service.

(*b*) Up to 15th July, 1955, alternative appointments have been offered to 9,093 persons, viz., 5,672 in superior service and 3,421 in inferior service.

(*c*) None.

(*d*) and (*e*) Yes; 43 persons have so far been retrenched.

(*f*) Those employees who have not been declared surplus will continue in the Department under the existing terms and conditions of their appointment so long as there will be necessity for their retention.

(*g*) Yes.

(*h*) The Food Minister saw the deputationists on 26th February, 1955, and advised them that he was prepared to look into their individual grievances if brought to his notice.

Sj. Ganesh Ghosh: Am I to understand that the numbers given in (*b*) are exclusive of the numbers given in answer (*a*)?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: No. (*a*) gives the total number of persons so far declared surplus and No. (*b*) gives the number of persons who have been provided with alternative appointments.

Sj. Ganesh Ghosh: Of the persons mentioned in answer (*b*), is there anybody who has refused to accept these appointments?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Some might have refused to accept appointment. I cannot give you any answer offhand.

Sj. Ganesh Ghosh: Have all persons accepted the offer?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may tell the honourable member that 99.9 per cent. have accepted the offer.

Sj. Ganesh Ghosh: The figure given in (*d*) and (*e*)—43—has it been included in the figure given in answer (*a*)?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Out of the total number of persons declared surplus (*b*) gives the number of persons who have been given alternative employment.

Sj. Ganesh Ghosh: What I wanted to know is, after having been given appointment, 43 persons have been retrenched......

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Forty-three persons were retrenched not by my department but by some other departments.

Sj. Ganesh Ghosh: Is it the policy of the Government to send persons of the Food Department to other departments and to retrench them?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: No, Sir, of the 43 persons retrenched, 16 have been reappointed and the rest have been interviewed for absorption elsewhere—in other departments.

Sj. Ganesh Ghosh: Of the figures given in (*b*), are all the posts permanent posts?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot say that—I want notice.

Sj. Ganesh Ghosh: Am I to understand that most of the posts which have been offered to these persons are subject to retrenchment earlier?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot say that.

Sj. Jyoti Basu: With respect to answer (*b*), what has happened to the three thousand and odd persons who have been declared surplus and not provided with alternative employment?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: They have been retained by the Food Department.

Sj. Jyoti Basu: With respect to answer (*f*), it has been stated that those employees who have not been declared surplus will continue and 3,000 persons have been declared surplus and they are continuing in the department.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: They are awaiting to be absorbed elsewhere.

Sj. Jyoti Basu: So, the total number of persons who are awaiting to be absorbed elsewhere is about 3,000?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Yes, on that date. Today it will be about 2,000 and odd.

Sj. Jyoti Basu: Has the Government by now made any arrangement to send these 3,000 people to other jobs—has any scheme been drawn up?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: As vacancies occur, they are being absorbed.

Sj. Jyoti Basu: How long will their jobs continue in this department?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot say definitely.

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

যাদের alternative appointments দেওয়া হয়েছে, তারা পূর্বে যে বেতন পাচ্ছিল এখনও কি তাই পাবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: They are getting comparable pay.

Sj. Madan Mohon Khan :

আপনি কি জানেন যে মেদিনীপুর কালেক্টরীতে ৩৪ জন Temporary ?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question. It is not a specific question particularly on Midnapore.

Sj. Madan Mohon Khan:

সিভিল সাপ্লাই ষ্টাফএ এবজর্ব করার জন্য মেদিনীপুর কালেক্টরী থেকে ৩৪ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I am not aware of that.

Sj. Jyoti Basu: Is it a fact that these surplus staff are being sent to places where other staff have been working and, after they have been retrenched, these staff are being employed there?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I have no such information.

Absorption of surplus employees of the Food Department

***116. Sj. Subodh Choudhury:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(*a*) how many employees of the Food, Relief and Supplies Department of the West Bengal Government have been declared surplus up to date;

(*b*) how many of the employees, if any, have been retrenched up to date;

(*c*) how many have been absorbed in other departments of the Government; and

(*d*) what steps, if any, have been taken by the Government to absorb the entire surplus staff in other departments of the Government?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) Up to 15th July, 1955, 12,352 persons, viz., 7,684 in superior service and 4,668 in inferior service.

(*b*) None.

(*c*) Up to 15th July, 1955, 9,093 persons, viz., 5,672 in superior service and 3,421 in inferior service.

(*d*) Government have imposed a ban on direct recruitment of staff by other departments of Government until all possible attempts to find employment of the surplus personnel of the Food, Relief and Supplies Department (Food and Supplies) have been made. A Special Officer has been employed in the Chief Minister's Secretariat whose duty is to consider the claims of the surplus personnel for alternative employment and to keep a watch on the progress of absorption of these employees.

Delay in payment of wages in test relief works within Contai subdivision

***117. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, কাঁথি মহকুমায় টেষ্ট রিলিফ কার্যের মজুরী বাবদ ধান্য, চাউল বা টাকা বহু কেন্দ্রে ৭ দিন হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত শ্রমিকদিগকে মিটান হয় নাই;

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি;

(গ) ইহা কি সত্য যে—

(১) টেষ্ট রিলিফের মজুরীর মূল্য অধিক দিন বাকী পড়ায় শ্রমিকদিগকে অর্দ্ধাশন ও অনশনে দিন কাটাইতে হইয়াছে, এবং

(২) ধান্য ও চাউল সরবরাহের অসুবিধার জন্য কাঁথি মহকুমার বহু ইউনিয়নে খয়রাতি সাহায্যের কার্য আরম্ভ হয় নাই; এবং

(ঘ) যদি (গ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) ও (খ) মজুরীর টাকা ঠিক সময়মতই দেওয়া হইয়াছিল, তবে কোনও কোনও কেন্দ্রে সরবরাহের অসুবিধার দরুণ মজুরী বাবদ ধান্য বা চাউল দিতে কিঞ্চিৎ দেরী হইয়াছিল।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন—"অসুবিধার দরুণ মজুরী বাবদ ধান্য বা চাউল দিতে কিঞ্চিৎ দেরী হইয়াছিল", এই কিঞ্চিৎ অর্থে কত দিন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কিঞ্চিৎ মানে এই ৪।৫ দিন।

Sj. Sudhir Chandra Das:

এজন্য বহু টেষ্ট রিলিফ কেন্দ্রে ২০।২৫ দিন পর্যন্ত মজুরী বাবদ ধান্য বা চাউল পায় নি জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন মেদিনীপুর জেলায় টেষ্ট রিলিফ বন্ধ আছে, কাজে কাজেই এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Natendra Nath Das:

কাঁথি মহকুমায় বহু কেন্দ্রে ২০।২৫ দিন পর্যন্ত লোকের মজুরী বাকী আছে এবং এখন পর্যন্ত দেওয়া হয় নি, মহকুমা-শাসককে বার বার অনুরোধ করেছি, তিনি নাকি আপনাকে জানিয়েছেন, এ-কথা সত্য কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I will ask the honourable member to write to me, and I will look into the matter.

Rise in price of flour and atta

***118. Sj. Amarendra Nath Basu:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(*a*) whether Government are aware that atta and flour are selling at a rate much above the rate fixed by Government for Fair Price shops in the Calcutta market as well as throughout West Bengal;

(*b*) if so, what is the reason therefor;

(*c*) what steps, if any, have been taken by the Government to prevent this upward trend in the price of atta and flour; and

(*d*) what arrangements, if any, have been made by the Government for sale of atta and flour at fair price to the consumers?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) There are at present no fixed prices for sale of atta and flour, nor are they sold through Fair Price shops.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এত দেরী লাগল কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি জবাব দিতে দেরী হ'তে পারে না, কারণ ৪ মাস আগে পর্যন্ত আটা বিক্রী করেছি ফেয়ার প্রাইসএ সুতরাং প্রশ্নোত্তর দিতে দেরী হয়েছে এ-কথা বলা যায় না।

Rise in price of rice and paddy in Contai subdivision

***119. Sj. Sudhir Chandra Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) চলতি বছরে (১৩৬২-৬৩) ধান্য ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য সরকার কি ধার্য করিয়াছেন;

(খ) মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমায় শস্যহানির অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা কি সত্য;

(গ) সত্য হইলে, এই মূল্যবৃদ্ধি কমাইবার জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন;

(ঘ) নির্দিষ্ট মূল্যে ধান্য ও চাউলের দোকান খুলিয়া বিশেষভাবে শস্যহানির অঞ্চলে বৃদ্ধিমূল্য কমাইবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা;

(ঙ) করিয়া থাকিলে, কাঁথি মহকুমায় কয়টি দোকান খোলা হইয়াছে; এবং

(চ) ধান্যঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) না।

(খ) গত জুন মাসে কাঁথি মহকুমায় গড়ে মণপ্রতি টাকা ১৪॥৵· হইতে টাকা ১৪৳· মধ্যে চাউল বিক্রয় হইতেছিল। জুলাই মাসের প্রথমে চাউলের মূল্য গড়ে মণপ্রতি ।৵· আনা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(গ) ও (ঘ) চাউলের নিম্নতম মূল্য ১৭॥· টাকার ঊর্ধ্বে উঠিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ন্যায্যমূল্য দোকান মারফৎ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারী পরিকল্পনায় আছে।

(ঙ) এ প্রশ্ন বর্তমান অবস্থায় উঠে না।

(চ) হ্যাঁ।

Sj. Sudhir Chandra Das:

কাঁথি সহরে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে চাউলের দর কত ছিল জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may say from memory. So far as I remember it was less than Rs. 17-8.

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (চ)এর উত্তরে বলেছেন—হ্যাঁ। আজ পর্যন্ত কতগুলি দেওয়া হয়েছে, কত মণ ধান দেওয়া হয়েছে বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার যতদূর স্মরণ আছে ২॥ লক্ষ মণ দেওয়া হয়েছে বাংলা দেশে।

Sj. Saroj Roy:

(চ)এর উত্তরে বলেছেন—হ্যাঁ। ধান্য ঋণ যেটা দেওয়া হয় সেটা কি পরিশোধ ধানে নেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধানে পরিশোধ নিতে পারব না, টাকায় নিতে হবে।

Sj. Sudhir Chandra Das:

ধান্য-ঋণ কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঠিক ঠিক বলতে পারব না—যতদূর মনে হয় বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

আর কোথাও নয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঠিক মনে নাই।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই টাকা যে পরিশোধ করতে হবে ধানের দাম কত হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বর্ত্তমান ধানের দর হিসাবে ঠিক করেছি।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এখন ধানের দর যা, যে বৎসরে শোধ হবে তখন কি হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন যদি ৯ টাকা দর হয় তো শোধ দেবে ৯ টাকা ক'রে, যদি ৮ টাকা দর হয় তো **সেই** দরই দিতে হবে।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

কোন সুদ দিতে হবে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

তার পরিমাণ কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঠিক বলতে পারি না, যতদূর মনে হয় ৬½ পার সেন্ট।

Staff of the Agriculture Directorate

***120. Sj. Gangapada Kuar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) total number of staff of different categories in the Agriculture Department;

(*b*) their scales of pay;

(*c*) whether there are any rules governing their—

(*i*) promotion, and

(*ii*) transfer;

(*d*) if so, what are the rules;

(*e*) whether it has been mandatory upon all the Union Agricultural assistants to purchase cycles on loan basis to be repaid by instalments;

(*f*) if so, what are the reasons thereof; and

(*g*) what are the provisions, if any, for providing housing accommodation to the Union Agricultural assistants in rural areas?

Janab Abdus Shokur (on behalf of the Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed): (*a*) and (*b*) Presumably the Directorate of Agriculture is meant. A statement is laid on the Library Table.

(*c*) and (*d*) Appointment to certain cadres of posts is made exclusively by direct recruitment, e.g., to the Subordinate Agricultural Service, Class I. Appointment to certain other cadres and services is made exclusively by promotion from an inferior cadre, e.g., to the cadre of Livestock Officers to which appointment is made exclusively by promotion from the cadre of

Assistant Livestock Officers. To other services appointment is made partly by direct recruitment and partly by promotion, such as appointments to the West Bengal Higher Agricultural Service and the West Bengal Agricultural Service. Ratio between direct recruitment and promotion is 2:1 in the case of West Bengal Higher Agricultural Service and 1:1 in the West Bengal Agricultural Service. Selection for promotion is made by the appointing authority in consultation with the Public Service Commission, when promotions are made to gazetted rank on the basis of service record and merit.

There are no rules relating to transfers which are made in the exigencies of public service.

(*e*) No.

(*f*) Does not arise.

(*g*) No provision has been made by Government. The Union Agricultural assistants, like most other Government employees, find their accommodation.

Sj. Gangapada Kuar:

(জি) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন—এগ্রিকালচার্যাল এ্যাসিস্ট্যান্টদের অন্যান্য এমপ্লয়িজদের ন্যায় এ্যাকোমোডেশান খ‌ুঁজে নিতে হয়। এ-কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন যে বহ‌ু এগ্রিকালচার্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট বাসা খ‌ুঁজে না পেয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নএ থাকে এবং সেটা তার নিজের ইউনিয়ন থেকে বহ‌ু দ‌ূরে?

Janab Abdus Shokur:

এ খবর আমার জানা নাই।

Sj. Gangapada Kuar:

হাউস রেন্ট কত?

Janab Abdus Shokur:

৫ টাকা ক্যাম্প এ্যালাউয়েন্স।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপ‌ুটি মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৫ টাকা ক'রে হাউস রেন্ট এ্যালাউয়েন্স দিলে তারা যে-সব অঞ্চলে আছেন সেই সব অঞ্চলে ঘর ৫ টাকায় পাওয়া যায় কি না?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপ‌ুটি মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে হাউস এ্যালাউয়েন্স যা দেন তাতে ঘর না পাওয়ায় তাদের কাজের ক্ষতি হয়?

Janab Abdus Shokur:

না, আর গ্রামাঞ্চলে ঘর পাওয়া যাবে না সেটা কি ক'রে ব‌ুঝবো?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপ‌ুটি মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, যে-সমস্ত জায়গায় তাদের বাস করতে হয়, তারা সে জায়গায় না থেকে হেড কোয়ার্টার্সএ এসে থাকে তারজন্য কাজের ক্ষতি হয়?

Janab Abdus Shokur:

এর‌ূপ সংবাদ আমার জানা নাই।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এ-কথা জানবার চেষ্টা করবেন কি?

Janab Abdus Shokur:

স্পেসিফিক কেস জানাবেন তাহ'লে চেষ্টা করবো।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

হাউস এ্যালাউয়েন্স বাড়াবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

Janab Abdus Shokur:

হ্যাঁ, একটা পরিকল্পনা আছে। কিন্তু ২৪ হাজার লোকের জন্য বাড়ী করতে গেলে হাজার টাকা হিসাবেও ২৪ লক্ষের মত খরচ পড়ে, আমরা বিবেচনা ক'রে দেখছি এটা খরচ করতে পারা যাবে কি না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এখন তারা যেভাবে বাস করছে সে অবস্থায় কোন মানুষ থাকতে পারে কি না?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Madan Mohon Khan:

ইউনিয়ন এ্যাসিষ্ট্যান্টদের কোন বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা আছে কি না?

Mr. Speaker:

সে কথা তো আগেই হয়েছে—ঐ যে বল্লেন ২৪ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে!

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে বর্ত্তমানে তারা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কোন মানুষ বাস করতে পারে না?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন উঠে না।

That is a vague question.

Rate of bus fare in different bus routes of Contai subdivision

***121. Sj. Natendra Nath Das:** (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state whether Government are aware—

(*i*) that the rate of bus fare prevailing in the different bus routes of Contai subdivision such as the Contai-Midnapore, Contai-Khargpur, Contai-Belda, Contai-Digha and Contai-Kalinagar routes is higher than the rates prevailing in other districts; and

(*ii*) that the High Court decided in favour of the R.T.A., Midnapore, in respect of the power of R.T.A., Midnapore, to reduce the rate of bus fares?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, Government have taken or propose to take for reduction of bus fares in Contai subdivision?

(*c*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government have fixed maximum and minimum limits in fixing bus fares in Midnapore district; and

(*ii*) if so, whether Government consider the desirability of fixing bus fares for different routes in Midnapore district within those limits?

Deputy Minister for Home (Transport) Department (Sj. Satish Chandra Roy Singh): (*a*) and (*c*)(*i*) No.

(*b*) and (*c*)(*ii*) Do not arise.

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (*a*)(*i*)এ যে প্রশ্ন ছিল—

that the rate of bus fare prevailing in the different bus routes of Contai subdivision such as the Contai-Midnapore, Contai-Khargpur, Contai-Belda, Contai-Digha and Contai-Kalinagar routes is higher than the rates prevailing in other districts.

এর উত্তরে বলেছেন 'নো', তাহ'লে 'হাইয়ার' যখন নয় তখন 'লোয়ার' কি?

Sj. Satish Chandra Roy Singh:

অন্যান্য জেলা থেকে বাস ফেয়ার বেশী নয়।

Sj. Natendra Nath Das:

বাঁকুড়া জেলার বাস ফেয়ার রেট আপনার নিকট আছে কি?

Sj. Satish Chandra Roy Singh: Bankura one anna per mile, Birbhum average one anna per mile, whereas Contai subdivision nine pies per mile.

[3-30—3-40 p.m.]

Issue of permits for motor vehicles on certain routes of Malda district

***122. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) মালদহ-রাজমহল রোড, খেজুরিয়া রোড, বালুরঘাট-গঙ্গারামপুর রোড, এই-সকল রাস্তায় মোটর বাস ও ট্রাক-চালনার পারমিট কাহার দ্বারা দেওয়া হয়;

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, ঐসব রাস্তায় প্রয়োজনের তুলনায় মোটর বাস অনেক কমসংখ্যক দেওয়ায় যাতায়াতকারীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়;

(গ) সত্য হইলে, তাহার প্রতিকারের সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী ছাড়া স্থানীয় প্রাইভেট কোম্পানীকে ঐসব রাস্তায় মোটর বাস বা ট্রাক চালাইবার পারমিট দেওয়া হইতেছে না?

Sj. Satish Chandra Roy Singh:

(ক) এইসকল রাস্তার যে অংশ মালদহ জেলায় পড়িয়াছে তাহার জন্য মালদহের R.T.A. পারমিট দিয়া থাকেন, এবং যে অংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পড়িয়াছে তাহার জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের R.T.A. পারমিট দেন, এবং যে সমস্ত বাস ও ট্রাক এই সমস্ত রাস্তায় এক জেলা হইতে অপর জেলার মধ্যে যাতায়াত করে তাহাদের পারমিট দুই R.T.A.-এর যুক্ত অনুমতিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

(খ) না, এই সব রাস্তায় প্রয়োজন অনুপাতে উপযুক্তসংখ্যক যানবাহনের পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) না।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

মালদহ-বীরভূম রাস্তায় এখনও বাসের অভাবে লোককে একদিন পর্য্যন্ত সেখানে থেকে যেতে হয়, এ খবর জানেন কি?

Sj. Satish Chandra Roy Singh:

এ সংবাদ পাওয়া যায় নি।

Village Defence Party

***123. Sj. Amulya Charan Dal:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলার গ্রামরক্ষী বাহিনীতে কতজন যোগ দিয়াছেন;

(খ) ইঁহাদের দ্বারা কি কি কাজ করান হয়;

(গ) এই গ্রামরক্ষী বাহিনীতে recruitment-এর পদ্ধতি কি; এবং

(ঘ) এঁদের জন্য কোন allowance বা যাতায়াত খরচ দেওয়া হয় কিনা?

Deputy Minister for Home (Defence) Department (Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik):

(ক) ১৯৫৪ সালের শেষ পর্যন্ত ১,২৪০,৯৮১ জন।

(খ) গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ দমন এবং চুরি-ডাকাতি করিয়া ঐ-সকল অপরাধীরা পালাইবার পূর্বে তাহাদিগকে বন্দী করাই এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর প্রধান কাজ।

(গ) গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে এই রক্ষীবাহিনী গঠন করিতে পারেন। কোথাও বা থানা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায়ও ইহা গঠিত হইয়া থাকে। তবে ঐ বাহিনীর সভ্যগণকে প্রথমতঃ থানা কর্তৃপক্ষের এবং পরে জেলা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হয়।

(ঘ) না।

Sj. Madan Mohon Khan:

গ্রাম্য রক্ষী দলকে কোন সাহায্য করবার পরিকল্পনা আছে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

কোন সাহায্য এখনও দেওয়া হয় নি, তবে হুইসেল, টর্চ লাইটএর জন্য কিছু দেওয়া হয়।

Sj. Madan Mohon Khan:

টর্চ লাইটএর ব্যাটারি বাবদ কিছু খরচা করবেন কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

পরে বিবেচনা করা যাবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই যে রক্ষী বাহিনী গ্রাম থেকে রিক্রুট করা হয় কি কি কোয়ালিফিকেশনএর উপরে?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

যারা এই সমস্ত কষ্ট করতে রাজী হয় এবং পুলিস অফিসার যদি তাদের কাজের উপযুক্ত মনে করেন তাহ'লে নেওয়া হয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এদের সততা নির্দ্ধারণ কে করে?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

বলেছি তো পুলিস অফিসার।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এটা কি সত্য গ্রামেতে যারা কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ তারাই এটা ঠিক করেন?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Ananda Gopal Mukherjee: Almost all the villagers are Congressmen.

Sj. Ganesh Ghosh:

গ্রামের কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সভা হ'লে কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের সভা হ'লে এই রক্ষীরা কি সেটা থানায় খবর দেন?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

এটা তাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই গ্রাম্য রক্ষী দল স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড'এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষার কাজ করে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

দরকার হ'লে যার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা আবশ্যক তাহা করেন।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

গ্রামের রক্ষী বাহিনীর যে ক্যাপটেন তার কোন বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

সকলের যা কর্ত্তব্য চুরি -ডাকাতি বন্ধ করা, তারও তাই কর্ত্তব্য।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

গ্রামের বিশেষ বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

আগেই যা বলবার বলেছি।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghosh:

এই ক্যাপটেন কোন মাইনে পায় কি?

[No reply.]

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

এই যে গ্রাম্য রক্ষী দল, এরা ইউনিয়ন বোর্ড'এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

আগেই তো বলেছি।

Sj. Kanai Lal Bhowmick:

ইউনিয়ন বোর্ড সেই ইউনিয়নএর শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী, সেই ইউনিয়ন বোর্ডএর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নির্দেশ কেন দেওয়া হয় না?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

এই সমস্ত গ্রাম্য রক্ষীদের থানায় কোন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

না, এখনও পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেই।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

রক্ষীরা কর্ত্তব্য পালন না করলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

আছে।

Sj. Ambica Chakrabarty:

এই রক্ষী দলের ক'জন চুরি-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত আছে খবর পেয়েছেন?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

জানি না।

Sj. Ambica Chakrabarty:

খবরের কাগজে দেখেন নি?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

খবরের কাগজে অনেক কিছুই তো বের হয়।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

রক্ষী দলের ক্যাপটেনএর কোন কাজ না ক'রেও সুপারিন্টেন্ডেন্ট থেকে সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা আছে কি?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি কি জানেন যে রক্ষী দলে যাঁরা আছেন তাঁদের ওই কাজের মারফৎ সংসার চলে?

Mr. Speaker: That is not allowed.

Collective fines realised from Arambagh subdivision during 1942

***124. Sj. Madan Mohon Saha:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অনেক গ্রামে পাইকারী জরিমানা ধার্য এবং আদায় করা হইয়াছিল;

(খ) সত্য হইলে, কোন্ কোন্ গ্রামে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছিল;

(গ) ইহা কি সত্য যে, বর্ত্তমান সরকার বহু গ্রামের আদায়ীকৃত জরিমানা ফেরৎ দিয়াছেন;

(ঘ) সত্য হইলে, কোন্ কোন্ গ্রামের জরিমানা কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির মারফৎ ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, গোঘাট থানার শ্যামবাজার, বেলডিহা, মামুদপুর গ্রামে যে জরিমানা আদায় করা হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয় নাই; এবং

(চ) সত্য হইলে, কি কারণে ফেরৎ দেওয়া হয় নাই?

Deputy Minister for Home (Publicity and Public Relations) Department (Sj. Gopika Bilas Sen Gupta):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) নিম্নলিখিত গ্রামগুলি হইতে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছিলঃ—

বড়নন্দনপুর, নন্দনপুর, নতিবপুর, পাটুল, আঁকড়ী-ফতেপুর, প্যারচামপুর, শ্যামপুর, বড়দঙ্গল, দহরকুণ্ডু, বালী, দিগড়া, কলাগাছিয়া, শ্যামবাজার, বেলডিহা, মামুদপুর, খেজুরবন্দী।

(গ) না।

(ঘ) ও (চ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, তবে হুগলী জেলা হইতে সমষ্টিগতভাবে আদায়ীকৃত মোট জরিমানা উক্ত জেলার জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিবার জন্য সমবায় সমিতি মারফৎ প্রদান করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

Mr. Speaker: This question relates to incidents in 1942. This Ministry is not responsible what happened in 1942.

Sj. Madan Mohon Saha:

আপনি বলেছেন জরিমানা ফেরৎ দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কোন সমিতি মারফৎ দেওয়া হচ্ছে?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

সমবায় সমিতি লেখাই তো রয়েছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে আপনি (ঙ)তে বলেছেন, ফেরৎ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এটা কোন্ সমিতির মারফৎ?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

সমবায় সমিতির মারফৎ তো লেখাই আছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

কোন্ সমবায় সমিতির মারফৎ?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

নোটিস দেবেন, পরে বলবো।

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি (ঘ) ও (চ)এর উত্তরে বলেছেন, প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু ইংরাজ আমলে ১৯৪২ সালে ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় যাদের ফাইন করা হয়েছিল, এখন স্বাধীন দেশের কংগ্রেস সরকার সেই টাকা তাদের ফেরৎ দেবে না কেন?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Fixation of rate of motor transport fare in Malda district

***125. Sj. Dharani Dhar Sarkar:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মালদহ জেলায় মোটর ট্রান্সপোর্ট-এর ভাড়ার রেট পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মোটর ট্রান্সপোর্টের তুলনায় বেশী; এবং

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি এবং এই রেট কমাইয়া অপরাপর জেলার রেটের সমান করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

(ক) হ্যাঁ, সামান্য কিছু বেশী।

(খ) মোটরযান আইন অনুসারে স্থানীয় R.T.A. সমস্ত ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন, এবং যদি এই ভাড়াতে কাহারও আপত্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত R.T.A. এর নিকট আবেদন করিতে পারেন।

Sj. Dharani Dhar Sarkar:

এই যে (ক)এর উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ, সামান্য কিছু বেশী, এই বেশী হওয়ার কারণটা জানাবেন কি?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

এটা আর, টি, এ, এরা ব্যবস্থা করেন, আমাদের কিছু করবার নাই।

Sj. Madan Mohon Khan:

এই আর, টি, এ, কি ফাইন্যাল?

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta:

হ্যাঁ, সেটাই ফাইনাল।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Discharge of surplus employees of Food Department allotted to Agriculture Department

49. Sjkta. Manikuntala Sen:, Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) how many surplus employees of the Food Department, if there be any, were absorbed in Agriculture Department of the Government of West Bengal;

(*b*) if it is a fact that a number of absorbed employees have been discharged soon after joining the Agriculture Department;

(*c*) if so, how many such employees have thus been discharged; and

(*d*) the reasons for the same?

Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) One hundred and six persons up to 15th July, 1955.

(*b*) Yes.

(*c*) and (*d*) Thirteen; nine for abolition of posts on completion of the project and four on account of their unsuitability in practical work.

Yield of food crops in the State

50. Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(*a*) what is the estimated yield of food crops in maunds in West Bengal during 1954-55;

(*b*) what is the actual yield of food crops in maunds in West Bengal during 1953-54;

(*c*) per capita availability of cereals in 1953-54 and that estimated in 1954-55;

(*d*) extent of damage in maunds to food crops, if any, in 1954-55 due to flood and drought in West Bengal;

(*e*) stock of rice in Government godowns at present;

(*f*) if it is a fact that the Government of West Bengal have got in their possession two lakh tons of surplus rice;

(*g*) if it is a fact that one lakh tons of surplus rice has been handed over to the Centre; and

(*h*) if so, the reasons of accumulation of surplus stock in Government godowns?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) and (*b*)—

[Figures in lakh maunds.]

	Actual yield, 1953-54.	Actual yield, 1954-55.
(*i*) Cereals	14,55,31	10,55,11
(*ii*) Other foodgrains	1,13,07	1,12,78
(*iii*) Sugarcane (in terms of cane), potato and edible oilseeds.	2,97,78	3,59,28
Total ..	18,66,16	15,27,17

(*c*) Per capita availability of cereals out of the production for 1953-54 and 1954-55 is 5·11 maunds and 3·68 maunds, respectively.

(*d*) Estimated damage to

rice due to flood—38 lakh maunds.

rice due to drought—174 lakh maunds.

This does not include a loss of about 114 lakh maunds caused by reduction of acreage of paddy by about 8 lakh acres due to drought.

(*e*) and (*f*) Stock in hand of Government on 30th June, 1955, was 97·6 thousand tons including paddy in terms of rice.

(*g*) 203 thousand tons in terms of rice had been offered to the Government of India out of the stock available at the time of decontrol.

(*h*) To meet the commitments for the period of control, procurement was made both internally and externally in 1954. The bulk of the purchase was made during the usual peak procurement season from January to May. As a result of decontrol and derationing with effect from the 10th July, 1954, there was free movement of rice/paddy all over the State, and this led to the accumulation of stock.

Beggars and homeless vagrants in the State

51. Sj. Gangapada Kuar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government have got any statistics showing the approximate number of beggars and homeless vagrants in the State;

(*b*) if so, what is the total number of beggars and homeless vagrants in the State;

(*c*) whether the Government have got any scheme for the social and economic rehabilitation of those beggars and homeless vagrants; and

(*d*) if not, whether the Government consider the desirability of preparing any scheme to this effect in the near future?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) and (*c*) Yes.

(*b*) 42,625.

(*d*) Does not arise.

Sj. Gangapada Kuar: With reference to answer to question (*c*), will the Hon'ble Minister be pleased to state what scheme is there for the social and economic rehabilitation of beggars and homeless vagrants in the State?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: As soon as a person is declared vagrant he is taken charge of and sent to one of the homes either in Golapbagh or in Calcutta.

Amalgamation of cadres of Overseers and Estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service

52. Sj. Tarapada Dey: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Works and Buildings Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that there was an order for amalgamation of cadres of Overseers and Estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service; and

(*ii*) that no option was given to the Overseers and Estimators to come under the new amalgamated cadre?

(*b*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many vacancies there were in the respective cadres of the Overseers and Estimators in 1950;

(*ii*) whether the new cadre has been given effect to up till now;

(*iii*) if so, in how many cases; and

(*iv*) if not, why this delay?

Minister-in-charge of the Works and Buildings Department (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*)(*i*) and (*b*)(*ii*) Yes.

(*a*)(*ii*) Yes, as the amalgamation did not affect the prospects of the individual incumbents.

(*b*)(*i*) 24 and 13, respectively, as on 1st January, 1950.

(*iii*) In all cases.

(*iv*) Does not arise.

Small irrigation schemes within Sankrail, Gopiballavpur and Nayagram thanas, Midnapore

53. Sj. Dhananjoy Kar: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইল থানায় ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে উক্ত বিভাগের দ্বারা কোন সেচব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে মন্ত্রীমহাশয় দয়া করিয়া জানাইবেন কি—

(১) কোথায় হইয়াছে, এবং

(২) কত পরিমাণ জমির সেচকার্য হইতেছে?

Minister-in-charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed):

(কে) হ্যাঁ, সাঁকরাইল থানায় করা হইয়াছে।

(খ) (১) সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত পাথরা ও নায়কানসোল-এ।

(২) ৩২০ একর।

Sj. Dhananjoy Kar:

(ক) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, হ্যাঁ, সাঁকরাইল থানায় করা হইয়াছে ৩২০ একর, গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানায় ইরিগেশনএর কোন ব্যবস্থা না করার কারণ কি?

Janab Abdus Shokur:

আমাদের আর একটা ইরিগেশনএর নূতন বাঁধের স্কীম আছে, তাতে এই নয়াগ্রামের ৬০০ একর জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

Mobilisation of National Volunteer Force for attending to dock work during dock strike

54. Dr. Jatish Ghosh: (*a*) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state whether he is aware of the fact that a notice of "Mobilisation of N.V.F." under Memo. No. 6823(25), dated the 1st December, 1954, issued by the Subdivisional Officer, Ghatal, to Shri Bishnupada Samontha of Gharprotapnagore, Ghatal, and about 15 others of Ghatal to start for Howrah, for the purpose of attending mobilisation?

(*b*) Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether it is a fact that they were taken to Kidderpore Docks and compelled to do the work of dock coolies while those coolies were on strike?

Deputy Minister for Home (Defence) Department (Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik): (*a*) Yes.

(*b*) Only five of them reported at the docks. They performed such duties including a certain amount of loading and unloading work as were assigned to them and which they were bound to do under section 4 of the West Bengal National Volunteer Force Act. Our boys bravely maintained supplies essential to the community.

Dr. Jatish Ghosh:

মন্ত্রীমহাশয় এই যে (এ)এর উত্তরে বলেছেন "ইয়েস", তাহ'লে তাদের খিদিরপুর ডকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেন?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

সেইখানে তাঁদের কাজে নিযুক্ত করা হবে ব'লে।

Dr. Jatish Ghosh:

মবিলিজেশনের জন্য কি তাদের খিদিরপুর ডকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

এই মবিলিজিশনএর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্সএর লোকদের ডাকা হয় আন্ডার সেক্সন ৪ অফ দি এ্যাক্ট এবং সেখানে তাদের পাঠান হয়।

Dr. Jatish Ghosh:

যখন মবিলিজেশন হয়েছিল তখন খিদিরপুর ডকে কুলি ধর্মঘট চলছিল কি না এবং তাদের এই কথা বলা হয়েছিল কি না যে, তাদের খিদিরপুর ডকের কাজে নিয়োগ করা হবে?

Sj. Satyendra Chandra Ghosh Maulik:

ন্যাশান্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্স এ্যাক্ট অনুসারে এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেন করবার জন্য তাদের যে-কোন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

Sj. Bankim Mukherji:

যদি তখন ধর্ম্মঘট না-ই চল্‌ছিল তাহ'লে এই ন্যাশান্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্স ডাকবার প্রয়োজন কি হয়েছিল? এই ন্যাশান্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্সএর কাজ ডকের কাজ করবার জন্য নয়। সুতরাং কি অবস্থার কারণে এদের ডাকা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Chairman of the Port Commissioners asked us to give them help for the purpose of loading and unloading and we had to send these people.

Publication of advertisements regarding Kalyani township in the "Searchlight" of Bihar

55. Dr. Jatish Ghosh: Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Publicity) Department be pleased to state—

বিহার হইতে প্রকাশিত "সার্চলাইট" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত "কল্যাণী" নগরীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিনা?

Deputy Minister for Home (Publicity and Public Relations) Department (Sj. Gopika Bilas Sen Gupta):

হ্যাঁ।

Sj. Balailal Das Mahapatra:

এই যে আছে—বিহার হইতে প্রকাশিত "সার্চলাইট" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই "সার্চলাইট" পত্রিকা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা মিথ্যা প্রচার করে?

Mr. Speaker: That is not a proper question.

Notice of an adjournment motion regarding demonstration by refugees near Murshidabad.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I gave notice of an adjournment motion on the tragic death of four refugees near Murshidabad; many others have been seriously injured in a railway accident. I gave notice of an adjournment motion because I make the Government at least indirectly responsible for this affair, for the demonstration was being held against the delay of Government in sending cash dole. Perhaps you know, recently arrangements have been made whereby the scheme of separation of Accounts from Audit in respect of the Education, and Refugee Relief and Rehabilitation

Department has been introduced and at 4, Brabourne Road, an office of the West Bengal Government has been set up. There is such chaos reigning there since the 1st August, I am told, that clerks and officers are unable to do their work there. As a result the order did not reach the refugees in time. Therefore, the refugees came on demonstration when this tragic incident took place. As such I should have thought that at least you would give us consent so that we could hear what the Government has to say and we can also have our say in the matter.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We are making enquiries. We will make a statement tomorrow.

Mr. Speaker: I can tell you the reasons for not giving consent to the adjournment motion. One of the reasons is that in the notice for adjournment motion the main cause was the death of persons, and death being caused by railway accident it is a Central subject. Secondly, I am informed that the relations of the persons killed and injured have already filed cases against the driver of the train and the driver of the train has also filed cases against those persons for obstruction. The matter is clearly *sub judice*. I had to refuse consent. However, when Government will make a statement the members will have an opportunity............

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, there are other things involved apart from the accident.

Mr. Speaker: There cannot be any discussion now......

Dr. Atindra Nath Bose: I am not discussing.

Mr. Speaker: On an adjournment motion this is the practice. The mover of the motion has given reasons for it and there cannot be any discussion and I am not going to hear you, Dr. Bose.

Dr. Atindra Nath Bose: I am speaking on a different matter.

Mr. Speaker: I allowed the mover of the motion to state his case and to give his reasons. In Parliament even that is not done.

Dr. Atindra Nath Bose: I am going only to inform you that I am giving notice of a short notice question about the grievances and other things which are involved in this matter.

Mr. Speaker: You can send your question. You have the right to table a question. You need not waste the time of the House by saying that you are going to table a question.

Dr. Atindra Nath Bose: It is because I want to table a short notice question and they take so much time to answer these questions.

Mr. Speaker: You can table it.

Petitions regarding Land Reforms Bill

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মারফতে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই যে, বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ৩১,৩০০ জন কৃষক গণ-দরখাস্ত ক'রে পাঠিয়েছে, এই ল্যান্ড রিফর্মস বিল সম্বন্ধে। তাদের দাবী সম্বলিত সেই গণ-দরখাস্ত আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পেশ করতে চাই।

Mr. Speaker: I think I have got one petition. I shall refer it to the Petitions Committee.

Let us now resume discussion on the Sports Bill.

GOVERNMENT BILL

The Calcutta Sports Bill, 1955

[3-50—4 p.m.]

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

স্পীকার, স্যার, প্রধান মন্ত্রী এই বিলের দ্বারা প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীদের মনে যে সব সমালোচনার অবকাশ উপস্থিত করেছেন সেটুকু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। এই কথা সত্যি যে আজকে পশ্চিম বাংলায় যাঁরা ক্রীড়াজগতের কর্ণধার, যাঁরা ক্রীড়া পরিচালনা করছেন তাঁদের যথেষ্ট গলদ আছে, যার ফলে আজকে সত্যিকার পশ্চিমবাংলায় ক্রীড়ার মান উন্নত হ'তে পারছে না। নানান রকম দুর্নীতি এবং ক্লিক ইত্যাদি এ্যাক্টিভিটিস থাকার ফলে আজকে পশ্চিম বাংলায় ক্রীড়ার মান এত অবনত স্তরে এসেছে যে, আজকে সেটা সমস্ত ক্রীড়াবিদকে ভাবিয়ে তুলছে। এই সময় পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্র কর্ণধার খেলাধুলাকে সরকারের হাতে নিয়ে আসবার জন্য যে প্রচেষ্টা করছেন, তাঁর সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে সমালোচনার কিছুই থাকত না যদি দেখা যেত যে, যেভাবে খেলাধুলার এবং খেলোয়াড়দের উন্নতি করা যায় সেই সমস্ত বিষয় বস্তুগুলি যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট ক'রে এই বিলটি হাউসের সামনে রাখা হয়েছে।

প্রথম যে কথাটা আমাদের মনে জাগে সেটা হচ্ছে এই যে, যেই মুহূর্ত্তে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের কর্ণধার খেলোয়াড়কে টাকার তোড়া দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় ডাঃ রায় এই বিলটি আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন। সাধারণ মানুষের মনে এই কথাই আজকে জাগবে যে, যেহেতু পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রীড়ামোদী এবং ক্রীড়ানুরাগী সেহেতু বোধ হয় আজকে ষ্টেডিয়ামের সংশোধন এবং আদার রিজনস দিয়ে সমস্ত খেলাধুলাকে সরকার কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন। এই বিলটা যদি ডাঃ রায় সমস্ত বাংলার বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীদের নিয়ে অন্ততঃ যাঁরা খেলাধুলা নিয়ে থাকেন কিম্বা খেলাধুলার প্রতি যাদের ভালবাসা আছে, একদিন যাঁরা খেলাধুলার জগতে বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিলেন, আজও যাঁরা খেলাধুলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, আজও যে-সমস্ত সংস্থা আছে, তাঁরা ভুল করুক বা ত্রুটি করুক, কিন্তু তাঁরাই আজ বাংলার খেলাধুলাকে পরিচালনা করছেন, তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে, যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে এই বিলটা আজ হাউসের সামনে আনতেন তাহ'লে কারুর সমালোচনা করবার কোন কথাই থাকত না। কারণ এই বিলের যে কয়েকটি ধারা মানুষের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদ্রেক করে সেটা হচ্ছে যে ডাঃ রায় সমস্ত জিনিষের মতন খেলাধুলাটাকে সরকারের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন। তা ছাড়া যে গলদ এতদিন ধ'রে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষ, যারা খেলার জগতে ছিল তাদের মধ্যে সেই গলদ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজকে তিনি স্পোর্টস বোর্ড ক'রে তাদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়াতে সমস্ত খেলাধুলা আজকে জাহান্নমে গেল। তিনি তাঁর "ষ্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট এ্যান্ড রিজন্স"এ যেটা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, কিছু নয় বাপু, আমরা মাত্র ৩টি সংস্থা করছি। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান সংস্থা হচ্ছে স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশান, সেটা হবে সমস্ত ক্লাবের রিপ্রেজেন্টেটিভদের নিয়ে। সেখানে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি বাংলার এবং কোলকাতার যত খেলাধুলা আছে তাদের প্রত্যেক মেম্বার যদি কেবল তারা নির্দ্ধারিত টাকা দিয়ে, অবশ্য তিনি কত টাকা ফিস্ দিতে হবে সেটা নির্দ্ধারিত করেন নি, সেই নির্দ্ধারিত ফিস দিলে পরেই যদি সমস্ত লোকেরা সেই এ্যাসোসিয়েসানের মেম্বার হয় তাহ'লে এটা একটা কি হোরের হাট হবে না? যেভাবে সাধারণের ভোট কেনা হয়, সেইভাবে ভোট কেনাকেনি থাকলে আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই এ্যাসোসিয়েসান গ'ড়ে তুলছেন সে উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হবে না? কারণ মনে করুন আজকে যাঁদের টাকা দেবার ক্ষমতা থাকবে তাঁরাই সেই এ্যাসোসিয়েসানের মেম্বার হবেন। ভোট দিয়ে এই এ্যাসোসিয়েসানে যে ১২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে, সে ১২ জন প্রতিনিধি কোথা থেকে আসবে, তা বলা হয় নাই। কারণ যত রকমের খেলাধুলা আছে তিনি সমস্তগুলোই এর মধ্যে ঢুকিয়েছেন। সেখানে মনে করুন এই ১২ জনের মধ্যে

৬ জন এলেন হাডুডু থেকে, ৩ জন সুইমিং ক্লাব থেকে, আর ২ জন বাস্কেটবল থেকে। এই ত এই রকম করেই'ত ৯।১০ জন হয়ে গেল, তাহ'লে আর বাকী ২।৩ জন যে রইল তারা হয় ত ফুটবলার বা ফুটবল, ক্রিকেট থেকে এল। তাহ'লে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই যে যারা সুইমিং ক্লাবের বা বক্সিং ক্লাবের লোকেরা এল, যাদের হাতে তিনি ফুটবল খেলার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা কি ক'রে ফুটবলের মান উন্নয়ন করবে, তারা কি ক'রে ফুটবল খেলাকে সাধারণ পর্য্যায় থেকে আরও উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যাবে?

তিনি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড করছেন ২৫ জন সভ্য নিয়ে। তার মধ্যে আবার ৯ জনকে তিনি আগে থেকেই সরকারী মনোনীত ক'রে রেখে দিলেন। ৯ জন বলতে আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে স্পোর্টস বোর্ডে-এ এক্স-অফিসিও হিসাবে ৫ জন এবং ৪ জন গভর্ণমেন্ট নমিনি। এই ৯ জনকে তিনি আগে থেকেই বাছাই ক'রে রেখে দেবেন। এই ২৫ জনের মধ্যে এক্স-অফিসিও হিসাবে বোর্ডের চেয়ারম্যান যদি থাকত এবং বাদবাকী সমস্ত নমিনেটেড হ'লে এটা সুন্দর এবং সুষ্ঠু হ'ত।

তারপরের কথা হচ্ছে, আজকে ষ্টেডিয়ামের স্যাংশন দিচ্ছেন। যারা খেলাধূলা করে কিংবা খেলাধূলা ভালবাসে তারা আজকে সকলে ডাঃ রায়কে বলবেন, অবশ্য উনি এত দিন যদি সিরিয়াসলি চেষ্টা করতেন তাহ'লে ষ্টেডিয়াম অনেক দিন আগে হ'য়ে যেত, কারণ ওঁদের ১৪ তলা বাড়ী যদি এক বছরের মধ্যে রাতারাতি হয়ে যেতে পারে তাহ'লে আজকে ষ্টেডিয়ামে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা এঁদের পক্ষে এমন কিছু নয়, এবং তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর নিজের এতদিন সে ইচ্ছা জাগে নি সেজন্য এটা তৈরীও হয় নি। আজকে আমাদের যাঁরা ওঁদের অনুরোধ করছেন তাঁরাও হয় ত খেলাধূলা সম্বন্ধে এতদিন বলেন নাই, সেজন্য এই জিনিষটা হয় নাই। সুতরাং আজকে এই সামান্য ষ্টেডিয়ামের একটা সেন্টিমেন্ট দিয়ে একটা ব্যাপক ক্ষমতা যদি রেখে দেন এবং যে ক্ষমতাটা চালানোর ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যারা এবং যাদের কোন যোগ্যতা নাই বা যোগ্যতা আছে কি না এখানে জানান নাই এই রকম ধরণের লোকের হাতে ক্ষমতা দেন।

[At this stage the red light was lit.]

স্যার, আমার আর একটু সময় লাগবে। লোকের হাতে যদি আজকে এই ব্যাপক ক্ষমতা আসে খেলাধূলা চালাবার জন্য তাহ'লে উনি যে উদ্দেশে করতে যাচ্ছেন, তা উনি নিজেই চিন্তা ক'রে দেখবেন যে, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কিনা। কিন্তু চাঁদার হার কোন রকম একটা নির্দ্ধারণ যদি ক'রে দেন যে, কত টাকা চাঁদা দিলে এদের এ্যাসোসিয়েশনে মেম্বার হওয়া যায়। আমি বলি—উনিও হয় ত জানেন—যে প্রায় ১ হাজার মেম্বার যারা রয়েছে এবং যাদের এক হাজার টাকা ক'রে চাঁদা রয়েছে তারা এই এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হ'তে পারবে। আজকে দেখা যাচ্ছে এদের হাতে এই পরিচালনা কমিটির সকল ক্ষমতা এসে পড়ে তাহ'লে আমার মনে হয় খেলা এবং খেলোয়াড়দের উন্নতি করার যে প্রচেষ্টা করা যাচ্ছে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। তিনি এই ষ্টেডিয়াম করতে গিয়ে বলেছেন যে, "কমবাইণ্ড" ষ্টেডিয়াম করতে গেলে অসুবিধা আছে। কিন্তু আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করব যে ফুটবল খেলার জন্য যে ষ্টেডিয়াম হবে তাতে যদি ক্রিকেট খেলা হয়——

Mr. Speaker: That is not the subject-matter of the Bill.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলে গিয়েছেন যে একটী ষ্টেডিয়াম করবেন এবং কমবাইণ্ড ষ্টেডিয়াম করতে পারবেন না। কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে। কারণ যারা ক্রিকেট খেলা দেখবে তারা ত আর মানুষটাকে দেখবে না, কিন্তু যারা ফুটবল খেলা দেখবে তারা মানুষটাকে দেখবে এবং বলটাকে দেখবে।

[4—4-10 p.m.]

Mr. Speaker: What is to be done is not decided in the Bill. In the first reading you must confine yourself to the provisions of the Bill.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

স্যার, আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছি। আমার বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমাদের ভবিষ্যত খেলোয়াড়দের উন্নতি হোক। খেলোয়াড়রা যাতে ভাল খেতে পায়, পরতে পায় এবং তাদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয় তার ব্যবস্থা হোক। আজ বাংলার ক্রীড়ার মান উন্নত হোক, এটা আমরা চাই। কিন্তু যদিও আজকে এটা দেরী ক'রে আনা হয়েছে এবং অনেকদিন আগে গ্রহণ করা উচিত ছিল, তবুও আমি বলব যে কয়েকটি জিনিষ আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। সেটি হচ্ছে এই যে, তিনি উন্নত এই আইনগুলি উন্নয়ন করবার আগে আর একবার এখানে যে সমস্ত ভাল সংস্থা আছে এবং আজও যারা এই খেলাধুলা পরিচালনা করছেন তাদের সংগে ভাল ক'রে যুক্তি ক'রে তাদের "ওপিনিয়ন"টাকে ঠিক করুন। তিনি বলেছেন যে, গুণ্ডামি এবং রাওডিজম্ হয়, সেগুলিকে শেষ করতে হবে। কিন্তু তারজন্য পুলিস আছে এবং তারজন্য ওঁর ন্যাশন্যাল ফোর্স আছে। তিনি সেগুলি দিয়ে চেক্ করতে পারেন। অতএব সেজন্য সমস্ত ক্ষমতা এই সকল ক্রীড়া সংস্থার হাত থেকে নেওয়া মোটেই যুক্তিসংগত নয়, আজ সত্যই জাতীয় সরকারের প্রয়োজন আছে জাতীয় খেলাধুলার মান উন্নয়ন করা। আজকে সরকার যদি ইচ্ছা করে তাহ'লে তারা সুযোগ সুবিধা পাবে এবং সেই সুযোগ সুবিধার দ্বারা সত্যকারের খেলোয়াড়ী জীবনকে তাঁরা গ'ড়ে তুলতে পারবেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করি যদি সত্যই তিনি খেলাধুলার মান উন্নত করতে চান তাহ'লে একটি "রেসিডেন্সিয়েল" টীম করুন এবং সেখানে একজন ট্রেনার দিন এবং খেলোয়াড়দের সমস্ত খরচ বহন করুন এবং দেখা যাক যে দু'-বৎসরের মধ্যে তারা উন্নতি করতে পেরেছে কিনা।

স্যার, আমি আর একটা জিনিষ বলব। আমার "এ্যামেণ্ডমেন্টের" মধ্যে আছে যে সত্যিকারের খেলোয়াড় কোথা থেকে আসে। সত্যিকারের খেলোয়াড় আসবে শুধু কলিকাতা থেকে নয়, সত্যিকারের খেলোয়াড় আসবে পাড়াগাঁ থেকে। আজ পাড়াগাঁয়ের খেলা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, পাড়াগাঁয়ের খেলার দরকার নাই। স্কুল, কলেজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে সেখানে যে-সমস্ত ড্রিল মাষ্টার যায় তাঁরা দৌড়াতে পারেন না, "এটেনশন" কি ক'রে করতে হয় তাই জানেন না, অথচ তাঁরা ড্রিল মাষ্টার হয়ে বসে আছেন। যদি আজকে সত্যকারের খেলার মান উন্নত করতে চান তাহ'লে ক্রীড়া জগতে সত্যকারের যে-সমস্ত অভিজ্ঞ এবং দরদী খেলোয়াড় আছেন তাঁদের ডেকে এবং আর একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে এবং তাড়াহুড়া না ক'রে এই আইনটা পাশ করাবার চেষ্টা করুন।

Sj. Madan Mohon Khan:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখছি কলিকাতা শহরে ষ্টেডিয়াম একটী করা হবে না, দুইটী করা হবে বা কয়েকটী করা হবে এইটী প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য। আমি সেজন্য বলেছিলাম এই বিলের নাম দিন, ক্যালকাটা ষ্টেডিয়াম বিল এবং আমি আমার এ্যামেণ্ডমেন্টে দিয়েছি যে, এর কলিকাতার বদলে বাংলাদেশে করা হোক। কারণ আপনি বোধ হয় জানেন আমাদের মেদিনীপুর শহরে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণ তাদের নিজেদের টাকাতে ও চেষ্টায় একটী ষ্টেডিয়াম তৈরী করেছিল। সেই ষ্টেডিয়ামের কতক অংশ আজ কয়েক বৎসর হইল ঝড়ে ভেংগে পড়ে গেছে এবং অর্থাভাবে মেরামত পর্য্যন্ত করতে পারা যাইতেছে না। সেইজন্য বলছিলাম যে, এই বিলটি যদি গোটা বাংলাদেশের জন্য করতেন তাহ'লে হয় ত এই সুযোগে আমরা আমাদের মেদিনীপুরের ভাংগা ষ্টেডিয়ামটা অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রথম ষ্টেডিয়ামটি মেরামত ক'রে নিতে পারতাম। (এ ভয়েসঃ শুধু মেদিনীপুরে?) অন্য কোথায় আছে কিনা জানব কি ক'রে। সে ত আপনারা বলতে পারবেন। আমরা এখানে আশা করেছিলাম যে, একটা এমন কমিটি হবে, যে কমিটিতে যাঁরা ভাল ভাল খেলোয়াড় হবেন, তাঁরা থাকবেন এবং সেই খেলোয়াড়গণ যেখানে খেলার কমিটি

আছে বা দল আছে তাঁরা সেখানে যেয়ে কিভাবে খেলা করতে হয় তা শিখাবে এবং সেই দেখে আমাদের দেশের ছেলেরা খেলা ভাল ক'রে শিখবে ও পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, আজকে গোটা পৃথিবীতে, অলিম্পিকে যেয়ে তাঁরা স্থান গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকের বিলেতে তাঁদের কোন স্থান দিয়েছেন ব'লে আমি ত মনে করতে পারি না। আমি আপনার কাছে এখনও আশা করি যে, এমন একটা কমিটি তৈরী করুন যে কমিটি আমাদের কলিকাতায় বলুন, আর গোটা বাংলাদেশ বলুন, তাঁরা প্রত্যেকে ঘুরে ঘুরে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বা যেখানে যত টীম আছে বা কমিটি আছে তাদেরকে ভাল ক'রে খেলা শিখাতে পারে। আমি জানি যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আমলে এই রকম কয়েকজন শিক্ষক প্রতি জেলাতে থাকতেন। তাঁহারা ডিষ্ট্রিক্টে যেতেন এবং প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রদের কিভাবে খেলা শিখান যায় তার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আজকে আমাদের যারা নিপুণ খেলোয়াড় তাঁরা কোন জেলায় যেয়ে কোন স্কুলে বা কোন টীমে যেয়ে খেলা শিখান ব'লে আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই বা জানি নাই।

তারপর আর একটী জিনিষ এই বিলের ভিতর দিয়েছেন যে, তাঁরা (কমিটি) ইচ্ছামত শেয়ার বিক্রয় ক'রে টাকা তুলতে পারবে এবং টাকাটা যাতে জনসাধারণ ফেরৎ পায় তারজন্য আমাদের গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করবেন। কিন্তু সেখানে দিয়েছেন যে, সেই কমিটির ইচ্ছামত একজন অডিটর অডিট করবেন। যেখানে টাকার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের গভর্ণমেন্টের আছে, সেখানে আমি বলব যে, কেন আমাদের গভর্ণমেন্টের অডিটর, অডিট করবেন না? এই ব্যবস্থা করা তাঁর উচিত ছিল। যে-সমস্ত ছেলেদের খেলায় নিজেদের ঝোঁক আছে আমি মনে করি সেই সমস্ত ছেলেদের খেলতে দেবার পূর্ব্বে তাদের শরীর পরীক্ষা ক'রে নেবার যদি কোন ব্যবস্থা থাকত তাহ'লে সেই সমস্ত ছেলেদের খেলা উচিত কিনা দেখে তবে খেলতে নেওয়া হোত এবং সেই সমস্ত ছেলেরা ভাল খেলোয়াড় হয়ে আসতে পারত। আমি এইটুকু ব'লেই শেষ অনুরোধ করছি যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটি সমস্ত পশ্চিমবাংলার জন্য চালু করুন ও ছেলেদের খেলতে দেবার পূর্ব্বে শরীর পরীক্ষার সুব্যবস্থা করুন।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, বহুদিন বাংলাদেশের এবং কলকাতার জনসাধারণ খেলাধূলার সুব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের নিকট দাবী ক'রে এসেছে। আমরাও এই সম্বন্ধে অনেক দাবী করেছি। যখন শুনলাম এই বিল আসছে তখন অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু বিল দেখে আশাহত হয়েছি। কালকে ডাঃ রায়ের বক্তৃতা শুনে আশাহত হয়েছি। আমরা যা চেয়েছিলাম, কলকাতার জনসাধারণ যা চেয়েছিল এই বিলের মধ্যে তার অনেকটাই নাই। কলকাতায় খেলা হয়। কলকাতায় খেলাধূলার একটা আবহাওয়া আছে। দুইটি জনপ্রিয় দলের মধ্যে যখন খেলা হয় তখন অধিকাংশ লোকই ভিতরে ঢুকতে পারে না। বাইরে থাকতে হয় অনেককে। বাইরে ঘোড়ার লাথি, পুলিসের লাঠি খায়, গাছ থেকে প'ড়ে মারা যায়। এ-সম্বন্ধে আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের দেশে খেলার মান নেবে যাচ্ছে। কালকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, আগে যে মান ছিল সেই মান আর নাই। ষ্টেডিয়ামএর দাবীও অনেক দিনের। ষ্টেডিয়ামএর অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রে আসছে কলকাতার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ। এনিয়ে খবরের কাগজে লেখা হয়েছে অনেক—অনেক সভা ও বক্তৃতা হয়েছে। এই সরকারের কাছেও অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে পুলিসের বেড়া ও লাঠি ছাড়া আর কিছুই ব্যবস্থা করা হয় নি। ডাঃ রায় বলেছেন কলকাতার মাঠে খেলা নিয়ে রায়োটিং হয়, মারামারি হয়, আর তারই জন্য নাকি তিনি ষ্টেডিয়াম করতে যাচ্ছেন। তাহ'লে আমি বলব যারা মারামারি করে তাদের অভিনন্দন জানাতে হয়। এই বিলের মধ্যে অনেক জিনিষ নাই; অনেক দুর্ব্বলতা আছে। অন্যান্য বিলে আমরা যেমন ক'রে বাধা দিই সেইরকম বাধা এই বিলে দিতে চাই না। তবে ডাঃ রায়ের কাছে আমাদের প্রস্তাব

আছে, সাজেস্‌সান আছে। আমি আশা করি তিনি আমাদের সাজেস্‌সানগুলি বিবেচনা করবেন। সেই সাজেস্‌সানগুলি এখানে রাখ্‌ছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না তিনি সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। তাঁর কতকগুলি মনোভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। বাংলাদেশের জনসাধারণের ভোটে আপনারা এখানে এসেছেন। বাংলাদেশের জনসাধারণের ১০০ কোটি টাকার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি না বাংলাদেশের খেলার মান উন্নত করার জন্য যে টাকার দরকার তার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন না। প্রাথমিক কম্‌পালসরি শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকদিন শুনে আসছি অথচ এই কয় বংসরে তা করা হ'ল না। এই সরকার ৫০ লক্ষ টাকার দায়িত্ব দিতে পারেন না কারণ তাঁদের মতে "৫০ লক্ষ টাকার দায়িত্ব 'অল এ্যাণ্ড সানড্রি'কে দেওয়া যায় না"। মিঃ স্পীকার, স্যার, ঐ ব্লক ছাড়া আর সবাই হচ্ছে "অল এ্যাণ্ড সান্‌ড্রি"। তাই সাজেস্‌সান দিলেও তিনি বিবেচনা করবেন না। তবুও কতকগুলি কথা বলা দরকার, তাই বলছি। কয়েক বছর ধ'রেই সরকার-পক্ষকে খেলাধুলার মান উন্নতির জন্য একটা সংগঠন—একটা কমিটির ব্যবস্থা করার জন্য বলা হচ্ছে। শুধু কলকাতায় নয়, সারা বাংলাদেশেরই জন্য। শুধু কলকাতার জন্য খেলাধুলার সংগঠন করলেই বাংলাদেশের খেলাধুলার মান উন্নত হবে কি? সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ফুটবল টিম আসে—তাদের কাছে কলকাতার একটা টিমও দাঁড়াতে পারল না। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা কোনক্ষেত্রেই খুব বেশী নাম করতে পারছে না। কিন্তু বিলের ভিতর খেলাধুলার মান উন্নতি করবার কোন ব্যবস্থা নাই। এটা কি তাঁর মনেও হয় না? আশ্চর্য্য! এটা কি তাঁর চোখেও লাগে না? আমরা যেটুকু জানি, এই বিলের মধ্যে আসল কথা বাদ দিয়ে আর সবকিছুই আছে। এটা ডাঃ রায় চিন্তা ক'রে দেখবেন কি? তাঁর চারপাশে যাঁরা থাকেন, যাঁদের উপর তিনি নির্ভর করেন তাঁরা কি এ-কথাটা তাঁকে বলতে পারেন না? আজ বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে, যে অসম্ভব দুর্নীতি চল্‌ছে, তা যদি তিনি জানতেন—আমার ধারণা তিনি ভাল ক'রে জানেন না—তবে সেই দুর্নীতি দমন করবার জন্য একটা পন্থা নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন। এ বিলের মধ্যে কোচিংএর কোন ব্যবস্থা নাই। খেলার মান উন্নত করতে হ'লে ছোট বয়স থেকেই—"স্কুল স্টেজ" থেকেই—খেলাধুলা শিখতে হয়। ছেলেরা যাতে খেলাধুলায় পারদর্শী হ'তে পারে তার জন্য বাইরে থেকে আউটষ্ট্যাণ্ডিং প্লেয়ারস নিয়ে খেলার উন্নতির জন্য কোচিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বিলে সেই ব্যবস্থাও নাই। আজ বাংলাদেশের খেলাধুলার ব্যাপারে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বসে আছেন তাঁদের খেলাধুলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর যাঁদের নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব্ব করে তাঁদেরই পাত্তা নাই। গোষ্ঠ পাল—যাঁর নামে বাংলার মুখোজ্জ্বল হয়—তিনি আজ খেতে পান না। ভাগ্যের পরিহাস—আজ কংগ্রেস সংগঠন থেকে তাঁকে সম্মান দেখান হচ্ছে, অথচ তিনি খেতে পান না। শ্রীযুক্ত প্রামানিক, যাঁকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব্ব বোধ করে তিনি একটা সিনেমা হাউসের টিকেট পাঞ্চ ক'রে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। অথচ ছদ্মবেশীরা ক্রীড়াজগতে বেশ পাকাপোক্তভাবে বসে আছেন। আজ আই, এফ, এ, সেক্রেটারী—হাজার টাকা বেতন পান তিনি—অথচ খেলাধুলায় তাঁর নাম কখনো শুনি নি। আর এক ভদ্রলোক ক্যালকাটা করপোরেশনএ কাজ করতেন—তিনি এখন লিয়েন নিয়ে বসে আছেন—তিনিও খেলাধুলায় যুক্ত হয়েছেন! ডাঃ রায় কি এসব কথা জানেন না? আজ তিনি রবীন্দ্রনাথের বাংলা, জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা তৈরীর জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছেন। কিন্তু ইম্পোষ্টাররা আজ যেভাবে লুটেপুটে খাচ্ছে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি কোথায়? এই বিলের মধ্যে থাকা উচিত ছিল ক্রীড়াজগতে যাঁরা পারদর্শী, তাঁদেরই শুধু স্পোর্টস বোর্ড-এ নেওয়া হবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাও নাই। আরেকটা কথা হচ্ছে, সারা বাংলাদেশকে কেন এই বিলের আওতায় নেওয়া হবে না? কালকে এখানে ডাঃ রায় বলেছেন কলকাতায় হ'য়ে গেলে বাংলাদেশেও হ'য়ে যাবে। কিন্তু এর সঙ্গে বাংলাদেশের ১৪টি জেলা জুড়ে দিতে বাধা কি ছিল?

[At this stage the blue light was lit.]

কলকাতার সঙ্গে সারা বাংলাদেশের কথা যদি জুড়ে দেওয়া হ'ত তাহ'লে হকি, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি সবকিছুই একসঙ্গে হ'য়ে যেত। খেলাধুলার মান উন্নত করতে হ'লে শুধু কলকাতার প্লেয়ারসএর দিকে নজর দিলেই চলবে না। মফঃস্বলের জেলায় জেলায় স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসান আছে। তারা টাকা পায় না।

[4-20—4-30 p.m.]

এজন্যে প্রয়োজন সারা বাংলাকে এর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া—একটা সংগঠন করা, যাতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্য যেতে পারে; সেখান থেকে প্লেয়ার তৈরী হয়ে এখানে আসতে পারে। এই প্লেয়ার তৈরী নিয়ে একটা কথা বলি। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষ থেকে একটি ফুটবল টিম ইনভাইট করেছে—সমস্ত খরচ তাদের। আশা করেছিলাম এখান থেকে যারা আসল খেলোয়াড় তারাই যাবেন। কিন্তু হ'ল কি? যিনি মাতব্বর হয়ে বসে আছেন তিনি ২২ জন প্লেয়ার নিলেন আর নিলেন ৮ জন অফিসার। তাঁর স্ত্রীও একজন কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে আসছেন। যারা ইয়ং প্লেয়ার তাঁরা যেতে পারলেন না। আর একটি কথা বলি—খেলা যখন ডাঃ রায় অরগেনাইজ করতে যাচ্ছেন সেখানে প্রধান একটি ব্যাপার মাঠের কথা। সারা কলকাতার উপর মাত্র ৩০টি মাঠ আছে—তার মধ্যে ২২টি ময়দানে, সাউথএ ২টি। পার্ক সার্কাসএর ছেলেরা খেলতে পায় না। সেদিন হরতাল হোল, দেখা গেল বড় বড় মানুষরা আপার সার্কুলার রোডের রাস্তার উপর জুতো দিয়ে গোল পোষ্ট করে ফুটবল খেলছেন। আগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, দেশপ্রিয় পার্কে ছেলেরা খেলতে পারত, এখন নোতুন কমিশনার এসে পার্কের মধ্যে গাছ পুঁতে দিলেন। আশুতোষ কলেজের ছেলে-মেয়েরা ওখানকার মাঠে, হাজরা পার্কে, ব্যাডমিন্টন খেলত, এখন ছাদের উপরে খেলে। এই যে মাঠের ব্যবস্থা, এ-সম্বন্ধে ডাঃ রায় কি করছেন তার কিছু উল্লেখ নেই। অথচ একটি ছোট দেশ হাঙ্গারী, সেখানে মাত্র নব্বুই লক্ষ লোক, কিন্তু সেখানে প্রায় ১৪ হাজার মাঠ আছে, আর অনেক ষ্টেডিয়াম আছে। এসব কথা আশা করেছিলাম উনি চিন্তা করবেন এবং এখানে সেই রকম একটা চেষ্টা করবেন। আর একটা কথা এ্যাসোসিয়েসনএর কথা, এ্যাসোসিয়েসন প্যারেন্ট বডি এ-সম্বন্ধে সাজেস্সান দিচ্ছে, আশা করি ডাঃ রায় সেগুলি বিবেচনা করবেন। এ্যাসোসিয়েসন প্যারেন্ট বডি, কিন্তু কোন ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয় নি। যখন বিল ড্রাফ্ট করা হয়েছিল তাতে ছিল যে এরা বাজেট তৈরী করবেন। বাজেট ফাইন্যালি যাবে বোর্ডএর কাছে, বোর্ড প্লেস করবেন গভর্ণমেন্টএর কাছে। টাকা-পয়সা কন্ট্রোল করা দরকার, কিন্তু সেটা করলেই কি প্লেয়ার সৃষ্টি হবে? এ্যাসোসিয়েসনএর মেম্বারসিপএর কথা বলি। উনি যা কাল বল্লেন কারা এবং কত মেম্বার হবে। ৫০০ মেম্বার হবে, তারা ১০০০ টাকা ক'রে দিলে তবে মেম্বার হবে। তা কতজন দিতে পারবে? যারা দিকপাল, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোক তারাই শুধু মেম্বার হ'তে পারবে। কিন্তু ছোট ছোট ক্লাবএর সদস্য যারা ১২ টাকা, ১০ টাকা ফি দেয় তারা কি ক'রে এত টাকা দিতে পারবে? সুতরাং ডাঃ রায় যদি ওইরকম একটা হিউজ এ্যামাউন্ট না ধ'রে অল্প ক'রে হার ধ'রে বেশী লোকের কাছ থেকে টাকা নিতেন, তাহ'লে অনেকে মেম্বার হ'তে পারত। ১০০ টাকা ক'রে ধরলেও অনেকে দিতে পারবে না। লাইফ মেম্বারএর ব্যবস্থা করুন, ডিষ্টিনগুইসড মেম্বার যারা তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ক'রে নিন্ কিন্তু ব্যাপক মেম্বারশিপএর জন্যে একটা সাম ঠিক করুন যেটা অনেকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব। নতুবা এটা সত্যিকারের এ্যাসোসিয়েসন হবে না।

তারপর সমস্ত পর্য্যায়ে—একটা প্যারেন্ট বডি, দুইটি ডটার বডি, একটি বোর্ড এবং একটা কমিটি। সব কটিতেই মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম যে প্যারেন্ট বডি সেটা মনোনয়ন করবেন। যেটা স্পোর্টস কমিটি, সেটা খেলাধুলার ব্যবস্থা করবে, মাঠের ব্যবস্থা করবে, কোচিংএর ব্যবস্থা করবে, সেখানে কেন মনোনয়নের ব্যবস্থা থাকবে বুঝি না। তারপর বোর্ডএর কথা। সেখানে সরকারের মনোনীত ব্যক্তি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। খেলাধুলাতে আমরা দলীয় রাজনীতি নিতে চাইনে। ডাঃ রায়ের মনে আছে আমরাই প্রথমে এই প্রস্তাব করেছিলাম, অথচ আমাদের তিনি ডাকলেন না, ডাকলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষকে—বিশেষ পার্টির বিশেষ কর্ত্তাকে।

খেলাধূলার ব্যাপারে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। লক্ষ লক্ষ লোক আজ খেলাধূলাতে ইন্টারেস্টেড—আমরা চাই সহযোগিতা ক'রে এটাকে সত্যিকারের ভাল ব্যবস্থায় পরিণত করতে। কিন্তু ডাঃ রায় তা চাইছেন না। এই যে মনোনয়নের ব্যাপার, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এর ফলে খেলাধূলার সংগঠনের ভিতর কেবল মাত্র একটি দলের একচেটিয়া প্রভুত্বই স্থাপিত হবে। সর্ব্বত্রই যাঁরা এখন খেলাধূলায় ডমিনেট করছেন তাঁদের বদলে ওই শূন্য গদীতে আর এক দলের হাতে ক্ষমতা গিয়ে পড়বে। হয়ত শেষ পর্যন্ত D. C. Headquarters, Chief Secretary, Commissioner of Police তাঁরাই বোর্ডএ যাবেন। অথবা অত্যন্ত বড় লোক যাঁরা—ফট্‌কা বাজারের কারবারী—তাঁরাই হয়ত বোর্ডে যাবেন। আমরা চাই শ্রীগোষ্ঠ পালের মত ব্যক্তি, তিনি বোর্ডে যান। আমরা চাই খেলাধূলার ব্যাপার রাজনৈতিক খেলার ভূমি না হয়ে দাঁড়ায়, কংগ্রেস পলিটিকস বা দলীয় পলিটিকস সেখানে আসর না জমায়।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Ratanmoni Chattopadhyaya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি ক্রীড়া সংক্রান্ত বিলটি সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছি এবং সমর্থন-কালে দু'-একটি কথা বলছি। আমরা দেখছি যে বিলের ক্ষেত্র হচ্ছে কলকাতা। কিন্তু কলকাতার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কলকাতার সঙ্গে সুবার্বকেও অর্থাৎ সহরতলীকেও বোঝাবে। আর যে ক'টি খেলার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখছি (আমি বিল থেকেই পড়ে দিচ্ছি) বলা হয়েছে যে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন এবং আরও অন্য খেলার কথাও আছে। যে ক'টি খেলার উল্লেখ করা গেল এইগুলি সব সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু আরও কতকগুলি খেলা আছে যেগুলি ধীরে ধীরে সর্ব্বজনবিদিত হয়ে আসছে। সেগুলির কথাই আমি এখানে বলতে চাই।

প্রথমে আমি কপাটি খেলার কথা বলব। কলকাতায় আজকাল স্থানে স্থানে কপাটি খেলা হচ্ছে। যাঁরা গোলদীঘির ধারে ঘোরেন তাঁরা দেখবেন যে গোলদীঘির ঈশান কোণেতে সন্ধ্যার পর খুব জোরালো আলো জেলে কপাটি খেলা হচ্ছে। আজ খুব আনন্দের কথা যে, এই খেলাটি ইণ্ডিয়ান অলিম্পিকে স্থান লাভ করেছে। আজকে এটা সর্ব্বভারতীয় খেলা হয়েছে। এই খেলার গোড়াতে কোন নিয়ম ছিল না। ১৯১৫-১৬ সালেতে চন্দননগর এবং বালি এই দুই জায়গার দল মিলে কপাটি খেলাকে বিধিবদ্ধ করে। তখন তাদের স্বপ্ন ছিল যে একদিন এই খেলাটি সর্ব্বভারতীয় রূপ নেবে। আজকে তাদের সেই আশা সফল হয়েছে। এই খেলার যে প্রসার হচ্ছে তার লক্ষণও চারিদিকে রয়েছে। আর খুব আনন্দের কথা যে আমাদের এই বাংলার দল গত বছর মাদ্রাজে অলিম্পিকে কপাটী খেলায় জয়ী হয়ে এসেছিল। অবশ্য এবারে আমাদের বাংলার দল বিজিত হয়েছে; আমার বিশ্বাস এবার জয়ী হয়েছে রাজপুতানা। আমরা জানি যে বোম্বে, নাগপুর, মারাঠায়, মাদ্রাজে এই খেলাটির খুব প্রসার হচ্ছে। নাগপুর সম্বন্ধে জানি যে সেখানকার য়ুনিভারসিটির মেয়েরা পর্য্যন্ত সেখানে আলাদা কোর্ট কেটে কপাটি খেলা অভ্যেস করছেন। কপাটি খেলা উপস্থিত আমাদের কলকাতায় রয়েছে, আবার বর্ত্তমানে কলকাতার ক্ষেত্র থেকে এটা চারিদিকে বিস্তার লাভ করছে। সেজন্য আশা করি যে, এই বিলের তালিকায় কপাটি খেলাও অন্তর্ভুক্ত হবে। তালিকাটা সম্পূর্ণ নয়। "এনি আদার" কথাটা সেখানে বলা হয়েছে, সুতরাং তার মধ্যে অন্য খেলাও আসতে পারে। সেজন্য আমি কপাটি খেলার কথাটি বললাম। কপাটি খেলার সুবিধে হচ্ছে এই যে এরজন্য একটা প্রকাণ্ড ক্ষেত্রের বা মাঠের দরকার হয় না। পূর্ব্বের বক্তা বললেন যে, ফুটবল খেলায় ভিড়ের কারণে গাছ থেকে প'ড়ে মরতে হয়, ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়তে হয়, কিন্তু কপাটি খেলায় এই রকম কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ কপাটিতে ফুটবলের মত উত্তেজনার উন্মত্ততা হয় না। সেখানে আর যা কিছু হয় সেটা আনন্দ। যাঁরা কপাটি খেলা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে এই খেলা পরম উপভোগ্য, অল্প পরিসর স্থানেতে হয়, শক্তি বাড়ে এবং সমস্ত দিকে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

কপাটি খেলার পরে আমি এবার অন্য একটি খেলার কথা বলছি। এবার আমি বলছি সাঁতার সম্বন্ধে। আপনারা জানেন যে এক সময়ে চন্দননগর থেকে আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার হ'ত। সাঁতারে যত সাহসের দরকার, তত বা শক্তির দরকার। আমরা দেখেছি ভাগীরথীর দুই তীরে গঙ্গার ঘাটের সব নরনারী দাঁড়িয়ে গিয়েছে চন্দননগর থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত সাঁতার দেখবার জন্য। সাঁতারু ১৫।২০ জন, কি কোনবার ৩০।৩৫ জনও হয়েছে, তারা সাঁতার দিয়ে আসছে। তখন কত নৌকা ভেসেছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে বোট রয়েছে পাছে কোন বিপদ-আপদ হয়। এমন এই যে খেলাটা এটা সম্প্রতি স্তিমিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর পুনরুদ্ধার করা বিশেষ দরকার, বিশেষ ক'রে আমাদের বাংলাদেশে। কারণ আমাদের এটা নদীমাতৃক দেশ, এবং এখানে প্রত্যেকটি ছেলের সাঁতার জানা দরকার।

সাঁতারের সঙ্গে এসে পড়ে ওয়াটারপোলো খেলা। যাকে আমরা জল-বল ব'লে থাকি। ওয়াটারপোলো খেলা দেখা যায় কোলকাতায় হেদোর পুকুরে হচ্ছে। খুব চমৎকার খেলা। এতে যতটা কৌশল দরকার, ততটা সাঁতার শিক্ষা দরকার এবং দমও খুব বেশী থাকা দরকার। এই খেলাটির যদিও ক্রিকেট ও টেনিসের মতন খুব নাম হয় নি, কিন্তু এই খেলার প্রয়োজন আমাদের বাংলাদেশে খুব রয়েছে।

আর একটি কথা, কলকাতায় যদি সংগঠনের দ্বারা সমস্ত ক্রীড়াগুলিকে সংহত করতে যায়, নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আছে সেটা যদি দূর করতে চায় এবং একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে এসে ক্রীড়াগুলিকে সর্বদিক দিয়ে প্রসারিত এবং উন্নত করতে চায়, তাহ'লে এই বিলের উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে কলকাতায় যে ব্যাপারটা ঘটবে, কলকাতার সঙ্গে মফঃস্বলেও তার হাওয়া পেঁছবে। এবং কলকাতায় যে বিল সীমাবদ্ধ থাকবে সেই বিল ক্রমে কলকাতার সীমা ছাড়াবে ও মফঃস্বলে তার সুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। আমরা দেখেছি যে এই সাঁতার এবং জল-বল খেলা আমাদের এই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামেও জানে। সেখানে দিকে দিকে কত বড় বড় দীঘি রয়েছে। উত্তর বাংলায়, মধ্য বাংলায় এবং রাঢ় দেশেও বড় বড় অনেক দীঘি রয়েছে। যদি ঐ দীঘিগুলি মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে উদ্ধার ক'রে দেওয়া হয়, তাহ'লে সেখানে সন্তরণ প্রতিযোগিতা এবং জল-বল খেলা, এই দুটোই চলতে পারে। এমন কি সেই দীঘিতে ছোট ছোট ডিঙ্গিতে বাচ্ খেলাও চলতে পারে।

এবার আমি এই বাচ্ খেলা সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ব'লব। আমি এই সাঁতারের ব্যাপারের সঙ্গে, জল-বল খেলার সঙ্গে এবং বাচ্ খেলার সঙ্গে জড়িত রয়েছি। আর এর সঙ্গে আমাদের নদীর সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও রয়েছে। পূর্ব্ব-বাংলায় কত যে বাচ্ খেলা ছিল তা আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন। বড় বড় ছিপেতে দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন বাচ্ খেলা হ'ত। আমাদের পশ্চিম বাংলায় ভাগীরথীর উপরে এই বাচ্ খেলার চলন বহুদিন ধ'রেই রয়েছে। সম্প্রতি এই বাচ্ খেলার পুনরুদ্ধার হচ্ছে এবং ১৯৫২ সালে যেখানে মাত্র তিনখানি বাচের নৌকা ছিল, সেখানে আজকে খুব আনন্দের সহিত বলা যাচ্ছে যে বাচের নৌকার সংখ্যা হচ্ছে দশখানি। দশখানি নূতন নৌকা গঠিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে এই বাচ্ খেলার উৎসাহ দেবার জন্য আমাদের রাজ্যপাল মহোদয় বালির নৌকা "অলকানন্দা" ভাগীরথীবক্ষে ভাসিয়ে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদি এই বাচ্ খেলার প্রসার হয় তাহ'লে তিনি এই খেলার জন্য একটা পারিতোষিক দেবেন। তারপর কয় বৎসরে এই বাচ্ খেলার প্রসার দেখে তিনি একটি পারিতোষিকও দিয়েছেন। তিনি তাঁর নাম দিয়েছেন "রাজ্যপাল জয়-নিধি"—গভর্ণরর্স ট্রফির এই নূতন দেশী নামকরণ। গতবারও এই খেলা হয়েছিল। উত্তরপাড়ার গঙ্গায় এই বাচের লীগ খেলা হয়। লীগে গতবার ৮২টি খেলা হয়েছিল। সেইসব খেলা উত্তরপাড়ার লাইব্রেরীর ঘাটের সুমুখের গঙ্গায় হয়। এই লাইব্রেরীর মাঠ খুব বিখ্যাত। এই লাইব্রেরীতে মাইকেল মধুসূদন একদিন বাস করেছিলেন, এই মাঠেতে আলিপুর বোমার মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই মাঠের কোলে যে ঘাট আছে সেখানেই বাচ্ খেলা হয়। আর এই বাচ্ খেলায় ভাগীরথীর দুই তীরের দল বালি,

উত্তরপাড়া, বেলুড়, লিলুয়া, ওদিকে চাতরা, এদিকে এড়েদা, বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, বেনেটোলা ইত্যাদি দল যোগদান করে এবং দেখবার জন্য গঙ্গার দুই তীরে অনেক লোকের সমাগম হয়। আর এই বাচ্ খেলা সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যারা শীতকালে ভোরবেলায় নৌকা টানা অভ্যাস করে তাদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের, প্রত্যেকটি যুবকের শরীর ও স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়েছে।

আমার কোন কোন বন্ধু সোভিয়েট দেশের কাছে আমরা ফুটবল খেলায় হেরে গেছি ব'লে যেমন সোভিয়েটের অপূর্ব্ব কৌশল দেখে বিস্মিত হয়েছেন, তেমনি নিজের দেশের ছেলেরা হেরে গেছেন ব'লেও দুঃখিত হয়েছেন। সেজন্য আমি একটা কথা বলতে চাই। খেলায় ত হারজিৎ রয়েছেই। আমাদের দেশ দু-এক বছর আগে হকি খেলায় ত জগৎ জয় ক'রে এসেছে, সেখানে ত একটাও পরাজয় হয় নাই। সব জায়গায় হারজিৎ আছেই। সোভিয়েট অনেকদিন থেকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে, অনেক বছর ধ'রে অভ্যাস করেছে। সুতরাং আমাদের দেশের লোক যদি এই বছর ৩ গোলে হেরে থাকে, তাহ'লে ৩ বছর পরে আমরা জিতে আসব এমন আশাও ত আমরা করতে পারি। এখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই খেলার বিলকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই অনুরোধ করছি যে আমাদের দেশীয় সাঁতার, বাচ্ এবং কবাটি প্রভৃতি খেলার প্রচলন আছে সেইগুলি উনি যেন গ্রহণ করেন এবং গ্রহণ ক'রে সর্ব্বতোভাবে এইসব খেলার প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন, তা অর্থ সাহায্য দিয়েই হোক বা তাঁর সমর্থন দিয়েই হোক। কলকাতার সমর্থনে এইসব দেশীয় খেলা অচিরে দূরে সর্ব্বত্র প্রসারিত হবে এবং বাংলাদেশে দেশীয় ক্রীড়া প্রচার ও প্রসারের একটা নবযুগ আসবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্পীকার মহাশয়, আমার একটি সার্কুলেসন মোসন দেওয়া আছে এবং সেইটার সমর্থনেই আমি ব'লব। এই বিলটির সার্কুলেসন মোসন আলোচনা হবার আগে আপনি আমাদের যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা মনে রেখেই আমি বলছি যে, আমি মনে করি, যে বিলটি এখন আমাদের সামনে দেওয়া হয়েছে সেই বিলটির উদ্দেশ্য হয়ত' সাধু হ'তে পারে কিন্তু যে জন্য এই বিলের প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমরা মনে করি যে, এই বিলটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ড্রাফ্ট করা হয়েছে। যার ফলে বিলের মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গিয়েছে। যেগুলো না ভালভাবে সোধরাতে পারলে আমাদের কলকাতার খেলাধুলো ভালভাবে কন্ট্রোল করা যাবে ব'লে আমার মনে হয় না। আমরা অবশ্য চাই যে, খেলাধুলো কন্ট্রোল করার জন্য একটি আইন প্রণীত হোক।

[4-40—4-50 p.m.]

আমরা চাই যে, বাংলাদেশে যতগুলি খেলাধুলোর প্রতিষ্ঠান আছে সেই সবগুলিকে একটা সংগঠনের মধ্যে এনে বাংলাদেশের খেলাধুলোকে একটা কেন্দ্রীভূত করা হোক। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই বিলের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। ডাঃ রায় আমাদের বলেছেন যে, একটা ষ্টেডিয়াম তৈরী করার জন্য এই বিলটা আনা হচ্ছে। ষ্টেডিয়াম তৈরী করা ছাড়াও বিলের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত প্রভিসন রয়েছে সেই প্রভিসনগুলোর দ্বারা আমার মনে হয় বাংলাদেশের খেলাধুলো বেশ ভালভাবে কন্ট্রোল করা যাবে না। তার একটা প্রথম কারণ হিসাবে আমি দেখাচ্ছি যে, এই বিলের মধ্যে আছে যে ক্যালকাটা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসন তৈরী হবে এবং সেই এ্যাসোসিয়েসনের বিভিন্ন সাব-কমিটি তৈরী ক'রে বিভিন্ন খেলাধুলো তার মাধ্যমে সংগঠিত করাবেন। কিন্তু আমি মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজকে যে সমস্ত সংগঠন রয়েছে, যেমন ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েসন, ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েসন, তারা এক একটি খেলা পরিচালনা করেন। আমরা বিলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, এ্যাসোসিয়েসনও এই রকম এক একটি সাব-কমিটি তৈরী করবেন এবং তারা এই সমস্ত খেলাধুলোগুলি পরিচালনা করবেন। তা যদি হয় তাহ'লে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে, এই আইন চালু হ'লে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েসন কিম্বা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গল বা ওয়েষ্ট

বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েসন তাদের কি কর্ত্তব্য থাকবে। ডাঃ রায় আমাদের শুনিয়েছেন যে, তারা তাদের কাজ ক'রে যাবে—তাদের কোন কাজ এই বিলের দ্বারা ব্যাহত হবে না। তা যদি হয় তাহ'লে বাংলাদেশের খেলাধুলা পরিচালনা ব্যাপারে একটা দ্বৈতশাসন হয়ে যাবে। যার ফলে আমি মনে করি যে, ক্রীড়া জগতে একটা কনফিউসনের সৃষ্টি হবে। যদি এই বিলের মাধ্যমে সমস্ত খেলাগুলোকে কেন্দ্রীভূত করতে হয় তাহ'লে আমি মনে করি এই বিলটাকে পাবলিকের মধ্যে সার্কুলেট করা হোক। এই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে এই বিলকে আলোচনা করবার জন্য সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে এই বিলটিকে ভালভাবে সংশোধিত ক'রে তারা নিজেরা এই এ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে আসতে পারেন। এর মধ্যে এসে বাংলাদেশের ক্রীড়া জগৎকে ভালভাবে পরিচালনা করতে পারেন। যারা বাংলাদেশের ক্রীড়ামোদী এবং ক্রীড়া সম্বন্ধে বোঝেন কিম্বা ভাল ভাল খেলোয়াড়, তাদের নিয়ে এসে এই সংগঠন করুন। এ ছাড়াও আর একটা জিনিষ আমি মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের গোচর করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে বিলের মধ্যে আমরা যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক স্পোর্টসকে কন্ট্রোল করবার একান্ত প্রচেষ্টা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে, যারা খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদী তাদের দ্বারা এই খেলা পরিচালনা হওয়া দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে কেবল সাহায্য করা দরকার।

[At this stage the red light was lit.]

Mr. Speaker:

শেষ করুন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার দু-এক মিনিট লাগবে, স্যার। আমি মনে করি যে সরকারের পক্ষ থেকে এই জিনিষটাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। একে কন্ট্রোল করার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ধারা বিলের মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে যার মাধ্যমে কন্ট্রোল বোর্ড তৈরী করা হবে এবং যার হাতেই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা নিহিত করা হয়েছে। এবং সেই বোর্ড সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হবে। বিভিন্ন ধারার মধ্যে সরকার কিভাবে খেলাধুলোকে কন্ট্রোল করবেন সেইটাই রয়েছে বেশী। আমি মনে করি এর দ্বারা ক্রীড়া জগতের ভাল গ্রোথ হবে না। বরং এর দ্বারা গ্রোথ অনেকখানি "হ্যামপার্ড" হবে ব'লে আমি মনে করি। আজকে এটা সরকার কন্ট্রোল করবেন এবং সরকার কন্ট্রোল করা মানেই, যে রাজনৈতিক দল সরকারের মধ্যে থাকবেন তাঁরাই কন্ট্রোল করবেন। তাহ'লে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা বিরোধী পক্ষ তাঁরাও সেটা কন্ট্রোল করবার চেষ্টা করবেন, যার ফলে দেখা যাবে খেলাধুলোর মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর দ্বারা আমি মনে করি যে, খেলাধুলোর মান অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাবে।

আর একটি কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে, যে-সমস্ত খেলোয়াড়রা আজকে বাংলাদেশে নাম করেছেন কিম্বা আগে করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করার জন্য বিলের মধ্যে কোন নির্দ্দেশ নেই। সেই নির্দ্দেশ থাকলেই খুব ভাল হোত। আর যে-সমস্ত আলোচনা আমার আছে তা আমি ক্লজ বাই ক্লজ যখন আলোচনা হবে তখন পেশ করব। কিন্তু তার আগে আমি হাউসকে অনুরোধ করব যে, এই বিলের মধ্যে অনেক গলদ রয়েছে তাই এটাকে সার্কুলেট করা হোক যাতে বিভিন্ন স্পোর্টস অরগ্যানাইজেসন এটা আলোচনা করতে পারে এবং উপদেশ দিতে পারে, যার ফলে এই বিলটি একটি ভাল আইনে পরিণত হ'তে পারবে এবং যার দ্বারা আমাদের ক্রীড়া জগতের আরও উন্নতি হবে এবং তার দ্বারা আমাদের ক্রীড়া কেন্দ্রীভূত হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যখন এই বিলটার কথা শুনেছিলাম—অনেক দিন আগে থেকেই শুনেছিলাম—গভর্ণমেন্ট একটা কিছু করবেন তখন একটা আশার আলো জেগেছিল। কিন্তু বিলটা যখন প্রথম দেখলাম তখনই একটা ষ্টেজ অফ ডিসিলিউসানমেন্ট হ'ল। কিন্তু

কাল মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আমার আশার ব্যারোমিটারএর মার্কারি একেবারে "০"তে নেমে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, বিলের উদ্দেশ্য প্রথম, মাঠে যে অনেক সময় গণ্ডগোল হয়, রায়ট হয়, রাউডিজম হয়, স্টেডিয়াম হ'লে সেটা বন্ধ হবে, এবং তাঁর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে স্টেডিয়াম করবার জন্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপেক্টেসান। আমরা দেখেছি তাঁর বক্তৃতার দুটো দিক—একটার মধ্যে হোম মিনিস্টারের মূর্ত্তি আর একটা দিকে ফাইনান্স মিনিস্টারের মূর্ত্তি। কিন্তু বিলের মধ্যে কোন জায়গায় দেখতে পাই না যে স্পোর্টসএর উন্নতির জন্য তিনি স্পন্সোর অফ স্পোর্টস হিসেবে কিছু বলেছেন।

আমার প্রথম বলবার কথা—বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে বর্ত্তমানে যে-সমস্ত সংস্থা আছে তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেসনএর মধ্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা হবে না, তাদের অটোনমি বজায় থাকবে। কিন্তু একটা জিনিষ আমি বলতে চাই, সেটা হলো, আমাদের যে-সব খেলাধুলো আছে, যেমন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট এগুলো—অল ইণ্ডিয়া ব্যাপার।
All-India Football Federation, All-India Hockey Federation
আছে। যদি এই এ্যাসোসিয়েসনগুলি আজকে ষ্টেট এ্যাসোসিয়েসন বা ক্যালকাটা স্পোর্টস বিলএর মধ্যে আসে, তাহ'লে তাদের দুটো মনিব হবে; এবং অল ইণ্ডিয়া ফেডারেসান হ'লেও এখানকার যে-সমস্ত আইন হচ্ছে, তার মধ্যে থাকতে হবে। এর ফলে
serving two masters at the same time
যে কি ডিফিকাল্ট তা সকলেই জানেন।

দ্বিতীয় কথা—এক বন্ধু ব'লে গেলেন, "এখানকার এ্যাসোসিয়েসানের সঙ্গে রয়েছে প্রত্যেক ক্লাবের সম্পর্ক, আর ক্লাবের সঙ্গে মেম্বারদের বা প্লেয়ার্সদের সম্পর্ক রয়েছে, অতএব ধরতে গেলে ব্যক্তিগতভাবে বিলে যা ধরা হয়েছে সেই পার্সনএর সঙ্গে আলটিমেটলি অল ইন্ডিয়া ফোরামএর সম্পর্ক আছে"।

তৃতীয় কথা—তিনি বলেছেন, এ্যাসোসিয়েসন যে তৈরী হবে তার সভ্য হবে প্রায় পাঁচ হাজার। এই পাঁচ হাজার মেম্বার হাজার টাকা ক'রে দিলে ৫০ লক্ষ টাকা হ'য়ে যাবে। ষ্টেডিয়ামএর জন্য কত ক্যাপিটাল তা বলা হয় নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—এই যে এইরূপ ব্যাপার ঘটলে সেটা প্র্যাক্টিক্যালি ষ্টেডিয়ামটা কি হ'য়ে দাঁড়ায় না একটা লিমিটেড কনসার্ন? এই যে লিমিটেড কনসার্ন এতে হাজার টাকার শেয়ার ফ্লোট করলে সে ত একটা লিমিটেড কোম্পানি হ'য়ে যায়, এবং তার শেয়ার-হোল্ডারসদের ভিতর থেকেই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হয়। এবং লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারসদের নির্ব্বাচিত বোর্ড অফ ডিরেক্টাররাই টাকা হ্যাণ্ডেল করে। কাজে তাদের হয় ত অনেক সময় গলদ হয়, ভুল হয়, এবং ডাইরেক্টরদের দোষে অনেক কোম্পানি উল্টেও যায়—কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা আছে,
Even in democracy we must have the right to commit mistakes
এ-কথা সত্য। কিন্তু মিসটেক যে করতে হবে তা বলছি না। কিন্তু এ-কথা কখনো শোনা যায় নি যে মেম্বারস অফ দি এ্যাসোসিয়েসন তাদের কোন কন্ট্রোল থাকবে না—থাকবে বোর্ডের হাতে। নমিনেটেড ডাইরেক্টরস যাঁরা হবেন লিমিটেড কনসার্নএ তাঁরা দেবেন আর একজনকে জবাবদিহি, এবং বাজেট সেখানে যে তৈরী করবেন তা যাবে ষ্টেট গভর্ণমেন্টে, এই ব্যাপার দেখে মনে প'ড়ল একটা কথা—

"লঙ্কায় রাবণ ম'ল,
বেহুলা কেঁদে বিধবা হ'ল।"

[4-50—5 p.m.]

অর্থাৎ কি সম্পর্ক রইল
between the members and the controlling authority
সেটা বুঝতে পারলাম না। আর একটা জিনিষ হচ্ছে টাকা দিয়ে যে মেম্বারস হবে, আপনারা বুঝতে পারছেন—অন্ততঃ কংগ্রেস বন্ধুরা জানেন আবাদী কংগ্রেসের সোসিয়েলিষ্টিক

প্যাটার্ণ,—হাজার টাকা দিয়ে অর্ডিনারী গরীব লোকরা মেম্বার হ'তে পারবে না। অথচ জনসাধারণ মেম্বার হ'তে পারে এই ব্যবস্থা যদি থাকতো অর্থাৎ অল্প মূল্যে যদি মেম্বার হওয়া যেতো তাহ'লে সোসিয়েলিজ্‌ম্‌এর আর একটা মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যেতো। এ জিনিষ করা হচ্ছে কি, আপনারা বলছেন স্পোর্টসএর মধ্যে সবই ভাল আছে, তা নয়। কিন্তু যে জিনিষ সাজেস্ট করা হচ্ছে, ট্রিটমেন্ট হিসাবে সেটা হচ্ছে

transfering the monopoly or autonomy from some hand to some other:

আমাদের খালি ভয় হয়

the treatment suggested by the biggest physician might be worse than the disease itself

এই কথাই আমাদের মনে হয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই বিলকে ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল কেন নাম দেওয়া হ'ল? আমরা চেয়েছি বাংলাদেশে খেলাধূলার উন্নতি করবার প্রচেষ্টা। আজকে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন বর্ত্তমানে আমরা কলিকাতায় করছি, তারপর মফঃস্বলে, জেলা ও মহকুমায় করবো এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জিও সে-কথা বলেছেন। আমি বল্‌বো তাই যদি উদ্দেশ্য থাকে সেটা নামকরণ থেকে আরম্ভ করলেই হয়। এটাকে যদি বেঙ্গল স্পোর্টস বিল নাম দেওয়া হয় তাহ'লে কোন ক্ষতি হ'ত না। আপনারা অনেক বিলের এ্যাপ্লিকেশন করেছেন বাই ষ্টেজেস, কিছু কিছু ফলের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন, জানি না নিষ্ফল হবে কি না। পরে এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন এই প্রভিসনটা রেখে বেঙ্গল স্পোর্টস বিল যদি নাম দিতেন তাহ'লে মফঃস্বলের লোকের মনে আশার সঞ্চার হ'ত। আমি আশা করি নামকরণ ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয় এটা করতে পারেন।

[At this stage the blue light was lit.]

আমার আর একটু সময় লাগবে। আমার বক্তব্য এইটুকুই বলবো, নামটা চেঞ্জ ক'রে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না এবং কলিকাতায় ষ্টেডিয়াম করার কোন বিঘ্ন হ'তে পারে না। কিন্তু তাতে কলিকাতার বাইরে যারা আছে তাদের মনে একটা আশা জাগবে যে একদিন ডিষ্ট্রিক্টএ ষ্টেডিয়াম হ'তে পারে। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে অন্যান্য দেশে ষ্টেডিয়াম যে শুধু মেট্রোপলিসএই থাকে তা নয়, কাউন্টিতে কাউন্টিতেও থাকে। আমি স্কটিশ ফুটবল দেখে এসেছি। আমাদের এখানে সবচেয়ে ভাল খেলা মোহন বাগান-ইষ্ট বেঙ্গলের এবং তা খেলা হয় সব সময়েই কলিকাতায়। কিন্তু সেখানে দেখেছি ফুটবল এডিনবারাতে এই সীমাবদ্ধ নয় গ্লাসগোএ আছে, এবারডিনএ আছে। ফলে, সেখানে সমস্ত দেশটাই স্পোর্টস-মাইণ্ডেড এবং তারমধ্যে থেকেই ভাল ভাল খেলোয়াড় বেরিয়ে আসে। আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের সব জায়গাকে চুসে কলিকাতার ফুটবল তৈরী হয়েছে। এটা সোসিয়েলিষ্টিক প্যাটার্ণ নয়, এটা হচ্ছে ক্যাপিটালিষ্টিক। আপনারা জানেন প্রকৃত প্লেয়ার্স কোথা থেকে আসে। "কুমার" এসেছিল কোথা থেকে; "সামাদ" এসেছিল কোথা থেকে? এখানে প্লেয়ার প্রোডিউস হয় না। এখানে যারা আসে তাদের এক্সপ্লয়েট করা হয়, তারা কলকাতার পোষ্যপুত্র। অতএব এখানে প্লেয়ারস তৈরী হয় না। ক্যালকাটা প্রায় এ্যাবসলিউটলি ষ্টেরাইল, অন্ততঃ ফুটবল প্লেয়ার তৈরী করার ব্যাপারে। সুতরাং মফঃস্বলকে যদি এই বিলের মধ্যে ইন্‌ক্লুড না করা হয় তাহ'লে আমি বলবো সত্যই মফঃস্বলের প্রতি একটা অবিচার করা হচ্ছে এবং সেদিক দিয়ে অনুরোধ করবো আপনারা অন্ততঃ নামকরণের দিক দিয়ে এর বিরোধিতা করবেন না। আপনারা ভালর জন্যই করছেন। এটা যদি করেন তাহ'লে অন্ততঃ আবাদী কংগ্রেসের সোসিয়েলিষ্টিক রেসোলিউসনএর একটা দিক ফুটে উঠবে। আমাদের দেশ স্পোর্টস-মাইণ্ডেড হবে।

আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে স্পোর্টসএর মধ্যে কপাটি খেলার কথা অনেকেই বলেছেন। আমি বলতে চাই, আপনারা জানেন কপাটি খেলার মধ্যে অনেক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাল লোক রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আছে, চাষীর মধ্যেও আছে, তাদের পক্ষে এই বিলের সুযোগ

নেওয়ার কোন প্রোভিসন এই বিলের মধ্যে নেই। যারা এরিস্টোক্র্যাট তারাই আজ এই বোর্ড বা এ্যাসোসিয়েসনএর মেম্বার হবে। যারা লক্ষপতি তারা থাকবেন কিন্তু যারা সাধারণ ক্রীড়াবিদ তাদের বল্‌বার কিছু নেই। দরিদ্র জনসাধারণ বা নিম্নস্তরের লোকের কিছু বলার থাকবে না, যদিও তাদের মধ্যে অনেক উপযুক্ত লোক আছে। আমি এই কথাই বলবো—

> "Full many a gem of purest ray serene,
> The dark unfathomed caves of ocean bear."

সেখানে তাদের তুলবার জন্য কি হবে সে কথা এই বিলের মধ্যে নেই। আর একটা কথা আমি বলবো, এই যে আমাদের যে প্লেয়ারস আছে এই প্লেয়ারসদের মধ্যে অনেকে জানেন এবং অনেকে বলেছেন দুর্নীতির কথা। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে স্পেশ্যাল পুলিস আমাদের খেলায় সাহায্য করে। স্পেশ্যাল পুলিস থাকলে গুণ্ডাইজম্, রাউডিজিম্ কেন হয়? তাঁর পুলিস কাজ করে না, তাঁর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আছে, তিনি কি জানেন না ইডেন গার্ডেনের গাছের তলায় চ্যারিটি ম্যাচএর টিকিটের ব্ল্যাক-মারকেটিং হয়? যদি এই খবর তাঁর কাছে গিয়ে পেঁৗছে না থাকে, তাহ'লে আমি বলবো তাঁর পুলিস বিভাগ এ্যাবসলিউটলি ওয়ার্থলেস। এবং এ জিনিষ আজকে নয় অনেক বৎসর ধ'রে চলছে। উনি আমাদের কাছে বলুন এর জন্য পুলিস ডিপার্টমেন্টএ যারা দায়ী তাদের পানিশমেন্ট দেবার কি করেছেন? অতএব দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য এই বিল আনার প্রয়োজন ছিল না। যে ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হাতে আছে তাতেই হ'ত। পুলিস এবং অন্যান্য লোক যাদের গুণগান উনি করছেন তারা যদি তাদের নিজেদের কর্ত্তব্য করতো তাহ'লে দুর্নীতি, রাউডিজম্‌এর জন্য এই বিল আনার প্রয়োজন ছিল না। ষ্টেডিয়াম করার জন্য এই বিল আনার প্রয়োজন ছিল না। গভর্ণমেন্ট ষ্টেডিয়াম তৈরী করবেন কিন্তু যদি দুর্নীতি বন্ধ করতে চান তাহ'লে এ বিলএর সম্পর্কে "স্পোর্টস" কথাটা তুলে দিয়ে অন্ততঃ

combating of rioting and the erection of Stadium Bill

এই করলেই হ'ত। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে আপনারা জানেন অন্যান্য যেসব সংস্থা আছে—যেমন ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েসন—তারা একটা জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্ততঃ দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক আছে এ-কথা বলবো না। বর্ত্তমানের আই, এফ, এ,র প্রেসিডেন্ট, মিঃ এস, এম, বসু, ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসানএর বেঙ্গলএর প্রেসিডেন্ট শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, যাদের নাম লোকে অন্ততঃ জানে এবং আমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট যাঁদের বিশ্বাস করেন, তাঁরা এই কথা বলেছেন যে বিলএর সমস্ত প্রোভিসনগুলি দেখে তাঁরাও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। বিলের ড্রাফ্‌টিংএর সময় তাঁদের কন্সাল্ট করা হয় নি।

It was news to me to know this.

আমরা ভেবেছিলাম যে-সমস্ত এ্যাসোসিয়েসন আছে, মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় তাদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এবং যারা স্পোর্টস পরিচালনা করেন—সে কংগ্রেস দলেরই হ'ক বা বিরোধী দলেরই হ'ক—তাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এই বিল ড্রাফ্‌টেড হয়েছে। আমি অবশ্য সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই এই কথা বলছি যারা কংগ্রেসম্যান তারা ফুটবল ভালবাসে, আমরাও ভালবাসি। স্পোর্টস দেখতে সকলেই ভালবাসে। কারণ এর মধ্যে দলাদলি বা রাজনীতির কথা নেই। কিন্তু সেটা সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে পর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিলটা ড্রাফ্‌টেড হওয়া উচিত ছিল, দেখা যাচ্ছে যে তা হয় নি। সি, এ, বি,র প্রেসিডেন্ট তুষার বাবু—যেখানে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় একদিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন; কাজেই দলের প্রশ্ন উঠে না। আমি এখানে বলছি যে

provision of the Bill is so far-reaching,

এতে ইম্‌প্লিকেসানস এত বেশী কেন জানি না। ধীরে ধীরে যাওয়া উচিত ছিল। যদি গুণ্ডা দমন, মারামারি বন্ধ করার জন্য এই বিল হয়ে থাকে, তা তিনি তাঁর ওপেনিং স্পীচএ ব'লে গিয়েছেন, তাহ'লে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখছি না। খেলার জন্য এই বিলটা হ'ক। বিলটাতে এমন প্রোভিসন করুন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে বিলটাকে তাড়াতাড়ি পাশ না করিয়ে, এতদিন গিয়েছে, আর দুই দিন বিবেচনা ক'রে, যারা যারা ক্রীড়ামোদী বা

অন্যান্য যে-সমস্ত দল আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আপনি এমন একটা বিল আনুন যাতে সমস্ত দল নিরপেক্ষভাবে একসঙ্গে বসে সেটা ক্যারি করতে পারে। তাহ'লে আর ডিভিসনএর প্রয়োজন হবে না। তাহ'লে অন্ততঃ বাংলাদেশের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় একটা কীর্ত্তি রেখে যাবেন।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ তিন বছর ধ'রে আমরা যে আবেদন ক'রে এসেছিলাম, যে দাবী করেছিলাম যে আড়াই কোটি বাঙ্গালীর খেলাধুলার জন্য সরকার কিছু চেষ্টা করুক—বাঙ্গালী জাতির যাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—বাঙ্গালীর আগেকার দিনের যে খেলাধুলো ছিল এবং সহরে আজ যেসব খেলাধুলার চলিত হয়েছে—আমি বলি না সে খেলাধুলো দেশী কি বিদেশী, যে খেলা আজ বাংলাদেশের সহরে এবং গ্রামে সাধারণ ছেলেরা এবং যুবকেরা খেলে থাকে তারই যাতে উন্নতি হয় সরকার তার চেষ্টা করুক। এবং সাথে সাথে আমাদের এ দাবীও ছিল যে কলিকাতা সহরে অন্ততঃ একটি ষ্টেডিয়াম তৈরী করা হোক যার দ্বারা ক্রীড়ামোদী দর্শক যারা তাদের সুবিধা হবে এবং এই টিকিটের যে লীলাখেলা চলে বা কালোবাজারী চলে সেটা দূর হবে। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় যেটাকে গুণ্ডামি বলেন সেটা দূর হবে। দর্শকদের দেখবার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং দেখতে না পেলে যে চাঞ্চল্য আসে এবং সেই চাঞ্চল্যের ফলে ছেলেরা যে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সেটা গুণ্ডামী নয়। অন্ততঃ আমরা সেটা গুণ্ডামী বলি না। [নয়েজ]

Sj. Koustuv Kanti Karan:

ষ্টেডিয়াম হ'লেও রেফারিকে মারাটা——

Sj. Amarendra Nath Basu:

ষ্টেডিয়াম হ'লেও রেফারিকে মারতে পারে ভাই! আমরা যখন বিলটির আসার কথা শুনেছিলাম তখন ভাবছিলাম যে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় সকল দিক চেয়ে এই রকম একটি বিল আনবেন যা নিয়ে আমরা গত তিন বছর আলোচনা করেছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তা নয়। জানি না এই যে তিনি আইন করেছেন এবং কমিটি করেছেন তাতে কতদূর কি করতে পারবেন। কিন্তু এখন সাধারণভাবে যা দেখছি তাতে একটি ষ্টেডিয়ামমাত্র খাড়া করা যেতে পারে। যাক আমরা এটাকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ধ'রে নিলাম কিন্তু আমি বলব যে আমাদের পক্ষ থেকে যে-সব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এসেছে সেগুলি তিনি চিন্তা ক'রে দেখুন। এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ এই বিলের আলোচনার সময় তিনি যেন মনে না করেন যে ওঁরা সরকার পক্ষ এবং আমরা বিরোধী পক্ষ। যখন আমরা আড়াই কোটি লোকের স্বাস্থ্যের বা খেলাধুলার কথা চিন্তা করি তখন নিশ্চতই আমরা মনে করি যে এই আড়াই কোটি লোকের মধ্যে বহু কংগ্রেসের লোক আছেন এবং আমাদেরও লোক আছেন। আমরা কাউকে বাদ দিয়ে চিন্তা করি না। আমরা সেখানে সমস্ত জাতির কথা ভেবেই চিন্তা করি। সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয় যেন মনে না করেন যে আমাদের এই আলোচনাগুলি বিরোধী পক্ষের আলোচনা। এই বিলটিকে আরও ভাল ক'রে, কাজে লাগাবার উপযুক্ত ক'রে চালু করবার জন্যই আমরা এই সংশোধন প্রস্তাবগুলি এনেছি। সত্যিই আমার সহকর্ম্মী শ্রীগনেশ ঘোষ মহাশয় যেসব কথাগুলি বলেছেন, খেলা শিক্ষা দেবার কথা তা চিন্তা করবার কথা। অবশ্য পরে শিক্ষা দেবার কথা আপনারা তুলেছেন। এদিকে প্রথম নজর দেওয়া উচিত ছিল। আজকে আমরা একটা বিরাট ষ্টেডিয়াম করছি এবং তাতে বোধ হয় এক লক্ষ লোক বসতে পারবে কিন্তু খেলার মান যদি না বাড়ে তাহ'লে তারা দেখতে আসবে কেন? বিদেশ থেকে

যারা খেলতে আসবে তারা যদি সকল দিক থেকে আমাদের হারিয়ে দিয়ে চ'লে যায় তাহ'লে সেখানে টিকিট বিক্রী হবে কেন? কাজেই এই ১ লক্ষ দর্শক যোগাড় করবার জন্যও আজ সারা জেলাতে ফুটবল, টেনিশ, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিশ, কুস্তি, লাঠি, সাঁতার এমন কি আদিবাসীরা যেসব খেলা করে যা আমরা জানি না সেই তীর-ধনুক থেকে আরম্ভ ক'রে সবগুলির উন্নতির চেষ্টা তিনি করুন। আমি নিশ্চিত তাঁকে বলতে পারি যে তার জন্য যদি তিনি প্রস্তুত থাকেন তাহ'লে আমরা পরিপূর্ণ সহযোগিতা তাঁকে দেবো। কিন্তু তিনি যদি তা না মনে ক'রে এই কথাই ভাবেন যে যারা এই দুর্নীতি করছে এই খেলার মধ্যে সেই সব লোকগুলোকে নিয়ে আবার আর একভাবে এই খেলাধুলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন তাহ'লে পরিপূর্ণ সমর্থন আমরা জানাতে পারি না। আমি আশা করব যদি তিনি আমাদের এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন তাহ'লে বুঝতে পারব তাঁর মন কোনদিকে চলছে। এই অবস্থায় আমি তাঁকে অনুরোধ করব এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে। আমার বন্ধু শ্রীগনেশ ঘোষ যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে কলকাতার পার্ককে শুধু গাছ দিয়ে আর বেড়া দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট ছেলেদের খেলবার সুযোগ ক'রে দেওয়া হচ্ছে না বরং খেলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে তখন আমার কংগ্রেসী বন্ধু একজন বলেছিলেন যে ভাল কাজই কার হচ্ছে। আমি তাঁকে এই কথাই বলব ছোট ছেলেরা আজ রাস্তায় ফুটবল খেলে। ঐ গাছ উপড়ে দিয়ে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ দিন কর্পোরেসনকে ছোট বড় যতগুলি পার্ক আছে তাতে ছেলে-মেয়েদের খেলার বন্দোবস্ত করে দিতে। ঐ গাছ দিয়ে বাহার করবার দরকার আজকে নাই। যেখানে ডালভাত মানুষকে দিতে পাচ্ছি না সেখানে মাংস খাওয়াবার কথা চিন্তা করলে চলবে না। আগে ছেলেদের খেলাধুলা, পরে আমরা বাহারের জন্য কলকাতায় ভাল বাগান করতে পারি। আজ আমি এই আশা রাখব যে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বীরেন বাবুর এবং গনেশ বাবুর, ডাঃ নারায়ণ রায়, আরও আরও যাঁরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছেন সেগুলো বিবেচনা ক'রে গ্রহণ করবেন। প্রয়োজন হ'লে তিনি ১ ঘন্টার মত সভা বন্ধ রেখে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তা ক'রে এই বিলটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবেন।

Sj. Raipada Das: Mr. Speaker, Sir, instead of calling the Bill "The Calcutta Sports Bill, 1955" it would have been more appropriate to name it "The Calcutta Sports Board Bill, 1955" in view of the plenary powers proposed to be given to the Board. All the five members of the Board shall be appointed by the State Government, and the manner of appointment and the terms of service shall also be determined by the State Government. The Board will have absolute power, regarding the management and control of any play-ground and sports stadium erected by or transferred to it. All the members of the Board shall be *ex officio* members of the Sports Control Committee to be constituted by the Association. The whole show, as will be crystal clear to any who cares to go through the Bill, will be bossed by the Board. And the Board with its sweeping powers will be nothing short of or nothing more than a Government Secretariat to carry out the whims and caprices of the Government. Thus, sports, the only virile and healthy pastime of the youth of the country, will be regimented and will lose the fervour and youthful abandon which go to make sports really enjoyable.

Our Congress Government, which is spreading its tentacles all around, has now chosen to come down upon sports in the name of expanding and improving them. What the people asked for was a stadium. Instead, they find themselves in a quandary, so ingeniously conceived and created by the Government. The people's clamour for a stadium could not have been more heinously gagged.

Now, about the Association and the Committee. For the first two years it will consist only of such persons as the State Government may appoint members thereof. Thus, it will be under the absolute control of

the Government, and neither the C.A.B. nor the general public will have any say in the matter. The special sub-committee of the C.A.B. met at the Amritabazar Patrika city office on Monday last and were unanimously of the opinion that the Calcutta Sports Bill in its present form was unworkable and was likely to defeat the very purpose for which it had been framed. Even after the expiry of the first two years the Association will have no control of the Sports Fund which shall be vested in and be under the control of the Board. All moneys credited to the Sports Fund shall be received by the Board which may, from time to time, advance to the Association or the Committee such amounts as it may think necessary to oblige the Association or the Committee. So, to all intents and purposes, it is the Board which will be the controlling authority and not the Association which will be something like an Advisory Body, divested of all executive functions. As it is with the Association, so will it be with the Committee where all the Government appointed members of the Board will be *ex officio* members. In short, the popular element disappears altogether and the Congress bureaucracy steps in. Thus, a stadium, if at all erected, will fail to rouse enthusiasm in the people who will look askance at it and will never regard it as their own.

[5-10—5-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not heard much of serious comment over the proposition that is before the House, namely, the enactment of a Sports Bill. Sir, there are certain points in which there is no difference of opinion, namely, that there are abuses in the sports circle or that there has been disturbance in the conduct of matches, that there are vested interests which have entrenched themselves behind these sports organisations, that the general standard of sports in Calcutta and West Bengal has gone down. It is a common ground and it is also clear—nobody can deny that fact—that if you want to bring in new blood—as you must—then you must also think in terms of development of sports amongst children, give them playgrounds, give them food for their nourishment and so on and so forth. They are all very important questions, but the question that we have before the House today is that you have to begin somewhere and my feeling is that you should begin first of all by providing accommodation for the sports loving people. It would be wrong for anyone to say that this Bill has been hatched without consulting anybody. I have consulted all the representative associations including Kabadi Association, Swimming Association, Tennis Association and so on. Various associations came and saw me and it has been discussed over and over again by various representatives. It is possible that some persons in the Assembly who may be important exponents of the games have not been consulted. Surely, I did not consult Sj. Atulya Ghosh alone, as Sj. Ganesh Ghosh seems to think, but he is not an untouchable. He has got his own right of saying what he thinks best in the matter of sports in Bengal. So does the ex-Mayor of Calcutta and the ex-Deputy Mayor. Can I stop them? Everybody has his own opinion. The first point that I want to draw your attention to is that although the Bill is called the Calcutta Sports Bill and although it is said that it extends to Calcutta, if you read through the Bill you will see that the affiliated sports associations need not be an organisation in Calcutta. Any sports organisation can be recognised by the Association if it so desires. It is according to the rules that are framed. I found from different sports organisations whom I consulted that different sports have got different standards of development—football has its own development, cricket has also got its own and that is also the case with regard to kabadi, swimming,

and lawn tennis, etc. But the latter have not got such well-organised associations behind them as we have got in football and cricket. Therefore, we have kept it vague to a certain extent saying that the Association will recognise not merely the organisations in Calcutta but organisations all over Bengal. So the operation of the Bill and the activities of the Association need not be confined to Calcutta. Read the Bill and you will find it.

The next point is that the Association has not been given any power. It has been given important power, namely, the power of constituting the Sports Control Committee under section 6. It is also given the power to affiliate sports organisations on payment of fee prescribed in this behalf. I feel that these are the two most fundamental powers which the Association possess. Now, you will find also in the amendment of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta which makes it clear that in case of those who want to become members of the Association the fees that are payable would be as prescribed by the rules, but we have deliberately put in "subject to such exemptions from payment of fees as may be prescribed in this behalf" with the result that any important and prominent man in sports circle if he cannot pay the fees prescribed by the rules there may be rules that will exempt him from paying fees. Therefore, all this bogey about having only the big capitalists has no legs to stand upon.

The next question is, as I said before, that it is not enough to provide a stadium but it is also necessary that we should have arrangements for the development of the sports, and training of sportsmen. Sir, about Shri Subodh Banerjee's suggestion for the training of sportsmen, at first I did not think that we would burden the Committee with the task of training of the sportsmen as I was advised that if we put down the words "take steps for the development of sports" that would include a variety of things not merely the question of giving proper food or giving proper nourishment or helping the poor sportsmen but various other things will be included in that particular language.

Then the question has been raised as to what arrangements have been made for the different associations to have contact with associations outside India. Sir, I did refer to it in my opening speech and I may repeat again that the Control Committee may delegate its power to arrange and manage matches by a sub-committee constituted according to such rules as may be prescribed, the rules being made to provide for the representation of affiliated sports organisations interested in the particular branch of the sport for which it is constituted.

[5-20—5-45 p.m.]

As you know, we have started with not very good data about the organisational condition of the different sports. Therefore, we have suggested that the Sports Control Committee will have small sub-committees to whom power will be delegated to arrange, organise and manage sports and matches. Such sub-committees will consist of representatives of affiliated organisations interested in a particular branch of sport, with the result that if the Indian Hockey Association or the Bengal Association is to play a game with a hockey team from Yugoslavia all that we need do is that the sub-committee which will be in charge of hockey will get in touch with the organisation outside. Similarly it will happen with regard to all other organisations. I do not think that we can visualise all the conditions that may arise—and which have arisen in the minds of some of my friends here—in future about our relationship in matches and sports with the outside world, but as we go along if we cannot

provide for all the contingencies by means of rules we shall have to make alterations in our Act. That can come in after experience.

The charge has been made that we have suggested the formation of a Sports Board consisting of five nominated members. My friend Sj. Sudhir Ray Chaudhuri said that they would be Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police and so on. Of course, if my Commissioner of Police and Deputy Commissioner of Police could be trusted to raise funds—and to them people will give money and people will give loan—I do not mind. But I know that there must be men who are men of substance, because it is provided in the Bill that "The Sports Fund shall become vested in and be under the control of the Board and shall be held in trust." So the trustees are not the Board of Directors as my friends have suggested; they are trustees on behalf of the public for holding the fund. In regard to Sports Fund it is stated that "Expenses incurred by the Association, the Board and the Committee in carrying out their functions under this Act shall be met out of the Sports Fund and the Board may, from time to time, advance to the Association or the Committee such amounts as may be necessary to enable the Association or the Committee, as the case may be, to carry out its functions." I can visualise that the Committee or its Sub-Committee may say in the case of development of football that so many grounds have to be cleared up, so many play fields will have to be conducted, so many children will have to be taken in and so on. Let them make the scheme and the Government will be responsible for the money. I do not think that the Sports Fund will have large receipts either from the membership fees of the Association or from donations or admission fees for sports. There may be some money received by admission fees of sports and matches. Probably the Sports Board will have to take a loan and get money from the Government. When Government gives money to an organisation consisting of men, however important they may be, it is we who are responsible. We have got to answer for anything that happens with regard to the Board and, therefore, we ought to know who the persons are to whom the money is given. It is not a question, as some have said, of trying to take power.

I have here a letter from the Veterans' Football Club in which it is said that the resolution of the Club is that it wholeheartedly supports the Bill and eagerly awaits the day when it will come into force. It sincerely feels that nationalisation of sports is the only solution to the general degradation.

Therefore, Sir, it is not that the opinion is only one-sided. I feel that it is necessary, if the Government should undertake any responsibility, at least so far as the custodianship of the money is concerned, that it should be in the hands of those who are nominated by the Government.

Government have also taken the power to nominate four members on the Control Committee and the reason is quite simple. Four members are there not for the purpose of influencing the votes because four out of 15 or more—I think 25—is not of much moment, but we expect that they be important members who are interested in sports but who cannot come in either by election through the Association or by representation from the different sports associations and yet whose presence in the Sports Control Committee will give us a sense of confidence. Therefore, I do not think that there is anything wrong in our having a provision of this type.

I do not want to go into the details of the different provisions. They will come up as the different sections are being discussed, but I can say this definitely that it is not, as my friend Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri said, that I am trying to have this Act in order that they might

support me and my party. *We do not depend upon the Sports Bill for this purpose. We have the people to support us; we have people to give* us help and nourishment. But what we do feel is that we have been very greatly pained on reading the incidents that happened recently in the maidan and on seeing the lowering of the standard of sports in West Bengal.

With these words, I oppose all the motions for circulation.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, on a point of information; may we know the name of the veteran football player who wrote the letter to the Chief Minister?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Mr. Speaker: He has given you the name of the Association.

Sj. Subodh Banerjee: May we get the name of the veteran football player?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is the Veterans' Football Club. Go and find out the name of the veteran player. I cannot give you the name.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

Mr. Speaker: The rest of the amendments falls through.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Calcutta Sports Bill, 1955, be taken into consideration was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned till 5-45 p.m.]

[After adjournment.]

[5-45—5-55 p.m.]

Point of Privilege

Sj. Jyoti Basu: Mr Speaker, just before the recess a resolution of some sporting organization was read out by the Chief Minister and on previous occasions also extracts have been read out from certain letters. Now, I think it would be a very salutary rule that such resolutions or documents should be placed on the table for the members to see. I think that should be done at least on this occasion because we would like to know what the organization is and what actually is its resolution. I think there is a rule that if you read from a document that document should be placed on the table.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I did not read out any resolution. I simply said that they have written a letter saying that this is the way in which it should be done. I told you that the name of the club is the Veterans' Football Club.

Sj. Jyoti Basu: I raise this on a question of privilege, that it is the usual rule in parliamentary practice that if you read out any document then it is placed before the House. I would like to know whether it is correct or not.

Mr. Speaker: Private documents are not placed.

Sj. Subodh Banerjee: I think, Sir, before any member reads out any portion or the whole of any letter it should be placed before the Speaker for verification of its authenticity.

Mr. Speaker: Well, leave it to the dignity and honour of each member.

Sj. Subodh Banerjee: I would request you Mr. Speaker to ask for that letter from the Chief Minister and to verify the authenticity of that particular letter. A similar situation arose on a former occasion when you asked me to produce the original letter and I produced it.

Mr. Speaker: But that question was raised in the House.

Sj. Subodh Banerjee: This time I would request you to ask the Chief Minister to produce the original letter so that you could verify its authenticity. Mr. Speaker, I want your decision on this point.

Mr. Speaker: This is not a new decision. Private documents are never laid but public documents have got to be laid.

Sj. Subodh Banerjee: How can we know that this is authentic? You should be satisfied first of all that the letter is authentic. The Chief Minister should place the letter before you.

Mr. Speaker: If you raise the question of authenticity of the letter, if you raise it as an issue, then I have got to go into the question.

Sj. Subodh Banerjee: Definitely; otherwise why should I raise it?

Mr. Speaker: You cannot, Mr. Banerjee. It is too late in the day.

GOVERNMENT BILL

The Calcutta Sports Bill, 1955

Clause 1

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 1(1), line 1, for the words "Calcutta Sports Act" the words "West Bengal Sports Act" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 1(2), line 1, for the word "Calcutta" the words "the whole of West Bengal" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 1(2), in line 1, after the word "Calcutta" the comma and words ", Howrah and 24-Parganas Districts" be inserted.

Mr. Speaker: All the motions to clause 1 are of the same nature—"Calcutta" be substituted by "West Bengal". I think one speaker will be sufficient—Dr. Chatterjee. Please be very brief, Dr. Chatterjee. You have also referred to this in your opening speech.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার,............

Mr. Speaker:

ডাঃ চ্যাটার্জ্জি, আপনি সেম আর্গুমেন্ট দেবেন না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমার কথার মধ্যে সেম আর্গ্মেন্ট কোথায় আছে! আমি মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের একটা কথা যা শ্নেছি শ্ধ্ সেই কথাটার উত্তর দেব। একটা জিনিষ উনি বলেছেন, এই বিলের স্কোপ সমস্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হয়ে যাবে। তা যদি হয়, আমার অন্রোধ ছিল, মিনতি ছিল, ওঁকে বলেছি এটাকে ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল না ক'রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্পোর্টস বিল করলে পরে মফঃস্বলের যারা ক্রীড়ামোদী তাদের মনটা সন্তুষ্ট হয় এবং তারা মনে ভাববে যে আমরা নেগ্লেক্টেড্ নই। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাসেম্ব্লির তরফ থেকে আমরা যা বলছি সেইর্প এই স্পোর্টিংস এ্যাক্টটা হ'লে ওয়েষ্ট বেঙ্গলএর সমস্ত জায়গার লোকই সন্তুষ্ট হবে, তাহ'লে সেই মত নামকরণ করলে কি মহাভারত অশ্বদ্ধ হবে তা আমি ব্ঝতে পারি না। উনি যেটা ম্খে বলেছেন, সেইটে ক'রে দিলে যদি সত্যই জনসাধারণের বিশ্বাস হয়, তাহ'লে সেটা করতে কি বাধা থাকতে পারে আমি ব্ঝতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, উনি বলেছেন, অর্গানিজেশন কতকগ্নলি তারা ওয়েষ্ট বেঙ্গলএর পরিধির মধ্যেই আছে। কিন্তু সেটা গৌণভাবে, ম্খ্যভাবে নয়। কলকাতায় যে ষ্টেডিয়ামটা হবে আপনারা কি মনে করেন সেই রকম ষ্টেডিয়াম ডিষ্ট্রিক্ট টাউনে হ'তে পারে না? যেমন ইংলন্ডে কাউন্টিতে কাউন্টিতে আছে, সেই রকম এখানেও ডিষ্ট্রিক্টে ডিষ্ট্রিক্টে হ'তে পারে। আজ না হোক, দ্ব-পাঁচ বছর পরে হ'তে পারে, যদি বিলের মধ্যে তার প্রভিশন থাকে। এখানে হয় ত ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ষ্টেডিয়াম হবে, কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট টাউন যেগ্নলি আছে সেখানে ষ্টেডিয়াম করতে ঢের কম খরচ হবে। কলকাতায় যখন দ্ব'বছর লাগবে, তখন মফঃস্বলে আরো দ্ব'বছর বেশী লাগবে। কিন্তু আজ থেকে যদি এখানকার লোকদের বলা হয় যে তোমাদের কথা আমরা ভাবছি, তাহ'লে সেখানকার লোকে আশ্বস্ত হবে যে খেলাধ্লার উন্নতি করতে সরকার ব্যাপকভাবে, বিস্তারিতভাবে চেষ্টা করছেন। এই বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আবার তাঁকে অন্রোধ করব, এই বিলের নামকরণ ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্পোর্টস বিল, অন্গ্রহ ক'রে কর্ন—এইট্কু আমি তাঁকে অন্রোধ করব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I may state at once in order to dispel any fear that, although we have stated it as "Calcutta", the membership of the Sports Association is not confined to Calcutta. The activities of the sub-committee shall not be confined to Calcutta. I can quite visualise that the sub-committee may have its activities extended to places like Burdwan, Jalpaiguri, or in Serampore in swimming competitions. I do not see any difficulty at all, but, as I said in my speech, if there is any technical difficulty, I shall come forward with suitable amendment. The reason why we said "Calcutta" is—as Dr. Banerjee said—we wanted to observe the activity of this particular organisation in Calcutta. But it is not limited in its sports activity to Calcutta.

[5-55—6-5 p.m.]

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 1(1), line 1, for the words "Calcutta Sports Act" the words "West Bengal Sports Act" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—39

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan

Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Naskar, Sj. Gangadhar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—122

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram).
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha. Sj. Pashu Pati
Kamar, Sj. Prankrishna
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj. Koustuv Kanti
Khatick, Sj. Pulin Behary
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukherji, Sj. Dhirendra Narayan
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Mahitosh

Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 39 and the Noes 122, the motion was lost.

Mr. Speaker: The rest of the motions falls through.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2(*h*), in line 2, after the word "badminton" the words "table-tennis, swimming, boxing, wrestling, kabadi" be inserted.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 2(*h*), in line 2, after the word "badminton" the words "table-tennis, swimming, boxing, basket ball, kabadi" be inserted.

Sj. Biren Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2(*h*), line 4, for the words "State Government" the word "Association" be substituted.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে স্পোর্টস বিল এসেছে সেই স্পোর্টস বিলটাকে কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং কতকগুলি খেলা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সেইজন্য আমি চেয়েছি টেবিল টেনিশ, সুইমিং, বক্সিং, বাস্কেট-বল, এবং কপাটি প্রভৃতি যে-সমস্ত খেলা আছে, যে সমস্ত স্পোর্টস আছে, সেগুলি এর মধ্যে ইনক্লুড করতে এবং এগুলি কলকাতায় যেমন আছে, কলকাতার বাইরেও তেমন আছে। কাজে কাজেই এই প্রসঙ্গে আমার কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যখন স্পোর্টস বিল আনা হচ্ছে, খেলাধূলার উন্নতি করা হবে, তখন এর মধ্যে এইগুলিও ঢোকানো হোক্। অন্য দিকটা হচ্ছে, এটা আমাদের একটা জাতীয় উন্নতি। সেদিক থেকে চিন্তা করে যে সংশোধনী আমি এনেছি, আমি আশা করি যে আমাদের বিলের রচয়িতা এটা গ্রহণ করবেন। কেন না এই খেলাগুলি যেমন কলকাতায় চলে, তেমন কলকাতার বাইরেও চলে। কাজেই কলকাতার বাইরেও এগুলির দরকার আছে। বর্ত্তমানে এই বিলটা যদি কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহ'লে কলকাতার মধ্যেই খেলার উন্নতি হবে সেটা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু মফঃস্বলের যেসমস্ত জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে খেলাধূলার কোন উন্নতি হয় নি। কাজেই সে জায়গাগুলি অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। আমি এর আগে বার বার গত ৪ বছর ধ'রে বলেছি যে মফঃস্বলে খেলার গ্রাউণ্ডগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সিল্ট ড্রেণের দরুন এবং খেলাধূলা সব উঠে যেতে বসেছে। কিন্তু আজকের দিনে স্পোর্টস বিলের মধ্যে যদি এগুলিকে ইনক্লুড করা হোত তাহ'লে গ্রামের যারা আছে তারা নূতন চেতনা পেত এবং এর ফলে খেলাগুলিও উন্নত হোত এবং আমাদের জাতীয় সমাজ জীবনের একটা উন্নতি হোত। এই ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে টেবিল টেনিশ, সুইমিং, বক্সিং, রেসলিং এবং কপাটি এগুলিও ইনক্লুড করা হোক্। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের যদি স্পোর্টসের উন্নতি করতে হয় তাহ'লে শুধু কলকাতায় ফুটবল বা ক্রি. খেলা সুন্দরভাবে হোক্ তা করলেই সব হয়ে যাবে না। আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত খেলা আছে, যেমন ধরুন আদিবাসীদের মধ্যে বহু ক্রীড়ার প্রচলন আছে যেগুলি লোপ পেতে বসেছে—যেমন কপাটি খেলা—সেগুলিরও উন্নতি করা দরকার। মন্ত্রী মহাশয় ছেলেবেলাই হয় ত এই খেলা দেখেছেন বা খেলেওছেন, আজকে এই কপাটি খেলা দেশ থেকে উঠে যেতে বসেছে। আজকে

এই সমস্ত খেলাগুলির যদি উন্নতি করতে হয়, যদি সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় খেলাধুলার উন্নতি করতে হয়, তাহ'লে এই খেলাগুলিকে ভুললে চলবে না, আজ এই খেলাগুলির উপর ঝোঁক দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলের দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন যে বহু জায়গায় কপাটি, হাডুডু এবং ঐ জাতীয় বহু খেলা আছে এবং অনুন্নত জাতি, আদিবাসীদের মধ্যেও ঐ রকম বহু খেলা প্রচলিত আছে যেগুলি বর্ত্তমানে লোপ পেতে বসেছে।

তারপর আমাদের দেশে লাঠি খেলাও উঠে গেছে, ছোরা খেলা উঠে গেছে। আমরা দেখি একসার্জিবিসনে দুটি মেয়েকে ভাড়া করে নিয়ে এসে ছোরা খেলা দেখানো হয়। কিন্তু আমাদের সেল্ফ ডিফেন্সের জন্য কোনরকম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই জাতীয় খেলাগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

[6-5—6-15 p.m.]

তারপর ২২নং এ্যামেন্ডমেন্ট। সেটা হচ্ছে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ঠিক ক'রে দেবেন কোন্ কোন্ খেলা ঠিক হবে। তা না ক'রে, আমরা বলছি এ্যাসোসিয়েসান ঠিক করবে কোন্ খেলা স্পোর্টসএর মধ্যে পড়বে। যখন যেটা সুবিধা করতে পারবেন সেটা ইনক্লুড করবেন, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাঁরা ঠিক করবেন কোন্ কোন্ খেলা হবে এবং কোন্ কোন্ খেলার উন্নতি করবেন। এই দুইটি সিম্পল্ এ্যামেন্ডমেন্ট। খেলাধুলার উন্নতির দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তবে এই দুটো এ্যাক্সেপ্ট করতে কোন আপত্তি থাকবে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Bill says something more than is asked for by my friends. Supposing it is a question of volley ball, it is not there. Supposing it is a question of *jujutsu* it is not there. Secondly, if you want to develop these sports, you will have to do something more than running an organisation. The reasons why the State Government should come in are two-fold. First of all there are difficulties about arrangements, etc. Supposing an enquiry will have to be made from different areas as to what types of sports there are—that can only be done by the Government. Secondly, if you want to develop any of those sports, it would mean money. Therefore, Government must realise to what extent it can go at a particular moment and how many games, how many different items of sports can be included in a scheme. Therefore, the State Government must come into the picture. I entirely agree with my friends who have moved the amendments that all these four or five games that are mentioned should be included, and if I may say so, so far as the State Government is concerned, it will include those games. But I want to go further, if possible. I do not like to limit it to those four or five additional types of sports.

With these words I oppose the amendments.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 2(*h*), in line 2, after the word "badminton" the words "table-tennis, swimming, boxing, wrestling, kabadi" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 2(*h*), in line 2, after the word "badminton" the words "table-tennis, swimming, boxing, basket ball, kabadi" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 2(*h*), line 4, for the words "State Government" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that clause 4(1)(*b*) be omitted.

I also move that in clause 4(2), lines 1 and 2, the words "Whether a member of an affiliated sports organisation or not" be omitted.

I next move that in clause 4(4)(*g*), line 1, for the word "imposed" the word "enjoined" be substituted.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in paragraph (*b*) of sub-clause (1) of clause 4 of the Bill the words "according to such rules as may be prescribed" be added at the end.

I also move that in sub-clause (2) of clause 4 of the Bill, the words "subject to such exemptions from payment of fees as may be allowed in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf," be added before the words "No person".

I then move that paragraph (*c*) of sub-clause (4) of clause 4 of the Bill, be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I move that the following further proviso be added to clause 4(2), namely:—

"Provided further that the Association may admit persons who are editors of sports-journals or sports-editors of daily newspapers or who are specially interested in sports to its membership as honorary members but the number of such members shall not exceed 20."

I also move that in clause 4(4), after item (*c*), a new item (*c1*) be inserted, namely:—

"(*c1*) to elect at the annual general meeting honorary members."

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I move that in clause 4(3), line 3, for the words "two years" the words "one year" be substituted,

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I move that in clause 4(3), line 4, for the words "such persons as the State Government may appoint" the words "all *bona fide* members of the existing sports organisations, whose names are borne on the Registers of such organisations and all other persons as may be nominated by the State Government" be substituted.

I move that in clause 4(4)(*a*), lines 1 and 2, for the words and figures "under section 6" the words and figures "and sports board, under sections 5 and 6" be substituted.

I then move that the following new item be added after clause 4(5), namely:—

"(6) As soon as the Association is formed, the existing sports organisations, which will be integrated, will cease to exist."

Sj. Biren Banerjee: Sir, I move that in clause 4(4)(*a*), line 1, the word "control" be omitted.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I move that after clause 4(4)(*g*), the following new item be inserted, namely:—

"(*h*) To lay down the principle which the Board shall follow."

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার প্রথম যে এ্যামেণ্ডমেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে, clause 4(1)(*b*) omit করা হোক।

তার কারণ হচ্ছে., এইমাত্র মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—

all other persons as may be admitted by the Association to its membership

এতে তিনি বলেছেন যে, যাঁরা খেলায় পারদর্শী, অথরিটি, পুরোণো প্লেয়ার্স, তাঁরাই আসবেন। কিন্তু অল আদার পারসনন্স বল্লে ক্রীড়ামোদী ছাড়া রাস্তাঘাটের যেকোন লোক আসতে পারে। ক্রীড়ামোদী ও এক্সপিরিয়েন্সড লোক আসবেন তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অল আদার পারসন্স বল্লে সেই আইডিয়া কনভে করে না। তাই আমরা চাই অল আদার পারসন্স কথাটা ড্রপ করা হোক। তারপর ক্লজ ৪(২)তে বলছি

the words "Whether a member of an affiliated sports organisation" or not be omitted.

তারপর ইম্‌পোজ এই কথাটা বড় আনহ্যাপি। সেইজন্য বলছি এখানে ইম্‌পোজ না ব'লে এনজয়েন বল্লে কথাটা একটু মধুর হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ছোট। বিশেষ বলার কিছু নাই। আমার প্রথম কথা হচ্ছে অনরারি মেম্বারদের সম্বন্ধে। তারজন্য একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম—

"Provided further that the Association may admit persons who are editors of sports-journals or sports-editors of daily newspapers or who are specially interested in sports to its membership as honorary members but the number of such members shall not exceed 20."

সরকার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব আনা হয়েছে গোপিকাবিলাস বাবুর নামে ২৭সি নং সংশোধনী প্রস্তাবে। সেখানে অন্ততঃ এটুকু দেখছি যে, অনরারি মেম্বার গ্রহণ করার নীতি সরকার স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু কাদের অনরারি মেম্বার করা হবে এ-কথা সেখানে বলা হয় নি। এই ফাঁক আইনে আমরা রাখতে চাই না। ডাঃ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নামকরা খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে এই অনরারি মেম্বার নেওয়া হবে, কিন্তু সে কথা আইনে পরিষ্কার ভাষায় বলা দরকার। তা না হ'লে পরে সরকার যেভাবে মনে করবেন, খুসিমত সেইভাবেই অনরারি মেম্বার মনোনীত করবেন তা আমরা হতে দিতে রাজী নই। যাঁরা সংবাদ-পত্রের ক্রীড়া-সম্পাদক হিসাবে কাজ ক'রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং যাঁরা খেলাধূলায় উৎসাহী এবং এই রাজ্যের খেলার উন্নতির ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদেরই শুধু অনরারি মেম্বার হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে—এ নির্দ্দেশ আইনে থাকা দরকার। আমার সংশোধনী প্রস্তাব সেই উদ্দেশ্যে আনা। তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—প্রত্যেক ক্লাবের গঠনতন্ত্র যদি দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে, অনরারি মেম্বারএর সংখ্যা বেঁধে দেওয়া থাকে। কেবলমাত্র ক্লাবের গঠনতন্ত্রই নয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও অনরারি মেম্বার যখন গ্রহণ করা হয় তখন তাদের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়। এই সংখ্যা বেঁধে না দিলে বলা সম্ভব নয় কতজন অনরারি মেম্বার থাকবেন।

[6-15—6-25 p.m.]

কিন্তু কতজন অনরারি মেম্বারস থাকবেন এই বিলে তা বলা যায় নি, ভবিষ্যতে যদি কোন কায়েমী স্বার্থের হাতে এই এ্যাসোসিয়েসন যায় তাহ'লে এই আইনগত ত্রুটীর সুযোগে

তারা নিজের দলের লোকদের অনরারি মেম্বারস হিসাবে ঢুকিয়ে নিয়ে সংখ্যাধিক দলে পরিণত হ'তে পারবে; চাঁদা দেওয়া সভ্যের চেয়ে অনরারি মেম্বারদের সংখ্যা বেশী করতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সাধারণতঃ এই সদস্য সংখ্যার সীমা এইভাবে বেঁধে দেওয়া হয়—

the number of honorary members shall not exceed one-third of the total number of members of the Executive Committee.

এই বিলেও আমি ওরকম একটা সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার কথা বলেছি।

এই প্রসঙ্গে তৃতীয় কথা হ'ল এই যে, অনরারি মেম্বারস নির্ব্বাচন করবেন কে এবং কখন? বিভিন্ন ক্লাবএর সংবিধানে এ-সম্বন্ধে নিয়ম আছে। বাৎসরিক অধিবেশনে অনরারি মেম্বার নির্ব্বাচন করা হয়ে থাকে। এই বিলে সেই রকম কোন ধারা নেই। তাহ'লে কে এবং কখন নির্ব্বাচন করবে? সেদিক থেকে আমার বক্তব্য হ'ল এই যে, বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যরা অনরারি মেম্বার নির্ব্বাচন করবেন। তাই সেক্‌সন ৪, সাব-সেক্‌সন (৪)এর পরে নোতুন একটা ক্লজ যোগ ক'রে দিতে হবে—

to elect at the annual general meeting honorary members.

এর মধ্যে নীতিগত কোন প্রশ্ন নেই। সরকারপক্ষের এটা গ্রহণ ক'রে নেওয়া উচিত।

Sj. Ganesh Ghosh:

যাঁরা বিভিন্ন স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে কলিকাতায় যুক্ত আছেন তাঁরা সবাই এ্যাসোসিয়েসনের মেম্বার হ'তে পারবেন, এ-কথা বিলে আছে। কিন্তু নিশ্চয় প্রথমবার যখন এ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হবে, তখন ইলেকসনের প্রশ্ন দিয়ে হবে না। সেখানে সরকারই মনোনীত ক'রে দেবেন। সে বিষয়ে আমরা আপত্তি করছি না। কার্য্যতালিকার (ফাংসান) দিক দিয়েও আপত্তি করার কোন মানে হয় না। শুধু সময়টাকে আমি সংক্ষেপ করতে বলছি। বিলে বলা হচ্ছে যে প্রথম সদস্যরা দুই বছর থাকবেন। অর্থাৎ যাঁরা বিভিন্ন স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে কানেকটেড কেবলমাত্র তাঁরাই দুই বছরের জন্য এই এ্যাসোসিয়েসনে আসতে পারবেন। সেই সময়টাকে কমিয়ে দিয়ে আমি এক বছর করতে চাই। এক বছর পরে, যা আছে অর্থাৎ এই বিলে যে-সমস্ত প্রভিসান আছে সেগুলি যেন এক বছর পরে চালু হয়। এই কথাটি আমি শুধু বলতে চাইছি যে দুই বছরের জায়গায় এক বছর করা হোক।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আগের বক্তৃতার সময় ব'লেছিলাম যে, এই যে এ্যাসোসিয়েসন হচ্ছে এতে যে-সমস্ত এক্‌জিষ্টিং স্পোর্টস অরগেনাইজেসন আছে, যেমন আই, এফ, এ, বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েসন, সি, এ, বি, ইত্যাদিগুলিকে এই এ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা উচিত ব'লে আমি মনে করি। কারণ আজকে যদি তাদের এই এ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা না হয় তাহ'লে এ্যাসোসিয়েসনের ফাংসানের সঙ্গে তাদের ফাংসানের একটা ক্ল্যাস লাগবে এবং স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডএ ডুয়েল লিডারসিপ এসে যাবে ব'লে আমি মনে করি। যাতে তারা এর মধ্যে আসে এবং যেসমস্ত সংগঠন এই এ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে আসবে তাদের যারা বোনাফাইড মেম্বার, সেই সমস্ত বোনাফাইড মেম্বারদের নিয়ে এবং সরকার যেসমস্ত মেম্বার নোমিনেট করবেন তাদের নিয়ে প্রথম বছর বোর্ড ফর্ম করা হোক। কিন্তু প্রথম বছর সরকার যদি সম্পূর্ণ এ্যাসোসিয়েনটাকে মনোনীত করেন তাহ'লে আমি মনে করি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডএর মধ্যে এই সমস্ত এ্যাসোসিয়েসনগুলি থেকে যাবে এবং তাদের সঙ্গে একটা ক্ল্যাস লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য আমার প্রথম এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে যে এক্‌জিষ্টিং যে-সমস্ত এ্যাসোসিয়েসন আছে, সেই সমস্ত স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনকে এর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করার জন্য বলা হোক এবং তাদের যারা মেম্বার আছেন তারা এ্যাসোসিয়েসনের মেম্বার ব'লে গণ্য হন। এবং যাদের ক্রীড়ামোদী ব'লে নাম আছে তাদের সরকার নমিনেট করুন।

দ্বিতীয় এ্যামেণ্ডমেন্ট আমার হচ্ছে যে, স্পোর্টস বোর্ড যেটাকে সরকার ৫এর ক্লজে ফর্ম করার কথা বলছেন, সেই স্পোর্টস বোর্ডকে এ্যাসোসিয়েসন ইলেক্ট করতে পারবে। শুধু স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড নয় তার সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টস বোর্ডও ইলেক্ট করা হোক।

তৃতীয় এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে যে, এটা একটা নূতন ক্লজ। যে-সমস্ত স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসন এই এ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে ইন্ট্রিগেট হ'য়ে যাবে, তাদের কথা থাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

They should cease to exist

এবং এই এ্যাসোসিয়েসনের যে-সমস্ত স্পোর্টিং অরগেনাইজেসন আসবে তাদের যে-সমস্ত ফাংসান আছে সে-সমস্ত ফাংসানগুলি তারা করতে পারবে; যেমন আই, এফ, এ, আমাদের এখানে ফুটবল অরগানাইজ করেন। অতএব সেগুলি এ্যাসোসিয়েসনের যে ফুটবল সাব-কমিটি থাকবে তারাই সেটাকে কন্ট্রোল করবে। এটাই হচ্ছে আমার বলার মূল উদ্দেশ্য।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার এই ৩৯ এ্যামেণ্ডমেন্টএ বলছি "এ টু জি" পর্যন্ত যে লাইনগুলি আছে— এ্যাসোসিয়েসনএর যে-সমস্ত ফাংসান তারপরে একটা নূতন কথা যোগ করেছি—

"to lay down the principle which the board shall follow".

কথাটা একটু এলাবোরেট করি। সরকার পক্ষ থেকে গোপিকা বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার জন্য আমার সংশোধনী আরও ইমপরটেন্ট হয়ে উঠেছে। আমি মন্ত্রীকে একটা কথা বলছি, যেটা আমাদের মনে সন্দেহ ছিল সেটা আমার এই সংশোধনী দিয়ে দূর হয় কি না দেখতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ সরকারী সংশোধনী একটু বাড়িয়ে দিয়ে এটা দেখতে চেয়েছিলাম। এই এ্যাসোসিয়েসনএর যে অল্প অধিকার ছিল তার মধ্যে ছিল—

to consider at the general meeting the estimates of expenditure proposed by the Board

এ্যাসোসিয়েসন নিজে কোন এষ্টিমেট দিচ্ছে না, বোর্ড দেবে সেটা, তাঁরা বিবেচনা করবেন।

Prepare and submit a consolidated budget for the ensuing financial year

অর্থাৎ কি না সেটার উপর আলোচনা ক'রে ফাইনেল'ইজ করা। এটুকু অধিকার যা ছিল সরকার তা প্রথম বিলে আপত্তি করেন নি। সুতরাং আমার এই সংশোধনী আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আমার এ্যামেণ্ডমেন্টএর কোন ফাইনান্সিয়েল ইমপ্লিকেসান, কন্ট্রোল রাখি নি। ক্ষমতা বোর্ডএর থাকবে এবং একটা ব্রড-বেসড এ্যাসোসিয়েসন থাকবে, জাষ্ট লাইক এ সেক্রেটারী কোন কাজ থাকবে না। সুতরাং আমি বলছি এ্যাসোসিয়েসন যখন বসবেন সে—

broad outline of the policy

কেন দেবে না। সমস্ত কিছু করুক বোর্ড আমার তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার এই যে

plain and simple amendment "to lay down principle which the Board will follow"

এটা গ্রহণ করলে কোন ক্ষতির কারণ নেই। তাই মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এটা যেন এ্যাক্সেপ্ট করেন।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল যে আরটিকল নং ৪(এ)তে কন্ট্রোল কথটা ড্রপ করা দরকার, কারণ, স্পোর্টস কমিটির ক্ষেত্রে কন্ট্রোল কথাটা বসালে সেখানে তার উপর একটু রেস্ট্রিকসান বা ইমপোজিসানএর আইডিয়া এসে পড়ে। এজন্যে এটাকে ভাল করবার জন্যে কন্ট্রোল কথাটা ড্রপ করা উচিত, কারণ কন্ট্রোলএর মধ্যে রয়েছে ইমপোজ বাই ইমপ্লিকেসানএর ভাব এবং একটা লিমিটেসান ইমপোজ করা হয়। তা না করে শুধু

স্পোর্টস কমিটি হ'লে এটা ইমপ্রুভড হবে, শুধু একটু নোমেনক্লেচারএ পরিবর্ত্তন। এটা একটা ইন্নোসেন্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট, আশা করি মুভার এটা গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Sankar Prasad Mitra: We feel that in clause 4(4)(*g*), line 1, the word "imposed" is rather unhappy. Dr. Hirendra Kumar Chatterjee has suggested the substitution of the word "enjoined" for that word, but the word "enjoined" is a literary word and not a legal word.

I, therefore, move that instead of the word "imposed" in clause 4(4)(*g*), line 1, the word "conferred" be substituted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I accept the amendment of Sj. Sankar Prasad Mitra.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee, as amended by the amendment of Sj. Sankar Prasad Mitra, moved on the floor of the House and accepted by Dr. Hirendra Kumar Chatterjee, that in clause 4(4)(*g*), line 1, for the word "imposed" the word "conferred" be substituted, was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I want to clear up one or two points raised by my friends.

Sj. Subodh Banerjee thinks that the words "honorary members" should be there and the number should be restricted. The words used are "subject to such exemptions from payment of fees". That does not mean complete exemption. What I was visualising is that a very important person who belongs to a particular club—I mean a very important sports man who belongs to a particular club—desires to be a member of the Association but he is not able to pay the fees of the Association. He has paid something to the club. Partial exemption is also contemplated.

Secondly, there may be and there will be some members who will not pay at all. Whether those members will have votes in the Association meeting or not has not yet been considered. Therefore, we have made a general rule "subject to such exemptions, either partial or whole from payment of fees as may be allowed in respect of both groups of persons, (*a*) and (*b*)". That is the answer to my friend.

The next point is about the word "control". We have given the power according to the amendment of my friend Sj. Gopika Bilas Sen Gupta, to the Committee for managing sports and arranging for matches and so on. We have given power to them to arrange for the development of sports and also for increasing the number of people that may like to be good sportsmen. Secondly, we have also given the power to the Committee or the Sub-Committee for the time being in a case where somebody has done some very unsportsmanlike act, to suspend him. Therefore, the control should be there.

The next point is that Dr. Bhattacharya has suggested that the present organisations should cease to exist. I am sorry he has not followed the scheme in the Bill at all. It is not the purpose of the Bill or the Association created under it to usurp any of the functions which the ordinary sports associations are performing. I agree that it requires a great deal of consultation between this Association or this Committee with any existing sports association as to what the relationship would be between the two. But we want the sports associations to continue to function, because it is they who can arrange for matches and it is they and the clubs

affiliated to them who will play the matches; I cannot abolish them. We will bring together these persons as far as possible and try and get them to play under a certain amount of restriction. We cannot afford to abolish them altogether as has been suggested by Dr. Kanailal Bhattacharya.

Dr. Narayan Chandra Ray says—I do not understand what he means—"lay down the principle which the Board shall follow". To clause 4(4) he puts it as (*h*) sub-clause, but the whole of clause 4(4) is with reference to the functions of the Association—not of the Board. How does the Board come in and the principles which the Board will follow will come in here, I do not know. In any case whatever the meaning is, I do say that when we have a Board, I should certainly have the Board at the early stages to follow a certain line of conduct which is in consonance with the purposes of the Act.

Sir, I accept the amendments of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta and oppose all the others.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that clause 4(1)(*b*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in paragraph (*b*) of sub-clause (1) of clause 4 of the Bill the words "according to such rules as may be prescribed" be added at the end, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (2) of clause 4 of the Bill, the words "subject to such exemptions from payment of fees as may be allowed in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf," be added before the words "No Person", was then put and agreed to.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 4(2), lines 1 and 2, the words "whether a member of an affiliated sports organisation or not" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following further proviso be added to clause 4(2), namely:—

> "Provided further that the Association may admit persons who are editors of sports-journals or sports-editors of daily newspapers or who are specially interested in sports to its membership as honorary members but the number of such members shall not exceed 20",

was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 4(3), line 3, for the words "two years" the words "one year" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4(3), line 4, for the words "such persons as the State Government may appoint" the words "all bona fide members of the existing sports organisations, whose names are borne on the Registers of such organisations and all other persons as may be nominated by the State Government" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Biren Banerjee that in clause 4(4)(*a*), line 1, the word "control" be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4(4)(*a*), lines 1 and 2, for the words and figures "under section 6" the words and figures "and sports board, under sections 5 and 6" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that paragraph (*c*) of sub-clause (4) of clause 4 of the Bill be omitted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 4(4), after item (*c*), a new item (*cl*) be inserted, namely:—

"(*cl*) to elect at the annual general meeting honorary members.",

was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that after clause 4(4)(*g*) the following new item be inserted, namely:—

"(*h*) To lay down the principle which the Board shall follow.",

was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the following new item be added after clause 4(5), namely:—

"(6) As soon as the Association is formed, the existing sports organisations, which will be integrated, will cease to exist.",

was then put and lost.

The question that clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that for clause 5(1), the following be substituted, namely:—

"5. (1) The Board shall consist of nine members of which two shall be elected by the Association, two nominated by the State Government and the rest elected by the members of the State Assembly on the basis of single transferable vote."

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 5(1), in line 2, after the words "the State Government" the words "from the names recommended by the Association" be inserted.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 5(1):—

"Provided that no person having any connection as Official or Committee Member with any existing Sporting Association or Clubs shall be appointed as a Member of the Sports Board."

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 5(2), line 2, for the word "Board" the word "Association" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(2), line 5, for the word "Board" the word "Association" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(3), line 1, for the word "Board" the word "Association" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(3), line 10, for the word "Board" the word "Association" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(4), line 1, for the word "Board" the word "Association" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(4), lines 3 and 4, the words "The repayment of such loans shall be guaranteed by the State Government" be omitted.

Sir, I further beg to move that after clause 5(4) the following new clause be added, namely:—

"(5) The finances, properties and assets of the Association shall be administered by the Board."

Traffic Jam at Howrah

Sj. Jyoti Basu:

স্যার, আমি একটা কথা জানাতে চাই, এই হাউস খানিকক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যাবে। কলিকাতা হাওড়ার কাছে, বালী ব্রীজের ওখানে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে, আমার কাছে এইমাত্র খবর এল, সেখানে সমস্ত গাড়ী, ঘোড়া, লরী সব দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে পুলিসের সঙ্গে, আমি সেদিন এই ঘুষঘুষের ব্যাপার সম্বন্ধে বলেছিলাম, লরীওয়ালাদের সঙ্গে ঘুষ নিয়ে হাঙ্গামা লেগেছে। এই খবর নিয়ে তাঁরা এখানে এসেছেন, বোধ হয় ডাঃ রায়ের সঙ্গে এখনো কনট্যাক্ট করতে পারেন নাই। সেখানে পুলিসের বড় কর্ত্তারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নাই।

Mr. Speaker:

আর আধ ঘন্টার মধ্যে হাউস বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ডাঃ রায়কে বলবেন।

Sj. Jyoti Basu:

সেটাই তো বিপদ। হয়ত আমাদের এখান থেকে বাড়ী ফিরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হয়ত খবর ওঁর কাছে পেণছেছে। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have asked them to come at 7 o'clock. I will talk to them.

[6-35—6-45 p.m.]

The Calcutta Sports Bill, 1955

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি এই বোর্ডের ব্যাপার নিয়ে কিছু বলতে চাই। এই বোর্ডটাই ক্ষমতাসম্পন্ন একটা সংগঠন তৈরী হচ্ছে এবং তার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকবে; স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি বা এ্যাসোসিয়েসন যাই করুক না কেন বোর্ড থেকে টাকা না পেলে কিছু হবে না। এই বোর্ডটাই সম্পূর্ণভাবে মনোনীত সদস্য দ্বারা তৈরী হবে। এতে আমাদের আপত্তি আছে। সত্যই আজকে সতর্ক হওয়া দরকার—যারা টাকা নিয়ে ক্রীড়া জগতে ছিনিমিনি খেলছে তাদের সরিয়ে দেওয়া দরকার এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা সংগঠনের হাতে টাকার ভার দেওয়া দরকার। সেদিক থেকে ডাঃ রায় যা ভেবেছেন সেটা ভালই ভেবেছেন। কিন্তু এই বোর্ডের ভিতরে কেন সবাই থাকবার সুযোগ পাবে না? কেন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে না? সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিও নিশ্চয়ই থাকা উচিত কারণ তারা ট্রাষ্টি হবেন এবং তাঁদের দ্বারা সেখানে তাঁদের নীতির কথাও বলতে পারবেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এর ভেতরে এ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি এবং এই হাউসের প্রতিনিধি থাকা উচিত। সেটা যদি সিঙ্গল ট্রান্সফারেব্‌ল্ ভোটে হয় তবে বিভিন্ন মতবাদের প্রতিনিধি যাঁরা আছেন তাঁরাও সেখানে স্থান পাবেন। বিভিন্ন পলেটিক্যাল পার্টি যদি সেখানে থাকে তাহ'লে দুর্নীতি নিশ্চয়ই কম হবে এবং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির উপর যদি টাকার ভার থাকে তাহ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে সতর্ক হবেন যাতে টাকার অপব্যয় না হয়, যাতে টাকা নষ্ট না হয়। এই কথাটা আমি ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। একজন অজানা লোককে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহ'লে নিশ্চয়ই এখানে যাঁরা প্রতিনিধি আছেন তাঁদের বিশ্বাস করা যায়। তাঁরা যদি কোন অন্যায় কাজ করেন তাহ'লে তাঁরা জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তাঁরা দুর্নীতি নিশ্চয়ই বন্ধ করার চেষ্টা করবেন এবং এদিক দিয়ে

আমি মনে করি যদি ডাঃ রায় এটা বিবেচনা করেন তাহ'লে ভাল হয়। উনি একটা জিনিষ ভেবে রেখে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে উনি কিছুতেই নড়ছেন না। সেটা হচ্ছে যে "এটা হবে ট্রাষ্টি, এখানে আমি কাউকে আসতে দেবো না। এখানে এমন লোককে আসতে দেবো যে টাকা দিতে পারবে"। বেশ ভাল কথা। এ্যাসোসিয়েসন থেকে যারা আসবে তারা কলকাতার বহু লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে আসবে কিন্তু এই হাউসে যাঁরা আছেন তাঁরাও নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং তাঁরা যদি থাকেন (এবং সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল্ ভোটের যদি ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এই ৫ জনের ভিতরে হয় ত ৪ জনই কংগ্রেসের যাবেন) তাঁদের তো ডাঃ রায় নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারেন। সুতরাং এটা যদি করা হয় সমস্ত দলের সহযোগিতা নিয়ে এবং ভাল ভাল লোক নিয়ে এই বোর্ড যদি ডাঃ রায় গঠন করেন তাহ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের আস্থা বেশী পাবেন। তাতে দুর্নীতি নিশ্চয়ই হবে না। এই কথা আমি ডাঃ রায়কে বিবেচনা করতে বলছি।

Sj. Monoranjan Hazra:

আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট সোজা। যাদের বোর্ডে নেওয়া হবে, ষ্টেট গভর্ণমেন্ট যাদের এ্যাপয়েন্ট করবেন তাদের ক'জনকে এবং কিরকম লোক নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে আমি শুধু বলতে চাই, যে তিনি কোন ক্লাবের সভ্য হলেন না। তার কারণ, সব দেখে আমাদের পরিষ্কার যে ধারণা হয়েছে তাতে এই কথা বলতে বাধ্য এবং সেটার দুই-তিনটা উদাহরণ দিচ্ছি। বর্ত্তমানে ভারতের ফুটবল দল রাশিয়ায় গিয়েছে। সেখানে তাঁরা ৩০ জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দেশের যারা জুনিয়ার প্লেয়ার তাদের কোনরকম চান্স না দিয়ে ৮ জনকে নমিনেট করেছেন এবং আই, এফ, এ-র সেক্রেটারী ও শ্রীমতী সেক্রেটারীও গিয়েছেন। এই রকমভাবে সেখানে অন্যায় আবদার চলে। কয়েক মাস আগে এখানে রাশিয়ান টীম খেলতে এসেছিল—ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দের চিহ্নস্বরূপ। তাঁরা কয়েকখানা টিকেট চান বিনা পয়সায়; তাঁরা এখানে খেললেন কিন্তু আই, এফ, এ-র কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের একটা টিকেট পর্য্যন্ত দিলেন না। তাঁরা ফেরার সময় দমদম বিমানঘাঁটিতে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য ২টা ব্যাগ চেয়েছিলেন, দুটো থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা ভদ্রতার খাতিরে দুটা সুটকেস চামড়ার ব্যাগ পাঠিয়ে দেন। এখন কথা এই, তাঁরা রাশিয়া থেকে খেলতে এসেছিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করার জন্য। সেখানে ঐভাবে, জাতীয়ভাবে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা না কোরে, ভদ্র ব্যবহার না কোরে খারাপ ব্যবহার করলেন। এটা আমাদের জাতির পক্ষে গৌরবের কথা নয়। সেই দিক থেকে বিবেচনা কোরে এই রকমভাবে কোন ক্লাবের মেম্বার যদি কমিটির মেম্বার হন এবং তিনি যদি ইন্টারেষ্টেড হন তখন গভর্ণমেন্টের এই রকম লোককে এ্যাপয়েন্ট করলে বিপদ আছে। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করছি একটা প্রোভাইসো এখানে এ্যাড করা হউক।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

স্পীকার মহাশয়, আমার যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলো আছে সেগুলো অতি সহজ। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেখানে "বোর্ড" কথাটি আছে সেখানে ঐটা সাবষ্টিটিউট ক'রে "এ্যাসোসিয়েসন" কথাটা করার। এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে, আপনারা জানেন যে এ্যাসোসিয়েসন হচ্ছে "পেরেন্ট বডি", অতএব এখানে যা কিছু বলা আছে তার সমস্তটাকে যদি এনট্রাষ্ট করা হয় যে

State Government may from time to time transfer to the Association

কেন না এ্যাসোসিয়েসনটাকে আমরা পেরেন্ট বডি মনে করছি। সেইজন্য বিলের সব জায়গাতে "এ বোর্ড"এর বদলে "এ্যাসোসিয়েসন" কথাটা দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আপনার অনুমতি নিয়ে বীরেন বাবুর যে এ্যামেণ্ডমেন্ট যা ছিল সেটাও আমি বলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ক্লজ ফাইভ ৪, লাইনস থ্রি এ্যাণ্ড ফোর—

the words "repayment of such loan shall be granted by the State Government."

কথাটা লোপ করবার কথা বলা হয়েছে। এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, আজকে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় এ-কথা বলছেন যে, যারা বোর্ডে আসছেন তাঁরা খুব আস্থাভাজন লোক, সাঁসালো

লোক, তাঁদের হাতে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এবং তাঁরা যে অপব্যয় করবেন না এটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু চিরদিন আমরাও থাকবো না বা কেউই থাকবেন না। যদি এরকম লোক না হয় তাহ'লে গভর্ণমেন্টকে সাফার করতে হবে, যদি অপব্যয়ী হয়। তারজন্য কি করা হবে? যদি অপব্যয় ক'রে তাঁরা দেনদারী হয়ে পড়ে তাহ'লে গভর্ণমেন্ট সে টাকা দেবে, এ জিনিষটা অন্ততঃ গরীব জনসাধারণের টাক্স নিয়ে সেটা শোধ করা অর্থাৎ এই দায়িত্বটা গভর্ণমেন্টের নেওয়া আমার মনে হয় সমীচীন হবে না।

বীরেন বাবুর দ্বিতীয় এ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে—নূতন একটা ক্লজ যোগ করার জন্য—
that the finances, properties and assets of the Association shall be administered by the Board
মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় গোড়াতেই বলেছিলেন এটা। অতএব ক্লিয়ারলি এটা এ্যাড ক'রে দিলে পরে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। এবং এইজন্যই এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা দেওয়া হয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্পীকার মহাশয়, যদিও আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা আউট অফ অর্ডার হয়েছে অন টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ড, তাহ'লেও এর ভিতর দিয়ে যে বক্তব্যটা আমি রাখতে চেয়েছিলাম সেটার সম্বন্ধে এবং এই বোর্ডের কন্‌ষ্টিটিউসন সম্বন্ধে দু-একটি কথা আমি বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে, এই বোর্ডটাকে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এনটায়ারলি নমিনেট করছেন। সেখানে আমাদের বক্তব্য ছিল যে এই বোর্ডটা ইলেক্‌টেড হ'লে ভাল হোত। আমি বলেছিলাম যে কলকাতার যে-সমস্ত বড় বড় ক্লাব আছে তারাই এর ইলেকটার হতে পারবেন, এইটা থাকা উচিত। আমি মনে করি যদি এই বোর্ডের হাতে ফাইন্যান্সের দায়িত্ব আসে তাহ'লে প্রিমিয়ার ক্লাবসএর যারা রিপ্রেজেনটেটিভ তাদের যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ ব'লে আমি মনে করি এবং তাদের হাতে দিলে এমন কিছু খারাপ হোত না। এরা আজ পর্য্যন্ত ক্যালকাটা স্পোর্টস চালিয়ে আসছে।

আর একটা কথা আমি মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই। আমার আগেকার বক্তৃতার উত্তরে তিনি যা বল্লেন তাতে আমি যা বলেছিলাম সেটা তিনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমি যেটা ওঁকে পয়েন্ট আউট করেছি সেটা এখনও বলছি, যে, বিলের মধ্যে যে-সমস্ত প্রভিসন রয়েছে তাতে ক্রীড়া জগতে একটা ডুয়েল সিষ্টেম হবার চান্স রয়েছে, যদি না তিনি যে-সমস্ত এক্‌জিষ্টিং এ্যাসোসিয়েসন আছে তাদের বুঝিয়ে যে এ্যাসোসিয়েসন করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে না ঢোকাতে পারেন। অবশ্য মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন যে এটা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যদি এটা অন্যভাবে বিবেচনা না করা যায় তাহ'লে এই সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে।

[6-45—6-58 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, স্পোর্টস বোর্ড গঠন সম্পর্কে ডাক্তার রায় যা বলেছেন তার সারমর্ম্ম হ'ল এই—যেহেতু সমগ্র আর্থিক দায়িত্ব স্পোর্টস বোর্ডএর এবং যেহেতু স্পোর্টস বোর্ড কর্তৃক আর্থিক কমিটমেন্ট ও তার দায় শেষ পর্য্যন্ত সরকারের, সেইহেতু স্পোর্টস বোর্ডএর সমস্ত সদস্য সরকারের মনোনয়ন করা দরকার—এই হ'ল তাঁর যুক্তি। এই যুক্তি দেবার সময় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, যদি বোর্ডের সভ্য ঠিক করার ক্ষেত্রে নির্ব্বাচন প্রথা মেনে নেওয়া হয় তাহ'লে যে সমস্ত লোক আসবে তাদের হাতে এই টাকা পয়সার ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। অর্থাৎ ডাঃ রায়ের কথা হ'ল, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আর্থিক দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। এ-কথা আমরা কোনরকমে মানতে পারি না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি; নির্ব্বাচিত হয়েও তিনি যদি এই রাজ্যের আর্থিক ব্যাপারের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসতে পারেন তাহ'লে বোর্ডের সদস্যদের

বেলায় নির্ব্বাচনে আপত্তি কোথায়? ডাঃ রায়ের হাতে যে শুধু এই রাজ্যের আর্থিক দায়িত্ব এসেছে তাই নয়, তিনি পশ্চিমবাংলাকে একেবারে দেউলিয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক বছর কয়েক কোটি টাকা করে বাংলাদেশের ঘাটতি বাজেট হয়। ডাঃ রায়ের যুক্তি যদি মানতে হয় তাহ'লে ডাক্তার রায়কে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয় কারণ তাঁর কথামত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে টাকা পয়সার খরচ ছেড়ে দিতে পারা যায় না। ডাক্তার রায় যে টাকা পয়সা খরচ করছেন এটা ডাক্তার রায়ের নিজস্ব টাকা নয়। তিনি যেসব কমিটমেন্ট করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তাঁর সরকার যখন চলে যাবে তখন তার সমস্ত আর্থিক দায় ভবিষ্যতে যে সরকার আসবে তার উপর বর্ত্তাবে এবং তাকে বহন করতে হবে। বোর্ডের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম হবে—পূর্ব্বতন বোর্ডের দায় পরবর্ত্তী বোর্ডের উপর বর্তাবে। নির্বাচিত প্রতিনিধি হ'লে টাকা পয়সা তচনচ্ করবে এই ভয়ে কি পশ্চিম-বাংলা সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও খরচ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে? তা হয় নি। কারণ ডাঃ রায়ের এই যুক্তি মেনে নিলে ফরম্যাল ডেমোক্র্যাসির ভিত্তিতে গঠিত কোন সরকারই চলতে পারে না। তাই আমি বলবো নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে টাকা দিলে তারা তচনচ্ করবে এই ভয় অমূলক। তারপর এই নির্ব্বাচন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও আছে। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টএর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানেও বোর্ডকে আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, ঋণ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তার আর্থিক দায়ও সরকারের। ডেভালেপমেন্ট বোর্ডএরও যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তার আর্থিক দায়ও সরকারের। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বোর্ডের আর্থিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও বোর্ডের আর্থিক দায় সরকারের উপর বর্ত্তাবে, যদিও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকায় আপত্তি হয় নি। তাহ'লে এখানে স্পোর্টস বোর্ডএর বেলায় নির্ব্বাচনে আপত্তি কেন? এ্যাসোসিয়েসন থেকে বোর্ডে একজন লোকও আসবে না—এ কিরকম যুক্তি আমি বুঝি না। ডাক্তার রায়ের যুক্তির মূল কথা হল, তিনি সব নিজের হাতে রাখতে চান মনোনয়ন দিয়ে। এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। সেইজন্য আমার মোটামুটি কথা হচ্ছে যে, যদি বোর্ডের সমস্ত সদস্যকে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে স্থির করতে আপত্তি থাকে তবে অন্ততঃ এ্যাসোসিয়েসনএর প্রতিনিধি হিসাবে কিছু লোককে সেখানে নেওয়া দরকার। খেলাধুলার উন্নতি করবে কন্ট্রোল কমিটি, অথচ তা করতে হ'লে যে টাকা-পয়সা খরচ করা দরকার সে সম্বন্ধে তার কোন হাত নেই। কারণ টাকা-পয়সা মঞ্জুর করবে বোর্ড। কন্ট্রোল কমিটিকে টাকা দেওয়া যায় কি না তাও বিবেচনা করবে বোর্ড। অথচ এই বিবেচনার সময় কমিটির প্রতিনিধি কেউ থাকবে না বোর্ডে। তা হ'লে কে বোর্ডকে এ্যাসোসিয়েসন বা কন্ট্রোল কমিটির কথা বলবে, যদি বোর্ডএর মধ্যে এ্যাসোসিয়েসনএর লোক না থাকে? সেইজন্য আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি তাতে বলেছি—

members of the Board shall be nominated according to the recommendations by the Association.

সরকার পক্ষের এই কথাটি গ্রহণ করা উচিত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I am really amazed at the arguments which my friends opposite put forward. At one stage they say that clause 4(1)(*b*) be omitted. That means that the Sports Association should not have persons who may be admitted by the Association to its membership, i.e., there will be no income or no receipts of the Association for the erection of a stadium. On the other hand, if there is money received, then the State Government will not guarantee. Then who will pay? Where is the money to come from? My friends do not see the reality of the whole situation. Some have suggested "let it be on the basis of nomination or a panel being sent by the Association or let them be elected by single transferable vote". You can do anything you like, but will you get money from the public unless the five men who will be put in there can attract money? That is the whole thing. My friends opposite do not know what it is to raise money and what creates credit in the Board and what creates confidence in the minds of the public. If the Board were to depend on money coming from heavens, the effect would be

the same as happened with regard to the N.C.C. Pavilion which you see there. It will grow for a little while and then stop. If you want to do things properly, you have got to raise money, you have got to take loans. Therefore, we must have members on the Board who can attract money from the public. But such money again will not be given simply to five members, however qualified and brilliant those men may be, unless Government gives a guarantee. And what is the difficulty? After the stadium is erected, the loan that may be taken is covered by an asset and there is no difficulty in the Government giving a guarantee when there is an asset. The difficulty comes in if the money comes and if the money disappears without leaving any tangible asset—then comes the difficulty.

Sir, I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that for clause 5(1), the following be substituted, namely:—

"5. (1) The Board shall consist of nine members of which two shall be elected by the Association, two nominated by the State Government and the rest elected by the members of the State Assembly on the basis of single transferable vote.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—35

Baguli, Sj. Haripada
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Bose, Dr. Atindra Nath
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Ganesh
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, D . Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Sinha, Sj. Lalit Kumar

NOES—123

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Jatindra Nath
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chattopadhya, Sj. Brindaban
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)
Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal

Gupta, Sj. Jogesh Chandra
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Amrita Lal
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kamar, Sj. Prankrishna
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj. Koustuv Kanti
Khatick, Sj. Pulin Behary
Let, Sj. Panchanon
Mahammad Ishaque, Janab
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Hossain, Dr.
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mookerjee, Sj. Naresh Nath
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Paul, Sj. Suresh Chandra
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Priya Ranjan
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Shaw, Sj. Mahitosh
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.
Ziaul Haque, Janab M.

The Ayes being 35 and Noes 123 the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 5(1), in line 2, after the words "the State Government" the words "from the names recommended by the Association" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the following proviso be added to clause 5(1):—

"Provided that no person having any connection as Official or Committee Member with any existing Sporting Association or Clubs shall be appointed as a Member of the Sports Board.",

was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(2), line 2, for the word "Board" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(2), line 5, for the word "Board" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(3), line 1, for the word "Board" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(3), line 10, for the word "Board" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(4), line 1, for the word "Board" the word "Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 5(4), lines 3 and 4, the words "The repayment of such loans shall be guaranteed by the State Government" be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that after clause 5(4) the following new clause be added, namely:—

"(5) The finances, properties and assets of the Association shall be administered by the Board.",

was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. There will be non-official business for the first two hours tomorrow. Then Sports Bill will be taken up. There will be no question tomorrow.

Adjournment

Accordingly, the House was adjourned at 6-58 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 26th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 26th August, 1955, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SAILA KUMAR MUKHERJEE) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 201 Members.

Point of Information

[3—3-10 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কিছু বলার আগে আমার বক্তব্য এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম সম্পর্কে যে ষ্ট্রাইক চলছে তা সংক্রামিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা সমগ্র হাওড়া জেলায়। এই বিষয়ে গভর্নমেন্ট প্রেস-নোট-এ আজকে বেরিয়েছে। এই বিষয়ে গভর্নমেন্টের বক্তব্য যদি এসেম্বলি হাউসের সামনে পরিষ্কার ক'রে রাখা হয় তাহলে ভাল হয়। নতুবা লাখ দু'য়েক লোকের অবিলম্বে ষ্ট্রাইক করবার সম্ভাবনা। তাদের দাবি হচ্ছে যতদিন না তাদের মাহিনা বৃদ্ধি হচ্ছে ততদিন যেন এটা স্থগিত রাখা হয়, দ্বিতীয়ত যারা ষ্ট্রাইকের সংগে যুক্ত তারা যদি কাজে যেতে চায় তাহলে এই ষ্ট্রাইক করার জন্য কোন বাধা দেওয়া হবে না। তিন নম্বর, কোন কোন ফার্মকে এর থেকে এক্সেম্পট করা হবে কিনা? কারণ এক্সেম্পট সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের আজকে একটা কিছু পেয়েছি।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Government has clarified its position by publishing a Press-note. It has appeared in all the papers this morning. I think the whole matter has been clarified. I have got nothing further to say than what has already appeared in the Press-note.

Mr. Speaker: If necessary, Government may make a further statement on Tuesday when the House will meet again.

Statement regarding the Kurmitola Camp incident

The Hon'ble Renuka Ray: The Government has already issued a Press-note in which a mention was made of the incident which happened on the evening of the 23rd instant at Kurmitola near Murshidabad Station. I will confine the statement only to the question of the delay in payment of doles which occurred in the Kurmitola group of camps, as you, Sir, have pointed out that the incident that followed the squatting on the railway track is now *sub judice* as a case has been started.

The inmates of camps are given doles once a fortnight. The House is aware that with effect from 1st August, 1955, a new system of separation of "*Payment and Accounts*" from "Audit" has been introduced in the Relief and Rehabilitation Department. According to this system the dole that had to be given from the 16th of August to the end of the month was to be sent to Kurmitola group of camps after receipt of a bill by the Accounts Officer from the camp authorities. The bills came in time, but due to the fact that the office arrangements are new, there was a delay of two days in the signing of the cheques. Unfortunately there was further delay because the clerk in the Accounts Office whose duty it was to send the cheques on the 19th did not despatch them in time. On the 18th of August the District Magistrate complained to the Accounts Office that the cheques had not arrived. On the 19th he was told that the cheques had

been sent. After this the Magistrate informed the Relief and Rehabilitation Department that the cheques had not arrived. On further enquiry it was found that the cheques although written on the 19th had not been despatched until the 23rd by the Accounts Office. Thereupon the Relief and Rehabilitation Department instructed the District Magistrate to advance the money from the Treasury, in case the cheques did not even reach by the 24th.

The representatives of the refugees of these camps had discussions regarding the delay with the Subdivisional Officer and the District Magistrate. On the 23rd morning, the Subdivisional Officer assured them that irrespective of the fact whether the cheques came or not, they would positively be paid their doles on the very next day and this seemed to satisfy them.

Evidently, without informing their representatives or the Camp or Railway authorities, some inmates of the camp decided to mark their protest against the delay in payment of doles by taking about 500 persons to the railway track between Murshidabad and Nashipur stations. The doles were distributed on the 24th August after a delay of 8 days and the cheque also arrived the same day but it was then too late as the incident had already occurred.

A decision has now been taken to relax the provisions of Treasury Rules permitting the District Officers to draw money from the Treasury for payment of doles where cheques fail to arrive within the due date of distribution. It was a very unfortunate incident and the clerk concerned has been suspended by the Accountant-General's office and an enquiry is being made with regard to his negligence.

Government is deeply grieved that the lives of six refugees have been lost and others injured. All arrangements for care of the injured and for looking after the families of those who have lost their lives or have been otherwise incapacitated due to serious injuries have been made.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I think there should be some debate on this statement.

Mr. Speaker: Only the statement was to be made and no discussion on it as the matter is *sub judice*.

Sj. Jyoti Basu: I am not talking about the incident but it is such a serious matter. A poor typist, one Saroj Haldar, has been suspended. I brought to your notice about the affairs in 4 Brabourne Road, where the West Bengal Government has an office which is responsible for not having done their part of the job. Everything is in chaos there. In the circumstances only a typist was suspended as if due to his fault alone the unfortunate incident took place. I think the Government should have gone into the question of the whole organisation. What was happening there I brought to your notice. There was a demonstration also at Brabourne Road but that even did not open the eyes of Government. This seems to be strange.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not know what the demonstration was about but I may tell my friend that that office is still under the control of the Accountant-General. That office has not been transferred to us. In our enquiry it was found that this clerk—poor he may be—was responsible for the delay. I was annoyed when I found that the clerk kept the bill somewhere on the 16th. He did not come to office on the 17th due to "hartal". He also did not come to office on the 18th.

He did not inform the superior officer that the bills were waiting. On the 19th after a telephone message from the District Magistrate he gets the thing done.

[3-10—3-20 p.m.]

Then he gets the cheque signed on the 19th. He does not send it till the 23rd. Although when enquiry was made on the 20th and 22nd he said that the cheque had been despatched, it was not despatched. I admit that the whole thing is in a chaotic condition at the present moment, and I can tell you that yesterday we had a long discussion with the Accountant-General, and also today, to see that this sort of mess is not allowed. I may tell you that we have made arrangements also that in future none of these things can happen, because so far as the doles are concerned arrangements have been made to keep one month's dole in advance in the hands of the District Magistrate controlling these camps. So I hope in future no repetition of this will occur.

Non-official Resolutions

Mr. Speaker: Two hours have been allotted for non-official business. I fix one hour for the first resolution and another hour for the second resolution.

Dr. Saurendra Nath Saha: Sir, I beg to move that in view of the low basic wage obtaining in this State and in view of miserable condition of industrial workers, this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should take suitable measures to make the Industrialists in this State to grant a minimum annual bonus of three months' wages and dearness allowance to all categories of workers and employees in various establishments and factories in this State.

I have moved my resolution. Dr. Ranendra Nath Sen will now speak on it.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের দেশে শ্রমিক এবং কর্মচারীকে বাঁচবার মত মজুরী দেওয়া হয় না, অর্থাৎ লিভিং ওয়েজ দেওয়া হয় না, সেইজন্য সেখানে বোনাসের দাবী প্রত্যেক বছর শ্রমিক এবং কর্মচারীর তরফ থেকে উঠে থাকে। এটা যে শুধু কারখানার শ্রমিকরাই তুলে থাকে তা নয়, আজকে বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে, এমনকি গভর্নমেন্ট অফিসে পর্যন্ত এই দাবী প্রত্যেক বছর উঠে থাকে। এই দাবী সম্পর্কে সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একমত। শ্রীখান্দুভাই দেশাই যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য তিনি সংযুক্ত আই, এন, টি, ইউ, সি-র সঙ্গে। সেই আই, এন, টি, ইউ, সি, হিন্দ মজদুর সভা, অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংগঠন তাদের বারবার বোনাসের দাবী উপস্থিত করে থাকেন। শুধু তাই নয় যে বেতনভুক্ কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলা হ'ত যে তারা সমাজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সেই বেতনভুক সাংবাদিকরা পর্যন্ত এই বোনাসের দাবী তুলে আসছে।

All India Working Journalists Association

তাঁর'ও এই দাবী গত কয়েক বছর ধরে করছেন।

All-India Newspapers Editors' Conference, Indian Language Newspapers Association

প্রভৃতি যে সমস্ত সংগঠন আছে তারাও এই দাবী করেছে। আমাদের দেশে আজকের দিনে বলা হয় যে শ্রমিক এবং কর্মচারী তারাই দেশের উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টেনটেটিভ ফ্রেম বেরিয়েছিল, সেই টেনটেটিভ ফ্রেমের মধ্যে বলা হয়েছিল যে সোসিয়াল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি এই কথা বলেছেন যে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে যারা নিম্নস্তরের লোক আছে তাদের প্রতি

সামাজিক ন্যায়বিচার করবার প্রয়োজন রয়েছে। এই কথা বারবার গভর্নমেন্টকে বলা হয় যে, যদি শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখতে পারেন তাহলে পর দেশে উৎপাদন বাড়বে এবং দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে ; আর তা যদি না হয়, তাহলে দেশে শিল্পে অশান্তি হয়, উৎপাদনে অত্যন্ত ব্যাঘাৎ ঘটে এবং সমগ্রভাবে দেশে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বর্তমানে রাষ্ট্রবীমা আন্দোলন নিয়ে শ্রমিকদের যে ধর্মঘট চলেছে তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে তারা বলে থাকে এত অল্প মজুরী থেকে মাইনে কেটে যদি বীমা পরিকল্পনা চালান যায়—, তাহলে শ্রমিকরা খাবে কি? সুতরাং তার জন্য স্ট্রাইক হয়, ধর্মঘট হয়, বিক্ষোভ হয়। অথচ যদি আমাদের দেশে বীমার হার বেশী না হয়ে —যদি প্রতি বছর তিন মাস করে বোনাস্ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আজকের দিনে সমগ্র দেশে কলিকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, তা দেখা দিত না।

আপনারা জানেন সমগ্র চাবাগান এলাকায় বোনাসের দাবীতে কিছুদিন আগে থেকে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। দার্জিলিং-এ সম্প্রতি যে ধর্মঘট হয়, সেই ধর্মঘট উপলক্ষে সরকারের পুলিসের গুলিতে যে ছয়জন শ্রমিক মারা যায়, তার মধ্যে দু'জন মেয়ে ও একজন ১২ বছরের শিশু শ্রমিক। দার্জিলিং শ্রমিকদের দাবীর মধ্যে অন্যতম দাবী ছিল এই বোনাস। সমগ্র শিল্পাঞ্চলে, সমগ্র সওদাগরী অফিসে এই বোনাসের দাবী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উঠে থাকে। ডুয়ার্সে বর্তমানে যে ধর্মঘট করছে, ৩০।৩৪ হাজার শ্রমিকের এই ব্যাপারে দাবী রয়েছে—এই চাবাগান শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হোক। আগে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটাকে বলা হ'ত এক্স-গ্রাশিয়া পেমেন্ট অর্থাৎ বকশিশ। কিন্তু যতগুলি লেবার ট্রাইবুনালের রায় বেরিয়েছে, বর্তমানে এই কথা সমস্ত ট্রাইবুনাল স্বীকার করেছেন—এমনকি ভারত সরকারও তা স্বীকার করেছেন, এই এক্স-গ্রাসিয়া পেমেণ্ট রাখা যায় না এবং নীতিগতভাবে এই বোনাস্ দেওয়া হোক—এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। যদিও কোন্‌ভাবে বা কোন্ সময় দেবে, সে সম্বন্ধে মত পার্থক্য থাকতে পারে।

এই বোনাসের দাবী সম্পর্কে আমার মনে আছে ৫।৭ বছর আগে পর্যন্ত হেসে উড়িয়ে দেওয়া হ'ত। গত বছর প্রেস কমিশনের রায় বের হয়। জাষ্টিস্ রাজাধ্যক্ষের মত লোক, যিনি সারা ভারতবর্ষে একজন বিচক্ষণ গুণী ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিও এই বোনাসের ব্যাপারে ওয়ার্কিং জারনালিষ্ট এসোসিয়েশন-এ যে দাবী ছিল, তাতে তিনি বলেছেন—এই বোনাসের কথা সমগ্র মালিক শ্রেণী এবং প্রত্যেকের বিচার ক'রে দেখা উচিত এর ন্যায্যতা। তিনি বলেছেন—শুধু শিল্পে নয়—প্রেসের ব্যাপারে—সাংবাদিকদের বলেছিলেন ট্যাক্স বাদ দিয়ে, ডেপ্রিসিয়েসন-এর ফোর পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট বাদ দিয়ে যা কিছু মুনাফা থাকবে, সেই মুনাফাকে তিন ভাগে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। এক ভাগ শিল্পের দিকে তার লভ্যাংশ হিসাবে, আর এক ভাগ দেওয়া উচিত যারা শিল্পে চাকরী করে, প্রেস কর্মচারী ও সাংবাদিকদের এবং আর এক ভাগ প্রেসের উন্নতির জন্য দেওয়া উচিত। সুতরাং আজকের দিনে আমার বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষে যে কোন সংস্থা বলুন, যে কোন গভর্নমেন্ট কমিশনই বলুন, সেখানে বিভিন্নভাবে বোনাসের দাবী স্বীকৃত হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে বোনাসের উপর ভারত গভর্নমেন্টের একটা কমিশন বসেছিল—একটা সাব-কমিটি বসেছিল। সেখানে কমিশন অবশ্য বলেছিলেন—কয়েকটা কয়েকটা শিল্পে যে সার্প্লাস প্রফিট হবে, তার শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিক ও কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া উচিত। সুতরাং আজকের এই প্রস্তাবে দাবী করা হচ্ছে যেহেতু শ্রমিক কর্মচারী অত্যন্ত কম বেতন পেয়ে থাকে, যেহেতু বোনাস ইত্যাদি ব্যাপার সরকার এখনো স্বীকার করছেন না, সেইজন্য দাবী উঠেছে, এদের বোনাস দেওয়া হোক্ কর্মতি বেতনের পরিপূরক হিসাবে। প্রত্যেক কারখানায় ও সওদাগরী অফিসে আজ দাবী উঠেছে কমপক্ষে তিন মাসের করে বোনাস্ দেওয়া হোক। আজ কোন কারখানায় যদি দেখা যায় যে, তাদের সেই পরিমাণ মুনাফা হচ্ছে না, তাহলে তাদের যে রিজার্ভ ফাণ্ড আছে, তাই থেকে কমপক্ষে এক মাসের বোনাস্ দেওয়া হোক।

[3-20—3-30 p.m.]

আমাদের বাংলাদেশের যা চিত্র তা দেখুন। এখানকার চটকলের শ্রমিক মাসে ৬৩৷৷৹ টাকা মাগ্‌গী ভাতা সমেত পেয়ে থাকে, সুতাকলের শ্রমিক ৫২৲ টাকা পেয়ে থাকে—সর্বনিম্ন বেতন,

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৬১৲ টাকা পেয়ে থাকে, চাবাগানের হিসাব নিলে দেখবেন যে, দার্জিলিংএ —আজকের কাগজের খবর দৈনিক ১৷৵৹ আনা এবং তার আগে ১৷৹ আনা ছিল। জলপাইগুড়ী এবং ডুয়ার্সে ১৷৷৵৹ ও ১৷৷৶১০ শ্রমিকদের বেতনের দৈনিক হার। বহু জায়গায় শ্রমিক ও কর্মচারী আগেকার দিনে তারা বোনাস পেত, কিন্তু গভর্নমেন্টের এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি না থাকার ফলে বরং উল্‌টো হয়েছে। মালিকের বোনাস না দেবার যে প্রচেষ্টা আছে তাতে সাহায্য হচ্ছে। ফলে আজকে মালিকেরা দিতে অস্বীকার করছে। যেমন বর্তমানে কলিকাতার উপর যে ধর্মঘট চলছে—জেনারাল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর—মস্ত বড় বিলাতী কোম্পানীর—তাদের দাবীর মধ্যে অন্যতম দাবী বোনাস, এবং এই কোম্পানী বিগত ৫ বছর বরাবর তা দিয়ে এসেছে কিন্তু শেষ দু'বছর ধ'রে গভর্নমেন্টের নীতির ফলে তারা বলছে 'আমরা দিতে পাবর না'। কেননা ১৯৫৩ সালে এই দাবীতে যখন সমস্ত পশ্চিমবাংলা কেঁপে উঠেছিল তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, লাভ না হ'লে পর কি ক'রে এই দাবী ন্যায্য ব'লে স্বীকার করা যায়? সুতরাং লাভ যে কিরকম হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধ'রব। প্রথম চা-বাগান—যেখানে বোনাসের দাবী জোরদার, ডুয়ার্সে হরতাল চলেছে, দার্জিলিংএ হরতাল চলেছে এবং খবরের কাগজে প্রকাশ যে, ডুয়ার্সের হরতাল আরও বেশী ব্যাপক হবে। চা-বাগানের লাভের অঙ্কটা দেখুন—

হান্তাপাড়া চাবাগান—ডান্‌কান্‌ ব্রাদার্সের—

১৯৫২ সালে শতকরা ৫ পার্শেন্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছিল,

আর ১৯৫৩ সালে শতকরা ২৫ পার্শেন্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছে।

হাসিমারা—ড্যাভেনপোর্ট কোম্পানীর—

সেখানে ১৯৫২ সালে শতকরা ১৫ ভাগ ডিভিডেণ্ড দিয়েছিল।

আর ১৯৫৩ সালে শতকরা ২৫ ভাগ ডিভিডেণ্ড দিয়েছে।

বানারহাট—এন্‌ড্রু ইউল্‌ কোম্পানীর—ইংরাজ কোম্পানী—

সেখানে ১৯৫২ সালে ৩৫ পার্শেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়েছিল।

১৯৫৩ সালে ৪৫ পার্শেন্ট দেওয়া হয়েছে।

ডুয়ার্সে ২৩৯টা চাবাগানের মূলধন ১,৮২,৫৭,৮০০৲ টাকা লাভ করেছে ১৯৫৩ সালে ১,৪৬,০৬, ৩৭৭৲ নেট প্রফিট প্রায় ঐ যা মূলধন যতটা তত দেখুন, তাদের বছর বছর কি রকম নেট প্রফিট্‌। আবার ১৯৫৪ সালে ৩ কোটি টাকা এক বছরে মুনাফা হবে। চাবাগানের মালিকেরা দিতে অস্বীকার করেন এবং গভর্নমেন্টেরও কোন নীতি ঠিক হয় নাই।

দার্জিলিং চাবাগানের ৮৫,৪৮,০৫০৲ মূলধন, সেখানে ১৯৫৩ সালে ১৯,৮২,৯৭১৲ টাকা নেট মুনাফা করেছেন, অথচ বোনাস দেবার বেলা অস্বীকার করেন এবং পশ্চিমবাংলা সরকার সে বিষয়ে এখনও কিছু বলতে রাজী নন।

অন্যান্য শিল্পের ২।১টা উদাহরণ দিচ্ছি। পশ্চিমবাংলায় ১৯৪৯-৫৩ সালের মধ্যে Gillanders, Balmer Lawrie, Shaw Wallace, Bird, Calcutta Tramways Company, and Calcutta Electric Supply Corporation—

এই কয়টি কোম্পানী নেট প্রফিট করেছে ১৪,৭৭,১৫,২২৪৲ টাকা আর, ২০টা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ১৯৫০-১৯৫৪ সালের মধ্যে নেট্‌ প্রফিট করেছে ১৪,৭০,০৫,৭৯৫৲ এবং ৫০টা চটকল শুধু ১৯৫০-৫৫ সালের মধ্যে নেট্‌ মুনাফা করেছে ১৫,৭৬,৫৩,১৩৬৲ টাকা। এই আমি সামান্য একটা উদাহরণ দিলাম। আরও অনেক বেশী উদাহরণ আছে। ১৯৫২-৫৩-৫৪ সালে বছরের পর বছর বড় বড় যারা শিল্পপতি তাদের মুনাফা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি বা বোনাসের দাবী অস্বীকার করছে এবং গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ব্যবস্থাও হচ্ছে না। এই পশ্চিম বাংলায় যেখানে বিশেষ ক'রে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন খুব কম সেখানে এই দাবী জোরের সঙ্গে উঠেছে। আমাদের এই প্রস্তাবে তাই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটা শ্রমিক

এবং কর্মচারী যারা শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ করছে তাদের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ৩ মাস ক'রে বোনাস দেওয়া হউক। এই আমার বক্তব্য।

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনিও বোধ হয় স্বীকার করবেন যে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান শ্রমনীতি বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সেইজন্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়ন করা যে একান্ত প্রয়োজন একথা বোধহয় ডাঃ রায় ও শ্রমমন্ত্রী আজ অস্বীকার করতে পারেন না। একদিকে দেখা যাচ্ছে মালিকদের মুনাফার পাহাড় জমে যাচ্ছে, আর একদিকে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন বাড়াবার হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে দিনের পর দিন তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আজ যদি সাধারণভাবে বর্তমান শ্রমিকদের মিনিমাম বেসিক ওয়েজেস নিয়ে আমাদের শ্রমমন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত হন তাহলে চটকলের কথা বলুন, সুতাকলের কথা বলুন, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কথা বলুন—যেখানেই বলুন না কেন, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করবেন যে, সত্যই আজকে একজন মজুরের যা দিনমজুরী তাতে তার ভরণপোষণ হয় কিনা? সে তার সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে কিনা। একথা তিনি নিজে যদি বুঝে দেখেন যে, আজকে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মজুরের যে মূল বেতন সেই মূল বেতন পাওয়ার পর সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরসংসারের ব্যবস্থা করতে পারে কিনা একথা তিনি ভাল ক'রেই বুঝতে পারবেন। কারণ, তাঁর কাছে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ রয়েছে। প্রতিটি মজুরের দৈনন্দিন মজুরীর হার তাঁর কাছে কষা আছে। তিনি যদি সেই স্ট্যাটিসটিক্‌স্‌ উপস্থাপিত করেন তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে, আজকে প্রতিটি শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ৩ মাসের জন্য বোনাসের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার সততা, সাধুতা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অস্বীকার করবার নিশ্চয়ই কিছু থাকবে না। যখন চটকলে পূজার বোনাসের জন্য আন্দোলন হয় তখন আমি ডাঃ রায়কে বলেছিলাম যে এর পূর্বে ১৯৪৮ সালে মিনিমাম্‌ বেসিক ওয়েজেস নির্ধারণ করে যে ট্রাইবিউন্যাল এওয়ার্ড দিয়েছিল সেই নির্ধারিত এওয়ার্ড ইম্‌প্লিমেন্ট করবার ব্যবস্থা করুন, যাতে চটকলের ওয়ার্কারেরা নির্ধারিত মিনিমাম্‌ বেসিক ওয়েজেস পেতে পারে, তাহলে আমরা পূজার বোনাসের দাবী ছেড়ে দেব। তিনি বলেছিলেন, আমি দিল্লী যাচ্ছি, এটা বিবেচনা করব। এখন বোনাস কেন দিতে হবে? সত্যিকারের যে হিসাব রণেন বাবু দিলেন এই আনুপাতিক হারে মালিক যদি মুনাফা লোটে তাহলে কেন তাঁরা মজুরদের মুনাফার অংশ দেবেন না? মুনাফার অংশ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী খান্দুভাই দেশাইও বার বার বলেছেন। আজকে মজুর এবং মালিকের সম্বন্ধ তার মুনাফার অংশ বন্টনের দ্বারা নির্ধারিত হবে?

[3-30—3-40 p.m.]

আজকে যদি আপনারা উৎপাদন বাড়াতে চান, তাহলে সাধারণ মজুরকে পেটভরে খেতে দিতে হবে, তাদের সংসার নির্বাহের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা যদি না করেন তাহলে আপনারা কি ক'রে আশা করতে পারেন উৎপাদন বাড়াবার। কি ক'রে তারা উৎপাদন বাড়াবারহাতিয়ার হয়ে থাকবে না খেয়ে। এই কথা আমাদের মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় বুঝিয়ে দেবেন। সেইজন্য আমরা যখন এই বোনাসের কথা বলি, তখন সেটা কেবল আন্দোলন করবার জন্যই নয়, হৈ হল্লা করবার জন্য নয়। হয়ত তাঁরা এটা মনে করতে পারেন যে, বামপন্থী দলের কিছু একটা না করার থাকলে একটা না একটা কিছু তাঁরা খুঁচিয়ে বের করেন। কিন্তু তিনি যদি এই হাউসকে কনভিন্স করতে পারেন যে, আজকে সমস্ত শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষুদ্র বেতন যাহা ট্রাইবুনালের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে সেই নির্ধারিত মূল বেতনের দ্বারা কি কোনও মানুষের জীবন নির্বাহ করা সম্ভবপর? তাহলে নিশ্চয় আমরা এই বোনাসের কথা তুলে নেব, আমরা আর বোনাসের কথা বলবো না। এত অবিচার, এত অন্যায় কেন হবে? একদিকে এত অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য বিধান মানুষের সঙ্গে মানুষের থাকবে কেন? যেখানে আপনারা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র কাঠামো করবেন, সেখানে একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের ১শো-২শো ২হাজার গুণ জীবনধারণের পার্থক্য থাকবে কেন, এই কথা আমাদের বুঝিয়ে দিন। এই যদি চলতে থাকে, তাহলে কি করে সমাজতান্ত্রিক

ধাঁচে রাষ্ট্রগঠন করবেন, সেটা মন্ত্রীমহাশয় আমাদের বুঝিয়ে দেবেন। সেজন্য আজকে দেখা যাচ্ছে কি? চটকলে, সুতাকলে আন্দোলন—আজকে তারা যে ষ্টেট্ ইনসিউরেন্সে পয়সাটা দিতে পারছে না, কেন পারছে না? সেদিন যখন আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম তখন আমি তাঁকে মিনিমাম্ বেসিক্ ওয়েজেস-এর কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সুতাকলে যে পয়সা কাটবেন—সুতাকলে ট্রাইবুনাল বসেছিল ১৯৪৮ সালে। আজ আপনারা জানেন যে সুতাকলের ট্রাইবুনাল শ্রমিকদের নিম্নতম মূল বেতন কত ধার্য করেছিলেন? ২০.১০ পয়সা থেকে ২৬টাকা ৯ পয়সা। যেখানে কোটি কোটি টাকা মালিকরা মুনাফা লুটবে, সেখানে একজন শ্রমিকের মূল বেতন হবে কত, না ২০ টাকা ২ পয়সা। এই অবিচার, এই অন্যায় অত্যাচার, এই শোষণ যদি চলতে থাকে তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো কি করে গ'ড়ে উঠবে, কি ক'রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন আপনারা করবেন, এটা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না। আজ চটকলের মজুরদের একমাত্র দাবী মূল বেতন বাড়ানো। কেউই অস্বীকার করে না যে, ষ্টেট্ ইনসিওরেন্স ভ'লো চায় না এই কথা কেউ বলে না যে, স্বাস্থ্য-বীমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কেন তারা এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে? তাদের একমাত্র দাবী, একমাত্র কথা হচ্ছে ট্রাইবুনাল চলছে, ট্রাইবুনাল চলাকালীন তাদের মাইনে কাটবেন না। মাইনে কাটার পূর্বে তাদের মূল বেতন কিছু পরিমাণে বাড়িয়ে দিন, দেবার পরে তার থেকে কাটুন। তাহলে হাসিমুখে তারা আপনাদের পয়সা দেবে, হাসিমুখে যে সুন্দর স্কীম আপনারা করেছেন তা তারা সমর্থন করে নেবে, নানা গলদ থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তাদের একটু বোঝবার সময় দিতে হবে যে, হ্যাঁ, যে পয়সা দিচ্ছি তা দেব কোথা থেকে, তারা পয়সা পাবে কোথা থেকে? তাদের যদি দেবার ক্ষমতা থাকতো, তা হলে আজকে তারা এইরকম গুলীর সামনে দাঁড়িয়ে ৩।৪ দিন ধরে থাকতো না, যেখানে যে কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে, যেখানে যেকোন মুহূর্তে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আজকে তাদের জীবন এমনই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে যে, তাদের পক্ষে দু' আনা পয়সা দেওয়াটাও যেন একটা কতখানি বিপজ্জনক ব্যাপার। এটা বাস্তবিকই বোঝার দরকার আছে। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে এই চটকলের ট্রাইবুন্যালের রায় বেরিয়ে যাক্, তাতে যাতে তাদের মাইনে বাড়ে অন্তত সেই উপায়টা আপনারা করুন, তারপরে ষ্টেট্ ইনসিওরেন্স স্কীম তাদের কাছে নিয়ে যান। আমরা জানি না আজকে প্রেস-নোটের মধ্যে বেরিয়েছে, সমস্ত টি ইউ সি ফ্রন্টগুলো নাকি এ স্কীম স্বীকার করে নিয়েছে। আমি বলবো তাঁদের দায়িত্ব ছিল এটা শ্রমিকরা চায় কিনা সে সম্বন্ধে তাদের মতামত নেওয়া। সেটা না করার দরুণ আজকে যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল সেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী আমরা সকলে হতাম। সেইজন্য আমি বারবার আপনাদের কাছে বলেছিলাম যে, আপনারা অন্ততঃপক্ষে চটকল এবং সুতাকলের শ্রমিকদের মূল বেতন নির্ধারণ ক'রে দিন এবং নির্ধারণ ক'রে দেবার পর ষ্টেট্ ইনসিওরেন্স চালু করুন। অবশ্য সেদিন শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সুতাকলের যে মজুররা এসেছিল তাদের কাছে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি কাগজপত্র সমস্ত দেখে চেষ্টা করবেন সুতাকলের জন্য একটা ট্রাইবুনাল বসাতে পারেন কিনা? আমি মনে করি মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় তাঁর সেই কথা স্মরণ করে সুতাকলের একটা ট্রাইবুনাল বসাবার চেষ্টা করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলছি যে, বোনাসের দাবীটা ভিক্ষা নয়। মালিকরা যেখানে কোটি কোটি টাকা লুটবেন, মালিকরা যেখানে করবে কোটি কোটি টাকার মুনাফার পাহাড় তৈরি, মালিকরা যেখানে বাড়ীর পর বাড়ী, গাড়ীর পর গাড়ী করবে, সেখানে একটা সামান্য মজুর খেতে পাবে না, তাদের ছেলেমেয়েদের যক্ষ্মাকাশ হ'লে চিকিৎসা করাতে পারবে না, তাদের জীবনে কোন সুখ শান্তি আসবে না, এতবড় অবিচার, এতবড় অন্যায় আজকের শ্রমিকরা কখনও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। আমরা মনে করি সত্যিকারের এই কংগ্রেস গভর্নমেন্টের যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র কাঠামো করবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকে, তাহলে মজুরদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করতে হবে, মজুরদের মূল বেতন বাড়াবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হবে, শ্রমশিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেকটি শ্রমিকের তাদের যে স্বাস্থ্য-বীমা তৈরি করেছেন সেই স্বাস্থ্য-বীমায় যে কনট্রিবিউসন দেবে, সেটা তারা কোথা থেকে দেবে একথা আপনাদের ভাবতে হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এইগুলি যদি না করতে পারেন তাহ'লে আমরা জানবো যে এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কথা

আপনারা বলেন সেটা আপনারা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে পর বর্তমানে মানুষে মানুষে যে এতখানি অর্থনৈতিক বৈষম্য গ'ড়ে উঠেছে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে আর একটা নূতন সমাজ গঠন করতে হবে। এই পচা ধসা অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি ভেঙ্গে না দেন, যদি শ্রমিক-মালিকের মধ্যে এতখানি ব্যবধান দূর না করতে পারেন তাহ'লে আমি বলবো যে, যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র কাঠামোর কথা আপনারা বলেন সেটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে জনসাধারণ নিশ্চয় আপনাদের ধীক্কার দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে উঠে এই কথাগুলিই বলতে চাই শ্রমিকদের আজকে মালিকদের কাছ থেকে একটা দাবী করে কিছু আদায় করাটাই বড় কথা নয়, বোনাস পাওয়াটাই আজকে শ্রমিকদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। যে কোন বস্তীতে বা শ্রমিক এলেকায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে কিম্বা প্রতিদিন তারা যেখানে কাজ করছে বা প্রতিদিন দিন অতিক্রম করছে সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে তাদের কি অবস্থা। ফ্যাক্টরী থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে এসে জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলি যখন হাটবাজার করতে বেরোয়, তখন দেখা যায় দুদিনের বেশী বা একদিনের বেশী তাদের কোন সপ্তাহের বা মাসের বেতন ৩।৪ দিনের বেশী চলে না। তাদের সেইজন্য আবার চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়। এই রকম করেই তাদের দিন চলে এবং এমনভাবে তাদের প্রতিটি দিন চলতে চলতে জীবনে তাদের ক্ষয় ধরে। কাজেই শ্রমিকদের সাধারণভাবে জীবন-ধারণের জন্য তারা যাতে ২।৪টা কাপড় কি জামা বা ঔষধপত্র কিনতে পারে, সেইজন্যেই তাদের আজকে বোনাসের দরকার আছে। কাজেই শুধু মালিকদের কাছ থেকে দাবী করে কিছু আদায় করাটা বড় কথা নয়, পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। এদিক দিয়ে আজকে সরকারকে ভাবতে বলবো, চিন্তা করতে বলবো।

কতকগুলি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা সকলেই জানেন এবং সেইগুলি সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি পূজার সময় একটি চটকলের শ্রমিক ছেলেকে একটা জামা দিতে পারে নি বলে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর আর একটা ঘটনায় একজন শ্রমিক ছেলেকে জামা দিতে পারে নি ব'লে আফিং খেয়েছিল। এইরকম বহু ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তারা পূজার সময় একটা বোনাস পায়, সামান্য কিছু একটা পায়, তাহলে তাতে তাদের খানিকটা সাশ্রয় হ'ত।

[3-40—3-50 p.m.]

এই দিক থেকে বোনাসের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ওরগানাইজেসন যা আছে প্রত্যেক জায়গাতেই এই দাবী উঠেছে এবং একটু আগে শ্রদ্ধেয় সদস্য রণেন সেন মহাশয় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী যে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সেই সংগঠনও বোনাসের দাবী অস্বীকার করতে পারে নি। এদিক থেকে আজ ভারতবর্ষের, বিশেষকরে বাংলাদেশের মানুষের দাবী যে অন্ততঃ বৎসরে ৩ মাসের বোনাস পাওয়া দরকার। এটা যদি কতগুলি অঙ্ক এবং ঘটনার যাহায্যে চেষ্টা করেন তাহলে দেখতে পাবেন এর বাস্তব ভিত্তি আছে। এখানে আমি সেজন্য বিশেষকরে বাংলাদেশের শ্রমিকদের বাৎসরিক আয়ের একটা চার্ট রাখছি। ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এ দেখছি—টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রি ইন অল স্টেজেস ১,১১৫·১, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ ৮৫৯·৫, পেপার অ্যান্ড পেপার প্রডাক্টস ৯৫৮·৫, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ ৯২৩·৬। লেবার এন্ড লেবার প্রডাক্টস অন্য ষ্টেট ৯৭৯·১, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ সেখানে হচ্ছে ৬৫৪·৭। পেট্রল এন্ড কোল প্রোডাক্টস ১,৪৬০·১, সেখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ হচ্ছে ৯৯·২। ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস এন্ড ষ্টীম, ১,৪১২·৮, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ হচ্ছে ১,৩৫১·৬, ওয়াটার এন্ড স্যানিটারি সার্ভিস মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে দেখবেন ৮৯৮·৭, সেখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ৮৫০·২। এভাবে শ্রমিকদের আয় কমে যাচ্ছে। ১৯৫২-৫৩ সালে শ্রমিকদের আয় ২·৪ পার্শেন্ট কমে গিয়েছে। কাজেই বাস্তব ভিত্তিতে আজকে শ্রমিকদের সাময়িকভাবে হলেও খানিকটা আয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে এটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে অনেকে তর্ক করবেন কি ক'রে বোনাস দেওয়া যাবে। সংস্থান থাকলে তো দেবে।

লস হচ্ছে, কাথা থেকে দেবে? সাধারণভাবেও এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে এদেশে এত কম বেতন দেওয়া হয় যে, এই বেতনে—আমি আগেই বলেছি—জীবনযাত্রা চলতে পারে না। যে মূল বেতন দেওয়া হয় সেটাও যদি কিছু বাড়ান যায় তাহলেও এই প্রশ্নটা দূরে রাখা যেত যদি মূল বেতনও কিছু বাড়ান যায় তা হ'লেও শ্রমিকদের প্রতি কিছুটা সুবিচার করা হয়। এদিক থেকে সরকারের কাছে আবেদন করি এদিকটা যেন সরকার বিবেচনা করেন। ১৯৫৩ সালে ডাঃ রায় প্রেস কনফারেন্স ক'রে এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি এবং একটা নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর বাংলাদেশে বোনাসের আন্দোলন দমন করা নিয়ে একটা ১৯৪২ সাল হ'য়ে গেল। প্রত্যেকটি শ্রমিক অঞ্চলে, ফ্যাক্টরি অঞ্চলে শ্রমিকদের উপর টিয়ার গ্যাস, লাঠি চালান হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নানারকমভাবে জবরদস্তি করা হচ্ছে। আমার আবেদন হচ্ছে এই যে, বোনাসের দাবীর ন্যায্যতা যেখানে রয়েছে সেই দাবী দমন করার জন্য যেন সেই পুরাণো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করবেন না। শ্রমিকদের যে দুর্দশা চলছে সেদিকে একটু সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখা দরকার। যদি সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ অফ সোসাইটি সত্যিই করতে হয় তাহ'লে সেই পুরাণো দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। এটা বড় লজ্জার কথা, দুঃখের কথা। আজকের এই অবস্থাই যদি চলতে থাকে তাহলে সরকারকে আমি স্মরণ করিয়ে দেব—সত্যের খাতিরে, মানবতার খাতিরে এখনও তাঁদের এটা দরদ দিয়ে বিবেচনা করা দরকার—শ্রমিকরা তাদের বোনাসের দাবীকে কখনো নিষ্ফল হতে দেবে না। এই কথা ব'লে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Sj. Rakhahari Chatterjee:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, যে প্রস্তাব ডাঃ সাহা এনেছেন তার মূলতত্ব সংগে আমি একমত। তার কারণ হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের যে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে একমাত্র কৃষির উপর যে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান হতে পারে না এটা সরকারও স্বীকার করেছেন এবং এটা সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দেশকে বড় করতে গেলে এবং দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে গেলে শিল্পের যে প্রসার অতি প্রয়োজন এটা সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু শিল্প প্রসারের যে বড় বাধা মালিক এবং শিল্পীদের মধ্যে যে বিরোধ বাধে এবং তার যে মূল কারণ শিল্পীদের বেতন এবং বোনাসের যে দাবী সেটা যতদিন পর্যন্ত না স্থায়ী ও সঙ্গত ব্যবস্থা করা যায়, ততদিন সত্যই বাংলা দেশের শিল্প স্থায়ী করা যাবে না। এই কারণের জন্যই বহু সময় আমরা দেখতে পাই ষ্ট্রাইক চলে যার ফলে বিদেশী জিনিষ মারকেটকে অধিকার করে বসে এবং বাংলা দেশের সমস্যাকে জটিল থেকে আরও জটিলতর করে তোলে। সুতরাং আপনার মাধ্যমে শ্রম মন্ত্রীমহাশয়কে এই রেজলিউসনের যে মর্মকথা তা খুব চিন্তার সহিত উপলব্ধি করবার জন্যে আমি অনুরোধ করি। ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট অধিবেশনের সময়ও এ কথা আমি বলেছিলাম যে যদি আমরা সত্যই স্থায়ী কল্যাণ চাই তাহলে প্রত্যেক ফ্যাক্টরী বা ইন্ডাষ্ট্রীর যে ইনকাম হবে, যেটা নেট প্রফিট তাকে তিনভাগে ভাগ করা উচিত। সে সময় শ্রম মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তিন বৎসর অতীত হয়ে গেছে সমস্যার সমাধান তো হয়ই নি, পরন্তু ঐ রকমের আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিশেষতঃ শ্রমিকের যে অবস্থা, শুধু বোনাস নয়, তাদের যে বেতন বাড়াবার যথেষ্ট দরকার এবং তারা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করে তারু উন্নতিবিধানের প্রয়োজন। আরও দরকার সরকার এবং যারা শ্রমিকদের কল্যাণে নিযুক্ত থাকেন তাদের জীবনযাত্রা কি করে ভাল করতে পারা যায় সে সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং শিক্ষিত করা দরকার। যারা শ্রমিক নেতা তাদের আমি অনুরোধ করি এবং গভর্নমেন্টকে স্পেশ্যালি বলি যে তাদের এই অবস্থাকে পরিবর্তন করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। বোনাস সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সত্যই তারা যে বেতন পায় এবং যেভাবে তাদের সংসার চলে সেটাকে মানুষের বেঁচে থাকা বলে না। তবে একটা কথা যে, ভগবান তাদের প্রাণে মারে না তাই তারা বেঁচে আছে। বোনাস ওদের তিন মাসের দেওয়া চলবে কি আরও কমানো চলবে সে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এ চিন্তা সরকারকে করতে হবে।

[3-50—4 p.m.]

কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যদি বোনাস না দেওয়া যায় তাহলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হয় বোনাস কিম্বা বিনাশ। একদিকে শ্রমিক মরবে কিম্বা দেশের শিল্প মরবে যার ফলে আমাদের সকলকে দুর্ভোগ

ভোগ করতে হবে। সেইজন্যই আমি বলব যে যদিও এই প্রস্তাব কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে এসেছে তবুও সরকারপক্ষকে অনুরোধ করব, এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য এবং তা খুব প্রয়োজন। তারা যদি কোন এমেন্ডমেন্ট দিয়ে এর সংশোধনের চেষ্টা করতেন যে, বাস্তবিকই এভাবে না করে এভাবে করা উচিত, তাহলে অন্ততঃপক্ষে আমরা যারা দুয়ের মাঝে আছি তারা একটু আশ্বস্ত হতে পারব। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রথম আমি সরকারকে অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে এই কথা বলে যে যে শিল্প বা ইন্ডাষ্ট্রি আমাদের দেশে রয়েছে তারা যে ক্যাপিটেল লেআউট করেছেন তার উপর মিনিমাম কি ইনকাম হওয়া উচিত, কি প্রফিট দেওয়া উচিত, এটা যদি সরকারপক্ষ থেকে একটু বাঁধবার চেষ্টা করেন তাহলেপর বোনাস সম্বন্ধে কত টাকা দেয়া দরকার বা কতটা সম্ভব সেটা অনায়াসেই আমরা ঠিক করতে পারি। সুতরাং ঐ একটা দুটো আইন করে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট-এ কোন কেস হোল কি না হোল সেটা দেখলে হবে না। মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট হয়েছে বটে এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগও হয়েছে বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই এ্যাক্ট কাজ করে না। আজকে বহু কম বেতনে মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে। কারণ বাঁচার ভয় সবচেয়ে বেশী। আমি উপোষ দিয়ে মরব? তারচেয়ে কিছু কমই পেলাম—এতেই করি। সুতরাং আইন যখন করা হয় তাতে প্রত্যেক লোক যারা নিযুক্ত আছেন তারা আইন অনুসারে যাতে কাজ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্রের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের এক্সপ্লয়েট যাতে না করে তারও দেখার প্রয়োজন আছে। আমার অনুরোধ হচ্ছে এই যে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করে দেখা দরকার। এই বোনাসের দাবী নিয়ে তাদের বহু রক্তপাত করতে হয়েছে তাদের বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে যেতে হয়েছে যার ফলে সরকার বাধ্য হয়েছেন আইন করবার জন্য। যদি আইন না করে সরকার যদি আজকে বলতেন যে, তারা সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্নএ সবকিছু করবেন এবং যে জন্য আজকে জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা যদি করছেন তখন মুষ্টিমেয় লোককে এইরূপ বিলাসের সুযোগ দিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হবে কেন? এখানে সরকারের কর্তব্য শ্রমিক এবং মালিকের উপর সমান দৃষ্টিভঙ্গী রেখে শ্রমিকদের যে নেয্য দাবী তা তারা যদি স্বীকার করে নেন এবং সেই অনুসারে যদি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমবিভাগ পরিচালিত হয় তাহলে আমি মনে করি যে বাংলা দেশের শিল্পের প্রসারও হবে এবং শ্রমিকেরও কল্যাণ হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের যে সমস্ত বাইরের জিনিষ চালু আছে বা যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার আছে সেখান থেকে আমরা নেয্য মূল্যে জিনিষ পাব। বাঙ্গালী এবং বাংলা সর্বদিক থেকে উন্নত হবে এবং খানিকটা অকল্যাণ আমরা এড়াতে পারব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Janab A. M. A. Zaman:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে রেজলিউসনটা আমাদের বন্ধুবর এনেছেন তা পড়লে প্রথমে মনে হয় যে সত্যই এরা শ্রমিক দরদী। শেষের অংশটুকু পড়লে দেশের যারা আইনকানুন বোঝেন যারা দেশকে জানেন তারাও বুঝবেন যে, এ ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নাই। আসল উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টকে হেয় করা নিরীহ শ্রমিককে ধোকা দেওয়া। আমরা যারা কংগ্রেসেরপক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন করি তাদেরকে হেয় করা। এ যেন জাপানী খেলনার মত একটা খেলনা তারা তৈরী করেছেন। গতবারের আগে চটকলের শ্রমিকদের ২৫টি দাবী নিয়ে আমরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম এবং কি কোরে এইসব ট্রাইবুনালএর মাধ্যমে আদায় করা যায় তার ব্যবস্থা করছিলাম সেই সময় সস্তায় নাম নেবার জন্য ও'রা ডিক্লেয়ার করলেন একদিনের হরতাল করে তিন মাসের বোনাস আদায় হবে। সে কথা অনেকেই জানেন। এবং তার ফলে কি হয়েছিল তাও অনেকেই জানেন। আলিপুর কোর্টএ একটা মোকদ্দমা উঠেছিল তাদের নামে, স্ট্রাইকের নামে প্রায় আঠার হাজার টাকা মারার ব্যাপারে তাতে আরও হলো যে একদিন স্ট্রাইক করার ফলে ১৪ দিন বছরের যে আরন্ড লীভ তা পর্যন্ত পেল না। ওখানে বোনাস পাওয়া তো দূরের কথা এ সর্বনাসটা তারা করেছিলেন। সেইজন্য বজবজ শ্রমিকদের চোখ খুলে গিয়েছিল। আজকে দেশের সব জায়গাতে ওদের তল্পী গুটাতে হচ্ছে। আমি একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই ওদের কাঁছে গড়ের মাঠের বক্তৃতার মত শুধু বক্তৃতা করে দিলেই কাজ হয় না। শুধু চেঁচামেচি করলেই তিন মাসের বোনাস আদায় হয় না। কোম্পানীর আইনকানুন জানা দরকার। ট্রাইবুনাল আছে তাদের সমস্ত কিছু আইনকানুন আছে তাদের মাধ্যমে

না গিয়ে কোন কোম্পানী বাধ্য নয় বোনাস দিতে। বোনাসের যে আইন আছে তা শ্রমিকদের কাছে ওরা কোন দিনই বলে নি। ফলে কারখানায় দেখা যায় ওরা শ্রমিকদের কাছে গিয়ে বলেন কোম্পানীর কাছ থেকে বোনাস আদায় করতে নতুবা ডাঃ রায়কে গদি ছাড়তে হবে। আমি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করবো একদিনের জন্য গদী ওদের ছেড়ে দিন দেখি কেমন করে আইন ছাড়া বোনাস ও অন্যান্য দাবী আদায় করে। তাই বলছি এই প্রস্তাবটিতে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নাই। তাদের জানা দরকার আজকে ইঞ্জিনিয়ার, টেক্সটাইল, এদের এওয়ার্ড হয়েছে। মেটালবক্সে ১৭½ পার্সেন্ট বোনাস দেওয়া হয়েছো তাদের প্রফিট হিসেব করে। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকরা ট্রাইবুনালএর মাধ্যমে গিয়ে বোনাস আদায় করে নিচ্ছে। আজকে যদি চটকলের অবস্থা দেখা যায় সেখানে কয়েকটিতে ছাড়া আর কোন জায়গায় লাভ হয় নাই। ওদের জানা উচিত কোম্পানীগুলি নিজেদের এজেন্সির মাধ্যমে মাল কিনিয়া চড়া দামে খরচ বেশী দেখায়। প্রস্তাব আনা দরকার কোম্পানী যাতে তাদের খরচ করার একটা লিমিট হয় এবং তারা কত টাকা খরচ করবে। এবং কত প্রফিট হলে তার উপরে বোনাস দেবেন। কিন্তু সে মাধ্যমে ওরা যাবেন না। কারণ সস্তায় একটা বাজীমাত করাই ওদের ইচ্ছা। এবং অন্যায়ভাবে চেষ্টা করে যখন কিছু হয় না তখন বলেন সরকার দিল না। কোম্পানী এ্যাক্ট রয়েছে আইন রয়েছে এই আইনের কোন মানে বুঝতে ওরা চায় না এবং শ্রমিকদেরও তা বুঝাতে চায় না। তাদের শুধু বুঝান হয়, যাও ঘেরাও কর—এসেম্ব্লিতে যাও, রাইটার্স বিল্ডিংএ যাও—এতে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় একি কেউ দেখেছেন ম্যানেজারকে আটকে রেখে টাকা আদায় হয় এ কেউ ভাবতে পারেন। ম্যানেজার একজন কর্মচারী, কিছু দিতে গেলে তার পকেট থেকে দিতে হয়। তাই বলছি এরা দেশকে উচ্ছৃংখলার পথে নিয়ে যেতে চান।

[4—4-10 p.m.]

কাজেই আমি অনুরোধ করবো এই পথে না যেতে। আমি ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ২৪ ঘণ্টা করে থাকি। শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য তাদের চেয়ে বেশী ফাইট করি। আমরা তাদের মত অন্যদিকে না গিয়ে সত্যি, সত্যি ট্রেড ইউনিয়ন করে শ্রমিকদের দাবী কি করে আদায় করতে হয় তা জানি। তাই আমি বলবো অন্য লাইনে একটা প্রস্তাব আনুন, তা আমরা সমর্থন করবো। আপনাদের এই ধোকাবাজী সমর্থন করতে পারি না। তাই অনুরোধ করছি [illegible] এই প্রস্তাব উইথড্র করে নিন।

Sj. Biren Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে কিছু বলতে উঠেছি। ইতিপূর্বে ভিন্নপক্ষীয় সদস্য মহোদয় যে সমস্ত কথা বললেন আমি সেই সমস্ত কথা কানে তুলছি না। এইজন্য কানে তুলছি না, যে তাঁর বহু প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়, প্রণিধান যোগ্যও নয়; তবে একটা কথা তিনি বলেছেন যে এই রেজলিউসন এনে নাকি ধোকাবাজী দেওয়া হয়েছে। আমি রেজ-লিউসনটা বার বার পড়লাম এরমধ্যে ধোকাবাজী যে কোথায় তা জানতে পারলাম না। (এ ভয়েসঃ জামান সাহেব ভাল ইংরাজী জানেন না তাই বোধ হয় তিনি এইরকম ভাবছেন।) আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সদস্য মহোদয় এবং মন্ত্রীমহোদয়কে যে এই রেজলিউসনএর বিরোধীতা করবার আগে তিনি পরিষ্কার করে বলুন যে আজকে পুজার সময় হোক বা যে কোন সময় হোক, বিশেষকরে পুজার এক মাস আগে থেকে সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল বেল্টএ বোনাসএর কথা ওঠে কিনা? চটকল, সুতাকল, গেঞ্জীর কল বা ছোটখাট খেলনার কারখানা অর্থাৎ যে কোন সংস্থার শ্রমিকই হোক, প্রত্যেকটি কারখানায় আজকাল ব্যাপকভাবে বোনাসের প্রশ্ন ওঠে। সেখানে আন্দোলন করা হোক বা না হোক, কাটাকাটি, মারামারি করা হোক বা না হোক, প্রসেসন বা ডিমনষ্ট্রেসন করা হোক বা না হোক, জামান সাহেবের কথায় যে 'ধোঁকাবাজী', সে থাক বা না থাক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই বোনাসের প্রশ্নের কথা ওঠে কিনা? যদি এই কথা ওঠে, তাহলে আজকে ভাববার প্রয়োজন আছে যে কেন অন্য সমস্ত প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও এই বোনাসের প্রশ্ন কোন বিশিষ্ট সময় ওঠে? এবং এটা কাদের কারসাজী? কারণ, এমন বহুজায়গা আছে আমরা জানি যেখানে কোন ইউনিয়নের ঝান্ডা বা কোথাও 'ধোঁকাবাজী' নেই, সেখানে সাধারণ শ্রমিকরা এই বোনাসের দাবীর প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে যায়। তারা কেন যায়? অতএব আজ গভর্নমেন্টকে এই জিনিষটা ভাল করে বিবেচনা

করে দেখা দরকার, প্রণিধান করে দেখা দরকার। বোনাস তিন মাস কি ছয় মাসের হবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে বাঁচার মত মজুরী। আজকে তারা লিভিং ওয়েজ পাচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। রেজলিউসনএ বলা হয়েছে তারা লিভিং ওয়েজ পায় না, তাদের বেসিক ওয়েজ অত্যন্ত কম; সেইজন্য এই বোনাসের প্রশ্ন আসছে অত্যন্ত সংগত কারণে। আজ এখানে যদি এই এসেম্ব্লির মধ্যে এই নিয়ে বাদানুবাদ হয়, সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এর পিছনে একটা অকাট্য যুক্তি আছে বলেই জামান সাহেবের যে সংস্থা, অর্থাৎ তাঁদের আই, এন, টি, ইউ, সি, ইউনিয়ন তারা ত ১৯৫৩ সালে এই বোনাসের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু আজকে যদি তিনি এসে বলেন বোনাসের কোন আইন নেই, তাহলে আমি বলবো বোনাসের বিরুদ্ধেই বা কোথায় আইন আছে সেটা খুলে বলুন? তা তিনি কিছু বললেন না। যাক, আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে আলিপুরে যে একটা কেস হয়েছিল সেটা তিনি আগে বললেন না কেন? অসত্য কারণ দেবারও একটা সীমা আছে। অতএব এই ব্যাপারটা হচ্ছে একটা যুক্তির ব্যাপার। এর পরেই মন্ত্রীমহোদয় বলবেন, তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই তিনি বলুন কেন এই আন্দোলনটা ব্যাপকভাবে হয়? যদি ব্যাপকভাবে আন্দোলন হয়, তাহলে এই বোনাসের যৌক্তিকতা আছে কিনা?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মালিকরা যে মুনাফা করেন সেটা তাঁরা সম্পূর্ণ নিয়ে যান কিনা শ্রমিকদের ফাঁকী বা কম দিয়ে। এটা যদি সত্য হয় তাহলে বোনাসের যুক্তি একটা অকাট্য যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এর যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ আছে। এই যৌক্তিকতার যে কারণ আছে, সেটা ট্রাইবুনাল স্বীকার করেছেন, এমনকি প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকার করেছেন। এখন স্বীকার করবার পর, তাদের এই বোনাস কতখানি দেওয়া হবে, তিন মাস কি ছয় মাস হবে সেটা ঠিক করতে হবে। বহু জায়গায় তিন মাসের বোনাস শ্রমিক কর্মচারীরা পেয়েছে। আমরা এটা তিন মাস রাখছি এইজন্য যে কোন কোন জায়গায় মালিকদের সংগে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রিসেন্টলি ঠিক হয়েছে যে তাঁরা তিন মাসের বোনাস দিতে রাজী হয়েছেন।

আমার শেষ কথা হচ্ছে এই যে এত অকাট্য যুক্তি, তার পিছনে যদি এত আন্দোলন থেকে থাকে তাহলে এই বোনাসের প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং বোনাস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা গভর্নমেন্টের অচীরে প্রয়োজন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের তরফ থেকে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই প্রস্তাবের মূল নীতি এবং উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা, তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক মানের উন্নতিসাধনের সংগে সরকার সত্যই একমত। কিন্তু একটা কথা আমি স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে নিবেদন করতে চাই যে তাদের এই বোনাস-এর সংগে তাদের লভ্যাংশ যে এক অংগাংগী সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধে কে অস্বীকার করে আইনের আওতায় ফেলে সবাইকে যদি এক ঘাটের জল খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেটা সুষ্ঠু নীতির কথা নয়। ইতিপূর্বে বোনাস সম্বন্ধে বহু আন্দোলন হয়েছে এবং সেই আন্দোলনকে আমরা সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে দেখেছি। (এ ভয়েসঃ হাঁ, তাদের সব জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।) শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতিসাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে বহু ট্রাইবুনাল এর মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে তাদের যে মজুরীর হার ছিল, যে দুর্মূল্য ভাতা ছিল তার বহুগুণ বাড়ান সম্ভবপর হয়েছে। এবং আমরা বিশ্বাস করি একটা অনিশ্চিত বোনাসের পিছনে না গিয়ে, যদি তাদের সুনিশ্চিত মজুরীর হার আরও বাড়াতে পারি, তাহলে শ্রমিকদের সত্যিকারের কল্যাণসাধন করবো। এর সংগে সংগে আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে দেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা বলি না; মাঝারি এবং ছোট শিল্পের সংখ্যা বেশী, এবং আজ তাদের যে অবস্থা, যেরকম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে তারা পড়ে আছে সেটা সত্যই চিন্তা করবার বিষয়। আমরা অনেক সময় বেকার সমস্যা সমাধানের কথা বলতে চাই, সুতরাং তাদের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি না দিই, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিশ্লেষণ না করে তাদের উপর বোনাসের বোঝা যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেকারী আরও বাড়বে এবং শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের জন্য যে চেষ্টা করছি, তাতে শ্রমিকদের অকল্যাণকে ডেকে আনবো।

[4-10—4-20 p.m.]

কাজেই আজকের দিনে তাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতিসাধন প্রয়োজন, এটা অনস্বীকার্য এবং তারজন্য জুটমিলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেক্সটাইল এই সমস্ত বহুবিধ প্রতিষ্ঠানে বহু ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের মজুরী এবং দুর্মূল্য ভাতা অনেক বেড়েছে। কিছুদিন পূর্বে যখন এই বোনাসের আন্দোলন বিরোধীদলের বন্ধুরা যার উল্লেখ করেছেন সেই আন্দোলন অবলম্বন কোরে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতিসাধন যে প্রয়োজন তা উপলব্ধি কোরে আবার জুট ইন্ডাস্ট্রিতে ওমনিবাস ট্রাইবিউন্যাল দিয়েছিলাম, এবং আপনারা জানেন যে ১৯৪৭ সালে জুটে যেখানে ৪৬ টাকা সামগ্রিক আয় ছিল সেখানে আজ সেটা সাড়ে তেষট্টি টাকা হয়েছে, এবং আমি বিশ্বাস করি আগামী যে ট্রাইবিউন্যাল বসছে তাতে আরও কিছু বাড়তে পারে। এইরকমভাবে আমরা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করি। বোনাস সম্বন্ধে নানা ট্রাইবিউন্যাল, নানা জজ নানামত পোষণ করেন। বন্ধুবর রণেন সেন বলেছেন এটা ডেফার্ড ওয়েজ, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে নিবেদন ক'রব যে এটা ডেফার্ড ওয়েজ নয়; কারণ, এর সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রতি যে রায় হয়েছে তাতে তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছেন—

Bonus is not a deferred wage because if it were so it would necessarily claim for precedence before the dividend. Dividend can only be paid out of profit and unless and until profits are made no occasion or question can arise for distribution of any sum as bonus amongst the employees.

তা ছাড়া বোনাস সম্বন্ধে আরও অনেকে অনেক মত পোষণ করেন। কেউ বলেন প্রডাকশন-এর সংগে লিংক্ট আপ থাকা উচিত, উৎপাদন বাড়ার সংগে সংগে বোনাস সে পেতে পারে; আবার কেউ বলেন প্রফিট এর সংগে তার লিংক্ট আপ থাকা উচিত। কাজেই নানা লোকের নানা মত; এমন কি, আপীল ট্রাইবিউন্যালও বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা ছাড়া কিছু দিন পূর্বে আপীল ট্রাইবিউন্যাল এক সুস্পষ্ট নীতি যা নির্ধারণ করেছেন সেই নীতিতে সরকারের দ্বারা বাংলাদেশে বহু ক্ষেত্রে বোনাস দেওয়া হচ্ছে; যেখানে প্রফিট করেছে, সেই প্রফিটের একটা অংশ বোনাস হিসাবে দেওয়া হয়।

কাজেই বোনাস যে এখানে দেওয়া হয় না একথা ঠিক নয়। কারণ, ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইবিউন্যাল এওয়ার্ড-এর মাধ্যমে সেখানে বোনাসের নীতি গৃহীত হয়েছে টেকস্‌টাইল ট্রাইবিউন্যালে বোনাস নির্ধারিত হয়েছে, এবং আপনাদের অবগতির জন্য সভাপতি মহাশয়কে নিবেদন করতে পারি যে শতাধিক ক্ষেত্রে যেখানে পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট মনে করেছেন যে কোম্পানী লাভ করেছে এবং সেই লাভের এক অংশ শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা প্রয়োজন সেখানে আমরাও বোনাসের দাবীকে ট্রাইবিউন্যালের মার্ফত বিচার করবার জন্য পাঠিয়েছি, এবং শতাধিক ক্ষেত্রে এই চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে সকলকে এক ঘাটে জল খাওয়াবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা সুষ্ঠুনীতি নয়, দেশের স্বার্থের পক্ষে সমীচীন নয় এবং যাদের কল্যাণসাধন করবার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে তাদের কল্যাণ না কোরে এতে অকল্যাণই করা হবে; কারণ, সেখানে ছাঁটাই বাড়বে, বেকারী বাড়বে। কাজেই আমি মূলনীতির দিক থেকে বলতে পারি যে এটা অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করার রাস্তা নয় এবং এর মধ্য দিয়ে আমি তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি।

আর একটা কথা অনেকে বোনাস সম্বন্ধে বলেছিলেন যে ট্রাইবিউন্যালের রায় আমি যেমন বলেছি ডেফারড্ ওয়েজেস নয়, সেইরকম আর একটা কথা বলছি যে বোনাসের সংগে লাভের সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ সুপ্রীম কোর্টের ৪ জন জজের অভিমত আপনাদের কাছে পড়ছি—

There are two conditions which have to be satisfied before a demand for bonus can be justified. They are—when wages fall short of the living standard and the industry makes huge profits parts of which are due to the contribution which the workmen make in increasing production, the

demand for bonus becomes an industrial claim when either or both these conditions are **satisfied.**

কাজেই এখানে সুপ্রীম কোর্ট একটা নীতি নির্ধারণ করেছেন।

কাজেই সর্বত্র যদি এই বোনাসের দাবী প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আইনতঃ আমরা ভুল করব। এবং যাদের কল্যাণের জন্য আমরা এই প্রস্তাব আনছি তাদের কল্যাণ না কোরে অকল্যাণই করব। সেইজন্য আমি আজ এই প্রস্তাবের ঘটনাচক্রে বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি।

[4-20—4-30 p.m.]

The motion of Dr. Saurendra Nath Saha that in view of the low basic wage obtaining in this State and in view of miserable condition of industrial workers, this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should take suitable measures to make the Industrialists in this State to grant a minimum annual bonus of three months' wages and dearness allowance to all categories of workers and employees in various establishments and factories in this State was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Baguli, Sj. Haripada
Bandopadhyay, Sj. Tarapada
Banerjce, Sj. Biren
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Ajit Kumar
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjya, Sj. Mrigendra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhowmick, Sj. Kanai Lal
Chakrabarty, Sj. Ambica
Chatterjee, Sj. Haripada
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Rakhahari
Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar
Choudhury, Sj. Subodh
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Dal, Sj. Amulya Charan
Dalui, Sj. Nagendra
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Raipada
Das, Sj. Sudhir Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon
Ghose, Sj. Jyotish Chandra (Chinsurah)
Ghosh, Sj. Amulya Ratan
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)
Ghosh, Sj. Narendra Nath
Haldar, Sj. Nalini Kanta
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Monoranjan
Joarder, Sj. Jyotish
Kar, Sj. Dhananjoy
Khan, Sj. Madan Mohon
Kuar, Sj. Gangapada
Mahapatra, Sj. Balailal Das
Mondal, Sj. Bijoy Bhuson
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Rameswar
Pramanik, Sj. Surendra Nath
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jyotish Chandra (Falta)
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Saha, Sj. Madan Mohon
Saha, Dr. Saurendra Nath
Sarkar, Sj. Dharani Dhar
Satpathi, Dr. Krishna Chandra
Sen, Sjkta. Mani Kuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—138.

Abdul Hameed, Janab Hajee Sk.
Abdullah, Janab S. M.
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Atawal Ghani, Janab Abul Barkat
Bandopadhaya, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla
Banerjee, Dr. Srikumar
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar
Beri, Sj. Dayaram
Bhagat, Sj. Mangaldas
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syama
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Dr. Maitreyee
Bose, The Hon'ble Pannalal
Brahmamandal, Sj. Debendra
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Bijoylal
Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna
Chatterji, Sj. Dhirendra Nath
Chattopadhya, Sj. Brindabon
Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni
Das, Sj. Banamali
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal (Ausgram)
Das, Sj. Kanai Lal (Dum Dum)

Das, Sj. Radhanath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhar, The Hon'ble Dr. Jiban Ratan
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dutta Gupta, Sjkta. Mira
Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh
Garga, Kumar Deba Prasad
Gayen, Sj. Brindaban
Ghose, Sj. Kshitish Chandra
Ghosh, Sj. Tarun Kanti
Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra
Golam Hamidur Rahman, Janab
Goswamy, Sj. Bijoy Gopal
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Haldar, Sj. Kuber Chand
Halder, Sj. Jagadish Chandra
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hasda, Sj. Loso
Hazra, Sj. Amrita Lal
Hazra, Sj. Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Prabir Chandra
Jha, Sj. Pashu Pati
Kamar, Sj. Prankrishna
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kar, Sj. Sasadhar
Karan, Sj. Koustuv Kanti
Let, Sj. Panchanon
Lutfal Hoque, Janab
Mahammad Ishaque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahbert, Sj. George
Maiti, Sjkta. Abha
Maiti, Sj. Pulin Behari
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Mal, Sj. Basanta Kumar
Maliah, Sj. Pashupatinath
Mandal, Sj. Annada Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Mitra, Sj. Keshab Chandra
Mitra, Sj. Sankar Prasad
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mojumder, Sj. Jagannath
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mondal, Sj. Sudhir
Moni, Sj. Dintaran
Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan
Mukherjee, Sj. Ananda Gopal
Mukherjee, Sj. Shambhu Charan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherji, Sj. Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi
Mukhopadhyaya, Sj. Phanindranath
Munda, Sj. Antoni Topno
Murarka, Sj. Basant Lall
Murmu, Sj. Jadu Nath
Naskar, The Hon'ble Hemohandra
Pal, Dr. Radhakrishna
Panigrahi, Sj. Basanta Kumar
Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Mrityunjoy
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pramanik, Sj. Tarapada
Rai, Sj. Shiva Kumar
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Jyotish Chandra (Haroa)
Ray, The Hon'ble Renuka
Roy, Sj. Arabinda
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Sj. Bijoyendu Narayan
Roy, Sj. Biswanath
Roy, Sj. Hanseswar
Roy, Sj. Nepal Chandra
Roy, Sj. Prafulla Chandra
Roy, The Hon'ble Radhagobinda
Roy, Sj. Ramhari
Roy Singh, Sj. Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Santal, Sj. Baidya Nath
Saren, Sj. Mangal Chandra
Sarkar, Sj. Bejoy Krishna
Sen, Sj. Bijesh Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Rashbehari
Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas
Sharma, Sj. Joynarayan
Shaw, Sj. Kripa Sindhu
Sikder, Sj. Rabindra Nath
Singha Sarker, Sj. Jatindra Nath
Sinha, Sj. Durgapada
Tafazzal Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tripathi, Sj. Hrishikesh
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Md.
Zainal Abedin, Janab Kazi
Zaman, Janab A. M. A.

The Ayes being 56 and the Noes 138, the motion was lost.

Mr. Speaker: For the next motion of Sj. Subodh Banerjee I fix one hour.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in view of the acute housing problem in the city of Calcutta and the exorbitant rent charged by landlords and in keeping with the accepted principle of doing away with concentration of lands and buildings in the hands of a few, this Assembly is of opinion that Government should take measures for the purpose of acquiring all buildings and parts thereof in Calcutta in excess of what is needed for the bona fide and rational use by the landlords in order to distribute them to persons belonging to lower income groups.

Mr. Speaker, Sir,

কলিকাতার লোকসংখ্যার এবং জনপ্রতি ঘর বাড়ী বণ্টনের যদি হিসাব নেই তাহলে আমরা দেখবো যে, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ এই সহরে কি প্রচণ্ড থাকার অসুবিধা রয়েছে। ১৯৫১ সালের লোক গণনার হিসাবে দেখি যে, গড়ে এক একটা ঘরে ছয়জন লোক বাস করে। একথা পরিস্কারভাবে ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টএ বলা হয়েছে; আমি প্রয়োজনীয় অংশটুকু আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি;

"The average which marks acute cases of congestion where more than two families of different castes were frequently found to occupy the same room".

শুধু বেশী লোক বাস করে তাই নয় পরন্তু, বিভিন্ন পরিবার একটা ঘরের মধ্যে বাস করে। অবস্থা এমন সঙ্গীন যে, এক একটি ঘরে ৩০টি পর্যন্ত পরিবার বাস করে। বাস্তুহারাদের মধ্যে এই ধরণের ঘটনার অভাব নেই। সেক ক্যাম্পের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে, একখানা ঘরের মধ্যে ৩০-৪০টি পরিবার বাস করছে—এমন ঘটনা সেখানে স্বাভাবিক। শুধু উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে যে এই অবস্থা তা নয়; বস্তির দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সেখানেও এই একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; সেখানেও ৪ হাত×৩ হাত ঘরে ৬ জন লোক বাস করে। এইভাবে অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর অবস্থায় বাস করার ফলে সমাজদেহে শুধু যে শারীরিক ব্যাধির বিস্তার বাড়ছে তাই নয়; শিক্ষা সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করছে এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করছে। সমাজজীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হলে বসবাসের এই অব্যবস্থা ঘুচিয়ে মানুষকে মানুষের মত বাস করতে দিতে হবে। একদিকে ২০ খানা ঘর নিয়ে একটা পরিবার বাস করছে অন্যদিকে অসংখ্য লোক পার্কে ও গাছতলায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছে কিংবা একটি সংকীর্ণ ঘরে কুকুর বেড়ালের মত জীবন যাপন করছে—এই হল এখানকার বাস্তব অবস্থা। এই অব্যবস্থা থাকতে দেওয়া যেতে পারে না। মনে রাখতে হবে কল্যাণরাষ্ট্রের সত্য শুধুমাত্র লিগাল জাষ্টিস দেওয়া নয়; সোসিয়াল জাষ্টিস চালু করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঘরবাড়ীর এই অব্যবস্থা পরীক্ষা করে তার প্রতিকারের দরকার আছে। যে কারণে জমিদারী জোতদারী প্রথা বিলোপ করার প্রয়োজন, সেই কারণেই ঘরবাড়ীর ক্ষেত্রে জমিদারী দূর করার প্রয়োজন। আমাদের দেশে লাখ লাখ চাষীর হাতে কোন জমি নেই অথচ কিছু জমিদার জোতদারের হাতে সব জমি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই অসাম্যের অর্থনৈতিক পরিণাম হিসাবে সমাজজীবনে তার প্রচণ্ড খারাপ ফলাফল দেখা দিয়েছে। এই কুফল দূর করার উদ্দেশ্যেই দাবী উঠেছে জমিদারী জোতদারী প্রথার বিলোপ চাই এবং চাষীর হাতে জমি চাই। আইনতঃ জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়েছে ও চাষীর মধ্যে জমি বিনামূল্যে বিলি করা হবে—একথা সরকার বলছেন। অবশ্য এই বলা মুখের কথামাত্র কার্যতঃ চাষীর হাতে জমি দেওয়া হচ্ছে না। তবুও জমিদারী জোতদারী প্রথার বিলোপের এবং চাষীর হাতে জমি বিলির নীতি মুখে অন্ততঃ সরকারকে স্বীকার করতে হচ্ছে। বাড়ীঘরের ক্ষেত্রেও সেই নীতি প্রযোজ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে বলবেন, জমির পরিমাণ স্থির, তাকে বাড়ান যায় না তাই সরকারকে জমিদারী প্রথা বিলোপ করতে হয়েছে; বাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা যেতে পারে, তা স্থির নয়, সুতরাং বাড়ীর ক্ষেত্রে জমি অধিকারের নীতি খাটে না। এযুক্তি টেঁকে না; কারণ এই যুক্তি মানলে কলকারখানা যানবাহন জাতীয়করণ করা যায় না। যেহেতু কলকারখানা যানবাহন প্রভৃতি স্থির নয় তার সংখ্যা সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। কলিকাতায় যাদের বড় বড় ও বহু বাড়ী আছে, হরিশঙ্কর পালের মত লোক যাদের কলিকাতায় ৩০।৪০ খানা বাড়ী আছে তারা জমিদারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। চাষের জমির বদলে এদের হাতে ঘরবাড়ী কেন্দ্রীভূত হয়েছে—এই যা প্রভেদ। এদের বাড়ীগুলি গ্রহণ না করার কি যুক্তি থাকতে পারে তা আমি বুঝি না। এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলতে হয়। অনেকের ধারণা হতে পারে যে, এইভাবে বাড়ীগুলি অধিকার করলে মধ্যবিত্তদের উপর তার চাপ পড়তে পারে, তারা গৃহহীন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ কলিকাতায় যেসব প্রকৃত মধ্যবিত্ত আছে তাদের একখানার বেশী বাড়তি বাড়ী নেই এবং তাদের বসবাসের পর প্রয়োজনীয়াতিরিক্ত ঘরের সংখ্যাও নগণ্য। তাছাড়া আমার প্রস্তাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাদের বাড়ী আছে তাদের বাড়ীগুলিই নেবার কথা বলা হয়েছে,

সমস্ত বাড়ী কেড়ে নেবার কথা বলা হয় নি। সুতরাং কলিকাতার মধ্যবিত্তদের তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই। সেন্ট্রাল এভিনিউতে দেখান দেখি কোথায় মধ্যবিত্তদের বাড়ী আছে। কলিকাতাকে যতই উন্নত করা হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে ততই বাড়ীঘর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অতীতে ছোট ছোট বাড়ীর অধিকারী যে সমস্ত বাসিন্দা ছিল তারা আজ ভেসে গিয়েছে। এইভাবে চলতে থাকলে আর কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের কলিকাতার বুকে কোন জমি বা বাড়ী থাকবে না। সুতরাং এইরকম ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে মধ্যবিত্তদের কোন ক্ষতি হবে বলে মনে করি না। এখানে যে সমস্ত ধনীদের বড় বাড়ী আছে তা যদি সরকার গ্রহণ করেন তাহলে এইসব বাড়ীওয়ালাদের যে অত্যাচার তার হাত থেকে ভাড়াটেরা রক্ষা পাবে। সমস্ত বাড়তি বাড়ীকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে না নিয়ে এলে বাড়ীওয়ালার অত্যাচার বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু জমিদারী অধিকার বিলের সময় দেখেছি যে, যাদের কলিকাতায় অনেক জমি আছে তাদের গায়ে সরকার হাত দেন নি। কলিকাতায় যাদের হাতে অনেক জমি কিংবা বাড়ী আছে, যাদের হাতে রিয়াল প্রপার্টি আছে তাদের সরকার স্টেটস একুইজিসন এক্ট-এর আওতা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় লোক আছে, রাজা, মহারাজা আছে, যেমন বর্ধমানের মহারাজা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, যাদের বিরাট বিরাট বহু বাড়ী আছে তাদের সেই ঘরবাড়ী অধিকার করে কম আয়যুক্ত লোকের মধ্যে বিলি করলে গৃহ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু সরকার এই সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীর গায়ে হাত দিতে চান না। তাই আমি বলছি যে, কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় বাড়ী আছে এবং বড়লোক যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী আছে সেই সব বাড়তি বাড়ীগুলি অধিকার করে সাধারণ লোকের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হ'ক। আমি মানি এতে গৃহসমস্যার সমাধান হবে না। গৃহসমস্যার সমাধান করতে হলে সরকারের বহু বাড়ী তৈরি করতে হবে। কিন্তু সরকারের কম আয়ের লোকদের জন্য বাড়ী তৈরি করার সাথে সাথে ধনীদের বাড়তি বাড়ী দখল করতে এবং তা কম আয়যুক্ত লোকেদের মধ্যে বিলি করতে হবে। বাড়ী ভাড়াকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে হবে। আমার এই প্রস্তাব এমন কিছু নুতন নয়। ডাক্তার রায় যখন প্রধানমন্ত্রী হননি, ডাক্তার ঘোষের আমলে এই মর্মে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে, কলিকাতায় যেসমস্ত বড় বড় ও বাড়তি বাড়ী আছে সেগুলি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হ'ক যাতে বাড়ীওয়ালারা চড়া ভাড়া না নিতে পারে। বাড়ীওয়ালারা চড়া ভাড়া আদায় করছে ভাড়াটেদের উপর নানারকম অত্যাচার করছে, ইলেকট্রিক কনেকসন কেটে দিচ্ছে, জল বন্ধ করে দিচ্ছে—এই সমস্ত কথা স্মরণ করে আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

[4-30—4-40 p.m.]

ইলেকট্রিক কনেকসন কেটে দেওয়া, জলের কনেকসন কেটে দেওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেন্ট কন্ট্রোলার কোর্টএর কর্তৃত্ব দিয়ে এই ধরণের অত্যাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না, আর ভাড়াটেরা আদালত আর ঘর করতে করতে জেরবার হয়ে যাচ্ছে। ধনী বাড়ীওয়ালার সংগে গরীব ভাড়াটে পারবে কেন? তাই আজকে সরকারের উচিত এমন কার্যকরী পন্থা নেওয়া যাতে সমস্ত বাড়তি বাড়ী গ্রহণ করা যায় এবং সে সমস্ত বাড়ী গ্রহণ করে কম আয়যুক্ত লোকের মধ্যে বিলি করা যায়। বাড়ীতে তো ভাড়াটে আছে ; সুতরাং সেই ঘরবাড়ী অধিকার করলে গৃহসমস্যার কিছুটা সুরাহা কি করে হবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর জবাবে আমার বক্তব্য—মধ্যস্বত্বের জমিও তো প্রজাদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা ছিল তবুও কেন তা অধিকার করতে হয়েছে। অধিকার করতে হয়েছে চড়া খাজনার হার বন্ধ করতে এবং জমির মালিকানা চাষীর হাতে দেওয়ার উপায় হিসাবে। এক্ষেত্রেও তাই। বাড়ীওয়ালার নানা অত্যাচার বন্ধ করতে এবং অধিকৃত বাড়ী কমআয়যুক্ত লোকের মধ্যে বিলি করার জন্য বাড়তি বাড়ী অধিকার করা দরকার। শুধু তাই নয় বড়লোকদের সব বাড়ীতে ভাড়াটেও নেই ; বহু বাড়ীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর তারা ব্যবহার করছে। এই অসাম্যও বন্ধ করা যাবে বাড়তি বাড়ী অধিকার করে নিলে।

Sj. Tarapada Bandopadhyay: Mr. Speaker, Sir, I whole-heartedly support the resolution. Now, Sir, it is in the fitness of things that this resolution should come in the wake of the Estates Acquisition Act and

the Land Reforms Bill which is on the legislative anvil. Now, Sir, the two problems that face us, the Bengalis, so gravely are the food problem and the housing problem. We have already taken steps to tackle this food problem by making provision for taking the surplus agricultural land from the possession of the owners and by distributing that surplus land among the needy peasants. Sir, certainly that goes to a certain extent to solve the food problem of the province, to do away with unemployment among the ranks of those poor peasants and to push up the overall food production in the country. But, Sir, the solution of the housing problem also cannot brook any delay. As you know, Sir, all these houses in Calcutta are owned by capitalists and by very rich men, and these capitalists and these rich men cannot be allowed to go on merrily for ever. Therefore they should make their contribution towards the solution of the housing problem. The cowdung should not be allowed to laugh at the cost of the burning dung cake for any length of time. Now, Sir, the time has come, and they must contribute properly to the solution of the housing problem. How grave the housing problem is can at once be clear if we pay our attention to the unfortunate, inhuman and sub-human condition of street dwellers and slum dwellers. It is for this reason, Sir, that I was saying that the solution of this problem does not brook any delay. Now, Sir, the Government are trying in their own way to solve the housing problem by building huts, by erecting buildings, as far as they can, but from the very nature of the thing, Sir, this effort on their part would be a tardy and slow process, but the slum dwellers and street dwellers cannot wait for such a length of time. Therefore, it is in the fitness of things that Government should not lose any moment, so to say, to take into their possession the surplus accommodation and all surplus buildings that are in the possession of the capitalists and the rich people of Calcutta. I say, Sir, that the housing problem is the gravest in Calcutta. It is as grave as ever, and it is far graver in Calcutta than in the rural area of West Bengal. Therefore we should lay our hands first of all on Calcutta. Of course the Government will say "Well, the expenses that are involved in taking the surplus accommodation, surplus buildings here, will be too much." But the Constitution has been amended, and the Government has got a clean cut policy not to pay the market price for the properties that they are to acquire compulsorily. Therefore I should say that the expense that will be involved in the matter of taking over the surplus buildings in Calcutta would not be much, would not be forbidding, and we should only give the owners of those buildings which are to be acquired only the minimum price, the minimum compensation, according to the discretion of the Government. So, Sir, I should say that Bengal should hang down her head in shame in view of the appalling condition in which the *bustee*-dwellers and street dwellers are. Therefore, it is in the fitness of things that this resolution has come in the wake of the Estates Acquisition Act and the Land Reforms Bill, and I think it will be supported very heartily from all quarters of this House.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that in line 2, after the words "housing problem" the words "particularly of the low income group" be inserted.

I also beg to move that in line 2, after the word "Calcutta" the words "as well as in the industrial suburbs of Calcutta" be inserted.

I further beg to move that for the words beginning with "and in keeping with" in line 3 and ending with "lower income groups" in the last line, the following be substituted, viz.,—

"The Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups, and

make the employers construct from their Reserve Fund adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities."

আমার যে এমেন্ডমেন্ট এটা ঠিক সুবোধবাবুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করা তা নয়। আমি আর একটু সংশোধন করছি যাতে আরও ভাল হয়। আমি শুধু এটা করতে চাইছি যে প্রথমতঃ লো ইনকাম গ্রুপ কথাটা যুক্ত করছি। দ্বিতীয় এখানে শুধু কলকাতা আছে সেখানে বলছি কলকাতা এবং সহরতলী। তৃতীয়তঃ বাকীটা বাদ দিয়ে এভাবে উপস্থিত করছি—

The Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups, and make the employers construct from their Reserve Fund adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities.

এটা উপস্থিত করছি এজন্য যে——

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এমেন্ডমেন্টটা আবার কাইন্ডলি পড়ুন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

Dr. Ranendra Nath Sen: In view of the acute housing problem particularly of the low income group in the city of Calcutta as well as in the industrial suburbs of Calcutta and the exorbitant rent charged by landlords, the Government of West Bengal.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Will you read the whole resolution as it will stand after your amendments?

Dr. Ranendra Nath Sen: It will read thus: In view of the acute housing problem particularly of the low income group in the city of Calcutta as well as in the industrial suburbs of Calcutta and the exorbitant rent charged by landlords, the Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups, and make the employers construct from their Reserve Fund adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities.

আমার মোটামুটি সংশোধনী এজন্য দিচ্ছি প্রথমতঃ সমস্যাটা শুধু কলকাতা সহরের নয়। কলকাতার সহরতলীতে যেসমস্ত মিউনিসিপালিটি আছে বিশেষ করে পার্টিকিউলারলি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ⅓ পপুলেসন আছে তার কথাই বলছি। দ্বিতীয়তঃ শুধু কলকাতার কিছু বাড়ীঘর দখল করলেই কলকাতার যে বৃহৎ সমস্যা সেটা দূর হবে না। আসল সমস্যা দূর হতে পারে না যদি না গভর্নমেন্ট-এর তরফ থেকে সত্যিকার হাউসিং স্কীম নিয়ে অগ্রসর না হয় এবং দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সহরতলীতে যেখানে শুধু শ্রমিক সম্প্রদায় বাস করে সেখানে মালিক পক্ষ থেকে বাড়ী হলে পর এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই সম্পর্কে বলি যে সুবোধবাবুর এটা ভেবে দেখা দরকার। কলকাতা সহরে সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশ—কলকাতার ডেনসিটি অফ পপুলেসন ৩৪০ পার একার যেখানে ইন্টারনেসন ফিগার ১০০ পার একার। এই বস্তী অঞ্চলেই সবচেয়ে ডেনসিটি অফ পপুলেসন বেশী আর ৮ লক্ষ লোকই বাস করে এই বস্তী অঞ্চলে। এই বস্তী অঞ্চলের বাইরে যে সমস্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা বাস করে সেখানেও অত্যন্ত কনজেসন হয়ে রয়েছে। এই যে সমস্যা—বাড়ীঘরের সমস্যা এটা শুধু কলকাতার কয়েকটা বাড়ী দখল করলেই সমস্যা সমাধান হবে না। তারপর সহরতলী এবং বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে যে গৃহসমস্যা তা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড'এ ২৫-৪-৫৫ তারিখে যা বেরিয়েছে—৬ লক্ষ মজুর যা নাকি বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত আছে তার মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজারের জন্য ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা কোনরকমে মালিকরা করেছে বাকী ৪ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিকদের সেরকম কোন ব্যবস্থা নাই।

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, এরকম লোক দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা কিরকম ভয়াবহ অবস্থায় আছে—বিশেষকরে হাওড়া গেলে সেটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠে।

[3-40—3-50 p.m.]

সুতরাং এখানে গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় কর্তব্য নিজেরা বাড়ী করা এবং মালিকদের দিয়ে বাড়ী করান। গভর্নমেন্ট বলতে পারেন আমাদের মালিকদের দিয়ে রিজিউম ফান্ড দিয়ে বাড়ী তৈরী করাবার ক্ষমতা নেই, নানারকম আইনকানুনের কথা বলেন। বলেন মজুরের উন্নতি হয়েছে, মধ্যবিত্তের মাইনে বেড়েছে। অথচ সমগ্র সুতাকলের মজুরেরা গত আট বৎসরের মধ্যে ট্রাইবুনাল পায় নি; ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পাঁচ বছর ট্রাইবুনাল পায় নি, এই লেবার মিনিষ্টার অর্ডার দিচ্ছেন। ডালহাউসি স্কোয়ারএ যদি আমরা খবর নিই দেখব সেখানে বড় বড় অফিসে কর্মচারীদের মাইনের অবস্থা খারাপ, বর্তমান জীবনযাত্রার মান কিছু কমেছে তাতে চেম্বার অফ কমার্স সেই অনুযায়ী তাদের ডি,এ, কমিয়ে দিচ্ছে। বাড়ীভাড়াতো পাওয়াই যায় না। ষ্টেটসম্যান, ডেটেড ১৩-৭-৫৫, এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের কার্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। তারা বলেছেন যে সেন্টার থেকে পশ্চিম বাংলার সরকারের এই বাসস্থান সম্পর্কে প্রস্তাবটি যা গৃহীত হয়েছে তা গৃহীত হলে পরে তাতে ২,১১১টি টেনিমেন্ট হাউস বানান হবে, তার মধ্যে পশ্চিম বাংলা সরকার ৭৮৮টি এবং প্রাইভেট শিল্পপতিরা ১,৩২৩টি করবে। যেখানে ২½ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় এক কোটি লোকের বাসস্থান নেই সেখানে পশ্চিম বাংলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই প্ল্যান এপ্রুভ করেছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার যে প্ল্যান দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্ল্যান এপ্রুভ করবেন, কিন্তু এখানে অবস্থা অনুপাতে এই প্ল্যান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে কি অবস্থা দাড়াচ্ছে? বিভিন্ন রাজ্যসরকারের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্যাংসন করেছেন ২০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বাড়ীঘর ইত্যাদি বাবদ। তার মধ্যে ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা শুধু দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত অর্থাৎ আমি যে তারিখের কথা বলছি সেই তারিখ পর্যন্ত ৩০৪টি টেনিমেন্ট হাউস করেছেন। এটা কোন গভর্নমেন্টের পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়, সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটএর কথা বাদ দিন, অন্তত ফ্যাসিষ্ট ষ্টেট-এর লোকও এটাকে নিয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারে না। তাই আবার ৭ বছর ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনান হয়। আর ২০০ খানা করেছেন এমপ্লয়ার এবং যে গতিতে চলেছে তাতে ২০০ বছর লাগবে পশ্চিম বাংলার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা হতে এবং লোকসংখ্যাও তো বাড়ছে। ভারত সরকার বলেছেন এবং ডাঃ রায়ও বলেছেন প্রতি বছর ৪৫ লক্ষ লোক সারা ভারতবর্ষে বাড়ছে। হিন্দুস্থান টাইম, দিল্লি, এটা বামপন্থী পত্রিকা নয়, এতে ২২শে জুলাই ১৯৫৫ তারিখে বলা হয়েছে 'হাউস ফর লো ইনকাম গ্রুপস' এতে, ভারত সরকার এবং সমস্ত রাজ্যসরকারের যে প্ল্যান আছে এর অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরে ধীরে হচ্ছে—'মেকিং ভেরি স্লো প্রগ্রেস'। বিরলার কাগজ তাই স্লো প্রগ্রেস বলেই সেরেছে। ভারত সরকার কর্জ দিতে রাজী হয়েছেন ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। ভারত সরকারের হাতে ২০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা রয়েছে হাউসিং স্কিমএর জন্য এবং এই টাকাটা ১৩টি রাজ্যসরকার নিচ্ছেন না এবং তার মধ্যে পশ্চিম বাংলা সরকারের নাম করা হয়েছে। আমি বলছি এরকম অবস্থা যেখানে কারখানা শ্রমিকের এই বেতন, যেখানে মধ্যবিত্তের এইরকম বেতন, যেখানে বাড়ীভাড়া এত বেশী এবং তাও পাওয়া যায় না, যেখানে এক কোটি লোক বাড়ী পাচ্ছে না সেই অঞ্চলে এই টাকার দরকার আছে। তাই বলি, সমস্ত এলাকায় কলকাতায় এবং সহরতলীতে গভর্নমেন্ট এবং মালিকদের বাড়ী তৈরী করা দরকার। ডাঃ রায় বলবেন ওই তো কদমতলায় হচ্ছে, ওই ধাপার মাঠে বাড়ী করছি। কিন্তু এইভাবে ১৯৫৫ সালে একটা, ১৯৫৭ সালে আর একটা যদি হতে থাকে তাহলে ২০০ বছর লাগবে এই বাড়ীঘরের সমস্যা সমাধানে। ভারত সরকারের টাকাটা আছে, তাই নিয়ে বাড়ী করুন না। সর্বদিক থেকে তাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। ইন্ডাষ্ট্রিয়েল হাউসিং স্কীম যা রয়েছে তাতে অর্ধেক লোন দেবেন অর্ধেক গ্র্যান্ট দেবেন এই ব্যবস্থা আছে এবং বিভিন্ন আর যেসব ব্যবস্থা আছে সেটা করবার জন্য শিল্পপতিদের বাধ্য করুন যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এত বাড়ী তারা তৈরী করবেন। এইভাবে গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I ask Dr. Ranen Sen if he does not mind changing one or two words in his amendment? I would suggest—"Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups", and instead of 'and' put as also "make the employers of industries construct from their Reserve Fund", etc. I want to add 'employers of industries' and instead of using the word 'and' make it 'as also' thereby emphasising that the Government will have to do it and industries will also have to do it.

Dr. Ranendra Nath Sen: I accept it.

[4-50—5 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: I rise to support the resolution that has been brought before the House by Sj. Subodh Banerjee. Sir, I would also like to adopt the resolution that has been moved by Dr. Ranen Sen but that as an addition to what Sj. Subodh Banerjee wants and not as a substitution of the same.

Mr. Speaker: You mean this will remain and that will also remain.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: We may accept that on future occasion—amendment of Dr. Ranen Sen. Sir, this is in conformity with the principles that my friends opposite have adopted in acquiring lands under the Estates Acquisition Act. The surplus land the Government has decided should be taken over and redistributed amongst those who have no land. Even then the Government desire to say that the land thus acquired will not be sufficient to provide all those who have no lands. Dearth of accommodation is so keenly felt that it is meet and proper that the Government should take some tangible steps to acquire the excesses,—that is what is meant by this resolution—and to distribute the accommodation amongst those who are suffering from want of accommodation. The Government will take a long time to provide sufficient accommodation to all concerned. In the course of last few years they have not been able to tackle the problem or to make any appreciable progress in the matter. We want, Sir, that the Government should come forward and help the people in the way suggested by Dr. Sen but in the meantime why should not the excesses be acquired and distributed amongst those who are suffering from dearth of accommodation? A ceiling should be fixed as has been done with regard to lands under the Estates Acquisition Act. You fixed the ceiling; say, a family consisting of so many members must have so much accommodation; the excesses must be availed of by others. I am sure that if this resolution is accepted the middle class people will not have to suffer. The rich and the capitalists who have a big house or more houses than one will have to give a portion of their property to the Government so that with that the Government can accommodate those who are suffering from want of accommodation. This is a very fair resolution and we wholeheartedly accept it.

Sj. Koustuv Kanti Karan:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে মূল প্রস্তাব সুবোধবাবু এনেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং বন্ধুবর রণেন সেনের সংশোধিত প্রস্তাবের সংশোধন সমর্থন করছি। বন্ধুবর রণেন সেনের সংশোধিত প্রস্তাবের সঙ্গে সুবোধবাবুর মূল প্রস্তাবের নীতিগত পার্থক্য আছে। সুবোধবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে আমি বলবো তাঁর ঐ প্রস্তাবের দ্বারা কলিকাতার গৃহসমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত বা পথের সন্ধান নাই। এ কথা সত্য যে, কলিকাতার লোক সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, সেই তুলনায় গৃহের সংখ্যা বাড়ে নাই।

সেজন্য ঘরের উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়েছে, যারজন্য কলিকাতার লোকের গৃহসমস্যা প্রকৃতই দেশে একটা ভাববার মত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের পথ সুবোধবাবু যেভাবে দেখিয়েছেন সেই পথে এর সমাধান হবে না। একথা সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাড়ীর মালিকেরা অতিরিক্ত ঘরভাড়া দাবী করেন। তার একটা কারণ হচ্ছে এই, ঘরের অতিরিক্ত ডিম্যান্ড আছে। আমাদের যে 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রিমিসেস রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্ট' আছে, তাতে বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই এ্যাক্টকে একটা স্থায়ী রূপ দেবার ব্যবস্থা এই অধিবেশনে হবে বলে আশা করছি। আসলে যদি কলিকাতার গৃহসমস্যার সমাধানের জন্য কেবল সরকার থেকে বাড়তি ঘর নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। সুবোধবাবু বলেছেন, বোনাফাইড এ্যান্ড র‍্যাসনাল ইউজের জন্য মালিকদের যা দরকার, সেইটুকু ছেড়ে দিয়ে বাকীটা নিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলি এই ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিমিসেস রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্ট-এর দিকে চেয়ে দেখুন। সেখানে এই বোনাফাইড রিকোয়ারমেন্ট-এর কত রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। এই বোনাফাইড এ্যান্ড র‍্যাসন্যাল ইউজ—তার মানে আমাদের বাসের জন্য ঘরের প্রয়োজন আছে। কলিকাতায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাড়ীঘর আছে, যা কেবল মালিকদের বাসের জন্য দরকার হয় না, সেই বাড়ীভাড়ার আয় থেকে তাঁদের সংসার চালাতে হয়। এই বাড়ীভাড়াটাই হচ্ছে তাঁদের একমাত্র সংস্থান। কাজেই এই বোনাফাইড এ্যান্ড রেসন্যাল ইউজ নির্ধারণ করতে গেলে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে—সুবোধবাবুর এই প্রস্তাবে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি একুইজিসন-এর কথা বলেছেন। তিনি হয়তঃ ভুলে গেছেন আমরা যে সংবিধানের উপর দাঁড়িয়ে আছি, এবং যে স্টেটস একুইজিসন এ্যাক্ট নাম করেছি তাতে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা আছে। কারণ এই ক্ষতিপূরণ দেবার নীতি আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই বাড়তি ঘর একোয়ার করতে গেলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তছাড়া কলিকাতার সমস্ত বাড়ীঘর সুবোধবাবুর প্রস্তাব অনুসারে একোয়ার করা কত কষ্টসাধ্য হবে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর তার চাপ কিরূপ গুরুতরভাবে পড়বে সেটা বিবেচনা করা দরকার।

তৃতীয়তঃ বন্ধুবর রণেন সেন বলেছেন সরকার থেকে চেষ্টা করতে হবে এই সমস্যার মূল সমাধানের জন্য। আজ সমস্যার মূল সমাধান করতে হলে কলকাতার গৃহসমস্যার সমাধান করতে হলে—কলিকাতা সহরের উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাতে হবে। আমি মনে করি—কি করে এসব করা যায় যেটা চিন্তা করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কলিকাতার বাইরে সরিয়ে নেবার প্রয়োজন আছে কিনা—তাও এ সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। আমার মনে হয়, কলিকাতার চতুপার্শ্বে সহরকে আরও বাড়িয়ে কলিকাতার জনসংখ্যাকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সভাপাল মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সল্ট লেক রিক্লামেসান স্কীম করেছেন, সেই পরিকল্পনা যদি আজ কার্যে পরিণত হয়, তাহলে সেখানে অন্ততঃ ২৭ হাজার পরিবারকে বাসগৃহ দেওয়া যেতে পারবে। বর্তমানে গভর্নমেন্টের যে পরিকল্পনা আছে—আমি স্বীকার করি—সেই টেনেমেন্ট তৈরীর গতি দ্রুত নয়।

শ্রীযুক্ত রণেন সেন হয়ত ভুলে গেছেন যে, এর আগে ভারত গভর্নমেন্টের টাকা আমরা গ্রহণ করি নি। কিন্তু এবার আপনি জানেন, ভারত সরকার থেকে দু কোটি টাকা এই গৃহনির্মাণ বাবদ দেওয়া হয়েছে—এই ফাইনান্সিয়াল ইয়ারএ এর ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হবে, ৪০ লক্ষ টাকা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে এবং বাকী ৪০ লক্ষ টাকা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যান্ড আদার লোকাল বডিস-এর অফিসারদের হাউজ স্কীমএর জন্য খরচ করা হবে। কাজেই রনেন সেন মহাশয় যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়।

আর সুবোধবাবুর প্রস্তাব কেবল অবাস্তব নয়—অবান্তর। এই প্রস্তাব কলিকাতার ভূমি সমস্যা সমাধানের কোন সূত্র তিনি দেখান নি—এ কথা পরিষ্কার। তাঁর এই প্রস্তাবে যদি উইদআউট পেমেন্ট অফ কম্পেনসেসন তিনি মিন করে থাকেন, তাহলে বলবো সে কথাও তিনি পরিষ্কার করে বলেন নাই। তাছাড়া এটা সংবিধান বিরোধীও বটে। কাজেই সুবোধবাবুর

প্রস্তাবের আমি সর্বতোভাবে বিরোধিতা করছি। তিনি বলেছেন—ভূমিকে আমরা যেভাবে একোয়ার করেছি, সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে কলিকাতার গৃহকেও আমাদের একোয়ার করে নিতে হবে। এ দুটা এক জিনিষ নয়।

[5—5-10 p.m.]

সুবোধবাবু বলেছেন ভূমিহীনদের জন্য যেভাবে ল্যান্ড একোয়ার করা হচ্ছে সেইভাবে কলকাতার সমস্ত বিল্ডিং একোয়ার করে নিন, কারণ এখানে ভূমি সমস্যার ক্ষেত্র না হলেও যেভাবে ভূমির ব্যাপারে একটা প্রিভিলেজড ক্লাস গড়ে উঠেছিল, আজ ইনক্রিজড এগ্রিকালচারাল প্রডাকসনের জন্য তাদের হাত থেকে ভূমি ছাড়িয়ে নেওয়া দরকার—একথা স্বীকার করি। সুবোধ-বাবু বলেন যে, যারা বেশী ভাড়া নিয়ে কেপিটালিস্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের উপরও সেইভাবে হাত দিতে হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এই সোসিয়েলাইজেসন অফ ল্যান্ড এবং সোসিয়ে-লাইজেসন অফ বিল্ডিং—এই দুটো এক কি করে হতে পারে। এটা আমার বোধের অগম্য বলেই মনে করি, সুবোধবাবুর কাছে এটা কি করে সুবোধ্য হতে পারে তা বুঝতে পারি না। তাঁর প্রস্তাবটা একেবারেই অবাস্তব, সেইজন্য আমি তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker: Are you supporting the amendment of Dr. Ranen Sen?

Sj. Koustuv Kanti Karan:

আমি পূর্ণভাবে ডাঃ সেনের সংশোধিত প্রস্তাবটি সমর্থন করছি।

Sj. Ambica Chakrabarty:

মিঃ স্পীকার, কলকাতায় বাড়ীঘর ভাড়া পাওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার তা আমরা সকলেই জানি। যুদ্ধের পর থেকেই দিনের পর দিন লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, এমনকি কলকাতার রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদেরই শুধু নয়। সাধারণ লোকের বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের বাড়ীভাড়া পাওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা তাদের কথাও বলছি, এখানে আমি নিজের সম্বন্ধেও একটা গল্প বলছি। আমি আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম আমাকে একটা বাড়ীভাড়া করে দিতে, তাও সাধারণ বাড়ী, একটিমাত্র রুম হলেই চলবে বলেছিলাম। তিনি আমাকে উত্তর করলেন—বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না, তারচেয়ে বরং ভগবানকে যোগাড় করে দেওয়া সহজ। আজকাল এই কলকাতায় অনেকেই বাধ্য হয়ে অত্যধিক ভাড়া দিয়ে থাকেন। যদিও রেন্ট কন্ট্রোলএর ব্যবস্থা আছে তবু অনেককেই অধিক ভাড়া দিতে হয়, এমন ব্যবস্থা করেছে বাড়ীওয়ালারা যে ১৫ বছরের লীজ লিখিয়ে নিয়ে এমনভাবে টাকা নিয়ে নেয় যে ভাড়াটিয়ারা আর রেন্ট কন্ট্রোলএ যেতেই পারে না। আমার সরকারের কাছে নিবেদন, এই যে ১৫ বছরের যে লীজের ব্যবস্থা আছে যে ব্যবস্থায় ভাড়াটিয়ারা রেন্ট কন্ট্রোলএ যেতে পারে না, তার প্রতিষেধের ব্যবস্থা আশু করা প্রয়োজন।

তারপর বাড়ীর অভাব যে শুধু কলকাতার উপরই তা নয়, কলকাতার আশেপাশেও বাড়ীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সুতরাং কলকাতার উপর বড়লোকদের বাড়ী দখল করলেই যে এ অভাব দূর হবে তা নয়। কিন্তু বড়লোকদের বাড়ী নিয়ে সরকার গরীবদের দিন আমরা তার বিরোধী নই, বড়লোকদের বাড়ী নিলেই যদি প্রশ্নের সমাধান হত তাহলে আমরা এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করতাম না, যদি সরকার বাড়ী তৈরী করে যাদের বাড়ী নাই সেই গরীবদের দেবার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে গরীবদের বাড়ী পাওয়ার আর সম্ভাবনা দেখি না। এবং এটা করা সরকারেরই কর্তব্য। কারণ সমস্ত সভ্য দেশেই দেখেছি হাউসিং প্রব্লেম সলভ করবার জন্য ষ্টেট নিজে দায়িত্ব নিয়ে যাদের বাড়ী নাই তাদের বাড়ী দিচ্ছেন। কলকাতা ছাড়া, ভারতবর্ষ ছাড়া, অন্য কোন সভ্য দেশে এরকম আছে কিনা জানি না যে বাইরে, রাস্তার উপর এত লোক পড়ে থাকে। সমস্ত নাগরিকদের খাবার ও থাকবার বন্দোবস্ত করা সরকারের দায়িত্ব। কাজেই আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি—যাতে এই হাউসিং প্রব্লেমটা সলভ হয় এমন একটা স্কীম গ্রহণ করুন, যে স্কীমে সর্বসাধারণ, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই বাড়ী পেতে পারে, অর্থাৎ যাদের বাড়ী নেই তারা যাতে বাড়ী পেতে পারে এইরকম একটা স্কীম সরকার নিন।

সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, তবু বাস্তুহারাদের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। বাস্তুহারা ছাড়া যারা সাধারণ নাগরিক তারাও অনেকে বাড়ীর অভাবে রাস্তায় ঘাটে দিন কাটাচ্ছে, এ সমস্যা দিনের পর দিন চরমে উঠছে। সুতরাং সরকার এর ব্যবস্থা শীঘ্র হাতে নেবেন এই নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে তার সংশোধনী প্রস্তাবটা খুব ভাল হয়েছে। এবং সুখের কথা, এতে আমাদের গভর্নমেন্ট সাইডএর বন্ধুদের দিক থেকেও সমর্থন এসেছে। আমি এখানে একটা জিনিষ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। একটা বাড়ী রিকুইজিসন করার অসুবিধা আছে। কিন্তু একটা পদ্ধতি যেটা ফ্রান্সে, প্যারিসে দেখে এসেছি সেইটে বলছি এবং সেটা বিবেচনা করে দেখবেন এখানে করা যায় কিনা।

এখানে যাঁরা বাড়ী ভাড়া দেন, তাঁরা সেলামী নেন, পাগড়ী নেন, সে ব্যবস্থা বড়ই দুঃখের। কিন্তু প্যারিসে তা হতে পারে না। সেখানে ষ্টেট বাড়ী রিকুইজিসন করে না। সেখানে একটা ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট আছে, মিনিষ্ট্রি অফ হাউসিং। যত লোকের বাড়ী ভাড়া আছে বা ভেকেন্ট আছে তাদের রিপোর্ট করতে হবে সেই ডিপার্টমেন্টে। এবং যারা বাড়ীভাড়ার প্রার্থী তারা বাড়ীওয়ালা বা ওনারএর কাছে গিয়ে দরখাস্ত করে না, দরখাস্ত করে সেই ডিপার্টমেন্টের কাছে, এবং সেই ডিপার্টমেন্ট বাড়ী বিলি করে। সেইজন্য সেলামী, পাগড়ী বা বেশী ভাড়া নেবার ব্যাপার সেখানে থাকে না। এইজন্য আমি অনুরোধ করব—গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কীমে বাড়ী তৈরী করুন বা শিল্পপতিদের দ্বারা বাড়ী তৈরী করান। বর্তমানে কলকাতার যা অবস্থা, যে অনাচার যে এক্‌জ্যাকসান চলছে সেটা বন্ধ করতে হলে গভর্নমেন্টের এমন একটা ব্যবস্থা করা উচিত,—কলকাতায় যাদের বাড়ী আছে সেগুলি ইনসপেক্ট করতে হবে—ইনডিভিজুয়েলি একটি লোক এক একটি প্যালেস নিয়ে বাস করবে, সেটা এ্যালাউ করা চলবে না, তাদের বলে দিতে হবে তার আবশ্যকের অতিরিক্ত অংশ ভাড়া দিতে হবে। এবং যেখানে যে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে সেটা স্টেট বিতরণ করবে। এ যদি না হয় এখন যে অনাচার চলছে তা বন্ধ হবে না। এইটে যদি করা হয় তাহলে ভাড়াটের প্রতি বাড়ীওয়ালারা যে অন্যায় করে তার প্রতিকার করা হবে। যাঁরা এখানে আইন সদস্য আছেন তাঁরা বিবেচনা করবেন এটা এদেশে সম্ভব কিনা। অন্যান্য দেশে এটা সফল হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক হোটেলে ফ্লোর স্পেস মাপা আছে, দৈনিক ভাড়া লেখা আছে এবং তাতে সই করা আছে হাউসিং মিনিষ্ট্রির। তারচেয়ে এক ফ্রাঙ্ক বেশী নিলে ক্রিমিন্যাল প্রসিকিউসান হবে। এইভাবেই আপনারা বাড়ী বণ্টন করুন বা অন্য কোন সুষ্ঠভাবেই করুন বাড়ী ভাড়ার ব্যাপার যাতে এক্‌জাকসান না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি সুবোধবাবুর মূল প্রস্তাব সমর্থন করি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, রণেনবাবু যে সংশোধনী এনেছেন সেটা আমি চাই না। সুবোধবাবুর এই রেজলুশন ব্যাহত হয়ে যাবে যদি এই এমেন্ডমেন্ট এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। সুবোধবাবু চান কলকাতার হাউসিং সমস্যার সমাধান তারপর সুবোধবাবুর প্রস্তাবে আর একটা জিনিষ আছে—কলকাতার বাড়ী-ওয়ালারা যেরকম অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে তার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার, এবং এরজন্য গভর্নমেন্টের একটা স্টেপ নেওয়া দরকার। তাছাড়া আর একটা পয়েন্ট বলতে চাই—সরকার যদি এগুলি ন্যাসানালাইজ না করেন তাহলে এগুলি মিউনিসিপালাইজ হওয়া উচিত। আজকের দিনে সভ্য জগতে যে কোন টাউন বা সিটিতে যাই দেখা যায় সেখানে মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশন সহরের বেশীর ভাগ বাড়ীর উপর কর্তৃত্ব করেন, তা থেকে মিউনিসিপাল সরকারের একটা ইনকাম আসে। কলকাতা সহরের বড় বড় বাড়ীগুলি যেভাবে পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়ে আছে, তাছাড়া মনে করি জনসাধারণের সংস্থা বলতে কলকাতা কর্পোরেশন কিম্বা মিউনি-সিপালিটি বা সরকার তা থেকে যে সমস্ত রাজস্ব পেতে পারতেন তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন, এবং সেই রাজস্ব জনকতক পুঁজিপতির হাতে গিয়ে পড়ছে। সেই দিক থেকে দেখতে গিয়ে আমি সুবোধবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করি।

[5-10—5-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there is no quarrel with the fundamental premises of the resolution as also of the amendment, namely, that there is acute shortage in Calcutta and the neighbouring areas. The question is how to remedy this thing. The suggestion made by my friend Shri Subodh Banerjee may look very tempting but I do not know whether it would be of much use because the total number of houses that would be available for distribution, the money that we will have to pay for compensation and the number of people that could be accommodated, they are no comparison with the upsetting that would be caused by any proposal of this type.

Sir, this Government has put in in the Second Five-Year Plan an amount of Rs. 7 crores for low income groups, Rs. 6 crores for industrial housing and Rs. 2 crores for rural housing. Of course, these amounts have been proposed by us, we are not sure how far the Planning Commission will agree; but I am hoping that a great portion of them will be accepted but the point that I want to stress is that so far as Calcutta and industrial areas are concerned, the difficulty is in getting land at a rate which would make it possible for the rent to be within the reach of the majority of the low income group. The other day a gentleman came to me and said he wanted to give to Government 3 bighas of land in a Central Calcutta place. I was happy because I thought I will make some tenements there but when he said he would ask for Rs. 20 thousand a cotta, then I was aghast! it is impossible to do anything within the reasonable limit to have a building of that type. You may say, why not take away the land and do not pay him Rs. 20 thousand. I doubt very much whether we will succeed in the law court. In order to avoid that we have another scheme before the Planning Commission, viz., recovery of land of the North Salt Lake area, four square miles, which is next to Manicktolla. Four square miles will be recovered and it will be recovered in this way that the silt from the Hooghly river will be deposited in that four square mile area and it will be raised 12 feet so as to be the same level as Manicktolla area. We have calculated that the development cost and reclamation cost would make it possible for the land to be distributed at, say, Rs. 1,400 to Rs. 1,500 a cotta. Of course, I am only giving a tentative figure, it is vastly different from Rs. 20,000 a cotta. Personally I have found that even if a particular piece of land is more than Rs. 3,000 a cotta, it becomes impossible to erect structures on it and then let them out at certain rate which it will be possible for people to pay and it is no use building tenements on it. After all, the money that the Government of India has promised to low income group or to industrial housing is only a loan and I have got to pay back with an interest of 4½ per cent. Therefore, calculating the sinking fund and the 4½ per cent. interest and the value of the land and the value of the structures, the actual rental becomes rather high unless there is a subsidy given. It is possible that so far as industrial housing is concerned we may have to arrange for a subsidy, I do not know. On the other hand my feeling in erecting structures in the industrial areas is very much more important even than the provision of extra allowance or extra bonus and I will tell you why. It not merely gives a shelter and amenity—and I may say at once to my friends here that I have been trying to impress upon the industrialists, particularly the jute and textile industrialists, that they should at the earliest opportunity take upon themselves to build structures, because if the housing is proper and not a wretched hovel which is not good enough even for animals to live in, there is a link established between the management and the labour, and secondly, as I have said, psychologically it has its own

effect. An ordinary worker, even without the instigation that he may get from my friends opposite, cannot realise why while he is a joint worker in developing the industry the Manager should live in a two-storied building, in an air-conditioned room and with beautiful lawn, etc., etc., and he should have a wretched house. This does not require anybody's instigation; naturally the industrial workers have begun to realise the difference between the one and the other. Therefore, it is important and I have no hesitation in accepting the proposition of Dr. Ranen Sen that the employers of industries should construct their houses from the reserve fund—of course, he says 'reserve fund', I do not know whether everybody has got a reserve fund, I would ask every one to construct building by loan. If it is a reserve fund there may be arguments on that point. In any case I feel the approach of Dr. Ranen Sen is much more realistic than the approach of Shri Subodh Banerjee in order to relieve the present difficulty regarding housing.

Therefore, Sir, I accept the amendment of Dr. Ranen Sen with just an alteration of one or two words which he has accepted in order to solve the very acute problem which is facing us today.

Mr. Speaker: Before I put the amended resolution of Dr. Ranendra Nath Sen to vote, I will read the amended resolution as it stands after the amendment which has been accepted by the Government.

> "In view of the acute housing problem, particularly in the city of Calcutta as well as in the industrial suburbs of Calcutta, and the exorbitant rent charged by landlords, this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups as also make the employers of industries construct from their Reserve Fund adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities."

The amendment of Dr. Ranendra Nath Sen that in line 2, after the words "housing problem" the words "particularly of the low income group" be inserted, was then put and agreed to.

The amendment of Dr. Ranendra Nath Sen that in line 2, after the word "Calcutta" the words "as well as in the industrial suburbs of Calcutta" be inserted, was then put and agreed to.

The amendment of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy by way of amendment to the amendment No. 3 of Dr. Ranendra Nath Sen that in line 2, for the word "and" the words "as also" be substituted and in line 3 after the word "employers" the words "of industries" be inserted, was then put and agreed to.

[Amendment No. 3 of Dr. Ranendra Nath Sen fell through.]

The amendement of Dr. Ranendra Nath Sen, as amended by the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Government of West Bengal should take up in right earnest construction of suitable houses for the low income groups, as also make the employers of industries construct from their Reserve Fund adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities.", was then put and agreed to.

The resolution of Sj. Subodh Banerjee, as amended by the amendments of Dr. Ranendra Nath Sen and the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that in view of the acute housing problem particularly of the low income group in the city of Calcutta as well as in the industrial suburbs of Calcutta and the exorbitant rent charged by landlords, this Assembly is of opinion that Government of West Bengal should take up in right earnest construction of

suitable houses for the low income groups as also make the employers of industries construct from their Reserve Funds adequate number of houses for the benefit of workers and employees employed under them in various capacities, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Now, we pass on to the Calcutta Sports Bill.

GOVERNMENT BILL

The Calcutta Sports Bill, 1955

Clause 6

[5-20—5-30 p.m.]

Mr. Speaker: Before I call the amendments, I would remind the respective movers that the amendments to clause 6 are identical to the amendments to clause 5. So, I think that at least in moving the amendments to clause 6, there need not be long speeches because the arguments advanced yesterday are the same arguments with regard to the amendments to clause 6.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 6(1), line 2, the word "control" be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 6(1)(*a*), line 1, for the word "twelve" the word "twenty" be substituted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that in clause 6(1)(*a*), line 1, for the word "twelve" the word "fifteen" be substituted.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in paragraph (*a*) of sub-clause (1) of clause 6 of the Bill, lines 3 to 6, the words ", the rules being made so as to provide for such representation of different types of sports as the State Government thinks fit" be omitted.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 6(1)(*a*), lines 4 to 6, for the words "such representation of different types of sports as the State Government thinks fit" the words "representation of all the different types of sports as mentioned in section 2(*h*)" be substituted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 6(1)(*b*), line 1, for the word "four" the word "five" be substituted.

I also beg to move that clause 6(1)(*c*) be omitted.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 6(1), the following new item be added, namely:—

"(*e*) Three representatives from the districts of West Bengal to be elected by the District Sports Associations."

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 6(1), the following new item be added, namely:—

"(*e*) One representative each of the University Sports Board and Indian Schools Sports Association."

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 6(1), line 16, the word "control" be omitted.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 6(2)(*a*), line 3, after the words "date of his election", the words "but if he ceases to represent the affiliated sports organisation or to be a member of the

Association, as the case may be, before the end of his term of office, he shall be removed from office and fresh election shall be made according to sub-section (3)," be inserted.

I also beg to move that clause 6(2)(*b*) be omitted.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that at the end of sub-clause (2) of clause 6 of the Bill, the words "Provided that if a member of the Committee ceases to be a member of an affiliated sports organisation or to be a member of the Association, as the case may be before the end of his term of office as member of the Committee, he shall cease to hold office as a member of the Committee and there shall be deemed to be a casual vacancy in the seat of such member" be added.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that clause 6(4)(*a*) be omitted.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in paragraph (*b*) of sub-clause (4) of clause 6 of the Bill the word "four" be substituted for the word "two" in the second line.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that in clause 6(4)(*b*), line 2, for the words "two years" the words "one year" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 6(4)(*b*), line 3, for the words "nomination by the State Government" the words "election by the Association" be substituted.

I also beg to move that clause 6(4)(*c*) be omitted.

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that for sub-clause (5) of clause 6 of the Bill, the following sub-clause be substituted, namely:—

"(5) The Committee shall have, in accordance with such rules as may be prescribed, the power (a) to arrange, organise, manage and control sports and matches and to regulate the award of trophies, (b) to take steps for the development of sports and training of sportsmen, and (c) to have with the approval of the Board the use of any play ground or sports stadium under the management and control of the Board for the purpose of sports and matches.".

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 6, after sub-clause (5) a new sub-clause (5a) be inserted, namely:—

"(5a) The duties of the Committee shall be to train up budding sportsmen, to look after the physical fitness of such sportsmen, to improve the material conditions of sportsmen by removing financial handicap, and to do all such things as will upgrade the standard of sports."

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in sub-clause (6) of clause 6 of the Bill, lines 3 and 4, for the words "by it and every such Sub-Committee shall consist of representatives" the words ", according to such rules as may be prescribed, the rules being made to provide for representation" be substituted.

I also beg to move that after sub-clause (6) of clause 6 of the Bill the following sub-clause be inserted, namely:—

"(6a) The Committee and, where for any particular branch of sport a Sub-Committee has been constituted under sub-clause (6), such Sub-Committee, shall have power to enquire into any case

of unsportsman-like conduct referred to in sub-section (1) of section 7; and where the enquiry is held by a Sub-Committee, the Sub-Committee shall submit a report to the Committee:

Provided that when immediate action is considered to be necessary, the Committee or the Sub-Committee, as the case may be, may, after giving, where possible, to the member of the affiliated sports organisation concerned an opportunity to show cause against the action proposed to be taken, suspend him from further participation in sports and matches arranged, organised or managed by it until a final decision is arrived at in the case."

I also beg to move that in sub-clause (7) of clause 6 of the Bill—

(a) the words "and all financial arrangements relating to such sports and matches" be added after the words "sports and matches" in the second line; and

(b) the words "according to such rules as may be prescribed", be added after the words "with the Board" in the third line.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 6(7), lines 3 and 4, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, my amendment is that in clause 6(1), line 2, the word "control" be omitted. Sir, I explained to you the reason yesterday.

My second amendment is that in clause 6(1)(*a*), line 1, for the word "twelve" the word "fifteen" be substituted. I want to speak on this a few words, because as has been stated there is scope for including other sports as well, and yesterday it was pointed out that there are certain number of sports which can fill up the whole quota of those 12 men. And certainly many of the other sports may not be represented in the Committee. Therefore, I have increased the number from 12 to 15.

Mr. Speaker: Mr. Subodh Banerjee, you go on with your series of amendments.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে, স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি বিভিন্ন এফিলিয়েটেড অরগেনিজেসানএ প্রতিনিধির সংখ্যা পরিবর্তন করা নিয়ে।

Mr. Speaker: Substitution of five by four. No speech is necessary.

Sj. Subodh Banerjee: I won't inflict any lengthy speech of this.

আমার প্রথম সংশোধন হচ্ছে যে জায়গায় বলা হয়েছে ১২ জন প্রতিনিধি থাকবেন সে জায়গায় আমি ২০ জনের কথা বলছি।

Mr. Speaker: On which you are speaking?

Sj. Subodh Banerjee: Amendment No. 55

যে জায়গায় ৪ জনের কথা বলা হয়েছে সভ্যদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি সে জায়গায় বলেছি ৫ জন হবেন। এবং সরকার মনোনীত যে ৪ জনের কথা রয়েছে সেটা বাদ দিতে বলছি। মোটামুটি বলতে গেলে স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিতে ৩০ জন প্রতিনিধি থাকবেন, তার মধ্যে ২০ জন হচ্ছেন বিভিন্ন এফিলিয়েটেডএর প্রতিনিধি, ৫ জন হচ্ছেন এই ক্লাব মেম্বার ছাড়া আর যাঁরা সভ্য থাকবেন তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি আর ৫ জন স্পোর্টস বোর্ডএর সদস্য এক্স-অফিসিও হিসাবে থাকবেন। এই হ'ল আমার কথা। এই পরিবর্তনের কারণ কি? প্রথম কারণ হচ্ছে যে, আমি কালকে দেখিয়েছি বিভিন্ন বিভাগের খেলাধূলায় যাতে কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিটির সভ্যদের নিয়ে সাব-কমিটি গঠিত হবে। ৬টা বিষয়ে

খেলার জন্য ১২ জন প্রতিনিধি; তাহলে এক একটা বিষয়ে ২ জন করে হয়। এই ২ জন সাব-কমিটিতে থাকবেন এটা যুক্তি নয়। সংখ্যা বাড়িয়ে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করা উচিত ব'লে মনে করি। সাব-কমিটি মূল কমিটির অধীনে। মূল কমিটির সভ্য নয় এমন লোককে তাই সাব-কমিটিতে নেওয়া যেতে পারে না। মূল কমিটির সভ্যের সংখ্যা এই কারণে বাড়ান দরকার। সুতরাং বিভিন্ন এফিলিয়েটেড অরগেনাইজেসনএর প্রতিনিধি বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাও বাড়ান প্রয়োজন আছে। সরকার পক্ষ মোট ২৫ জনের কথা বলেছেন যার মধ্যে ৪ জন হল মনোনীত এবং বোর্ডের ৫ জন সভ্য—বোর্ডের ৫ জনসভ্যই সরকার মনোনীত; তাহলে মোট মনোনীতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ জন। সুতরাং ৯ জন মনোনীত সদস্য থাকছেন মোট ২৫ জনের মধ্যে। এটা বড় বেশী বলে মনে করি। সুতরাং এটা বাদ দিতে বলছি। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যাঁরা ভাল খেলাধূলা করেন, ও খেলাধূলার সংগে জড়িত, তাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করবেন। এরকম সভ্য যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে থেকে কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবেন। পৃথকভাবে মনোনীত করার কারণ কি? কমিটিতে সরকারের লোক নেই বলার উপায়ও নেই কারণ বোর্ডএর প্রতিনিধিরা সকলেই সরকারের লোক। সুতরাং আলাদাভাবে ৪ জনকে মনোনয়নের প্রয়োজন কি আছে? আমার ৪র্থ সংশোধনী প্রস্তাব সরকার পক্ষ গ্রহণ করেছেন। গোপিকাবিলাস বাবুর সংশোধনী প্রস্তাব ৬৯(ক)তে সেটা কভার করছে। সুতরাং বক্তৃতা করার বিশেষ কিছু নাই। আমরা বিরোধী পক্ষে আছি বলেই আমাদের কথা আনরিজনএবল একথা ভাবার কারণ নেই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সব সময় নয়।

Sj. Subodh Banerjee:

দ্বিতীয় নম্বরে ক্লজ ৬(২)(বি) তুলে দিতে বলেছি। সরকার মনোনীত সদস্য যেহেতু তুলে নিতে চাচ্ছি সেজন্য ৬(২)(বি) বাদ দেওয়া দরকার আছে। এছাড়া একটা নতুন ধারা যোগ করতে চাচ্ছি।

My new sub-clause (5a) reads thus:

"The duties of the Committee shall be to train up budding sportsmen, to look after the physical fitness of such sportsmen, to improve the material conditions of sportsmen by removing financial handicap, and to do all such things as will upgrade the standard of sports."

[5-30—5-40 p.m.]

Mr. Speaker: 'Budding sportsmen' is not a legal language.

Sj. Subodh Banerjee: But you have taken the word "bona fide".

Mr. Speaker: "Bona fide" is a well-established legal expression. Better say "train up sportsmen".

Sj. Subodh Banerjee:

অর্থাৎ যে যে কাজগুলি করলে আমাদের দেশের খেলাধূলার মান উন্নত হবে তা কমিটির কর্তব্য কাজ একথা বলা দরকার। কেমন করে খেলার মান উন্নত হবে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে করণীয় কি তা আমি বলেছি; সরকার পক্ষ আমার সংশোধনী প্রস্তাবের পুরুটা গ্রহণ করেন নি। to upgrade the standard of games এটা কি ক্ষমতার পর্যায়ে পড়ে, না, কর্তব্যের মধ্যে পড়ে? আমার ধারণা এটা কর্তব্য; এজন্যে আমি একটি আলাদা ধারা যোগ করতে বলেছি যাতে স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটির কর্তব্য কি কি তা দেওয়া থাকবে। তাই একটা সাব-সেকসন দেওয়া দরকার। আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবে পরিষ্কার করে দেওয়া আছে কমিটির কি কি কর্তব্য হবে। খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়া, তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করা, তাদের শারীরিক সুস্থতা যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করা

ইত্যাদি কাজ সরকার যদি করেন তবেই বাংলার খেলার মান উন্নত হবে, খেলোয়াড়দের অবস্থা ভাল হবে; নতুবা টিকিট বিক্রী করা ও লোকের পকেট কেটে টাকা নেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হবে না যেমন আজও হচ্ছে না। তাই আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলছি।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I was not present in the House and so I could not move my amendments.

Mr. Speaker: Not only you were not in the House but you did not instruct anyone else to move them on your behalf. This is against Parliamentary etiquette. However, I will allow you to speak.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই ৬নং ধারাতে বলা হয়েছে যে স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি কিভাবে নির্বাচিত হবে, তার ফাংসন এবং তার কার্য। এটায় মোটামুটিভাবে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, তবে একটা সাব-সেকসানেএ আপত্তি আছে সেটা হচ্ছে ৬(৪)। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রথমে যখন এসোসিয়েসন তৈরী হবে সেটা সরকারের মনোনীত ব্যক্তি নিয়ে হবে। এসোসিয়েসন যখন তৈরী হয়ে গেল তখন আবার স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিকে সরকার কেন মনোনীত করবেন এটা বুঝি না। ৬ ধারার ৪নং উপ-ধারায় আছে ২ বছর—অবশ্য পরে সেটা ৪ বছর করে দিয়েছেন—পর্যন্ত প্রথমে থাকবে। এসোসিয়েসনএর সমস্ত ব্যক্তি সরকারের যখন মনোনীত তারাই স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটি ইলেক্ট করবে তাহলে সেই মনোনীত ব্যক্তিদের ইলেক্ট করতে দিন। সেজন্যে আমি বলেছি এটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় কথা ৬ ধারার ৭নং উপ-ধারাতে শেষের লাইনটা

'Subject to the approval of the State Government'

এটা কানে লাগছে। প্রথমে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড নমিনেট করলেন। এসোসিয়েসনের কন্ট্রোল কমিটি যেসমস্ত রেট ধার্য করল টিকিটের, সেটা স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিকে পেশ করলে আবার শেষে এল

'Subject to the approval of the State Government'

কিন্তু স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড সরকার মনোনীত। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে সরকার অত্যন্ত বেশী কন্ট্রোল করতে যাচ্ছেন—এটা দৃষ্টিকটু লাগে। এটা তাই বাদ দেওয়া হোক।

Dr. Narayan Chandra Ray:

স্যার, আমার এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে ক্লজ ৬(১)এতে

the following new item be added namely:—

> "(e) one representative each of the University Sports Board and Indian Schools Sports Association".

এটা এজন্যে দিয়েছি আপনার অরিজিন্যাল ড্রাফটিং যেটা ছিল

> "so as to provide for such representations of different types of sports as the State Government thinks fit."

বাইরে থেকে যেমন 'স্টেট অফ স্পোর্টিং পিওপল এ্যান্ড ক্লাবস' দেওয়া হয়েছে তেমনি ইউনিভারসিটি এ্যান্ড স্কুলস যা আছে সেখান থেকে একজন করে নিতে পারেন—অর্থাৎ

University and School where budding sportsmen might come

সেইভাবে ব্যবস্থা করা। আপনি ইচ্ছা করলে নাম্বার না বাড়িয়ে যে কজন মনোনীত করবেন তাদের দুজন—

one from the University and one from the school

নিতে পারেন।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে যা আছে তাতে স্পোর্টস কন্ট্রোল কমিটিকে প্রথমে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট মনোনীত করবেন, কারণ প্রথমেই ইলেকসনের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এটায় আপত্তি করি না, আগে ২ বছর এর মেয়াদ ছিল তা আরও বাড়িয়ে ৪ বছরের জন্য করা হয়েছে সরকার পক্ষীয় সংশোধনে। আমার এমেন্ডমেন্ট আছে দুই বছর না রেখে এক বছর করা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি সরকার পক্ষের উদ্দেশ্য হয় নেক্সট ইলেক্‌সন পর্যন্ত এই কমিটি ফাংসন করবে তাহলে ৪ বছর এটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার কি থাকতে পারে? এরজন্যে এক বছর সাফিসিয়েন্ট টাইম বলে মনে করি।

[5-40—6-5 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I confess that my friends have made wrong conclusion by reading the original Act which has been altered to a large extent by the amendments proposed by Sj. Gopika Bilas Sen Gupta. The first question that has been raised is whether there should be 12 representatives of the affiliated sports organisations or 16 or 15 or 20. The second point that has been raised is whether there should be at all any person nominated by the State Government in this behalf.

With regard to the first point, it is not possible to consider about representatives to be on this Committee representing every type of game. Yesterday we heard that there were twelve or fourteen types of games which were mentioned, but there are other types also about which I received a letter last evening. Therefore, what will happen is that rules will be prescribed for the purpose of giving representation to important games all the time but perhaps there may be representations for smaller sized sports in alternate years or two or three of them may form an electoral college and send one representative. Sj. Subodh Banerjee said "take away your four representatives and that will create some amount of space—put twelve from affiliated organisations and take our 20—and so on". It comes to more than 30. We feel it is too big a committee for the purpose of taking any action effectively.

The next question is whether there should be four persons nominated by the State Government. I do not know why my friends are so allergic to the State Government. After all, the State Government will have to provide funds; the State Government will have to see that the things are created. Therefore, when in a body of 25 we have put in four people representing the Government, why should they be nervous about it. On the other hand, my own feeling is that the men who will be nominated by the State Government under clause 6(1)(*c*) might very well be persons who may not be in the service at all unless they are interested in sports and are sportsmen themselves. They may be outsiders who may not come under clause 6(1)(*a*) as representatives of affiliated organisations, who may not come in even as elected members from the Association and yet whose presence in the Committee might be of very great value. Therefore, why should any one object to the four persons being nominated by the Government and suggest that by doing it the Government is going to control it? The difficulty is that the Government is starting a new thing and they must have some men on whom they have reliance from the point of view of sports.

The next point that has been raised is about a lacuna. I admitted it and we have put in an amendment to say that "Provided that if a member of the Committee ceases to be a member of an affiliated sports organisation or to be a member of the Association, as the case may be, before the end of his term of office as a member of the Committee, he shall cease to hold

office as a member of the Committee and there shall be deemed to be a casual vacancy in the seat of such member". This was the lacuna which was filled up at the suggestion of my friend Sj. Subodh Banerjee.

With regard to section 6(4)(*b*), it has been said why we think of increasing the number of years from 2 to 4. You realise that the Association will be nominated by the Government for a period of four years. You want the Committee to be nominated by the Government because the Committee will have to make arrangements for putting the whole show on its feet as it were. For instance, the question would be, what are the sports organisations that should be accepted as members of the organisation? What would be the nature of their contribution towards the organisation of sports, and so on? With that end in view we suggested an alteration of sub-section (5) which now reads, "The Committee shall have in accordance with such rules as may be prescribed the power". The word "power" has been objected to by Sj. Subodh Banerjee. It is a new organisation and they should be given indication of what they can do under the Constitution. Now, "the power (a) to arrange, organise, manage and control sports and matches and to regulate the award of trophies, (b) to take steps for the development of sports and training of sportsmen". The words "training of sportsmen" I was advised would include all the ideas which Sj. Subodh Banerjee has in his amendment. It is not that I want to triumph over what he has done—so that I can do something better. The case is that I have already admitted that I have accepted his idea, but my idea is that the words "training of sportsmen" include all the factors that have been suggested in the amendment of Sj. Subodh Banerjee. Then "and (c) to have with the approval of the Board the use of any play ground or sports stadium".

Then sub-section (6) has been altered and here I would like to draw the attention of all concerned to this alteration of sub-section (6), "The Committee may delegate its powers". What are the powers? I have given the powers already. Then "delegate its powers to arrange, organise and manage sports. While the question of training of sportsmen and development of sports, etc., will be the powers of the Committee, one power of the Committee can be delegated to Sub-Committees constituted according to such rules as may be prescribed, the rules being made to provide for representation of affiliated sports organisations interested in the particular branch of sport for which it is constituted.". Sir, here I want to draw particular attention to the fact that there is no limit as to the type of people—in this Act—who can come into the Sub-Committee. Sj. Subodh Banerjee seems to think that a member of the Sub-Committee must also perforce be a member of the Committee. It cannot be that, because the Committee consists only of some representatives of the different sports organisations. The idea behind clause 6 is that the Committee shall appoint sub-committees according to such rules as may be prescribed, the rules being made to provide adequate representation of the different types of sports. If there is to be a Sub-Committee on football, then the Committee will have the power to delegate its powers regarding matches, etc., to, let us say, the Indian Football Association, to the All India Football Federation,—to any person provided he becomes a member of the Sub-Committee. There is no limitation as to who should become members of the Sub-Committee, and it is intentionally put down there. What I propose to do is that we should call in representatives of the different sports—not merely of the big ones in the sports but also the smaller ones—not merely the representatives of the first but also of the second, third and the fourth group—so that they might give their idea as to whether there can be a separate sub-committee for each group, so that

proper representation may be made of the different types of sports. Sub-clause (7) "The rate of fees to be charged for admission to such sports and matches"—and all financial arrangements relating to such sports and matches—"shall be settled by the Committee in consultation with the Board according to such rules as may be prescribed". I was told and perhaps it may be that in certain instances it is not merely a question of how the tickets are printed and sold and money is made by some people, but even in making arrangements about holding matches sometimes it is suggested that the money changes hands. Therefore, it is suggested that not merely the rate of fees to be charged for admission but any financial arrangement relating to such sports and matches shall be under the purview of the Committee who shall consult the Board, and the approval of the State Government is necessary. I am trying to say that in this unchartered field we have tried to take as much precaution as possible. It is not yet time for us to say that "I give you so much money and you do as you like." It is the very members who are today objecting to the Government having the control that will be the first to come up and complain that money has been lost and wasted, and so on. Apart from that the Government cannot possibly relinquish its own duties and responsibilities with regard to this.

With these words I oppose all the amendments except those moved by Shri Gopika Bilas Sen Gupta.

Mr. Speaker: I will put the amendments when we meet after adjournment. The House stands adjourned for 15 minutes.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After Adjournment.*]

[6-5—6-15 p.m.]

Mr. Speaker: I shall put the motions on clause 6 now.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, perhaps there is no quorum.

Mr. Speaker: There is more than enough quorum. Twenty-four is the quorum.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 6(1), line 2, the word "control" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(1)(*a*), line 1, for the word "twelve" the word "twenty" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 6(1)(*a*), line 1, for the word "twelve" the word "fifteen" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in paragraph (*a*) of sub-clause (1) of clause 6 of the Bill, lines 3 to 6, the words ", the rules being made so as to provide for such representation of different types of sports as the State Government thinks fit" be omitted, was the put and agreed to.

Mr. Speaker: Motion 58 fall through.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(1)(*b*), line 1, for the word "four" the word "five" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that clause 6(1)(*c*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 6(1), the following new item be added, namely:—

"(*e*) Three representatives from the districts of West Bengal to be elected by the District Sports Association", was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 6(1), the following new item be added, namely—

"(*e*) One representative each of the University Sports Board and Indian Schools Sports Association", was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 6(1), line 16, the word "control" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(2)(*a*), in line 3, after the words "date of his election;" the words "but if he ceases to represent the affiliated sports organisation or to be a member of the Association, as the case may be, before the end of his term of office, he shall be removed from office and fresh election shall be made according to sub-section (3)," be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that clause 6(2)(*b*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that at the end of sub-clause (2) of clause 6 of the Bill, the words "Provided that if a member of the Committee ceases to be a member of an affiliated sports organisation or to be a member of the Association, as the case may be, before the end of his term of office as member of the Committee, he shall cease to hold office as a member of the Committee and there shall be deemed to be a casual vacancy in the seat of such member" be added, was then put and agreed to.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that clause 6(4)(*a*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in paragraph (*b*) of sub-clause (4) of clause 6 of the Bill the word "four" be substituted for the word "two" in the second line, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that in clause 6(4)(*b*), line 2, for the words "two years" the words "one year" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 6(4)(*b*), line 3, for the words "nomination by the State Government" the words "election by the Association" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that clause 6(4)(*c*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that for sub-clause (5) of clause 6 of the Bill, the following sub-clause be substituted, namely:—

"(5) The Committee shall have, in accordance with such rules as may be prescribed, the power (a) to arrange, organize, manage and control sports and matches and to regulate the award of trophies, (b) to take steps for the development of sports and training of sportsmen, and (c) to have with the approval of the Board the use of any play ground or sports stadium under the management and control of the Board for the purpose of sports and matches.",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6, after sub-clause (5) a new sub-clause (5a) be inserted, namely:—

"(5a) The duties of the Committee shall be to train up sportsmen, to look after the physical fitness of such sportsmen, to improve the material conditions of sportsmen by removing financial handicap, and to do all such things as will upgrade the standard of sports,"

was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (6) of clause 6 of the Bill, lines 3 and 4, for the words "by it and every such Sub-Committee shall consist of representatives" the words ", according to such rules as may be prescribed, the rules being made to provide for representation" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that after sub-clause (6) of clause 6 of the Bill the following sub-clause be inserted, namely:—

"(6a) The Committee and, where for any particular branch of sport a Sub-Committee has been constituted under sub-clause (6), such Sub-Committee shall have power to enquire into any case of unsportsman-like conduct referred to in sub-section (1) of section 7; and where the enquiry is held by a Sub-Committee, the Sub-Committee shall submit a report to the Committee:

Provided that when immediate action is considered to be necessary, the Committee or the Sub-Committee, as the case may be, may, after giving, where possible, to the member of the affiliated sports organization concerned an opportunity to show cause against the action proposed to be taken, suspend him from further participation in sports and matches arranged, organized or managed by it until a final decision is arrived at in the case",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (7) of clause 6 of the Bill—

(a) the words "and all financial arrangements relating to such sports and matches" be added after the words "sports and matches" in the second line; and

(b) the words "according to such rules as may be prescribed", be added after the words "with the Board" in the third line,

was then put and agreed to.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 6(7), lines 3 and 4, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 7(1):—

"Provided that the Committee shall not report to the Association on the conduct of the member considered guilty of unsportsman-like behaviour unless the member concerned is given an opportunity of being heard in person or through the affiliated sports organisation to which such member belongs".

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in sub-clause (1) of clause 7 of the Bill—

(a) in lines 1 and 2, for the words "on the report of the Committee, the Association" the words "as a result of an enquiry held by it or on receiving the report of a Sub-Committee, the Committee" be substituted;

(b) in lines 5 and 6, for the words ", the Association" the words ", as the case may be, the Committee" be substituted;

(c) in line 6, after the word "may", the words "after considering the explanation of the member obtained through the sports organization concerned" be inserted;

(d) in line 6, for the words "the affiliated" the word "such" be substituted; and

(e) in line 7, the word "concerned" shall be omitted.

Sir, I also beg to move that in sub-clause (2) of clause 7 of the Bill, for the words "the Association", in the two places where they occur, the words "the Committee" be substituted.

Sir, I also beg to move that in sub-clause (3) of clause 7 of the Bill—

(a) in line 5, the word "other" be omitted;

(b) in line 6, for the words "the Association" the words "the Committee" be substituted.

Sir, I further beg to move that in sub-clause (4) of clause 7 of the Bill, in line 1, for the word "Association" the word "Committee" be substituted.

Mr. Speaker: 87 is out of order, Mr. Banerjee, but you can make a short speech.

Sj. Subodh Banerjee:

৭নং ক্লজে আমার ৮২নং এমেন্ডমেন্ট সরকার পক্ষ গ্রহণ করেছেন। যেটা আউট অফ অর্ডার বলছেন। সেটার উপরে বলবার আছে। ৭নং ধারার ৪নং উপ-ধারায় আছে—কোন একজন খেলোয়াড়কে যদি একটি এফিলিয়েটেড স্পোর্টস এসোসিয়েসন বহিষ্কৃত করে অখেলোয়াড়ী ব্যবহারের জন্য তাহলে সেইরকম বহিষ্কৃত খেলোয়াড়কে অন্য কোন ক্লাব সভ্য হিসাবে গ্রহণ করলে সেই শেষোক্ত ক্লাবকে ডিসএফিলিয়েট করার ক্ষমতা কর্মিটির থাকবে। অন্য কোন ক্ষেত্রে ডিসএফিলিয়েট করার ক্ষমতা কমিটির নেই। মনে করুন একটি ক্লাবের সমস্ত কাজ কারবার, তার ব্যবহার এদেশের ক্রীড়াজগতের ক্ষতিকারক সেক্ষেত্রে সেইরকম ক্লাবকে কি করে কমিটি শাস্তি দেবে? এই অসুবিধা বিলে আছে; তা দূর করা দরকার! বিলে কি আছে দেখুন—

The Association shall have power to disaffiliate any affiliated sports organisations for contravening the provisions of sub-section (3).

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কর্মিটি হয়েছে।

Sj. Subodh Banerjee:

কেবলমাত্র সাব-সেক্শন (৩)কে লঙ্ঘন করলে একটি ক্লাবকে ডিসএফিলিয়েট করতে পারা যাবে। অন্যত্র নয়। সাব-সেক্সন (৩)টা কি—

"If in pursuance of a notice referred to in sub-section (1) any member of an affiliated sports organisation is expelled from membership

thereof, he shall not thereafter be admitted or readmitted, as the case may be, to membership of any other affiliated sports organisation without the prior approval of the Association."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Without the prior approval of the Committee.

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

যদি কোন সভ্যকে সভ্যপদ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয় তাহলে সেই বহিষ্কৃত সভ্যটিকে যদি কোন একটি ক্লাব সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে বা পুরান ক্লাব পুনরায় গ্রহণ করে কমিটির অনুমতি ছাড়া তাহলে সেই ক্লাব-এর বিরুদ্ধে ৪নং উপ-ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারা যাবে। এইজন্য তাকে ডিসএফিলিয়েট করতেও পারা যাবে। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্লাব আছে যারা এমন কতকগুলি কাজ করছে যাতে খেলার মধ্যে আনহেলদি কর্মাপটিসানএর সৃষ্টি হচ্ছে যে আনহেলদি কর্মাপটিসানএর জন্য সারা বাংলা দেশের খেলোয়াড়ী আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে কি হবে? এই যেমন ইষ্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা। এই খেলা যখন হয় তখন তাতে যেসব ঘটনা ঘটে তারজন্য কি কেবলমাত্র সাধারণের দোষ? গর্হিত কাজ করার জন্য অনেক সময় সমর্থকদের উত্তেজিত করা হয় পরস্পরের দল রাখার জন্য। এইভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে যদি কাজ করে, যদি কোন ক্লাব এইরকম করে বাংলা দেশের খেলার ক্ষতি করে তাহলে সেইরকম গর্হিত কাজ বন্ধ করার ক্ষমতাও কমিটিকে দেওয়া দরকার। যেসমস্ত ক্লাব এই দোষগুলি বাড়িয়ে তুলতে উত্তেজিত করে তাদের ডিসএফিলিয়েট করার ব্যবস্থা করা দরকার। তাই আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি সেই সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি—

> "or, the movement of which, in the opinion of the Association or Committee, is to the detriment of sporting interests and standard: Provided that no such action shall be taken unless the sports organisation concerned is given an opportunity of being heard."

এইরকম ক্লাবকেও ডিসএফিলিয়েট করা যাবে এইরকম একটা প্রভিসান আইনে থাকা দরকার। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই হবে না, ক্লাব যদি কোন আনস্পোর্টসম্যানলাইক বিহেভিহার দেখায় তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা করতে হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I will ask Sj. Subodh Banerjee to consider this position. In section 7(4) the power is given to the Association for a specific purpose—to disaffiliate an organisation but there may be other reasons for which a sports organisation shall have to be disaffiliated. This will come under clause 4(4) because under clause 4(4) the power of affiliation of sports organisations is given to the Association and under the General Clauses Act the body which has got the power to affiliate has the power to disaffiliate. Therefore, all other cases will go to the Association except the cases where a person has been guilty of unsportsmanlike conduct on the field and the club has been asked to take him away, but if that club takes him back again, then that club will be disaffiliated by the Committee because the Committee knows all the facts of the case—it need not go to the Association—but in all other cases the Association will have the power to disaffiliate. What will happen is that the Association will have to lay down the rules for affiliation as also the rules under which disaffiliation will take place because that is inherent in the body that has got the power to affiliate. We have only taken that particular power from the Association and given it to the Committee under section 7.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I am not a lawyer, but I think that in clause 4(4) it is clearly written to affiliate sports organisations on

payment of the fee prescribed in this behalf. Does that cover that they will have also the power to disaffiliate? How is that possible? The question may be raised that they have the power to affiliate on payment of fee and there are certain conditions for affiliation, but where is the inherent power to disaffiliate?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It says that a particular organisation may pay the fees, but that does not mean that automatically it will have affiliation. But the affiliation power is there. If the affiliation power is there, the disaffiliation power is also there.

Sj. Subodh Banerjee:

আর একটু ক্লিয়ার করুন, ডাক্তার রায়। এটা ত আপনি দেখাচ্ছেন এনুয়েল জেনারেল মিটিংএর ফাংসান। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো ৪(৪)এ এটা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Clause 4(4) says "The Association shall have the following functions"—it is not 'annual general meeting'.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following proviso be added to clause 7(1):—

"Provided that the Committee shall not report to the Association on the conduct of the member considered guilty of unsportsmanlike behaviour unless the member concerned is given an opportunity of being heard in person or through the affiliated sports organisation to which such member belongs.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (1) of clause 7 of the Bill,—

(a) in lines 1 and 2, for the words "on the report of the Committee, the Association" the words "as a result of an enquiry held by it or on receiving the report of a Sub-Committee, the Committee" be substituted;

(b) in lines 5 and 6, for the words ", the Association" the words ", as the case may be, the Committee" be substituted;

(c) in line 6, after the word "may", the words "after considering the explanation of the member obtained through the sports organisation concerned" be inserted;

(d) in line 6, for the words "the affiliated" the word "such" be substituted; and

(e) in line 7, the word "concerned" shall be omitted,

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (2) of clause 7 of the Bill, for the words "the Association", in the two places where they occur, the words "the Committee" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (3) of clause 7 of the Bill—

(a) in line 5, the word "other" be omitted;

(b) in line 6, for the words "the Association" the words "the Committee" be substituted,

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in sub-clause (4) of clause 7 of the Bill, in line 1, for the word "Association" the word "Committee" be substituted, was then put and agreed to.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that after clause 8(5) the following new sub-clause be added, namely:—

"8. (6) All sums received except sums received from matches played in aid of charity on behalf of the Association shall only be spent for the improvement and amenities in respect of sports and games in this State, for providing training facilities for sportsmen and amenities to ex and present sportsmen."

মিষ্টার স্পীকার, স্যার, আমার যে এমেন্ডমেন্ট সেটা ৮ নম্বর ধারার ৫ নম্বর উপ-ধারা সম্বন্ধে। ৮ নম্বর ধারার ৫ নম্বর উপ-ধারায় খরচের কথা আছে। এই উপ-ধারায় যেটা আছে সেটা তুলে দিতে বলছি—

"Expenses incurred by the Association, the Board and the Committee in carrying out their functions under this Act shall be met out of the Sports Fund and the Board may, from time to time, advance to the Association or the Committee such amounts as may be necessary to enable the Association or the Committee, as the case may be, to carry out its functions."

এই আছে। অর্থাৎ বোর্ড ইচ্ছা করলে এসোসিয়েসনকে বা কমিটিকে, তাদের ফাংসান ক্যারী আউট করার জন্য যত খুসী টাকা দিতে পারেন। আমার এমেন্ডমেন্টে আমি একথা বলছি—

"All sums received except sums received from matches played in aid of charity on behalf of the Association shall only be spent for the improvement and amenities in respect of sports and games in this State, for providing training facilities for sportsmen and amenities to ex and present sportsmen."

অর্থাৎ স্পোর্টিং ওয়ার্লড থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে সেই টাকাটা স্পোর্টস 'পারপাস'এ খরচ হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলার স্পোর্টসের উন্নতির জন্য পশ্চিম বাংলায় খেলাধুলার ট্রেনিংএর জন্য এবং যাঁরা বর্তমান খেলোয়াড় আছেন এবং অতীতে যাঁরা খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য টাকাটা খরচ করা হোক। অবশ্য চ্যারিটি পারপাসে যে খেলাগুলি হবে তার টাকা নয়। চ্যারিটি পারপাসে যে খেলা হবে, তার সেই টাকাগুলি যাদবপুর হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া হাসপাতাল, ডেষ্টিটিউট হোম, অরফ্যানেজগুলির জন্যই খরচ করা হবে। সেগুলি বাদ দিয়ে যে খেলাগুলি হবে, তার টাকাগুলি দিতে বলছি। এটা বলার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই কারণগুলি আমি সবার কাছে, বিশেষ করে ডাক্তার রায়ের কাছে, প্লেস করছি। আজকের দিনে আমাদের দেশে কি আছে? কোনরকম কোচের ব্যবস্থা নেই, যাঁরা বর্তমানে ভালো খেলোয়াড়, তাঁরা আজ অভাবগ্রস্থ, যাঁরা অতীতে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন গতকাল বলেছি তাঁরা আজ খেতে পান না। স্পোর্টিং ওয়ার্লড থেকে তাঁদের কোনরকম সাহায্য দেওয়া হয় না, অথচ কিভাবে স্পোর্টস-এর বর্তমান কর্তারা টাকা খরচ করে চলেছেন সে আমি কাল বলেছি। যিনি আই, এফ, এ,র সেক্রেটারী তিনি এক হাজার টাকা ভাতা হিসাবে পান। তিনি পেড্ সেক্রেটারী কিন্তু আশ্চর্য তিনি আবার ভোট দেন। অথচ এক হাজার টাকা তাঁর জন্য খরচ হয়। কিন্তু একদিন যাঁরা ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁরা আজ না খেয়ে থাকেন, সিনেমা হাউসের টিকিট পাঞ্চ করেন। এইরকম যেন না হয়।

আর একটা ব্যাপার, যেসব চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হয় তাতে কিভাবে টাকা খরচ হয় সেটা আপনারা অনেকে জানেন, আবার অনেকেই জানেন না। ৫-৬ হাজার টাকা সুরাপানের জন্য খরচ হয়। সেই খরচটা চ্যারিটি ফান্ড থেকে একস্‌পেন্স হিসেবে দেখানো হয়। এটা খুব 'এমবেরাসিং পজিসান'। সুতরাং যাঁরা সুরা সাপ্লাই করেন, তাঁদের অনেক সময় অনুরোধ করা হয় যেন সুরা পানকে হার্ড ড্রিংক না বলে সফট্ ড্রিংক বলে বিল দেওয়া হয়। কারণ তা না হলে অসুবিধা বেড়ে যায়। এইরকম, খবর নিলে দেখা যাবে যে বহু টাকা এইভাবে অপব্যয় হয়। সেইজন্য স্পেসিফিক্যালি এখানে বলা হচ্ছে যে, যে টাকা খেলাধুলার জন্য আদায় হবে, সেটা খেলাধুলা পারপাসেই খরচ হবে, ট্রেণিং পারপাসে খরচ হবে, বর্তমান এবং অতীত খেলোয়াড়দের এমেনিটিস এবং সুখসুবিধার জন্য খরচ করা হবে। এটা অন্যায্য বা যুক্তিহীন কথা নয়। আমি এই কারণেই প্রধান মন্ত্রীকে বিশেষ করে বলব, যদি কোন একটা চ্যারিটি ম্যাচএর টাকা সুরার জন্য খরচ করে বিলএ সফট্ ড্রিংক বাবদ লিখিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেটাই কি ঠিক হবে? সম্প্রতি বেলুড় মঠে গঙ্গা ভাঙ্গনের রিপেয়ারএর জন্য যা খরচ হয়েছে সেটা শিক্ষা খাতে দেখান হয়েছে। কেন সেটা দেখান হল?

[6-25—6-35 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
বেলুড়মঠে টাকা দেওয়া কি অন্যায় কিছু হল?

Sj. Ganesh Ghosh:
কেন শিক্ষা খাতে দেখান হল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
কারণ বেলুড়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

Sj. Ganesh Ghosh:
আমার বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—খেলার থেকে যে টাকা উঠবে সেটা খেলার পারপাসেই খরচ হবে। স্পেশাল পুলিস এনগেজ করা হচ্ছে, তাঁদেরও হয়তো খেলাধুলার ম্যানেজমেন্টে নিযুক্ত করা হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
সে টাকা পুলিসের পিছনে খরচ করা হবে না এটুকু আপনাকে বলতে পারি।

Sj. Ganesh Ghosh:
স্পেশাল পুলিসএ যে খরচ হবে না এটা কি ক'রে নিশ্চিত বুঝতে পারছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
দেখতে পাবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:
আমার আর বিশেষ কিছু বলার নাই। ডাঃ রায়কে একটু বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I would ask Mr. Ganesh Ghosh to look at the language of the form in which section 6(5) now is. The Committee shall take steps for the development of sports and training of sportsmen. Sir, the first portion of Sj. Ganesh Ghosh's amendment to the new section that he wants to put in says "spent for the improvement and amenities in respect of sports and games in this State, for providing training facilities". Sir, when he gave the amendment he did not get the amendment of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta in which the definite duty

for developing sports is cast upon the Committee. Then section 8(5) says "expenses incurred by the Committee in carrying out their functions under this Act shall be met out of the Sports Funds, and the Board may, from time to time, advance to the Association or the Committee such amounts as may be necessary to enable the Association or the Committee, as the case may be, to carry out its functions." Therefore, having given the Committee the function of developing sports, the first part of the amendment is unnecessary.

With regard to the second part I do admit and I agree that there are sportsmen, both past and present, who are in financial difficulty. That is a matter which need not be emphasised here. That is a matter for relief as we are giving relief to various other artists and workers in different spheres. These cases also need looking after, but I do not think that this sub-section (6) is essential for that purpose.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that after clause 8(5) the following new sub-clause be added, namely:—

> "8. (6) All sums received except sums received from matches played in aid of charity on behalf of the Association shall only be spent for the improvement and amenities in respect of sports and games in this State, for providing training facilities for sportsmen and amenities to ex and present sportsmen.",

was then put and lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 9, line 5, for the words "State Government" the word "Association" be substituted. স্যার, আমি 'পয়েণ্ট অফ অর্ডার'এ বলছি, আপনার দৃষ্টি একটা জিনিষের প্রতি আকর্ষণ করছি। সেকশান ৪ এবং সেকশান ৯ মুভ্ড হতে পারে কিনা?
I am on a point of order. Please look at section 4, sub-section (4), item (*b*). There you will find that the appointment of auditors is one of the functions of the Association. That has been made quite clear in section 4, sub-section (4), item (*b*); and in clause 9 you will see that the appointment of auditors should be made by the State Government. So, after passing that particular section, I mean section 4(4)(*b*), how can this clause come now? It is opposed to section 4; so no clause or section can be moved.

Mr. Speaker: It is a consequential amendment.

Dr. Srikumar Banerjee: Sir, there can be two auditors—one appointed by the Association and the final audit will be done by an auditor to be appointed by the State Government. There is no contradiction between the two provisions.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The first word "Association" should go off the words "the Board and the Committee".

Sj. Sankar Prasad Mitra: Sir, I beg to move that the word "Association", in line 1, clause 9 be omitted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 9, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Sj. Gopika Bilas Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 10 of the Bill:

(a) the word "Association" be substituted for the word "Board" wherever it occurs;

(b) the words "at the annual general meeting of the Association" occurring in lines 5-6, be omitted; and

(c) the word "Board" be substituted for the word "Association" wherever it occurs.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, I beg to move that in clause 10, lines 9 to 13, the words beginning with "and submit" and ending with the words "State Government" be omitted.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 10, line 11, for the words "for approval" the words "for placing before the Assembly for consideration" be substituted.

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, in the Bill it is the Board and the Committee who are to prepare the estimates and submit them for approval to the Association.

[6-35—6-45 p.m.]

The Association have to prepare the budget and submit it for approval of the State Government. Now, there is an official amendment which wants to entrust the Association and the Committee the task of preparing the estimates and thereafter to submit them for the approval of the Board. The Board again is to prepare the budget and further submit it for approval to the State Government. Sir, I do not understand what is the need for further submission of the budget to the State Government since the Board is there completely a Government-nominated body and there are ample financial safeguards for the commitment of the State Government. I think it is absolutely unnecessary to require further reference to the State Government for approval. Reference to the Board should be enough for fixing the budget for the ensuing financial year.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, এই ক্লজএর যে পরিবর্তন পরবর্তীকালে আনা হয়েছে সেটা কাল্‌কে ডাঃ রায় আমাদের কথা শুনে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলেন তেমনি আমরাও এই পরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। একটা প্যারেন্ট বডি—এসোসিয়েসন আছে যেখানে সবাই মেম্বর হবে, সেখানে আমাদের এমেন্ডমেন্ট ছিল মেম্বারসিপ লিমিট করা হোক। এই প্যারেন্ট বডি এসোসিয়েসন সম্বন্ধে প্রথম ডাঃ রায়ের চিন্তা ছিল এই যে, এই এসোসিয়েসনএর যে লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেট হবে সেটা প্রথমে এসোসিয়েসনেই আলোচনা হবে এবং এসোসিয়েসনই বাজেট তৈরী করবে। গণতন্ত্রসম্মত বলেই এই পদ্ধতি হওয়া উচিত তারপর এটা বদলে দিয়ে ডাঃ রায় যা করেছেন তার ফলে এসোসিয়েসন শুধু খরচটা জানিয়ে দেবে, বোর্ড ফাইন্যালি বাজেট প্রিপেয়ার করে গভর্নমেন্টএর কাছে প্লেস করবে। এতে কি হল? কোথায় যুক্তিসঙ্গত খরচ হচ্ছে না, কোথায় কি অপব্যবহার হচ্ছে, এটা কি শেষ পর্যন্ত দেখার দায়িত্ব রইল রাইটার্স বিল্ডিংসএর উপর? যারা টাকা দেবেন, যারা প্যারেন্ট অরগেনাইজেসনএর সদস্য তাদের কিছু বলার অধিকার নেই। বাংলা দেশের সমস্ত টাকার বাজেট সম্পর্কে যদি রাইটার্স বিল্ডিংসএ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপক সভায় ওই বাজেট আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আগে বিলের মধ্যে যা ছিল তা যদি থাকত তাহলে আমার এমেন্ডমেন্ট আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বদলে দিয়ে যা করা হয়েছে তার ফলে এসোসিয়েসনএ ফাইন্যাল বাজেট সেপ নেবে না।

সরকারের মনোনীত যারা তারা যা করবেন তার উপরে কারও কিছু বলার রইল না। এর মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে? আমি বলছি ফাইনাল বাজেট যা তৈরী হবে এই সরকার তা দেখুন। মঞ্জুরী করুন, কিন্তু সেটা কোন একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সামনে পেশ করে তাদের মত নেওয়া উচিত। আমি তাই বলেছি সেই বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করা হোক কারণ—সরকার থেকে যখন টাকা দেওয়া হবে, স্পোর্টিং অরগ্যানাইজেসনকে যখন সরকারী টাকা ধার দেওয়া হবে তখন আর্থিক ব্যাপারে সরকারের যখন দায়িত্ব রয়েছে সেখানে কেন এ সম্পর্কে আমাদের এখানে আলোচনার অধিকার থাকবে না? সুতরাং আমাদের কথা হচ্ছে—স্পোর্টস বাজেট এই পরিষদে যেন পেশ করা হয়। আমি আশা করি ডাঃ রায় চিফ্ হুইপ মারফত যে এমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন সেটা তুলে নেবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the original conception was that the budget would be presented to the Association both of the Board and of the committee, but we felt that in order to have at least in the beginning a proper realisation of the needs of the different departments—Board, Committee and Association—that the whole matter should come up through the Board to the Government. My friends have asked—why to Government. Government must know what are the commitments and what is the budget like so that provision may be made in time in our budget. Therefore, I feel that if any money which is necessary to be provided in the budget for services to be rendered by the Association, Committee and the Board, must be sanctioned by the approval of the Government. The Government may approach the Association or the Committee or the Board and ask them to reduce their expenditure if they cannot find the money. Therefore, the question is as to whether it should go to the State Government or Association. Previously as well as now we want the State Government to give the approval. The whole question was whether all the different branches—Committee and Board—should put all their budgets to the Association, and the Association should bring into the Government or vice versa. It is true ordinarily that should be the procedure later on. But in the beginning we felt that it would be better perhaps that the Committee and the Association shall prepare estimates of expenditure likely to be incurred by the Association and the Committee during the ensuing financial year for carrying out their respective functions under this Act and shall submit the same to the Board, the Board thereupon shall consider such estimates and prepare a consolidated budget. There is another reason why it should come to the Board. It is the Board which has control of the Sports Funds and that the budget is to come before the Government and they must know the opinion of the Board which is controlling the purse. It is not the Government which is controlling the purse. Government can only give aid to make up for any expenditure which cannot be provided in the Sports Fund. Therefore, these amendments are necessary.

The motion of Sj. Gopika Bilas Sen Gupta that in clause 10 of the Bill:

(a) the word "Association" be substituted for the word "Board" wherever it occurs;

(b) the words "at the annual general meeting of the Association" occurring in lines 5-6, be omitted; and

(c) the word "Board" be substituted for the word "Association" wherever it occurs, was then put and agreed to.

The motion of Dr. Atindra Nath Bose that in clause 10, lines 9 to 13, the words beginning with "and submit" and ending with the words "State Government" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 10, line 11, for the words "for approval" the words "for placing before the Assembly for consideration" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 10, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 11, line 3, for the words "the State Government" the words "the Association, or the Board, or the Committee, as the case may be" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 11:—

> "Provided that in appointing staff preference shall always be given to past and present sportsmen."

[6-45—6-55 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বলেছি প্রত্যেকটা ক্লজের ভিতর সরকারের কন্ট্রোল নগ্নভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে। তার দ্বারা কলিকাতার স্পোর্টসএর কিছু উন্নতি হবে কি না হবে জানি না। তবে স্পোর্টসের সমস্ত ব্যাপারটা সরকার কন্ট্রোল করবেন এটা বেশ বোঝা যায়। আমি মনে করি তার দ্বারা স্পোর্টসের বিশেষ কিছু উন্নতি হবে না। সেইজন্য আমি এই ক্লজে বলেছি যে 'স্টেট গভর্নমেন্ট' কথাটা আছে, সেখানে

the Association, or the Board, or the Committee, as the case may be

এটা বসান হোক। তারপর এই ১১নং ধারায় আছে—

> Association, Board and the Committee may appoint their respective staff in accordance with such rules as may be made by the State Government.

এসোসিয়েসন, কিংবা বোর্ড, কিংবা কমিটিতে যা করা হবে, তার যে সামান্য ষ্টাফ নিয়োগের প্রয়োজন হবে, তার জন্য সরকার রুল বা আইন তৈরী করে দেবেন। এটা অত্যন্ত খারাপ দেখাচ্ছে। সেইজন্য আমি এই কথা বলেছি।

Sj. Ganesh Ghosh:

স্যার, আমার এমেন্ডমেন্টটা খুব ছোট্ট। এটা কেন ডাঃ রায় নিচ্ছেন না তা বুঝতে পারছি না। বোর্ডএ, এসোসিয়েসনএ, এবং কমিটিতে যেসমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, আমি বলেছি, বর্তমান এবং অতীতের খেলোয়াড়দেরই সবার আগে সেখানে সুযোগ দেওয়া উচিত। স্পোর্টস অরগ্যানাইজেসনএ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ পালের সেক্রেটারী হওয়া উচিত। অথচ সেখানে তাঁর স্থান নেই ; সেক্রেটারী আছেন, আর এক জন ব্যক্তি যিনি কর্পোরেসনে কাজ করেন। ডাঃ রায় এটা বিবেচনা করুন—তাদের ফেসিলিটি আগে দিন, তাদের প্রেফারেন্স দিন যাঁরা খুব কষ্টে আছেন, খেতে পাচ্ছেন না। আমি কেবল প্রেফারেন্স দেবার কথা বলেছি—লিমিট করে দিচ্ছি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, with regard to the amendment of Dr. Kanailal Bhattacharya I repeat what I have already said many times that the Government is responsible for so many things and the Government should make the rules.

As regards the amendment of Sj. Ganesh Ghosh, I may say that the section provides that appointment should be made according to rules to be made by the State Government. I can assure my friend Sj. Ganesh Ghosh that when the rules are being framed we would put in what he has

suggested in a proper form somewhere, but we cannot put it in an Act. I agree with him that it should not be the vested interest or *mourashi putta* of such an individual whom I deplore as much as he does.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 11, line 3, for the words "the State Government" the words "the Association, or the Board, or the Committee, as the case may be" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the following proviso be added to clause 11:—

> "Provided that in appointing staff preference shall always be given to past and present sportsmen.",

was then put and lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 12, the words "the Association or", wherever they occur, be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ক্লজটা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট যদি মনে করেন যে এসোসিয়েসন, বা কমিটি তারা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না, তাহলে তাদের সুপারসিড করে নেবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই বিলের মধ্যে যা কিছু কর্মক্ষমতা—'একজিকিউটিভ পাওয়ার' যদি বলা যায়, তাহলে সেটা দেওয়া হয়েছে ঐ কমিটিকে। এসোসিয়েসনের উপর একজিকিউটিভ ফাংসন খুব বেশী নাই, ডেলিবারেটিভ ফাংসন যা আছে, তা হচ্ছে অন্য এক জিনিষ। তার গাফিলতির জন্য এসোসিয়েসনকে সুপারসিড করা হবে। কিন্তু যে কয়টী ক্লাব ছিল, মেম্বার ছিল, তাদের সুপারসিড করে দিয়ে আবার যদি একটা নূতন বডি তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহলে এই স্পোর্টস বিলে যা করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই যেখানে এসোসিয়েন আছে, সেটা বাদ দিয়ে দিন, কেবল কমিটি রাখুন। এই কমিটি যদি ভাল ফাংসন না করতে পারে, তাহলে ষ্টেট গভর্নমেন্ট তাকে সুপারসিড করে দিতে পারবেন। এই এসোসিয়েসনকে সুপারসিড না করে, কমিটিকে করতে পারবেন, এটাই আমার বক্তব্য।

Dr. Atindra Nath Bose: Sir, it is the most offensive of all the clauses of the Bill. The Association and the Committee have been left with very little power. They are merely rubber-stamping bodies. Their only function seems to be to give affiliation to sporting organisations and to hold sporting contests. There is not the slightest loophole either for the Association or for the Committee to interfere in financial matters with the financial commitments of the State Government. Then why is the sword of Damocles hanging on them, I do not understand. I think it is more than the pound of flesh that the Government is demanding for setting up the stadium. This clause should be withdrawn.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I do not understand the trend of Dr. Kanailal Bhattacharya's amendment because he says "remove the Committee", but the Committee consists of 12 men of the Association. What are they going to do? On the other hand, supersession is not a very unusual thing under certain very special circumstances which have to be justified before the public.

With regard to Dr. Atindra Nath Bose, I have not understood what he says. It does not give power to anybody but the thing will grow by itself. He speaks about the pound of flesh. I am not taking his flesh nor is the pound given by anybody. It is the public, and the public wants to get it done as quickly as possible.

I oppose the amendment.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 12, the words "the Association or", wherever they occur, be omitted, was then put and lost.

The question that clause 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 13

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 13, lines 1 and 2, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। এই ক্লজএ যেখানে বলা হয়েছে

"the Association may subject to the approval of the State Government make regulations for the conduct of the business and the business of the Board and the Committee".

সেখানে আমি

"subject to the approval of the State Government"

এই পোর্সানটুকু বাদ দিতে বলছি। অর্থাৎ সরকার এখানে ষ্টেট গভর্ণমেন্টএর এপ্রুভাল রাখতে চাচ্ছেন, আমরা সেটা চাচ্ছি না। আমি আশা করি, মন্ত্রী মহাশয় এটা মেনে নেবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have nothing to say. I oppose the amendment.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 13, lines 1 and 2, the words "subject to the approval of the State Government" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

Sj. Madan Mohon Khan: Sir, I beg to move that clause 14(2) be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটার উপর কিছু বলতে চাই। আমি এই ক্লজ ১৪(২)টা একেবারে তুলে দিতে চাচ্ছি। কারণ এটা থাকলে পাবলিক-এর যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় কয়েকজন গভর্ণমেন্ট অফিসার এ্যারেষ্ট হয়েছে পাবলিকএর ক্ষতি করার জন্য। সেইজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো খেলা সম্পর্কে যাতে কোন গভর্ণমেন্ট অফিসার কারও কোন রকম ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই বিল রচনা করা উচিত। এই ক্লজ ১৪(২)টা যদি তুলে দেন তাহলে তারা ক্ষতি করতে পারবে না। সেইজন্য আমি চাচ্ছি এটা এখান থেকে তুলে দেওয়া হোক, এবং তা করলে সকল দিক দিয়ে ভাল হবে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এটা মেনে নেবেন। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have nothing to say.

The motion of Sj. Madan Mohon Khan that clause 14(2) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Calcutta Sports Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed.

[Dr. Narayan Chandra Ray rose.]

Mr. Speaker: Where a Bill is supported in principle by the Opposition party generally there is no scope for third reading speeches. But as I promised you, I give you an opportunity and I hope you will be very brief.

[6-55—7-5 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে এই বিলের আমরা বিরোধিতা করছি না। কিন্তু বিরোধিতা করছি না বল্লেও এ সম্বন্ধে কিছু বলবার নাই একথা সত্য নয়, বিরোধিতা না করলেও যে কথা বলবার আছে, সে কথাগুলি আপনার সামনে পেশ করতে চাই। আমরা বিরোধিতা করছি না এইজন্য যে আমাদের দেশে বিশেষ করে কলকাতায় এই রকম একটা বিলের প্রয়োজন ছিল। যেমন তেমন করে হোক একটা বিল এসেছে। ষ্টেডিয়াম হবে, একটা কাজ হবে। কিন্তু যে যোগাযোগে ও পরিস্থিতিতে এই বিল এলো, এই পরিস্থিতিতে আপনার মারফতে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে কিছু না বলে আজকে ছেড়ে দিতে পারছিনে।

আজকে এখানে হচ্ছে কি?—বাংলাদেশে অন্ন নাই বটে, লোকের কাজ নাই বটে, কিন্তু খেলা, ক্রীড়া এবং শরীরচর্চা যাকে আমরা স্পোর্টস বলি এটা বাস্তবিকই সমস্ত জাতির মনকে পাগল করছে, মাতাল করছে। বাংলার রাস্তাঘাটে বেরুলে গলির মুখে আপনি দেখতে পাবেন ছেলেরা এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত খেলছে। আজকে এই বিলের আলোচনার মাঝখানে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে—দেশের মধ্যে একটা প্রাণের সঞ্চার। যখন পেটভরে মানুষ খেতে না পাচ্ছে তখনও মানুষ খেলছে, হাসছে, নাচছে—সরকারের নিষ্ক্রিয়তা সত্বেও। তাই যখন আপনাদের বিলটা এসেছে, রাজনীতির ভাষায় বলতে হবে, অনেক সময় সরকারের কাজ 'এ্যাট দি হেড অফ এ মুভমেন্ট' যাওয়া। দেশের কোন একটা ঘনায়মান সমস্যাকে কিম্বা একটা মুভমেন্টকে রূপ দেওয়া। আবার কখনো কখনো যেমন সরকারের এই বিলে—'দে আর এ্যাট দি টেইলস্'। অর্থাৎ কিনা দেশটা এগিয়ে গিয়েছে, সরকারের বিল এসেছে পরে। এখানেই সরকার অন্য দু-একটা বিলের সম্বন্ধে কারণ দেখিয়েছেন, যথা এনট্রি টেক্সএর। নিজের প্রয়োজনে ফর টেক্স সরকারের হাতটা যেন সহস্র হস্ত হয়ে এধারে ওধারে চারিধারে লোকের পকেট খুঁজতে বেরিয়েছে—কোথায় পয়সা থাকতে পারে। ওখানে সরকারের হয়েছে একটা 'ইনিসিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ এফার্ট' টাকা পাবার চেষ্টায়। আর এখানে আছে—দেশময় একটা জাগ্রত প্রাণ জেগে উঠেছে খেলার মধ্য দিয়ে, দেশবিদেশের খেলার খবরের মধ্য দিয়ে। আর সরকারের বিল এসেছে দেশটা অনেক এগিয়ে যাবার পরে। কাজেই এখানে সরকারের বিলটা হচ্ছে 'এ্যাট দি টেইল অফ দি ন্যাশনাল মুভমেন্ট'। তাই এই বিলের মধ্যে নূতন প্রাণটার সাক্ষাৎ নাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 'লাইক এ গ্র্যান্ডফাদার অফ দি ন্যাশন' জাতিটাকে আরো খেলা দিতে পারতেন কিন্তু এই বিলের মধ্যে তাঁর তা লক্ষ্য নয়। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন—তাঁর বক্তৃতা যখন শুনলাম—এই বিল সম্পর্কে এমন একটা জাতীয় গঠনমূলক বিল, যার মধ্য দিয়ে জাতির প্রাণকে সুসংহত করা হবে, এবং পরে যাকে রূপ দেওয়া হবে, সেই বিল সম্পর্কে ডাঃ রায় প্রথম বক্তৃতা সুরু করলেন একথা দিয়ে নয় যে ছেলেরা খেলতে চায়, খেলতে পায় না, মাঠ পায় না, অলিগলিতে খেলে, খেলবার সময় রিকস চাপা পড়ে এবং সেজন্য তাঁর বড়ই বেদনা লেগেছে। তিনি সুরু করলেন—খেলার মাঠে গোলমাল হয়, বাঙ্গালীর ছেলেরা খেলতে গিয়ে হেরে যায়, অবশ্য মন্ত্রী হিসেবে একথাও ও'র কানে যাওয়া দরকার যে বাঙ্গালীরা অন্য জায়গায় খেলতে গিয়ে হেরে যাচ্ছে, তাদের ১০ মিনিটের বেশী দম থাকে না। কিন্তু ও'র বক্তৃতার বেলায় জাতির যা প্রাণের গতি তাকে যেখানে 'এ

গ্র্যান্ডফাদার গিভিং সেপ' তা কিছু ছিলনা। 'ইট ওয়াজ অল্‌মোষ্ট এ পুলিশ বিল' দেশের প্রাণশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বিল নয়। এরদ্বারা তিনি দেশকে নিজের বল্গায় নিজের লাগামে নিতে যাচ্ছেন।

এখন অন্য কথার আগে এই বিল সম্বন্ধে দু-একটা ছোট খাট ধরণের কথা বলব। এই বিল সম্বন্ধে দু-তিনটি কথা আমার কানে লেগেছে যেটা ও'কে না বল্লে হবে না। ধরুন এই বিলটা হচ্ছে আগাগোড়া কলকাতা মিউনিসিপাল বিল জালান সাহেবের ছাঁচে। কারণ এখানে বোর্ড মানেই এক্জিকিউটিভ অফিসার, আর সুপারসেসনের ছবি, সব জায়গায়ই জালান সাহেব এসেছেন মূর্তি ধরে এই বিলের মধ্যে। সেখানে একজনের জায়গায় এখানে চারজন ডাঃ রায়ের মত মস্তিষ্কে এই রকম একটা বিল—এ আমরা আশা করিনি। তিনি একটা ধমক দিয়েছেন, টাকা আসবে না। তিনি বেছে বেছে জাঁদরেল জাঁদরেল লোকদের না দিলে টাকা উঠবে কি করে? তাঁদের উপর এতটা বিশ্বাস, তেম্নি সাধারণ মানুষ যারা তাদের উপর একটা গভীর অবিশ্বাস। আমি ও'কে জিজ্ঞাসা করছি—লোন যে চাই আগে থেকে যতই ভনিতা করে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিন, ঐ যে ষ্টেট গভর্নমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছেন—এইটে উঠিয়ে দিন দেখি? কে টাকা দেয়? যেকোন লোককে দাঁড় করিয়ে, ষ্টেট গভর্নমেন্ট গ্যারান্টি দিলে সব টাকাই উঠবে। নৈলে অমুকে তমুকে টাকা উঠবে না।

এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন—আমরা মনে মনে বিশ্বাস করি যা—পুলিস কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার দিয়ে বোর্ড হবে কিনা। অবশ্য পুলিস কমিশনার তারমধ্যে একজন থাকতে পারেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনার দাঁড় করালেই টাকা উঠবে না, লোকেরা পুলিসকে যে টাকা দেয় তা নিজের কাজের জন্য দেয়, ভয়ে টাকা দেয় না। ডাঃ রায় এতটা বুদ্ধিহীন নন যে পুলিস কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার একজনকে বোর্ডে বসিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করবেন। টাকা আদায় হবে কোথায় তা তিনি ভালোই জানেন। ডেভেলপমেন্ট করপোরেসনএ হতে পারে, লোন সেখানে, বড় বড় শিল্পপতি যারা লাখ টাকা কোটি টাকা নিয়ে খেলে তারা টাকা দেয়। স্পোর্টিংএ টাকা দেবে কারা? ভাল খেলা হবে, বিদেশ থেকে লোক এসে খেলবে, এরজন্য তারা টাকা দেবে? লোন দেবে কিসের জন্য? নাম ৪টার জন্য নয়; দেবে কেননা এখানে স্টেট গ্যারান্টি আছে বলে, উনি ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে যে ৪-৫টি লোককে দেখাচ্ছেন সে ও'রই সৃষ্টি, সত্যিকারের তাঁরা অত বড় লোক নন।

পুলিস কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার জুটিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন যে এসোসিয়েসন তার বাজেট করবার ক্ষমতা কেন হরণ করে নিলেন! একটা কথা বলেছেন, তারা ডিসকাসন করতে পারেন, সত্যি কি তাই? 'বাই স্পোর্টস এসোসিয়েসন ইলেক্‌টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ' বোর্ডে আসবে না। বোর্ডের বেলায় সকলেই হবে নমিনেটেড। এর উদ্দেশ্য কি এই যে বাজেটটা তিনি নিজের হাতে রাখতে চান? কিন্তু ও'র মনোনীত লোক যারা তাঁরা ক্রিটিসিজমএর সম্মুখীন হবেন, এটা কেন করছেন? এখন বাজেট কনসলিডেসন, ফাইনাল বাজেট যে ও'র কাছে আসবে না তা বলছি না, কিন্তু এসোসিয়েসনএর এই রাইটটা হরণ করলেন কেন? একদিক দিয়ে রাখছেন চারজন লোককে নিজের অভিমত মতন মনোনয়ন দিয়ে, আর একদিক দিয়ে নিচ্ছেন ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাই বলছি জালান সাহেবের মিউনিসিপালিটি এর মধ্যে ঢুকেছে।

সুতরাং বলছি, আসছে জিনিষটা ভালোই বাংলা দেশে ষ্টেডিয়াম একটা হবে। এরপরে হয়ত ও'র বদলে নূতন সহানুভূতিসম্পন্ন মন্ত্রীর হাতে স্পোটিং ডিপার্টমেন্টের পোর্টফলিও পড়লে আবার নূতন করে আমরা এটা গড়ে নিতে পারব। আমি এই কথাটা বলে শেষ করছি যে ও'র দৃষ্টিভঙ্গী দাদামহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। এইটে সত্যই আমরা আশা করেছিলাম যে দেশ স্বাধীন হবার পর বাঙ্গালীর ছেলেরা খেলাধুলার সর্বত্র সুযোগ পাবে। যেখানে মাঠ আছে, ময়দান আছে ফুলের গাছ সেখানে পুতবেন না, দেশের ছেলেরা সেখানে খেলবে? সেখানে তারা আপনা থেকে আসবে না, সেখানে প্রশ্ন উঠবে—ছেলেদের খেলা বন্ধ করে কি সেখানে ফুল ফোটাবেন? এবং এই রকমের এটিচুডটাই যেন এই বিলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ও'র যা দৃষ্টিভঙ্গী তাতে গ্র্যান্ডফাদার্স রুলিং এটিচুডটাই আমাদের কাছে ধরা পড়ছে। এতে বিলের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হবে?

[7-5—7-14 p.m.]

Sj. Nepal Chandra Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে আমার মত আনন্দিত বোধ হয় আর কেউ হয় নি। গত ১৯৫২ সাল থেকে সুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই স্টেডিয়ামের জন্য আমিই একমাত্র লড়াই করেছি। (বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতেঃ আহাঃ, আহাঃ)। এসেম্বলি প্রোসিডিংস খুলে দেখলে বুঝতে পারবেন, কে এর জন্য লড়াই করেছে। আমার বন্ধুরা মাঠ বোধ হয় দেখেন নি সেইজন্যই এটাকে তাঁরা একটা রাজনৈতিক চাল চালবার জন্য দেখিয়েছেন। ১৯৫২ সালে প্রথম এসেমব্লিতে এসে আমিই এই ষ্টেডিয়ামের আওয়াজ তুলেছিলাম এবং তাই এই পাঁচ বছর চেষ্টার ফলে আজকে এই ষ্টেডিয়াম বিল এসেছে। এতে সত্যই বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে এবং আমরাও সংগে সংগে ধন্য হয়েছি।

আজকে এখানে তিন দিন যাবৎ বিতর্ক চলেছে এই বিলের উপর—বিরোধী বন্ধুরাই এই বিতর্ক তুলেছেন তাঁদের সেই অধিকার আছে বলে। কিন্তু আমরা দেখছি এ'রা সত্যিকারের স্পোর্টস পলিটিকস্ করেছেন। যাঁরা স্পোর্টস পলিটিকসের সংগে একটু যোগাযোগ রেখেছেন তারা জানেন যে কিছু লোকের একটা কোটারী করা হয়েছে এই স্পোর্টিং ওয়ারলডে। সেখানে বাইরের কোন লোকের যাবার কোন অধিকার নেই। তাই যেমন আমরা ইংরাজ রাজত্বের লড়াইয়ের সময় জাপানকে সমর্থন করেছিলাম—কেন করেছি এইজন্য যে ইংরাজরা যেন আমাদের দেশ থেকে তাড়াতাড়ি দূর হয়। ঠিক তেমনি এই কোটারি ভাংগবার জন্য আমরা চেয়েছিলুম যে কোনভাবে একটা বিল নিয়ে এসে এই সমস্ত লোকদিগকে সরিয়ে দিতে।

[Loud noise and interruptions from Opposition benches.]

যারা পাবলিক মানি চুরি করছে, যারা বাংলা দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে এই রকম ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ময়দানে দাঁড় করিয়ে রাখে, তাদের আমরা সরাতে চাই। স্যার, আমি জানি কয়েক হাজার টাকার ডুপ্লিকেট টিকিট এই সমস্ত জালিয়াতরা ছাপায়। স্যার, আমি অত্যন্ত অভদ্র ভাষা ব্যবহার করছি, কারণ বাংলাদেশের লোক আজ জর্জরিত হয়ে গেছে।

Mr. Speaker:

না, না, অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবেন না।

Sj. Nepal Chandra Roy:

আজ ২০ বৎসর ধরে এই কোটারি সৃষ্টি হয়েছে, এ আপনারা জানেন। ৩ টাকার টিকিটটা ৩০ টাকায় লোকে কিনেছে, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে বাধ্য হয়ে কিনতে হয়েছে। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বলেছেন যে ডাক্তার রায় অটোক্র্যাসীতে বিশ্বাস করেন ডেমোক্র্যাসীতে বিশ্বাস করেন না। অটোক্র্যাসী হচ্ছে কি করে? এখানে আমি বলি যদি কোন ভাল কাজ করতে হয় তাহলে প্রোলিটেরিয়েট ডিক্টেটরসিপ্ আজকে এখানে দরকার। যদি তা না হয় তাহলে, স্যার, কোন দেশে ভাল কাজ হতে পারে না। কারণ এটা ডাক্তার রায়ের পক্ষে সম্ভব আজকে বাংলাদেশের ষ্টেডিয়াম করা অন্য কারো পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তিনিই জমি নিয়ে আসেন।

[Loud noise and interruptions.]

স্যার, সকলে অনেকগুলি এমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, ভালোও দিয়েছেন, মন্দও দিয়েছেন। আমি তার প্রতিবাদ করতে রাজী নই। আগে আমরা একটা জিনিষ খাড়া করি।

[At this stage the blue light was lit.]

দুই মিনিট সময় দিন, স্যার। আমরা যদি একটা ভাল জিনিষ খাড়া করতে পারি, তারপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবরকমভাবে বিবেচনা করতে পারবো—আগে এই স্টেডিয়াম হোক। আর এই ষ্টেডিয়াম বোর্ড সম্বন্ধে—যাঁরা বোর্ডে থাকবেন, তাঁদের সম্বন্ধে নানা কথাও তাঁরা বলেছেন। আমি অবশ্য এখানে তাঁদের নামগুলি জানি না, তবে শুনেছি আই, এফ, এ,র যিনি নাকি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি এর মধ্যে থাকবেন।

Mr. Speaker:

এখনো ওসব কিছু ঠিক হয় নি।

Sj. Nepal Chandra Roy:

আজকে আমরা চাচ্ছি কি? আমরা চাচ্ছি সরকারের হাতে এই ষ্টেডিয়ামের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। সেখানে যদি বাই-ইলেকসন হয় ইলেকসনে যদি সেই স্পোর্টস এসোসিয়েসনের লোক-গুলি আসে, তাহলে সেই পুরানো দাগীলোকগুলি আবার আসবে এবং তখন সরকার কোন কথাই বলতে পারবে না। সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই একথা বলবো না যে বাই-ইলেকসনে তারা আসবে এবং এসে তারা কন্ট্রোল বোর্ড তৈরী করবে। কাজেই সেখানে সরকারের তরফ থেকে লোক চাপিয়ে দেওয়া দরকার, তা না হলে আমাদের যেমন এই ষ্টেডিয়ামের বাকী পড়ে আছে, যা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তেমন বাকী পড়ে থাকবে। আজ আমাদের চোখের সামনে, নাকের ডগায় ষ্টেডিয়াম হবে। এখানে যারা এ সম্বন্ধে বলেছেন, স্যার, আমি জোর করে বলতে পারি তাঁরা কেউই মাঠের ধার দিয়ে যান না।

[Noise and interruptions.]

তাঁরা কিছুই জানেন না। তাঁরা মনুমেন্ট পর্যন্তই গেছেন, ওদিকে আর যান নি। স্যার, আমি আজকে চার বছর ধরে মেম্বার আছি কিন্তু মাঠে যাই না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যতদিন পর্যন্ত এখানে ষ্টেডিয়াম বিল না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমি মাঠে যাবো না। তাই আজকে আমার চেয়ে আনন্দিত আর কেউ হয় নি। তাই আমি সর্বান্তঃকরণে এই বিল সমর্থন করছি এবং ডাক্তার রায়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনাকে, স্যার, আমার বলবার আর কিছুই নেই। আমি কেবল ডাক্তার নারায়ণ রায়ের একটি কথার প্রতিবাদ করি। তিনি বলেছেন যে ফুটবল খেলার মাঠে যে গোলমাল হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে এই বিল আমি এনেছি কিনা? আমি তাঁকে বলবো যে আমার বাড়ীর সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফুটবল খেলা হয়, ভলিবল খেলা হয়, এমনকি মার্বেলও খেলা হয়, এবং অনেক রকমের খেলা হয়। কাজেই সেটা আমার জানা আছে। আর আমার ঐ বন্ধুটিকে [শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া] একটা কথা বলছি—

"রথ ভাবে আমি দেব,
পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব,
হাসে অন্তর্যামী।"

[হাস্যরোল]

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Calcutta Sports Bill, 1955, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-14 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 30th August, 1955, at the Assembly House, Calcutta.

Index to the

West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XII—No. 1—Twelfth Session (August—October) 1951

(The 11th, 12th, 16th, 18th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th and 26th August, 1955)

[(Q.) Stands for question.]

Absorption—

Of Food Department employees in Fisheries Department: (Q.) p. 486.

Of surplus employees of the Food Department: (Q.) p. 564.

Adjournment Motions:

Notice of— pp. 22, 579-80.

Adult Education Centres in the State: (Q.) p. 430.

Agricultural indebtedness in the State: (Q.) p. 21.

Amalgamation—

Of Cadres of Overseers and Estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service: (Q.) p. 577.

Application—

For leave of absence: p. 51.

Appointment—

Of teachers to relieve educated unemployment in the State: (Q.) pp. 72-74.

Of teachers under "Special Cadre" Scheme in Malda district: (Q.) p. 347.

Of teachers under "Special Cadre" Scheme to relieve educated unemployment: (Q.) pp. 86-89.

Arrangement—

For physical training in schools and colleges. (Q.) pp. 60-62.

B. C. Vaccination—

In Burdwan district: (Q.) p. 135.

Baguli, Sj. Haripada—

Forestry in Sagar and Kakdwip police-stations: (Q.) p. 413.

Primary and Junior Basic Schools under the 24-Parganas District School Board: (Q.) p. 67.

Repair of embankments in Kakdwip, Sagar and Mathurapur police-stations in 1954-55: (Q.) p. 487.

"The Weekly West Bengal", "Basundhara" and other journals of the State Government: (Q.) p. 178.

Bally Municipal Waterworks Scheme: (Q.) p. 123.

Bandopadhyay, Sj. Khagendra Nath—

Non-official resolutions: pp. 261, 263-264.

Bandopadhyay, Sj. Tarapada—

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955: pp. 531-32.

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 42 47.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 376-78.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 298, 301-302.

Development of roads within Ketugram police-station, Burdwan district: (Q.) p. 171.

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 35-36, 37.

Non-official resolutions: pp. 635-36.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 92-94.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 518, 520, 527-28.

Banerjee, Sj. Biren—

Bally Municipal Waterworks Scheme: (Q.) p. 123.

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 603-604, 605.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: p. 372.

Cancellation of statutory leave of workers by several jute mills: (Q.) p. 367.

Closure of a number of depots by Messrs. Allen Berry and Co.: pp. 362-63.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 298, 308, 309, 319-21.

Collection of information about the facilities of the teachers and students of schools in the State: (Q.) p. 349.

Non-official resolutions: pp. 629-30.

Point of privilege: pp. 532-33.

Banerjee, Dr. Srikumar—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 542-45.

Non-official resolutions: pp. 271-73.

Banerjee, Sj. Subodh—

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 42-44.

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 540-42, 605, 606-607, 611, 614-15, 644, 645, 546, 647-48, 654, 655-56, 660.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 380-82.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 307, 308, 309, 310-11.

Extension of service of officers and Professors of the Calcutta University: (Q.) p. 132.

Measures against forcible eviction of Bargadars in Jaynagar and other police-stations of Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 249.

Non-official resolutions: pp. 262, 273-76, 633-35.

Point of order: pp. 151-53.

Point of privilege: pp. 148-49.

The Sadars and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 103, 104-105.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955: pp. 234-35.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 523-24.

Bargadars of Sunderban areas: (Q.) p. 246.

Basu, Sj. Ajit Kumar—

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in each district: (Q.) p. 16.

Implementation of Minimum Wages Act, 1948, in the case of agricultural labour: (Q.) p. 355.

Protection of Dhulian town against erosion of the Ganga: (Q.) p. 246.

Representations from the Kisan Sabha in respect of the Working Bhagchas Conciliation Boards: (Q.) p. 251.

Requirement and supply of fish in Calcutta: (Q.) p. 484.

Basu, Sj. Amarendra Nath—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 594-95.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 389-91.

Rise in price of flour and atta: (Q.) p. 565.

Basu, Sj. Jyoti—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 371-76.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 298.

Non-official resolutions: pp. 262, 266-70.

Notice of an adjournment motion: pp. 579-80.

Point of information: pp. 26, 29, 369.

Point of privilege: p. 599.

Traffic jam at Howrah: p. 612.

Basu, The Hon'ble Satyendra Kumar—

Bargadars of Sunderban areas: (Q.) p. 247.

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 39, 40, 41, 45, 48.

The Bengal Tenancy (Amendment) Ordinance, 1955: p. 30.

Bhagchas Conciliation Boards in 24-Parganas: (Q.) p. 258.

Cases filed before the Subdivisional Officer, Tamluk, under West Bengal Bargadars (Amendment) Ordinance, 1954: (Q.) p. 256.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 297-98, 305-306, 321-22, 331, 342-43.

The Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955: pp. 89, 90, 91.

Demands for Grants (Excess Expenditure) Land Revenue: p. 231.

Demand for Grants (Excess Expenditure) Registration: p. 231.

Ejectment of Share-Croppers (Bhagchasis) in Garbeta and Salbani police-stations: (Q.) p. 258.

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 30, 31, 36-37, 38.

Measures against forcible eviction of Bargadars in Jaynagar and other police-stations of Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 250.

Recording of rights of tenants under "Sanju" system of tenancy in the district of Midnapore: (Q.) p. 249.

Representations from the Kisan Sabha in respect of the Working Bhagchas Conciliation Boards: (Q.) p. 251.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 513-14, 521-22, 525, 526-27, 529, 530-31.

The West Bengal Land Development Planning (Amendment) Ordinance, 1955: p. 30.

Beggars and homeless vagrants in the State: (Q.) p. 577.

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Ordinance, 1955: p. 30.

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955: pp. 531-32.

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 39-48.

The Bengal Tenancy (Amendment) Ordinance, 1955: p. 30.

Bera, Sj. Sasabindu—

Point of order: pp. 153-55.

Prospecting of minerals within Shampur police-station, Howrah: (Q.) p. 508.

Bhagawanpur A. G. Hospital, Contai: (Q.) p. 134.

Bhagchas Conciliation Boards in 24-Parganas: (Q.) p. 258.

Bhattacharjya, Sj. Mrigendra—

Appointment of teachers under "Special Cadre" Scheme to relieve educated unemployment: (Q.) p. 86.

Construction of boro bundhs on the Bangsabati and Kanki rivers within Daspur and Ghatal police-stations, Midnapore: (Q.) p. 17.

Bhattacharjya, Sj. Mrigendra—concld.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans: (Q.) p. 17.

Failure of crops in Daspur police-station, Midnapore: (Q.) p. 21.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: p. 112.

Upper and lower primary schools of Midnapore district: (Q.) p. 130.

Bhattacharya, Dr. Kanailal—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538, 589-90, 600, 605, 607-608, 614, 645, 646, 648-49, 663, 664, 665.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 387-88, 437, 443, 453.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 308, 309, 318-19, 334-35.

Filling up of the post of Deputy Director of Fire Services, West Bengal: (Q.) p. 242.

Non-official resolutions: p. 642.

Notice regarding adjournment motion: p. 22.

Primary teachers appointed under "Special Cadre, 1954", in Howrah district: (Q.) p. 74.

Reports of the Committee on Public Accounts: (Q.) pp. 225-27.

Upper primary schools under the Midnapore District School Board: (Q.) p. 132.

Bill(s)—

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment)—, 1955: pp. 531-32.

The Bengal Tenancy (Amendment)—, 1955: pp. 39-48.

The Calcutta Sports—, 1955: pp. 533-45, 581-618, 644-69.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment)—, 1955: pp. 369-404, 436-78.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment)—, 1955: pp. 297-344.

The Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment)—, 1955: pp. 89-92.

The Indian Evidence (West Bengal Amendment)—, 1955: pp. 30-32, 34-39.

Presentation of the Report of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms—, 1955: p. 149.

The Sadar and Subdivisional Hospitals—, 1955: pp. 92-114.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51)—, 1955: pp. 233-36.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment)—, 1955: pp. 513-31.

Bose, Dr. Atindra Nath—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538, 661, 662.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 468-69.

Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta: (Q.) p. 426.

Non-official resolutions: pp. 262, 283-85.

Publication of the magazine of the Barasat Government Intermediate College. (Q.) p. 483.

Settlement of refugees in Andaman Islands: (Q.) pp. 408-409.

Transfer of affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Education, Ajmere: p. 64.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 520, 522.

Bose, The Hon'ble Pannalal—

Adult Education Centres in the State: (Q.) pp. 430-32.

Appointment of teachers to relieve educated unemployment in the State: (Q.) p. 72.

Appointment of teachers under Special Cadre Scheme in Malda district: (Q.) p. 347.

Appointment of teachers under Special Cadre Scheme to relieve educated unemployment: (Q.) p. 86.

Arrangement for physical training in schools and colleges: (Q.) p. 61.

Canning Girls' School: (Q.) p. 365.

Bose, The Hon'ble Pannalal—concld.

Collection of information about the activities of the teachers and students of schools in the State: (Q.) p. 349.

Condition of service of Special Cadre teachers: (Q.) p. 366.

Daspara Free Primary School, Domjur, Howrah: (Q.) p. 480.

Directions from Government to all secondary schools of Midnapore district for submission of detailed reports on students' strikes since 1947: (Q.) p. 350.

Extension of service of officers and professors of the Calcutta University: (Q.) p. 132.

Financial assistance to the Netaji Mahavidhyalaya (College), Arambagh: p. 139.

Formation of governing bodies of colleges: (Q.) p. 429.

Introduction of free and compulsory primary education in the State: (Q.) pp. 352-53.

Irregular payment of salaries of the primary school teachers of Midnapore: (Q.) p. 64.

Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta: (Q.) pp. 427-28.

National Cadet Corps: (Q.) p. 142.

Non-payment of salaries of the primary school teachers of Howrah: (Q.) p. 426.

Number of colleges, high schools and primary schools in the State: (Q.) p. 62.

Number of primary schools, primary school teachers and special cadre teachers within Arambagh subdivision: (Q.) p. 140.

Opening of free primary schools in Chhatna constituency in Bankura district: (Q.) p. 354.

Pay of primary school teachers under Special Cadre Scheme: (Q.) p. 348.

Payment of stipend in lieu of pay to teachers under Midnapore District School Board: (Q.) p. 66.

Percentage of literates within Keshpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 129.

Primary and junior basic schools under the 24-Parganas District School Board: (Q.) p. 67.

Primary teachers appointed under "Special Cadre, 1954", in Howrah district: (Q.) p. 74.

Procedure for appointment of assistant headmasters in Government high schools: (Q.) p. 479.

Proposal for conversion of all primary schools of Bankura district into free ones: (Q.) p. 86.

Publication of the magazine of the Barasat Government Intermediate College: (Q.) p. 483.

Realisation of education tax during the last five years: (Q.) pp. 351-52.

Reconstitution of the Board of Wakfs, West Bengal: (Q.) p. 425.

Recruitment of special cadre teachers in Murshidabad district: (Q.) p. 66.

Secondary Education Enquiry Commission, West Bengal: (Q.) p. 65.

Selection of site of primary schools in Midnapore district: (Q.) pp. 76-79.

Special financial assistance to schools having majority of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes: (Q.) p. 144.

Status of the primary school teachers who have passed the Matriculation Examination in one subject: (Q.) p. 354.

Stipends and scholarships to Scheduled Caste students during 1951 to 1953: p. 85.

Transfer of affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Education, Ajmere: p. 65.

Upper primary schools under the Midnapore District School Board: (Q.) p. 132.

Uniformity of pay scales of primary school teachers: (Q.) p. 72.

Upper and lower primary schools of Midnapore district: (Q.) p. 130.

Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 533-45, 581-618, 644-69.

Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 369-404, 436-78.

Cancellation—

Of statutory leave of workers by several jute mills: (Q.) p. 367.

Canning Girls' School: (Q.) p. 365.

Cases—

Filed before the Subdivisional Officer, Tamluk, under West Bengal *Bargadars* (Amendment) Ordinance, 1954: (Q.) p. 255.

Chakrabarty, Sj. Ambica—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955. pp. 371, 372, 398-400, 437, 441, 453.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 307, 309, 339-41.

Construction of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing the local bustee-dwellers affected by fire in 1953: (Q.) pp. 504, 506.

Drive against adulteration of foodstuffs in the State: (Q.) p. 498.

Non-official resolutions: pp. 641-42.

Procession of refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta, on 18th November, 1954: (Q.) p. 405.

Statistics of urban unemployment in the State: (Q.) p. 80.

Vigilance parties in Calcutta: (Q.) p. 183.

Chatterjee, Sj. Bejoy Lal—

Non-official resolutions: pp. 278-79.

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 590-94, 600, 601, 605, 606, 608-609, 611-12, 613-14, 644, 645, 646.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 442, 453, 455-58.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 308, 316-17, 331-33.

Discussion on the reports of the Committee of Public Accounts: pp. 159-70.

Non-official resolutions: p. 642.

Point of information: p. 28.

Point of order: p. 32.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 95-100, 106-107.

Chatterjee, Sj. Rakhahari—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: 458-61.

Non-official resolutions: pp. 627-28.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 92, 94-95, 109.

Chatterjee, Sj. Satyendra Prasanna—

Non-official resolutions: pp. 282-83.

Chattopadhyaya, Sj. Ratanmoni—

The Calcutta Sports Bill, 1955:' pp. 587-89.

Chaudhury, Sj. Jnanendra Kumar—

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 42, 43.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 437, 441, 453.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 308, 321.

The Cooch Behar (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1955: p. 90.

Excess expenditure for the year 1950-51: p. 232.

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 34-35, 37.

Non-official resolutions: pp. 262, 279-81.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 102, 103, 104.

Choudhury, Sj. Subodh—

Absorption of surplus employees in the Food Department: (Q.) p. 564.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 113-14.

Chowdhury, Sj. Binoy Krishna—

Contracts given in the Community Development Blocks: (Q.) p. 549.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 112-13.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 516-17, 528-29.

Cinchona industry at Mungpoo: (Q.) p. 555.

Closure—

Of a number of depots by Messrs. Allen Berry and Co.: (Q.) pp. 362-63.

Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 297-344.

Collapse—

Of houses and lands within Kulti police-station, Asansol: (Q.) p. 10.

Collection—

Of information about the activities of the teachers and students of schools in the State: (Q.) p. 349.

Of motor vehicles tax and distribution of the same to municipalities: (Q.) p. 197.

Collective fines—

Realised from Arambagh subdivision during 1942: (Q.) p. 573.

Condition—

Of service of special cadre teachers: (Q.) p. 365.

Construction—

Of *boro* bundhs on the Kangsabati and Kanki rivers within Daspur and Ghatal police-stations, Midnapore: (Q.) p. 17.

Of a Maternity and Child Welfare Centre at Nimtita, Murshidabad: (Q.) p. 118.

Of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing the local bustee-dwellers affected by fire in 1953: (Q.) pp. 504, 506.

Of tenements under Industrial Housing Scheme: (Q.) pp. 53-55.

Of a waiting room at Canning Motor Launch Ferry Ghat: (Q.) p. 555.

Contracts—

Given in the Community Development Blocks: (Q.) p. 549.

Cooch Behar (Assimilation of State Laws) (Amendment) Bill, 1955: pp. 89-92.

Cottage industries in Murshidabad district: (Q.) p. 237.

Dal, Sj. Amulya Charan—

Directions from Government to all secondary schools of Midnapore district for submission of detailed reports on students' strikes since 1947: (Q.) p. 350.

National Cadet Corps: (Q.) p. 142.

Refugee colonies within Midnapore district: (Q.) p. 412.

Village Defence Party: (Q.) p. 571.

Dalui, Sj. Nagendra—

Number of persons engaged in cottage industries: (Q.) p. 238.

Repair of different khals in Midnapore district: (Q.) p. 419.

Das, Sj. Natendra Nath—

Rate of bus fare in different bus routes of Contai subdivision: (Q.) p. 569.

Rehabilitation schemes for Nangi-Batanagar refugees: (Q.) p. 409.

Das, Sj. Raipada—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 595-96.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 392-93.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 529, 503.

Das, Sj. Sudhir Chandra—

Bhagawanpur A. G. Hospital, Contai: (Q.) p. 134.

Cases filed before the Subdivisional Officer, Tamluk, under West Bengal Bargadars (Amendment) Ordinance, 1954: (Q.) p. 255.

Court of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 333-34.

Delay in payment of wages in test relief works within Contai subdivision: (Q.) p. 564.

Irregular payment of salaries of the primary school teachers of Midnapore: (Q.) p. 64.

Orissa Coast Canal, Contai, Midnapore: (Q.) p. 244.

Rise in price of paddy and rice in drought-affected area: (Q.) p. 13.

Rise in price of rice and paddy in Contai subdivision: (Q.) p. 565.

River dacoities in the Hooghly river within the jurisdiction of Midnapore district: (Q.) p. 185.

Selection of site of primary schools in Midnapore district: (Q.) p. 75.

Tube-wells in Contai subdivision: (Q.) p. 120.

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath—

Amalgamation of cadres of overseers and estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service: (Q.) p. 577.

Development of roads within Ketugram police-station, Burdwan district: (Q.) p. 171.

Lease of Sadar Ghat Ferry over the Damodar at Burdwan: (Q.) p. 172.

Daspara Free Primary School, Domjur, Howrah: (Q.) p. 480.

Delay—

In payment of wages in test relief works within Contai subdivision: (Q.) p. 564.

Demands for Grants—

(Excess expenditure for the year 1950-51).
"Forest": p. 231.

"Land Revenue": p. 231.

"Medical": p. 231.

"57—Miscellaneous—Expenditure on displaced persons": p. 232.

"Registration": p. 231.

"55—Superannuation allowances and pensions": p. 232.

Desirability—

Of expressing sympathy for Goa satyagrahis fallen dead: pp. 2-3.

Destruction—

Of crops within Sonarpur and Bhangar police-stations by sewer water of the drainage canal of Calcutta Corporation: (Q.) p. 6.

Development—

Of roads within Ketugram police-station, Burdwan district: (Q.) p. 171.

Dey, Sj. Tarapada—

Amalgamation of cadres of overseers and estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service: (Q.) p. 577.

Appointment of teachers to relieve educated unemployment in the State: (Q.) p. 72.

Cottage industries in Murshidabad district: (Q.) p. 237.

Daspara Free Primary School, Domjur, Howrah: (Q.) p. 480.

Filling up of permanent posts of overseer-estimators under Irrigation Department: (Q.) p. 488.

Kanchrapara T.B. Hospital: (Q.) pp. 490-91.

Different products—

Of Government forests in Sunderbans Divisions: (Q.) p. 416.

Digging—

Of wells for removal of untouchability in Gopiballavpur police-station: (Q.) p. 200.

Directions—

From Government to all secondary schools of Midnapore district for submission of detailed reports on students' strikes since 1947. (Q.) p. 350.

Discharge—

Of surplus employees of Food Department allotted to Agriculture Department: (Q.) p. 575.

Dismissal—

Of workmen by Messrs. Albert David and Co.: (Q.) p. 363.

Dispute—

Between the workers and the management of the Bengal Lamp Co., Ltd.: (Q.) p. 364.

Distress—

Among the agricultural labourers within Jhargram and Sadar subdivisions of Midnapore district: (Q.) p. 558.

Distribution—

Of agricultural and cattle-purchase loans: (Q.) p. 17.

Of agricultural and cattle-purchase loans in each district: (Q.) p. 16.

Of agricultural and cattle-purchase loans in Jhargram and Midnapore police-stations in 1954: (Q.) pp. 4-5.

Divisions: pp. 306, 323-30, 343, 403-404, 446-49, 449-53, 454-55, 477-78, 601-603, 616-17, 632.

Drive—

Against adulteration of foodstuffs in Calcutta and Howrah: (Q.) p. 500.

Against adulteration of foodstuffs in the State: (Q.) p. 498.

Against anti-social elements in Calcutta: (Q.) p. 177.

Against spurious drugs in Calcutta and Howrah: (Q.) p. 502.

Dutta, Sj. Probodh—

Establishment of T.B. Clinics in the rural areas of Bankura district: (Q.) p. 117.

Opening of free primary schools in Chhatna Constituency in Bankura district: (Q.) p. 354.

Preventive measures against spread of diseases in the Bankura district: (Q.) p. 133.

Proposal for conversion of all primary schools of Bankura district into free ones: (Q.) p. 86.

Scarcity of fuel wood in the rural areas of Bankura district: (Q.) p. 415.

Suspension of realisation of loans in Chhatna Constituency: (Q.) p. 22.

Education—

Facilities for tribal people in the State: (Q.) p. 188.

Ejectment—

Of share-croppers (Bhagchasis) in Garbeta and Salbani police-stations: (Q.) p. 258.

Employees' State Insurance Scheme: (Q.) p. 357.

Enquiry about questions: p. 89.

Establishment—

Of T.B. Clinics in the rural areas of Bankura district: (Q.) p.

Excess—

Expenditure for the year 1950-51: pp. 150-51, 231-33.

Expenditure—

On account of travelling allowance, etc., of Secretaries, Deputy Secretaries and others: (Q.) pp. 547-48.

Under different heads for tribal welfare in the State: (Q.) p. 192.

INDEX.

Extension—

Of service of officers and professors of the Calcutta University: (Q.) p. 132.

Failure—

Of crops in Daspur police-station, Midnapore: (Q.) p. 21.

Filling up—

Of permanent posts of Overseer-Estimators under Irrigation Department: (Q.) p. 488.

Of the post of Deputy Director of Fire Services, West Bengal: (Q.) p. 242.

Financial—

Assistance to the Netaji Mahavidhyalaya (College), Arambagh: p. 139.

Fixation—

Of rate of motor transport fare in Malda district: (Q.) p. 575.

Floods—

Of Keleghai river in Midnapore district: (Q.) p. 246.

Forecast—

Of production of foodgrains in the State in 1954-55: (Q.) p. 21.

Forestry—

In Sagar and Kakdwip police-stations: (Q.) p. 413.

Formation—

Of Governing Bodies of colleges: (Q.) p. 429.

Of Works Committees in different industries: (Q.) p. 366.

Gahatraj, Sj. Dalbahadur Singh—

Non-official resolutions: pp. 288-89.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar—

Bargadars of Sunderban areas: (Q.) p. 246.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 471-72.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: p. 526.

Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan—

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 47-48.

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538, 581-83.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 462-63.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 300-301, 307, 308, 311-13, 341-42.

Non-official resolutions: pp. 624-26.

Point of Privilege: p. 205.

Ghosh, Sj. Ganesh—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 584-87, 600, 605, 607, 611, 612-13, 658-59 661-62, 663.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 393-95, 437 453.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 298 300, 308, 309, 317-18.

Dismissal of workmen by Messrs. Albert David and Co.: (Q.) p. 363.

Expenditure on account of travelling allowance, etc., of Secretaries, Deputy Secre taries and others: (Q.) pp. 547-48.

Number of colleges, high schools and primary schools in the State: (Q.) p. 62.

Point of Order: p. 297.

Procedure for appointment of Assistant Headmasters in Government High School (Q.) p. 479.

Purchase of stores for West Bengal Fire Services: (Q.) p. 254.

Secondary Education Enquiry Commission, West Bengal: (Q.) p. 65.

Ghosh, Sj. Ganesh—concld.

Service conditions of the West Bengal Fire Service personnel: (Q.) p. 239.

Surplus personnel of Food Department: (Q.) p. 561.

Ghosh, Dr. Jatish (Ghatal)—

Mobilisation of National Volunteer Force for attending to dock work during dock strike: (Q.) p. 578.

Publication of advertisements regarding Kalyani township in the "Searchlight" of Bihar: (Q.) p. 579.

Suspension of realisation of loans in Ghatal subdivision of Midnapore district and Goghat thana of Hooghly district: (Q.) p. 13.

Ghosh, Sj. Narendra Nath—

Financial assistance to the Netaji Mahavidhyalaya (College), Arambagh: p. 139.

Number of primary schools, primary school teachers and special cadre teachers within Arambagh subdivision: (Q.) p. 140.

Tube-wells sunk in different unions under Goghat police-station, Hooghly: (Q.) p. 119.

Ghosh, Sj. Tarun Kanti—

Construction of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing the local bustee-dwellers affected by fire in 1953: (Q.) pp. 504, 506.

Contracts given in the Community Development Blocks: (Q.) pp. 549-54.

Permanent improvement of Sunderban areas: (Q.) p. 503.

Ghosh Maulik, Sj. Satyendra Chandra—

Mobilisation of National Volunteer Force for attending to dock work during dock strike: (Q.) p. 578.

Village Defence Party: (Q.) p. 571.

Goa Satyagrahis—

Shooting on—: p. 117.

Gupta, Sj. Jogesh Chandra—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 384-85, 465-66.

Non-official resolutions: pp. 270-71.

Haldar, Sj. Nalini Kanta—

Different products of Government forests in Sunderbans Division: (Q.) p. 416.

Handloom products—

Of Uttar Pradesh and Madras in West Bengal market: (Q.) p. 195.

Hansda, Sj. Jagatpati—

Digging of wells for removal of untouchability in Gopiballavpur police-station: (Q.) p. 200.

Education facilities for tribal people in the State: (Q.) p. 188.

Expenditure under different heads for tribal welfare in the State: (Q.) p. 192.

Upliftment of Scheduled Tribes within Jhargram subdivision: (Q.) p. 189.

Hazra, Sj. Monoranjan—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 603, 611, 613, 645.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 472.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 335-36.

Lock-out of Katalguri Tea Estate, Dooars, Jalpaiguri: (Q.) p. 51.

Non-official resolutions: pp. 626-27.

Omnibus Tribunal for Cotton Textile Industry in the State: (Q.) p. 85.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 518-19, 525-26, 529-30.

Implementation—

Of Employees' State Insurance Scheme in the State: (Q.) pp. 55-60.

Of Minimum Wages Act, 1948, in the case of agricultural labour: (Q.) p. 355.

Of the Minimum Wages Act, 1948, in the State: (Q.) pp. 356-57.

Inclusion—

Of irrigation schemes for Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations in the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 554.

Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955—

The—: pp. 30-32, 34-39.

Introduction—

Of free and Compulsory primary education in the State: (Q.) p. 352.

Irregular payment—

Of salaries of the primary school teachers of Midnapore: (Q.) p. 64.

Irrigation—

Schemes within Nayagram, Sankrail and Gopiballavpur police-stations: (Q.) p. 420.

Issue—

Of permits for motor vehicles on certain routes of Malda district: (Q.) p. 570.

Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah: (Q.) p. 548.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das—

Filling up of the post of Deputy Director of Fire Services, West Bengal: (Q.) p. 242.
Purchase of stores for West Bengal Fire Services: (Q.) p. 254.
Service conditions of the West Bengal Fire Service personnel: (Q.) p. 239.

Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta: (Q.) p. 426.

Joarder, Sj. Jyotish—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 378-80, 437, 439-40.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 298, 302-304, 308, 314-16.

Non-official resolutions: pp. 286-88.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 515-16, 518, 519-20, 523-24, 525.

Kanchrapara T.B. Hospital: (Q.) pp. 490-91.

Kanksa Camp in Asansol subdivision: (Q.) p. 407.

Kar, Sj. Dhananjoy—

Inclusion of irrigation schemes for Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations in the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 554.

Irrigation schemes within Nayagram, Sankrail and Gopiballavpur police-stations: (Q.) p. 420.

Number of Adibasi teachers within Gopiballavpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 202.

Scheme for construction of embankments within Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations: (Q.) p. 423.

Small irrigation schemes within Sankrail, Gopiballavpur and Nayagram thanas, Midnapore: (Q.) p. 578.

Karan, Sj. Koustuv Kanti—

Non-official resolutions: pp. 639-41.

Khan, Sj. Madan Mohon—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538, 583-84, 600, 665.
The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: p. 437.
Number of motor vehicles in the State in 1952-53: (Q.) p. 181.
Protection of cottage industries in the State: (Q.) p. 204.

Kuar, Sj. Gangapada—

Agricultural indebtedness in the State: (Q.) p. 21.

Beggars and homeless vagrants in the State: (Q.) p. 577.

Special financial assistance to schools having majority of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes: (Q.) p. 144.

Suspension of collection of loans in Midnapore district: (Q.) p. 11.

Staff of the Agriculture Directorate: (Q.) p. 567.

Stamp vendors in the State: (Q.) p. 547.

Laying—

Of Amendments to the Motor Vehicles Rules, 1940: p. 30.

Lease—

Of Sadar Ghat Ferry over the Damodar at Burdwan: (Q.) p. 172.

Lock-out—

Of Katalguri Tea Estate, Dooars, Jalpaiguri: (Q.) pp. 51-53.

Loss—

Of lives of labourers of Tundoo Tea Estates of Jalpaiguri in the North Bengal Flood of 1954: (Q.) p. 14.

Lutfal Hoque, Janab—

Construction of a Maternity and Child Welfare Centre at Nimtita, Murshidabad: (Q.) p. 118.

Reconstitution of the Board of Wakfs, West Bengal: (Q.) p. 424.

Mahapatra, Sj. Balailal Das—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 397-98, 438, 443-44, 453-54.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: p. 520.

Majhi, Sj. Nishapati—

Non-official resolutions: pp. 285-86.

Mazumdar, Sj. Jagannath—

Non-official resolutions: pp. 276-78.

Measures—

Against forcible eviction of Bargadars in Jaynagar and other police-stations of Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 249.

Medical—

Aids to refugee T.B. patients in the State: (Q.) p. 410.

Messages—

From the West Bengal Legislative Council: p. 148.

From the West Bengal Legislative Council: p. 260.

Misra, Sj. Sowrindra Mohan—

Cinchona industry at Mungpoo: (Q.) p. 556.

Prospecting of minerals within Shampur police-station, Howrah: (Q.) p. 509.

Missing—

Of one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, from the custody of Hastings police: (Q.) p. 176.

Mitra, Sj. Sankar Prasad—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 609, 660.

Mobilisation—

Of National Volunteer Force for attending to dock work during dock strike: (Q.) p. 578.

Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada—

Cancellation of statutory leave of workers by several jute mills: (Q.) p. 367.

Closure of a number of depots by Messrs. Allen Berry and Co.: (Q.) p. 363.

Construction of tenements under Industrial Housing Scheme: (Q.) p. 53.

Dismissal of workmen by Messrs. Albert David and Co.: (Q.) p. 364.

Dispute between the workers and the management of the Bengal Lamp Co., Ltd.: (Q.) p. 365.

Employees' State Insurance Scheme: (Q.) pp. 358-59.

Formation of Works Committees in different industries: (Q.) pp. 366-67.

Implementation of Employees' State Insurance Scheme in the State: (Q.) p. 55.

Implementation of Minimum Wages Act, 1948, in the case of agricultural labour: (Q.) p. 355.

Implementation of the Minimum Wages Act, 1948, in the State: (Q.) p. 357.

Lock-out of Katalguri Tea Estate, Dooars, Jalpaiguri: (Q.) p. 51.

Non-official resolutions: pp. 630-32.

Omnibus Tribunal for Cotton Textile Industry in the State: (Q.) p. 85.

Statistics of Urban unemployment in the State: (Q.) p. 80.

Unemployment among Engineers in the State: (Q.) p. 368.

Mukharji, The Hon'ble Dr. Amulyadhan—

B.C.G. Vaccination in Burdwan district: (Q.) p. 135.

Bally Municipal Waterworks Scheme: (Q.) p. 123.

Bhagawanpur A. G. Hospital, Contai: (Q.) p. 134.

Construction of a Maternity and Child Welfare Centre at Nimtita, Murshidabad: (Q.) p. 118.

Demands for Grants (Excess Expenditure, 1950-51)—Medical: p. 231.

Drive against adulteration of foodstuff in Calcutta and Howrah: (Q.) pp. 500-501.

Drive against adulteration of foodstuff in the State: (Q.) p. 498.

Drive against spurious drugs in Calcutta and Howrah: (Q.) p. 502.

Establishment of T.B. Clinics in the rural areas of Bankura district: (Q.) p. 117.

Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah: (Q.) p. 548.

Kanchrapara T.B. Hospital: (Q.) p. 491.

Preventive measures against spread of diseases in the Bankura district: (Q.) p. 133.

Proposed establishment of a Sanskrit University in the State: (Q.) p. 133.

Revision of pay scales and other facilities of Health Assistants: (Q.) p. 490.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 92, 100-102, 103, 104, 107-108, 110-11, 114.

Scheme for giving medical aids to T.B. patients: (Q.) p. 493.

Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital), Calcutta: (Q.) pp. 494-97.

Small-pox epidemic in Kharagpur town: (Q.) pp. 125, 138.

Tube-wells in Contai subdivision: (Q.) p. 120.

Tube-wells sunk in different unions under Goghat police-station, Hooghly: (Q.) p. 119.

Mukherjee, Sj. Ananda Gopal—

Non-official resolutions: pp. 264-66.

Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar—

Filling up of permanent posts of Overseer-Estimators under Irrigation Department: (Q.) p. 489.

Floods of Keleghai river in Midnapore district: (Q.) p. 246.

Inclusion of irrigation schemes for Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations in the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 554.

Irrigation schemes within Nayagram, Sankrail and Gopiballavpur police-stations: (Q.) p. 421.

Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar—concld.

Orissa Coast Canal, Contai, Midnapore: (Q.) p. 244.

Protection of Dhulian town against erosion of the Ganga: (Q.) p. 246.

Repair of different khals in Midnapore district: (Q.) pp. 419-20.

Repair of embankments in Kakdwip, Sagar and Mathurapur police-stations in 1954-55: (Q.) p. 488.

Sluice gate in Uttarbhag-Dabu khal, 24-Parganas: (Q.) p. 489.

Statement about the North Bengal Flood: pp. 434-36.

Mukherji, Sj. Bankim—

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: p. 46.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 472-74.

Point of information: pp. 23-24.

Point of order: p. 156.

Point of privilege: p. 148.

Reports of the Committee on Public Accounts: (Q.) pp. 210-25.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955: pp. 233-34.

Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi—

Kanksa Camp in Asansol subdivision: (Q.) p. 408.

Relief to refugee students of primary schools under Bongaon Municipality: (Q.) pp. 409-10.

Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 645, 649.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 437, 442, 463-65.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 308, 313-14.

Construction of tenements under Industrial Housing Scheme: (Q.) p. 53.

West Bengal Financial Corporation: (Q.) p. 509.

Yield of food crops in the State: (Q.) p. 576.

Murarka, Sj. Basanta Lall—

Non-official resolutions: p. 286.

Naskar, Sj. Gangadhar—

Destruction of crops within Sonarpur and Bhangar police-stations by sewer water of the drainage canal of Calcutta Corporation: (Q.) p. 6.

Naskar, The Hon'ble Hem Chandra—

Absorption of Food Department employees in Fisheries Department: (Q.) p. 486.

Demand for Grant (Excess Expenditure)—Forest: p. 231.

Different products of Government forests in Sunderbans Division: (Q.) pp. 416-17.

Forestry in Sagar and Kakdwip police-stations: (Q.) p. 413.

Requirement and supply of fish in Calcutta: (Q.) p. 484.

Scarcity of fuel wood in the rural areas of Bankura district: (Q.) p. 415.

National Cadet Corps: (Q.) p. 142.

Non-official resolutions: pp. 261-96, 621-44.

Non-payment—

Of salaries of the primary school teachers of Howrah: (Q.) p. 426.

Number—

Of Adibasi teachers within Gopiballavpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 202.

Of colleges, high schools and primary schools in the State: (Q.) pp. 62-63.

Of motor vehicles in the State in 1952-53: (Q.) p. 181.

Of Multi-purpose Co-operative Societies in the State: (Q.) p. 8.

Number—

Of persons engaged in cottage industries: (Q.) p. 238.

Of primary schools, primary school teachers and special cadre teachers within Arambagh subdivision: (Q.) p. 140.

Of Transport employees retrenched and arrested during October, 1953: (Q.) p. 187.

Obituary References—

To the deaths of Sj. Patiram Roy, Janab Khwaja Nasurullah and Mr. Albert Einstein: pp. 1-2.

Omnibus Tribunal—

For Cotton Textile Industry in the State: (Q.) p. 85.

Opening—

Of free primary schools in Chhatna Constituency in Bankura district: (Q.) p. 354.

Ordinance(s)—

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment)—, 1955: p. 30.

The Bengal Tenancy (Amendment)—, 1955: p. 30.

Laying of—: p. 30.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment)—, 1955: p. 30.

Orissa Coast Canal—

Contai, Midnapore: (Q.) p. 244.

Pal, Dr. Radha Krishna—

Non-official resolutions: pp. 281-82.

Panda, Sj. Rameswar—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 388-89.

Panel of Chairmen: p. 4.

Panigrahi, Sj. Basanta Kumar—

Arrangement for physical training in schools and colleges: (Q.) p. 60.

Panja, The Hon'ble Jadabendra Nath—

Cottage industries in Murshidabad district: (Q.) p. 237.

Handloom products of Uttar Pradesh and Madras in West Bengal market: (Q.) p. 195.

Number of persons engaged in cottage industries: (Q.) p. 238.

Protection of cottage industries in the State: (Q.) p. 204.

West Bengal Government Emporium for exhibition and sale of cottage industry products outside the State: (Q.) p. 194.

Pay—

Of primary school teachers under "Special Cadre" Scheme: (Q.) p. 348.

Of stipend in lieu of pay to teachers under Midnapore District School Board: (Q.) p. 65.

Percentage—

Of literates within Keshpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 129.

Permanent improvement—

Of Sunderban areas: (Q.) p. 503.

Petitions—

Regarding Land Reforms Bill: p. 580.

Point of information: pp. 23-29, 369, 619.

Point of Order: pp. 32-33, 151-57, 297.

Point of Privilege: pp. 148-49, 205, 512, 532-33, 599-600.

Pramanik, Sj. Mrityunjoy—

Formation of Governing Bodies of colleges: (Q.) p. 429.

Pramanik, Sj. Surendra Nath—

Floods of Keleghai river in Midnapore district: (Q.) p. 246.

Introduction of free and compulsory primary education in the State: (Q.) p. 352.

Percentage of literates within Keshpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 129.

Relief to the people in distress due to destruction of crops in Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 558.

Stipends and scholarships to Scheduled Caste students during 1951 to 1953. p. 85.

Supply of bonemeal for Narayangarh police-station, Midnapore: (Q.) p. 422.

Tank improvement in Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 8.

Presentation—

Of the Report of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms Bill, 1955: p. 149.

Preventive measures—

Against spread of diseases in the Bankura district: (Q.) p. 133.

Primary and Junior Basic Schools—

Under the 24-Parganas District School Board: (Q.) pp. 67-72.

Primary teachers—

Appointed under "Special Cadre, 1954", in Howrah district: (Q.) p. 74.

Procedure—

For appointment of Assistant Headmasters in Government High Schools: (Q.) p. 479.

Procession—

Of refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta, on 18th November, 1954: (Q.) p. 405.

Proposal—

For conversion of all primary schools of Bankura district into free ones: (Q.) p. 86.

Proposed establishment—

Of a Sanskrit University in the State: (Q.) p. 133.

Proposed retrenchment—

Of five hundred employees of the Secretariat and different Directorates: (Q.) p. 547.

Prospecting—

Of minerals within Shampur police-station, Howrah: (Q.) p. 508.

Protection—

Of cottage industries in the State: (Q.) p. 204.

Of Dhulian town against erosion of the Ganga: (Q.) p. 246.

Publication—

Of advertisements regarding Kalyani township in the "Searchlight" of Bihar: (Q.) p. 579.

Of the magazine of the Barasat Government Intermediate College: (Q.) p. 483.

Purchase—

Of stores for West Bengal Fire Services: (Q.) p. 254.

Question(s)—

Absorption of Food Department employees in Fisheries Department: p. 486.

Absorption of surplus employees of the Food Department: p. 564.

Adult Education Centres in the State: p. 430.

Agricultural indebtedness in the State: p. 21.

Amalgamation of cadres of Overseers and Estimators with the West Bengal Subordinate Engineering Service: p. 577.

Question(s)—contd.

Appointment of teachers to relieve educated unemployment in the State: pp. 72-74.

Appointment of teachers under "Special Cadre" Scheme in Malda district: p. 347.

Appointment of teachers under "Special Cadre" Scheme to relieve educated unemployment: pp. 86-89.

Arrangement for physical training in schools and colleges: pp. 60-62.

B.C.G. Vaccination in Burdwan district: p. 135.

Bally Municipal Waterworks Scheme: p. 123.

Bargadars of Sunderban area: p. 246.

Beggars and homeless vagrants in the State: p. 577.

Bhagawanpur A. G. Hospital, Contai: p. 134.

Bhagchas Conciliation Boards in 24-Parganas: p. 258.

Cancellation of statutory leave of workers by several jute mills: p. 367.

Canning Girls' School: p. 365.

Cases filed before the Subdivisional Officer, Tamluk, under West Bengal Bargadars (Amendment) Ordinance, 1954. p. 255.

Cinchona industry at Mungpoo: p. 555.

Closure of a number of depots by Messrs. Allen Berry and Co.: pp. 362-63.

Collapse of houses and lands within Kulti police-station, Asansol: p. 10.

Collection of information about the activities of the teachers and students of schools in the State: p. 349.

Collection of motor vehicles tax and distribution of the same to municipalities: p. 197.

Collective fines realised from Arambagh subdivision during 1942: p. 573.

Condition of service of Special Cadre teachers: p. 365.

Construction of boro bundhs on the Kangsabati and Kanki rivers within Daspur and Ghatal police-stations, Midnapore: p. 17.

Construction of tenements under Industrial Housing Scheme: pp. 53-55.

Construction of a Maternity and Child Welfare Centre at Nimtita, Murshidabad: p. 118.

Construction of a multi-storeyed building at Bowali Mondal Road, Calcutta, for housing the local bustee-dwellers affected by fire in 1953: pp. 504, 506.

Construction of a waiting room at Canning Motor Launch Ferry Ghat: p. 555.

Contracts given in the Community Development Blocks: p. 549.

Cottage industries in Murshidabad district: p. 237.

Daspara Free Primary School, Domjur, Howrah: p. 480.

Delay in payment of wages in test relief works within Contai subdivision: p. 564.

Destruction of crops within Sonarpur and Bhangar police-stations by sewer water of the drainage canal of Calcutta Corporation: p. 6.

Development of roads within Ketugram police-station, Burdwan district: p. 171.

Different products of Government forests in Sunderbans Division: p. 416.

Digging of wells for removal of untouchability in Gopiballavpur police-station: p. 200.

Directions from Government to all secondary schools of Midnapore district for submission of detailed reports on students' strikes since 1947: p. 350.

Discharge of surplus employees of Food Department allotted to Agriculture Department: p. 575.

Dismissal of workmen by Messrs. Albert David and Co: p. 363.

Dispute between the workers and the management of the Bengal Lamp Company, Limited: p. 364.

Distress among the agricultural labourers wnthin Jhargram and Sadar subdivisions of Midnapore district: p. 558.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans: p. 17.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in each district: p. 16.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in Jhargram and Midnapore police-stations in 1954: pp. 4-5.

Question(s)—contd.

Drive against adulteration of foodstuffs in Calcutta and Howrah: p. 500.

Drive against adulteration of foodstuffs in the State: p. 498.

Drive against anti-social elements in Calcutta: p. 177.

Drive against spurious drugs in Calcutta and Howrah: p. 502.

Education facilities for tribal people in the State: p. 188.

Ejectment of share-croppers (Bhagchasis) in Garbeta and Salboni police-stations: p. 258.

Employees' State Insurance Scheme: pp. 357-59.

Establishment of T.B. Clinics in the rural areas of Bankura district: p. 117.

Expenditure on account of travelling allowance, etc., of Secretaries, Deputy Secretaries and others: pp. 547-48.

Expenditure under different heads for tribal welfare in the State: p. 192.

Extension of service of officers and professors of the Calcutta University: p. 132.

Failure of crops in Daspur police-station, Midnapore: p. 21.

Filling up of permanent posts of Overseer-Estimators under Irrigation Department: p. 488.

Filling up of the post of Deputy Director of Fire Services, West Bengal: p. 242.

Financial assistance to the Netaji Mahavidyalaya (College), Arambagh: p. 139.

Fixation of rate of motor transport fare in Malda district: p. 575.

Floods of Keleghai river in Midnapore district: p. 246.

Forecast of production of foodgrains in the State in 1954-55: p. 21.

Forestry in Sagar and Kakdwip police-stations: p. 413.

Formation of Governing Bodies of colleges: p. 429.

Formation of Works Committees in different industries: p. 366.

Handloom products of Uttar Pradesh and Madras in West Bengal market: p. 195.

Implementation of Employees' State Insurance Scheme in this State: pp. 55-60.

Implementation of the Minimum Wages Act, 1948, in the State: pp. 356-57.

Implementation of Minimum Wages Act, 1948, in the case of agricultural labour: p. 355.

Inclusion of irrigation schemes for Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations in the Second Five-Year Plan: p. 554.

Introduction of free and compulsory primary education in the State: p. 352.

Irregular payment of salaries of the primary school teachers of Midnapore: p. 64.

Irrigation schemes within Nayagram, Sankrail and Gopiballavpur police-stations: p. 420.

Issue of permits for motor vehicles on certain routes of Malda district: p. 570.

Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah: p. 548.

Jitendra Narayan Roy Infant and Nursery School, Calcutta: p. 426.

Kanchrapara T.B. Hospital: pp. 490-91.

Kanksa Camp in Asansol subdivision: p. 407.

Lease of Sadar Ghat Ferry over the Damodar at Burdwan: p. 172.

Loss of lives of labourers of Tundoo Tea Estates of Jalpaiguri in the North Bengal Flood of 1954: p. 14.

Lock-out of Katalguri Tea Estate, Dooars, Jalpaiguri: pp. 51-53.

Measures against forcible eviction of Bargadars in Jaynagar and other police-stations of Diamond Harbour subdivision: p. 249.

Medical aids to refugee T.B. patients in the State: p. 410.

Missing of one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, from the custody of Hastings police: p. 176.

Mobilisation of National Volunteer Force for attending to dock work during dock strike: p. 578.

Question(s)—contd.

National Cadet Corps: p. 142.

Non-payment of salaries of the primary school teachers of Howrah: p. 426.

Number of Adibasi teachers within Gopiballavpur police-station, Midnapore: p. 202.

Number of colleges, high schools and primary schools in the State: pp. 62-63.

Number of transport employees retrenched and arrested during October, 1953: p. 187.

Number of motor vehicles in the State in 1952-53: p. 181.

Number of multi-purpose co-operative societies in the State: p. 8.

Number of persons engaged in cottage industries: p. 238.

Number of primary schools, primary school teachers and special cadre teachers within Arambagh subdivision: p. 140.

Omnibus Tribunal for Cotton Textile Industry in the State: p. 85.

Opening of free primary schools in Chhatna Constituency in Bankura district: p. 354.

Orissa Coast Canal, Contai, Midnapore: p. 244.

Permanent improvement of Sunderban areas: p. 503.

Pay of primary school teachers under Special Cadre Scheme: p. 348.

Payment of stipend in lieu of pay to teachers under Midnapore District School Board: p. 65.

Percentage of literates within Keshpur police-station, Midnapore: p. 129.

Preventive measures against spread of diseases in the Bankura district: p. 129.

Primary and junior basic schools under the 24-Parganas District School Board: pp. 67-72.

Primary teachers appointed under "Special Cadre, 1954", in Howrah district: p. 74.

Procedure for appointment of assistant headmasters in Government high schools: p. 479.

Procession of refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta, on 18th November, 1954: p. 405.

Proposal for conversion of all primary schools of Bankura district into free ones: p. 86.

Proposed establishment of a Sanskrit University in the State: p. 133.

Proposed retrenchment of five hundred employees of the Secretariat and different Directorates: p. 547.

Prospecting of minerals within Shampur police-station, Howrah: p. 508.

Protection of cottage industries in the State: p. 204.

Protection of Dhulian town against erosion of the Ganga: p. 246.

Publication of advertisements regarding Kalyani township in the "Searchlight" of Bihar: p. 579.

Publication of the magazine of the Barasat Government Intermediate College: p. 483.

Purchase of stores for West Bengal Fire Service: p. 254.

Rate of bus fare in different bus routes of Contai subdivision: p. 569.

Realisation of education tax during the last five years: p. 351.

Reconstitution of the Board of Wakfs, West Bengal: p. 424.

Recording of rights of tenants under "sanja" system of tenancy in the district of Midnapore: p. 249.

Recruitment of special cadre teachers in Murshidabad district: p. 66.

Refugee colonies within Midnapore district: p. 412.

Rehabilitation schemes for Nangi-Batanagar refugees: p. 409.

Relief to the people in distress due to destruction of crops in Narayangarh and Keshiari police-stations: p. 558.

Relief to refugee students of primary schools under Bongaon Municipality: p. 409.

Repair of different khals in Midnapore district: p. 419.

Repair of embankments in Kakdwip, Sagar and Mathurapur police-stations in 1954-55: p. 487.

Representations from Kisan Sabha in respect of the working Bhagchas Conciliation Boards: p. 251.

Question(s)—contd.
Requirement and supply of fish in Calcutta: p. 484.
Revision of pay-scales and other facilities of health assistants: p. 490.
Rice in price of flour and atta: p. 565.
Rise in price of paddy and rice in drought-affected areas: p. 13.
Rise in price of rice and paddy in Contai subdivision: p. 565.
River dacoities in the Hooghly river within the jurisdiction of Midnapore district: p. 185.
Scarcity of fuel wood in the rural areas of Bankura district: p. 415.
Scheme for construction of embankments within Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations: p. 423.
Scheme for giving medical aids to T.B. patients: p. 493.
Secondary Education Enquiry Commission, West Bengal: p. 65.
Selection of site of primary schools in Midnapore district: pp. 75-80.
Service conditions of the West Bengal Fire Service personnel: p. 239.
Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital), Calcutta: p. 494.
Settlement of refugees in the Andaman Islands: pp. 408-409.
Sluice gate in Uttarbhag-Dabu khal, 24-Parganas: p. 489.
Small irrigation schemes within Sankrail, Gopiballavpur and Nayagram thanas, Midnapore: p. 578.
Small-pox epidemic in Kharagpur town: p. 124.
Small-pox epidemic in Kharagpur town: p. 138.
Special financial assistance to schools having majority of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes: p. 144.
Staff of the Agriculture Directorate: p. 567.
Stamp vendors in the State: p. 547.
Statistics of urban unemployment in the State: pp. 80-85.
Status of the primary school teachers who have passed the Matriculation examination in one subject: p. 354.
Stipends and scholarships to Scheduled Caste students during 1951 to 1953. p. 85.
Supply of bonemeal for Narayangarh police-station, Midnapore: p. 422.
Surplus personnel of Food Department: p. 561.
Suspension of collection of loans in Midnapore district: (Q.) p. 11.
Suspension of realisation of agricultural loans in Midnapore district: p. 12.
Suspension of realisation of loans in Chhatna constituency: p. 22.
Suspension of realisation of loans in Ghatal subdivision of Midnapore district and in Goghat thana of Hooghly district: p. 13.
Tank improvement in Narayangarh and Keshiari police-stations: p. 8.
Test relief work in Malda district in 1954: p. 10.
"The Weekly West Bengal", "Basundhara" and other journals of the State Government: p. 178.
Traffic jamming on the approach of the Howrah Bridge: p. 174.
Transfer of affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Education, Ajmere: p. 64.
Tube-wells in Contai subdivision: p. 120.
Tube-wells sunk in different unions under Goghat police-station, Hooghly: p. 119.
Upper primary schools under the Midnapore District School Board: p. 132.
Unemployment among engineers in the State: p. 368.
Uniformity of pay-scales of primary school teachers: p. 72.
Upliftment of Scheduled Tribes within Jhargram subdivision: p. 189.
Upper and lower primary schools of Midnapore district: p. 130.
Vigilance parties in Calcutta: p. 183.
Village Defence Party: p. 571.

Question(s)—concld.

West Bengal Financial Corporation: p. 509.

West Bengal Government Emporium for exhibition and sale of cottage industry products outside the State: p. 193.

Yield of food crops in the State: p. 576.

Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.—

Construction of boro bundhs on the Kangsabati and Kanki rivers within Daspur and Ghatal police-stations, Midnapore. (Q.) p. 17.

Destruction of crops within Sonarpur and Bhangar police-stations by sewer water of the drainage canal of Calcutta Corporation: (Q.) p. 6.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans: (Q.) p. 17.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in each district: (Q.) p. 16.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in Jhargram and Midnapore police-stations in 1954: (Q.) p. 5.

Failure of crops in Daspur police-station, Midnapore: (Q.) p. 21.

Forecast of production of foodgrains in the State in 1954-55: (Q.) p. 21.

Scheme for construction of embankments within Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations: (Q.) p. 423.

Small irrigation schemes within Sankrail, Gopiballavpur and Nayagram thanas, Midnapore: (Q.) p. 578.

Staff of the Agriculture Directorate: (Q.) p. 567.

Supply of bonemeal for Narayangarh police-station, Midnapore: (Q.) p. 422.

Tank improvement in Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 8.

Rate—

Of bus fare in different bus routes of Contai subdivision: (Q.) p. 569.

Ray, Dr. Narayan Chandra—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 606, 608, 645, 649, 666-67.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 385-87, 437, 438-39, 453.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: p. 309.

Collection of motor vehicles tax and distribution of the same to municipalities: (Q.) p. 197.

Drive against adulteration of foodstuffs in Calcutta and Howrah: (Q.) p. 500.

Drive against anti-social elements in Calcutta: (Q.) p. 177.

Drive against spurious drugs in Calcutta and Howrah: (Q.) p. 502.

Employees' State Insurance Scheme: (Q.) pp. 357-58.

Medical aids to refugee T.B. patients in the State: (Q.) p. 410.

Number of transport employees retrenched and arrested during October, 1953. (Q.) p. 187.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: pp. 102, 103, 104, 105, 111-12.

Scheme for giving medical aid to T.B. patients: (Q.) p. 493.

Ray, The Hon'ble Renuka—

Medical aids to refugee T.B. patients in the State: (Q.) p. 410.

Procession of refugees in front of the Central Refugee Rehabilitation Office at Middleton Row, Calcutta, on 18th November, 1954: (Q.) p. 405.

Refugee colonies within Midnapore district: (Q.) p. 412.

Reply on the point of information raised by Sj. Jyoti Basu: p. 30

Statement regarding the Kurmitola Camp incidents: pp. 619-20.

Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra—

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: pp. 40, 46.

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538-40.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 382-84.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 304-305.

Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra—concld.

The Cooch Behar (Assimilation of Laws) (Amendment) Bill, 1955: p. 90.

The Indian Evidence (West Bengal Amendment) Bill, 1955: p. 34.

Non-official resolutions: p. 639.

On a point of order: p. 153.

Reports of the Committee on Public Accounts: pp. 206-10.

The Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955: p. 95.

Realisation—

The education tax during the last five years: (Q.) p. 351.

Rearrangement of seats: p. 3.

Reconstitution—

Of the Board of Wakfs, West Bengal: (Q.) p. 424.

Recording of rights—

Of tenants under "sanja" system of tenancy in the district of Midnapore: (Q.) p. 249.

Recruitment—

Of special cadre teachers in Murshidabad district: (Q.) p. 66.

Refugee colonies within Midnapore district: (Q.) p. 412.

Refugee seeking interview with Rehabilitation Minister: p. 29.

Rehabilitation schemes—

For Nangi-Batanagar refugees: (Q.) p. 409.

Relief—

To the people in distress due to destruction of crops in Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 558.

To refugee students of primary schools under Bongaon Municipality: (Q.) p. 409.

Repair—

Of different khals in Midnapore district: (Q.) p. 419.

Of embankments in Kakdwip, Sagar and Mathurapur police-stations in 1954-55: (Q.) p. 487.

Reports of the Committee of Public Accounts: pp. 158, 206-31.

Representations—

From the Kisan Sabha in respect of the Working Bhagchas Conciliation Boards: (Q.) p. 251.

Requirement and supply of fish in Calcutta: (Q.) p. 484.

Revision of pay-scales and other facilities of health assistants: (Q.) p. 490.

Rise—

In price of flour and atta: (Q.) p. 565.

In price of rice and paddy in Contai subdivision: (Q.) p. 565.

In price of paddy and rice in drought-affected area: (Q.) p. 13.

River—

Dacoities in the Hooghly river within the jurisdiction of Midnapore district: (Q.) p. 185.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra—

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Ordinance, 1955: p. 30.

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1955: pp. 531-32.

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 533-37, 596-99, 601, 604, 609-10, 615-16, 649-51, 656, 659-60, 662, 663, 664, 665, 669.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra—concld.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 369-71, 400-403, 444-46, 455, 474-77.

Collection of Motor Vehicles Tax and distribution of the same to municipalities: (Q.) p. 197.

Construction of a waiting room at Canning Motor Launch Ferry Ghat: (Q.) p. 555.

Demands for Grants (Excess Expenditure, 1950-51)—57—Miscellaneous—Expenditure on displaced persons: p. 232.

Demands for Grants (Excess Expenditure, 1950-51)—55—Superannuation allowance and pensions: p. 232.

Drive against anti-social elements in Calcutta: (Q.) p. 177.

Expenditure on account of travelling allowance, etc., of Secretaries, Deputy Secretaries and others: (Q.) p. 548.

Laying of Amendments to the Motor Vehicles Rules, 1940: p. 30.

Missing of one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, from the custody of Hastings police: (Q.) p. 176.

Non-official resolutions: pp. 289-94, 643-44.

Number of transport employees retrenched and arrested during October, 1953: (Q.) p. 187.

Number of motor vehicles in the State in 1952-53: (Q.) p. 181.

Presentation of the Report of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms Bill, 1955: p. 149.

Proposed retrenchment of five hundred employees of the Secretariat and different Directorates: (Q.) p. 547.

Reply on a point of information raised by Sj. Bankim Mukherji: pp. 25-26.

Reports of the Committee on Public Accounts: (Q.) pp. 227-31.

River dacoities in the Hooghly river within the jurisdiction of Midnapore district: (Q.) p. 186.

Stamp vendors in the State: (Q.) p. 547.

Statement regarding excess expenditure for the year 1950-51: pp. 150-51, 155, 157.

Vigilance Parties in Calcutta: (Q.) p. 183.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955: pp. 233, 236.

West Bengal Financial Corporation: (Q.) pp. 509-10.

Roy, Sj. Biren—

Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital), Calcutta: (Q.) p. 494.

Roy, Sj. Nepal Chandra—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 668-69.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 395-97.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 337-39.

Roy, Sj. Provash Chandra—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 466-67.

The Bengal Tenancy (Amendment) Bill, 1955: p. 47.

Bhagchas Conciliation Boards in 24-Parganas: (Q.) p. 258.

Roy, The Hon'ble Radhagobinda—

Digging of wells for removal of untouchability in Gopiballavpur police-station: (Q.) p. 200.

Education facilities for tribal people in the State: (Q.) p. 188.

Expenditure under different heads for tribal welfare in the State: (Q.) p. 192.

Number of Adibasi teachers within Gopiballavpur police-station, Midnapore: (Q.) p. 202.

Upliftment of Scheduled Tribes within Jhargram subdivision: (Q.) p. 189.

Roy, Sj. Saroj—

Distress among the agricultural labourers within Jhargram and Sadar subdivisions of Midnapore district: (Q.) p. 558.

Distribution of agricultural and cattle-purchase loans in Jhargram and Midnapore police-stations in 1954: (Q.) p. 4.

Ejectment of share-croppers (Bhagchasis) in Garbeta and Salbani police-stations: (Q.) p. 258.

Forecast of production of foodgrains in the State in 1954-55· (Q.) p. 21.

Recording of rights of tenants under 'Sanja" system of tenancy in the district of Midnapore: (Q.) p. 249.

Small-pox epidemic in Kharagpur town: (Q.) p. 138.

Suspension of realisation of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 12.

Roy Singh, Sj. Satish Chandra—

Issue of permits for motor vehicles on certain routes of Malda district: (Q.) pp. 570-71.

Rate of bus fare in different bus routes of Contai subdivision· (Q.) p. 570.

Sadar and Subdivisional Hospitals Bill, 1955, The—: pp. 92-114.

Saha, Sj. Madan Mohon—

Collective fines realised from Arambagh subdivision during 1942: (Q.) p. 573.

Saha, Dr. Saurendra Nath—

Cinchona industry at Mungpoo. (Q) p. 555.

Jaiswal Hospital, Grand Trunk Road, Howrah: (Q.) p. 548.

Non-official resolutions: p. 621.

Unemployment among engineers in the State· (Q.) p. 368.

Sahu, Sj. Janardan—

Handloom products of Uttar Pradesh and Madras in West Bengal market: (Q.) p. 195.

Proposed establishment of a Sanskrit University in the State: (Q.) p. 133.

Traffic jamming on the approach of the Howrah Bridge: (Q) p. 174.

West Bengal Government Emporium for exhibition and sale of cottage industry products outside the State: (Q.) p. 193.

Sarkar, Sj. Dharani Dhar—

Adult Education Centres in the State: (Q.) p 430.

Appointment of teachers under "Special Cadre" Scheme in Malda district: (Q.) p. 347.

Fixation of rate of motor transport fare in Malda district. (Q.) p. 575.

Issue of permits for motor vehicles on certain routes of Malda district: (Q.) p. 570.

Revision of pay-scales and other facilities of health assistants: (Q.) p. 470.

Test relief work in Malda district in 1954 (Q) p 10.

Satpathi, Dr. Krishna Chandra—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 470-71.

Small-pox epidemic in Kharagpur town (Q.) p. 124.

Scarcity—

Of fuel wood in the rural areas of Bankura district: (Q.) p. 415.

Scheme—

For construction of embankments within Gopiballavpur, Nayagram and Sankrail police-stations: (Q.) p. 423.

For giving medical aids to T.B. patients: (Q.) p. 493.

Secondary Education Enquiry Commission, West Bengal: (Q.) p. 65.

Selection—

Of site of primary schools in Midnapore district: (Q.) pp. 75-80.

Sen, Sj. Bijesh Chandra—

Rehabilitation schemes for Nangi-Batanagar refugees: (Q.) p. 409.

Settlement of refugees in Andaman Islands: (Q.) p. 409.

Sen, Sjkta. Mani Kuntala—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 372, 469-70.

Discharge of surplus employees of Food Department allotted to Agriculture Department: (Q.) p. 575.

Missing of one Nirmal Chandra Karmakar, an ex-seaman, from the custody of Hastings police: (Q.) p. 176.

Proposed retrenchment of five hundred employees of the Secretariat and different Directorates: (Q.) p. 547.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra—

Absorption of surplus employees of the Food Department: (Q.) p. 564.

Agricultural indebtedness in the State: (Q.) p. 22.

Beggars and homeless vagrants in the State: (Q.) p. 577.

Collapse of houses and lands within Kulti police-station, Asansol: (Q.) p. 10.

Delay in payment of wages in test relief works within Contai subdivision: (Q.) p. 564.

Discharge of surplus employees of Food Department allotted to Agriculture Department: (Q.) p. 575.

Distress among the agricultural labourers within Jhargram and Sadar subdivisions of Midnapore district: (Q.) p. 559.

Loss of lives of labourers of Tundoo Tea Estates of Jalpaiguri in the North Bengal Flood of 1954: (Q.) p. 14.

Number of multi-purpose co-operative societies in the State: (Q.) p. 9.

Relief to the people in distress due to destruction of crops in Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 558.

Rise in price of flour and atta: (Q.) p. 565.

Rise in price of paddy and rice in drought-affected area: (Q.) p. 13.

Rise in price of rice and paddy in Contai subdivision: (Q.) p. 566.

Surplus personnel of Food Department: (Q.) p. 562.

Suspension of collection of loans in Midnapore district: (Q.) p. 12.

Suspension of realisation of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 12.

Suspension of realisation of loans in Chhatna constituency: (Q.) p. 22.

Suspension of realisation of loans in Ghatal subdivision of Midnapore district and Goghat thana of Hooghly district: (Q.) p. 13.

Test relief work in Malda district in 1954: (Q.) p. 10.

Yield of food crops in the State: (Q.) p. 576.

Sen, Dr. Ranendra Nath—

Dispute between the workers and the management of the Bengal Lamp Co., Ltd.: (Q.) p. 364.

Employees' State Insurance Scheme: (Q.) p. 359.

Formation of Works Committees in different industries: (Q.) p. 366.

Implementation of Employees' State Insurance Scheme in the State: (Q.) p. 55.

Implementation of the Minimum Wages Act, 1948, in the State: (Q.) pp. 356-57.

Loss of lives of labourers of Tundoo Tea Estate of Jalpaiguri in the North Bengal Flood of 1954: (Q.) p. 14.

Non-official resolutions: pp. 621-24.

Point of information: pp. 619, 636-38.

Point of privilege: p. 512.

Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas—

The Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 605, 645, 646, 654, 655, 661.

Collective fines realised from Arambagh subdivision during 1942: (Q.) p. 574.

Fixation of rates of motor transport fare in Malda district: (Q.) p. 575.

Sen Gupta, Sj. Gopika Bilas—concld.

Publication of advertisements regarding Kalyani township in the "Searchlight" of Bihar: (Q.) p. 579.

Traffic jamming on the approach of the Howrah Bridge: (Q.) p. 174.

"The Weekly West Bengal", "Basundhara" and other journals of the State Government: (Q.) p. 178.

Service conditions of the West Bengal Fire Service personnel: (Q.) p. 239.

Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital (formerly Presidency General Hospital), Calcutta: (Q.) p. 494.

Settlement of refugees in Andaman Islands: (Q.) pp. 408-409.

Sharma, Sj. Joynarayan—

Collapse of houses and lands within Kulti police-station, Asansol: (Q.) p. 10.

Sinha, Sj. Lalit Kumar—

Canning Girls' School: (Q.) p. 365.

Condition of service of special cadre teachers: (Q.) p. 365.

Construction of a waiting room at Canning Motor Launch Ferry Ghat: (Q.) p. 555.

Non-payment of salaries of the primary school teachers of Howrah: (Q.) p. 426.

Pay of primary school teachers under special cadre scheme: (Q.) p. 348.

Payment of stipend in lieu of pay to teachers under Midnapore District School Board: (Q.) p. 65.

Permanent improvement of Sunderban areas: (Q.) p. 503.

Realisation of education tax during the last five years: (Q.) p. 351.

Recruitment of special cadre teachers in Murshidabad district: (Q.) p. 66.

Relief to refugee students of primary school under Bongaon Municipality: (Q.) p. 409.

Sluice gate in Uttarbhag-Dabu khal, 24-Parganas: (Q.) p. 489.

Status of the primary school teachers who have passed the Matriculation examination in one subject: (Q.) p. 354.

Uniformity of pay-scales of primary school teachers: (Q.) p. 72.

Sluice gate—

In Uttarbhag-Dabu khal, 24-Parganas: (Q.) p. 489.

Small-pox epidemic in Kharagpur town: (Q.) pp. 124, 138.

Small irrigation schemes—

Within Sankrail, Gopiballavpur and Nayagram thanas, Midnapore: (Q.) p. 578.

Speaker (The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee)—

Allotment of time for the discussion of the reports of the Committee on Public Accounts: p. 158.

Announcement by—on the application for leave of absence: p. 51.

Announcement by—the programme of business for 17th August, 1955: p. 170.

Announcement by—the time for resolutions: p. 621.

Observations by—on the Calcutta Sports Bill, 1955: pp. 538, 583, 599, 600, 644.

Observations by—on the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 371, 395, 399, 404, 436, 441, 467, 468, 473.

Observations by—on the non-official resolutions: pp. 261, 262.

Observations by—on the point of information raised by Sj. Bankim Mukherji: pp. 27-28.

Observations by—on the point of order raised by Sj. Subodh Banerjee, Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhury, Sj. Sasabindu Bera and Sj. Bankim Mukherji: pp. 157-58.

Observations by—on the point of privilege raised by Sj. Bankim Mukherji and Sj. Subodh Banerjee: pp. 148, 149.

Observations by—on the point of privilege raised by Sj. Bibhuti Bhushon Ghose: p. 206.

Speaker (The Hon'ble Saila Kumar Mukherjee)—concld.

Observations by—on the presentation of the Report of the Joint Select Committee on the West Bengal Land Reforms Bill, 1955: p. 149.

Observations by—on the shooting on Goa satyagrahis: p. 117.

Observations by—on the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955: p. 234.

Observations by—on the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1955: pp. 514, 515.

Point of privilege: pp. 532, 533.

Ruling on the point of order raised by Sj. Ganesh Ghosh regarding the admissibility of the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: p. 345.

Special financial assistance—

To schools having majority of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes: (Q.) p. 144.

Staff of the Agriculture Directorate: (Q.) p. 567.

Stamp Vendors in the State: (Q.) p. 547.

Statement regarding the Kurmitola Camp incident: pp. 619-20.

Statement of the Irrigation Minister—

About the North Bengal Flood: pp. 434-36.

Statistics of urban unemployment in the State: (Q.) pp. 80-85.

Status—

Of the primary school teachers who have passed the Matriculation examination in one subject: (Q.) p. 354.

Stipends—

And scholarships to Scheduled Caste students during 1951 to 1953: p. 85.

Supply—

Of bonemeal for Narayangarh police-station, Midnapore: (Q.) p. 422.

Surplus personnel of Food Department: (Q.) p. 561.

Suspension—

Of collection of loans in Midnapore district: (Q.) p. 11.

Of realisation of agricultural loans in Midnapore district: (Q.) p. 12.

Of realisation of loans in Chhatna constituency: (Q.) p. 22.

Of realisation of loans in Ghatal subdivision of Midnapore district and in Goghat thana of Hooghly district: (Q.) p. 13.

Tah, Sj. Dasarathi—

Absorption of Food Department employees in Fisheries Department: (Q.) p. 486.

B.C.G. Vaccination in Burdwan district: (Q.) p. 135.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 461-62.

The Code of Criminal Procedure (West Bengal Amendment) Bill, 1955: pp. 336-37.

Kanksa Camp in Asansol subdivision: (Q.) p. 407.

Lease of Sadar Ghat Ferry over the Damodar at Burdwan: (Q.) p. 172.

Number of multi-purpose co-operative societies in the State: (Q.) p. 8.

Tank improvement—

In Narayangarh and Keshiari police-stations: (Q.) p. 8.

Test relief work in Malda district in 1954: (Q.) p. 10.

Traffic jam at Howrah: p. 612.

Traffic jamming—

On the approach of the Howrah Bridge: (Q.) p. 174.

Transfer—

Of affiliation of school in the Andaman Islands from the Board of Secondary Education, West Bengal, to the Central Board of Education, Ajmere: p. 64.

Tube-wells—

In Contai subdivision: (Q.) p. 120.
Sunk in different unions under Goghat police-station, Hooghly: (Q.) p. 119.

Unemployment among engineers in the State: (Q.) p. 368.

Uniformity—

Of pay-scales of primary school teachers: (Q.) p. 72.

Upliftment—

Of Scheduled Tribes within Jhargram subdivision: (Q.) p. 189.

Upper and lower primary schools of Midnapore district: (Q.) p. 130.

Upper primary schools under the Midnapore District School Board: (Q.) p. 132.

Village Defence Party: (Q.) p. 571.

Vigilance parties in Calcutta: (Q.) p. 183.

"The Weekly West Bengal", "Basumdhara" and other journals of the State Government: (Q.) p. 178.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1950-51) Bill, 1955: pp. 233-36.

West Bengal Financial Corporation: (Q.) p. 509.

West Bengal Government Emporium—

For exhibition and sale of cottage industry products outside the State: (Q.) p. 193.

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Ordinance, 1955: pp. 30, 513-31.

Yield of food crops in the State: (Q.) p. 576.

Zaman, Janab A. M. A.—

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1955: pp. 391-92.
Non-official resolutions: pp. 628-29.

WI GP-55/6-6818A-650